
শাস্ত্রপৃষ্ঠা
হে মানুষ ওঠো!
ওঠে দাঁড়াও!
পতিত হওয়া তোমার
স্বভাবজাত নয়।
জ্ঞানের আলোকবর্তিকা
শুধু মাত্র তোমাকেই
দেওয়া হয়েছে। যা দিয়ে
তুমি ঐ সকল অন্ধকূপ
এড়িয়ে যেতে পারো।
(অথর্ববেদঃ ৮/১/৬)
(সনাতন ধর্ম সম্পর্কিত পিডিএফ গ্রন্থের সমাহার)

পাঠক্রমে মহাভারতের বৃহৎ সূচীপত্র।

—— :*: ——

শল্যপর্ব্ব

পাঠক্রমে শল্যপর্ব্ব বৃহৎ সূচীপত্র সমাপ্ত ॥০॥

শল্যপর্ব্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা।

—:*:—

মহর্ষি মহাভারতের আদিপর্ব্ব-দ্বিতীয় অধ্যায়ে গণনা করিয়াছেন—

"একোনষষ্টিরধ্যায়াঃ পর্ব্বণ্যত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংখ্যাতা বহুবৃত্তান্তাঃ শ্লোকসংখ্যাত্র কথ্যতে ॥২৯০॥
ত্রীণি শ্লোকসহস্রাণি দ্বে শতে বিংশতিস্তথা।
মুনিনা সংপ্রণীতানি কৌরবাণাং যশোভৃতা ॥২৯১॥"

অর্থাৎ এই শল্যপর্ব্বে ৫৯টী অধ্যায় ও ৩২২০টী শ্লোক আছে। নিম্নলিখিত তালিকাটী দেখিলেই, ইহার সম্পূর্ণ মিল বুঝা যাইবে।

অধ্যায়সংখ্যা		শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা		শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা		শ্লোকসংখ্যা
১	...	৫৪	২১	...	৮৯	৪১	...	৫১
২	...	৬৯	২২	...	৬২	৪২	..	১১৪
৩	...	৪৮	২৩	...	৫৬	৪৩	...	৩১
৪	...	৫০	২৪	...	৩৯	৪৪	...	৬৬
৫	...	৬৪	২৫	.	৫২	৪৫	...	২৪
৬	...	৪৪	২৬	...	৬৪	৪৬	...	৬৭
৭	...	৪৭	২৭	...	৩৮	৪৭	...	৫৩
৮	...	৬৫	২৮	...	৬৬	৪৮	...	২৭
৯	...	৫৬	২৯	...	৭১	৪৯	..	২৭
১০	...	৬৩	৩০	...	৭০	৫০	...	৪০
১১	...	৪৫	৩১	...	৫৮	৫১	...	৪৫
১২	...	৪৬	৩২	...	১৯	৫২	...	৪৫
১৩	...	৪১	৩৩	...	৮৩	৫৩	...	৬৯
১৪	...	৬৫	৩৪	...	৫১	৫৪	..	৬২
১৫	...	৮১	৩৫	...	৬১	৫৫	..	৩১
১৬	...	৩৭	৩৬	...	৫৪	৫৬	.	৪৬
১৭	...	৬৫	৩৭	.	৬৮	৫৭	...	৭৬
১৮	...	২৫	৩৮	.	৩৭	৫৮	...	৪১
১৯	...	৩৬	৩৯	..	৪০	৫৯	...	৭৭
২০	...	৪৬	৪০	...	৪৫			
		১০৪৭			১১৮১			৯৯২

একুন = ১০৪৭ + ১১৮১ + ৯৯২ = ৩২২০

শল্যপর্ব্বের উপপর্ব্ব।

মহাভারতম্



শল্যপর্ব্ব

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

প্রথমখণ্ডম্

দর্শনাচার্য্য-

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকস্কুরিবস্থ স্বসিদ্ধান্তবিদ্যালয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব প্রকাশিতঞ্চ

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে

গ্রাহকপক্ষে মূল্যং ২৲ সাধারণপক্ষে মূল্যং ১৷৹

মহাভারতম্



শল্যপর্ব্ব

— — :*: — —

(১। শল্যবধপর্ব।)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

জনমেজয় উবাচ।

এবং নিপাতিতে কর্ণে সমরে সব্যসাচিনা।
অল্পাবশিষ্টাঃ কুরবঃ কিমকুর্বত বৈ দ্বিজ ! ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অনন্তামেকান্তে বহতি শিরসো যঃ কুসুমবৎ
জটাজূটেঽনন্তঃ স ভুজগপতির্যস্ত বসতি।
মহীয়ানপ্যেবং চরতি স ভবান্ যত্র হৃদয়ে
মহত্তে কীদৃক্ তদ্‌গিরিশ! ভগবন্! ভক্তহৃদয়ম্ ॥
বিষং ধত্তেঽমৃতং দত্তে তমস্বী যঃ পরং মহঃ।
তস্মৈ বিচিত্রচারিত্র-শালিনে শূলিনে নমঃ ॥

অথ কর্ণপর্বোপান্ত্যাধ্যায়ে "অবহারং ততশ্চক্রে শল্যস্যানুমতে নৃপ!" ইতি শল্যস্যানুমত্যাবহারকরণেন তদানীং তস্যৈব প্রাধান্যসূচনাত্তৎসৈনাপত্যসূচনয়া সূচিতং শল্যপর্বারভতে জনমেজয় উবাচেতি।

(১) ··অল্পাবশেষাঃ কুরবঃ···পি।

বিদীর্য্যমাণঞ্চ বলং দৃষ্ট্বা রাজা সুযোধনঃ।
পাণ্ডবৈঃ প্রাপ্তকালঞ্চ কিং প্রাপদ্যত কৌরবঃ ॥২॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তদাচক্ষ্ব দ্বিজোত্তম!।
ন হি তৃপ্যামি পূর্বেষাং শৃণ্বানশ্চরিতং মহৎ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কর্ণে হতে রাজন্! ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ।
ভৃশং শোকার্ণবে মগ্নো নিরাশঃ সর্বতোঽভবৎ ॥৪॥
হা কর্ণ! হা কর্ণ! ইতি শোচমানো মুহুর্মুহুঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ স্বশিবিরং প্রায়াদ্ধতশিষ্টৈর্নৃপৈঃ সহ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। হে দ্বিজ! বৈশম্পায়ন! সব্যসাচিনা অর্জ্জুনেন, সমরে, এবমুক্তেন প্রকারেণ, কর্ণে নিপাতিতে সতি, পূর্বমেব বহূনাং নিপাতাদল্পাবশিষ্টাঃ কুরবঃ কিমকুর্বত ॥১॥

বিদীর্য্যেতি। পাণ্ডবৈর্বিদীর্য্যমাণং ভজ্যমানম্। প্রাপ্তকালং তৎকালোচিতম্, প্রাপদ্যত অকরোৎ ॥২॥

এতদিতি। আচক্ষ্ব ব্রূহি। হি যস্মাৎ, পূর্ব্বেষাং নিজপূর্ব্বপুরুষাণাম্ ॥৩॥

আচার্য্যনিয়মাৎ প্রাক্ সংক্ষেপেণ শল্যাদিবধমভিধত্তে। তত ইতি। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র রাজ্যে ধনজনাদৌ জীবনে চেত্যর্থঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ। উক্তা সঙ্গতিঃ কর্ণপর্ব্বাদৌ এবং নিপাতিত ইতি। উদ্যমং পলায়নং বা চক্রুরিতি প্রষ্টুরভিপ্রায়ঃ। অল্পাঃ অবশিষ্টা ইতি চ্ছেদঃ। অত্রাকারলোপ আর্ষঃ ॥১॥ তত্র দ্বিতীয়মেব মত্বাহ—উদীর্য্যমাণমিতি। পাণ্ডববলস্যোৎকর্ষং দৃষ্ট্বা কিং প্রাপদ্যত পলায়নমেবাস্তু শ্রেয় ইতি ভাবঃ ॥২—৩॥ কৃৎস্নসৈন্যবধেন দুর্য্যোধনঃ পলায়নমেব কৃতবা-

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি বৈশম্পায়ন! অর্জ্জুন যুদ্ধে এইভাবে কর্ণকে নিপাতিত করিলে, অল্পাবশিষ্ট কৌরবেরা তখন কি করিলেন? ॥১॥

পাণ্ডবেরা কৌরবসৈন্য বিদীর্ণ করিতেছেন দেখিয়া কৌরবনন্দন রাজা দুর্য্যোধন তৎকালোচিত কি কার্য্য করিলেন? ॥২॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বলুন। কারণ, আমি পূর্ব্বপুরুষগণের মহনীয় চরিত্র শুনিতে থাকিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না' ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'রাজা! কর্ণ নিহত হইলে, ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন অত্যন্ত শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া সকল বিষয়েই নিরাশ হইয়া পড়িলেন ॥৪॥

(২) উদীর্য্যমাণঞ্চ বলম্ ··পি বা সো।

স সমাশ্বাস্যমানোঽপি হেতুভিঃ শাস্ত্রনিশ্চিতৈঃ।
রাজভির্নালভচ্ছর্ম্ম সূতপুত্রবধং স্মরন্ ॥৬॥
স দৈবং বলবন্মত্বা প্রভাতে বিমলে সতি।
সংগ্রামে নিশ্চয়ং কৃত্বা পুনর্যুদ্ধায় নির্যযৌ ॥৭॥
শল্যং সেনাপতিং কৃত্বা বিধিবদ্রাজসত্তমম্।
রণায় নির্যযৌ রাজা হতশিষ্টৈর্নৃপৈঃ সহ ॥৮॥
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ।
বভূব ভরতশ্রেষ্ঠ! দেবাসুররণোপমম্ ॥৯॥
ততঃ শল্যো মহারাজ! কৃত্বা কদনমাহবে।
পাণ্ডুসৈন্যেঽথ মধ্যাহ্নে ধর্ম্মরাজেন পাতিতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

হেতি। হতশিষ্টৈঃ পাণ্ডবনিহতাবশিষ্টৈঃ ॥৫॥
স ইতি। হেতুভির্যুক্তিভিঃ। শর্ম্ম সুখং শান্তিমিত্যর্থঃ ॥৬॥
স ইতি। দৈবং প্রতিকূলম্। বিমলে নিরন্ধকারে ॥৭॥
শল্যমিতি। রাজসু সত্তমঃ প্রশস্ততমস্তম্। রাজা দুর্য্যোধনঃ ॥৮॥
তত ইতি। দেবাসুরয়োঃ রণ উপমা যস্য তৎ ॥৯॥
তত ইতি। কদনং মহামারীম্, আহবে যুদ্ধে। পাণ্ডুসৈন্যে পাণ্ডবসৈন্যস্য ॥১০॥

'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' এইভাবে অনবরত শোক প্রকাশ করিতে থাকিয়া তিনি হতাবশিষ্ট রাজগণের সহিত অতিকষ্টে আপন শিবিরে যাইতে লাগিলেন ॥৫॥

তখন রাজারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যুক্তি দেখাইয়া আশ্বস্ত করিতে থাকিলেও তিনি কর্ণবধ স্মরণ করিয়া শান্তিই পাইতে থাকিলেন না ॥৬॥

ক্রমে দুর্য্যোধন, দৈব প্রবল প্রতিকূল মনে করিয়া নির্ম্মল প্রভাতকাল হইলে, যুদ্ধেই কৃতনিশ্চয় হইয়া পুনরায় শিবির হইতে নির্গত হইলেন ॥৭॥

পরে দুর্য্যোধন যথাবিধানে রাজশ্রেষ্ঠ শল্যকে সেনাপতি করিয়া হতাবশিষ্ট রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইলেন ॥৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর দেবাসুরযুদ্ধের তুল্য কুরুসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের অতি-তুমুল যুদ্ধ হইল ॥৯॥

(৬) সম্যগাশ্বাস্যমানোঽপি·· পি,···রাজন্! বিভূতিমিচ্ছন্তিঃ সূতপুত্রমনুস্মরন্—নি। (৭) স দৈবং বলবন্মত্বা ভবিতব্যঞ্চ পার্থিবঃ · পি বা সো। (৮)···বিধিবদ্রাজপুঙ্গবঃ··· হতশেষৈঃ···পি বা সো। (৯) অভবদ্ভরতশ্রেষ্ঠ!···পি বা সো। (১০)···হতসৈন্যোঽথ মধ্যাহ্নে···পি বা সো।

ততো দুর্য্যোধনো রাজা হতবন্ধু রণাজিরাৎ।
অপসৃত্য হ্রদং ঘোরং বিবেশ রিপুজাদ্ভয়াৎ ॥১১॥
অথাপরাহ্ণে তস্যাহ্নঃ পরিবার্য্য মহারথৈঃ।
হ্রদাদাহূয় যুদ্ধায় ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥১২॥
তস্মিংস্তু নিহতে বীরে মহেষ্বাসাস্ত্রয়ো রণে।
কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণির্জঘ্নুঃ পাণ্ডবসৈনিকান্ ॥১৩॥
ততঃ পূর্বাহ্ণসময়ে শিবিরাদেত্য সঞ্জয়ঃ।
প্রবিবেশ পুরীং দীনো দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥১৪॥
প্রবিশ্য চ পুরং সূতো ভুজাবুচ্ছ্রিত্য দুঃখিতঃ।
বেপমানস্ততো রাজ্ঞঃ প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। হতা বন্ধবো যস্য সঃ, রণাজিরাৎ সমরস্থলাৎ ॥১১॥
অথেতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য। পাতিতঃ দুর্য্যোধন ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥১২॥
তস্মিন্নিতি। নিহতে উরুভঙ্গেন নিহতপ্রায়ে, মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাঃ ॥১৩॥
তত ইতি। পুরীং হস্তিনাম্, দীনো বিষাদকাতরঃ ॥১৪॥
প্রবিশ্যেতি। সূত সঞ্জয়ঃ, উচ্ছ্রিত্য উত্তোল্য। রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

নিত্যাহ—ততঃ কর্ণে হতে ইত্যাদিনা প্রাঙ্মুখঃ প্রাদ্রবদ্বয়াদিত্যন্তেন গ্রন্থেন ॥৪—১১॥ এবং সর্ব্বান্ ঘাতয়িত্বা পলায়নে দুর্যশো লব্ধাপি মরণমেব প্রাপেত্যাহ—অথেতি। অপরাহ্ণে

মহারাজ! তাহার পর শল্য যুদ্ধে পাণ্ডবসৈন্যের মহামারী ঘটাইয়া মধ্যাহ্ন-কালে যুধিষ্ঠিরকর্তৃক নিপাতিত হইলেন ॥১০॥

তৎপরে হতবন্ধু রাজা দুর্য্যোধন শত্রুর ভয়ে রণস্থল হইতে অপসৃত হইয়া ভয়ঙ্কর দ্বৈপায়নহ্রদে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥১১॥

পরে ভীমসেন সেই দিনেরই অপরাহ্ণকালে মহারথগণদ্বারা পরিবেষ্টন করাইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিলেন ॥১২॥

উরুভঙ্গ করায় মহাবীর দুর্য্যোধন নিহতপ্রায় হইলে, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা এই তিন জন মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিলেন ॥১৩॥

তদনন্তর সঞ্জয় বিষণ্ণ এবং দুঃখ ও শোকসমন্বিত হইয়া পরদিন পূর্বাহ্ণকালে শিবির হইতে আসিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন ॥১৪॥

(১৩) তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে হতশিষ্টাস্ত্রয়ো রথাঃ। সংরব্ধান্নিশি রাজেন্দ্র! জঘ্নুঃ পাঞ্চালসৈনিকান্—পি বা সো।

রুরোদ স নরব্যাঘ্র! হা রাজন্নিতি দুঃখিতঃ।
অহোবত্ত বিনষ্টাঃ স্মো নিধনেন মহাত্মনঃ॥১৬॥
অহো সুবলবান্ কালো গতিশ্চ বিষমা তথা।
শক্রতুল্যবলাঃ সর্বে যত্রাহন্যন্ত পার্থিবাঃ॥১৭॥
দৃষ্ট্বৈব তু পুরো রাজন্! জনঃ সর্বঃ স সঞ্জয়ম্।
প্ররুরোদ ভয়োদ্বিগ্নো হা রাজন্নিতি সুস্বরম্॥১৮॥
আকুমারং নরব্যাঘ্র! তৎপুরং বৈ সমন্ততঃ।
আর্ত্তনাদং মহচ্চক্রে শ্রুত্বা বিনিহতং নৃপম্॥১৯॥
তথা স বিহ্বলঃ সূতঃ প্রবিশ্য নৃপতিক্ষয়ম্।
দদর্শ নৃপতিশ্রেষ্ঠং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্॥২০॥

ভারতকৌমুদী

রুরোদেতি। অহোবতেত্যেকমেবাব্যয়ং মহাখেদে। মহাত্মনো দুর্য্যোধনস্য॥১৬॥
অহো ইতি। গতিরবস্থা, বিষমা অতিকষ্টজনিকা প্রাপ্তেতি শেষঃ॥১৭॥
দৃষ্ট্বৈতি। ভয়েন উদ্বিগ্নঃ অস্থিরঃ। সুস্বরম্ উচ্চকণ্ঠম্॥১৮॥
আকুমারমিতি। আকুমারং শিশুপ্রভৃতি। মহদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্॥১৯॥
তথেতি। নৃপতের্ধৃতরাষ্ট্রস্য ক্ষয়ং ভবনম্। ঈশ্বরং কুরুরাজং ধৃতরাষ্ট্রম্॥২০॥

*অতিদুঃখিতচিত্ত সঞ্জয় হস্তিনানগরে প্রবেশ করিয়া বাহুযুগল উত্তোলনপূর্ব্বক কাঁপিতে কাঁপিতে ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে প্রবেশ করিলেন॥১৫॥

নরশ্রেষ্ঠ! দুঃখার্ত্ত সঞ্জয় 'হা রাজা!' বলিয়া রোদন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—'হায়! মহাত্মা দুর্য্যোধনের নিধনে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছি॥১৬॥

হায়! অত্যন্ত প্রবল কাল আসিয়াছে এবং বিষম অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। যে হেতু ইন্দ্রের তুল্য বলবান্ রাজারা সকলে নিহত হইয়াছেন'॥১৭॥

রাজা! (জনমেজয়!) হস্তিনানগরের সমস্ত লোক সঞ্জয়কে দেখিয়াই উদ্বেগে অস্থির হইয়া 'হা রাজা!' বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল॥১৮॥

নরশ্রেষ্ঠ! হস্তিনানগরের শিশুপ্রভৃতি সমস্ত লোকই রাজা দুর্য্যোধনকে নিহত শুনিয়া সকল দিকেই বিশাল আর্ত্তনাদ করিতে থাকিল॥১৯॥

ক্রমে সঞ্জয় সেইরূপ শোকবিহ্বল অবস্থাতেই ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজশ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিনেত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিতে পাইলেন॥২০॥

(১৭)…যত্রাবধ্যন্ত পাণ্ডবৈঃ—পি বা সো। ইতঃ পরং পুস্তকভেদ এব পাঠভেদঃ।

দৃষ্ট্বা চাসীনমনঘং সমন্তাৎ পরিবারিতম্।
স্নুষাভির্ভরতশ্রেষ্ঠ! গান্ধার্য্যা বিদুরেণ চ।
তথান্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ জ্ঞাতিভিশ্চ হিতৈষিভিঃ ॥২১॥
তমেব চার্থং ধ্যায়ন্তং কর্ণস্য নিধনং প্রতি।
রুদন্নেবাব্রবীদ্বাক্যং রাজানং জনমেজয়! ॥২২॥
নাতিহৃষ্টমনাঃ সূতো বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা।
সঞ্জয়োঽহং নরব্যাঘ্র! নমস্তে ভরতর্ষভ! ॥২৩॥ (বিশেষকম্)
মদ্রাধিপো হতঃ শল্যঃ শকুনিঃ সৌবলস্তথা।
উলূকঃ পুরুষব্যাঘ্র! কৈতব্যো দৃঢ়বিক্রমঃ ॥২৪॥
সংশপ্তকা হতাঃ সর্বে কাম্বোজাশ্চ শকৈঃ সহ।
ম্লেচ্ছাশ্চ পার্বতীয়াশ্চ যবনাশ্চ নিপাতিতাঃ ॥২৫॥
প্রাচ্যা হতা মহারাজ! দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্বশঃ।
উদীচ্যাশ্চ হতাঃ সর্বে প্রতীচ্যাশ্চ নরোত্তমাঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। আসীনমুপবিষ্টম্। স্নুষাভিঃ পুত্রবধূভিঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। অর্থং বিষয়ম্, ধ্যায়ন্তং চিন্তয়ন্তম্। নাতিহৃষ্টমনাঃ, ধৃতরাষ্ট্রাদীনাং স্বাস্থ্যদর্শনেন তু কিঞ্চিদ্ধৃষ্টমনা আসীদেবেতি ভাবঃ, বাষ্পেণ বাষ্পাগমেন সন্দিগ্ধয়া অস্পষ্টতয়া সন্দিগ্ধার্থয়া ॥২১—২৩॥

মদ্রেতি। সৌবলঃ সুবলপুত্রঃ শকুনিঃ। কৈতব্যঃ শঠঃ ॥২৪॥

সংশপ্তকা ইতি। সম্যক্ শপ্তং যুদ্ধেঽর্জ্জুনবধবিষয়ে শপথঃ কৃতো যৈস্তে ॥২৫॥

প্রাচ্যা ইতি। উদীচ্যা উত্তরদেশীয়াঃ। প্রতীচ্যাঃ পশ্চিমদেশীয়াঃ ॥২৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! তৎকালে নিষ্পাপ ধৃতরাষ্ট্র উপবিষ্ট থাকিয়া সেই কর্ণবধের বিষয়ই চিন্তা করিতেছিলেন; আর পুত্রবধূগণ, গান্ধারী, বিদুর, অন্যান্য সুহৃদ্‌গণ, জ্ঞাতিগণ ও হিতৈষিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছিলেন। এমন সময়ে সঞ্জয় অনতিহৃষ্ট চিত্তে উপস্থিত হইয়া বাষ্পগদ্‌গদ বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রকে এই সকল কথা বলিলেন—'নরশ্রেষ্ঠ ভরতবংশপ্রধান! আমি সঞ্জয়; আপনাকে নমস্কার করি ॥২১—২৩॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! মদ্ররাজ শল্য, সুবলপুত্র শকুনি এবং শঠ ও দৃঢ়বিক্রমশালী উলূক নিহত হইয়াছেন ॥২৪॥

সমস্ত সংশপ্তক, কাম্বোজ, শক, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বত্য ও যবন নিপাতিত হইয়াছে ॥২৫॥

---

(২৫) সংশপ্তকগণাঃ সর্ব্বে···পি। (২৬)···প্রতীচ্যাশ্চ নরাধিপ!—পি বা সো।

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সর্বে বিনিহতা নৃপ !।
কর্ণপুত্রো হতঃ শূরঃ সত্যসেনো মহাবলঃ ॥২৭॥
দুর্য্যোধনো হতো রাজা যথোক্তং পাণ্ডবেন হ।
ভগ্নসকৃথো মহারাজ ! শেতে পাংশুষু রূষিতঃ ॥২৮॥
ধৃষ্টদ্যুম্নো হতো রাজন্ ! শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ।
উত্তমৌজা যুধামন্যুস্তথা সর্বে প্রভদ্রকাঃ ॥২৯॥
পাঞ্চালাশ্চ নরব্যাঘ্র ! চেদয়শ্চ নিসূদিতাঃ।
তব পুত্রা হতাঃ সর্বে দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত ! ॥৩০॥
নরা বিনিহতাঃ সর্বে গজাশ্চ বিনিপাতিতাঃ।
রথিনশ্চ নরব্যাঘ্র ! হয়াশ্চ নিহতা যুধি ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

রাজান ইতি। সত্যসেনো নাম কর্ণপর্বোক্তেতরঃ ॥২৭॥

দুরিতি। পাণ্ডবেন ভীমেন। ভগ্নং সক্থি উরুর্যস্য সঃ। পাংশুষু ধূলিষু, রূষিতো রক্তরঞ্জিতঃ ॥২৮॥

ধৃষ্টেতি। প্রভদ্রকাঃ পাণ্ডবপক্ষীয়াঃ, হতা ইতি বচনবিপরিণামেনানুবৃত্তিঃ ॥২৯॥

পাঞ্চালা ইতি। নিসূদিতা নিহতাঃ। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ ॥৩০॥

নরা ইতি। নরাদয় উভয়পক্ষগতা এব ॥৩১॥

মহারাজ! পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমদেশীয় নরশ্রেষ্ঠেরা সকলেও নিহত হইয়াছেন ॥২৬॥

নরনাথ! সমস্ত রাজা ও রাজপুত্র নিহত হইয়াছেন এবং কর্ণের পুত্র বীর ও মহাবল সত্যসেন নিপাতিত হইয়াছেন ॥২৭॥

মহারাজ! ভীমসেন যেমন বলিয়াছিলেন, তেমন ভাবেই তিনি রাজা দুর্য্যোধনকে বধ করিয়াছেন। দুর্য্যোধন এখন ভগ্নোরু ও রক্তরঞ্জিত অবস্থায় ধূলির উপরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥২৮॥

রাজা! অপরাজিত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা ও যুধামন্যু নিহত হইয়াছেন এবং প্রভদ্রকেরা সকলেও নিহত হইয়াছে ॥২৯॥

নরশ্রেষ্ঠ ভরতনন্দন! পাঞ্চালেরা ও চেদিরা বিনষ্ট হইয়াছে এবং আপনার সমস্ত পুত্র ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ নিহত হইয়াছেন ॥৩০॥

নরশ্রেষ্ঠ! সমস্ত মানুষ, সমস্ত হস্তী, সমস্ত রথী এবং সমস্ত অশ্ব নিপাতিত হইয়াছে ॥৩১॥

---

(২৯) এতেষু শ্লোকেষু বহব এব পাঠভেদা দ্রষ্টব্যাঃ।

নিঃশেষং শিবিরং তাবত্তাবকানাং কৃতং বিভো ! ।
পাণ্ডবানাঞ্চ সর্বেষাং সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥৩২॥
প্রায়ঃ স্ত্রীশেষমভবজ্জগৎ কালেন মোহিতম্ ।
সপ্ত পাণ্ডবতঃ শিষ্টা ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ত্রয়ো রথাঃ ॥৩৩॥
তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোঽথ সাত্যকিঃ ।
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ দ্রৌণিশ্চ জয়তাং বরঃ ॥৩৪॥
এতে শেষা মহারাজ ! রথিনো নৃপসত্তম ! ।
অক্ষৌহিণীনামষ্টানাং দশানাঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥৩৫॥
এতে শেষা মহারাজ ! সর্বেঽন্যে নিধনং গতাঃ ।
কালেন নিহতং সর্বং জগদ্বৈ ভরতর্ষভ ! ।
দুর্য্যোধনং বৈ পুরতঃ কৃত্বা বৈরঞ্চ ভারত ! ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

নিরিতি। তাবকানাং যোধানাম্। সমাসাদ্য প্রাপ্য ॥৩২॥
প্রায় ইতি। স্ত্রিয়ঃ শেষা যত্র তৎ। পাণ্ডবতঃ পাণ্ডবপক্ষে, শিষ্টা অবশিষ্টাঃ ॥৩৩॥
কে তে ইত্যাহ ত ইতি। তে পাণ্ডবাঃ। দ্রৌণিরশ্বত্থামা ॥৩৪॥
এত ইতি। দশানামষ্টানাঞ্চোভয়পক্ষগতানামক্ষৌহিণীনাং মধ্যে এতে দশ ॥৩৫॥
এত ইতি। কালেন নিহননং বিনা ঈদৃশী মহামারী ন স্যাদিতি ভাবঃ। ষট্পাদঃ ॥৩৬॥

রাজা! উভয় পক্ষের বীরেরা পরস্পরকে পাইয়া আপনার পক্ষের ও পাণ্ডবপক্ষের সমস্ত শিবিরই নিঃশেষ করিয়াছেন ॥৩২॥

কাল জগৎটাকে মোহিত করিয়াছিল। সুতরাং এখন জগতে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং পাণ্ডবপক্ষে সাত জন ও আপনার পক্ষে তিন জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন ॥৩৩॥

পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, কৃষ্ণ ও সাত্যকি এবং কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা ইঁহারা অবশিষ্ট রহিয়াছেন ॥৩৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ! উভয়পক্ষের আঠার অক্ষৌহিণী যোদ্ধার মধ্যে এই দশ জন মাত্র রথী অবশিষ্ট আছেন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥৩৫॥

মহারাজ! ইঁহারা মাত্র অবশিষ্ট আছেন, অন্য সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! কাল দুর্য্যোধনকে ও শত্রুতাকে সম্মুখে রাখিয়া সমগ্র জগৎটাকে বিধ্বস্ত করিয়াছে' ॥৩৬॥

(৩৬) ··নিপপাত স রাজেন্দ্রঃ···নি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচঃ ক্রূরং ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
নিপপাত মহারাজ! গতসত্ত্বো মহীতলে ॥৩৭॥
তস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ বিদুরোঽপি মহাযশাঃ।
নিপপাত মহারাজ! শোকব্যসনকর্শিতঃ ॥৩৮॥
গান্ধারী চ মহাভাগা সর্বাশ্চ কুরুযোষিতঃ।
পতিতাঃ সহসা ভূমৌ শ্রুত্বা ঘোরতরং বচঃ ॥৩৯॥
নিঃসজ্ঞং পতিতং ভূমৌ তদাসীদ্রাজমণ্ডলম্।
বিলাপমুক্তোপহতং চিত্রং ন্যস্তং পটে যথা ॥৪০॥
কৃচ্ছ্রেণ তু ততো রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
শনৈরলভত প্রাণান্ পুত্রব্যসনকর্শিতঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। ক্রূরং নিষ্ঠুরম্। গতসত্ত্বো নষ্টচৈতন্যঃ ॥৩৭॥

তস্মিন্নিতি। শোক এব ব্যসনং বিপৎ তেন কর্শিত আকুলীকৃতঃ ॥৩৮॥

গান্ধারীতি। কুরুযোষিতো দুর্য্যোধনাদীনাং ভার্য্যাঃ ॥৩৯॥

নিরিতি। রাজমণ্ডলং রাজাদিজনসমূহঃ। বিলাপেন মুক্তং হীনং শোকেনোপহতঞ্চ তৎ ॥৪০॥

কৃচ্ছ্রেণেতি। প্রাণান্ চৈতন্যম্, পুত্রাণাং ব্যসনেন মৃত্যুবিপদা কর্শিত আকুলীকৃতঃ ॥৪১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৩৭॥

মহারাজ! তিনি নিপতিত হইলে, মহাযশা বিদুরও শোকে আকুল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন ॥৩৮॥

ক্রমে মহাভাগা গান্ধারী এবং সমস্ত কৌরবনারী সেই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন ॥৩৯॥

তৎকালে পটে চিত্রিত মূর্ত্তিসমূহের ন্যায় সমস্ত লোক বিলাপশূন্য, শোকাকুল ও অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত থাকিল ॥৪০॥

তাহার পর পুত্রশোকাকুল রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতিকষ্টে ধীরে ধীরে চৈতন্য লাভ করিলেন ॥৪১॥

(৩৮) তস্মিন্ নিপতিতে বীরে…নি,…রাজব্যসনকর্ষিতঃ—পি।

লব্ধ্বা তু স নৃপঃ প্রাণান্ বেপমানঃ সুদুঃখিতঃ।
নিরীক্ষ্য চ দিশঃ সর্বাঃ ক্ষত্তারং বাক্যমব্রবীৎ ॥৪২॥
বিদ্ধি ক্ষত্তর্মহাপ্রাজ্ঞ! ত্বং গতির্ভরতর্ষভ!।
মমানাথস্য সুভৃশং পুত্রৈর্হীনস্য সর্বশঃ ॥৪৩॥
এবমুক্ত্বা ততো ভূয়ো বিসংজ্ঞো নিপপাত হ।
তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা বান্ধবা যেঽস্য কেচন ॥৪৪॥
শীতৈস্তে সিষিচুস্তোয়ৈর্বিব্যজুর্ব্যজনৈরপি।
স তু দীর্ঘেণ কালেন প্রত্যাশ্বস্তো নরাধিপঃ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)
তূষ্ণীমাসীন্মহীপালঃ পুত্রব্যসনকর্শিতঃ।
নিশ্বসন্ জিহ্মগ ইব কুম্ভক্ষিপ্তোঽভবন্নৃপঃ ॥৪৬॥
সঞ্জয়োঽপ্যরুদত্তত্র দৃষ্ট্বা রাজানমাতুরম্।
তথা সর্বাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

লব্ধ্বেতি। বেপমানঃ কম্পমানঃ। ক্ষত্তারং বিদুরম্ ॥৪২॥
বিদ্ধীতি। বিদ্ধি জানীহি, হে ক্ষত্তঃ! বিদুর! গতিরাশ্রয়ঃ। সর্বশঃ সর্বৈঃ ॥৪৩॥
এবমিতি। বিসংজ্ঞঃ অচেতনঃ। বিব্যজুর্বায়ুস্পৃষ্টং চক্রুঃ ॥৪৪—৪৫॥
তূষ্ণীমিতি। পুত্রব্যসনকর্শিতঃ পুত্রশোকাকুলঃ। জিহ্মগঃ সর্পঃ ॥৪৬॥
সঞ্জয় ইতি। আতুরং পুত্রশোকেন পীড়িতম্ ॥৪৭॥

পরে অতিদুঃখিত ধৃতরাষ্ট্র চৈতন্য লাভ করিয়া কাঁপিতে থাকিয়া সকল দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক বিদুরকে এই কথা বলিলেন—॥৪২॥

'ভরতশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! আমার সমস্ত পুত্র গিয়াছে, আমি এখন একেবারে অনাথ হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং এখন তুমিই আমার অবলম্বন' ॥৪৩॥

এই কথা বলিয়া রাজা পুনরায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে সেইভাবে পতিত দেখিয়া—সেখানে উঁহার যে কেহ বান্ধব ছিল, তাহারা শীতল জলসেক ও ব্যজনসঞ্চালন করিতে লাগিল। তাহার পর রাজা দীর্ঘ কালে চৈতন্য লাভ করিলেন ॥৪৪—৪৫॥

রাজা তখন পুত্রশোকে আকুল হইয়া নীরব থাকিলেন এবং কলসমধ্যস্থাপিত সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

---

(৪৩) বিদ্বন্! ক্ষত্তঃ!...পি বা সো। (৪৪) এবমুক্ত্বা পুনর্ভূমৌ...পি। (৪৬) তূষ্ণীং দধ্যৌ মহীপালঃ...পি সো।

ততো দীর্ঘেণ কালেন বিদুরং বাক্যমব্রবীৎ।
ধৃতরাষ্ট্রো নরশ্রেষ্ঠ! মুহ্যমানো মুহুর্ম্মুহুঃ ॥৪৮॥
গচ্ছন্তু যোষিতঃ সর্ব্বা গান্ধারী চ যশস্বিনী।
তথেমে সুহৃদঃ সর্ব্বে মুহ্যতে মে মনো ভৃশম্ ॥৪৯॥
এবমুক্তস্ততঃ ক্ষত্তা তাঃ স্ত্রিয়ো ভরতর্ষভ!।
বিসর্জ্জয়ামাস শনৈর্ম্মুহ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥৫০॥
নিশ্চক্রমুস্ততঃ সর্বাঃ স্ত্রিয়ো ভরতসত্তম!।
সুহৃদশ্চ তথা সর্বে দৃষ্ট্বা রাজানমাতুরম্ ॥৫১॥
ততো নরপতিস্তত্র লব্ধ্বা সংজ্ঞাং পরন্তপঃ।
গতির্ম্মে কো ভবেদদ্য ইতি চিন্তাসমাকুলঃ।
অপৃচ্ছৎ সঞ্জয়ং তত্র রোদমানং ভৃশাতুরম্ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। মুহ্যমানঃ শোকেন মূর্চ্ছাং প্রাপ্নুবন্ ॥৪৮॥
গচ্ছন্ত্বিতি। গচ্ছন্তু স্বস্বস্থানমিতি শেষঃ ॥৪৯॥
এবমিতি। ক্ষত্তা বিদুরঃ। মুহ্যমানঃ শোকেন মোহং প্রাপ্নুবন্ ॥৫০॥
নিরিতি। নিশ্চক্রমুঃ তদ্‌গৃহান্নির্জগ্মুঃ। আতুরং শোকপীড়িতম্ ॥৫১॥
তত ইতি। ভৃশাতুরং শোকেনাত্যন্তপীড়িতম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫২॥

তখন রাজাকে শোকার্ত্ত দেখিয়া সঞ্জয়ও রোদন করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত স্ত্রীলোক, আর যশস্বিনী গান্ধারীও রোদন করিতে থাকিলেন ॥৪৭॥

নরশ্রেষ্ঠ! তাহার পর ধৃতরাষ্ট্র বার বার মূর্চ্ছাপন্ন হইতে থাকিয়া দীর্ঘ কালের পর বিদুরকে এই কথা বলিলেন—॥৪৮॥

'বিদুর! সমস্ত স্ত্রীলোক, যশস্বিনী গান্ধারী এবং বন্ধুগণ সকলে স্বস্বস্থানে গমন করুন; আমার মন বড়ই বিকল হইয়াছে' ॥৪৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বলিলে, বিদুর বার বার শোকে অধীর হইতে থাকিয়া ধীরে ধীরে সেই স্ত্রীলোকদিগকে বিদায় দিলেন ॥৫০॥

ভরতবংশপ্রধান! তাহার পর সেই স্ত্রীলোকগণ ও সমস্ত বন্ধুগণ রাজাকে শোকার্ত্ত দেখিয়া সেই গৃহ হইতে নির্গত হইলেন ॥৫১॥

তদনন্তর শত্রুসন্তাপক রাজা ধৃতরাষ্ট্র চৈতন্য লাভ করিয়া 'এখন কে আমার

(৪৯)··তথৈতে···ব্রজন্তে মে···পি। (৫০)···বেপমানঃ পুনঃ পুনঃ—পি,···বেপমানাঃ পুনঃ পুনঃ—বা সো। (৫২) ততো নরপতিং তং তু লব্ধসংজ্ঞং পরন্তপ!। অবৈক্ষত সঞ্জয়ো দীনো রোদমানং ভৃশাতুরম্ ॥—পি বা সো।

প্রাঞ্জলিং সঞ্জয়ং দৃষ্ট্বা রোদমানং মুহুর্মুহুঃ।
জ্ঞাতীন্ স্ত্রিয়োঽথ নির্যাপ্য প্রবিশ্য বিদুরঃ পুনঃ ॥৫৩॥
রাজানং শোচমানস্তু তং শোচন্তং মুহুর্মুহুঃ।
সমাশ্বাসয়ত ক্ষত্তা বচসা মধুরেণ হ ॥৫৪॥ (যুগ্মকম্)
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি
শল্যবধে ধৃতরাষ্ট্রপ্রমোহে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——*——

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বিসৃষ্টাস্বথ নারীষু ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
বিললাপ মহারাজ! দুঃখাদ্দুঃখতরং গতঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

প্রাঞ্জলিমিতি। নির্যাপ্য নির্গমং কারয়িত্বা। ক্ষত্তা বিদুরঃ ॥৫৩—৫৪॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

অহরর্দ্ধে ॥১২—১৩॥ ততো রাত্রিবৃত্তদর্শনানন্তরম্ ॥১৪—১৭॥ জনঃ ক্রোদেতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥১৮—১৯॥ অপশ্যামঃ অড়াগমো বিসর্গো বা আর্ষঃ। বৈশম্পায়নবাক্যমিদম্ ॥২০—২২॥ বাক্যেন বচনেন সন্দিগ্ধয়া বাক্যসন্দিগ্ধয়া ॥২৩—৫৪॥
ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

অবলম্বন হইবে' এই চিন্তায় আকুল হইয়া গুরুতর শোকার্ত্ত ও রোদনপ্রবৃত্ত সঞ্জয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥৫২॥

এদিকে বিদুর সঞ্জয়কে অনবরত রোদন করিতে ও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে দেখিয়া সেই জ্ঞাতিগণ ও স্ত্রীলোকগণকে বাহির করিয়া দিয়া পুনরায় প্রবেশ করিয়া মনে মনে শোক করিতে থাকিয়া মধুর বাক্যে অবিরত শোককারী রাজাকে আশ্বস্ত করিতে থাকিলেন ॥৫৩—৫৪॥

---

(৫৪) প্রাঞ্জলির্নিশ্বসন্তঞ্চ তং নরেন্দ্রং মুহুর্মুহুঃ। সমাশ্বাসয়ত ক্ষত্তা বচসা মধুরেণ হ ॥—পি বা সো।

সধূমমিব নিশ্বস্য করৌ ধুন্বন্ পুনঃ পুনঃ।
বহু সঞ্চিন্তয়িত্বা তু সঞ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥২॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অহোবত মহদ্দুঃখং যদহং পাণ্ডবান্ রণে।
ক্ষেমিণশ্চাব্যয়াংশ্চৈব ত্বত্তঃ সূত! শৃণোমি বৈ ॥৩॥
বজ্রসারময়ং নূনং সুদৃঢ়ং হৃদয়ং মম।
যচ্ছ্রুত্বা নিহতান্ পুত্রান্ দীর্য্যতে ন সহস্রধা ॥৪॥
চিন্তয়িত্বা বচস্তেষাং বালক্রীড়াঞ্চ সঞ্জয়!।
অদ্য চৈব হতান্ শ্রুত্বা দীর্য্যতে মে ভৃশং মনঃ ॥৫॥
অন্ধত্বাদ্‌যদি পুত্রাণাং ন মে রূপনিদর্শনম্।
পুত্রস্নেহকৃতা প্রীতির্নিত্যমেতেষু ধারিতা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

বিসৃষ্টাস্বিতি। দুঃখাৎ সাধারণাদপি, দুঃখতরমতিদুঃখম্, গতঃ প্রাপ্তঃ ॥১॥
সেতি। ধুন্বন্ সঞ্চালয়ন্। করুণানুভাববিশেষোঽয়ম্ ॥২॥
অহোবতেতি। ক্ষেমিণো রাজ্যলাভেন কুশলিনঃ অব্যয়ান্ অবিনাশান্ ॥৩॥
বজ্রেতি। বজ্রসারময়ং বজ্রস্য স্থিরাংশঘটিতমিব ॥৪॥
চিন্তয়িত্বেতি। তেষাং পুত্রাণাম্। দীর্য্যতে শোকাতিরেকাৎ ॥৫॥
অন্ধত্বাদিতি। রূপনিদর্শনং রূপাবলোকনং জাতমিতি শেষঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ জনমেজয়! স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেলে, অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র গুরুতর দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥১॥

তিনি বার বার ধূমযুক্ত নিশ্বাসই যেন ত্যাগ করিয়া হস্তসঞ্চালন করিতে থাকিয়া বহু বিষয় ভাবিয়া সঞ্জয়কে এই সকল কথা বলিলেন ॥২॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! কি গুরুতর দুঃখ! যে হেতু আমি তোমার মুখ হইতে যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে কুশলী ও অবিনষ্ট শুনিতেছি ॥৩॥

আমার হৃদয়টা নিশ্চয়ই বজ্রসারঘটিতের ন্যায় সুদৃঢ়। যে হেতু পুত্রগণকে নিহত শুনিয়াও সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না ॥৪॥

সঞ্জয়! পুত্রগণের বাক্য ও বালক্রীড়া স্মরণ করিয়া আজ আবার তাহাদিগকে নিহত শুনিয়া আমার হৃদয় একেবারে ফাটিয়া যাইতেছে ॥৫॥

(২) স মূঢ় ইব…পি, বিচিন্ত্য চ মহারাজ! ততো বচনমব্রবীৎ—পি বা সো।

বালভাবমতিক্রম্য যৌবনস্থাংশ্চ তানহম্।
শ্রিয়ং প্রাপ্তাংশ্চ তান্ শ্রুত্বা হৃষ্ট আসং তদানঘ ! ॥৭॥
তানদ্য নিহতান্ শ্রুত্বা হতৈশ্বর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ন লভেয়ং কচিচ্ছান্তিং পুত্রাধিভিরভিপ্লুতঃ ॥৮॥
এহ্যেহি বৎস ! রাজেন্দ্র ! মমানাথস্য পুত্রক ! ।
ত্বয়া হীনো মহাবাহো ! কাং নু যাস্যাম্যহং গতিম্ ॥৯॥
কথং ত্বং পৃথিবীপালাংস্ত্যক্ত্বা তাত ! সমাগতান্।
শেষে বিনিহতো ভূমৌ প্রাকৃতঃ কুনৃপো যথা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

বালেতি। বালভাবং শৈশবম্। শ্রিয়ং রাজ্যাদিসম্পদম্। শ্রুত্বেত্যন্ধত্বাৎ ॥৭॥
তানিতি। পুত্রাধিভিঃ পুত্রনাশজনিতমনোব্যথাভিঃ, অভিপ্লুত আক্রান্তঃ ॥৮॥
এহীতি। হে রাজেন্দ্র ! দুর্য্যোধন ! । কাং গতিমবস্থাম্ ॥৯॥
কথমিতি। শেষে স্বপিষি। প্রাকৃতো নীচঃ, কুনৃপঃ প্রজাভির্বিনিহতঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

বিসৃষ্টাস্বিতি ॥১॥ সধূমমিব অত্যুষ্ণমিত্যর্থঃ ॥২॥ পাণ্ডবাঃ ক্ষেমিণ ইত্যেকং দুঃখম্, স্বীয়াশ্চ সর্ব্বে নিহতা ইত্যপরম্; তে দ্বে আহ—দ্বাভ্যাং অহো ইতি ॥৩—৪॥ বয়ঃ এতাবৎ কালপর্য্যন্তং প্রৌঢ়ত্বম্ ॥৫—৯॥ প্রাকৃতো নীচঃ, কুনৃপঃ কুৎসিতান্ নরান্ পাতীতি নীচ-

অন্ধ বলিয়া যদিও আমার পুত্রগণের রূপদর্শন ঘটে নাই, তথাপি তাহাদের উপরে আমার পুত্রস্নেহ ও প্রীতি সর্বদাই ছিল ॥৬॥

নিষ্পাপ সঞ্জয় ! পুত্রেরা শৈশব অতিক্রম করিয়া যখন যৌবনে উপনীত হইয়াছিল এবং রাজ্যপ্রভৃতি সম্পদ্ লাভ করিয়াছিল, তখন আমি তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম ॥৭॥

আজ তাহাদিগকে হততেজা, হতসম্পদ্ ও নিহত শুনিয়া শোকে আক্রান্ত থাকিয়া কখনও শান্তি পাইব না ॥৮॥

বৎস ! রাজশ্রেষ্ঠ ! অনাথ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ! দুর্য্যোধন ! আয় আয়। মহাবাহু ! তুই না থাকায় আমার কি দশা হইবে ॥৯॥

বৎস ! তুই সমাগত রাজগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিহত হইয়া নীচ কুরাজার ন্যায় কেন ভূতলে শয়ন করিয়াছিস্ ॥১০॥

(৭)…মধ্যপ্রাপ্তাংস্ততঃ শ্রুত্বা…পি,…মধ্যপ্রাপ্তাংস্তথা শ্রুত্বা…বা সো। (৮)…হৃতৈশ্বর্য্যান্ হৃতৌজসঃ…ন লভে ..পুত্রশোকৈঃ…পি। (৯) এহ্যেহি পুত্র ! রাজেন্দ্র ! মমানাথস্য সাম্প্রতম্ পি বা সো।

গতির্ভূত্বা মহারাজ! জ্ঞাতীনাং সুহৃদাং তথা।
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ মাং বীর! বিহায় ক নু যাস্যসি ॥১১॥
সা কৃপা সা চ তে প্রীতিঃ সা চ রাজসু মানিতা।
কথং ত্বং নিহতঃ পার্থৈঃ সংযুগেষ্বপরাজিতঃ ॥১২॥
কো নু মামুত্থিতঃ কালে তাত! তাতেতি বক্ষ্যতি।
মহারাজেতি সততং লোকনাথেতি চাসকৃৎ ॥১৩॥
পরিষ্বজ্য চ কং কণ্ঠে স্নেহেন ক্লিন্নলোচনঃ।
অনুশাস্তাস্মি কৌরব্য! তৎ সাধু বদ মে বচঃ ॥১৪॥
ননু নামাহমশ্রৌষং বচনং তব পুত্রক!।
ভূয়সী মম পৃথ্বীয়ং যথা পার্থস্য নো তথা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

গতিরিতি। গতিরবলম্বনম্। বৃদ্ধঞ্চেতি চকারাৎ জ্ঞাতীন্ সুহৃদশ্চ ॥১১॥
সেতি। রাজসু মধ্যে, মানিতা অভিমানঃ। সংযুগেষু যুদ্ধেষু ॥১২॥
ক ইতি। উত্থিতঃ শয্যাত ইতি শেষঃ, কালে প্রভাতসময়ে ॥১৩॥
পরীতি। পরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য। স্নেহেন স্নেহাশ্রুণা। অনুশাস্তাস্মি উপদেক্ষ্যামি ॥১৪॥
নম্বিতি। ভূয়সী বিপুলা। পার্থস্য যুধিষ্ঠিরস্য, নো ন ॥১৫॥

মহারাজ বীর দুর্য্যোধন! তুই জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের অবলম্বন হইয়া এখন তাহাদিগকে এবং অন্ধ ও বৃদ্ধ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবি ॥১১॥

দুর্য্যোধন! তোর সেইরূপ দয়া, সেইরূপ প্রীতি এবং রাজগণমধ্যে সেইরূপ অভিমান ছিল। তা'র পর বৎস! তুই যুদ্ধে কখনও পরাজিত হইস্ নাই; কিন্তু এখন পাণ্ডবদের হস্তে কেন নিহত হইলি ॥১২॥

হায়! বৎস! প্রত্যহ প্রভাতকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আর কে আমাকে বার বার 'তাত! মহারাজ! লোকনাথ!' এই কথা বলিবে ॥১৩॥

কৌরবনন্দন! আমি স্নেহাশ্রুজলে আর্দ্রনয়ন হইয়া কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া আর কাহাকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিব, সেই কথা আমার নিকট ভাল করিয়া বল ॥১৪॥

পুত্র! আমি তোমার নিকট শুনিতাম যে, 'আমার রাজ্য যেমন বিশাল, যুধিষ্ঠিরের রাজ্য তেমন বিশাল নহে ॥১৫॥

(১১)···বিহায় কাভিগচ্ছসি—পি সো। (১২)···নিহতঃ পাপৈঃ · পি। (১৩)··· রাজন্! সুমানিতা···পি বা সো। (১৪)·· মাং কণ্ঠে···অনুশাধীতি···পি বা সো।

ভগদত্তঃ কৃপঃ শল্য আবন্ত্যোঽথ জয়দ্রথঃ।
ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্তো মহারাজশ্চ বাহ্লিকঃ ॥১৬॥
অশ্বত্থামা চ ভোজশ্চ মাগধশ্চ মহাবলঃ।
বৃহদ্বলশ্চ ক্রাথশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥১৭॥
ম্লেচ্ছাশ্চ শতসাহস্রাঃ শকাশ্চ যবনৈঃ সহ।
সুদক্ষিণশ্চ কাম্বোজস্ত্রিগর্ত্তাধিপতিস্তথা ॥১৮॥
ভীষ্মঃ পিতামহশ্চৈব ভারদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।
শ্রুতায়ুশ্চাচ্যুতায়ুশ্চ শতায়ুশ্চাপি বীর্য্যবান্ ॥১৯॥
জলসন্ধোঽথার্ষ্যশৃঙ্গী রাক্ষসশ্চাপ্যলায়ুধঃ।
অলম্বুষো বীরবাহুঃ সুবাহুশ্চ মহারথঃ ॥২০॥
এতে চান্যে চ বহবো রাজানো রাজসত্তম!।
মদর্থং প্রহরিষ্যন্তি প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥২১॥ (কুলকম্)
তেষাং মধ্যে স্থিতো যুদ্ধে ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
যোধয়িষ্যাম্যহং পার্থান্ পাঞ্চালাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥২২॥
চেদীংশ্চ নৃপশার্দ্দূল! দ্রৌপদেয়াংশ্চ সংযুগে।
সাত্যকিং কুন্তিভোজঞ্চ রাক্ষসঞ্চ ঘটোৎকচম্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ভগেতি। আবন্ত্যঃ অবন্তিরাজো বিন্দোঽনুবিন্দশ্চ। ভোজস্তদ্বংশীয়ঃ কৃতবর্ম্মা, মাগধো মগধরাজো জয়ৎসেনঃ। ত্রিগর্ত্তাধিপতিঃ সুশর্ম্মা। ভারদ্বাজো দ্রোণঃ, গৌতমঃ কৃপ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। আর্ষ্যশৃঙ্গিঃ ঋষ্যশৃঙ্গপুত্রঃ। প্রাণান্ প্রাণমমতাম্ ॥১৬—২১॥

তেষামিতি। পরিবারিতঃ পরিবেষ্টিতঃ। দ্রৌপদেয়ান্ দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রান্ ॥২২—২৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ভগদত্ত, গৌতম কৃপাচার্য্য, শল্য, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, মগধরাজ মহাবল জয়ৎসেন, বৃহদ্বল, ক্রাথ, সুবলপুত্র শকুনি, শতসহস্র ম্লেচ্ছ, শক ও যবন, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তদেশাধিপতি সুশর্ম্মা, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, বলবান্ শতায়ু, জলসন্ধ, ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র রাক্ষস অলায়ুধ, অলম্বুষ, বীরবাহু ও মহারথ সুবাহু ইঁহারা এবং অন্যও বহুতর রাজা ধন ও প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া আমার জন্য যুদ্ধ করিবেন ॥১৬—২১॥

(১৭)···বৃহদ্বলঃ কাশীশশ্চ ··পি,···বৃহদ্বলশ্চ কাশীশঃ···বা সো। (১৮)···বাহুসাহস্রাঃ··· পি বা সো। (২০)···অলম্বুষো মহাবাহু···সো,···সুবাহুশ্চ মহাবলঃ—পি।

একোঽপ্যেষাং মহারাজ ! সমর্থঃ সন্নিবারণে।
সমরে পাণ্ডবেয়ানাং সংক্রুদ্ধো হ্যভিধাবতাম্।
কিং পুনঃ সহিতা বীরাঃ কৃতবৈরাশ্চ পাণ্ডবৈঃ ॥২৪॥
অথবা সর্ব এবৈতে পাণ্ডবস্যানুযায়িভিঃ।
যোৎস্যন্তে সহ রাজেন্দ্র ! হনিষ্যন্তি চ তান্ মৃধে ॥২৫॥
কর্ণ একো ময়া সার্দ্ধং নিহনিষ্যতি পাণ্ডবান্।
তে বৈ নৃপতয়ো বীরাঃ স্থাস্যন্তি মম শাসনে ॥২৬॥
যশ্চ তেষাং প্রণেতা বৈ বাসুদেবো মহাবলঃ।
ন স সংনহ্যতে রাজন্নিতি মামব্রবীদ্বচঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

এক ইতি। এষাং প্রাগুক্তানাং ভগদত্তাদীনাং মধ্যে। সহিতা মিলিতাঃ। ষট্পাদঃ ॥২৪॥

অথবেতি। পাণ্ডবস্য পাণ্ডবগণস্য। মৃধে যুদ্ধে ॥২৫॥

নমু তে যদি যুদ্ধমেব ন করিষ্যন্তীত্যাহ কর্ণ ইতি। শাসনে আদেশে ॥২৬॥

য ইতি। প্রণেতা পরিচালকঃ। সংনহ্যতে যুদ্ধসজ্জাং করিষ্যতি। অব্রবীৎ—যুদ্ধোদ্যোগকালে দ্বারকায়ামর্জ্জুনস্য মম চান্তিকে বাসুদেব এব। ইত্যস্তো দুর্য্যোধনবাক্যানুবাদঃ ॥২৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি রণস্থলে তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমস্ত পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, দ্রৌপদীর পুত্র, সাত্যকি, কুন্তিভোজ ও রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিব ॥২২—২৩॥

মহারাজ ! ইঁহাদের মধ্যে এক জনও ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে অভিমুখে ধাবিত পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হন ; তাহাতে পাণ্ডবগণের সহিত কৃতবৈর এই বীরেরা সকলে মিলিত হইয়া যে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে আর বক্তব্য আছে কি ॥২৪॥

অথবা রাজশ্রেষ্ঠ ! ইঁহারা সকলেই পাণ্ডবগণের অনুগামী যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিবেন এবং যুদ্ধে তাহাদিগকে বধও করিবেন ॥২৫॥

তা'র পর এক কর্ণই আমার সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণকে বধ করিবেন এবং সেই বীর রাজারাও নিশ্চয়ই আমার আদেশের অধীন থাকিবেন ॥২৬॥

রাজা ! তা'র পর মহাবল যে কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের পরিচালক, তিনি ত যুদ্ধসজ্জাই করিবেন না ; একথা তিনিই আমাকে বলিয়াছেন' ॥২৭॥

(২৪)…সমর্থোঽস্মি নিবারণে…ব। (২৬) কর্ণস্ত্বেকঃ…পি ব সো,…ততো নৃপতয়ঃ…পি সো। (২৭)…ন শস্ত্রমুস্থতে রাজন্ !…পি।

এবঞ্চ বদতঃ সূত ! বহুশো মম সন্নিধৌ ।
যুক্তিতো হ্যনুপশ্যামি নিহতান্ পাণ্ডবান্ রণে ॥২৮॥
তেষাং মধ্যে স্থিতা যত্র হন্যন্তে মম পুত্রকাঃ ।
ব্যায়চ্ছমানাঃ সমরে কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥২৯॥
ভীষ্মশ্চ নিহতো যত্র লোকনাথঃ প্রতাপবান্ ।
শিখণ্ডিনং সমাসাদ্য মৃগেন্দ্র ইব জম্বুকম্ ॥৩০॥
দ্রোণশ্চ ব্রাহ্মণো যত্র সর্বশস্ত্রাস্ত্রপারগঃ ।
নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৩১॥
কর্ণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দিব্যাস্ত্রজ্ঞো মহাবলঃ ।
ভূরিশ্রবা হতো যত্র সোমদত্তশ্চ সংযুগে ।
বাহ্লিকশ্চ মহারাজঃ কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

ধৃতরাষ্ট্রঃ স্বয়মাহ এবমিতি। বদতো দুর্য্যোধনস্য যুক্তিত ইতি সম্বন্ধঃ ॥২৮॥
তেষামিতি। যত্র যেন হেতুনা। এবমন্যত্র। ব্যায়চ্ছমানা যুদ্ধব্যায়ামং কুর্ব্বাণাঃ ॥২৯॥
ভীষ্ম ইতি। লোকনাথো জননেতা। মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ, জম্বুকং শৃগালম্ ॥৩০॥
দ্রোণ ইতি। সন্নিধৌ হিংসাসাধকং শস্ত্রম্, দূরে ক্ষেপেণ হিংসাসাধকঞ্চাস্ত্রম্ ॥৩১॥
কর্ণ ইতি। দিব্যাস্ত্রজ্ঞঃ অলৌকিকাস্ত্রবিৎ। ভাগধেয়তো দৈবাৎ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩২॥

সঞ্জয় ! দুর্য্যোধন আমার নিকটে এইরূপ বহুতর কথা বলিত। তখন আমিও তাহার যুক্তিপ্রদর্শনে সম্ভাবনা করিতাম যে, পাণ্ডবেরা নিহত হইয়াছে ॥২৮॥

আমার পুত্রেরা তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে যখন নিহত হইয়াছে, তখন ভাগ্য ভিন্ন অন্য কোন্ কারণ বলা যাইতে পারে ॥২৯॥

সিংহ যেমন শৃগালের নিকটে যাইয়া নিহত হয়, সেইরূপ জননেতা ও প্রতাপশালী ভীষ্ম যখন শিখণ্ডীর নিকটে যাইয়া নিহত হইয়াছেন, তখন দৈব ছাড়া অপর কি কারণ হইতে পারে ॥৩০॥

সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপারগামী ব্রাহ্মণ দ্রোণকে যখন পাণ্ডবেরা যুদ্ধে নিহত করিয়াছে, তখন অদৃষ্ট ভিন্ন আর কি কারণ বলিতে পারি ॥৩১॥

দিব্যাস্ত্রজ্ঞ ও মহাবল কর্ণ, ভূরিশ্রবা ও মহারাজ বাহ্লিক যখন যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তখন ভাগ্য ব্যতীত অন্য কি কারণ বলা যায় ॥৩২॥

(২৮) তস্যাহং বদতঃ···পি···শক্তিতো হ্যনুপশ্যামি···পি সো। (৩১)···সর্ব্বশস্ত্রবিশারদঃ···পি।

ভগদত্তো হতো যত্র গজযুদ্ধবিশারদঃ।
জয়দ্রথশ্চ নিহতঃ কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৩৩॥
সুদক্ষিণো হতো যত্র জলসন্ধশ্চ পৌরবঃ।
শ্রুতায়ুশ্চাচ্যুতায়ুশ্চ কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৩৪॥
মহাবলস্তথা পাণ্ড্যঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৩৫॥
বৃহদ্বলো হতো যত্র মাগধশ্চ মহাবলঃ।
উগ্রায়ুধশ্চ বিক্রান্তঃ প্রতিমানং ধনুষ্মতাম্ ॥৩৬॥
আবন্ত্যো নিহতো যত্র ত্রৈগর্ত্তশ্চ জনাধিপঃ।
সংশপ্তকাশ্চ নিহতাঃ কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৩৭॥
অলম্বুষস্তথা রাজা রাক্ষসশ্চাপ্যলায়ুধঃ।
আর্ষ্যশৃঙ্গিশ্চ নিহতঃ কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

ভগেতি। অন্যং হননে কারণমিতি শেষঃ। এবমগ্রত্র ॥৩৩॥
সুদক্ষিণ ইতি। পৌরবঃ পূরুবংশীয়ঃ, জলসন্ধো নাম ॥৩৪॥
মহেতি। পাণ্ড্যো নাম রাজা। সংখ্যে যুদ্ধে ॥৩৫॥
বৃহদিতি। মাগধো জয়ৎসেনঃ। প্রতিমানম্ উপমাস্থানম্ ॥৩৬॥
আবন্ত্য ইতি। আবন্ত্যঃ অবন্তিরাজো বিন্দোঽনুবিন্দশ্চ, ত্রৈগর্ত্তঃ সুশর্ম্মা ॥৩৭॥
অলেতি। রাজা রাক্ষসাধিপতিঃ। আর্ষ্যশৃঙ্গিঃ ঋষ্যশৃঙ্গপুত্রঃ ॥৩৮॥

হস্তিযুদ্ধবিশারদ ভগদত্ত ও জয়দ্রথ যখন নিহত হইয়াছেন, তখন তাহাতে দৈব ভিন্ন অন্য কোন্ কারণ থাকিতে পারে ॥৩৩॥

কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, পূরুবংশীয় জলসন্ধ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু যখন নিহত হইয়াছেন, তখন ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যায় ॥৩৪॥

পাণ্ডবেরা যুদ্ধে মহাবল ও সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্যরাজাকে যে বধ করিয়াছে, সে বিষয়ে দৈব ভিন্ন অন্য কোন্ কারণ হইতে পারে ॥৩৫॥

বৃহদ্বল, মহাবল জয়ৎসেন এবং বিক্রমশালী ও ধনুর্দ্ধরগণের উপমাস্থল উগ্রায়ুধ যে নিহত হইয়াছেন, তাহাতেও দৈবই কারণ ॥৩৬॥

অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা এবং সংশপ্তকসৈন্যেরা যখন নিহত হইয়াছেন, তখন অদৃষ্ট ভিন্ন অন্য কোন্ কারণ বলা যাইতে পারে ॥৩৭॥

(৩৭) আবন্ত্যৌ নিহতৌ যত্র…সংশপ্তকাশ্চ বহবঃ…পি বা সো। (৩৮)…রাজন্!…নি।

৪৪৩৭

নারায়ণা হতা যত্র গোপালা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ।
ম্লেচ্ছাশ্চ বহুসাহস্রাঃ কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৩৯॥
শকুনিঃ সৌবলো যত্র কৈতব্যশ্চ মহাবলঃ ।
নিহতঃ সবলো বীরঃ কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৪০॥
এতে চান্যে চ বহবঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ শূরাঃ পরিঘবাহবঃ ।
নিহতা বহবো যত্র কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৪১॥
যত্র শূরা মহেষ্বাসাঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ।
বহবো নিহতাঃ সূত ! মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ ॥৪২॥
নানাদেশসমাবৃত্তাঃ ক্ষত্রিয়া যত্র সঞ্জয় ! ।
নিহতাঃ সমরে সর্ব্বে কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

নারেতি। নারায়ণা নারায়ণনাম্না প্রসিদ্ধাঃ, গোপালা গোপজাতীয়াঃ ॥৩৯॥

শকুনিরিতি। সৌবলঃ সুবলপুত্রঃ, কৈতব্যঃ শঠঃ। সবলঃ সসৈন্যঃ ॥৪০॥

এত ইতি। কৃতাস্ত্রাঃ শিক্ষিতসর্ব্বাস্ত্রাঃ। পরিঘা ইব বাহবো যেষাং তে। ষট্পাদো হয়ং শ্লোকঃ ॥৪১॥

যত্রেতি। কিমন্যদ্ভাগধেয়ত ইতি প্রত্যেতব্যম্, সন্দংশপাতন্যায়াৎ ॥৪২॥

রাক্ষসরাজ অলম্বুষ ও ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র রাক্ষস অলায়ুধ যে নিহত হইয়াছে, তাহাতে দৈব ছাড়া আর কোন্ কারণ বলা যায় ॥৩৮॥

যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ গোপজাতীয় নারায়ণসৈন্যেরা এবং বহুসহস্র ম্লেচ্ছ যে নিহত হইয়াছে, তাহাতে নিয়তি ভিন্ন অন্য কোন্ কারণ হইতে পারে ॥৩৯॥

শঠ ও মহাবল সুবলনন্দন বীর শকুনি যে সৈন্যগণের সহিত নিহত হইয়াছেন, সে বিষয়ে দৈব ভিন্ন অপর কোন্ কারণ বলা যায় ॥৪০॥

ইঁহারা এবং অন্যও সর্ব্বাস্ত্রে সুশিক্ষিত, যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ, পরিঘতুল্য বাহুশালী ও বীর বহুতর রাজা ও বহুতর রাজপুত্র যে নিহত হইয়াছেন, তাহাতে দৈব ভিন্ন অন্য কোন্ কারণ থাকিতে পারে ॥৪১॥

সঞ্জয় ! মহাধনুর্দ্ধর, সমস্ত অস্ত্রে সুশিক্ষিত, যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ ও ইন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী বহুতর বীর যখন নিহত হইয়াছেন, তখন ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যায় ॥৪২॥

(৪২) যত্র শূরা মহাত্মানঃ সর্বশস্ত্রবিশারদঃ…পি,… সর্বশস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ…বা সো।

পুত্রাশ্চ মে বিনিহতাঃ পৌত্রাশ্চৈব মহাবলাঃ।
বয়স্যা ভ্রাতরশ্চৈব কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৪৪॥
ভাগধেয়সমাযুক্তো ধ্রুবমুৎপদ্যতে নরঃ।
যস্তু ভাগ্যসমাযুক্তঃ স শুভং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥৪৫॥
অহং বিযুক্তস্তৈর্ভাগ্যৈঃ পুত্রৈশ্চৈবেহ সঞ্জয়!।
কথমদ্য ভবিষ্যামি বৃদ্ধঃ শত্রুবশং গতঃ ॥৪৬॥
নান্যদত্র পরং মন্যে বনবাসাদৃতে প্রভো!।
সোঽহং বনং গমিষ্যামি নির্ব্বন্ধুর্জ্ঞাতিসংক্ষয়ে ॥৪৭॥
নহি মেঽন্যদ্ভবেচ্ছ্রেয়ো বনাভ্যুপগমাদৃতে।
ইমামবস্থাং প্রাপ্তস্য লূনপক্ষস্য সঞ্জয়! ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

নানেতি। নানাদেশেভ্যঃ সমাবৃত্তা আগতাঃ ॥৪৩॥

পুত্রা ইতি। বয়স্যা ভগদত্তাদয়ঃ, ভ্রাতরঃ সোমদত্তপ্রভৃতয়ঃ ॥৪৪॥

ভাগেতি। ভাগধেয়েন শুভাশুভাদৃষ্টেন সমাযুক্তঃ। ভাগ্যেন শুভাদৃষ্টেন সমাযুক্তঃ ॥৪৫॥

অহমিতি। ভাগ্যৈঃ শুভাদৃষ্টৈঃ। কথমপি ন ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥৪৬॥

নেতি। পরমুত্তমম্। ঋতে বিনা, হে প্রভো! ব্যাসদত্তবরপ্রভাবযুক্ত! ॥৪৭॥

নহীতি। বনাভ্যুপগমাদ্বনবাসাঙ্গীকারাৎ। লূনপক্ষস্য ছিন্নপক্ষস্য পক্ষিণ ইব ॥৪৮॥

সঞ্জয়! নানাদেশ হইতে সমাগত ক্ষত্রিয়েরা সকলেই যখন যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তখন দৈব ভিন্ন অন্য কি কারণ হইতে পারে ॥৪৩॥

আমার মহাবল পুত্রগণ, পৌত্রগণ, বয়স্যগণ ও ভ্রাতৃগণ সকলেই যে নিহত হইয়াছেন, তাহাতে নিয়তিভিন্ন আর কি কারণ বলিতে পারি ॥৪৪॥

মানুষ নিশ্চয়ই শুভাশুভভাগ্যযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; তাহার মধ্যে যে শুভভাগ্যযুক্ত হয়, সেই লোকই শুভ লাভ করে ॥৪৫॥

সঞ্জয়! আমি সৌভাগ্যবিহীন হইয়া জন্মিয়াছিলাম; সুতরাং এখন পুত্রবিহীন হইলাম। অতএব এই বৃদ্ধাবস্থায় কি করিয়া এখন শত্রুর অধীন হইব ॥৪৬॥

অতএব সঞ্জয়! সম্প্রতি এক বনবাস ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ই আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি না। সুতরাং আমি এই জ্ঞাতি ও বন্ধুবিহীন অবস্থায় বনেই যাইব ॥৪৭॥

সঞ্জয়! ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় আমার এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং এক বনবাস অঙ্গীকার ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ই আমার শ্রেয় হইতে পারে না ॥৪৮॥

(৪৮)·· বনায় গমনাদৃতে···পি বা সো।

দুর্য্যোধনো হতো যত্র শল্যশ্চ নিহতো যুধি।
দুঃশাসনো বিবিংশশ্চ বিকর্ণশ্চ মহাবলঃ ॥৪৯॥
কথং হি ভীমসেনস্য শ্রোষ্যে শব্দমনুত্তরম্।
একেন সমরে যেন হতং পুত্রশতং মম ॥৫০॥
অসকৃদ্বদতস্তস্য দুর্য্যোধনবধেন চ।
দুঃখশোকাভিসন্তপ্তো ন শ্রোষ্যে পরুষা গিরঃ ॥৫১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স শোকসন্তপ্তঃ পার্থিবো হতবান্ধবঃ।
মুহুর্মুহুর্মুহ্যমানঃ পুত্রাধিভিরভিপ্লুতঃ ॥৫২॥
বিলপ্য সুচিরং কালং ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
দীর্ঘমুষ্ণং সনিশ্বস্য চিন্তয়িত্বা পরাভবম্ ॥৫৩॥
দুঃখেন মহতা রাজন্! সন্তপ্তো ভরতর্ষভঃ।
পুনর্গাবল্গণিং সূতং পর্য্যপৃচ্ছদ্‌যথাতথম্ ॥৫৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

উক্তার্থে বিশেষং কারণমাহ দুর্য্যোধন ইতি। যত্র যেন হেতুনা ॥৪৯॥
পুরবাসে দোষমাহ কথমিতি। শব্দং বাক্যম্, অনুত্তরং নিকৃষ্টমুত্তরশূন্যং বা ॥৫০॥
সকৃচ্ছ্রবণস্য সহ্যত্বেঽপি নাধিকস্য সহ্যত্বমিত্যাহ অসকৃদিতি। পরুষা নিষ্ঠুরাঃ ॥৫১॥
এবমিতি। মুহ্যমানঃ অভবৎ। পুত্রাধিভিঃ পুত্রশোকব্যথাভিঃ ॥৫২॥
বিলপ্যেতি। পরাভবং পরাজয়ম্। গাবল্গণিং গবল্গণপুত্রম্ ॥৫৩—৫৪॥

যে হেতু মহাবল দুর্য্যোধন, শল্য, দুঃশাসন, বিবিংশতি ও বিকর্ণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥৪৯॥

আমি রাজধানীতে থাকিয়া বিনা প্রত্যুত্তরে কি করিয়া ভীমের কটু বাক্য শুনিব; যে ভীম একক যুদ্ধে আমার একশত পুত্রকে বধ করিয়াছে ॥৫০॥

দুর্য্যোধনকেও বধ করিতে পারায় ভীম বার বারই আমাকে নিষ্ঠুর কথা বলিবে; আমি দুঃখে ও শোকে সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত থাকিয়া তাহার সে নিষ্ঠুর কথা শুনিতে পারিব না' ॥৫১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হতবান্ধব ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ শোকসন্তপ্ত এবং পুত্রশোক-পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন ॥৫২॥

(৪৯)···দুঃশাসনো বিসহশ্চ···পি,···দুঃশাসনো বিশস্তশ্চ···বা সো। (৫০)···শ্রোষ্যেঽহং শব্দমুত্তমম্···বা সো নি। (৫১)···দুর্য্যোধনবধঞ্চ তম্···পি। (৫৪)···ভরতর্ষভ!···পি বা সো।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ভীষ্মদ্রোণৌ হতৌ শ্রুত্বা সূতপুত্রঞ্চ পাতিতম্।
সেনাপতিং প্রণেতারং কমকুর্বত মামকাঃ ॥৫৫॥
যং যং সেনাপ্রণেতারং যুধি কুর্বন্তি মামকাঃ।
অচিরেণৈব কালেন তং তং নিঘ্নন্তি পাণ্ডবাঃ ॥৫৬॥
রণমূর্দ্ধ্নি হতো ভীষ্মঃ পশ্যতাং বঃ কিরীটিনা।
এবমেব হতো দ্রোণঃ সর্বেষামেব পশ্যতাম্ ॥৫৭॥
এবমেব হতঃ কর্ণঃ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
সরাজকানাং সর্বেষাং পশ্যতাং বঃ কিরীটিনা ॥৫৮॥
পূর্বমেবাহমুক্তো বৈ বিদুরেণ মহাত্মনা।
দুর্য্যোধনাপরাধেন প্রজেয়ং বিনশিষ্যতি ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

ভীষ্মেতি। সূতপুত্রং কর্ণম্। প্রণেতারং সর্ব্বেষাং পরিচালকম্ ॥৫৫॥
যমিতি। অহো দৈবস্য প্রতিকূলতেত্যাশয়ঃ ॥৫৬॥
রণেতি। বো যুষ্মাকং সঞ্জয়াদীনাম্। হতো দ্রোণো ধৃষ্টদ্যুম্নেন ॥৫৭॥
এবমিতি। রাজ্ঞা দুর্য্যোধনেন সহেতি তেষাম্ ॥৫৮॥
পূর্ব্বমিতি। প্রজা পৃথিব্যা লোকসমূহঃ ॥৫৯॥

ভরতবংশপ্রধান মহাদুঃখসন্তপ্ত অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র এইভাবে বহু সময় বিলাপ করিয়া, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ছাড়িয়া, পরাজয়ের বিষয় ভাবিয়া, পুনরায় গবল্গণপুত্র সঞ্জয়ের নিকটে যুদ্ধের যথাযথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥৫৩—৫৪॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'আমার পুত্রেরা ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিহত এবং কর্ণকে নিপাতিত শুনিয়া কাঁহাকে সর্ব্বপরিচালক সেনাপতি করিয়াছিল ? ॥৫৫॥

হায়! আমার পুত্রেরা যুদ্ধে যাঁহাকে যাঁহাকে সেনাপতি করে, পাণ্ডবেরা অচিরকালমধ্যে তাঁহাকে তাঁহাকেই বধ করে ॥৫৬॥

সঞ্জয়! অর্জ্জুন যুদ্ধে তোমাদের সমক্ষেই ভীষ্মকে নিহত করিয়াছে এবং ধৃষ্টদ্যুম্নও এইভাবেই সকলের সাক্ষাতেই দ্রোণকে বধ করিয়াছে! ॥৫৭॥

আবার অর্জ্জুন দুর্য্যোধনপ্রভৃতি তোমাদের সকলের সমক্ষেই প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণকে এইরূপে নিহত করিয়াছে ॥৫৮॥

(৫৯)···কুলং তে বিনশিষ্যতি—পি।

কেচিন্ন সম্যক্ পশ্যন্তি মূঢ়াঃ সম্যগবেক্ষ্য চ।
তদিদং মম মূঢ়স্য তথা ভূতং বচঃ স্ম তৎ ॥৬০॥
যদব্রবীৎ স ধর্ম্মাত্মা বিদুরো দীর্ঘদর্শিবান্।
তত্তথা সমনুপ্রাপ্তং বচনং সত্যবাদিনঃ ॥৬১॥
দৈবোপহতচিত্তেন যন্ময়ানুষ্ঠিতং পুরা।
অনয়স্য ফলং তস্য ব্রূহি গাবল্গণে! পুনঃ ॥৬২॥
কো বা মুখমনীকানামাসীৎ কর্ণে নিপাতিতে।
অর্জ্জুনং বাসুদেবঞ্চ কো বা প্রত্যুদ্যযৌ রথী ॥৬৩॥
কেঽরক্ষন্ দক্ষিণং চক্রং মদ্ররাজস্য সংযুগে।
বামঞ্চ যোদ্ধুকামস্য কে বা বীরস্য পৃষ্ঠতঃ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

কেচিদিতি। পশ্যন্তি বুধ্যন্তে। বচো বচনার্থ উপস্থিত ইতি শেষঃ ॥৬০॥

যদিতি। দীর্ঘদর্শিবান্ দূরদর্শী। সমনুপ্রাপ্তমুপস্থিতম্, বচনং বচনার্থঃ ॥৬১॥

দৈবেতি। দৈবেন উপহতং সৎপথগমনে নিরুদ্ধং চিত্তং যস্য তেন। অনয়স্য দুর্নীতেঃ ॥৬২॥

ক ইতি। মুখং সম্মুখস্থঃ, অনীকানাং কৌরবসৈন্যানাম্ ॥৬৩॥

যোগ্যতয়া তদানীং শল্যমেব সেনাপতিং সম্ভাব্য পৃচ্ছতি ক ইতি। চক্রং সৈন্যসমূহম্। পৃষ্ঠতঃ পৃষ্ঠে অতিষ্ঠন্নিতি শেষঃ ॥৬৪॥

হায়! মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে 'এক দুর্য্যোধনের অপরাধেই পৃথিবীর লোকসমূহ বিনষ্ট হইবে' ॥৫৯॥

কতকগুলি মূঢ় লোক সম্যক্ দেখিয়াও সম্যক্ বোঝে না। আমি মূঢ়; তাই এই সেই বাক্যের ফল সেইভাবেই আমার উপস্থিত হইয়াছে ॥৬০॥

ধর্ম্মাত্মা ও দূরদর্শী বিদুর যাহা বলিয়াছিলেন, সত্যবাদীর সেই বাক্যের ফল সেইভাবেই আমার উপস্থিত হইয়াছে ॥৬১॥

সঞ্জয়! দৈব আমার মনকে বিকল করিয়া দিয়াছিল; সেই অবস্থায় আমি পূর্ব্বে যে দুর্নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তুমি পুনরায় তাহার ফল বল ॥৬২॥

কর্ণ নিপাতিত হইলে, কোন্ বীর কৌরবসৈন্যের সম্মুখে ছিলেন? কোন্ রথীই বা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অভিমুখে গিয়াছিলেন? ॥৬৩॥

কাঁহারা যুদ্ধার্থী বীর শল্যের দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিতেছিলেন? কাঁহারা তাঁহার বাম চক্র পালন করিতেছিলেন এবং কাঁহারাই বা তাঁহার পিছনে ছিলেন? ॥৬৪॥

---

(৬১)··বিদুরঃ সর্বধর্ম্মবিৎ···বচনং সম্যগীরিতম্—পি বা সো। (৬২)···যন্ময়া ন কৃতং পুরা···বা সো,···যন্ময়া ন কৃতং পুরা। অপ্যপ্রাপ্য ফলং তস্য···পি।

কথঞ্চ বঃ সমেতানাং মদ্ররাজো মহারথঃ।
নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে পুত্রো বা মম সঞ্জয়! ॥৬৫॥
ব্রূহি সর্বং যথাতত্ত্বং ভরতানাং মহাক্ষয়ম্।
যথা চ নিহতঃ সংখ্যে পুত্রো দুর্য্যোধনো মম ॥৬৬॥
পাঞ্চালাশ্চ যথা সর্বে নিহতাঃ সপদানুগাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ॥৬৭॥
পাণ্ডবাশ্চ যথা মুক্তাস্তথোভৌ মাধবৌ যুধি।
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ ভারদ্বাজস্য চাত্মজঃ ॥৬৮॥
যদ্‌যথা যাদৃশঞ্চৈব যুদ্ধং বৃত্তঞ্চ সাম্প্রতম্।
অখিলং শ্রোতুমিচ্ছামি কুশলো হ্যসি সঞ্জয়! ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। সমেতানাং মিলিতানাং পশ্যতামিত্যর্থঃ। পুত্রো দুর্য্যোধনঃ ॥৬৫॥
ব্রূহীতি। ভরতানামিত্যুপলক্ষণমুভয়সৈন্যানামিতি তাৎপর্য্যম্ ॥৬৬॥
পাঞ্চালা ইতি। পদানুগৈরনুচরৈঃ সহেতি তে। তদ্‌ব্রূহীত্যর্থঃ ॥৬৭॥
পাণ্ডবা ইতি। মাধবৌ মধুবংশ্যৌ কৃষ্ণসাত্যকী। ভারদ্বাজস্য দ্রোণস্য ॥৬৮॥
যদিতি। বৃত্তং ভূতম্। কুশলো বৃত্তান্তকথনে নিপুণঃ ॥৬৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥০॥

সঞ্জয়! তোমরা সম্মিলিত ছিলে, সেই অবস্থায় তোমাদের সাক্ষাতে যুদ্ধে পাণ্ডবেরা কি করিয়া মহারথ শল্যকে এবং আমার পুত্রকে বধ করিল? ॥৬৫॥

সঞ্জয়! উভয়পক্ষের যোদ্ধাদের যেভাবে মহাক্ষয় হইয়াছে এবং যেভাবে আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছেন, সেই সকল তুমি যথাযথভাবে বল ॥৬৬॥

আর অনুচরবর্গের সহিত সমস্ত পাঞ্চাল এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র যেভাবে নিহত হইয়াছেন, তাহাও বল ॥৬৭॥

পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ, সাত্যকি, কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা যুদ্ধে যেভাবে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাও বল ॥৬৮॥

(৬৫)···মদ্ররাজো মহাবলঃ···পি বা সো। (৬৬)···ভরতানামিহ ক্ষয়ম্···পি। (৬৮)···সাত্বতৌ যুধি···পি বা সো। (৬৯)···যুদ্ধং বৃত্তমভূত্ততঃ···পি বা সো। * ইতঃ পরং পুনরুক্ত্যাদিদোষদুষ্ট একোঽধ্যায় এবাধিকঃ পি বা সো বঙ্গ। স চ যথা—

ভারতভাবদীপঃ

পরিজন ইত্যর্থঃ ॥১০—৩৫॥ তৎ প্রাগুক্তং সাধু যথা স্যাত্তথা মে মাং প্রতি বদ পুনরিতি শেষঃ। প্রতিমানং কেতুভূতম্ ॥৩৬—৫৯॥ সম্যগবেক্ষ্য নিপুণং বিভাব্যাপি মূঢ়াস্তথাভূতং তদ্বচঃ কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। তথাভূতং যথার্থম্ ॥৬০—৬৯॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

যে যুদ্ধ যেভাবে যেরূপ হইয়াছিল, সে সমস্তই আমি এখন শুনিতে ইচ্ছা করি। সঞ্জয়! তুমি বৃত্তান্ত বলিতে বড়ই নিপুণ' ॥৬৯॥

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতো যথা বৃত্তো জনক্ষয়ঃ। কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥১॥
নিহতে সূতপুত্রে তু পাণ্ডবেন মহাত্মনা। বিদ্রুতেষু চ সৈন্যেষু সমানীতেষু চাসকৃৎ ॥২॥
ঘোরে মনুষ্যদেহানামাজৌ গজবরক্ষয়ে। যত্তৎ কর্ণে হতে পার্থঃ সিংহনাদমথাকরোৎ। তদা তব সুতান্ রাজন্! প্রাবিশৎ সুমহদ্ভয়ম্ ॥৩॥
ন সন্ধাতুমনীকানি ন চৈবাথ পরাক্রমে। আসীদ্বুদ্ধির্হতে কর্ণে তব যোধস্য কস্যচিৎ ॥৪॥
বণিজো নাবি ভগ্নায়ামগাধে বিপ্লবা ইব। অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে দ্বীপে কিরীটিনা ॥৫॥
সূতপুত্রে হতে রাজন্! বিত্রস্তাঃ শরবিক্ষতাঃ। অনাথা নাথমিচ্ছন্তো মৃগাঃ সিংহার্দ্দিতা ইব ॥
ভগ্নশৃঙ্গা ইব বৃষাঃ শীর্ণদংষ্ট্রা ইবোরগাঃ। প্রত্যপায়াম সায়াহ্নে বর্জ্জিতাঃ সব্যসাচিনা ॥৭॥
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা নিকৃত্তা নিশিতৈঃ শরৈঃ। সূতপুত্রে হতে রাজন্! পুত্রাস্তে প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥
বিশস্ত্রকবচাঃ সর্বে কান্দিশীকা বিচেতসঃ। অন্যোন্যমভিনিঘ্নন্তো বীক্ষমাণা ভয়াদ্দিশঃ ॥৯॥
মামেব নূনং বীভৎসুর্মামেব চ বৃকোদরঃ। অভিযাতীতি মন্বানাঃ পেতুর্ম্লম্লুশ্চ ভারত! ॥১০॥
হয়ানন্যে রথানন্যে গজানন্যে মহারথাঃ। আরুহ্য জবসম্পন্নান্ পাদাতানাজহুর্ভয়াৎ ॥১১॥
কুঞ্জরৈঃ স্যন্দনা ভগ্না সাদিনশ্চ মহারথৈঃ। পদাতিসংঘাশ্চাশ্বৌঘৈঃ পলায়দ্ভির্ভৃশং হতাঃ ॥১২॥
ব্যালতস্করসংকীর্ণে সার্থহীনা যথা বনে। তথা ত্বদীয়া নিহতে সূতপুত্রে তদাভবন্ ॥১৩॥
হতারোহাস্তথা নাগাশ্ছিন্নহস্তাস্তথাপরে। সর্বং পার্থময়ং লোকমপশ্যন্ বৈ ভয়াতুরাঃ ॥১৪॥
তান্ প্রেক্ষ্য দ্রবতঃ সর্বান্ ভীমসেনভয়ার্দ্দিতান্। দুর্য্যোধনোঽথ স্ব সূতং হাহাকৃত্বেদমব্রবীৎ ॥
নাতিক্রমিষ্যতে পার্থো ধনুষ্পাণিমবস্থিতম্। জঘনে বর্ত্তমানং মাং তূর্ণমশ্বান্ প্রচোদয় ॥১৬॥
জঘনে যুধ্যমানং হি কৌন্তেয়ো মাং ধনঞ্জয়ঃ। নোৎসহেদভ্যতিক্রান্তুং বেলামিব মহার্ণবঃ ॥১৭॥
অদ্যার্জ্জুনং সগোবিন্দং মানিনঞ্চ বৃকোদরম্। নিহত্য শিষ্টান্ শত্রূংশ্চ কর্ণস্যানৃণ্যমাপ্নুয়াম্ ॥১৮॥
তচ্ছ্রুত্বা কুরুরাজস্য শূরার্য্যসদৃশং বচঃ। সূতো হেমপরিচ্ছন্নাঞ্ছনৈরশ্বানচোদয়ৎ ॥১৯॥
গজাশ্বরথহীনাশ্চ পদাতাশ্চৈব মারিষ!। পঞ্চবিংশতিসাহস্রাঃ প্রাদ্রবঞ্ছনকৈরিব ॥২০॥
তান্ ভীমসেনঃ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ। বলেন চতুরঙ্গেন পরিক্ষিপ্যাহনচ্ছরৈঃ ॥২১॥
প্রত্যযুধ্যন্ত তে সর্বে ভীমসেনং সপার্ষতম্। পার্থপার্ষতয়োশ্চান্যে জগৃহুস্তত্র নামনী ॥২২॥
অক্রুধ্যত রণে ভীমস্তৈর্মৃধে পর্য্যুপস্থিতৈঃ। সোঽবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং গদাপাণিরযুধ্যত ॥২৩॥
ন তান্ রথস্থো ভূমিষ্ঠান্ ধর্ম্মাপেক্ষী বৃকোদরঃ। যোধয়ামাস কৌন্তেয়ো ভুজবীর্য্যং সমস্ততঃ ॥

ততঃ শৈক্যায়সীং গুর্ব্বীং কালান্তকযমোপমাম্। জাতরূপপরিচ্ছন্নাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
অবধীত্তাবকান্ সর্ব্বান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥২৫॥
পদাতয়োঽতিসংরব্ধাস্ত্যক্তজীবিতবান্ধবাঃ। ভীমমভ্যদ্রবন্ সংখ্যে পতঙ্গা জ্বলনং যথা ॥২৬॥
আসাদ্য ভীমসেনং তে সংরব্ধা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ। বিনেশুঃ সহসা দৃষ্ট্বা ভূতগ্রামা ইবান্তকম্ ॥২৭॥
শ্যেনবদ্ব্যচরদ্ভীমঃ খড়্গেন গদয়া তথা। পঞ্চবিংশতিসাহস্রাংস্তাবকানামপোথয়ৎ ॥২৮॥
হত্বা তৎ পুরুষানীকং ভীমঃ সত্যপরাক্রমঃ। ধৃষ্টদ্যুম্নং পুরস্কৃত্য পুনস্তস্থৌ মহাবলঃ ॥২৯॥
ধনঞ্জয়ো রথানীকমন্বপদ্যত বীর্য্যবান্। মাদ্রীপুত্রৌ তু শকুনিং সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
জবেনাভ্যপতন্ হৃষ্টা হন্তুকামা মহাবলাঃ ॥৩০॥
তস্যাশ্ববারান্ সুবহূংস্তে নিহত্য শিতৈঃ শরৈঃ। তমন্বধাবংস্ত্বরিতাস্তত্র যুদ্ধমভূন্মহৎ ॥৩১॥
ততো ধনঞ্জয়ো রাজন্! রথানীকমগাহত। বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু গাণ্ডীবং বিক্ষিপন্ ধনুঃ ॥
কৃষ্ণসারথিমায়ান্তং দৃষ্ট্বা শ্বেতহয়ং রথম্। অর্জ্জুনঞ্চাপি যোদ্ধারং ত্বদীয়া প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥৩৩॥
বিপ্রহীণরথাশ্বাশ্চ শরৈশ্চ পরিবারিতাঃ। পঞ্চবিংশতিসাহস্রাঃ পার্থমার্চ্ছন্ পদাতয়ঃ ॥৩৪॥
হত্বা তৎপুরুষানীকং পঞ্চালানাং মহারথঃ। ভীমসেনং পুরস্কৃত্য নচিরাৎ প্রত্যপদ্যত ॥৩৫॥
মহাধনুর্দ্ধরঃ শ্রীমানমিত্রগণমর্দ্দনঃ। পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাযশাঃ ॥৩৬॥
পারাবতসবর্ণাশ্বং কোবিদারবরধ্বজম্। ধৃষ্টদ্যুম্নং রণে দৃষ্ট্বা ত্বদীয়া প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥৩৭॥
গান্ধাররাজং শীঘ্রাস্ত্রমনুসৃত্য যশস্বিনৌ। নচিরাৎ প্রত্যদৃশ্যেতাং মাদ্রীপুত্রৌ সসাত্যকী ॥৩৮॥
চেকিতানঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াশ্চ মারিষ!। হত্বা ত্বদীয়ং সুমহৎ সৈন্যং শঙ্খানথাধমন্ ॥৩৯॥
তে সর্বাংস্তাবকান্ প্রেক্ষ্য দ্রবতো বৈ পরাঙ্মুখান্। অভ্যধাবন্ত নিঘ্নন্তো বৃষান্ জিত্বা বৃষা ইব ॥
সেনাবশেষং তং দৃষ্ট্বা তব পুত্রস্য পাণ্ডবঃ। ব্যবস্থিতং সব্যসাচী চুক্রোধ বলবান্নৃপ!। তত
এনং শরৈ রাজন্! সহসা সমবাকিরৎ ॥৪১॥
রজসা চোদ্গতেনাথ ন স্ম কিঞ্চন দৃশ্যতে ॥৪২॥
অন্ধকারীকৃতে লোকে শরীভূতে মহীতলে। দিশঃ সর্বা মহারাজ! তাবকাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥
ভজ্যমানেষু সৈন্যেষু কুরুরাজো বিশাংপতিঃ। পরেষামাত্মনশ্চৈব সমন্তাৎ সমুপাদ্রবৎ ॥৪৪॥
ততো দুর্য্যোধনঃ সর্বানাজুহাবাথ পাণ্ডবান্। যুদ্ধায় ভরতশ্রেষ্ঠো দেবানিব পুরা বলিঃ ॥৪৫॥
ত এনমভিগর্জন্তং সহিতাঃ সমুপাদ্রবন্। নানাশস্ত্রসৃজঃ ক্রুদ্ধা ভর্ৎসয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥৪৬॥
দুর্য্যোধনোঽপ্যসম্ভ্রান্তস্তানরীন্ ব্যধমচ্ছরৈঃ। তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য পৌরুষম্ ॥৪৭॥
যদেনং পাণ্ডবাঃ সর্বে ন শেকুরতিবর্ত্তিতুম্। নাতিদূরাপযাতং তং কৃতবুদ্ধিং পলায়নে ॥৪৮॥
দুর্য্যোধনঃ স্বকং সৈন্যমপশ্যদ্ভৃশবিক্ষতম্। ততোঽবস্থাপ্য রাজেন্দ্র! কৃতবুদ্ধিস্তবাত্মজঃ।
হর্ষয়ন্নিব তান্ যোধানিদং বচনমব্রবীৎ ॥৪৯॥
ন তং দেশং প্রপশ্যামি পৃথিব্যাং পর্ব্বতেষু চ। যত্র যাতান্ন বো হন্যুঃ পাণ্ডবাঃ কিং সৃতেন বঃ ॥
স্বল্পঞ্চাপি বলং তেষাং কৃষ্ণৌ চ ভৃশবিক্ষতৌ। যদি সর্ব্বেঽত্র তিষ্ঠামো ধ্রুবো নো বিজয়ো
ভবেৎ ॥৫১॥
বিপ্রযাতাংস্তু বো ভিন্নান্ পাণ্ডবাঃ কৃতকিল্বিষান্। অনুসৃত্য হনিষ্যন্তি শ্রেয়ো নঃ সমরে বধঃ ॥
সুখঃ সাংগ্রামিকো মৃত্যুঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ যুধ্যতঃ। হতো দুঃখং ন জানীতে প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতো যথা বৃত্তো মহান্ ক্ষয়ঃ।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥১॥
নিহতে সূতপুত্রে চ ফাল্গুনেন মহাত্মনা।
বিদ্রুতেষু চ সৈন্যেষু সমানীতেষু চাসকৃৎ ॥২॥
বিমুখে তব পুত্রে চ শোকোপহতচেতসি।
ভৃশোদ্বিগ্নেষু সৈন্যেষু দৃষ্ট্বা পার্থস্য বিক্রমম্ ॥৩॥
ধ্যায়মানেষু যোধেষু দুঃখং প্রাপ্তেষু ভারত!।
বলানাং মথ্যমানানাং শ্রুত্বা নিনদমুত্তমম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

শৃণ্বিতি। অবহিতঃ কৃতমনোযোগঃ, বৃত্তো জাতঃ। সমাসাদ্য প্রাপ্য ॥১॥

নিহত ইতি। সূতপুত্রে কর্ণে, ফাল্গুনেনার্জ্জুনেন। বিদ্রুতেষু দ্রুতং পলায়িতেষু। পুত্রে

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! পরস্পর প্রাপ্ত হওয়ার পরে কৌরব ও পাণ্ডবগণের যরূপ গুরুতর ক্ষয় হইয়াছে, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন ॥১॥

ভরতনন্দন রাজা! মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিলে, কৌরবসৈন্যেরা বার ার পলায়ন করিতে লাগিলে এবং বার বার তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে

ৎস্ত ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে যাবন্তো বৈ সমাগতাঃ। দ্বিষন্তো ভীমসেনস্য ক্রুদ্ধস্য বশমেষ্যথ।
পিতামহৈরাচরিতং ন ধর্ম্মং হাতুমর্হথ ॥৫৪॥
। চ কর্ম্মাস্তি পাপীয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য পলায়নাৎ ॥৫৫॥
। যুদ্ধধর্ম্মাচ্ছ্রেয়ান্ হি পন্থা স্বর্গস্য কৌরবাঃ। সুচিরেণার্জ্জিতাল্লোঁকান্ সদ্যো যোধঃ সমশ্নুতে ॥
ৎস্য তদ্বচনং রাজ্ঞঃ পূজয়িত্বা মহারথাঃ। পুনরেবাভ্যবর্ত্তন্ত ক্ষত্রিয়াঃ পাণ্ডবান্ প্রতি।
ারাজয়মমৃষ্যন্তঃ কৃতচিত্তাশ্চ বিক্রমে ॥৫৭॥
ৎতঃ প্রববৃতে যুদ্ধং পুনরেব সুদারুণম্। তাবকানাং পরেষাঞ্চ দেবাসুররণোপমম্ ॥৫৮॥
ুধিষ্ঠিরপুরোগাংশ্চ সর্ব্বসৈন্যেন পাণ্ডবান্। অন্বধাবন্মহারাজ! পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব ॥৫৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শৃণ্বিতি ॥১॥ সমানীতেষু যুদ্ধোন্মুখীকৃতেষু ॥২—১৬॥ জঘনে অন্তে প্রাণপণেন যুধ্যন্ত-মিত্যর্থঃ ॥১৭—৫৯॥

অভিজ্ঞানং নরেন্দ্রাণাং বিকৃতং প্রেক্ষ্য সংযুগে।
কৃপাবিষ্টঃ কৃপো রাজন্! বয়ঃশীলসমন্বিতঃ ॥৫॥
অব্রবীত্তত্র তেজস্বী সোঽভিসৃত্য জনাধিপম্।
দুর্য্যোধনং মন্যুবশাদ্বচনং বচনক্ষমঃ ॥৬॥ (কুলকম্)
দুর্য্যোধন! নিবোধেদং যত্ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব!।
শ্রুত্বা কুরু মহারাজ! যদি তে রোচতেঽনঘ! ॥৭॥
ন যুদ্ধধর্ম্মাচ্ছ্রেয়ান্ বৈ পন্থা রাজেন্দ্র! বিদ্যতে।
যং সমাশ্রিত্য যুধ্যন্তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ! ॥৮॥
পুত্রো ভ্রাতা পিতা চৈব স্বস্রীয়ো মাতুলস্তথা।
সম্বন্ধিবান্ধবাশ্চৈব যোদ্ধব্যাঃ ক্ষত্রজীবিনঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধনে। ধ্যায়মানেষু কর্ত্তব্যং চিন্তয়ৎসু। মথ্যমানানাং মদ্যমানানাম্। অভিজ্ঞানং ধ্বজাদিচিহ্নম্, বিকৃতমস্ত্রাঘাতাৎ। মন্যুবশাৎ দৈন্যবশাৎ ॥২—৬॥

দুর্য্যোধনেতি। নিবোধ শৃণু। কুরু তদিতি শেষঃ ॥৭॥

নেতি। পন্থাঃ ক্ষত্রিয়াণাং স্বর্গমার্গঃ ॥৮॥

পুত্র ইতি। স্বস্রীয়ো ভাগিনেয়ঃ। সম্বন্ধিনঃ শ্যালাঃ বান্ধবা মাতুলপুত্রাদয়ঃ ॥৯॥

থাকিলে, শোকার্ত্তচিত্ত দুর্য্যোধন পরাঙ্মুখ হইলে, কৌরবসৈন্যেরা অর্জ্জুনের বিক্রম দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলে, আর কৌরবযোদ্ধারা কষ্ট পাইয়া কর্ত্তব্য বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলে, প্রাচীন বয়স ও সৎস্বভাবসম্পন্ন, তেজস্বী ও বাক্‌পটু কৃপাচার্য্য যুদ্ধে দল্যমান কৌরবসৈন্যগণের গুরুতর আর্ত্তনাদ শুনিয়া এবং রাজগণের ধ্বজচিহ্নপ্রভৃতি বিকৃত দেখিয়া কৃপাবিষ্ট হইয়া নিকটে যাইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে বলিলেন—॥২—৬॥

'নিষ্পাপ কৌরবনন্দন মহারাজ দুর্য্যোধন! তোমাকে যাহা বলিব, তাহা শ্রবণ কর; তা'র পর তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই কর ॥৭॥

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা স্বর্গগমনের শ্রেষ্ঠ পথ নাই, যাহা আশ্রয় করিয়া ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ করিয়া থাকেন ॥৮॥

(৫) পূর্বার্দ্ধাৎ পরম্ 'পতিতানবনীপালান্ ধ্বজাংশ্চৈব মহাত্মনাম্। রণে বিনিহতান্ নাগান্ দৃষ্ট্বা পত্তীংশ্চ ভারত!॥ আয়োধনং মহাঘোরং রুদ্রস্যাক্রীড়সন্নিভম্। অপ্রখ্যাতিং গতানাঞ্চ রাজ্ঞাং শতসহস্রশঃ॥' ইতি শ্লোকদ্বয়মধিকং নি। (৭)·· বক্ষ্যামি ভারত!···পি বা সো। (৯)·· যোধ্যা বৈ ক্ষত্রজীবিনা—পি বা সো।

বধে চৈব পরো ধর্ম্মস্তথাঽধর্ম্মঃ পলায়নে।
তে স্ম ঘোরাং সমাপন্না জীবিকাং জীবিতার্থিনঃ ॥১০॥
তদত্র প্রতিবক্ষ্যামি কিঞ্চিদত্র হিতং বচঃ।
হতে ভীষ্মে চ দ্রোণে চ কর্ণে চৈব মহারথে ॥১১॥
জয়দ্রথে চ নিহতে তব ভ্রাতৃষু চানঘ।।
লক্ষ্মণে তব পুত্রে চ কিং শেষং পর্য্যুপাস্মহে ॥১২॥ (যুগ্মকম্)
যেষু ভারং সমাসজ্য রাজ্যে মতিমকুর্ম্মহি।
তে সন্ত্যজ্য তনূর্যাতাঃ শূরা ব্রহ্মবিদাং গতিম্ ॥১৩॥
বয়ং ত্বিহ বিনা ভূতা গুণবদ্ভির্মহারথৈঃ।
কৃপণং বর্ত্তয়িষ্যামঃ পাতয়িত্বা নৃপান্ বহূন্ ॥১৪॥
সর্বৈরপি চ জীবদ্ভির্বীভৎসুর্ন পরাজিতঃ।
কৃষ্ণনেত্রো মহাবাহুর্দৈবৈরপি দুরাসদঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

বধ ইতি। বধে আত্মন ইত্যর্থঃ। তে ব্রাহ্মণা অপি বয়ম্। জীবিকাং যুদ্ধরূপাম্ ॥১০॥
তদিতি। হিতং হিতকরম্। পর্য্যুপাস্মহে অবলম্বামহে ॥১১—১২॥
যেষ্বিতি। সমাসজ্য নিবেশ্য, রাজ্যে রাজ্যার্জনে। তনূর্দেহান্ ॥১৩॥
বয়মিতি। বিনা ভূতা বিরহিতাঃ। কৃপণং ক্ষুদ্রং যথা তথা, বর্ত্তয়িষ্যামঃ স্থাস্যামঃ ॥১৪॥

ক্ষত্রিয়ের পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, মাতুল, সম্বন্ধী ও বন্ধুবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে ॥৯॥

নিজে নিহত হইলে তাহা পরম ধর্ম্ম, আর পলায়ন করিলে গুরুতর অধর্ম্ম হয়। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সেই ভীষণ জীবনোপায় অবলম্বন করিয়াছি ॥১০॥

অতএব নিষ্পাপ দুর্য্যোধন! বর্ত্তমান সময়ে তোমাকে কিছু হিতকর বাক্য বলিব। মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, তোমার ভ্রাতৃগণ ও তোমার পুত্র লক্ষ্মণ নিহত হওয়ায় অবশিষ্ট কাহাকে আমরা আশ্রয় করিব ॥১১—১২॥

আমরা পূর্বে যাঁহাদের উপরে ভার অর্পণ করিয়া রাজ্যলাভের ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সেই বীরেরা দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণের গতি লাভ করিয়াছেন ॥১৩॥

ভীষ্মপ্রভৃতি গুণবান্ মহারথেরা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন এবং আমরাও বহুতর রাজাকে নিপাত করাইয়াছি। সুতরাং এখন আমরা ক্ষুদ্রভাবেই থাকিব ॥১৪॥

(১৫) সর্বৈরথ চ জীবদ্ভির্বীভৎসুরপরাজিতঃ⋯নি।

ইন্দ্রকার্ম্মুকবজ্রাভমিন্দ্রকেতুমিবোচ্ছ্রিতম্।
বানরং কেতুমাসাদ্য সঞ্চচাল মহাচমূঃ ॥১৬॥
সিংহনাদেন ভীমস্য পাঞ্চজন্যস্বনেন চ।
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষাৎ সংমুহ্যন্তে মনাংসি নঃ ॥১৭॥
স্ফুরন্তীব মহাবিদ্যুন্মুষ্ণন্তী নয়নপ্রভাম্।
অলাতমিব চাবিদ্ধং গাণ্ডীবং সমদৃশ্যত ॥১৮॥
জাম্বূনদবিচিত্রঞ্চ ধূয়মানং মহদ্ধনুঃ।
দৃশ্যতে দিক্ষু সর্বাসু বিদ্যুদভ্রঘনেষ্বিব ॥১৯॥
উহ্যমানশ্চ কৃষ্ণেন বায়ুনেব বলাহকঃ।
তাবকং তদ্বলং রাজন্! অর্জ্জুনোঽস্ত্রবিশারদঃ।
গহনং শিশিরাপায়ে দদাহাগ্নিরিবোল্বণঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সর্বৈরিতি। সর্বৈর্ভীষ্মাদিভিঃ বীভৎসুরর্জ্জুনঃ। কৃষ্ণো নেতা যস্য সঃ ॥১৫॥
ইন্দ্রেতি। ইন্দ্রস্য কেতুং ধ্বজম্, উচ্ছ্রিতমুচ্চম্। বানরং বানরচিহ্নিতম্ ॥১৬॥
সিংহেতি। পাঞ্চজন্যস্য কৃষ্ণশঙ্খস্য স্বনেন। সংমুহ্যন্তে ভয়েন ॥১৭॥
স্ফুরন্তীতি। মুষ্ণন্তী হরন্তী, নয়নপ্রভাং দৃষ্টিশক্তিম্। অলাতং বহ্নিযুক্তং কাষ্ঠম্ ॥১৮॥
জাম্বূনদেতি। ধূয়মানং চাল্যমানম্। অভ্রে আকাশে যে ঘনা মেঘাস্তেষু ॥১৯॥
উহ্যেতি। বলাহকো মেঘঃ। গহনং বনম্। উল্বণঃ প্রজ্বলিতঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২০॥

কৃষ্ণ যাঁহার পরিচালক এবং যিনি দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ, সেই মহাবাহু অর্জ্জুনকে জীবিত অবস্থায় ভীষ্মপ্রভৃতি সমস্ত বীরেরাও পরাজয় করিতে পারেন নাই ॥১৫॥

ইন্দ্রের ধনু ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ় এবং ইন্দ্রধ্বজেরই তুল্য উচ্চ অর্জ্জুনের বানরধ্বজ দেখিয়াই আমাদের বিশাল সৈন্য বিচলিত হইয়া পড়িল ॥১৬॥

ভীমের সিংহনাদ, কৃষ্ণের পাঞ্চজন্যশঙ্খের ধ্বনি এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের শব্দে আমাদের মন যে ভয়ে মোহিত হইয়া পড়ে ॥১৭॥

দৃষ্টিশক্তিহারিণী উজ্জ্বল মহাবিদ্যুতের ন্যায় এবং ঘূর্ণিত অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠের তুল্য গাণ্ডীবধনু দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিত ॥১৮॥

আকাশে মেঘের উপরে বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্ণখচিত বিশাল গাণ্ডীবধনু সকল দিকে সঞ্চালিত হইতে দেখা যায় ॥১৯॥

(১৭)…সংহৃষ্যন্তি মনাংসি নঃ—পি বা সো। (১৯)…অভ্রগণেষ্বিব—পি।

গাহমানমনীকানি মহেন্দ্রসদৃশপ্রভম্।
ধনঞ্জয়মপশ্যাম চতুর্দংষ্ট্রমিব দ্বিপম্ ॥২১॥
ত্রাসয়ন্তং তথা যোধান্ ধনুর্ঘোষেণ পাণ্ডবম্।
ভূয় এনমপশ্যাম সিংহং মৃগগণা ইব ॥২২॥
সর্ব্বলোকমহেষ্বাসৌ বৃষভৌ সর্বধন্বিনাম্।
আমুক্তকবচৌ কৃষ্ণৌ লোকমধ্যে বিরেজতুঃ ॥২৩॥
অদ্য সপ্তদশাহানি বর্ত্তমানস্য ভারত।।
সংগ্রামস্যাতিঘোরস্য যুধ্যতাঞ্চাভিতো যুধি ॥২৪॥
বায়ুনেব বিধূতানি তব সৈন্যানি গচ্ছতা।
শরদম্ভোদজালানি বিশীর্য্যন্তে সমন্ততঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

গাহেতি। গাহমানমালোড়য়ন্তম্। চতস্রো দংষ্ট্রা দন্তা যস্য তম্ ॥২১॥
ত্রাসেতি। পাণ্ডবমর্জ্জুনম্। মৃগাণাং পশূনাং গণাঃ ॥২২॥
সর্বেতি। বৃষভৌ শ্রেষ্ঠৌ। আমুক্তকবচৌ ধৃতবর্ম্মাণৌ, কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ ॥২৩॥
অদ্যেতি। সপ্তদশাহানি অতিক্রামন্তীতি শেষঃ। যুধ্যতাং যুধ্যমানানাম্ ॥২৪॥
বায়ুনেতি। বিধূতানি চালিতানি। গচ্ছতা অর্জ্জুনেন ॥২৫॥

রাজা! বায়ু যেমন মেঘ বহন করে, সেইরূপ কৃষ্ণ বহন করিতে থাকেন; সেই অবস্থায় শীতকাল অতীত হইলে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন বন দগ্ধ করে, তেমন অস্ত্রবিশারদ অর্জ্জুন তোমার সৈন্য দগ্ধ করেন ॥২০॥

আমরা দেখিয়াছি—ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী অর্জ্জুন চতুর্দ্দন্ত হস্তীর ন্যায় কৌরব-সৈন্য আলোড়ন করিয়া থাকেন ॥২১॥

অর্জ্জুন ধনুর শব্দে যোদ্ধাদিগকে ত্রস্ত করিতে থাকেন; সেই অবস্থায় পশুগণ যেমন সিংহকে দর্শন করে, সেইরূপ আমরা উঁহাকে বহুবার দেখিয়াছি ॥২২॥

সমগ্র জগতের মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর এবং সর্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ কবচধারী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সৈন্যমধ্যে প্রকাশ পাইতে থাকেন ॥২৩॥

ভরতনন্দন! রণস্থলের সকল দিকে যুধ্যমান বীরগণের অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধের সপ্তদশ দিন আজ অতীত হইতেছে ॥২৪॥

বায়ুচালিত শরৎকালের মেঘ যেমন বিশীর্ণ হইয়া যায়, তেমন বিচরণপ্রবৃত্ত অর্জ্জুনকম্পিত কৌরবসৈন্য সকল সমস্ত দিকেই বিশীর্ণ হইতে থাকে ॥২৫॥

(২৩)···লোকমধ্যে ব্যরাজতাম্—পি।

তাং নাবমিব পর্য্যস্তাং মজ্জমানাং মহার্ণবে।
তব সেনাং মহারাজ! সব্যসাচী ব্যকম্পয়ৎ ॥২৬॥
ক নু তে সূতপুত্রোঽভূৎ ক নু দ্রোণঃ মহাত্মজঃ।
অহং ক চ ক চাত্মা তে হার্দ্দিক্যশ্চ তথা ক নু ॥২৭॥
দুঃশাসনশ্চ তে ভ্রাতা ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ ক নু।
বাণগোচরসম্প্রাপ্তং যুধ্যমানং জয়দ্রথম্ ॥২৮॥
সম্বন্ধিনস্তে ভ্রাতৄংশ্চ সহায়ান্ মাতুলাংস্তথা।
সর্বান্ বিক্রম্য মিষতো লোকমাক্রম্য মূর্দ্ধনি ॥২৯॥
জয়দ্রথো হতো রাজন্! কিং নু শেষমুপাস্মহে।
কো বেহ স পুমানস্তি যো বিজেষ্যতি পাণ্ডবম্ ॥৩০॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তামিতি। পর্য্যস্তাং ভগ্নাম্। সব্যসাচী অর্জ্জুনঃ ॥২৬॥

কেতি। সূতপুত্রঃ কর্ণঃ। তে আত্মা স্বং স্বয়মিত্যর্থঃ, হার্দ্দিক্যঃ কৃতবর্ম্মা ॥২৭॥

দুরিতি। বাণগোচরম্ অর্জ্জুনস্য বাণপাতবিষয়ং সম্প্রাপ্তম্। মিষতঃ পশ্যতস্তব। মূর্দ্ধনি রণমধ্যে। কিং শেষং কমবশিষ্টং বীরম্, উপাস্মহে অবলম্বামহে নু ॥২৮—৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

৭(পাঠান্তরে) পতিতানিতি। অপ্রখ্যাতিমিত্যত্র প্রত্যাখ্যামিতি পাঠেঽপি তুল্যোঽর্থঃ ॥১—২॥ ভৃশেত্যত্র দৃশেতি পাঠে দৃশা দৃষ্ট্যাত্রেণ ॥৩—৫॥ মন্যুবশাদ্দুর্য্যোধনস্য দৈন্যবশাৎ ॥৬—১৪॥ কৃষ্ণো নেত্রং নেতা যস্য স তথা ॥১৫—১৬॥ সংহ্বস্যন্তি সংহরিষ্যন্তি ইড়ভাব আর্ষঃ। মনাংসি আত্মানং সংহরিষ্যন্তি মূঢ়ানি ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ। সংমুহ্যন্তীতি পাঠান্তরম্

মহারাজ! ভগ্ন নৌকা যেমন মহাসমুদ্রে মগ্ন হইতে থাকে এবং বায়ু তাহাকে কম্পিত করে, সেইরূপ অর্জ্জুন তোমার সৈন্যগণকে কম্পিত করিতে থাকেন ॥২৬॥

রাজা! তোমার কর্ণ কোথায় গেলেন, দ্রোণ কোথায় গিয়াছেন, অশ্বত্থামা কোথায় থাকেন, আমি কোথায় থাকি, তুমি নিজে কোথায় থাক এবং কৃতবর্ম্মাই বা কোথায় থাকেন ॥২৭॥

রাজা! তোমার ভ্রাতা দুঃশাসন এখন অপর ভ্রাতৃগণের সহিত কোথায় গিয়াছেন। জয়দ্রথ যখন যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুনের বাণপথে গিয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুন রণমধ্যে তোমার সমক্ষে বিক্রম প্রকাশ করিয়া তোমার সম্বন্ধিগণ, ভ্রাতৃগণ, সহায়গণ ও মাতুলগণ, এমন কি সমস্ত যোদ্ধাকে আক্রমণপূর্ব্বক জয়দ্রথকে

---

(২৭)…দ্রোণঃ সহানুগঃ…পি।

তস্য চাস্ত্রাণি দিব্যানি বিদিতানি মহাত্মনঃ।
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষো ধৈর্য্যাণি হরতে হি নঃ ॥৩১॥
নষ্টচন্দ্রা যথা রাত্রিঃ সেনেয়ং হতনায়কা।
নাগভগ্নদ্রুমা শুষ্কা নদীব প্রতিভাতি মে ॥৩২॥
ধ্বজিন্যাং হতনেত্রায়াং যথেষ্টং শ্বেতবাহনঃ।
চরিষ্যতি মহারাজ! কক্ষেম্বগ্নিরিব জ্বলন্ ॥৩৩॥
সাত্যকেশ্চৈব যো বেগো ভীমসেনস্য চোভয়োঃ।
দারয়েত গিরীন্ সর্বান্ শোষয়েচ্চৈব সাগরান্ ॥৩৪॥
উবাচ বাক্যং যদ্ভীমঃ সভামধ্যে বিশাংপতে!।
কৃতং তৎ সফলং সর্ব্বং ভূয়শ্চৈব করিষ্যতি ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। তস্যার্জ্জুনস্য, দিব্যানি স্বর্গীয়াণি ॥৩১॥

নষ্টেতি। হতা নায়কা যস্যাঃ সা। নাগেন হস্তিনা ভগ্না দ্রুমা যস্যাঃ সা ॥৩২॥

ধ্বজিন্যামিতি। হতা নেতারো যস্যাস্তস্যাম্। শ্বেতবাহনোঽর্জ্জুনঃ। কক্ষেষু শুষ্কতৃণেষু ॥৩৩॥

সাত্যকেরিতি। বেগঃ অস্ত্রাণামিতি শেষঃ ॥৩৪॥

উবাচেতি। ভূয়শ্চৈব করিষ্যতি ত্বামপি হনিষ্যতীত্যাশয়ঃ ॥৩৫॥

বধ করিয়াছেন। এখন আমরা অবশিষ্ট কোন্ বীরকে আশ্রয় করিব; এমন পুরুষ কে আছে, যে অর্জ্জুনকে জয় করিবে ॥২৮—৩০॥

কারণ, মহাত্মা অর্জ্জুনের স্বর্গীয় অস্ত্র সকল জানা আছে; বিশেষতঃ তাঁহার গাণ্ডীবের শব্দ আমাদের ধৈর্য্য হরণ করে ॥৩১॥

নায়কশূন্য এই কৌরবসেনা এখন চন্দ্রবিহীন রাত্রির ন্যায় এবং হস্তিভগ্নবৃক্ষ শুষ্ক নদীর তুল্য বলিয়া আমার বোধ হইতেছে ॥৩২॥

অতএব মহারাজ! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণসমূহের মধ্যে বিচরণ করে, অর্জ্জুনও তেমন এখন নায়কশূন্য কৌরবসৈন্যমধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন ॥৩৩॥

তা'র পর সাত্যকির ও ভীমসেনের অস্ত্রের যে বেগ, তাহা সমস্ত পর্ব্বত বিদারণ করিতে পারে এবং সমুদ্র শোষণ করিতে সমর্থ হয় ॥৩৪॥

(৩১)…বিবিধানি মহাত্মনঃ…পি বা সো। (৩২)…নদীবাকুলতাং গতা—পি বা সো।
(৩৩)…চরিষ্যতি মহাবাহুঃ কক্ষেঽগ্নিরিব সংজ্বলন্—পি বা সো।

প্রমুখস্থে তদা কর্ণে বলং পাণ্ডবরক্ষিতম্।
দুরাসদং তদা গুপ্তং ব্যূঢ়ং গাণ্ডীবধন্বনা ॥৩৬॥
যুষ্মাভিস্তানি চীর্ণানি যান্যসাধূনি সাধুষু।
অকারণকৃতান্যেব তেষাং বঃ ফলমাগতম্ ॥৩৭॥
আত্মনোঽর্থে ত্বয়া লোকো যত্নতঃ সর্ব আহৃতঃ।
স তে সংশয়িতস্তাত! আত্মা চ ভরতর্ষভ! ॥৩৮॥
রক্ষ দুর্য্যোধনাত্মানমাত্মা সর্বস্য ভাজনম্।
ভিন্নে হি ভাজনে তাত! দিশো গচ্ছতি তদ্গতম্ ॥৩৯॥
হীয়মানেন বৈ সন্ধিঃ পর্য্যেষ্টব্যঃ সমেন বা।
বিগ্রহো বর্দ্ধমানেন নীতিরেষা বৃহস্পতেঃ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

প্রেতি। পাণ্ডবৈর্ভীমাদিভিরপি রক্ষিতম্। গাণ্ডীবধন্বনাপি ব্যূঢ়ং গুপ্তং রক্ষিতঞ্চ ॥৩৬॥
যুষ্মাভিরিতি। তানি নির্বাসনাদীনি, চীর্ণানি বিহিতানি। সাধুষু পাণ্ডবেষু ॥৩৭॥
আত্মন ইতি। লোকো যোদ্ধা। সংশয়িতো জীবনসন্দেহং প্রাপ্তঃ ॥৩৮॥
রক্ষেতি। ভাজনং পাত্রম্। ভিন্নে বিদীর্ণে। তদ্গতং জলাদিকম্ ॥৩৯॥
হীয়েতি। হীয়মানেন ন্যূনীভবতা, পর্য্যেষ্টব্যঃ অন্বেষণীয়ঃ প্রাক্ প্রস্তাব্য ইত্যর্থঃ ॥৪০॥

নরনাথ! ভীমসেন দ্যূতসভামধ্যে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে সমস্তই সফল করিয়াছেন, আরও করিবেন ॥৩৫॥

কর্ণের যুদ্ধের সময়ে কর্ণ সম্মুখবর্ত্তী হইলে, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সন্নিবেশিত এবং ভীম ও অর্জ্জুনপ্রভৃতিকর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবসৈন্য তখন দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল ॥৩৬॥

দুর্য্যোধন! তোমরা সাধুস্বভাব পাণ্ডবগণের প্রতি যে সকল অসৎ ব্যবহার করিয়াছ, সেগুলি বিনা কারণেই করিয়াছ; সুতরাং এখন তোমাদের সেই সকল কার্য্যের ফল উপস্থিত হইয়াছে ॥৩৭॥

বৎস ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি নিজের জন্য যত্নপূর্ব্বক ভারতের সমস্ত যোদ্ধাকে আনয়ন করিয়াছ; এখন তাহারাও জীবনসন্দেহাপন্ন হইয়াছে, তুমি নিজেও হইয়াছ ॥৩৮॥

বৎস দুর্য্যোধন! এখন তুমি আত্মরক্ষা কর। কারণ, আত্মা সমস্ত সুখ-দুঃখের পাত্র। পাত্র বিদীর্ণ হইলে, তদ্গত জলপ্রভৃতি নানাদিকে চলিয়া যায় ॥৩৯॥

হীয়মান বা সমান পক্ষ সন্ধির অন্বেষণ করিবে, আর বর্দ্ধমান পক্ষ যুদ্ধ করিবে; ইহা বৃহস্পতির নীতি ॥৪০॥

তে বয়ং পাণ্ডুপুত্রেভ্যো হীনাঃ স্ম বলশক্তিতঃ।
অত্র তে পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং সন্ধিং মন্যে ক্ষমং প্রভো! ॥৪১॥
ন জানীতে হি যঃ শ্রেয়ঃ শ্রেয়সশ্চাবমন্যতে।
স ক্ষিপ্রং ভ্রশ্যতে রাজ্যান্ন চ শ্রেয়োঽনুবিন্দতি ॥৪২॥
প্রণিপত্য হি রাজানং রাজ্যং যদি লভেমহি।
শ্রেয়ঃ স্যান্ন তু মৌঢ্যেন রাজন্! গন্তুং পরাভবম্ ॥৪৩॥
বৈচিত্রবীর্য্যবচনাৎ কৃপাশীলো যুধিষ্ঠিরঃ।
বিনিযুঞ্জীত রাজ্যে ত্বাং গোবিন্দবচনেন চ ॥৪৪॥
যদ্‌ব্রূয়াদ্ধি হৃষীকেশো রাজানমপরাজিতম্।
অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ সর্বে কুর্য্যুরসংশয়ম্ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। বলং সৈন্যং শক্তিঃ সামর্থ্যঞ্চ তাভ্যাম্। ক্ষমমুচিতম্ ॥৪১॥
নেতি। ন জানীতে স্বয়ং ন বুধ্যতে। শ্রেয়সঃ শ্রেষ্ঠান্ জনান্। অনুবিন্দতি লভতে ॥৪২॥
প্রেতি। রাজানং যুধিষ্ঠিরম্। মৌঢ্যেন মূঢ়তয়া কৃতেন যুদ্ধেন ॥৪৩॥
বৈচিত্রেতি। বৈচিত্রবীর্য্যস্য বিচিত্রবীর্য্যপুত্রস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য বচনাদনুরোধাৎ ॥৪৪॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৭—২৩॥ বর্ত্তমানস্য সংগ্রামস্যাভিতো বধ্যতাং বধ্যমানানাং চাস্য সপ্তদশাহানি জাতানীত্যন্বয়ঃ, জাতানীতি শেষঃ ॥২৪—৪৪॥ অসংশয়ং গতবৈরমিত্যর্থঃ ॥৪৫—৪৮॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

রাজা! আমরা এখন সৈন্য ও শক্তিতে পাণ্ডবগণ অপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং এখন পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সন্ধি করা উচিত ইহা আমি মনে করি ॥৪১॥

যে রাজা নিজে নিজের মঙ্গল বোঝেন না এবং শ্রেষ্ঠ লোকদিগকেও অবজ্ঞা করেন, তিনি রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হন এবং মঙ্গললাভও করেন না ॥৪২॥

রাজা! আমরা যদি যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রণিপাত করিয়াও রাজ্যলাভ করি, তাহা হইলেও ভাল হয়; কিন্তু মূর্খতাবশতঃ যুদ্ধ করিয়া পরাভব পাওয়া ভাল নহে ॥৪৩॥

দুর্য্যোধন! দয়াশীল যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যে এবং কৃষ্ণের অনুরোধে অবশ্যই তোমাকে রাজ্যে স্থাপন করিবেন ॥৪৪॥

(৪১)···হীনাঃ স্ম বলশক্তিভিঃ···পি। (৪৪)···কৃপাত্মা স যুধিষ্ঠিরঃ···পি। (৪৫)···অর্জ্জুনং ভীমসেনঞ্চ সর্ব্বম্···পি সো।

নাতিক্রমিষ্যতে কৃষ্ণো বচনং পাণ্ডবস্য তু।
ধৃতরাষ্ট্রস্য মন্যেঽহং নাপি কৃষ্ণস্য পাণ্ডবঃ ॥৪৬॥
এতৎ ক্ষমমহং মন্যে তব পার্থৈরবিগ্রহম্।
ন ত্বাং ব্রবীমি কার্পণ্যান্ন প্রাণপরিরক্ষণাৎ।
পথ্যং রাজন্! ব্রবীমি ত্বাং তৎ পরাসুঃ স্মরিষ্যসি ॥৪৭॥
ইতি বৃদ্ধো বিলপ্যৈতৎ কৃপঃ শারদ্বতো বচঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য শুশোচ চ মুমোহ চ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে দুর্য্যোধনবোধনে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

যদিতি। হৃষীকেশঃ কৃষ্ণঃ, রাজানং যুধিষ্ঠিরম্। সর্ব্বে নকুলাদয়োঽপি ॥৪৫॥

নেতি। পাণ্ডবস্য যুধিষ্ঠিরস্য। পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪৬॥

নেতি। ক্ষমমুচিতম্। অবিগ্রহং বিগ্রহবিরোধিনং সন্ধিম্। কার্পণ্যাৎ দৌর্ব্বল্যাৎ, প্রাণপরিরক্ষণাৎ স্বপ্রাণপরিরক্ষণমুদ্দিশ্য। পথ্যং হিতম্। পরাসুর্মুমূর্ষুঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৭॥

ইতীতি। শারদ্বতঃ শরদ্বতঃ পুত্রঃ। শুশোচ চ মুমোহ চ দুর্য্যোধনধ্বংসাশঙ্কয়া ॥৪৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥০॥

কৃষ্ণ অপরাজিত যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিবেন, ভীম ও অর্জ্জুনপ্রভৃতি সকলেই নিঃসন্দেহে তাহা করিবেন ॥৪৫॥

আমি মনে করি—কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না, কিংবা যুধিষ্ঠিরও ধৃতরাষ্ট্র বা কৃষ্ণের বাক্য অতিক্রম করিবেন না ॥৪৬॥

রাজা! আমি মনে করি—এখনও পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সন্ধি করাই উচিত। ইহা আমি তোমাকে দুর্ব্বলতাবশতঃ কিংবা প্রাণরক্ষা করিবার জন্য বলিতেছি না; তোমাকে তোমার হিতের কথাই বলিতেছি; তাহা তুমি মুমূর্ষু অবস্থায় স্মরণ করিবে' ॥৪৭॥

এইভাবে বৃদ্ধ শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য এই সকল কথা বলিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শোক করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে মোহিতও হইতে থাকিলেন ॥৪৮॥

---

* '… চতুর্থোঽধ্যায়ঃ' পি বা সো।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

——ঃ-০-ঃ——

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তস্ততো রাজা গৌতমেন তপস্বিনা।
নিশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ তূষ্ণীমাসীদ্বিশাংপতে! ॥১॥
ততো মুহূর্ত্তং স ধ্যাত্বা তব পুত্রো মহামনাঃ।
কৃপং শারদ্বতং বাক্যমিত্যুবাচ পরন্তপঃ ॥২॥
যৎ কিঞ্চিৎ সুহৃদা বাচ্যং তৎ সর্বং শ্রাবিতো হ্যহম্।
কৃতঞ্চ ভবতা সর্বং প্রাণান্ সন্ত্যজ্য যুধ্যতা ॥৩॥
গাহমানমনীকানি যুধ্যমানং মহারথৈঃ।
পাণ্ডবৈরতিতেজোভির্লোকস্ত্বামনুদৃষ্টবান্ ॥৪॥
সুহৃদা যদিদং বাক্যং ভবতা শ্রাবিতো হ্যহম্।
ন মাং প্রীণাতি তৎ সর্বং মুমূর্ষোরিব ভেষজম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। রাজা দুর্য্যোধনঃ, গৌতমেন গৌতমগোত্রেণ কৃপেণ, তপস্বিনা দীনেন ॥১॥
তত ইতি। ধ্যাত্বা পূর্বাপরব্যাপারান্ চিন্তয়িত্বা, মহামনা অত্যন্ততেজস্বিত্বাৎ ॥২॥
যদিতি। প্রাণান্ প্রাণমমতাম্, যুধ্যতা যুধ্যমানেন ॥৩॥
গাহেতি। গাহমানমালোড়য়ন্তম্, অনীকানি পাণ্ডবসৈন্যানি ॥৪॥
সুহৃদেতি। মুমূর্ষোশ্চিত্তমিতি শেষঃ, ভেষজমৌষধম্ ॥৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'নরনাথ! কৃপাচার্য্য শোকে কাতর হইয়া এইরূপ বলিলে, দুর্য্যোধন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব থাকিলেন ॥১॥

তাহার পর মহামনা ও শত্রুসন্তাপক দুর্য্যোধন কিছু কাল চিন্তা করিয়া শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্যকে এই সকল কথা বলিলেন—॥২॥

'আচার্য্য! সুহৃদের যাহা কিছু বলা উচিত, সে সমস্তই আপনি আমাকে শুনাইয়াছেন এবং প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিয়া আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন ॥৩॥

আপনি যখন পাণ্ডবসৈন্য আলোড়ন করিতে থাকিয়া মহারথ ও মহাতেজা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তখন তাহা সকল লোকই দেখিয়াছে ॥৪॥

(১)…গৌতমেন যশস্বিনা ··পি বা সো। (২)…ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহামনাঃ…পি বা সো।

হেতুকারণসংযুক্তং হিতং বচনমুত্তমম্।
উচ্যমানং মহাবাহো! ন মে বিপ্রাগ্র্য! রোচতে ॥৬॥
রাজ্যাদ্বিনিকৃতোঽস্মাভিঃ কথং সোঽস্মাসু বিশ্বসেৎ।
অক্ষদ্যূতে চ নৃপতির্জিতোঽস্মাভির্মহাধনঃ।
স কথং মম বাক্যানি শ্রদ্দধ্যাদ্ভূয় এব তু ॥৭॥
তথা দৌত্যেন সংপ্রাপ্তঃ কৃষ্ণঃ পার্থহিতে রতঃ।
বিপ্রলব্ধো হৃষীকেশস্তচ্চ কর্ম্মাবিচারিতম্।
স চ মে বচনং ব্রহ্মন্! কথমেবাভিপৎস্যতে ॥৮॥
বিললাপ চ যৎ কৃষ্ণা সভামধ্যে সমেয়ুষী।
ন তন্মর্ষয়তে কৃষ্ণো ন রাজ্যহরণং তথা ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

হেত্বিতি। হেতুর্যুক্তিঃ কারণঞ্চ তাভ্যাং সংযুক্তম্। হে বিপ্রাগ্র্য! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ॥৬॥

কথং ন রোচত ইত্যাহ রাজ্যাদিতি। বিনিকৃতো নির্বাসিতঃ, স যুধিষ্ঠিরঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥

তথেতি। বিপ্রলব্ধঃ প্রত্যাখ্যানেন প্রতারিতঃ। অভিপৎস্যতে স্বীকরিষ্যতি। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮॥

বীতি। কৃষ্ণা দ্রৌপদী, সমেয়ুষী সমাগতা সতী। মর্ষয়তে সহতে ॥৯॥

আপনি সৌহার্দ্দবশতঃ আমাকে এই যে সকল বাক্য শুনাইলেন, ঔষধ যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির চিত্ত সন্তুষ্ট করে না, তেমন সে সমস্ত আমাকে সন্তুষ্ট করে নাই ॥৫॥

মহাবাহু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি যুক্তি ও কারণযুক্ত, হিতকর এবং উত্তম যে সকল বাক্য বলিতেছিলেন, তাহা আমার ভাল লাগে নাই ॥৬॥

আমরা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলাম। সুতরাং তিনি কি করিয়া আমাদের উপরে বিশ্বাস করিবেন। ত'র পর আমরা মহাধনী যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় জয় করিয়াছিলাম; অতএব তিনি আবারও আমার বাক্যে কেন বিশ্বাস করিবেন ॥৭॥

ব্রাহ্মণ! পাণ্ডবগণের হিতে নিরত হৃষীকেশ কৃষ্ণ দৌত্য করিবার জন্য হস্তিনায় গিয়াছিলেন, তখন আমরা প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে কার্য্য আমরা বিবেচনা না করিয়াই করিয়াছিলাম। সুতরাং তিনি আমার বাক্যে অঙ্গীকার করিবেন কেন ॥৮॥

(৮)…দূত্যেন…প্রলব্ধশ্চ হৃষীকেশঃ কথমেবাভিমংস্যতে—নি। (৯)…সভামধ্যে যশস্বিনী পি।

একপ্রাণাবুভৌ কৃষ্ণামন্যোন্যমভিসংশ্রিতৌ।
পুরা যচ্ছ্রুতমেবাসীদদ্য পশ্যামি তৎ প্রভো! ॥১০॥
স্বস্রীয়ং নিহতং দৃষ্ট্বা দুঃখং স্বপিতি কেশবঃ।
কৃতাগসো বয়ং তস্য হিতং মে স কথং চরেৎ ॥১১॥
অভিমন্যোর্বিনাশেন ন শর্ম্ম লভতেঽর্জ্জুনঃ।
স কথং মদ্ধিতে যত্নং প্রকরিষ্যতি যাচিতঃ ॥১২॥
মধ্যমঃ পাণ্ডবস্তীক্ষ্ণো ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ তেনোগ্রং ভজ্যেতাপি ন সংনমেৎ ॥১৩॥
উভৌ তৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশাবুভৌ চাবদ্ধকঙ্কটৌ।
কৃতবৈরাবুভৌ বীরৌ যমাবপি যমোপমৌ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

একেতি। কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ, অভিসংশ্রিতৌ প্রণয়াবদ্ধৌ ॥১০॥

স্বস্রীয়মিতি। স্বস্রীয়ং ভাগিনেয়মভিমন্যুম্, স্বপিতি তিষ্ঠতি। কৃতাগসঃ কৃতাপরাধাঃ ॥১১॥

অভীতি। বিনাশেন অন্যায়কৃতেনেতি ভাবঃ। শর্ম্ম সুখং শান্তিমিত্যর্থঃ ॥১২॥

মধ্যম ইতি। তীক্ষ্ণঃ ক্রোধনঃ। ভজ্যেতাপি নশ্যেদপি, সংনমেৎ প্রসীদেৎ ॥১৩॥

উভাবিতি। বদ্ধনিস্ত্রিংশৌ ধৃতকৃপাণৌ, আবদ্ধকঙ্কটৌ ধৃতকবচৌ ॥১৪॥

দ্রৌপদী দ্যূতসভায় আসিয়া যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহা এবং পাণ্ডবগণের রাজ্য হরণ কৃষ্ণ সহ্য করিতে পারিতেছেন না ॥৯॥

প্রভাবশালী আচার্য্য! পূর্ব্বে আমাদের শুনা ছিল যে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একপ্রাণ এবং পরস্পর প্রণয়াবদ্ধ, তাহা এখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ॥১০॥

ভাগিনেয় অভিমন্যুকে নিহত জানা অবধি কৃষ্ণ দুঃখে কাল কাটাইতেছেন। সুতরাং আমরা তাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছি; এ অবস্থায় তিনি আমাদের হিতাচরণ করিবেন কেন ॥১১॥

অন্যায়ভাবে অভিমন্যুকে বিনাশ করায় অর্জ্জুন শান্তিই পাইতেছেন না; সে অবস্থায় তাঁহার নিকট সন্ধিপ্রার্থনা করিলেও তিনি আমার হিতাচরণে যত্ন করিবেন কেন ॥১২॥

মহাবল মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন একে কোপনস্বভাব, তাহাতে আবার সে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সুতরাং সে মরিবে, তথাপি নত হইবে না ॥১৩॥

যমের তুল্য বীর নকুল ও সহদেব; তাহাদের সঙ্গে আমি শত্রুতা ঘটাইয়াছি। সুতরাং তাহারা দুই জনই তরবারি ও কবচ ধারণ করিয়াই রহিয়াছে ॥১৪॥

(১১)···স মদর্থং কথং ক্ষমেৎ—পি বা সো।

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ কৃতবৈরৌ ময়া সহ।
তৌ কথং মদ্ধিতে যত্নং কুর্য্যাতাং দ্বিজসত্তম! ॥১৫॥
দুঃশাসনেন যৎ কৃষ্ণা একবস্ত্রা রজস্বলা।
পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥১৬॥
তথা বিবসনাং দীনাং স্মরন্ত্যদ্যাপি পাণ্ডবাঃ।
ন নিবারয়িতুং শক্যাঃ সংগ্রামাত্তে পরন্তপাঃ ॥১৭॥
যদা চ দ্রৌপদী ক্লিষ্টা মদ্বিনাশায় দুঃখিতা।
উগ্রং তেপে তপঃ কৃষ্ণা ভর্তৃণামর্থসিদ্ধয়ে।
স্থণ্ডিলে নিত্যদা শেতে যাবদ্বৈরস্য যাতনম্ ॥১৮॥
নিক্ষিপ্য মানং দর্পঞ্চ বাসুদেবসহোদরা।
কৃষ্ণায়াঃ প্রেষ্যবদ্ভূত্বা শুশ্রূষাং কুরুতে সদা ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
ইতি সর্বং সমুন্নদ্ধং ন নির্বাতি কথঞ্চন।
অভিমন্যোর্বিনাশেন স সন্ধেয়ঃ কথং ময়া ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ধৃষ্টেতি। কৃতবৈরৌ দ্রোণভীষ্মবধাদিতি ভাবঃ ॥১৫॥

দুরিতি। কৃষ্ণা দ্রৌপদী। পরিক্লিষ্টা কেশবসনয়োরাকর্ষণেন ॥১৬॥

তথেতি। বিবসনাং তথা কর্তুমারব্ধাম্, দীনাং কাতরাঞ্চ কৃষ্ণাম্ ॥১৭॥

যদেতি। তেপে চকার, কৃষ্ণা দ্রৌপদী, অর্থসিদ্ধয়ে জয়নিষ্পত্তয়ে। স্থণ্ডিলে হোমস্থানসন্নিধানে। যাতনং প্রতিশোধঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ। বাসুদেবসহোদরা সুভদ্রা। প্রেষ্যবৎ দাসীব ॥১৮—১৯॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমার সহিত শত্রুতা করিয়াছে। অতএব তাহারা আমার হিতসাধনে যত্ন করিবে কেন ॥১৫॥

দুঃশাসন সভার মধ্যে সমস্ত লোকের সমক্ষে একবস্ত্রা ও রজস্বলা দ্রৌপদীর যখন কষ্ট দিয়াছিলেন, তখন দ্রৌপদী কিছুতেই শান্ত হইবেন না ॥১৬॥

এবং পাণ্ডবেরা সেইরূপ বিবসনা ও দীনা দ্রৌপদীকে অদ্যাপি স্মরণ করিয়া থাকে। সুতরাং সেই শত্রুসন্তাপক পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ হইতে কখনও নিবারণ করিতে পারা যাইবে না ॥১৭॥

ক্লিষ্টা ও দুঃখিতা দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা আমার বিনাশ ও স্বামীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন ভীষণ তপস্যা করিয়াছেন এবং শত্রুতার প্রতিশোধ হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ স্থণ্ডিলে শয়ন করিতেছেন; এই সময়ে কৃষ্ণের সহোদরা সুভদ্রা অভিমান ও দর্প পরিত্যাগ করিয়া দাসীর তুল্য হইয়া সর্ব্বদা দ্রৌপদীর শুশ্রূষা করিতেছেন ॥১৮-১৯॥

কথঞ্চ রাজা ভুক্ত্বেমাং পৃথিবীং সাগরাম্বরাম্।
পাণ্ডবানাং প্রসাদেন ভোক্ষ্যে রাজ্যমকল্মষম্ ॥২১॥
উপর্য্যুপরি রাজ্ঞাং বৈ জ্বলিত্বা ভাস্করো যথা।
যুধিষ্ঠিরং কথং পশ্চাদনুযাস্যামি দাসবৎ ॥২২॥
কথং ভুক্ত্বা স্বয়ং ভোগান্ দত্ত্বা দায়াংশ্চ পুষ্কলান্।
কৃপণং বর্ত্তয়িষ্যামি কৃপণৈঃ সহ জীবিকাম্ ॥২৩॥
নাভ্যসূয়ামি তে বাক্যমুক্তং স্নিগ্ধং হিতং ত্বয়া।
ন তু সন্ধিমহং মন্যে প্রাপ্তকালং কথঞ্চন ॥২৪॥
সুনীতমনুপশ্যামি সুযুদ্ধেন পরন্তপ!।
নায়ং ক্লীবায়িতুং কালঃ সংযোদ্ধুং কাল এব নঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। সর্বং বৈরম্, সমুন্নদ্ধং প্রজ্বলিতম্। স যুধিষ্ঠিরঃ ॥২০॥

কথমিতি। স্বাধীনো রাজা সন্। অকল্মষং চিত্তকালুষ্যরহিতং যথা স্যাত্তথা ॥২১॥

উপরীতি। জ্বলিত্বা তেজসা প্রভুত্বং কৃত্বা। অনুযাস্যামি তদনুগ্রহসাপেক্ষত্বাৎ ॥২২॥

কথমিতি। দীয়ন্ত ইতি দায়া ধনানি তান্, পুষ্কলান্ প্রচুরান্। কৃপণং দীনং যথা স্যাত্তথা, কৃপণৈস্তদবস্থত্বাদেব দীনৈরাত্মীয়ৈঃ সহ, জীবিকাং বর্ত্তয়িষ্যামি নির্বাহয়িষ্যামি ॥২৩॥

নেতি। অভ্যসূয়ামি দোষারোপবিষয়ং করোমি। স্নিগ্ধং স্নেহপ্রযুক্তম্ ॥২৪॥

সুনীতমিতি। সুনীতং শোভননীতিপ্রয়োগম্। ক্লীবায়িতুং ক্লীববদাচরিতুম্ ॥২৫॥

এই সকল কারণে, বিশেষতঃ অভিমন্যুকে বধ করায় সমস্ত বৈরানলই প্রজ্বলিত রহিয়াছে, তাহা কোন প্রকারেই নির্বাণ হয় নাই। সুতরাং কি করিয়া আমি যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি করিব ॥২০॥

তা'র পর আমি রাজা হইয়া স্বাধীনভাবে এই সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়া এখন কি প্রকারে পাণ্ডবগণের অনুগ্রহে প্রসন্ন চিত্তে রাজ্য ভোগ করিব ॥২১॥

এবং এত কাল সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত রাজার উপরে সতেজে প্রভুত্ব করিয়া এখন কি প্রকারে ভৃত্যের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের পিছনে পিছনে যাইব ॥২২॥

বিশেষতঃ এত কাল স্বাধীনভাবে সমস্ত ভোগ এবং প্রচুর ধন দান করিয়া এখন কিপ্রকারে দীনভাবাপন্ন আত্মীয়গণের সহিত দীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করিব ॥২৩॥

তবে আচার্য্য! আপনি স্নেহবশতই আমার হিতবাক্য বলিয়াছেন, তাহার উপরে আমি দোষারোপ করিতেছি না; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কোন প্রকারেই আমি সন্ধি করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না ॥২৪॥

(২১)·· রাজ্যমহং কথম্—নি। (২৫) সুনীতিম্···পি।

ইষ্টং মে বহুভির্যজ্ঞৈর্দত্তা বিপ্রেষু দক্ষিণাঃ।
প্রাপ্তাঃ কামাঃ শ্রুতা বেদাঃ শত্রূণাং মূর্দ্ধ্নি চ স্থিতম্ ॥২৬॥
ভৃত্যা মে সুভৃতাস্তাত! দীনশ্চাভ্যুদ্ধৃতো জনঃ।
নোৎসহেঽহ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবান্ বক্তুমীদৃশম্ ॥২৭॥
জিতানি পররাষ্ট্রাণি স্বরাষ্ট্রমনুপালিতম্।
ভুক্তাশ্চ বিবিধা ভোগাস্ত্রিবর্গঃ সেবিতো ময়া ॥২৮॥
পিতৄণাং গতমানৃণ্যং ক্ষত্রধর্ম্মস্য চোভয়োঃ।
ন ধ্রুবং সুখমস্তীহ কুতো রাষ্ট্রং কুতো যশঃ ॥২৯॥
ইহ কীর্ত্তির্বিধাতব্যা সা চ যুদ্ধেন নান্যথা।
বৃথা চ যৎ ক্ষত্রিয়স্য নিধনং তদ্বিগর্হিতম্।
অধর্ম্মঃ সুমহানেষ যচ্চ স্যান্মরণং গৃহে ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

ইষ্টমিতি। ইষ্টং যাগঃ কৃতঃ, মে ময়া। কামাস্তু ইতি কামা অভীষ্টবিষয়াঃ ॥২৬॥
ভৃত্যা ইতি। ভৃত্যা ভরণীয়া জনাঃ। ঈদৃশম্ আর্য্য! সন্ধিং প্রার্থয়ামীত্থং বাক্যম্ ॥২৭॥
জিতানীতি। ত্রিবর্গো ধর্ম্মার্থকামাঃ, সেবিতো যথাসম্ভবমনুষ্ঠিতঃ ॥২৮॥
পিতৄণামিতি। পুত্রোৎপাদনেন প্রজাপালনেন চেতি ভাবঃ। ইহ সন্ধৌ ॥২৯॥

কিন্তু শত্রুসন্তাপক আচার্য্য! মহাযুদ্ধ করাই আমি সুনীতি বলিয়া মনে করি। ইহা ক্লীবের ন্যায় আচরণ করিবার সময় নহে, ইহা আমাদের গুরুতর যুদ্ধ করিবারই সময় ॥২৫॥

আমি বহুতর যজ্ঞ করিয়াছি, ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়াছি, সমস্ত অভীষ্ট বস্তু পাইয়াছি, সকল বেদ পড়িয়াছি এবং শত্রুদের মস্তকে রহিয়াছি ॥২৬॥

পিতৃতুল্য মাননীয় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি ভরণীয় ব্যক্তিগণকে সম্যক্‌ভাবে ভরণ করিয়াছি এবং দীন জনকে উদ্ধার করিয়াছি। সুতরাং এখন আর পাণ্ডবগণের নিকট এইরূপ বলিতে পারি না ॥২৭॥

আমি পররাজ্য জয় করিয়াছি, নিজ রাজ্য পালন করিয়াছি, নানাবিধ ভোগ করিয়াছি এবং যথাযথভাবে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুষ্ঠান করিয়াছি ॥২৮॥

আমি পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃলোকের এবং প্রজাপালন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের নিকট অনৃণী হইয়াছি। কিন্তু নিশ্চয়ই এ সন্ধিতে সুখ নাই; রাজ্য ও যশ আর আসিবে কি করিয়া ॥২৯॥

(২৯) পিতৄণাং কৃতমানৃণ্যম্ ···পি। (৩০) যচ্চ স্যান্মরণং গৃহে—সো নি।

অরণ্যে যো বিমুঞ্চেত সংগ্রামে বা তনুং নৃপঃ।
ক্রতূনাহৃত্য মহতো মহিমানং স গচ্ছতি ॥৩১॥
কৃপণং বিলপন্নার্ত্তো জরয়াভিপরিপ্লুতঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং মধ্যে জ্ঞাতীনাং ন স পূরুষঃ ॥৩২॥
ত্যক্ত্বা তু বিবিধান্ ভোগান্ প্রাপ্তানাং পরমাং গতিম্।
অপীদানীং সুযুদ্ধেন গচ্ছেয়ং শক্রলোকতাম্ ॥৩৩॥
শূরাণামার্য্যবৃত্তানাং সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনাম্।
ধীমতাং সত্যসন্ধানাং সর্বেষাং ক্রতুযাজিনাম্ ॥৩৪॥
শস্ত্রাবভৃথপূতানাং ধ্রুবো বাসস্ত্রিপিষ্টপে।
মুদা নূনং প্রপশ্যন্তি যুদ্ধে হ্যপ্সরসাং গণাঃ ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ইহেতি। বিচেতব্যা অন্বেষ্টব্যা। বৃথা যুদ্ধব্যতিরেকেণ, নিধনং মৃত্যুঃ। ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩০॥

অরণ্য ইতি। অরণ্যে তপোবনে। ক্রতূন্ যজ্ঞফলানি। মহিমানং স্বর্গিমাহাত্ম্যম্ ॥৩১॥

কৃপণমিতি। কৃপণং দীনং যথা স্যাত্তথা। স ক্ষত্রিয়ঃ ॥৩২॥

ত্যক্ত্বেতি। প্রাপ্তানাং কর্ণাদীনাম্। অপিঃ প্রশ্নে। শক্রলোকতাম্ ইন্দ্রলোকম্ ॥৩৩॥

শূরাণামিতি। আর্য্যাণাং সজ্জনানাং বৃত্তানি ব্যবহারা যেষাং তেষাম্। শস্ত্রাণ্যেব অবভৃথা যজ্ঞান্তস্নানানি তৈঃ পূতানাম্। ত্রিপিষ্টপে স্বর্গে। প্রপশ্যন্তি তান্ শূরান্ ॥৩৪-৩৫॥

মানুষের ইহলোকে কীর্ত্তি সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু সে কীর্ত্তি আমার যুদ্ধদ্বারাই হইবে, অন্যপ্রকারে নহে। ক্ষত্রিয়ের যে যুদ্ধব্যতিরেকে মৃত্যু, তাহা গর্হিত এবং গৃহে ক্ষত্রিয়ের যে মরণ, তাহা গুরুতর অধর্ম্ম ॥৩০॥

যে ক্ষত্রিয় তপোবনে বা যুদ্ধে দেহত্যাগ করেন, তিনি বিশাল যজ্ঞফল লইয়া স্বর্গবাসীর মাহাত্ম্য লাভ করেন ॥৩১॥

যে ক্ষত্রিয় রোগার্ত্ত বা জরাগ্রস্ত হইয়া কাতরভাবে বিলাপ করিতে থাকিয়া রোরুদ্যমান জ্ঞাতিগণের মধ্যে দেহত্যাগ করে, সে ক্ষত্রিয় পুরুষই নহে ॥৩২॥

যাঁহারা নানাবিধ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন, আমি এখন ন্যায়যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সেই ইন্দ্রলোকে যাইতে পারিব কি? ॥৩৩॥

সদ্ব্যবহারকারী, যুদ্ধে অনিবর্ত্তী, বুদ্ধিমান্, সত্যপ্রতিজ্ঞ, যজ্ঞকারী ও অস্ত্রস্পর্শ-

(৩১) অরণ্যে যো বিমুচ্যেত…নি। (৩৩)…গচ্ছেয়ং যৎ সলোকতাম্—মি। (৩৪) শূরাণামার্য্যবৃত্তীনাম্…পি বা সো। (৩৫)… মুদা হতান্ প্রপশ্যন্তি… পি।

পশ্যন্তি নূনং পিতরঃ পূজিতান্ সুরসংসদি।
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতান্ মোদমানাংস্ত্রিপিষ্টপে ॥৩৬॥
পন্থানমমরৈর্যান্তং শূরৈশ্চৈবানিবর্ত্তিভিঃ।
অপি তৎসঙ্গতং মার্গং বয়মধ্যারুহেমহি ॥৩৭॥
পিতামহেন বৃদ্ধেন তথাচার্য্যেণ ধীমতা।
জয়দ্রথেন কর্ণেন তথা দুঃশাসনেন চ ॥৩৮॥ (বিশেষকম্)
ঘটমানা মদর্থেঽস্মিন্ হতাঃ শূরা জনাধিপাঃ।
শেরতে লোহিতাক্তাঙ্গাঃ পৃথিব্যাং শরবিক্ষতাঃ ॥৩৯॥
উত্তমাস্ত্রবিদঃ শূরা যথোক্তক্রতুযাজিনঃ।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ যথান্যায়মিন্দ্রসদ্মসু বিষ্ঠিতাঃ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

পশ্যন্তীতি। পূজিতান্ সম্মানিতান্। পন্থানং স্বর্গমার্গম্, অমরৈর্যুদ্ধে অনিবর্ত্তিভিঃ শূরৈশ্চ সহ যান্তং বীরঞ্চ পিতরো নূনং পশ্যন্তীতি সম্বন্ধঃ। তৈ সঙ্গতং তৎসঙ্গতম্। পিতামহেন ভীষ্মেণ, আচার্য্যেণ দ্রোণেন। এভিঃ সহ বয়মধ্যারুহেমহীত্যন্বয়ঃ ॥৩৬—৩৮॥

ঘটেতি। ঘটমানাশ্চেষ্টমানাঃ। লোহিতাক্তাঙ্গা রক্তসিক্তদেহাঃ ॥৩৯॥

উত্তমেতি। যথোক্তৈঃ ক্রতুভির্যজন্তীতি তে। বিষ্ঠিতা অবস্থিতাঃ ॥৪০॥

রূপ যজ্ঞান্তস্নানে পবিত্র বীরগণের নিশ্চয়ই স্বর্গে বাস হইয়া থাকে এবং অপ্সরাগণ নিশ্চয়ই আনন্দের সহিত যুদ্ধে নিহত সেই বীরগণকে দেখিয়া থাকে ॥৩৪—৩৫॥

যুদ্ধে নিহত বীরেরা স্বর্গে যাইয়া যখন দেবসভায় সম্মানিত ও অপ্সরাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন এবং কোন কোন বীর দেবগণ ও যুদ্ধে অনিবর্ত্তী অপর বীরগণের সহিত যখন স্বর্গের পথে যাইতে থাকেন, তখন পিতৃলোকেরা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে সাদরে দর্শন করেন। বৃদ্ধ ভীষ্ম, জ্ঞানী দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইয়া আমি সেই পথে আরোহণ করিতে পারিব কি? ॥৩৬—৩৮॥

বীর ক্ষত্রিয়েরা আমার জয়ের জন্য চেষ্টা করিতে থাকিয়া বাণবিক্ষত, নিহত ও রক্তাক্তদেহ হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছেন ॥৩৯॥

উত্তমাস্ত্রজ্ঞ ও যথাবিধানে যজ্ঞকারী অন্য বীরেরা যথানিয়মে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রভবনে যাইয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥৪০॥

(৩৭)··যাতম্··তৈঃ সঙ্গতম্···পি বা সো। (৪০)···ধিষ্ঠিতাঃ—বা সো নি।

তৈস্ত্বয়ং রচিতঃ পন্থা দুর্গমোঽপি সুখং ভবেৎ।
সম্পতদ্ভির্মহাবেগৈর্যাস্যদ্ভিরিহ সদ্গতিম্ ॥৪১॥
যে মদর্থে হতাঃ শূরাস্তেষাং কৃতমনুস্মরন্।
ঋণং তৎ প্রতিযুঞ্জানো ন রাজ্যে মন আদধে ॥৪২॥
পাতয়িত্বা বয়স্যাংশ্চ ভ্রাতৄনথ পিতামহান্।
জীবিতং যদি রক্ষেয়ং লোকো মাং গর্হয়েদ্ধ্রুবম্ ॥৪৩॥
কীদৃশঞ্চ ভবেদ্রাজ্যং মম হীনস্য বন্ধুভিঃ।
সখিভিশ্চ বিশেষেণ প্রণিপত্য চ পাণ্ডবম্ ॥৪৪॥
সোঽহমেতাদৃশং কৃত্বা জগতোঽস্য পরাভবম্।
সুযুদ্ধেন হতঃ স্বর্গং প্রাপ্স্যামি ন তদন্যথা ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তৈরিতি। সুখং সুখজনকঃ। সম্পতদ্ভির্গচ্ছদ্ভিঃ, যাস্যদ্ভিঃ প্রাপ্স্যদ্ভিঃ ॥৪১॥
য ইতি। কৃতমুপকারম্। প্রতিযুঞ্জানঃ পরিশোধয়ন্ তদিচ্ছন্নিত্যর্থঃ ॥৪২॥
পাতেতি। বয়স্যান্ কর্ণাদীন্, ভ্রাতৄন্ দুঃশাসনাদীন্, পিতামহান্ ভীষ্মাদীন্ ॥৪৩॥
কীদৃশমিতি। প্রণিপত্য অনুনীয় সন্ধিনা লব্ধমিতি শেষঃ, পাণ্ডবং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৪৪॥
স ইতি। সুযুদ্ধেন ন্যায়যুদ্ধেন। তদন্যথা সন্ধিং ন করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥৪৫॥

মহাবেগে গমনকারী ও সদ্গতিপ্রাপী সেই বীরেরা এই পথ রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ইহা দুর্গম হইলেও আমার পক্ষে সুগম হইবে ॥৪১॥

যে বীরেরা আমার জন্য নিহত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের কৃত সেই উপকার স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাদের সেই ঋণ পরিশোধ করিবার ইচ্ছায় রাজ্যে আর মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না ॥৪২॥

বয়স্য, ভ্রাতা ও পিতামহদিগকে নিপাত করিয়া আমি যদি নিজের জীবন রক্ষা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোক আমাকে নিন্দা করিবে ॥৪৩॥

আমি এখন বন্ধুহীন ও সখিশূন্য; তাহাতে আবার যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রণিপাত করিয়া রাজ্যলাভ করিতে হইবে; এ অবস্থায় আমার সে রাজ্য কিরূপ হইবে ॥৪৪॥

অতএব আমি এই জগতের এইরূপ পরাভব করিয়া ন্যায়যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গলাভ করিব, কিন্তু তাহার অন্যথা কিছুতেই করিব না' ॥৪৫॥

(৪১) তৈঃ স্বয়ম্…দুর্গমোঽপি পুনর্ভবেৎ…ইতো যাস্যামি সদ্গতিম্—নি। (৪২)…তৎ প্রতিমুঞ্চানঃ…পি। (৪৪)…সখিভিশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ…পি বা সো। (৪৫)…সুযুদ্ধেন ততঃ স্বর্গম্…পি বা সো।

সঞ্জয় উবাচ।

এবং দুর্য্যোধনেনোক্তে সর্বে সংপূজ্য তদ্বচঃ।
সাধু সাধ্বিতি রাজানং ক্ষত্রিয়াঃ সংবভাষিরে ॥৪৬॥
পরাজয়মশোচন্তঃ কৃতচিত্তাশ্চ বিক্রমে।
সর্বে সুনিশ্চিতা যোদ্ধুমুদগ্রমনসোঽভবন্ ॥৪৭॥
ততো বাহান্ সমাশ্বাস্য সর্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
ঊনে দ্বিযোজনে গত্বা প্রত্যতিষ্ঠন্ত কৌরবাঃ ॥৪৮॥
আকাশে বিদ্রুমে পুণ্যে প্রস্থে হিমবতঃ শুভে।
অরুণাং সরস্বতীং প্রাপ্য পপুঃ সস্নুশ্চ তে জলম্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। সংপূজ্য প্রশস্য। রাজানং দুর্য্যোধনম্ ॥৪৬॥

পরেতি। সুনিশ্চিতাঃ প্রহারায়ৈব সম্যক্কৃতনিশ্চয়াঃ, উদগ্রমনসো ব্যগ্রচিত্তাঃ ॥৪৭॥

তত ইতি। বাহান্ বাহনানি। ঊনে কিঞ্চিন্ন্যূনে। প্রত্যতিষ্ঠন্ত আক্রমণভয়াৎ ॥৪৮॥

আকাশ ইতি। তে কৌরবাঃ, বিগতা দ্রুমা যস্মাত্তস্মিন্ বৃক্ষশূন্যে, অতএব আকাশে নিরাবরণে, পুণ্যে সরস্বতীসন্নিধানাৎ পবিত্রে, শুভে নিরুৎপাতে চ, হিমবতঃ পর্ব্বতস্য, প্রস্থে সানৌ সমতলভূমাবিতি যাবৎ, অরুণাং সন্ধ্যারাগপ্রতিবিম্বপতনাদরুণবর্ণাম্, সরস্বতীং নদীং প্রাপ্য, জলং পপুঃ, তত্র সস্নুঃ স্নানং চক্রুশ্চ। তৃতীয়পাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥৪৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—'দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে, ক্ষত্রিয়েরা সকলে তাঁহার সেই বাক্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহার উদ্দেশে 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

ক্রমে সকলেই পরাজয়ের বিষয়ে শোক না করিয়া আবার বিক্রমপ্রকাশে চিত্তসমর্পণ করিয়া পুনরায় প্রহার করিবার পক্ষে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্যই ব্যগ্রচিত্ত হইলেন ॥৪৭॥

তাহার পর যুদ্ধাভিনন্দী কৌরবেরা সকলে বাহনগুলিকে আশ্বস্ত করিয়া অল্পন্যূন দুই যোজন দূরে যাইয়া অবস্থান করিলেন ॥৪৮॥

পরে তাঁহারা বৃক্ষলতাবিহীন, শূন্যময়, পবিত্র ও নিরুৎপাত হিমালয়পর্ব্বতের সমতলভূমিতে সন্ধ্যারাগে অরুণবর্ণা সরস্বতীনদী পাইয়া তাহার জলপান এবং সেই জলে স্নান করিলেন ॥৪৯॥

(৪৬) এবং দুর্য্যোধনেনোক্তম্ ··পি, এবং দুর্য্যোধনেনোক্তাঃ···বা সো। (৪৯)···পূর্ণাং সরস্বতীং প্রাপ্য·· তজ্জলম্—পি বা সো।

তব পুত্রকৃতোৎসাহাঃ পর্য্যবর্ত্তন্ত তে ততঃ।
পর্য্যবস্থাপ্য চাত্মানমন্যোন্যেন পুনস্তদা।
সর্ব্বে রাজন্! ন্যবর্ত্তন্ত ক্ষত্রিয়াঃ কালচোদিতাঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে দুর্য্যোধনবাক্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

অথ হৈমবতে প্রস্থে স্থিত্বা যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
সর্ব্ব এব মহারাজ! যোধাস্তত্র সমাগতাঃ ॥১॥
শল্যশ্চ চিত্রসেনশ্চ শকুনিশ্চ মহারথঃ।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তবেতি। পর্য্যবর্ত্তন্ত প্রত্যাবর্ত্তন্ত। পর্য্যবস্থাপ্য স্থিরীকৃত্য, অন্যোন্যেন অন্যোন্যাশ্বাসেন। কালেন চোদিতাঃ প্রেরিতা মরণাবশ্যম্ভাবাৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

অথেতি। প্রস্থে সানৌ সমতলভূমাবিতি যাবৎ। তত্র কুরুক্ষেত্রশিবিরেষু ॥১॥

রাজা! তদনন্তর দুর্য্যোধন উৎসাহ জন্মাইয়া দিলে, সেই ক্ষত্রিয়েরা সকলে সেস্থান হইতে ফিরিলেন এবং পরস্পরের আশ্বাসে আপন আপন চিত্ত স্থির করিয়া কালপ্রেরিত হইয়া পুনরায় কুরুক্ষেত্রের দিকে আগমন করিলেন' ॥৫০॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! যুদ্ধাভিনন্দী সমস্ত যোদ্ধাই হিমালয়ের সেই সমতল ভূমিতে কিছু কাল থাকিয়া পুনরায় কুরুক্ষেত্রশিবিরে আগমন করিলেন ॥১॥

(৫০)···কালদেশিতাঃ—পি। * '···পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ' পি বা সো। (১)···সর্ব্ব এব মহাযোধাস্তত্র তত্র সমাগতাঃ—নি।

সুষেণোঽরিষ্টসেনশ্চ ধৃতসেনশ্চ বীর্য্যবান্।
জয়ৎসেনশ্চ রাজানস্তে রাত্রিমুষিতাস্ততঃ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
রণে কর্ণে হতে বীরে ত্রাসিতা জিতকাশিভিঃ।
নালভন্ শর্ম্ম তে পুত্রা হিমবন্তমৃতে গিরিম্॥৪॥
তেঽব্রুবন্ সহিতাস্তত্র রাজানং শল্যসন্নিধৌ।
কৃতযত্না রণে রাজন্! সংপূজ্য বিধিবত্তদা॥৫॥
কৃত্বা সেনাপ্রণেতারং পরাংস্ত্বং যোদ্ধুমর্হসি।
যেনাভিগুপ্তাঃ সংগ্রামে জয়েমাসুহৃদো বয়ম্॥৬॥
ততো দুর্য্যোধনঃ স্থিত্বা রথে রথবরোত্তমম্।
সর্বযুদ্ধবিভাগজ্ঞমন্তকপ্রতিমং যুধি॥৭॥
স্বঙ্গং প্রচ্ছন্নশিরসং কম্বুগ্রীবং প্রিয়ংবদম্।
ব্যাকোষপদ্মপত্রাক্ষং ব্যাঘ্রাস্যং মেরুগৌরবম্॥৮॥

ভারতকৌমুদী

শল্য ইতি। সাত্বতস্তদ্বংশ্যঃ। উষিতাঃ কৃতবাসা আসন্, ততস্তত্র॥২—৩॥
নমু হিমবৎপ্রস্থমেব কুতো গতা ইত্যাহ রণ ইতি। জিতকাশিভির্বিজয়শোভিঃ॥৪॥
ত ইতি। তে কৌরবাঃ। রাজানং দুর্য্যোধনম্॥৫॥
কৃত্বেতি। সেনায়াঃ প্রণেতারং পতিম্। অভিগুপ্তাঃ সর্ব্বতো রক্ষিতাঃ॥৬॥
তত ইতি। রথবরোত্তমং মহারথশ্রেষ্ঠম্। শোভনানি অঙ্গানি যস্য তং স্বঙ্গম্, প্রচ্ছন্নশিরসং কেশাবৃতমস্তকম্, কম্বুগ্রীবং শঙ্খবত্রিরেখান্বিতকণ্ঠম্। ব্যাকোষং প্রস্ফুটিতং যৎ পদ্মং তস্য পত্রে দলে ইব অক্ষিণী চক্ষুষী যস্য তম্, ব্যাঘ্রস্যেব আস্যং ভীষণং মুখং যস্য তম্, মেরোঃ

মহারথ শল্য, চিত্রসেন, শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপ, সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা, সুষেণ, অরিষ্টসেন, বলবান্ ধৃতসেন, জয়ৎসেন এবং অন্যান্য রাজা সেই সমস্ত শিবিরেই রাত্রিতে বাস করিলেন॥২—৩॥

রাজা! মহাবীর কর্ণ নিহত হইলে, আপনার পুত্রেরা বিজয়শোভী পাণ্ডবগণের ভয়ে হিমালয়পর্ব্বতে না যাইয়া শান্তিই পান নাই, (তাই সেস্থানে গিয়াছিলেন)॥৪॥

রাজা! ক্রমে কৌরবেরা যুদ্ধে আগ্রহান্বিত ও সম্মিলিত হইয়া যথাবিধানে সম্মান করিয়া শল্যের সন্নিধানে রাজা দুর্য্যোধনকে বলিলেন—॥৫॥

'মহারাজ! আপনি সেনাপতি নির্ব্বাচন করিয়া যুদ্ধ করুন, যাঁহার প্রভাবে আমরা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত থাকিয়া শত্রুগণকে জয় করিব'॥৬॥

(৩) সুষেণো বিষ্ণুসেনশ্চ···পি।

স্থাণোর্ব্বৃষস্য সদৃশং স্কন্ধনেত্রগতিস্বরৈঃ।
পুষ্টশ্লিষ্টায়তভুজং সুবিস্তীর্ণবরোরসম্ ॥৯॥
বলে জবে চ সদৃশমরুণানুজবাতয়োঃ।
আদিত্যস্যার্চ্চিষা তুল্যং বুদ্ধ্যা চোশনসা সমম্ ॥১০॥
কান্তিরূপমুখৈশ্বর্য্যৈস্ত্রিভিশ্চন্দ্রমসা সমম্।
কাঞ্চনোপলসংঘাতৈঃ সদৃশং শ্লিষ্টসন্ধিকম্ ॥১১॥
সুবৃত্তোরুকটীজঙ্ঘং সুপাদং স্বঙ্গুলীনখম্।
স্মৃত্বা স্মৃত্বৈব তু গুণান্ ধাত্রা যত্নাদ্বিনির্ম্মিতম্ ॥১২॥
সর্বলক্ষণসম্পন্নং নিপুণং শ্রুতিসাগরম্।
জেতারং তরসাঽরীণামজেয়মরিভির্বলাৎ ॥১৩॥
দশাঙ্গং যশ্চতুষ্পাদমিষ্বস্ত্রং বেদ তত্ত্বতঃ।
সাঙ্গাংস্ত চতুরো বেদান্ সম্যগাখ্যানপঞ্চমান্ ॥১৪॥
আরাধ্য ত্র্যম্বকং যত্নাদ্ব্রতৈরুগ্রৈর্মহাতপাঃ।
অযোনিজায়ামুৎপন্নো দ্রোণেনাযোনিজেন যঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

পর্বতস্যেব গৌরবং ভারো যস্য তম্। স্থাণোঃ শিবস্য। পুষ্টৌ পীনৌ শ্লিষ্টৌ সুঘটিতৌ আয়তৌ দীর্ঘৌ চ ভুজৌ যস্য তম্, সুবিস্তীর্ণং বরমুত্তমঞ্চ উরো বক্ষো যস্য তম্। জবে বেগে, অরুণানুজো গরুড়ঃ বাতো বায়ুশ্চ তয়োঃ। অর্চ্চিষা তেজসা, উশনসা শুক্রাচার্য্যেণ। ত্রিভিঃ,

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি। প্রস্থে শিখরে ॥১—২॥ ততস্তত্র ॥৩—৬॥ সর্বেষাং যুদ্ধগতানাং বিবিধানাং ভাবানামভিপ্রায়াণাং জ্ঞং সর্ব্বযুদ্ধবিভাবজ্ঞম্ ॥৭॥ স্বঙ্গং শোভনাঙ্গম্ ॥৮॥ স্থাণোঃ সম্বন্ধিনো বৃষস্য ॥৯॥ অর্চ্চিষা জ্যোতিষা তুল্যং তুল্যতেজসম্ অর্চ্চিষা আদিত্যস্য তুল্যমিতি বা ॥১০—১৩॥ দশাঙ্গম্—"ব্রতং প্রাপ্তির্ধৃতিঃ পুষ্টিঃ স্মৃতিঃ ক্ষেপোঽরিভেদনম্। চিকিৎসোদ্দীপনং কৃষ্টিরিষ্বস্ত্রং স্যাদ্দশাঙ্গকম্॥ দীক্ষা শিক্ষাত্মরক্ষা চ এতৎসাধনমেব চ। ধনুর্বেদস্য চত্বার এতে পাদাঃ

নরনাথ! তাহার পর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রথারোহণ করিয়া অশ্বত্থামার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—। অশ্বত্থামা মহারথশ্রেষ্ঠ, সমস্ত যুদ্ধের বিভাগ জানেন, যুদ্ধে যমের তুল্য, তাহার অঙ্গ সকল সুন্দর, মস্তকটী কেশাবৃত, কণ্ঠদেশ শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখান্বিত, নয়ন দুইটী প্রস্ফুটিত পদ্মদলের তুল্য, মুখখানা ব্যাঘ্রের মুখের ন্যায় ভীষণ, দেহের ভার সুমেরুপর্ব্বতের ভারের সমান, স্কন্ধ, নয়ন, গমন ও কণ্ঠস্বর শিবের বৃষের ঐ সকলের সদৃশ, বাহুযুগল স্থূল, দীর্ঘ ও সুঘটিত, বক্ষস্থল

(৯)···সুবিস্তীর্ণঘনোরসম্—পি বা সো। (১৩)···অজেয়ং শক্রভির্বলাৎ—পি বা সো।

তমপ্রতিমকর্ম্মাণং রূপেণাপ্রতিমং ভুবি।
পারগং সর্ববিদ্যানাং গুণার্ণবমনিন্দিতম্।
তমভ্যেত্যাত্মজস্তত্ভ্যমশ্বত্থামানমব্রবীৎ ॥১৬॥ (কুলকম্)
গুরুপুত্রোঽদ্য সর্বেষামস্মাকং পরমা গতিঃ।
ভবাংস্তস্মান্নিয়োগাত্তে কোঽস্তু সেনাপতির্ম্ম।
যং পুরস্কৃত্য সহিতা যুধি জেষ্যাম পাণ্ডবান্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

কান্তিঃ রূপং মুখঞ্চেতি ঐশ্বর্য্যাণি সম্পদস্তৈঃ। কাঞ্চনোপলসংঘাতৈঃ স্বর্ণপ্রস্তরসমূহৈঃ সদৃশম্। এতেনোত্তমগৌরবর্ণত্বমস্য সূচিতম্। শ্লিষ্টাঃ সুযুক্তাঃ সন্ধয়ঃ অঙ্গসংযোগস্থানানি যস্য তম্। সুবৃত্তা অতিগোলা উরু কটী জঙ্ঘে চ যস্য তম্, শোভনৌ পাদৌ যস্য তম্, শোভনা অঙ্গুল্যো নখাশ্চ যস্য তম্। গুণান্ উপাদানদ্রব্যাণামুৎকর্ষান্। বিনির্ম্মিতমিবেতি প্রতীয়মানা ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা। নিপুণং সর্বকার্য্যেষু দক্ষম্, শ্রুতিসাগরং বেদার্ণবম্। তরসা বলেন। দশ অঙ্গানি কর্ণিশিলীমুখাদিপ্রকারা যস্য তৎ, চত্বারঃ পাদাঃ ছেদনদারণগ্রথনপোথনভেদেনাংশা যস্য তৎ, ইষ্বস্ত্রং বাণাস্ত্রম্, বেদ জানাতি। অঙ্গৈঃ শিক্ষাদিভিঃ ষড়্ভিঃ সহেতি তান্। অঙ্গানি চ—"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ। জ্যোতিষামযনঞ্চৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥" আখ্যানমিতিহাসাদিকং পঞ্চমং যেষাং তান্, চতুরো বেদান্, সম্যগ্বেদেত্যনুবৃত্তিঃ। ত্র্যম্বকং শিবম্। অযোনিজায়াং শারদ্বত্যাম্। অপ্রতিমং নিরুপমং কর্ম্ম যস্য তম্। তুভ্যং তব। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭—১৬॥

অতিবিস্তৃত ও সুন্দর, তিনি বলে ও বেগে গরুড় ও বায়ুর তুল্য, তেজে সূর্য্যের সমান, বুদ্ধিতে শুক্রাচার্য্যের সদৃশ, কান্তি রূপ ও মুখে চন্দ্রের ন্যায়, বর্ণে স্বর্ণময়-পাষাণসমূহের তুল্য, তাহার অঙ্গসন্ধি সকল সুঘটিত, উরুযুগল কটীদেশ ও জঙ্ঘাদ্বয় সুগোল, চরণদ্বয় মনোহর এবং অঙ্গুলী ও নখগুলি সুন্দর, বিধাতা যেন যত্নপূর্ব্বক উপাদানদ্রব্যসমূহের গুণ স্মরণ করিয়া করিয়া তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি প্রিয়ভাষী, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন, সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ, বেদের সাগর, বলে শত্রুগণের জেতা ও শত্রুগণকে অজেয় এবং যিনি যথার্থরূপে চতুষ্পাদ ও দশবিধ বাণাস্ত্র জানেন, আর যিনি অঙ্গশাস্ত্র ও ইতিহাসাদিশাস্ত্রের সহিত চারিটী বেদ সম্যক্রূপে অবগত হইয়াছেন, বিশেষতঃ অযোনিজ দ্রোণ যত্নের সহিত ভীষণ ব্রতসমূহের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শিবের আরাধনা করিয়া অযোনিজা শারদ্বতীর গর্ভে যে মহাতপাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই অশ্বত্থামা অতুলনীয়কার্য্যকারী, রূপে জগতে অতুলনীয়, সর্ব্ববিদ্যার পারগামী, গুণের সাগর এবং সর্বপ্রকারে অনিন্দিত ॥৭—১৬॥

(১৬) রূপেণাসদৃশং ভুবি···পি বা সো। (১৭) অত্র বিবিধাঃ পাঠভেদা দৃশ্যন্তে।

দ্রৌণিরুবাচ।

অয়ং কুলেন রূপেণ তেজসা যশসা শ্রিয়া।
সর্বৈর্গুণৈঃ সমুদিতঃ শল্যো নোঽস্তু চমূপতিঃ ॥১৮॥
ভাগিনেয়ান্ নিজাংস্ত্যক্ত্বা কৃতজ্ঞোঽস্মানুপাগতঃ।
মহাসেনো মহাবাহুর্মহাসেন ইবাপরঃ ॥১৯॥
এনং সেনাপতিং কৃত্বা নৃপতিং নৃপসত্তম !।
শক্যঃ প্রাপ্তুং জয়োঽস্মাভির্দেবৈঃ স্কন্দমিবাজিতম্ ॥২০॥
তথোক্তে দ্রোণপুত্রেণ সর্ব এব নরাধিপাঃ।
পরিবার্য্য স্থিতাঃ শল্যং জয়শব্দাংশ্চ চক্রিরে।
যুদ্ধায় চ মতিং চক্রুরাবেশঞ্চ পরং যযুঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

গুর্বিতি। গতিরুপায়ঃ। পুরস্কৃত্য অগ্রবর্ত্তীকৃত্য। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৭॥

অয়মিতি। শ্রিয়া বীরশোভয়া। সমুদিতঃ সম্পন্নঃ, নঃ অস্মাকম্ ॥১৮॥

ভাগীতি। ভাগিনেয়ান্ পাণ্ডবান্। নিজভাগিনেয়য়োর্নকুলসহদেবয়োর্ভ্রাতৃত্বাদ্-যুধিষ্ঠিরাদীনামপি তথাত্বমুক্তম্। মহতী সেনা যস্য সঃ। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয় ইব ॥১৯॥

এনমিতি। এনং শল্যম্। শক্য ইত্যনেন পরাজয়োঽপি সূচিতঃ ॥২০॥

তথেতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য। আবেশং যুদ্ধাগ্রহম্, পরমত্যন্তম্। ষট্পাদঃ ॥২১॥

'গুরুপুত্র! আপনি এখন আমাদের সকলের পরম গতি। অতএব আপনার আদেশে কে সেনাপতি হইবেন, যাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ও সম্মিলিত হইয়া আমরা যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিব' ॥১৭॥

অশ্বত্থামা বলিলেন—'এই শল্য—কুল, রূপ, তেজ, যশ ও বীরশ্রীপ্রভৃতি সমস্ত-গুণসম্পন্ন। সুতরাং ইনিই আমাদের সেনাপতি হউন ॥১৮॥

এই কৃতজ্ঞ রাজা নিজের ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের পক্ষে আসিয়াছেন; ইঁহার বিশাল সৈন্য রহিয়াছে, বিশেষতঃ ইনি দ্বিতীয় কার্ত্তিকের ন্যায় মহাবাহু ॥১৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! দেবতারা যেমন অপরাজিত কার্ত্তিককে সেনাপতি করিয়া জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমরাও তেমন এই রাজাকে সেনাপতি করিয়া জয়লাভ করিতে সমর্থ হইব' ॥২০॥

অশ্বত্থামা সেইরূপ বলিলে, রাজারা সকলেই শল্যকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন,

(২১) তথোক্তা দ্রোণপুত্রেণ...পি।

ততো দুর্য্যোধনঃ শল্যং ভূমৌ স্থিত্বা রথে স্থিতম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দ্রোণভীষ্মসমং রণে ॥২২॥
অয়ং স কালঃ সংপ্রাপ্তো মিত্রাণাং মিত্রবৎসল!।
যত্র মিত্রমমিত্রং বা পরীক্ষন্তে বুধা জনাঃ ॥২৩॥
স ভবানস্তু নঃ শূরঃ প্রণেতা বাহিনীমুখে।
রণং যাতে চ ভবতি পাণ্ডবা মন্দচেতসঃ।
ভবিষ্যন্তি সহামাত্যাঃ পাঞ্চালাশ্চ নিরুদ্যমাঃ ॥২৪॥
দুর্য্যোধনবচঃ শ্রুত্বা শল্যো মদ্রাধিপস্তদা।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো রাজানং রাজসন্নিধৌ ॥২৫॥
যত্র মাং মন্যসে রাজন্! কুরুরাজ! করোমি তৎ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং হি মে সর্বং প্রাণা রাজ্যং ধনানি চ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ভূমৌ স্থিত্বা বিনয়প্রদর্শনার্থমিতি ভাবঃ ॥২২॥

অয়মিতি। সংপ্রাপ্ত উপস্থিতঃ। অমিত্রং মিত্রবিরোধিনং শত্রুম্ ॥২৩॥

স ইতি। প্রণেতা পরিচালকঃ। ভবতি ত্বয়ি। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৪॥

দুরিতি। রাজানং দুর্য্যোধনম্, রাজ্ঞামন্যেষাং নৃপতীনাং সন্নিধৌ ॥২৫॥

যত্রেতি। যত্র কর্ম্মণি, মন্যসে যোগ্যমিতি শেষঃ, যোগ্যতয়া নিযোজয়সীত্যর্থঃ ॥২৬॥

জয়ধ্বনি করিলেন, যুদ্ধে অভিলাষী হইলেন এবং যুদ্ধের দিকে অত্যন্ত আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন ॥২১॥

তাহার পর দুর্য্যোধন ভূতলে থাকিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রথস্থিত শল্যের নিকট ভীষ্ম ও দ্রোণকে যেমন বলিয়াছিলেন, সেইরূপ বলিতে লাগিলেন—॥২২॥

'মিত্রবৎসল! মিত্রগণের এই সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে অভিজ্ঞ লোকেরা মিত্র ও শত্রুর পরীক্ষা করিয়া থাকেন ॥২৩॥

আপনি মহাবীর। সুতরাং আপনি সৈন্যগণের সম্মুখে থাকিয়া আমাদের পরিচালক হউন। আপনি সৈন্যসম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলে, মন্দমতি পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা অমাত্যগণের সহিতই নিরুদ্যম হইবে' ॥২৪॥

দুর্য্যোধনের বাক্য শুনিয়া বাক্যবিৎ মদ্ররাজ শল্য অন্যান্য রাজাদের সন্নিধানে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন—॥২৫॥

'কুরুরাজ রাজা! তুমি আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, আমি তাহাই করিব। কারণ, তোমার প্রীতির জন্যই আমার রাজ্য, ধন ও প্রাণপ্রভৃতি সমস্ত ॥২৬॥

(২২)··· রামভীষ্মসমং রণে—পি। (২৬) যত্বং মাং মন্যসে···পি বা সো।

দুর্য্যোধন উবাচ।

সৈনাপত্যেন বরয়ে ত্বামহং মাতুলাতুলম্।
সোঽস্মান্ পাহি যুধাং শ্রেষ্ঠ! স্কন্দো দেবানিবাহবে ॥২৭॥
অভিষিচ্যস্ব রাজেন্দ্র! দেবানামিব পাবকিঃ।
জহি শত্রূন্ রণে বীর! মহেন্দ্রো দানবানিব ॥২৮॥

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজ্ঞঃ মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
দুর্য্যোধনং তদা রাজন্! বাক্যমেতদুবাচ হ ॥২৯॥
দুর্য্যোধন! মহাবাহো! শৃণু বাক্যবিদাং বর!।
যাবেতৌ মন্যসে কৃষ্ণৌ রথস্থৌ রথিনাং বরৌ।
ন মে তুল্যাবুভাবেতৌ বাহুবীর্য্যে কথঞ্চন ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

সৈনেতি। ভ্রাত্রোর্নকুলসহদেবয়োর্মাতুলত্বান্মাতুলেতি সম্বোধনম্। অতুলং বীরম্ ॥২৭॥
অভীতি। পাবকিঃ অগ্নিপুত্রঃ কার্ত্তিকেয়ঃ ॥২৮॥
এতদিতি। রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য। "সপ্রতাপঃ প্রভাবশ্চ যত্তেজঃ কোষদণ্ডজম্" ইত্যমরঃ ॥২৯॥
দুর্য্যোধনেতি। কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ, রথিনাং বরৌ মন্যসে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩০॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ মাতুল! আপনি অতুলনীয় বীর। সুতরাং আমি আপনাকে সেনাপতিরূপে বরণ করিতেছি। অতএব কার্ত্তিক যেমন যুদ্ধে দেবগণকে রক্ষা করিতেন, সেইরূপ আপনি যুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥২৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিক যেমন দেবগণের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও আমাদের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। বীর! তা'র পর ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বধ করিতেন, আপনিও তেমন আমাদের শত্রুগণকে বধ করুন' ॥২৮॥

সঞ্জয় কহিলেন—'রাজা! দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া তখন প্রতাপশালী শল্য দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন—॥২৯॥

'দুর্য্যোধন! মহাবাহু! বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তুমি এই যে রথারোহী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে রথিশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর; ইহারা কিন্তু বাহুবলে কোন প্রকারেই আমার তুল্য নহেন ॥৩০॥

---

(২৮) ইতঃ পরম্ '...ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ' পি বা সো, '...পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ' নি।

উদ্যতাং পৃথিবীং সর্বাং সসুরাসুরমানবাম্।
যোধয়েয়ং রণমুখে সংক্রুদ্ধঃ কিমু পাণ্ডবান্ ॥৩১॥
বিজেষ্যে চ রণে পার্থান্ সোমকাংশ্চ সমাগতান্।
অহং সেনাপ্রণেতা তে ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৩২॥
তঞ্চ ব্যূহং বিধাস্যামি ন তরিষ্যন্তি যং পরে।
ইতি সত্যং ব্রবীম্যেষ দুর্য্যোধন! ন সংশয়ঃ ॥৩৩॥
এবমুক্তস্ততো রাজা মদ্রাধিপতিমঞ্জসা।
অভ্যষিঞ্চত সেনায়া মধ্যে ভরতসত্তম!।
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন হৃষ্টরূপো বিশাংপতে! ॥৩৪॥
অভিষিক্তে ততস্তস্মিন্ সিংহনাদো মহানভূৎ।
তব সৈন্যেঽভ্যবাদ্যন্ত বাদিত্রাণি চ ভারত! ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

উদ্যতামিতি। উদ্যতাং যুদ্ধায়োদ্যুক্তাম্। রণমুখে রণস্থসৈন্যসম্মুখে ॥৩১॥
বীতি। সেনাপ্রণেতা সৈন্যপরিচালকঃ ॥৩২॥
তমিতি। তং তাদৃশম্। তরিষ্যন্তি অতিক্রমিষ্যন্তি, পরে বিপক্ষাঃ ॥৩৩॥
এবমিতি। রাজা দুর্য্যোধনঃ, অঞ্জসা দ্রুতম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৪॥
অভীতি। অভিষিক্তে সৈনাপত্যেন, তস্মিন্ মদ্ররাজে ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রবর্ত্তিতাঃ॥" ॥১৪—১৫॥ তুভ্যং তব ॥১৬—১৮॥ মহাসেন ইব কার্ত্তিকেয় ইব মহতী সেনা যস্য স মহাসেনঃ ॥১৯—৩১॥ ন তরিষ্যন্তীত্যত্র ন ভবিষ্যন্তীতি পাঠে যং প্রাপ্য ন

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যসম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধোদ্যত দেবতা, অসুর ও মানুষগণের সহিত সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারি, তাহাতে পাণ্ডবদের কথা আর কি বলিব ॥৩১॥

সে যাহা হউক, আমি তোমার সেনাপতি হইব এবং যুদ্ধে সমাগত পাণ্ডব ও সোমকদিগকে জয় করিব; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩২॥

দুর্য্যোধন! আমি সেই প্রকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব, যাহা বিপক্ষেরা অতিক্রম করিতে পারিবে না, ইহা আমি সত্য বলিতেছি, কোন সন্দেহ নাই' ॥৩৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ নরনাথ! শল্য এইরূপ বলিলে পর দুর্য্যোধন সত্বর সৈন্যগণমধ্যে শাস্ত্রবিধান অনুসারে হৃষ্টচিত্ত শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥৩৪॥

(৩২) বিজেষ্যামি রণে...নি। (৩৩)...ন করিষ্যন্তি যং পরে · নি। (৩৪)...ক্লিষ্টরূপো বিশাংপতে!—নি। (৩৫)...তবে সৈন্যেষবাদ্যন্ত...পি বা সো।

হৃষ্টাশ্চাসংস্তথা যোধা মদ্রকাশ্চ মহারথাঃ।
তুষ্টুবুশ্চৈব রাজানং শল্যমাহবশোভিনম্ ॥৩৬॥
জয় রাজন্! চিরং জীব জহি শত্রূন্ সমাগতান্।
তব বাহুবলং প্রাপ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ।
নিখিলাং পৃথিবীং সর্বাং প্রশাস্ত নিহতদ্বিষম্ ॥৩৭॥
ত্বং হি শক্তো রণে জেতুং সসুরাসুরমানবান্।
মর্ত্ত্যধর্ম্মাণ ইহ তু কিমু সৃঞ্জয়সোমকান্ ॥৩৮॥
এবং সম্পূজ্যমানস্তু মদ্রাণামধিপো বলী।
হর্ষং প্রাপ তদা বীরো দুরাপমকৃতাত্মভিঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

হৃষ্টা ইতি। হৃষ্টা জয়সম্ভাবনয়া, যোধাঃ কৌরবযোদ্ধারঃ ॥৩৬॥

জয়েতি। নিখিলাং যুদ্ধপ্রহতাম্, "খিলমপ্রহতে ক্লীবম্" ইত্যাদি মেদিনী। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৭॥

ত্বমিতি। মর্ত্ত্যধর্ম্মাণো মরণধর্ম্মণো রাক্ষসাদীন্। দীর্ঘত্বমার্ষম্ ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ভবিষ্যন্তি মরিষ্যন্তীত্যধ্যাহৃত্য যোজ্যম্ ॥৩৩॥ ক্লিষ্টরূপঃ পরাজয়নিশ্চয়াৎ ॥৩৪—৩৫॥ ক্রুষ্ট আহূতাঃ ॥৩৬—৩৭॥ মর্ত্ত্যধর্ম্মাণঃ মর্ত্ত্যধর্ম্মণঃ ॥৩৮—৬৪॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

ভরতনন্দন! শল্য অভিষিক্ত হইলে, আপনার সৈন্যমধ্যে বিশাল সিংহনাদ হইতে লাগিল এবং নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে থাকিল ॥৩৫॥

তখন! হৃষ্টচিত্ত কৌরবযোদ্ধারা এবং মদ্রদেশীয় মহারথেরা যুদ্ধশোভী শল্যরাজার স্তব করিতে লাগিলেন—॥৩৬॥

'রাজা! আপনি জয় করুন, চিরজীবী হউন এবং সমাগত শত্রুগণকে সংহার করুন, আর মহাবল দুর্য্যোধন আপনার বাহুবল লাভ করিয়া শত্রুক্ষুণ্ন অথচ শত্রুশূন্য সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন ॥৩৭॥

আপনি যুদ্ধে দেবতা, অসুর ও মানুষগণের সহিত সমস্ত নশ্বর প্রাণীকে জয় করিতে সমর্থ; তাহাতে এখানে সৃঞ্জয় ও সোমকগণের কথা আর কি বলিব' ॥৩৮॥

(৩৭)···ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ··প্রশাসন্তু হতদ্বিষঃ—পি বা সো। (৩৯) ইতঃ পরং সপ্ত শ্লোকা অধিকাঃ। তে চ যথা পি বা সো—

শল্য উবাচ।

অদ্য চাহং রণে সর্বান্ পাঞ্চালান্ সহ পাণ্ডবৈঃ। নিহনিষ্যামি বা রাজন্! স্বর্গং যাস্যামি বা হতঃ ॥১॥

অভিষিক্তে তথা শল্যে তব সৈন্যেষু মানদ !।
ন কর্ণব্যসনং কিঞ্চিন্মেনিরে তত্র ভারত ! ॥৪০॥
হৃষ্টাঃ সুমনসশ্চৈব বভূবুস্তত্র সৈনিকাঃ।
মেনিরে নিহতান্ পার্থান্ মদ্ররাজবশং গতান্ ॥৪১॥
প্রহর্ষং প্রাপ্য সেনা তু তাবকী ভরতর্ষভ !।
তাং রাত্রিং সুখিনী সুপ্তা সুস্থচিত্তা চ সাঽভবৎ ॥৪২॥
সৈন্যস্য তব তং শব্দং শ্রুত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
বার্ষ্ণেয়মব্রবীদ্বাক্যং সর্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। দুরাপং দুর্লভম্, ন কৃত আত্মা যুদ্ধশিক্ষায়াং যত্নো যৈস্তৈঃ ॥৩৯॥

অভীতি। কর্ণস্য ব্যসনং ভ্রংশম্, "ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে দোষে কামজকোপজে" ইত্যমরঃ ॥৪০॥

হৃষ্টা ইতি। সুমনসঃ প্রসন্নচিত্তাঃ। পার্থান্ পাণ্ডবান্ ॥৪১॥

প্রহর্ষমিতি। সর্ব্বত্র মহাবীরশল্যসেনাপতিলাভাদিতি ভাবঃ ॥৪২॥

সৈন্যস্যেতি। তং শব্দং পূর্বকৃতসিংহনাদাদিকম্। বার্ষ্ণেয়ং কৃষ্ণম্ ॥৪৩॥

এইরূপ গৌরব করিলে, বলবান্ ও বীর মদ্ররাজ শল্য তখন যুদ্ধে অশিক্ষিত লোকদিগের দুর্লভ আনন্দ লাভ করিলেন ॥৩৯॥

মানী জনের মানদাতা ভরতনন্দন! আপনার সৈন্যমধ্যে শল্যকে সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করিলে, সৈন্যেরা কর্ণের কোন অভাবই মনে করিল না ॥৪০॥

সৈন্যেরা তখন আনন্দিত ও প্রসন্নচিত্ত হইল এবং পাণ্ডবগণকে শল্যের বশীভূত ও নিহত মনে করিল ॥৪১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার সৈন্যেরা আনন্দ লাভ করিয়া ও সুস্থচিত্ত হইয়া সেই রাত্রিতে সুখে নিদ্রা গেল ॥৪২॥

অদ্য পশ্যন্তু মাং লোকা বিচরন্তমভীতবৎ। অদ্য পাণ্ডুসুতাঃ সর্ব্বে বাসুদেবঃ সসাত্যকিঃ ॥২॥ পাঞ্চালাশ্চেদয়শ্চৈব দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ। ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সর্ব্বে চাপি প্রভদ্রকাঃ ॥৩॥ বিক্রমং মম পশ্যন্তু ধনুষশ্চ মহাবলম্। লাঘবঞ্চাস্ত্রবীর্য্যঞ্চ ভুজয়োশ্চ বলং যুধি ॥৪॥ অদ্য পশ্যন্তু মে পার্থাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ। যাদৃশং মে বলং বাহ্বোঃ সম্পদস্ত্রেষু যা চ মে ॥ অদ্য মে বিক্রমং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহারথাঃ। প্রতীকারপরা ভূত্বা চেষ্টন্তাং বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ অদ্য সৈন্যানি পাণ্ডূনাং দ্রাবয়িষ্যে সমন্ততঃ। দ্রোণভীষ্মাবিতি বিভো! সূতপুত্রঞ্চ সংযুগে। বিচরিষ্যে রণে যুধ্যন্ প্রিয়ার্থং তব কৌরব ! ॥৭॥

সঞ্জয় উবাচ।

(৪২)…তাং রাত্রিং সুখিতা সুপ্তা হর্ষচিত্তা চ সাঽভবৎ—নি। (৪৩) সৈন্যস্য তুমুলং শব্দম্…পি।

মদ্ররাজঃ কৃতঃ শল্যো ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ মাধব ! ।
সেনাপতির্মহেম্বাসঃ সর্বসৈন্যেষু পূজিতঃ ॥৪৪॥
এতজ্জ্ঞাত্বা যথাভূতং কুরু মাধব ! যৎ ক্ষমম্ ।
ভবান্ নেতা চ গোপ্তা চ বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ॥৪৫॥
তমব্রবীন্মহারাজ ! বাসুদেবো জনাধিপম্ ।
আর্ত্তায়নিমহং জানে যথাতত্ত্বেন ভারত ! ॥৪৬॥
বীর্য্যবাংশ্চ মহাতেজা মহাত্মা চ বিশেষতঃ ।
কৃতী চ চিত্রযোধী চ সংযুক্তো লাঘবেন চ ॥৪৭॥
যাদৃগ্‌ভীষ্মো যথা দ্রোণো যাদৃক্ কর্ণশ্চ সংযুগে ।
তাদৃশস্তদ্বিশিষ্টো বা মদ্ররাজো মতো মম ॥৪৮॥
যুধ্যমানস্য তস্যাহং চিন্তয়ানশ্চ ভারত ! ।
যোদ্ধারং নাধিগচ্ছামি তুল্যরূপং জনাধিপ ! ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

মদ্রেতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ দুর্য্যোধনেন। মহেম্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ ॥৪৪॥
এতদিতি। যথাভূতং যথাসম্ভবম্। ক্ষমমুচিতম্। নেতা নায়কঃ, গোপ্তা রক্ষকঃ ॥৪৫॥
তমিতি। ঋতং সত্যম্ অয়নমাশ্রয়ো যস্য স ঋতায়নস্তস্যাপত্যমিত্যার্ত্তায়নিঃ শল্যস্তম্ ॥৪৬॥
বীর্য্যবানিতি। কৃতী যুদ্ধনিপুণঃ। লাঘবেন অস্ত্রক্ষেপে শীঘ্রতয়া ॥৪৭॥
যাদৃগিতি। তেভ্যো বিশিষ্টঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥৪৮॥

ওদিকে রাজা যুধিষ্ঠির আপনার সৈন্যগণের সেই সিংহনাদপ্রভৃতি শুনিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সাক্ষাতে কৃষ্ণকে বলিলেন—॥৪৩॥

'মাধব ! দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর সর্বসৈন্যসম্মানিত মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করিয়াছেন ॥৪৪॥

কৃষ্ণ ! ইহা জানিয়া যাহা সম্ভব ও সঙ্গত, তাহা কর। কারণ, তুমিই আমাদের পরিচালক ও রক্ষক। অতএব যাহা পরকর্ত্তব্য, তাহা কর' ॥৪৫॥

মহারাজ ! কৃষ্ণ তখন রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—'ভরতনন্দন ! আমি শল্যকে যথাযথভাবে জানি ॥৪৬॥

তিনি বলবান্, মহাতেজা, মহাত্মা, বিশেষতঃ যুদ্ধনিপুণ, বিচিত্রযোধী এবং লঘুহস্ততাযুক্ত ॥৪৭॥

যুদ্ধে ভীষ্ম যেমন, দ্রোণ যেমন ও কর্ণ যেমন ছিলেন, শল্য তেমন ; অথবা শল্য তাঁহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; ইহাই আমার ধারণা ॥৪৮॥

(৪৮) যাদৃগ্‌ভীষ্মস্তথা দ্রোণঃ···নি। (৪৯)···চিন্তয়ন্নিহ ভারত ! ··পি,···চিন্তয়ন্নিব ভারত !···বা সো।

শিখণ্ড্যর্জ্জুনভীমানাং সাত্বতস্য চ ভারত ! ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চ তথা বলেনাভ্যধিকো রণে ॥৫০॥
মদ্ররাজো মহারাজ ! সিংহদ্বিরদবিক্রমঃ ।
বিচরিষ্যভীঃ কালে কালঃ ক্রুদ্ধঃ প্রজাস্বিব ॥৫১॥ (যুগ্মকম্)
তস্যাদ্য ন প্রপশ্যামি প্রতিযোদ্ধারমাহবে ।
ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র ! শার্দ্দূলসমবিক্রমম্ ॥৫২॥
স ত্বমেকো হি লোকেঽস্মিন্ নান্যস্ত্বত্তঃ পুমান্ ভবেৎ ।
মদ্ররাজং রণে ক্রুদ্ধং যো হন্যাৎ কুরুনন্দন ! ॥৫৩॥
অহন্যহনি যুধ্যন্তং ক্ষোভয়ন্তং বলং তব ।
তস্মাজ্জহি রণে শল্যং মঘবানিব শম্বরম্ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

যুধ্যেতি। চিন্তয়ান ইতি মকারাগমাভাব আর্ষঃ। নাধিগচ্ছামি ন জানামি ॥৪৯॥
শিখণ্ডীতি। সাত্বতস্য সাত্যকেঃ। অভীর্নির্ভয়ঃ, কালো রুদ্রঃ ॥৫০—৫১॥
তস্যেতি। আহবে যুদ্ধে। ঋতে বিনা ॥৫২॥
স ইতি। অস্মিন্ মহাসমরে অকিঞ্চিৎকর্ত্তু যুধিষ্ঠিরস্য ন্যূনতাপরিহারার্থেয়ং প্ররোচনা ॥৫৩॥
অহনীতি। মঘবান্ ইন্দ্রঃ, শম্বরং নামাসুরম্ ॥৫৪॥

ভরতনন্দন রাজা! আমি চিন্তা করিয়াও যুধ্যমান শল্যের সমান যোদ্ধা দেখিতে পাইতেছি না ॥৪৯॥

ভরতনন্দন মহারাজ! শল্য—বলে ভীম, অর্জ্জুন, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডী অপেক্ষাও অধিক। সুতরাং প্রলয়কালে সংহারমূর্ত্তি রুদ্র যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া লোকমধ্যে বিচরণ করেন, সিংহ ও হস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী শল্যও তেমন নির্ভয় চিত্তে যুদ্ধকালে বিচরণ করিবেন ॥৫০—৫১॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রমশালী। সুতরাং আপনি ব্যতীত আজ যুদ্ধে সেই শল্যের প্রতিযোদ্ধা কাহাকেও আমি দেখিতেছি না ॥৫২॥

কুরুনন্দন! যিনি যুদ্ধে শল্যকে বধ করিতে পারেন, সেপ্রকার পুরুষ এই জগতে আপনি এককই, আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষ নহে ॥৫৩॥

শল্য প্রত্যহ যুদ্ধ করিতে থাকিয়া আপনার সৈন্য বিক্ষুব্ধ করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ইন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তেমন আপনিও যুদ্ধে শল্যকে বধ করুন ॥৫৪॥

---

(৫৩) সদেবলোকে কৃৎস্নেঽস্মিন্…পি বা সো।

সৌতেঃ পশ্চাদসৌ বীরো ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ সৎকৃতঃ।
তবৈব হি জয়ো নূনং হতে মদ্রেশ্বরে যুধি ॥৫৫॥
তস্মিন্ হতে হতং সর্বং ধার্ত্তরাষ্ট্রবলং মহৎ।
এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ! বচনং মম সাম্প্রতম্ ॥৫৬॥
প্রত্যুদ্যাহি রণে পার্থ! মদ্ররাজং মহারথম্।
জহি চৈনং মহাবাহো! বাসবো নমুচিং যথা ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)
ন চৈবাত্র দয়া কার্য্যা মাতুলোঽয়ং মমেতি বৈ।
ক্ষত্রধর্ম্মং পুরস্কৃত্য জহি মদ্রজনেশ্বরম্ ॥৫৮॥
দ্রোণভীষ্মার্ণবং তীর্ত্ত্বা কর্ণপাতালসম্ভবম্।
মা নিমজ্জস্ব সগণঃ শল্যমাসাদ্য গোষ্পদম্ ॥৫৯॥
যচ্চ তে তপসো বীর্য্যং যচ্চ ক্ষাত্রং বলং তব।
তদ্দর্শয় রণে সর্বং জহি চৈনং মহারথম্ ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

সৌতেরিতি। সৌতেঃ কর্ণস্য। সৎকৃতঃ সেনাপতিকরণেন সম্মানিতঃ ॥৫৫॥
তস্মিন্নিতি। সর্বং হতং রক্ষকান্তরাভাবাৎ। নমুচিং নাম দানবম্ ॥৫৬—৫৭॥
নেতি। ভ্রাত্রোর্নকুলসহদেবয়োর্মাতুলত্বাদ্যুধিষ্ঠিরস্যাপি মাতুল ইত্যাশয়ঃ ॥৫৮॥
দ্রোণেতি। কর্ণ এব পাতালসম্ভবোঽর্ণবস্তম্। দ্রোণভীষ্মাপেক্ষয়া ন্যূনত্ববোধনার্থমিদম্ ॥৫৯॥
যদিতি। ক্ষাত্রং দৈহিকং শিক্ষাজনিতঞ্চ, বলং শক্তিঃ। এনং শল্যম্ ॥৬০॥

দুর্য্যোধন কর্ণের পরে ঐ বীরকে সেনাপতি করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। সুতরাং আপনি যুদ্ধে শল্যকে বধ করিলে নিশ্চয়ই আপনার জয় হইবে ॥৫৫॥

কারণ, মহারাজ! শল্য নিহত হইলে, দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যই নিহত হইবে। অতএব পৃথানন্দন! সম্প্রতি আমার এই কথা শুনিয়া আপনি যুদ্ধে মহারথ মদ্ররাজের দিকে গমন করুন এবং মহাবাহু! ইন্দ্র যেমন নমুচিদানবকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনি উঁহাকে বধ করুন ॥৫৬—৫৭॥

কিন্তু 'ইনি আমার মাতুল' ইহা ভাবিয়া আপনি শল্যের উপরে দয়া করিবেন না; ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শল্যকে বধ করুন ॥৫৮॥

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণস্বরূপ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এখন গোষ্পদস্বরূপ শল্যকে পাইয়া অনুচরবর্গের সহিত যেন তাহাতে নিমগ্ন হন না ॥৫৯॥

(৫৫) অজেয়শ্চাপ্যসৌ বীরঃ·· পি বা সো। (৫৯)·· কর্ণপাতালমস্তরম্···পি।

সঞ্জয় উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা বচনং কেশবঃ পরবীরহা।
জগাম শিবিরং সায়ং পূজ্যমানোঽথ পাণ্ডবৈঃ ॥৬১॥
কেশবে তু তদা যাতে ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বিসৃজ্য সর্বান্ ভ্রাতৃংশ্চ পাঞ্চালানথ সোমকান্।
সুষ্বাপ রজনীং তাং তু বিশল্য ইব কুঞ্জরঃ ॥৬২॥
তে চ সর্বে মহেষ্বাসাঃ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাস্তথা।
কর্ণস্য নিধনে হৃষ্টাঃ সুষুপুস্তাং নিশাং তদা ॥৬৩॥
গতজ্বরং মহেষ্বাসং তীর্ণপারং মহারথম্।
বভূব পাণ্ডবেয়ানাং সৈন্যঞ্চ মুদিতং নিশি।
সূতপুত্রস্য নিধনাজ্জয়ং লব্ধ্বা চ মারিষ ! ॥৬৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে শল্যসৈনাপত্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এতাবদিতি। পরান্ শত্রূন্ বীরান্ হন্তীতি সঃ। সায়ং সন্ধ্যাকালে ॥৬১॥

কেশব ইতি। বিশল্য উদ্ধৃতগাত্রশঙ্কুঃ, কর্ণবধাদিত্যাশয়ঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬২॥

তে ইতি। মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাঃ। নিশামিত্যত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া ॥৬৩॥

গতেতি। গতজ্বরং তিরোহিতসন্তাপম্, তীর্ণপারমতিক্রান্তকর্ণসাগরম্। ষট্পাদঃ ॥৬৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

মহারাজ! আপনার যত তপোবল এবং যত ক্ষাত্র বল আছে, সে সমস্তই যুদ্ধে প্রদর্শন করুন এবং এই মহারথ শল্যকে বধ করুন' ॥৬০॥

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! বিপক্ষবীরহন্তা কৃষ্ণ এই সকল কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের নিকট সম্মানিত হইতে থাকিয়া সন্ধ্যাকালে শিবিরে চলিয়া গেলেন ॥৬১॥

কৃষ্ণ চলিয়া গেলে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সমস্ত ভ্রাতা, পাঞ্চাল ও সোমককে বিদায় দিয়া শল্যবিহীন হস্তীর ন্যায় সেই রাত্রিতে সুখে নিদ্রা গেলেন ॥৬২॥

মহাধনুর্দ্ধর সেই পাঞ্চাল এবং পাণ্ডবেরা সকলেও কর্ণবধে আনন্দিত থাকিয়া সেই রাত্রিতে নিদ্রাসুখ লাভ করিলেন ॥৬৩॥

(৬২) · ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ···পি বা সো। (৬৪) ··গতজ্বরমহেষ্বাসং তীর্ণপারমহারথম্··· পি,·· সৈন্যং প্রমুদিতম্ · নিধনে·· পি বা সো। '···ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ' নি, 'সপ্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বা সো।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

——ঃ-০-ঃ——

সঞ্জয় উবাচ।

ব্যতীতায়াং রজন্যান্তু রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
অব্রবীত্তাবকান্ সর্বান্ সন্নহ্যন্তাং মহারথাঃ ॥১॥
রাজ্ঞশ্চ মতমাজ্ঞায় সমনহ্যত সা চমূঃ।
অযোজয়ন্ রথাংস্তূর্ণং পর্য্যধাবংস্তথা পরে ॥২॥
অকল্প্যন্ত চ মাতঙ্গাঃ সমনহ্যন্ত পত্তয়ঃ।
হয়ানাস্তরণোপেতাংশ্চক্রুরন্যে সহস্রশঃ ॥৩॥
বাদিত্রাণাঞ্চ নিনদঃ প্রাদুরাসীদ্বিশাংপতে!।
যোধানাং সৈন্যমুখ্যানামন্যোন্যং প্রতিগর্জতাম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

ব্যতীতায়ামিতি। সন্নহ্যন্তাং যুদ্ধসজ্জয়া সজ্জিতা ভবন্তু ॥১॥
রাজ্ঞ ইতি। রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য। সমনহ্যত যুদ্ধসজ্জামকরোৎ ॥২॥
অকল্প্যন্তেতি। অকল্প্যন্ত সজ্জিতা অক্রিয়ন্ত। পত্তয়ঃ পদাতয়ঃ ॥৩॥
বাদিত্রাণামিতি। সৈন্যেষু মুখ্যাঃ প্রধানাস্তেষাম্ ॥৪॥

মাননীয় রাজা! কর্ণবধে জয়লাভ করায় সন্তাপশূন্য, কর্ণযুদ্ধপারপ্রাপ্ত, মহাধনুর্দ্ধর ও মহারথ পাণ্ডবসৈন্যগণও রাত্রিতে আনন্দিত থাকিল' ॥৬৪॥

——০ঃ#ঃ০——

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! রাত্রি অতীত হইলে তখন রাজা দুর্য্যোধন আপনার পক্ষের সমস্ত যোদ্ধাকে কহিলেন—'মহারথেরা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হউন' ॥১॥

সেই সৈন্যগণ রাজার মত জানিয়া যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইল, সত্বর রথযোজনা করিতে লাগিল এবং অন্য লোকেরা ছুটাছুটি করিতে থাকিল ॥২॥

হস্তিগণকে সজ্জিত করিল, পদাতিরা সজ্জিত হইল এবং অন্য সহস্র সহস্র লোক অশ্বগণকে আস্তরণযুক্ত করিতে লাগিল ॥৩॥

(৪)···যোধনার্থং হি সর্বেষাং সৈন্যানাঞ্চাপ্যুদীর্য্যতাম্—পি,·· যোধনার্থং হি সৈন্যানাং যোধানাঞ্চাপ্যুদীর্য্যতাম্—বা সো।

ততো বলানি সর্বাণি হতশিষ্টানি ভারত !।
সন্নদ্ধানি ব্যদৃশ্যন্ত মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনম্ ॥৫॥
শল্যং সেনাপতিং কৃত্বা মদ্ররাজং মহারথাঃ।
প্রবিভজ্য বলং সর্বমনীকেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥৬॥
ততঃ সর্বে সমাগম্য পুত্রেণ তব সৈনিকাঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ দ্রৌণিঃ শল্যোঽথ সৌবলঃ।
অন্যে চ পার্থিবাঃ শেষাঃ সময়ং চক্রুরাদৃতাঃ ॥৭॥
ন ন একেন যোদ্ধব্যং কথঞ্চিদপি পাণ্ডবৈঃ।
যো হ্যেকঃ পাণ্ডবৈর্যুধ্যেদ্যো বা যুধ্যন্তমুৎসৃজেৎ ॥৮॥
স পঞ্চভির্ভবেদ্যুক্তঃ পাতকৈশ্চোপপাতকৈঃ।
অন্যোন্যং পরিরক্ষদ্ভির্যোদ্ধব্যং সহিতৈশ্চ নঃ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। নিবর্ত্তন্তে অনেনেতি নিবর্ত্তনং নিবৃত্তিহেতুস্তৎ, সন্নদ্ধানি সজ্জিতানি ॥৫॥

শল্যমিতি। প্রবিভজ্য স্বস্বাংশে বিভক্তীকৃত্য, অনীকেষু সর্বসৈন্যেষু ॥৬॥

তত ইতি। সমাগম্য মিলিত্বা। দ্রৌণিরশ্বত্থামা। সময়ং নিয়মম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥

সময়মাহ দ্বাভ্যাং যুগ্মকেন নেতি। নঃ অস্মাকং মধ্যে একেন জনেন, পাণ্ডবৈঃ পাণ্ডবানামন্যতমৈঃ সহ কথঞ্চিদপি ন যোদ্ধব্যম্, তেষামপেক্ষয়াস্মাকং ন্যূনতয়া পরাজয়াবশ্যম্ভাবাদিতি ভাবঃ। অস্মাকং মধ্যে যো হ্যেকো জনঃ, পাণ্ডবৈঃ পাণ্ডবানামন্যতমৈঃ সহ যুধ্যেৎ, যো বা যুধ্যন্তং পাণ্ডবানামন্যতমেন সহ যুধ্যমানম্ অস্মাকমন্যতমং জনম্, উৎসৃজেৎ ত্যজেৎ, স জনঃ, পঞ্চভিঃ "ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ। মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥" ইতি মনূক্তৈঃ, পাতকৈর্মহাপাতকৈঃ, গোবধাদিভিরুপপাতকৈশ্চ, যুক্তো ভবেৎ।

নরনাথ! ক্রমে বাদ্যধ্বনি এবং পরস্পর গর্জনকারী প্রধান যোদ্ধাদের কোলাহল প্রাদুর্ভূত হইল ॥৪॥

ভরতনন্দন! তাহার পর দেখা গেল—হতাবশিষ্ট সমস্ত সৈন্যই মৃত্যুকে যুদ্ধনিবৃত্তির কারণ করিয়া সজ্জিত হইল ॥৫॥

মহারথেরা মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করিয়া সমস্ত সৈন্য বিভাগপূর্ব্বক বিশাল সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৬॥

তদনন্তর সমস্ত সৈন্য, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি এবং হতাবশিষ্ট অন্য রাজারা দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া আগ্রহের সহিত নিয়ম করিলেন ॥৭॥

(৫)… সেনাশিষ্টানি…সন্নদ্ধান্যেব দদৃশুঃ…পি বা যো।

এবং তে সময়ং কৃত্বা সর্বে তত্র মহারথাঃ।
মদ্ররাজং পুরস্কৃত্য তূর্ণমভ্যদ্রবন্ পরান্ ॥১০॥
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্! ব্যূহ্য সৈন্যং মহারণে।
অভ্যয়ুঃ কৌরবান্ যুদ্ধে যোৎস্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥১১॥
ততো বলং সমভবৎ ক্ষুব্ধার্ণবসমস্বনম্।
সমুদ্ধূতার্ণবাকারমুদীর্ণরথকুঞ্জরম্ ॥১২॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দ্রোণস্য চৈব ভীষ্মস্য রাধেয়স্য চ মে শ্রুতম্।
পাতনং শংস মে ভূয়ঃ শল্যস্যাথ সুতস্য মে ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তর্হি কিং কর্ত্তব্যমিত্যাহ অন্যোন্যমিতি। সহিতৈর্মিলিতৈরেব চ, নঃ অস্মাভিঃ, অন্যোন্যং পরস্পরম্, পরিরক্ষদ্ভিঃ সদ্ভিঃ, পাণ্ডবানামন্যতমৈঃ সহ যোদ্ধব্যম্ ॥৮—৯॥

এবমিতি। সময়ং নিয়মম্। পুরস্কৃত্য অগ্রবর্ত্তীকৃত্য, অভ্যদ্রবন্ অভ্যধাবন্ ॥১০॥

তথেতি। ব্যূহ্য ব্যূহরূপেণ সন্নিবেশ্য। অভ্যয়ুঃ অভ্যগচ্ছন্ ॥১১॥

তত ইতি। বলমুভয়সৈন্যমেব। উদীর্ণা যুদ্ধায়োদ্ধতা রথাঃ কুঞ্জরাশ্চ যস্য তৎ ॥১২॥

দ্রোণস্যেতি। মে ময়া। শংস ব্রূহি। সুতস্য দুর্য্যোধনস্য পাতনমিতি সম্বন্ধঃ ॥১৩॥

'আমাদের মধ্যে একজন পাণ্ডবগণের মধ্যে একজনের সহিত কোন প্রকারেও যুদ্ধ করিব না। আমাদের মধ্যে যে একজন পাণ্ডবগণের মধ্যে একজনের সহিত যুদ্ধ করিবে, কিংবা আমাদের মধ্যে এক একজন পাণ্ডবগণের মধ্যে এক এক জনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলে, যে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, সে—পঞ্চ মহাপাতক ও সমস্ত উপপাতকযুক্ত হইবে। কিন্তু আমরা মিলিত হইয়াই পরস্পর রক্ষা করিতে থাকিয়া পাণ্ডবগণের এক এক জনের সহিত যুদ্ধ করিব' ॥৮—৯॥

এইভাবে সেই মহারথেরা সকলে নিয়ম করিয়া শল্যকে সম্মুখে রাখিয়া সত্বর বিপক্ষগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১০॥

রাজা! সেইরূপ পাণ্ডবেরাও আপন সৈন্যগণকে ব্যূহরূপে সন্নিবেশিত করিয়া যুদ্ধ করিবেন বলিয়া সকল দিক্ হইতে কৌরবগণের প্রতি যাইতে থাকিলেন ॥১১॥

তাহার পর উভয়সৈন্যের মধ্যেই উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল, উভয় সৈন্যের আকারই উদ্বেলিত সমুদ্রের তুল্য হইল এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল উদ্ধত হইয়া পড়িল ॥১২॥

(১২)…সমুদ্রবৃত্তার্ণবাকারমুদ্ধূতরথকুঞ্জরম্—পি বা সো। (১৩) দ্রোণস্য ভীষ্মস্য চ বৈ রাধেয়স্য ময়া শ্রুতম…পি।

কথং রণে হতঃ শল্যো ধর্ম্মরাজেন সঞ্জয় !।
ভীমেন চ মহাবাহুঃ পুত্রো দুর্য্যোধনো মম ॥১৪॥

সঞ্জয় উবাচ।

ক্ষয়ং মনুষ্যদেহানাং তথা নাগাশ্বসংক্ষয়ম্।
শৃণু রাজন্ ! স্থিরো ভূত্বা সংগ্রামং শংসতো মম ॥১৫॥
আশা বলবতী রাজন্ ! পুত্রাণাং তেঽভবত্তদা।
হতে দ্রোণে চ ভীষ্মে চ সূতপুত্রে চ পাতিতে।
শল্যঃ সর্বান্ রণে পার্থান্ নিহনিষ্যতি মারিষ ! ॥১৬॥
তামাশাং হৃদয়ে কৃত্বা সমাশ্বস্য চ ভারত !।
মদ্ররাজঞ্চ সমরে সমাশ্রিত্য মহারথম্।
নাথবন্তং তদাত্মানমমন্যত সুতস্তব ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। ধর্ম্মরাজেন যুধিষ্ঠিরেণ। দুর্য্যোধনো হত ইত্যনুষঙ্গঃ ॥১৪॥

ক্ষয়মিতি। নাগা গজাঃ। শংসতো ব্রুবতঃ ॥১৫॥

আশেতি। কাসাবাশেত্যাহ হত ইতি। সূতপুত্রে কর্ণে। পার্থান্ পাণ্ডবান্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

তামিতি। নাথবন্তং রক্ষকশালিনম্। সুতো দুর্য্যোধনঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৭॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয় ! ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের বধ আমি শুনিয়াছি; এখন তুমি শল্য ও আমার পুত্র দুর্য্যোধনের বধ পুনরায় আমার নিকট বল ॥১৩॥

সঞ্জয় ! যুধিষ্ঠির যুদ্ধে কিভাবে শল্যকে বধ করিল ? ভীমই বা আমার পুত্র মহাবাহু দুর্য্যোধনকে কিপ্রকারে বিনাশ করিল ?' ॥১৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা ! আমি যুদ্ধের বৃত্তান্ত বলিতেছি; আপনি স্থির হইয়া হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের বিনাশ শ্রবণ করুন ॥১৫॥

মাননীয় রাজা ! তৎকালে আপনার পুত্রগণের এইরূপ প্রবল আশা হইয়াছিল যে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হইলে, শল্য যুদ্ধে সমস্ত পাণ্ডবকে বধ করিবেন ॥১৬॥

ভরতনন্দন ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তখন সেই আশা মনে রাখিয়া আশ্বস্ত থাকিয়া এবং যুদ্ধে মহারথ শল্যকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে রক্ষকসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

(১৪)···ভীমসেনেন বলিনা···পি বা প্রো। (১৬)—হতে ভীষ্মে হতে দ্রোণে সূতপুত্রে নিপাতিতে···পি।

যদা কর্ণে হতে পার্থাঃ সিংহনাদং প্রচক্রিরে।
তদা রাজন্! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ প্রবিবেশ মহদ্ভয়ম্ ॥১৮॥
তান্ সমাশ্বাস্য তু তদা মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
ব্যূহ্য ব্যূহং মহারাজ! সর্বতোভদ্রমৃদ্ধিমৎ ॥১৯॥
প্রত্যুদ্যযৌ রণে পার্থান্ মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
বিধুন্বন্ কার্ম্মুকং চিত্রং ভারঘ্নং বেগবত্তরম্ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)
রথপ্রবরমাস্থায় সৈন্ধবাশ্বং মহারথঃ।
তস্য সূতো মহারাজ! রথস্থোঽশোভয়দ্রথম্ ॥২১॥
স তেন সংবৃতো বীরো রথেনামিত্রকর্শনঃ।
তস্থৌ শূরো মহারাজ! পুত্রাণাং তে ভয়প্রণুৎ ॥২২॥
প্রয়াণে মদ্ররাজোঽভূন্মুখং ব্যূহস্য দংশিতঃ।
মদ্রকৈঃ সহিতো বীরৈঃ কর্ণপুত্রৈশ্চ দুর্জয়ৈঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি। তদ্ভয়মিদানীমপি স্থিতমিতি ভাবঃ ॥১৮॥

তানিতি। ব্যূহ্য বিধায়। সর্বতোভদ্রং নাম, ঋদ্ধিমৎ চতুরঙ্গবলসম্পন্নম্। ক্লীবত্বমার্ষম্। বিধুন্বন্ চালয়ন্। ভারং বিপক্ষাক্রমণং হন্তীতি তৎ, বেগবত্তরং বাণানাং মহাবেগজনকম্ ॥১৯—২০॥

রথেতি। সৈন্ধবাঃ সিন্ধুদেশীয়া অশ্বা যস্য তম্। তস্য সূতঃ সারথিশ্চ ॥২১॥

স ইতি। রথেন রথসমূহেন। শূরঃ শল্যঃ। ভয়ং প্রণুদতি দূরীকরোতীতি সঃ ॥২২॥

রাজা! কর্ণ নিহত হইলে পাণ্ডবেরা যখন সিংহনাদ করিয়াছিলেন, তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মনে মহাভয় প্রবেশ করিয়াছিল ॥১৮॥

মহারাজ! সুতরাং প্রতাপশালী শল্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আশ্বস্ত করিয়া 'সর্বতোভদ্র-'নামক চতুরঙ্গবলসম্পন্ন ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক ভারনাশক ও বাণের গুরুতর-বেগজনক বিচিত্র ধনু সঞ্চালন করিতে থাকিয়া যুদ্ধে পাণ্ডবগণের দিকে যাইতে লাগিলেন ॥১৯—২০॥

মহারাজ! যাহাতে সিন্ধুদেশীয় চারিটী অশ্ব যোজিত ছিল, সেই উত্তম রথে আরোহণ করিয়া মহারথ শল্য এবং রথারূঢ় তাঁহার সারথি রথখানির শোভা উৎপাদন করিলেন ॥২১॥

মহারাজ! আপনার পুত্রগণের ভয়নাশক ও শত্রুহন্তা বীর শল্য সেই রথসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া কিছু কাল অবস্থান করিলেন ॥২২॥

(২০) প্রত্যুদ্যাতঃ···পি। (২১)···সীতা মহারাজ! ধ্বজস্থান্তোঽভজদ্রথম্—পি।

সব্যেঽভূৎ কৃতবর্ম্মা চ ত্রিগর্ত্তৈঃ পরিবারিতঃ।
গৌতমো দক্ষিণে পার্শ্বে শকৈশ্চ যবনৈঃ সহ ॥২৪॥
অশ্বত্থামা পৃষ্ঠতোঽভূৎ কাম্বোজৈঃ পরিবারিতঃ।
দুর্য্যোধনোঽভবন্মধ্যে রক্ষিতঃ কুরুপুঙ্গবৈঃ ॥২৫॥
রথানীকেন মহতা সৌবলশ্চাপি সংবৃতঃ।
প্রযযৌ সর্বসৈন্যেন কৈতব্যশ্চ মহারথঃ ॥২৬॥
পাণ্ডবাশ্চ মহেষ্বাসা ব্যূহ্য সৈন্যমরিন্দমাঃ।
দ্বিধা ভূতা মহারাজ! তব সৈন্যমুপাদ্রবন্ ॥২৭॥
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
শল্যস্য বাহিনীং হন্তুমভিদুদ্রুবুরাহবে ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

প্রয়াণ ইতি। মুখং সম্মুখবর্ত্তী, দংশিতঃ সন্নদ্ধঃ। মদ্রকৈর্মদ্রদেশীয়ৈঃ ॥২৩॥
সব্য ইতি। সব্যে বামে। পরিবারিতঃ পরিবেষ্টিতঃ। গৌতমো গৌতমগোত্রঃ কৃপঃ ॥২৪॥
অশ্বেতি। পৃষ্ঠতঃ ব্যূহস্য পৃষ্ঠে স্থিত ইতি শেষঃ ॥২৫॥
রথেতি। সৌবলঃ সুবলপুত্রঃ শকুনিঃ। কৈতব্যঃ শঠঃ ॥২৬॥
পাণ্ডবা ইতি। মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাঃ, ব্যূহ্য ব্যূহরূপেণ সন্নিবেশ্য ॥২৭॥
ধৃষ্টেতি। বাহিনীং সেনাম্, অভিদুদ্রুবুঃ অভিদধাবুঃ ॥২৮॥

পরে অগ্রসর হইবার সময়ে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত শল্য—মদ্রদেশীয় বীরগণ এবং দুর্জয় কর্ণপুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্যূহের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন ॥২৩॥

কৃতবর্ম্মা ত্রিগর্ত্তসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্যূহের বাম দিকে থাকিলেন এবং কৃপাচার্য্য শক ও যবনসৈন্যের সহিত ব্যূহের দক্ষিণপার্শ্বে রহিলেন ॥২৪॥

অশ্বত্থামা কাম্বোজসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে থাকিলেন এবং দুর্য্যোধন কুরুশ্রেষ্ঠগণে রক্ষিত হইয়া ব্যূহের মধ্যস্থানে রহিলেন ॥২৫॥

শঠ অথ চ মহারথ শকুনিও বিশাল রথিসৈন্যে এবং অন্যসর্ব্বপ্রকার সৈন্যে পরিবৃত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

মহারাজ! ওদিকে মহাধনুর্দ্ধর ও শত্রুদমনকারী পাণ্ডবেরাও আপন সৈন্যগণকে ব্যূহরূপে সন্নিবেশিত করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনার সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৭॥

(২৬) হয়ানীকেন…পি বা সো। (২৭) পাণ্ডবাপি…সৈন্যমনিন্দিতাঃ। ত্রিধা ভূতাঃ…পি।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা স্বেনানীকেন সংবৃতঃ।
শল্যমেবাভিদুদ্রাব জিঘাংসুর্ভরতর্ষভঃ ॥২৯॥
হার্দ্দিক্যঞ্চ মহেষ্বাসমর্জ্জুনঃ শত্রুপূগহা।
সংশপ্তকগণাংশ্চৈব বেগিতোঽভিবিদুদ্রুবে ॥৩০॥
গৌতমং ভীমসেনো বৈ সোমকাশ্চ মহারথাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত রাজেন্দ্র! জিঘাংসন্তঃ পরান্ যুধি ॥৩১॥
মাদ্রীপুত্রৌ তু শকুনিমুলূকঞ্চ মহারথম্।
সসৈন্যৌ সহসৈন্যৌ তাবুপতস্থতুরাহবে ॥৩২॥
তথৈবাযুতশো যোধাস্তাবকাঃ পাণ্ডবান্ রণে।
অভ্যবর্ত্তন্ত সংক্রুদ্ধা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। স্বেন নিজেন, অনীকেন সৈন্যেন। জিঘাংসুর্হন্তুমিচ্ছুঃ ॥২৯॥
হার্দ্দিক্যমিতি। হার্দ্দিক্যং হৃদিকপুত্রং কৃতবর্ম্মাণম্। শত্রুপূগহা শত্রুসমূহহন্তা ॥৩০॥
গৌতমমিতি। গৌতমং গৌতমগোত্রং কৃপম্। অভ্যদ্রবন্ত অভ্যধাবন্ ॥৩১॥
মাদ্রীতি। উলূকং নাম শকুনেরেব পুত্রম্। সহসৈন্যৌ শকুন্যুলূকৌ ॥৩২॥
তথেতি। বিবিধানি আয়ুধানি পাণিষু যেষাং তে ॥৩৩॥

মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি যুদ্ধে শল্যের সৈন্য সংহার করিবার জন্য ধাবিত হইলেন ॥২৮॥

তাহার পর ভরতবংশশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির আপন সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া শল্যের দিকেই বেগে যাইতে লাগিলেন ॥২৯॥

শত্রুসমূহহন্তা অর্জ্জুন—মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও সংশপ্তকসৈন্যগণের প্রতি দ্রুত গমন করিতে থাকিলেন ॥৩০॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন ও সোমক মহারথেরা যুদ্ধে শত্রুগণকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া কৃপাচার্য্যের দিকে চলিলেন ॥৩১॥

নকুল ও সহদেব সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া সৈন্যপরিবেষ্টিত মহারথ শকুনি ও উলূকের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩২॥

মহারাজ! সেইরূপই আপনার পক্ষের অযুত অযুত যোদ্ধা ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে পাণ্ডবগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৩॥

(২৯)···স্বেনানীকেন ভারত!···ভরতর্ষভ!—পি। (৩২)···সসৈন্যৌ তু মহাত্মানৌ···পি।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতে ভীষ্মে মহেষ্বাসে দ্রোণে কর্ণে জয়দ্রথে।
কুরুষল্পাবশিষ্টেষু পাণ্ডবেষু চ সংযুগে ॥৩৪॥
সংরব্ধেষু চ পার্থেষু পরাক্রান্তেষু সঞ্জয়!।
মামকানাং পরেষাঞ্চ কিং শিষ্টমভবদ্বলম্ ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)

সঞ্জয় উবাচ।

যথা বয়ং পরে রাজন্! যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ।
যাবচ্চাসীদ্বলং শিষ্টং সংগ্রামে তন্নিবোধ মে ॥৩৬॥
একাদশ সহস্রাণি রথানাং ভরতর্ষভ!।
দশ দন্তিসহস্রাণি সপ্ত চৈব শতানি চ ॥৩৭॥
পূর্ণে শতসহস্রে দ্বে হয়ানাং তত্র ভারত!।
পত্তিকোট্যস্তথা তিস্রো বলমেতত্তবাভবৎ ॥৩৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

হত ইতি। মহেষ্বাসে মহাধনুর্দ্ধরে। সংরব্ধেষু ক্রুদ্ধেষু। শিষ্টমবশিষ্টম্ ॥৩৪—৩৫॥
যথেতি। বয়ং পরে চ। শিষ্টমবশিষ্টম্। নিবোধ শৃণু ॥৩৬॥
একেতি। সপ্ত শতানি দন্তিনামেব সান্নিধ্যাৎ। অভবদবশিষ্টমাসীৎ ॥৩৭—৩৮॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও জয়দ্রথ যুদ্ধে নিহত হইলে, কৌরব ও পাণ্ডব দুই পক্ষই অল্প অবশিষ্ট থাকিলে এবং পরাক্রমশালী পাণ্ডবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিলে, তৎকালে আমার পক্ষ ও পাণ্ডবপক্ষের সৈন্য কত অবশিষ্ট ছিল? ॥৩৪—৩৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! আমরা এবং বিপক্ষেরা যেভাবে যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আর সেই সময়ে উভয়পক্ষের যত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥৩৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন একাদশ সহস্র রথী, দশ সহস্র ও সপ্ত শত গজারোহী, পূর্ণ দুই লক্ষ অশ্বারোহী এবং তিন কোটি পদাতি এই সৈন্য আপনার পক্ষে অবশিষ্ট ছিল ॥৩৭—৩৮॥

(৩৪)···কর্ণে মহারথে···পি বা সো। (৩৫) সুসংরব্ধেষু পার্থেষু···পি বা সো,··· অভবত্তদা—পি। (৩৬)··যুদ্ধায় সমবস্থিতাঃ···পি বা সো। (৩৮)···নব কোট্যস্তথা তিস্রঃ··· পি বা সো।

রথানাং ষট্‌সহস্রাণি ষট্‌সহস্রাশ্চ কুঞ্জরাঃ।
দশ চাশ্বসহস্রাণি পত্তিকোটী চ ভারত! ॥৩৯॥
এতদ্বলং পাণ্ডবানামভবচ্ছেষমাহবে।
এত এব সমাজগ্মুর্যুদ্ধায় ভরতর্ষভ! ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)
এবং বিভজ্য রাজেন্দ্র! মদ্ররাজমতে স্থিতাঃ।
পাণ্ডবান্ প্রত্যুদীয়াম জয়গৃদ্ধাঃ প্রমন্যবঃ ॥৪১॥
তথৈব পাণ্ডবাঃ শূরাঃ সমরে জিতকাশিনঃ।
উপযাতা নরব্যাঘ্রাঃ পাঞ্চালাশ্চ যশস্বিনঃ ॥৪২॥
এবমেতে বলৌঘেন পরস্পরবধৈষিণঃ।
উপযাতা নরব্যাঘ্রাঃ পূর্বাং সন্ধ্যাং প্রতি প্রভো! ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

রথানামিতি। পত্তিকোটী দ্বে পদাতিকোটী। শেষমবশিষ্টম্। ননু কুরুপক্ষে একাদশাক্ষৌহিণ্যঃ পাণ্ডবপক্ষে চ সপ্তেতি মিলিত্বা পক্ষদ্বয়ে অষ্টাদশাক্ষৌহিণ্যঃ সৈন্যান্যাসন্নিতি প্রাগ্‌বহুশ উক্তম্, ইদানীমিয়ৎসংখ্যকসৈন্যাবশেষে ততোঽতিবাহুল্যে নৈবাবশেষান্মহান্ বিরোধ ইতি চেৎ সত্যম্, তাবৎসংখ্যকৈর্যুদ্ধমারব্ধং পরঞ্চ বহব আগতা ইতীয়ান্ শেষঃ সম্ভবতীতি দিক্ ॥৩৯—৪০॥

এবমিতি। এবমনেন পূর্বোক্তপ্রকারেণ বামদক্ষিণাদ্যবস্থাপনেন, বিভজ্য সৈন্যং বিভক্তীকৃত্য। উদীয়াম আগচ্ছাম, জয়গৃদ্ধা জয়াভিলাষিণঃ, প্রমন্যবঃ প্রকৃষ্টক্রোধাঃ ॥৪১॥

তথেতি। জিতমিতি ভাবে ক্তঃ। ততো জিতেন জয়েন কাশন্তে শোভন্ত ইতি তে ॥৪২॥

এবমিতি। পূর্বাং সন্ধ্যাং প্রতি প্রভাতকালে ॥৪৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্যতীতায়ামিতি ॥১—৩৮॥ পত্তিকোটী ইতি দ্বিবচনম্ ॥৩৯—৪৪॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

আর, ভরতনন্দন! ষট্‌সহস্র রথী, ষট্‌সহস্র গজারোহী, দশ সহস্র অশ্বারোহী এবং দুই কোটি পদাতি এই পরিমাণ সৈন্য পাণ্ডবপক্ষে অবশিষ্ট ছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহারাই তৎকালে রণস্থলে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল ॥৩৯—৪০॥

রাজশ্রেষ্ঠ! আমরা মদ্ররাজ শল্যের মতে থাকিয়া এইভাবে সৈন্য বিভক্ত করিয়া জয়াভিলাষী ও গুরুতর ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবগণের দিকে ধাবিত হইলাম ॥৪১॥

আবার বীর, বিজয়শোভী, নরশ্রেষ্ঠ ও যশস্বী পাণ্ডব এবং পাঞ্চালেরাও সেই ভাবেই যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন ॥৪২॥

---

(৪৩)···উপায়াতা নরব্যাঘ্রাঃ···পি।

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়ানকম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নিঘ্নতামিতরেতরম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে ব্যূহনির্ম্মাণে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং কুরূণাং ভয়বর্দ্ধনম্।
সৃঞ্জয়ৈঃ সহ রাজেন্দ্র! ঘোরং দেবাসুরোপমম্ ॥১॥
নরা রথা গজৌঘাশ্চ সাদিনশ্চ সহস্রশঃ।
বাজিনশ্চ পরাক্রান্তাঃ সমাজগ্মুঃ পরস্পরম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ঘোররূপং ভীষণাকৃতি। অতএব ভয়ানকং সর্ব্বেষামেব ভয়জনকম্ ॥৪৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:০:———

তত ইতি। সৃঞ্জয়ৈঃ সহ কুরূণাং যুদ্ধং প্রববৃতে ইতি সম্বন্ধঃ ॥১॥

নরা ইতি। নরাঃ পদাতয়ঃ। সাদিনো গজাশ্বারোহিণঃ। সমাজগ্মুর্মিলিতাঃ ॥২॥

রাজা! এইভাবে প্রভাতকালে উভয়পক্ষের এই নরশ্রেষ্ঠগণ পরস্পরবধাভিলাষী হইয়া সৈন্যসমূহের সহিত উপস্থিত হইলেন ॥৪৩॥

তাহার পর আপনার পক্ষ ও বিপক্ষেরা পরস্পর আঘাত করিতে আরম্ভ করিলে, ভীষণ যুদ্ধ লাগিয়া গেল' ॥৪৪॥

————০:*:০————

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধারম্ভ হইল; সে যুদ্ধ দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায় ভীষণ হইতেছিল বলিয়া সকলেরই ভয়বৃদ্ধি করিতে লাগিল ॥১॥

* '...সপ্তমোঽধ্যায়ঃ' নি, '... অষ্টমোঽধ্যায়ঃ' পি বা সো।

গজানাং ভীমরূপাণাং দ্রবতাং নিস্বনো মহান্।
অশ্রূয়ত যথা কালে জলদানাং নভস্তলে ॥৩॥
নাগৈরভ্যাহতাঃ কেচিৎ সরথা রথিনোঽপতন্।
ব্যদ্রবন্ত রণে ভীতা দ্রাব্যমাণা মদোৎকটৈঃ ॥৪॥
হয়ৌঘান্ পাদরক্ষাংশ্চ রথিনস্তত্র শিক্ষিতাঃ।
শরৈঃ সংপ্রেষয়ামাসুঃ পরলোকায় ভারত! ॥৫॥
সাদিনঃ শিক্ষিতা রাজন্! পরিবার্য্য মহারথান্।
বিচরন্তো রণেঽভ্যঘ্নন্ প্রাসশক্ত্যৃষ্টিভিস্তথা ॥৬॥
ধন্বিনঃ পুরুষাঃ কেচিৎ পরিবার্য্য মহারথান্।
একং বহব আসাদ্য প্রৈষয়ন্ যমসাদনম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

গজানামিতি। দ্রবতাং প্রহারায় ধাবতাম্। কালে বর্ষাসু, জলদানাং মেঘানাম্ ॥৩॥
নাগৈরিতি। নাগৈর্গজৈঃ। ব্যদ্রবন্ত পলায়ন্ত। দ্রাব্যমাণাঃ পীড্যমানাঃ ॥৪॥
হয়েতি। পাদরক্ষান্ গজানাং পাদরক্ষকান্। শিক্ষিতা যুদ্ধেষু ॥৫॥
সাদিন ইতি। সাদিনো গজাশ্বারোহিণঃ। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য ॥৬॥
ধন্বিন ইতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য। আসাদ্য আক্রম্য, প্রৈষয়ন্ প্রেরিতবন্তঃ ॥৭॥

পরাক্রমশালী সহস্র সহস্র পদাতি, রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী পরস্পর মিলিত হইল ॥২॥

বর্ষাকালে আকাশে মেঘের যেমন বিশাল শব্দ শুনা যায়, তেমন ধাবিত ভীষণমূর্ত্তি হস্তিগণের বিশাল শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥৩॥

হস্তিগণ আঘাত করিলে, কতকগুলি রথী রথের সহিত পতিত হইল এবং মদমত্ত হস্তীরা প্রহার করিলে, অনেক রথী ভীত হইয়া পলায়ন করিতে থাকিল ॥৪॥

ভরতনন্দন! তখন শিক্ষিত রথীরা বাণদ্বারা অশ্বসমূহ ও পাদরক্ষকগণকে পরলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

রাজা! শিক্ষিত গজারোহী ও অশ্বারোহীরা রণস্থলে বিচরণ করিতে করিতে বিশাল রথগুলিকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টিদ্বারা আঘাত করিতে থাকিল ॥৬॥

কতকগুলি ধনুর্দ্ধর লোক মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া বহুব্যক্তি এক এক জনকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাকে তাহাকে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিল ॥৭॥

(৪)···ব্যদ্রবন্ত রণে বীরাঃ···পি বা সো। (৫)···রথিনস্ত সুশিক্ষিতাঃ···পি। (৭)··· প্রেষয়েয়ুর্যমক্ষয়ম্—পি বা সো।

নাগান্ রথবরাংশ্চান্যে পরিবার্য্য মহারথাঃ।
সোত্তরা যুধি নির্জ্জঘ্নুর্দ্রবমাণং মহারথম্ ॥৮॥
তথা চ রথিনং ক্রুদ্ধং বিকিরন্তং শরান্ বহূন্।
নাগা জঘ্নুর্মহারাজ! পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥৯॥
নাগা নাগমভিদ্রুত্য রথী চ রথিনং রণে।
শক্তিতোমরনারাচৈর্নিজঘ্নুস্তত্র ভারত! ॥১০॥
পাদাতানবমৃদ্নন্তো রথবারণবাজিনঃ।
রণমধ্যে ব্যদৃশ্যন্ত কুর্বন্তো মহদাকুলম্ ॥১১॥
হয়াশ্চ পর্য্যধাবন্ত চামরৈরুপশোভিতাঃ।
হংসা হিমবতঃ প্রস্থে পিবন্ত ইব মেদিনীম্ ॥১২॥
তেষান্তু বাজিনাং ভূমিঃ খুরৈশ্চিত্রা বিশাংপতে!।
অশোভত যথা নারী করজৈঃ ক্ষতবিক্ষতা ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

নাগা নিতি। নাগান্ গজান্। উত্তরৈরগ্রগামিভিঃ সৈন্যৈঃ সহেতি সোত্তরাঃ ॥৮॥
তথেতি। বিকিরন্তং নিক্ষিপন্তম্। সমন্ততঃ সর্বাসু দিক্ষু ॥৯॥
নাগা ইতি। অভিক্রুত্য দ্রুতমভিগম্য। তত্র তদানীম্ ॥১০॥
পাদাতানিতি। পাদাতান্ পদাতিসমূহান্। আকুলং রণস্থলম্ ॥১১॥
হয়া ইতি। চামরৈঃ শুভ্রকেশরৈঃ। প্রস্থে সানৌ সমতলভূমাবিতি যাবৎ ॥১২॥

আবার অন্য মহারথেরাও অগ্রবর্ত্তী যোদ্ধাদের সহিত মিলিত হইয়া হস্তী ও বিশাল রথগুলিকে পরিবেষ্টন করিয়া পলায়মান কোন মহারথকে বধ করিলেন ॥৮॥

মহারাজ! কোন রথী ক্রুদ্ধ হইয়া বহুতর বাণ ক্ষেপ করিতে লাগিলে, কতকগুলি হাতী আসিয়া সকল দিকে বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বধ করিল ॥৯॥

ভরতনন্দন! তখন গজারোহিগণ গজের দিকে এবং রথী রথীর দিকে বেগে যাইয়া শক্তি, তোমর ও নারাচদ্বারা আঘাত করিতে লাগিল ॥১০॥

ক্রমে দেখা গেল—হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল রণমধ্যে পদাতিগণকে মর্দ্দন করিতে থাকিয়া রণস্থলকেই গুরুতর আকুল করিয়া তুলিয়াছে ॥১১॥

হংসগণ হিমালয়ের সমতল ভূমিতে ভূতলস্থিত পানীয় দ্রব্য পান করিতে থাকিয়া যেমন সকল দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ চামরশোভিত শুভ্রবর্ণ ঘোটকগণ সকল দিকে ধাবিত হইতে লাগিল ॥১২॥

(৮)···সাত্তরাস্তুথিনং জঘ্নুঃ···পি ব,···সাত্তরা যুধি তং জঘ্নুঃ···বা সো। (১১) পাদাতানথ সূদন্তঃ···পি। (১৩)···খুরৈশ্ছিন্না ·· সো।

বাজিনাং খুরশব্দেন রথনেমিস্বনেন চ।
পত্তীনাঞ্চাপি শব্দেন নাগানাং বৃংহিতেন চ ॥১৪॥
বাদিত্রাণাঞ্চ ঘোষেণ শঙ্খানাং নিনদেন চ।
অভবন্নাদিতা ভূমির্নির্ঘাতৈরিব ভারত! ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
ধনুষাং কূজমানানাং শস্ত্রৌঘানাঞ্চ পাত্যতাম্।
কবচানাং প্রভাভিশ্চ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥১৬॥
বহবো বাহবশ্ছিন্না নাগরাজকরোপমাঃ।
উদ্বেষ্টন্তে বিচেষ্টন্তে বেগং কুর্বন্তি দারুণম্ ॥১৭॥
শিরসাঞ্চ মহারাজ! পততাং ধরণীতলে।
চ্যুতানামিব তালেভ্যঃ ফলানাং শ্রূয়তে স্বনঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। করজৈর্নায়কনখরৈঃ, ক্ষতবিক্ষতা স্তনিতম্বাদৌ ॥১৩॥
বাজিনামিতি। নেমিশ্চক্রপ্রান্তঃ। নির্ঘাতৈর্বাতাহতবাতপাতশব্দৈঃ ॥১৪—১৫॥
ধনুষামিতি। কূজমানানামব্যক্তং শব্দং কুর্বতাম্, পাত্যতাং পাত্যমানানাম্ ॥১৬॥
বহব ইতি। নাগরাজকরোপমা মহাহস্তিশুণ্ডাতুল্যাঃ। উদ্বেষ্টন্তে কিমপীব ॥১৭॥
শিরসামিতি। চ্যুতানাং পতিতানাম্, তালেভ্যো বৃক্ষেভ্যঃ ॥১৮॥

নরনাথ! রণভূমি সেই অশ্বগণের খুরের আঘাতে বিচিত্র হইয়া নায়কের নখাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত রমণীর ন্যায় শোভা পাইতে থাকিল ॥১৩॥

ভরতনন্দন! অশ্বের খুরের শব্দ, রথচক্রের শব্দ, পদাতির কোলাহল, হস্তীর বৃংহিতধ্বনি, বাদ্যের শব্দ এবং শঙ্খের শব্দে নির্ঘাতশব্দদ্বারাই যেন সমরভূমি নিনাদিত হইতে লাগিল ॥১৪—১৫॥

ধনুর ও নিক্ষিপ্যমাণ অস্ত্রের অব্যক্ত শব্দে এবং বর্ম্মের দীপ্তিতে কিছুই শুনা বা দেখা গেল না ॥১৬॥

বিশাল হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বহুতর বাহু ছিন্ন হইয়া কিছু যেন বেষ্টন করিতে লাগিল, ছট্‌ফট্ করিতে থাকিল এবং দারুণ বেগ করিতে লাগিল ॥১৭॥

মহারাজ! তালবৃক্ষ হইতে তালফল পাতিত হইতে থাকিলে যেমন শব্দ শুনা যায়, মস্তকগুলি ভূতলে পতিত হইতে লাগিলে তেমন শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥১৮॥

(১৫)···শঙ্খানাং নিস্বনেন চ···পি বা সো। (১৬)···নিস্ত্রিংশানাঞ্চ দীপ্যতাম্···পি বা সো। (১৮)···পততাং বসুধাতলে···পি বা সো।

শিরোভিঃ পতিতৈর্ভাতি রুধিরার্দ্রৈর্বসুন্ধরা।
তপনীয়নিভৈঃ কালে নলিনৈরিব ভারত! ॥১৯॥
উদ্‌বৃত্তনয়নৈস্তৈস্তু গতসত্ত্বৈঃ সুবিক্ষতৈঃ।
ব্যভ্রাজত মহী রাজন্! পুণ্ডরীকৈরিবাবৃতা ॥২০॥
বাহুভিশ্চন্দনাদিগ্ধৈঃ সকেয়ূরৈর্মহাধনৈঃ।
পতিতৈর্ভাতি বসুধা মহাশক্রধ্বজৈরিব ॥২১॥
ঊরুভিশ্চ নরেন্দ্রাণাং বিনিকৃত্তৈর্মহাহবে।
হস্তিহস্তোপমৈর্জজ্ঞে সংবৃতং তদ্রণাঙ্গনম্ ॥২২॥
কবন্ধশতসঙ্কীর্ণং ছত্রচামরসঙ্কুলম্।
সেনাবনং তচ্ছুশুভে বনং পুষ্পাচিতং যথা ॥২৩॥
তত্র যোধা মহারাজ! বিচরন্তো হ্যভীতবৎ।
দৃশ্যন্তে রুধিরাক্তাঙ্গাঃ পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

শিরোভিরিতি। তপনীয়নিভৈঃ স্বর্ণবর্ণৈঃ, নলিনৈঃ পদ্মৈঃ ॥১৯॥

উদিতি। উদ্‌বৃত্তনয়নৈরুত্তোলিতনেত্রৈঃ, গতসত্ত্বৈর্নির্গতপ্রাণৈঃ। পুণ্ডরীকৈঃ পদ্মৈঃ ॥২০॥

বাহুভিরিতি। চন্দনেন আদিগ্ধৈর্লিপ্তৈঃ, মহান্তি ধনানি ধনলভ্যানি ভূষণানি যেষু তৈঃ ॥২১॥

ঊরুভিরিতি। বিনিকৃত্তৈশ্ছিন্নৈঃ। হস্তিনাং হস্তোপমৈঃ শুণ্ডাতুল্যৈঃ ॥২২॥

কবন্ধেতি। সেনা বনমিবেতি সেনাবনম্। পুষ্পৈরাচিতং ব্যাপ্তম্ ॥২৩॥

তত্রেতি। পুষ্পিতাঃ সঞ্জাতপুষ্পাঃ, কিংশুকা বৃক্ষাঃ ॥২৪॥

ভরতনন্দন! স্বর্ণবর্ণ পদ্মের ন্যায় রক্তসিক্ত মস্তক সকল পতিত হওয়ায় রণভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল ॥১৯॥

রাজা! উত্তোলিতনয়ন, প্রাণহীন ও অতিশয় ক্ষত-বিক্ষত পদ্মতুল্য মস্তক-গুলিদ্বারা আবৃত হইয়া সমরভূমি বিশেষ শোভা পাইতে লাগিল ॥২০॥

রাজশ্রেষ্ঠ! কেয়ূর ও অন্যান্য মহামূল্য ভূষণে ভূষিত, চন্দনলিপ্ত এবং বিশাল ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় নিপতিত বাহুসমূহদ্বারাও রণভূমি শোভা পাইতে থাকিল ॥২১॥

মহাযুদ্ধে ছিন্ন হস্তিশুণ্ডতুল্য ক্ষত্রিয়গণের ঊরুসমূহদ্বারা সেই রণস্থল আবৃত হইয়া উঠিল ॥২২॥

শত শত কবন্ধে পরিপূর্ণ এবং ছত্র ও চামরে ব্যাপ্ত সেই সৈন্যবন—পুষ্পব্যাপ্ত বনের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥২৩॥

---

(২১)⋯ পতিতৈর্ভাতি রাজেন্দ্র!⋯ নি।

মাতঙ্গাশ্চাপ্যদৃশ্যন্ত শরতোমরপীড়িতাঃ।
পতন্তস্তত্র তত্রৈব ছিন্নাভ্রসদৃশা রণে ॥২৫॥
গজানীকং মহারাজ! বধ্যমানং মহারণে।
ব্যদীর্য্যত দিশঃ সর্ব্বা বাতনুন্না ঘনা ইব ॥২৬॥
তে গজা মেঘসঙ্কাশাঃ পেতুরুর্ব্ব্যাং সমন্ততঃ।
বজ্ররুগ্‌ণা ইব বভুঃ পর্বতা যুগসংক্ষয়ে ॥২৭॥
হয়ানাং সাদিভিঃ সার্দ্ধং পতিতানাং মহীতলে।
রাশয়ঃ স্ম প্রদৃশ্যন্তে গিরিমাত্রাস্ততস্ততঃ ॥২৮॥
সংজজ্ঞে রণভূমৌ তু পরলোকবহা নদী।
শোণিতোদা রথাবর্ত্তা ধ্বজবৃক্ষাস্থিশর্করা ॥২৯॥
ভুজনক্রা ধনুঃস্রোতা হস্তিশৈলা হয়োপলা।
মেদোমজ্জাকর্দ্দমিনী ছত্রহংসা গদোড়ুপা ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

মাতঙ্গা ইতি। ছিন্নাভ্রসদৃশা বায়ুবিচ্ছিন্নমেঘতুল্যাঃ ॥২৫॥

গজেতি। ব্যদীর্য্যত বিদীর্ণং সদগচ্ছৎ। বাতনুন্না বায়ুচালিতাঃ, ঘনা মেঘাঃ ॥২৬॥

ত ইতি। মেঘসঙ্কাশা মেঘবদ্বিশালাঃ। বজ্রেণ রুগ্‌ণা ভগ্নাঃ ॥২৭॥

হয়ানামিতি। সাদিভিরারোহিভিঃ। গিরিমাত্রাঃ পর্বতপ্রমাণাঃ ॥২৮॥

সংজজ্ঞ ইতি। শোণিতান্যেব উদকানি যস্যাঃ সা, রথা এবাবর্ত্তা জলভ্রময়ো যস্যাঃ সা, ধ্বজা এব বৃক্ষা যস্যাঃ সা, অস্থীন্যেব শর্করাঃ ক্ষুদ্রপ্রস্তরখণ্ডা যস্যাঃ সা। ভুজা এব নক্রাঃ

মহারাজ! তখন যোদ্ধারা রক্তাক্ত দেহে নির্ভয়ের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলে, পুষ্পযুক্ত কিংশুকবৃক্ষসমূহের ন্যায় তাঁহাদিগকে দেখা যাইতে থাকিল ॥২৪॥

বিচ্ছিন্ন মেঘের তুল্য হস্তী সকল বাণ ও তোমরের আঘাতে পীড়িত হইয়া সেই সেই স্থানে পতিত হইতেছে দেখা গেল ॥২৫॥

মহারাজ! হস্তিগণ মহাযুদ্ধে আহত ও বিদীর্ণ হইতে থাকিয়া বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় সকল দিকে ছুটাছুটি করিতে থাকিল ॥২৬॥

মেঘের তুল্য সেই হস্তী সকল ক্রমে প্রলয়কালে বজ্রভগ্ন পর্বতসমূহের ন্যায় সকল দিকে ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥২৭॥

আরোহিগণের সহিত ভূতলপতিত অশ্বগণের পর্ব্বতপ্রমাণ রাশি সকল নানাস্থানে দেখা যাইতে লাগিল ॥২৮॥

(২৭)···ঘনসঙ্কাশাঃ···বজ্রনুন্নাঃ···নি। (২৮)···রাশয়স্তত্র দৃশ্যন্তে···পি।

কবচোষ্ণীষসংছন্না পতাকারুচিরদ্রুমা।
চক্রচক্রাবলীজুষ্টা ত্রিবেণূরগসংবৃতা ॥৩১॥ (বিশেষকম্)
শূরাণাং হর্ষজননী ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধিনী।
প্রাবর্ত্তত নদী রৌদ্রা কুরুসৃঞ্জয়সঙ্গমে ॥৩২॥
তাং নদীং পরলোকায় বহন্তীমতিভৈরবাম্।
তেরুর্বাহননৌভিস্তে শূরাঃ পরিঘবাহবঃ ॥৩৩॥
বর্ত্তমানে তদা যুদ্ধে নির্ম্ম্যাদে বিশাংপতে।।
চতুরঙ্গক্ষয়ে ঘোরে যুদ্ধে দেবাসুরোপমে ॥৩৪॥
ব্যাক্রোশন্ বান্ধবানন্যে তত্র তত্র পরন্তপ।।
ক্রোশদ্ভির্বান্ধবৈশ্চান্যে ভয়ার্ত্তা নিববর্ত্তিরে ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কুম্ভীরা যস্যাঃ সা, ধনূংষ্যেব স্রোতাংসি যস্যাঃ সা, হস্তিন এব শৈলা যস্যাঃ সা, হয়া অশ্বা এব উপলাঃ প্রস্তরা যস্যাঃ সা, মেদোমজ্জা এব কর্দ্দমা অস্যাঃ সন্তীতি সা, ছত্রাণ্যেব হংসা যস্যাঃ সা, গদা এব উড়ুপানি ক্ষুদ্রনৌকা যস্যাঃ সা, কবচানি উষ্ণীষাণি চ তৈঃ সংছন্না, পতাকা এব রুচিরা দ্রুমা যস্যাঃ সা, চক্রাণ্যেব চক্রাঃ চক্রবাকাঃ পক্ষিণস্তেষামাবল্যা শ্রেণ্যা জুষ্টা সেবিতা, তথা ত্রিবেণবো রথস্থমূর্দ্ধদণ্ডত্রয়মেব উরগাঃ সর্পাস্তৈঃ সংবৃতা ॥২৯—৩১॥

শূরাণামিতি। কুরুসৃঞ্জয়ানাং সঙ্গমে যুদ্ধে মেলনে ॥৩২॥

তামিতি। তেরুঃ অতিচক্রমুঃ, বাহনান্যেব নাবস্তরণ্যস্তাভিঃ, পরিঘা ইব বাহবো যেষাং তে ॥৩৩॥

ক্রমে পরলোকবাহিনী একটা নদী সমরভূমিতে উৎপন্ন হইল। রক্ত ছিল—তাহার জল, রথ ছিল—আবর্ত্ত (ঘোলা), ধ্বজ ছিল—বৃক্ষ, অস্থি ছিল—কাকর, বাহু ছিল—কুম্ভীর, ধনু ছিল—স্রোত, হস্তী ছিল—পর্ব্বত, অশ্ব ছিল—প্রস্তর, মেদ ও মজ্জা ছিল—কর্দ্দম, ছত্র ছিল—হংস, গদা ছিল---ভেলা, পতাকা ছিল---সুন্দর বৃক্ষ, রথ ও শকটের চক্র ছিল---চক্রবাকপক্ষী, ত্রিবেণু ছিল---সর্প এবং কবচ ও উষ্ণীষে সে নদী আবৃত ছিল ॥২৯---৩১॥

বীরগণের আনন্দকারিণী এবং ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধিনী সেই ভীষণ রক্তনদী কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের যুদ্ধসম্মেলনে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥৩২॥

পরিঘতুল্যবাহুযুক্ত সেই বীরেরা বাহনরূপ নৌকাদ্বারা পরলোকবাহিনী অতি-ভীষণা সেই নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন ॥৩৩॥

(৩১) কবচোষ্ণীষশম্পাঢ্যা···পি, কবচোষ্ণীষসম্পন্না···সো। (৩৩) তাং নদীং পিতৃলোকায়···পি বা সো। (৩৫)·· ক্রোশদ্ভির্দয়িতৈরন্যে ভয়ার্ত্তা ন নিবর্ত্তিরে—নি।

নির্ম্মর্য্যাদে তথা যুদ্ধে বর্ত্তমানে ভয়ানকে।
অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ মোহয়াঞ্চক্রতুঃ পরান্ ॥৩৬॥
সা বধ্যমানা মহতী সেনা তব নরাধিপ !।
অমুহ্যত্তত্র তত্রৈব যোষিন্মদবশাদিব ॥৩৭॥
মোহয়িত্বা চ তাং সেনাং ভীমসেনধনঞ্জয়ৌ।
দধ্মতুর্বারিজৌ তত্র সিংহনাদাংশ্চ চক্রতুঃ ॥৩৮॥
শ্রুত্বৈব তু মহাশব্দং ধৃষ্টদ্যুম্নশিখণ্ডিনৌ।
ধর্ম্মরাজং পুরস্কৃত্য মদ্ররাজমভিদ্রুতৌ ॥৩৯॥
তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম ঘোররূপং মহদ্ভয়ম্।
শল্যেন সঙ্গতাঃ শূরা যদযুধ্যন্ত ভাগশঃ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

বর্ত্তেতি। নির্ম্মর্য্যাদে নিয়মশূন্যে। চতুর্ণামঙ্গানাং হস্ত্যশ্বরথপদাতীনাং ক্ষয়ো যস্মিন্ তত্র। ব্যাক্রোশন্ উচ্চৈরাহ্বয়ন্। ক্রোশদ্ভিরাহ্বয়দ্ভিঃ। নিববর্ত্তিরে যুদ্ধান্নিবর্ত্তিতাঃ। সকর্ম্মকত্বমার্ষম্ ॥৩৪—৩৫॥

নিরিতি। মোহয়াঞ্চক্রতুঃ অনবরতসংহারেণেতি ভাবঃ ॥৩৬॥

সেতি। যোষিন্নারী, মদবশাৎ মদ্যপানাদিনিবন্ধনমত্ততাবশাৎ ॥৩৭॥

মোহয়িত্বেতি। তাং কৌরবীম্। দধ্মতুর্বাদয়ামাসতুঃ, বারিজৌ শঙ্খৌ ॥৩৮॥

শ্রুত্বেতি। অভিদ্রুতৌ দ্রুতমভিগতৌ, জয়ানুমানেন জয়াভিলাষাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৯॥

শত্রুসন্তাপক নরনাথ! হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিনাশক, দেবাসুরযুদ্ধের তুল্য ভীষণ ও নিয়ম শূন্য সেইরূপ যুদ্ধ চলিতে লাগিলে, নানাস্থানে অনেকে বান্ধবগণকে ডাকিতে লাগিল এবং বান্ধবেরা ডাকিতে থাকিয়া অন্য ভয়ার্ত্ত বন্ধুবর্গকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিল ॥৩৪---৩৫॥

নিয়মশূন্য সেইরূপ ভয়ানক যুদ্ধ চলিতে লাগিলে, ভীম ও অর্জ্জুন অনবরত সংহার করিতে থাকিয়া বিপক্ষগণকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন ॥৩৬॥

নরনাথ! ভীম ও অর্জ্জুন বধ করিতে লাগিলে, আপনার বিশাল সেনা--মত্ততাবশতঃ নারীর ন্যায় সেই সেই স্থানে মুগ্ধ হইয়া পড়িল ॥৩৭॥

ভীম ও অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যকে মোহিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

তাঁহাদের সেই বিশাল শব্দ শুনিয়াই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী যুধিষ্ঠিরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৯॥

(৩৭)···সেনা তব জনাধিপ! পি বা সো। (৩৮)···সিংহনাদাংশ্চ নেদতুঃ—পি বা সো। (৪০)···ঘোররূপং বিশাংপতে!···পি বা সো।

মাদ্রীপুত্রৌ তু রভসৌ কৃতাস্ত্রৌ যুদ্ধদুর্ম্মদৌ।
অভ্যয়াতাং ত্বরাযুক্তৌ জিগীষন্তৌ বলং তব ॥৪১॥
ততো ন্যবর্ত্তত বলং তাবকং ভরতর্ষভ!।
শরৈঃ প্রণুন্নং বহুধা পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভিঃ ॥৪২॥
বধ্যমানা চমূঃ সা তু পুত্রাণাং প্রেক্ষতাং তব।
ভেজে দশ দিশো রাজন্! প্রণুন্না শরবৃষ্টিভিঃ ॥৪৩॥
হাহাকারো মহান্ জজ্ঞে যোধানাং তব ভারত!।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাপ্যাসীৎ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥৪৪॥
ক্ষত্রিয়াণাং তদান্যোন্যং সংযুগে জয়মিচ্ছতাম্।
প্রাদ্রবন্নেব ভগ্নাস্তে পাণ্ডবৈস্তব সৈনিকাঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। সঙ্গতা মিলিতাঃ। ভাগশঃ অংশে অংশে ॥৪০॥

মাদ্রীতি। রভসৌ বেগবন্তৌ, কৃতাস্ত্রৌ শিক্ষিতসর্বাস্ত্রৌ, জিগীষন্তৌ জেতুমিচ্ছন্তৌ ॥৪১॥

তত ইতি। প্রণুন্নং নিপীড়িতম্। জিতকাশিভিঃ পূর্ববদ্ব্যাখ্যানাদ্বিজয়শোভিভিঃ ॥৪২॥

বধ্যেতি। প্রেক্ষতাং পশ্যতাম্। অনাদরে ষষ্ঠী ॥৪৩॥

হাহেতি। তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি শব্দশ্চেতি শেষঃ ॥৪৪॥

ক্ষত্রিয়াণামিতি। ইয়মপ্যনাদরে ষষ্ঠী। প্রাদ্রবন্ পলায়ন্ত ॥৪৫॥

তখন আমরা একটা আশ্চর্য্য ও অতিভীষণ ব্যাপার দেখিলাম যে, বিপক্ষবীরেরা শল্যের সহিত মিলিত হইয়া ভাগে ভাগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৪০॥

এই সময়ে সর্বাস্ত্রে সুশিক্ষিত, যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ, বেগবান্ ও ত্বরান্বিত নকুল এবং সহদেব আপনার সৈন্য জয় করিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার দিকে আসিতে থাকিলেন ॥৪১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর বিজয়শোভী পাণ্ডবেরা বাণদ্বারা পীড়ন করিতে লাগিলে, আপনার সৈন্যেরা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি পাইল ॥৪২॥

রাজা! পাণ্ডবেরা বাণ বর্ষণ করিয়া পীড়ন ও সংহার করিতে থাকিলে, আপনার সৈন্যেরা আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৪৩॥

ভরতনন্দন! ক্রমে আপনার যোদ্ধাদের মধ্যে বিশাল হাহাকার হইতে থাকিল এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণের মধ্যেও 'থাক থাক' এইরূপ শব্দ হইতে লাগিল ॥৪৪॥

তখন উভয়পক্ষের ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে পরস্পর জয় করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন;

(৪২) ততোঽভ্যাবর্ত্তত বলম্...নি। (৪৩)...ভেজে দিশো মহারাজ! প্রণুন্না দৃঢ়ধন্বিভিঃ—পি,...ভেজে দিশো মহারাজ! বা সো। (৪৪) দ্রাবিতানাং মহাত্মনাম্—পি নি।

ত্যক্ত্বা যুদ্ধে প্রিয়ান্ পুত্রান্ ভ্রাতৄনথ পিতামহান্।
মাতুলান্ ভাগিনেয়াংশ্চ বয়স্যানপি ভারত ! ॥৪৬॥
হয়ান্ দ্বিপাংস্ত্বরয়ন্তো যোধা জগ্মুঃ সমন্ততঃ।
আত্মত্রাণকৃতোৎসাহাস্তাবকা ভরতর্ষভ ! ॥৪৭॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—-:৹:—

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

—:-০-:—

সঞ্জয় উবাচ।

তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
উবাচ সারথিং তূর্ণং চোদয়াশ্বান্ মনোজবান্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ত্যক্ত্বেতি। বয়স্যান্ সখীন্। আত্মত্রাণে আত্মরক্ষায়াং কৃতোৎসাহাঃ ॥৪৬—৪৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—১৭॥ তালানাং তালফলানাম্ ॥১৮—৩৪॥ ন নিবর্ত্তিরে ন বিবর্ত্তিতাঃ ॥৩৫—৪৭॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

কিন্তু পাণ্ডবকর্ত্তৃক পরাজিত আপনার সেই সৈন্যেরা তাঁহাদের সমক্ষেই পলায়ন করিতে থাকিল ॥৪৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ভরতনন্দন ! আপনার যোদ্ধারা আত্মরক্ষায় অভিলাষী হইয়া হস্তী ও অশ্বগণকে বেগে চালাইতে থাকিয়া রণস্থলে প্রিয় পুত্র, ভ্রাতা, পিতামহ, মাতুল, ভাগিনেয় ও বয়স্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া সকল দিকে গমন করিতে লাগিল' ॥৪৬---৪৭॥

(৪৬)···ভাগিনেয়াংশ্চ তথা সম্বন্ধিবান্ধবান্—পি বা সো। (৪৭)···জগ্মুঃ সহস্রশঃ··· পি। * '···নবমোঽধ্যায়ঃ' পি বা সো, '···অষ্টমোঽধ্যায়ঃ' নি। (১)···চোদয়াশ্বান্ মহাজবান্—নি।

এষ তিষ্ঠতি বৈ রাজা পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন পাণ্ডুরেণ বিরাজতা ॥২॥
অত্র মাং প্রাপয় ক্ষিপ্রং পশ্য মে সারথে! বলম্।
ন সমর্থা হি মে পার্থাঃ স্থাতুমদ্য পুরো যুধি ॥৩॥
এবমুক্তস্ততঃ প্রায়ান্মদ্ররাজস্য সারথিঃ।
যত্র রাজা সত্যসন্ধো ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪॥
আপতত্তচ্চ সহসা পাণ্ডবানাং মহদ্বলম্।
দধারৈকো রণে শল্যো বেলোদ্ধূতমিবার্ণবম্ ॥৫॥
পাণ্ডবানাং বলৌঘস্তু শল্যমাসাদ্য মারিষ!।
ব্যতিষ্ঠত তদা যুদ্ধে সিন্ধোর্বেগ ইবাচলম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। প্রভগ্নং বিশ্লিষ্টম্। চোদয় প্রেরয়, মনস ইব জবো বেগো যেষাং তান্ ॥১॥
এষ ইতি। ছত্রেণেতি বিশেষণে তৃতীয়া, পাণ্ডুরেণ শুভ্রেণ ॥২॥
অত্রেতি। প্রাপয় নয়। পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ, পুরঃ অগ্রতঃ ॥৩॥
এবমিতি। প্রায়াদগচ্ছৎ। সত্যা সন্ধা প্রতিজ্ঞা যস্য সঃ ॥৪॥
আপতদিতি। আপতদাগচ্ছৎ। বেলা তীরম্, উদ্ধূতমুদ্বেলিতম্ ॥৫॥
পাণ্ডবানামিতি। বলৌঘঃ সৈন্যসমূহঃ। সিন্ধোঃ সমুদ্রস্য, অচলং পর্ব্বতম্ ॥৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! কৌরবসৈন্য ভগ্ন হইয়াছে দেখিয়া প্রতাপশালী শল্য সারথিকে কহিলেন—'তুমি মনের ন্যায় বেগবান্ অশ্বগুলিকে সত্বর চালাও ॥১॥

এই পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির রহিয়াছেন; কোন ভৃত্য উঁহার মস্তকের উপরে সুন্দর শুভ্রবর্ণ একটা ছত্র ধারণ করিয়াছে ॥২॥

সারথি! সত্বর আমাকে উঁহার সম্মুখে লইয়া চল, আমার শক্তি দেখ। পাণ্ডবেরা আজ যুদ্ধে আমার সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইবে না' ॥৩॥

শল্য এইরূপ বলিলে, সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যেখানে ছিলেন, শল্যের সারথি সেই দিকে গমন করিল ॥৪॥

তখন পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্য বেগে উপস্থিত হইলে, তীর যেমন উদ্বেলিত সমুদ্রকে ধারণ করে, তেমন এক শল্যই সেই সৈন্যকে ধারণ করিলেন ॥৫॥

মাননীয় রাজা! সমুদ্রের বেগ যেমন পর্বত পাইয়া দাঁড়ায়, তেমন পাণ্ডবসৈন্য-সমূহ শল্যকে পাইয়া দাঁড়াইল ॥৬॥

(২) এষ তিষ্ঠতি রাজেন্দ্রঃ পাণ্ডুরেণ ··পি। (৫) আপতত্তচ্চ সহসা·· বেলোদ্বৃত্তম্ ···নি।

মদ্ররাজন্তু সমরে দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় বিষ্ঠিতম্ ।
কুরবঃ সংন্যবর্ত্তন্ত মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনম্ ॥৭॥
তেষু রাজন্ ! নিবৃত্তেষু ব্যূঢ়ানীকেষু সর্বশঃ ।
প্রাবর্ত্তত মহারৌদ্রঃ সংগ্রামঃ শোণিতোদকঃ ॥৮॥
সমার্চ্ছচ্চিত্রসেনন্তু নকুলো যুদ্ধদুর্ম্মদঃ ।
তৌ পরস্পরমাসাদ্য চিত্রকার্ম্মুকধারিণৌ ॥৯॥
মেঘাবিব যথোদ্বৃত্তৌ দক্ষিণোত্তরবর্ষিণৌ ।
শরতোয়ৈঃ সিষিচতুস্তৌ পরস্পরমাহবে ।
নান্তরং তত্র পশ্যামঃ পাণ্ডবস্যেতরস্য বা ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
উভৌ কৃতাস্ত্রৌ বলিনৌ রথচর্য্যাবিশারদৌ ।
পরস্পরবধে যত্তৌ ছিদ্রান্বেষণতৎপরৌ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

মদ্রেতি। বিষ্ঠিতমবস্থিতম্। নিবর্ত্তনং যুদ্ধান্নিবৃত্তিহেতুম্ ॥৭॥

তেম্বিতি। ব্যূঢ়ং ব্যূহরূপেণ সন্নিবেশিতম্ অনীকং সৈন্যং যৈস্তেষু। শোণিতমিবোদকং যত্র সঃ ॥৮॥

সমিতি। সমার্চ্ছদপীড়য়ৎ, চিত্রসেনং নাম কর্ণপুত্রম্। যথাশব্দস্থিতেরিবশব্দঃ সন্তান নায়াম্। উদ্বৃত্তৌ উদ্ধতৌ। অন্তরং ভেদম্। ইতরস্য চিত্রসেনস্য। ষট্পাদঃ ॥৯—১০॥

উভাবিতি। কৃতাস্ত্রৌ শিক্ষিতসর্বাস্ত্রৌ। যত্তৌ যত্নবন্তাবভবতাম্ ॥১১॥

শল্য যুদ্ধের জন্য অবস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া কৌরবেরা মৃত্যুকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তির কারণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥৭॥

রাজা ! কৌরবেরা ব্যূহ রচনা করিয়া সকল দিক্ হইতে ফিরিয়া আসিলে, অতিভীষণ যুদ্ধ লাগিয়া গেল ; তাহাতে জলের ন্যায় রক্তের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল ॥৮॥

তখন যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ নকুল চিত্রসেনকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে দুইটা মেঘের ন্যায় উদ্ধত ও বিচিত্রকার্ম্মুকধারী নকুল এবং চিত্রসেন পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া দক্ষিণ ও উত্তর দিকে বর্ষণ করিতে থাকিয়া বাণরূপ জলধারা যুদ্ধে পরস্পরকে সিক্ত করিতে লাগিলেন। তখন আমরা নকুল ও চিত্রসেনের কোন তারতম্য দেখিতে পাইলাম না ॥৯—১০॥

পরে সমস্ত অস্ত্রে সুশিক্ষিত, বলবান্ ও রথচর্য্যাবিশারদ নকুল এবং চিত্রসেন

(৭)…যুদ্ধায় ধিষ্ঠিতম্…বা সো নি। (৮)…ব্যূঢ়ানীকেষু ভারত !…পি,…ব্যূঢ়ানীকেন ভাগশঃ…বা সো। (১০)…যথোদ্ধূতৌ…পি। (১১) উভৌ কৃতাস্ত্রবলিনৌ…পি।

চিত্রসেনস্তু ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ।
নকুলস্য মহারাজ! মুষ্টিদেশেঽচ্ছিনদ্ধনুঃ ॥১২॥
অথৈনং ছিন্নধন্বানং রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ত্রিভিঃ শরৈরসংভ্রান্তো ললাটে বৈ সমার্পয়ৎ ॥১৩॥
হয়াংশ্চাস্য শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রেষয়ামাস মৃত্যবে।
তথা ধ্বজং সারথিঞ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিরপাতয়ৎ ॥১৪॥
স শত্রুভুজনির্ম্মুক্তৈর্ললাটস্থৈস্ত্রিভিঃ শরৈঃ।
নকুলঃ শুশুভে রাজন্! ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্বতঃ ॥১৫॥
স চ্ছিন্নধন্বা বিরথঃ খড়্গমাদায় চর্ম্ম চ।
রথাদবাতরদ্বীরঃ শৈলাগ্রাদিব কেশরী ॥১৬॥
পদ্ভ্যামাপততস্তস্য শরবৃষ্টিং সমাসৃজৎ।
নকুলোঽপ্যগ্রসত্তাং বৈ চর্ম্মণা লঘুবিক্রমঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

চিত্রেতি। পীতেন চিরতৈলাভ্যঞ্জনাৎ পীতবর্ণেন প্রাক্‌পীতরক্তেন বা ॥১২॥

অথেতি। রুক্মপুঙ্খৈঃ স্বর্ণখচিতমূলদেশৈঃ। অসংভ্রান্তঃ অব্যস্তঃ, সমার্পয়দপীড়য়ৎ ॥১৩॥

হয়ানিতি। অস্য নকুলস্য। অপাতয়ৎ চিত্রসেন ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥১৪॥

স ইতি। শত্রুণা চিত্রসেনেন ভুজাভ্যাং নির্ম্মুক্তৈর্নিক্ষিপ্তৈঃ। ত্রীণি শৃঙ্গাণি যস্য সঃ ॥১৫॥

স ইতি। বিরথঃ অশ্বনাশেন রথচলনশূন্যঃ। বীরো নকুলঃ ॥১৬॥

পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইয়া পরস্পরকে বধ করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন ॥১১॥

মহারাজ! ক্রমে চিত্রসেন পীতবর্ণ ও সুধার একটা ভল্লদ্বারা নকুলের ধনুখানাকে মুষ্টিদেশে ছেদন করিলেন ॥১২॥

তৎপরে চিত্রসেন ধীর-স্থির থাকিয়া স্বর্ণপুঙ্খ ও শিলাশাণিত তিনটা বাণদ্বারা ছিন্নধন্বা নকুলের ললাটদেশে পীড়ন করিলেন ॥১৩॥

পরে তিনি চারিটা তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা নকুলের চারিটা অশ্বকে বিনাশ করিলেন এবং তিন তিনটা বাণদ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন ॥১৪॥

রাজা! তখন নকুল চিত্রসেনবাহুনিক্ষিপ্ত ললাটস্থিত সেই তিনটা বাণদ্বারা শৃঙ্গত্রয়যুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৫॥

পরে ছিন্নধন্বা ও রথবিহীন বীর নকুল খড়্গ ও চর্ম্ম লইয়া—সিংহ যেমন পর্বতাগ্র হইতে অবতরণ করে, সেইরূপ রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥১৬॥

(১৭)...অবাসৃজৎ। নকুলঃ প্রাধমস্তদ্বৈ...পি।

চিত্রসেনরথং প্রাপ্য চিত্রযোধী জিতশ্রমঃ।
আরুরোহ মহাবাহুঃ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥১৮॥
সকুণ্ডলং সমুকুটং সুনসং স্বায়তেক্ষণম্।
চিত্রসেনশিরঃ কায়াদপাহরত পাণ্ডবঃ।
স পপাত রথাত্তস্মাদ্দিবাকরসমদ্যুতিঃ ॥১৯॥
চিত্রসেনশিরস্তত্তু দৃষ্ট্বা তত্র মহারথাঃ।
সাধুবাদস্বনাংশ্চক্রুঃ সিংহনাদাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥২০॥
বিশস্তং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা কর্ণপুত্রৌ মহারথৌ।
সুশর্ম্মা সত্যসেনশ্চ মুঞ্চন্তৌ বিবিধান্ শরান্ ॥২১॥
ততোঽভ্যধাবতাং তূর্ণং পাণ্ডবং রথিনাং বরম্।
জিঘাংসন্তৌ যথা নাগং ব্যাঘ্রৌ রাজন্! মহাবনে ॥২২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পস্ত্যামিতি। আপতত আগচ্ছতঃ। অগ্রসৎ গ্রাসেনেব ব্যনাশয়ৎ ॥১৭॥

চিত্রেতি। চিত্রযোধী নকুলঃ। আরুরোহ চিত্রসেনরথমেব ॥১৮॥

সেতি। শোভনা নাসা যস্য তৎ, শোভনে আয়তে দীর্ঘে চ ঈক্ষণে যস্য তৎ। ষট্পাদো‍ঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

চিত্রেতি। মহারথাঃ পাণ্ডবপক্ষীয়াঃ। পুষ্কলান্ প্রচুরান্ ॥২০॥

বিশস্তমিতি। বিশস্তং নিহতম্। জিঘাংসন্তৌ হন্তুমিচ্ছন্তৌ ॥২১—২২॥

ক্রমে নকুল পাদচারে আসিতে লাগিলে, চিত্রসেন তাঁহার উপরে বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; তখন দ্রুতগামী নকুলও চর্ম্মদ্বারা তাহা নিবারণ করিতে থাকিলেন ॥১৭॥

তদনন্তর বিচিত্রযোধী ও শ্রমবিজয়ী মহাবাহু নকুল চিত্রসেনের রথের নিকটে যাইয়া সমস্ত সৈন্যের সমক্ষেই তাহাতে আরোহণ করিলেন ॥১৮॥

পরে নকুল কুণ্ডল ও মুকুটযুক্ত, সুন্দরনাসিকাসমন্বিত এবং মনোহর ও দীর্ঘনয়নশালী চিত্রসেনের মস্তকটী দেহ হইতে অপহরণ করিলেন। তখন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী চিত্রসেন রথ হইতে পতিত হইলেন ॥১৯॥

সেই সময়ে পাণ্ডবপক্ষের মহারথেরা চিত্রসেনের সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়া নকুলের প্রচুর সাধুবাদ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥২০॥

রাজা! এদিকে ভ্রাতা চিত্রসেনকে নিহত দেখিয়া কর্ণপুত্র মহারথ সুশর্ম্মা ও সত্যসেন নানাবিধ বাণক্ষেপ করিতে থাকিয়া রথিশ্রেষ্ঠ নকুলকে বধ করিবার ইচ্ছা

(১৯)···রথোপস্থে দিবাকরসমপ্রভঃ—পি। (২২) · রথিনাং বরো ··পি সো।

তাবভ্যেত্য মহাবাহূ দ্বাবপ্যতিমহারথৌ।
শরৌঘান্ সম্যগস্যন্তৌ জীমূতৌ সলিলং যথা ॥২৩॥
স শরৈঃ সর্বতো বিদ্ধঃ প্রহৃষ্ট ইব পাণ্ডবঃ।
অন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় রথমারুহ্য বেগবান্।
অতিষ্ঠত রণে বীরঃ ক্রুদ্ধরূপ ইবান্তকঃ ॥২৪॥
তস্য তৌ ভ্রাতরৌ রাজন্! শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
রথং বিশকলীকর্ত্তুং সমারব্ধৌ বিশাংপতে! ॥২৫॥
ততঃ প্রহস্য নকুলশ্চতুর্ভিশ্চতুরো রণে।
জঘান নিশিতৈর্বাণৈঃ সত্যসেনস্য বাজিনঃ ॥২৬॥
ততঃ সন্ধায় নারাচং রুক্মপুঙ্খং শিলাশিতম্।
ধনুশ্চিচ্ছেদ রাজেন্দ্র! সত্যসেনস্য পাণ্ডবঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। অস্যন্তৌ ক্ষিপন্তাবভবতামিতি শেষঃ, জিমূতৌ মেঘৌ ॥২৩॥

স ইতি। পাণ্ডবো নকুলঃ। রথমশ্বহীনমেব। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৪॥

তস্যেতি। বিশকলীকর্ত্তুং খণ্ডখণ্ডীকর্ত্তুম, "ভিত্তং শকলখণ্ডে বা" ইত্যমরঃ ॥২৫॥

তত ইতি। চতুর্ভির্বাণৈঃ, চতুরো বাজিনো জঘানেতি সম্বন্ধঃ ॥২৬॥

তত ইতি। রুক্মপুঙ্খং স্বর্ণখচিতমূলদেশম্, শিলয়া তদ্‌ঘর্ষণেন শিতং সুধারীকৃতম্ ॥২৭॥

করিয়া—দুইটা ব্যাঘ্র যেমন একটা হস্তীর দিকে ধাবিত হয়, তেমন নকুলের দিকে সত্বর ধাবিত হইলেন ॥২১—২২॥

মহাবাহু ও অতিমহারথ সেই সুশর্ম্মা ও সত্যসেন নিকটবর্ত্তী হইয়া—মেঘ যেমন জল বর্ষণ করে, সেইরূপ সমীচীনভাবে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

তখন বীর ও বেগবান্ নকুল তাঁহাদের বাণে সকল দিকে বিদ্ধ হইয়াও যেন হৃষ্ট থাকিয়া অন্য ধনু লইয়া সেই রথেই আরোহণ করিয়া ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

নরনাথ রাজা! সেই সময়ে সুশর্ম্মা ও সত্যসেন দুই ভ্রাতা নতপর্ব্ব বাণসমূহদ্বারা নকুলের রথখানাকে খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২৫॥

তদনন্তর নকুল হাস্য করিয়া সুধার চারিটা বাণদ্বারা সত্যসেনের চারিটা অশ্বকে বধ করিলেন ॥২৬॥

(২৩) তাবভ্যবর্ষতাং তীক্ষ্ণৈর্ব্বাবপ্যেনং মহারথম্—পি বর্দ্ধ বা। (২৫)… রথং বিশকলীকৃত্য নর্দ্দন্তৌ দ্বৌ…পি।

অথান্যং রথমাস্থায় ধনুরাদায় চাপরম্।
সত্যসেনঃ সুশর্ম্মা চ পাণ্ডবং পর্য্যধাবতাম্ ॥২৮॥
অবিধ্যত্তাবসংভ্রান্তো মাদ্রীপুত্রঃ প্রতাপবান্।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং মহারাজ ! শরাভ্যাং রণমূর্দ্ধনি ॥২৯॥
সুশর্ম্মা তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবস্য মহদ্ধনুঃ।
চিচ্ছেদ প্রহসন্ যুদ্ধে ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ ॥৩০॥
অথান্যদ্ধনুরাদায় নকুলঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
সুশর্ম্মাণং পঞ্চভির্বিদ্ধা ধ্বজমেকেন চিচ্ছিদে ॥৩১॥
সত্যসেনস্য চ ধনুর্হস্তাবাপঞ্চ মারিষ ! ।
চিচ্ছেদ তরসা যুদ্ধে তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। অন্যরথাস্থানং ধনুরাদানঞ্চ সত্যসেনস্যৈব, তস্য তয়োরভাবাৎ ॥২৮॥
অবিধ্যদিতি। অসংভ্রান্তঃ অব্যস্তঃ, মাদ্রীপুত্রো নকুলস্তৎপ্রকরণাৎ ॥২৯॥
সুশর্ম্মেতি। পাণ্ডবস্য নকুলস্য। ক্ষুরপ্রেণ তদাখ্যেন বাণেন ॥৩০॥
অথেতি। ক্রোধেন মূর্চ্ছিতঃ অতীবোত্তেজিতঃ। তৃতীয়পাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥৩১॥
সত্যেতি। হস্তাবাপং হস্তাবরণম্। তরসা বলেন। উচ্চুক্রুশুঃ কোলাহলং চক্রুঃ ॥৩২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তৎপরে আবার নকুল স্বর্ণপুঙ্খ ও শিলাশাণিত একটা নারাচ সন্ধান করিয়া সত্যসেনের ধনু ছেদন করিলেন ॥২৭॥

তাহার পর সত্যসেন অন্য রথে আরোহণ করিয়া এবং অন্য ধনু লইয়া নকুলের দিকে ধাবিত হইলেন, আর সুশর্ম্মাও তাঁহার প্রতি বেগে যাইতে লাগিলেন ॥২৮॥

মহারাজ ! তখন প্রতাপশালী নকুল ধীর-স্থির থাকিয়া দুই দুই বাণে রণস্থলে সুশর্ম্মা ও সত্যসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৯॥

তদনন্তর মহারথ সুশর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করিতে থাকিয়া একটা ক্ষুরপ্রদ্বারা নকুলের বিশাল ধনু ছেদন করিলেন ॥৩০॥

তাহার পর নকুল ক্রোধে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া অন্য ধনু লইয়া পাঁচটা বাণদ্বারা সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥৩১॥

এবং মাননীয় রাজা ! তিনি বলপূর্ব্বক সত্যসেনের ধনু ও হস্তাবরণ ছেদন করিলেন ; তখন সমস্ত লোক কোলাহল করিয়া উঠিল ॥৩২॥

(৩০) সুষেণস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ…পি বর্দ্ধ। সুষেণস্য পূর্বং…নিহতত্বাত্তৎ পাঠো ন যুক্তঃ।
(৩১)…সুষেণং পঞ্চভির্বিদ্ধা…পি বর্দ্ধ।

অথান্যদ্ধনুরাদায় শত্রুঘ্নং ভারসাধনম্।
শরৈঃ সংছাদয়ামাস সমন্তাৎ পাণ্ডুনন্দনম্ ॥৩৩॥
সন্নিবার্য্য তু তান্ বাণান্ নকুলঃ পরবীরহা।
সত্যসেনসুশর্ম্মাণৌ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামবিধ্যত ॥৩৪॥
তাবেনং প্রত্যবিধ্যেতাং পৃথক্ পৃথগজিহ্মগৈঃ।
সারথিঞ্চাস্য রাজেন্দ্র! শিতৈর্বিবিধতুঃ শরৈঃ ॥৩৫॥
সত্যসেনো রথেশাস্তু নকুলস্য ধনুস্তথা।
পৃথক্ শরাভ্যাং চিচ্ছেদ কৃতহস্তঃ প্রতাপবান্ ॥৩৬॥
স রথেঽতিরথস্তিষ্ঠন্ রথশক্তিং পরামৃশৎ।
স্বর্ণদণ্ডামকুণ্ঠাগ্রাং তৈলধৌতাং সুনির্ম্মলাম্ ॥৩৭॥
লেলিহানামিব বিভো! নাগকন্যাং মহাবিষাম্।
সমুদ্যম্য চ চিক্ষেপ সত্যসেনস্য সংযুগে ॥৩৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অথেতি। ভারসাধনং শত্রুনিবারণনিষ্পাদকম্। সংছাদয়ামাস সত্যসেনঃ ॥৩৩॥
সন্নিবার্য্যেতি। পরবীরহা বিপক্ষবীরহন্তা। দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং শরাভ্যাম্ ॥৩৪॥
তাবিতি। অজিহ্মগৈর্বাণৈঃ। শিতৈঃ সুধারৈঃ ॥৩৫॥
সত্যেতি। রথস্য ঈশাং দীর্ঘদণ্ডম্। কৃতহস্তঃ শিক্ষিতহস্তঃ ॥৩৬॥
স ইতি। পরামৃশৎ অগৃহ্লাৎ। অকুণ্ঠাগ্রাং দৃঢ়ধারাম্, তৈলেন ধৌতাং পরিষ্কৃতাম্। লেলিহানাং পুনঃ পুনর্বায়ুমাস্বদমানাং পুনঃ পুনর্জিহ্বাং বহিষ্কুর্বতীমিত্যর্থঃ। সত্যসেনস্যোপরি ॥৩৭—৩৮॥

পরে সত্যসেন শত্রুনাশক ও শত্রুনিবারক অন্য ধনু লইয়া বাণদ্বারা সকল দিকে নকুলকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥৩৩॥

তখন বিপক্ষবীরহন্তা নকুল সেই বাণগুলিকে নিবারণ করিয়া দুই দুই বাণে সুশর্ম্মা ও সত্যসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ! পরে তাঁহারাও বাণদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ভাবে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন এবং সুধার বাণসমূহদ্বারা নকুলের সারথিকেও তাড়ন করিলেন ॥৩৫॥

শিক্ষিতহস্ত ও প্রতাপশালী সত্যসেন দুইটা বাণদ্বারা নকুলের রথদণ্ড এবং ধনু পৃথক্ভাবে ছেদন করিলেন ॥৩৬॥

রাজা! তখন অতিরথ নকুল রথে থাকিয়াই স্বর্ণদণ্ডা, দৃঢ়ধারা, তৈলমার্জ্জিতা, অতিনির্ম্মলা এবং লেলিহানা ও মহাবিষা সর্পতনয়ার তুল্যা রথশক্তি গ্রহণ করিলেন এবং তাহা তুলিয়া সত্যসেনের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৭—৩৮॥

সা তস্য হৃদয়ং সংখ্যে বিভেদ শতধা নৃপ ! ।
স পপাত রথাদ্ভূমিং গতসত্ত্বোঽল্পচেতনঃ ॥৩৯॥
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা সুশর্ম্মা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
চকার সহসা সংখ্যে নকুলং বিরথং ততঃ ।
অভ্যবর্ষচ্ছরৈস্তূর্ণং পাদাতং পাণ্ডুনন্দনম্ ॥৪০॥
নকুলং বিরথং দৃষ্ট্বা দ্রৌপদেয়ো মহারথঃ ।
সুতসোমোঽভিদুদ্রাব পরীপ্সন্ পিতরং রণে ॥৪১॥
ততোঽধিরুহ্য নকুলঃ সুতসোমস্য তং রথম্ ।
শুশুভে ভরতশ্রেষ্ঠো গিরিস্থ ইব কেশরী ।
সোঽন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় সুশর্ম্মাণমযোধয়ৎ ॥৪২॥
তাবুভৌ শরবর্ষাভ্যাং সমাসাদ্য পরস্পরম্ ।
পরস্পরবধে যত্নং চক্রতুঃ সুমহারথৌ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। পপাত জগাম। গতসত্ত্বো নিশ্চেষ্টঃ ॥৩৯॥

ভ্রাতরমিতি। ক্রোধেন মূর্চ্ছিত উত্তেজিতঃ। পাদাতং পাদচারিণম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥

নকুলমিতি। দ্রৌপদেয়ো দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রঃ। পরীপ্সন্ রক্ষিতুমিচ্ছন্ ॥৪১॥

তত ইতি। অন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় সত্যসেনেন পূর্ব্বধনুষশ্ছেদনাৎ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪২॥

তাবিতি। তৌ নকুলসুশর্ম্মাণৌ। সমাসাদ্য প্রাপ্য ॥৪৩॥

রাজা ! সেই রথশক্তিটা যাইয়া সত্যসেনের বক্ষস্থল শতভাগে বিদীর্ণ করিল; তখন সত্যসেন নিশ্চেষ্ট ও অল্পচৈতন্য হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥৩৯॥

ভ্রাতা সত্যসেনকে নিহত দেখিয়া সুশর্ম্মা ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ নকুলকে রথবিহীন করিলেন এবং সত্বর পাদচারী নকুলের উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৪০॥

তখন নকুলকে রথবিহীন দেখিয়া দ্রৌপদীর গর্ভজাত মহারথ সুতসোম পিতা নকুলকে রক্ষা করিবার জন্য অতিবেগে তাঁহার নিকট গমন করিলেন ॥৪১॥

তাহার পর ভরতশ্রেষ্ঠ নকুল সুতসোমের সেই রথে আরোহণ করিয়া পর্বতস্থিত সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অন্য ধনু লইয়া সুশর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥৪২॥

(৪২)···শুশুভে ভরতশ্রেষ্ঠ !···পি।

সুশর্ম্মা তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবং বিশিখৈস্ত্রিভিঃ।
সুতসোমঞ্চ বিংশত্যা বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥৪৪॥
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ! নকুলঃ পরবীরহা।
শরৈস্তস্য দিশঃ সর্বাশ্ছাদয়ামাস বেগবান্ ॥৪৫॥
ততো গৃহীত্বা তীক্ষ্ণাগ্রমর্দ্ধচন্দ্রং সুতেজনম্।
স বেগযুক্তং চিক্ষেপ কর্ণপুত্রস্য সংযুগে ॥৪৬॥
তস্য তেন শিরঃ কায়াজ্জহার নৃপসত্তম!।
পশ্যতাং সর্ব্বসৈন্যানাং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥৪৭॥
স হতঃ প্রাপতদ্রাজন্! নকুলেন মহাত্মনা।
নদীবেগাদিবারুগ্ণস্তীরজঃ পাদপো মহান্ ॥৪৮॥
কর্ণপুত্রবধং দৃষ্ট্বা নকুলস্য চ বিক্রমম্।
প্রদুদ্রাব ভয়াৎ সেনা তাবকী ভরতর্ষভ! ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

সুশর্ম্মেতি। পাণ্ডবং নকুলম্। উরসি বক্ষসি, আর্পয়দপীড়য়ৎ ॥৪৪॥
তত ইতি। পরবীরহা বিপক্ষবীরহন্তা। তস্য সুশর্ম্মণঃ ॥৪৫॥
তত ইতি। অর্দ্ধচন্দ্রং নাম বাণম্, সুতেজনমতীবোজ্জ্বলম্ ॥৪৬॥
তস্যেতি। তস্য সুশর্ম্মণঃ, তেন অর্দ্ধচন্দ্রেণ। জহার নকুলঃ ॥৪৭॥
স ইতি। নদীবেগাৎ নদ্যা বেগেন মূলমৃত্তিকাহরণাৎ, আরুগ্ণো ভগ্নঃ ॥৪৮॥

ক্রমে মহারথ নকুল ও সুশর্ম্মা পরস্পরকে পাইয়া বাণবর্ষণদ্বারা পরস্পরের বধে যত্ন করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

তাহার পর সুশর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তিন বাণে নকুলের এবং বিংশতি বাণে সুতসোমের বাহুযুগলে ও বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৪৪॥

মহারাজ! তদনন্তর বেগবান্ ও বিপক্ষবীরহন্তা নকুল ক্রুদ্ধ হইয়া বাণদ্বারা সুশর্ম্মার সকল দিক্ আচ্ছাদন করিলেন ॥৪৫॥

তৎপরে তিনি তীক্ষ্ণধার, অত্যন্ত উজ্জ্বল ও বেগবান্ একটা অর্দ্ধচন্দ্রবাণ গ্রহণ করিয়া তাহা সুশর্ম্মার দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! নকুল সেই অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা সমস্ত সৈন্যের সমক্ষে সুশর্ম্মার দেহ হইতে মস্তকটী হরণ করিলেন; তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল ॥৪৭॥

রাজা! তখন সুশর্ম্মা মহাবলনকুলকর্তৃক নিহত হইয়া নদীবেগভগ্ন তীরজাত বিশাল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন ॥৪৮॥

(৪৫)…ছাদয়ামাস বীর্য্যবান্—নি। (৪৬)…অর্দ্ধচন্দ্রং সুতেজসম্…পি।

তাস্ত সেনাং মহারাজ ! মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্ ।
অপালয়দ্রণে শূরঃ সেনাপতিররিন্দমঃ ॥৫০॥
বিভীস্তস্থৌ মহারাজ ! ব্যবস্থাপ্য চ বাহিনীম্ ।
সিংহনাদং ভৃশং কৃত্বা ধনুঃশব্দঞ্চ দারুণম্ ॥৫১॥
তাবকাঃ সমরে রাজন্ ! রক্ষিতা দৃঢ়ধন্বনা ।
প্রত্যুদ্যযুররাতীংস্তে সমন্তাদ্বিগতব্যথাঃ ॥৫২॥
মদ্ররাজং মহেষ্বাসং পরিবার্য্য সমন্ততঃ ।
স্থিতা রাজন্ ! মহাত্মানো যোদ্ধুকামাঃ সমন্ততঃ ॥৫৩॥
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ।
যুধিষ্ঠিরং পুরস্কৃত্য হ্রীনিষেবমরিন্দমম্ ॥৫৪॥
পরিবার্য্য রণে বীরাঃ সিংহনাদং প্রচক্রিরে ।
বাণশব্দবরাংশ্চোগ্রান্ ক্ষ্বেড়াশ্চ বিবিধা মুহুঃ ॥৫৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কর্ণেতি। প্রদুদ্রাব দ্রুতং পলায়াঞ্চক্রে। তাবকী ত্বদীয়া ॥৪৯॥
তামিতি। প্রতাপবত্বাচ্ছূরত্বাদরিন্দমত্বাদেব চাপালয়দিত্যাশয়ঃ ॥৫০॥
বিভীরিতি। বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য সঃ। ব্যবস্থাপ্য স্থৈর্য্যেণ সন্নিবেশ্য ॥৫১॥
তাবকা ইতি। দৃঢ়ধন্বনা মদ্ররাজেন। বিগতব্যথা নির্ভয়াঃ ॥৫২॥
মদ্রেতি। ইষূন্ বাণান্ অস্যতি ক্ষিপত্যনেনেতি ইষ্বাসো ধনুঃ মহানিষ্বাসো যস্য তম্ ॥৫৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই সময়ে আপনার সৈন্যেরা কর্ণপুত্রের বধ ও নকুলের বিক্রম দেখিয়া ভয়বশতঃ বেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৪৯॥

মহারাজ ! প্রতাপশালী, বীর ও শত্রুদমনকারী সেনাপতি শল্য সেই সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥৫০॥

আর মহারাজ ! শল্য সৈন্যগণকে স্থাপনপূর্ব্বক বিশাল সিংহনাদ ও দারুণ ধনুষ্টঙ্কার করিয়া নির্ভয় হইয়া অবস্থান করিলেন ॥৫১॥

রাজা ! দৃঢ়ধন্বা শল্য রক্ষা করিতে লাগিলে, আপনার সৈন্যেরা নির্ভয় চিত্তে সকল দিক্ হইতে শত্রুগণের প্রতি ধাবিত হইল ॥৫২॥

নরনাথ ! সেই মহাবল সৈন্যেরা সকল দিকে মহাধনুর্দ্ধর শল্যকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধার্থী হইয়া সমস্ত দিকেই রহিল ॥৫৩॥

(৫১) অভীস্তস্থৌ...বর্দ্ধ। (৫৩)...স্থিতা রাজন্ ! মহাসেনা যোদ্ধুকামা...নি। (৫৫)...বাণশব্দবরান্...বর্দ্ধ,...বাণশব্দররাংস্তীব্রান্...নি।

তথৈব তাবকাঃ সর্বে মদ্রাধিপতিমঞ্জসা।
পরিবার্য্য সুসংরব্ধাঃ পুনর্যুদ্ধমরোচয়ন্ ॥৫৬॥
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধনম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনম্ ॥৫৭॥
যথা দেবাসুরং যুদ্ধং পূর্বমাসীদ্বিশাংপতে!।
অভীতানাং তথা রাজন্! যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনম্ ॥৫৮॥
ততঃ কপিধ্বজো রাজন্! হত্বা সংশপ্তকান্ রণে।
অভ্যধাবত তাং সেনাং কৌরবীং পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৫৯॥
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
অভ্যধাবন্ত তাং সেনাং বিসৃজন্তঃ শিতান্ শরান্ ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

সাত্যকিরিতি। পুরস্কৃত্য অগ্রবর্ত্তীকৃত্য, হ্রীনিষেবম্ অকার্য্যে লজ্জাশীলম্। ক্ষ্বেড়া বীরনাদান্, "বংশশল্যে সিংহনাদে ক্ষ্বেড়া না তু ধ্বনৌ বিষে" ইতি রুদ্রঃ ॥৫৪—৫৫॥

তথেতি। অঞ্জসা দ্রুতম্। সুসংরব্ধা অতীবক্রুদ্ধাঃ ॥৫৬॥

তত ইতি। নিবর্ত্তন্তে অনেনেতি নিবর্ত্তনং যুদ্ধান্নিবৃত্তিহেতুম্ ॥৫৭॥

যথেতি। অভীতানামুভয়সৈন্যানাম্, তথা যুদ্ধমাসীদিত্যনুবৃত্তিঃ ॥৫৮॥

তত ইতি। কপির্বানরো ধ্বজে যস্য স কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ ॥৫৯॥

আবার ওদিকেও বীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব লজ্জাশীল ও শত্রুদমনকারী যুধিষ্ঠিরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মুহুর্মুহু সিংহনাদ, ভীষণ বাণশব্দ ও নানাবিধ বীরনাদ করিতে লাগিলেন ॥৫৪—৫৫॥

মহারাজ! সেইরূপই আপনার পক্ষের যোদ্ধারা সকলেও ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুত যাইয়া শল্যকে পরিবেষ্টন করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল ॥৫৬॥

রাজা! তাহার পর আপনার পক্ষ ও পাণ্ডবপক্ষ মৃত্যুকে যুদ্ধনিবৃত্তির কারণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং সে যুদ্ধ ভীরুজনের ভয়বৃদ্ধি করিতে লাগিল ॥৫৭॥

নরনাথ রাজা! পূর্ব্বকালে দেবাসুরযুদ্ধ যেরূপ হইয়াছিল, তখন নির্ভয়চিত্ত উভয়সৈন্যের সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল; তাহাতে যমের রাজ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিল ॥৫৮॥

রাজা! তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন যুদ্ধে সংশপ্তকসৈন্য সংহার করিয়া সেই কৌরবসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫৯॥

---

(৫৯)···অভ্যদ্রবত তাং সেনাম্··· পি নি।

পাণ্ডবৈরবকীর্ণানাং সম্মোহঃ সমজায়ত।
ন চ জজ্ঞুরনীকানি দিশো বা বিদিশস্তথা ॥৬১॥
আপূর্য্যমাণা নিশিতৈঃ শরৈঃ পাণ্ডবচোদিতৈঃ।
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা কীর্য্যমাণা সমন্ততঃ।
কৌরব্যবধ্যত চমূঃ পাণ্ডুপুত্রৈর্মহারথৈঃ ॥৬২॥
তথৈব পাণ্ডবী সেনা শরৈ রাজন্! সমন্ততঃ।
রণেঽহন্যত পুত্রৈস্তে শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৬৩॥
তে সেনে ভৃশসন্তপ্তে বধ্যমানে পরস্পরম্।
ব্যাকুলে সমপদ্যেতাং বর্ষাসু সরিতাবিব ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পুরোগমঃ অগ্রগামী যেষাং তে। শিতান্ সুধারান্ ॥৬০॥

পাণ্ডবৈরিতি। অবকীর্ণানাং বাণৈঃ পীড়িতানাং কৌরবাণাম্। জজ্ঞুর্জ্ঞাতবন্তঃ ॥৬১॥

আপূর্য্যেতি। পাণ্ডবৈশ্চোদিতৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ। হতাঃ প্রবীরা যস্যাঃ সা। ষট্পাদো-ঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬২॥

তথেতি। পাণ্ডবানামিয়মিতি পাণ্ডবী। সমন্ততঃ সর্বাসু দিক্ষু ॥৬৩॥

ত ইতি। ব্যাকুলে অতীববিহ্বলে, সমপদ্যেতামভবতাম, সরিতৌ নদ্যৌ ॥৬৪॥

সেইরূপই ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি পাণ্ডবেরা সকলেও সুধার বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে কৌরবসৈন্যের দিকে বেগে আসিতে লাগিলেন ॥৬০॥

তৎকালে পাণ্ডবেরা অবিরত প্রহার করিতে লাগিলে, কৌরবসৈন্যগণের মোহ জন্মিল; তাহাতে তাহারা নিজ সৈন্য, দিক্ বা বিদিক্ কিছুই বুঝিতে পারিল না ॥৬১॥

পাণ্ডবনিক্ষিপ্ত সুধার বাণসমূহে কৌরবসৈন্যের সমস্ত অঙ্গ পূর্ণ হইতে লাগিল, প্রধান বীরেরা নিহত হইলেন, সাধারণ সৈন্যেরাও বিধ্বস্ত এবং সকল দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিল। এইভাবে মহারথ পাণ্ডবেরা কৌরবসৈন্য বধ করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

রাজা! আপনার পুত্রেরাও বাণদ্বারা যুদ্ধে সকল দিকে সেইরূপই শত শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্য বধ করিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

ক্রমে সেই উভয়সৈন্যই পরস্পর নিহত ও গুরুতর সন্তপ্ত হইতে থাকিয়া বর্ষাকালে দুইটা নদীর ন্যায় অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল ॥৬৪॥

---

(৬১)···প্রদিশস্তথা—পি। (৬৪)···যুধ্যমানে পরস্পরম্। ব্যাকুলে চ সমত্যেতাম্ ···পি।

আবিবেশ ততস্তীব্রং তাবকানাং মহদ্ভয়ম্।
পাণ্ডবানাঞ্চ রাজেন্দ্র! তথাভূতে মহাহবে ॥৬৫॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি
শল্যবধে সঙ্কুলযুদ্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

নবমোঽধ্যায়ঃ।

—:-০-:—

সঞ্জয় উবাচ।
তস্মিন্ বিলুলিতে সৈন্যে বধ্যমানে পরস্পরম্।
দ্রবমাণেষু যোধেষু নিনদৎসু চ দন্তিষু ॥১॥
কূজতাং স্তনতাঞ্চৈব পদাতীনাং মহাহবে।
বিদ্রুতেষু মহারাজ! হয়েষু বহুধা তদা ॥২॥
প্রক্ষয়ে দারুণে জাতে সংহারে সর্বদেহিনাম্।
নানাশস্ত্রসমাবায়ে ব্যতিষক্তরথদ্বিপে ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

আবিবেশেতি। তথাভূতে অতিদারুণরূপে সতি, মহাহবে মহাযুদ্ধে ॥৬৫॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:০:—

তস্মিন্নিতি। বিলুলিতে ভয়েন বিকলীবৃতে। দ্রবমাণেষু পলায়মানেষু। কূজতাম্ অব্যক্তমার্ত্তনাদং কুর্বতাম্, স্তনতাং গর্জতাঞ্চ। বিদ্রুতেষু দ্রুতং পলায়িতেষু। নানাশস্ত্রাণাং

রাজশ্রেষ্ঠ! পরে মহাযুদ্ধ সেইরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিলে, আপনার পক্ষের ও পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধাদের তীব্র ও গুরুতর ভয় উপস্থিত হইল' ॥৬৫॥

—০:*:০—

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! উভয় সৈন্য পরস্পর নিহত ও ভয়বিকল হইতে লাগিলে, উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই পলায়ন করিতে থাকিলে, হস্তিগণ আর্ত্তনাদ করিতে

* '…দশমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '…নবমোঽধ্যায়ঃ' নি। (১)…বাজিষু দ্রবমাণেষু…পি। (৩)…ব্যতিষক্তে রথদ্বিপে—পি।

হর্ষণে যুদ্ধশৌণ্ডানাং ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধনে।
গাহমানেষু যোধেষু পরস্পরবধৈষিষু ॥৪॥
প্রাণাদানে মহাঘোরে বর্ত্তমানে দুরোদরে।
সংগ্রামে ঘোররূপে তু যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনে ॥৫॥
পাণ্ডবাস্তাবকং সৈন্যং ব্যধমন্ত শিতৈ শরৈঃ।
তথৈব তাবকা যোধা জঘ্নুঃ পাণ্ডবসৈনিকান্ ॥৬॥ (কুলকম্)
তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে যুদ্ধে ভীরুভয়াবহে।
পূর্ব্বাহ্ণে চৈব সংগ্রামে ভাস্করোদয়নং প্রতি ॥৭॥
লব্ধলক্ষ্যাঃ পরে রাজন্! রক্ষিতাশ্চ মহাত্মনা।
অযোধয়ংস্তব বলং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনম্ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
বলিভিঃ পাণ্ডবৈর্দৃপ্তৈর্লব্ধলক্ষ্যৈঃ প্রহারিভিঃ।
কৌরব্যসীদৎ পৃতনা মৃগীবাগ্নিসমাকুলা ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

সমাবায়ে সম্মেলনে, ব্যতিষক্তাঃ পরস্পরং মিলিতা রথা দ্বিপাশ্চ যত্র তত্র। যুদ্ধেষু শৌণ্ডানাং মত্তানাম্। গাহমানেষু পরানালোড়য়ৎসু। প্রাণা আদীয়ন্তে গৃহ্যন্তে যস্মিংস্তত্র। দুরোদরে দ্যূতরূপে। ব্যধমন্ত ন্যপীড়য়ন্ ॥১—৬॥

তস্মিন্নিতি। ভাস্করোদয়নং প্রতি সূর্য্যোদয়কালে। মহাত্মনা অর্জ্জুনেন ॥৭—৮॥

বলিভিরিতি। দৃপ্তৈর্দর্পান্বিতৈঃ। কৌরবাণামিয়মিতি কৌরবী, অসীদদবসন্নাভবৎ ॥৯॥

লাগিলে, পদাতিগণ অব্যক্ত আর্ত্তনাদ ও গর্জন করিতে থাকিলে, অশ্বগণ নানাভাবে বেগে পলায়ন করিতে লাগিলে, দারুণ লোকক্ষয় ও সমস্ত প্রাণীর সংহার চলিতে থাকিলে, নানাবিধ অস্ত্রের সংঘর্ষ এবং রথ ও হস্তীর পরস্পর সম্মেলন হইতে থাকিলে, যুদ্ধমত্তগণের আনন্দ ও ভীরুগণের ভয়বৃদ্ধি হইতে লাগিলে, যোদ্ধারা পরস্পর বধার্থী হইয়া উভয় সৈন্য আলোড়ন করিতে থাকিলে, প্রাণগ্রাহী মহাভীষণ যুদ্ধরূপ দ্যূতক্রীড়া চলিতে লাগিলে এবং যমরাজ্যবর্দ্ধক ভীষণ যুদ্ধ হইতে থাকিলে, পাণ্ডবেরা সুধার বাণদ্বারা আপনার সৈন্য পীড়ন করিতে লাগিলেন, আবার আপনার যোদ্ধারাও সেইরূপই পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিতে থাকিলেন ॥১—৬॥

রাজা! পূর্ব্বাহ্ণে সূর্য্যোদয়কালে ভীরুজনের ভয়াবহ সেইরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতে থাকিলে, অর্জ্জুনরক্ষিত বিপক্ষেরা লক্ষ্য পাইয়া মৃত্যুকে যুদ্ধনিবৃত্তির কারণ করিয়া আপনার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৭—৮॥

ক্রমে বলবান্, দর্পান্বিত, লক্ষ্যপ্রাপ্ত ও প্রহারনিপুণ পাণ্ডবগণের প্রতাপে অগ্নিবেষ্টিত হরিণীর ন্যায় কৌরবসেনা অবসন্ন হইয়া পড়িল ॥৯॥

তাং দৃষ্ট্বা সীদতীং সেনাং পঙ্কে গামিব দুর্বলাম্।
উজ্জিহীর্ষুস্তদা শল্যঃ প্রায়াৎ পাণ্ডুচমূং প্রতি ॥১০॥
মদ্ররাজস্তু সংক্রুদ্ধো গৃহীত্বা ধনুরুত্তমম্।
অভ্যদ্রবত সংগ্রামে পাণ্ডবানাততায়িনঃ ॥১১॥
পাণ্ডবাপি মহারাজ! সংগ্রামে জিতকাশিনঃ।
মদ্ররাজং সমাসাদ্য বিব্যধুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১২॥
ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মদ্ররাজো মহাবলঃ।
অর্দ্দয়ামাস তাং সেনাং ধর্ম্মরাজস্য পশ্যতঃ ॥১৩॥
প্রাদুরাসংস্ততো রাজন্নিমিত্তান্যনেকশঃ।
চচাল শব্দং কুর্বাণা মহী চাপি সপর্বতা ॥১৪॥
উল্কা ভূমিং দিবঃ পেতুরাহত্য রবিমণ্ডলম্।
মৃগাশ্চ মহিষাশ্চাপি পক্ষিণশ্চ বিশাংপতে! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি। সীদতীমবসীদন্তীম্, পঙ্কে কর্দ্দমে। উজ্জিহীর্ষুরুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥১০॥
মদ্রেতি। অভ্যদ্রবত অভ্যধাবৎ। আততায়িনঃ শস্ত্রপাণীন্ ॥১১॥
পাণ্ডবাপীতি। বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। জিতকাশিনো বিজয়শোভিনঃ ॥১২॥
তত ইতি। ধর্ম্মরাজস্য পশ্যত ইত্যনাদরে ষষ্ঠী, পশ্যন্তং ধর্ম্মরাজমনাদৃত্যেত্যর্থঃ ॥১৩॥
প্রাদুরিতি। অনিমিত্তানি অশুভসূচকানি লক্ষণানি ॥১৪॥

তখন কর্দ্দমমগ্না ধেনুর ন্যায় কৌরবসেনা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য শল্য পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১০॥

শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তম ধনু ধারণ করিয়া রণস্থলে অস্ত্রধারী পাণ্ডবগণের প্রতি বেগে যাইতে লাগিলেন ॥১১॥

মহারাজ! ওদিকে বিজয়শোভী পাণ্ডবেরাও যুদ্ধে শল্যকে পাইয়া সুধার বাণসমূহদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥১২॥

তদনন্তর মহাবল শল্য তীক্ষ্ণ শত শত বাণদ্বারা যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই পাণ্ডবসৈন্য পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

রাজা! তাহার পর বহুতর দুর্লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকিল। পর্ব্বতের সহিত পৃথিবী শব্দ করতঃ কাঁপিতে লাগিল ॥১৪॥

(১২)…সমরে জিতকাশিনঃ…বিভিদুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ—পি নি। (১৪)…কুনিমিত্তানি… পি,…নিমিত্তানি নানারূপাণ্যনেকশঃ…নি। (১৫) অত্র পুস্তকভেদ এব পাঠভেদঃ।

অপসব্যং তদা চক্রুঃ সেনাং তে বহুশো নৃপ ! ।
ততস্তদ্‌যুদ্ধমত্যুগ্রমভবৎ সংঘচারিণাম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
ততঃ সর্বাণ্যনীকানি সন্নিপত্য জনাধিপ ! ।
অভ্যয়ুঃ কৌরবা রাজন্ ! পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥১৭॥
শল্যস্তু শরবর্ষেণ বর্ষন্নিব সহস্রদৃক্ ।
অভ্যবর্ষদদীনাত্মা কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৮॥
ভীমসেনং শরৈশ্চাপি রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ।
দ্রৌপদেয়াংস্তথা সর্বান্ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥১৯॥
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ শৈনেয়ং শিখণ্ডিনমথাপি চ ।
একৈকং দশভির্বাণৈর্বিব্যাধ চ মহাবলঃ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)
ততোঽসৃজদ্বাণবর্ষং ঘর্ম্মান্তে মঘবানিব ।
ততঃ প্রভদ্রকা রাজন্ ! সোমকাশ্চ সহস্রশঃ ।
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ দৃশ্যন্তে শল্যসায়কৈঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

উল্কা ইতি। দিবো গগনাৎ, পেতুর্জগ্মুঃ। অপসব্যং দক্ষিণদিগ্বর্ত্তিনীম্ ॥১৫—১৬॥
তত ইতি। সন্নিপত্য সমবেতীকৃত্য। অভ্যয়ুঃ অভ্যগচ্ছন্ ॥১৭॥
শল্য ইতি। সহস্রদৃক্ ইন্দ্রঃ। অদীনাত্মা অকাতরচিত্তঃ ॥১৮॥
ভীমেতি। দ্রৌপদেয়ান্ দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রান্। শৈনেয়ং সাত্যকিম্ ॥১৯—২০॥
তত ইতি। ঘর্ম্মান্তে গ্রীষ্মকালাবসানে, মঘবান্ ইন্দ্রঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

নরনাথ! বহুতর উল্কা সূর্য্যমণ্ডলে আঘাত করিয়া আকাশ হইতে ভূতলে পড়িতে লাগিল এবং রাজা! হরিণ, মহিষ ও পক্ষিগণ তখন বহুবার আপনার সৈন্যকে দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী করিল। তাহার পর সংঘচারী বীরগণের অতিভীষণ যুদ্ধ হইতে থাকিল ॥১৫—১৬॥

নরনাথ রাজা! তাহার পর কৌরবেরা আপনাদের সমস্ত সৈন্য সমবেত করিয়া পাণ্ডবসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৭॥

এই সময়ে জলবর্ষণকারী ইন্দ্রের ন্যায় শল্য অকাতর চিত্তে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

এবং মহাবল শল্য স্বর্ণপুঙ্খ ও শিলাশাণিত দশ দশ বাণে ভীমসেন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও শিখণ্ডী ইঁহাদের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন ॥১৯—২০॥

ভ্রমরাণামিব ব্রাতাঃ শলভানামিব ব্রজাঃ।
হ্রাদিন্য ইব মেঘেভ্যঃ শল্যস্য ন্যপতন্ শরাঃ ॥২২॥
দ্বিরদাস্তুরগাশ্চার্ত্তাঃ পত্তয়ো রথিনস্তথা।
শল্যস্য বাণৈর্ন্যপতন্ ব্যভ্রমন্ ব্যনদংস্তদা ॥২৩॥
আবিষ্ট ইব মদ্রেশো মন্যুনা পৌরুষেণ চ।
প্রাচ্ছাদয়দরীন্ সংখ্যে কালসৃষ্ট ইবান্তকঃ।
বিনর্দ্দমানো মদ্রেশো মেঘহ্রাদো মহাবলঃ ॥২৪॥
সা বধ্যমানা শল্যেন পাণ্ডবানামনীকিনী।
অজাতশত্রুং কৌন্তেয়মভ্যধাবদ্যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ভ্রমরাণামিবেতি। ব্রাতা ব্রজাশ্চ সমূহা ইব শ্রেণীবদ্ধাঃ। হ্রাদিন্যো বজ্রা ইব চ দৃঢ়াঃ ॥২২॥
দ্বিরদা ইতি। দ্বিরদা গজাঃ, তুরগা অশ্বাঃ, পত্তয়ঃ পদাতয়ঃ ॥২৩॥
আবিষ্ট ইতি। মন্যুনা ক্রোধেন। কালেন সৃষ্টঃ প্রেরিতঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৪॥
সেতি। অনীকিনী সেনা। অভ্যধাবৎ আত্মরক্ষার্থমিতি ভাবঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নিতি ॥১—১৫॥ ভৃগ্বিতি। সর্ব্বভূভুজাং কৃৎস্নপৃথ্বীপতীনাং পাণ্ডুপুত্রাণাং পাণ্ডবানাং চরমং বিলোমগণনয়া প্রথমং যুধিষ্ঠিরমভিলক্ষ্য শুক্রভৌমবুধাঃ সপ্তমস্থানে বলাবহাঃ আসন্, এতচ্চ সর্ব্বভূভুজামিতি ফলস্য জনকমিত্যর্থঃ ॥১৬॥ আহত্য স্পৃষ্ট্বা বর্ষতী ভুবি পতন্তী।

রাজা! তৎপরে গ্রীষ্মকাল অতীত হইলে ইন্দ্র যেমন জলবর্ষণ করেন, শল্য সেইরূপ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শল্যের বাণে সহস্র সহস্র প্রভদ্রক ও সোমককে পতিত ও পাত্যমান দেখিতে লাগিলাম ॥২১॥

শল্যের বাণ সকল ভ্রমর ও পতঙ্গসমূহের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে এবং মেঘ হইতে বজ্রসমূহের তুল্য দৃঢ়রূপে পতিত হইতে লাগিল ॥২২॥

তখন পাণ্ডবপক্ষের হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথীরা শল্যের বাণে পীড়িত হইয়া পতিত ও বিচলিত হইতে থাকিল এবং আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥২৩॥

ক্রমে মদ্ররাজ ক্রোধে ও পুরুষকারে আবিষ্ট হইয়াই যেন যুদ্ধে শত্রুগণকে বাণে বাণে আবৃত করিয়া ফেলিলেন এবং মেঘগম্ভীরনাদী ও মহাবল মদ্ররাজ কাল-প্রেরিত যমের ন্যায় গর্জন করিতে থাকিলেন ॥২৪॥

শল্য এইভাবে বধ করিতে লাগিলে, সেই পাণ্ডবসৈন্যেরা আত্মরক্ষা করিবার জন্য কুন্তীনন্দন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইল ॥২৫॥

তাং সংমর্দ্দ্য ততঃ সংখ্যে লঘুহস্তঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
শরবর্ষেণ মহতা যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ॥২৬॥
তমাপতন্তং পত্ত্যশ্বৈঃ ক্রুদ্ধো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
অবারয়চ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মত্তং দ্বিপমিবাঙ্কুশৈঃ ॥২৭॥
তস্য শল্যঃ শরং ঘোরং মুমোচাশীবিষোপমম্।
স নির্ভিদ্য মহাত্মানং বেগেন ন্যপতচ্চ গাম্ ॥২৮॥
ততো বৃকোদরঃ ক্রুদ্ধঃ শল্যং বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
পঞ্চভিঃ সহদেবস্তু নকুলো দশভিঃ শরৈঃ ॥২৯॥
দ্রৌপদেয়াশ্চ শত্রুঘ্নং শূরমার্ত্তায়নিং শরৈঃ।
অভ্যবর্ষন্ মহাবেগং মেঘা ইব মহীধরম্ ॥৩০॥
ততো দৃষ্ট্বা তুদ্যমানং শল্যং পার্থৈঃ সমন্ততঃ।
কৃতবর্ম্মা কৃপশ্চৈব সংক্রুদ্ধাবভ্যধাবতাম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি। লঘুহস্তঃ অস্ত্রক্ষেপে দ্রুতহস্তঃ শল্যঃ, শিতৈঃ সুধারৈঃ ॥২৬॥
তমিতি। তং শল্যম্, আপতন্তমাগচ্ছন্তম্। দ্বিপং গজম্ ॥২৭॥
তস্যেতি। মহাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্। ন্যপতদগচ্ছৎ, গাং ভূমিম্ ॥২৮॥
তত ইতি। বিব্যাধ তাড়য়ামাস। সপ্তভিরিত্যাদৌ শরৈরিতি সম্বন্ধঃ ॥২৯॥
দ্রৌপেতি। ঋতং সত্যময়নমাশ্রয়ো যস্য স ঋতায়নস্তস্যাপত্যমার্ত্তায়নিঃ শল্যস্তম্ ॥৩০॥

লঘুহস্ত শল্য সুধার বাণসমূহদ্বারা পাণ্ডবসৈন্য পীড়ন করিয়া পরে বিশাল বাণবর্ষণে যুধিষ্ঠিরকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

শল্য আসিতে লাগিলে, হস্তিপক যেমন অঙ্কুশদ্বারা মত্ত হস্তীকে বারণ করে, সেইরূপ রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বাণ এবং পদাতি ও অশ্বসৈন্যদ্বারা শল্যকে বারণ করিতে থাকিলেন ॥২৭॥

তখন শল্য সর্পতুল্য একটা ভীষণ বাণ যুধিষ্ঠিরের উপরে নিক্ষেপ করিলেন; ক্রমে সেই বাণটা বেগে যাইয়া যুধিষ্ঠিরকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল ॥২৮॥

তাহার পর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া সাত বাণে, সহদেব পাঁচ বাণে এবং নকুল দশ বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৯॥

আর মেঘ যেমন পর্বতের উপরে জলবর্ষণ করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রেরা বীর, শত্রুহন্তা ও মহাবেগশালী শল্যের উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

(৩১)…পার্থৈস্ততস্ততঃ…পি।

উলূকশ্চ মহাবীর্য্যঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
স্ময়মানস্ত শনকৈরশ্বত্থামা মহারথঃ।
তব পুত্রাশ্চ কাৎস্ন্যেন জুগুপুঃ শল্যমাহবে ॥৩২॥
ভীমসেনং ত্রিভির্বিদ্ধা কৃতবর্ম্মা শিলীমুখৈঃ।
বাণবর্ষেণ মহতা ক্রুদ্ধরূপমবারয়ৎ ॥৩৩॥
ধৃষ্টদ্যুম্নং কৃপঃ ক্রুদ্ধো বাণবর্ষৈরতাড়য়ৎ।
দ্রৌপদেয়াংশ্চ শকুনির্যমৌ চ দ্রৌণিরভ্যয়াৎ ॥৩৪॥
দুর্য্যোধনো যুধাং শ্রেষ্ঠ আহবে কেশবার্জ্জুনৌ।
সমভ্যয়াদুগ্রতেজাঃ শরৈশ্চাপ্যহনদ্বলী ॥৩৫॥
এবং দ্বন্দ্বশতান্যাসংস্ত্বদীয়ানাং পরৈঃ সহ।
ঘোররূপাণি চিত্রাণি তত্র তত্র বিশাংপতে! ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তুদ্যমানং ব্যথ্যমানম্, পার্শ্বৈঃ পাণ্ডবৈঃ ॥৩১॥

উলূক ইতি। স্ময়মান ঈষদ্ধসন্। কাৎস্ন্যেন সাকল্যেন, জুগুপুঃ ররক্ষুঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

ভীমেতি। শিলীমুখৈর্বাণৈঃ। ক্রুদ্ধরূপং ভীমসেনমেব ॥৩৩॥

ধৃষ্টেতি। দ্রৌপদেয়ান্ দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রান্, যমৌ নকুলসহদেবৌ ॥৩৪॥

দুর্য্যোধন ইতি। যুধাং যোধানাম্। অহনৎ প্রাহরৎ। বিকরণলোপাভাব আর্ষঃ ॥৩৫॥

এবমিতি। দ্বন্দ্বশতানি বহূনি যোদ্ধযুগ্মানি। চিত্রাণি আশ্চর্য্যাণি ॥৩৬॥

তদনন্তর পাণ্ডবেরা সকল দিক্ হইতে শল্যকে পীড়ন করিতেছেন দেখিয়া কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া সেই দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩১॥

রাজা! আর মহাবল উলূক, সুবলনন্দন শকুনি, মৃদুহাস্যকারী মহারথ অশ্বত্থামা এবং আপনার পুত্রেরা মিলিত হইয়া শল্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

ক্রমে কৃতবর্ম্মা তিন বাণে ক্রুদ্ধ ভীমকে তাড়ন করিয়া বিশাল বাণবর্ষণে তাঁহাকে বারণ করিতে থাকিলেন ॥৩৩॥

ক্রুদ্ধ কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে এবং শকুনি দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বাণবর্ষণে তাড়ন করিতে লাগিলেন; আর অশ্বত্থামা নকুল ও সহদেবের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৪॥

যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ, উগ্রতেজা ও বলবান্ দুর্য্যোধন যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের দিকে গমন করিলেন এবং বাণদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

(৩৫) দুর্য্যোধনো যুধাং শ্রেষ্ঠাবাহবে…পি।

ঋক্ষবর্ণান্ জঘানাশ্বান্ ভোজো ভীমস্য সংযুগে।
সোঽবতীর্য্য রথোপস্থাদ্ধতাশ্বঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
কালো দণ্ডমিবোদ্যম্য পদাপাণিরযুধ্যত ॥৩৭॥
প্রমুখে সহদেবস্য জঘানাশ্বাংশ্চ মদ্ররাট্।
ততঃ শল্যস্য তনয়ং সহদেবোঽসিনাবধীৎ ॥৩৮॥
গৌতমঃ পুনরাচার্য্যো ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ৎ।
অসম্ভ্রান্তমসম্ভ্রান্তো যত্নবান্ যত্নবত্তরম্ ॥৩৯॥
দ্রৌপদেয়াংস্তথা বীরানেকৈকং দশভিঃ শরৈঃ।
অবিধ্যদাচার্য্যসুতো নাতিক্রুদ্ধঃ স্ময়ন্নিব ॥৪০॥
শল্যোঽপি রাজন্! সংক্রুদ্ধো নিঘ্নন্ সোমকপাণ্ডবান্।
পুনরেব শিতৈর্বাণৈর্যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

ঋক্ষেতি। ঋক্ষবর্ণান্ ভল্লুকবৎ কৃষ্ণবর্ণান্। ভোজঃ কৃতবর্ম্মা। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৭॥
প্রেতি। প্রমুখে সম্মুখে স্থিতানিতি শেষঃ। অসিনা কৃপাণেন ॥৩৮॥
গৌতম ইতি। গৌতমঃ কৃপঃ। অসম্ভ্রান্তমবিচলিতম্, যত্নবান্ জয়ে ॥৩৯॥
দ্রৌপেতি। দ্রৌপদেয়ান্ দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রান্। আচার্য্যসুতঃ অশ্বত্থামা ॥৪০॥
শল্য ইতি। শিতৈঃ শিলাঘর্ষণাদিনা তনূকৃতমুখৈঃ সুধারৈরিত্যর্থঃ ॥৪১॥

নরনাথ! সেই সেই স্থানে বিপক্ষগণের সহিত আপনার পক্ষের যোদ্ধাদের এইরূপ ভীষণ ও বিচিত্র শত শত দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৩৬॥

ক্রমে কৃতবর্ম্মা ভীমসেনের ভল্লুকতুল্য কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগুলিকে বধ করিলেন। তখন ভীমসেন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া—যম যেমন দণ্ড উত্তোলন করিয়া যুদ্ধ করেন, সেইরূপ গদা উত্তোলন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

এদিকে শল্য সহদেবের সম্মুখবর্ত্তী অশ্বগুলিকে বিনাশ করিলেন; তাহার পর সহদেবও তরবারিদ্বারা শল্যের পুত্রকে বধ করিলেন ॥৩৮॥

কৃপাচার্য্য অবিচলিত থাকিয়া এবং জয়ে যত্নবান্ হইয়া অবিচলিত ও জয়ে বিশেষ যত্নশীল ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥৩৯॥

অশ্বত্থামা অনধিক ক্রুদ্ধ হইয়া ঈষৎ হাস্য করতই যেন দশ দশটা বাণদ্বারা দ্রৌপদীর এক এক বীর পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন ॥৪০॥

রাজা! শল্যও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সোমক ও পাণ্ডবসৈন্যগণকে বধ করিতে থাকিয়া পুনরায় সুধার বাণসমূহে যুধিষ্ঠিরকে পীড়ন করিলেন ॥৪১॥

তস্য ভীমো রণে ক্রুদ্ধঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ।
বিনাশায়াভিসন্ধায় গদামাদত্ত বীর্য্যবান্ ॥৪২॥
যমদণ্ডপ্রতীকাশাং কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্।
গজবাজিমনুষ্যাণাং প্রাণান্তকরণীমতি ॥৪৩॥
হেমপট্টপরিক্ষিপ্তামুল্কাং প্রজ্বলিতামিব।
শৈক্যাং ব্যালীমিবাত্যুগ্রাং বজ্রকল্পাময়োময়ীম্ ॥৪৪॥
চন্দনাগুরুপঙ্কাক্তাং প্রমদামীপ্সিতামিব।
বসামেদোঽস্রদিগ্ধাঙ্গীং জিহ্বাং বৈবস্বতীমিব ॥৪৫॥
পটুঘণ্টারববতীং বাসবীমশনীমিব।
নির্ম্মুক্তাশীবিষাকারাং পৃক্তাং গজমদৈরপি ॥৪৬॥
ত্রাসনীং রিপুসৈন্যানাং স্বসৈন্যপরিহর্ষিণীম্।
মনুষ্যলোকে বিখ্যাতাং গিরিশৃঙ্গবিদারিণীম্ ॥৪৭॥ (কুলকম্)
যয়া কৈলাসভবনে মহেশ্বরসখং বলী।
আহ্বয়ামাস কৌন্তেয়ঃ সংক্রুদ্ধমলকাধিপম্ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। সন্দষ্টৌ দশনচ্ছদৌ ওষ্ঠৌ যেন সঃ। অভিসন্ধায় প্রহারমুদ্দিশ্য। উদ্যতাং সর্বসংহারায়। অতি অতিশয়েন প্রাণান্তকরণীম্। হেমপট্টেন পরিক্ষিপ্তাং পরিবেষ্টিতাম্। শৈক্যাং শিক্যরক্ষিতাম্, ব্যালীং সর্পীম্। চন্দনাগুর্বোঃ পঙ্কেন অক্তাং লিপ্তাম্। বসাভির্মেদোভিশ্চ ধাতুভিঃ অস্রৈ রক্তৈশ্চ দিগ্ধানি লিপ্তানি অঙ্গানি যস্যাস্তাম্। বৈবস্বতীং যমসম্বন্ধিনীম্। বাসবীমৈন্দ্রীম্। নির্ম্মুক্তশ্চর্ম্মণো নির্গতো য আশীবিষঃ সর্পস্তস্যেব আকারো যস্যাস্তাম্, পৃক্তাং লিপ্তাম্। ত্রাসনীং ভয়জনিকাম্ ॥৪২—৪৭॥

তখন বলবান্ ভীমসেন ওষ্ঠদংশন করিয়া শল্যের বিনাশের জন্য গুরুতর প্রহারোদ্দেশে গদা ধারণ করিলেন। সে গদাটা যমদণ্ডের তুল্যা, প্রহারোদ্যত কালরাত্রির সদৃশী, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের অতিশয় প্রাণনাশিনী, স্বর্ণপট্টপরিবেষ্টিতা, প্রজ্বলিত উল্কার তুল্যা, শিক্য-(শিকা-) স্থিত অতিভীষণ সর্পীর সদৃশী, বজ্রকল্পা, লৌহময়ী, দয়িতা রমণীর ন্যায় চন্দন ও অগুরুপঙ্কে লিপ্তা, বসা, মেদ ও রক্তে স্রক্ষিতা, যমের জিহ্বার সদৃশী, উচ্চ-ঘণ্টারবযুক্তা, ইন্দ্রের বজ্রের তুল্যা, চর্ম্মনির্ম্মুক্তসর্পাকৃতি, হস্তিমদলিপ্তা, শত্রুসৈন্যের ভয়জনিকা, নিজসৈন্যের আনন্দকারিণী, মনুষ্যলোকে বিখ্যাতা এবং পর্ব্বতশৃঙ্গবিদারণ করিতে সমর্থা ছিল ॥৪২--৪৭॥

(৪৪)···অয়স্ময়ীম্—পি। (৪৫)···বসামেদোঽসৃগ্দিগ্ধাঙ্গীম্···পি।

যয়া মায়াময়ান্ দৃপ্তান্ সুবহূন্ গন্ধমাদনে।
জঘান গুহ্যকান্ ক্রুদ্ধো মন্দারার্থং মহাবলঃ।
বার্য্যমাণোঽপি বহুভির্দ্রৌপদ্যাঃ প্রিয়মাস্থিতঃ ॥৪৯॥
তাং বজ্রমণিরত্নাঢ্যামষ্টাস্রিং বজ্রগৌরবাম্।
সমুদ্যম্য মহাবাহুঃ শল্যমভ্যদ্রবদ্রণে ॥৫০॥ (বিশেষকম্)
গদয়া যুদ্ধকুশলস্তয়া দারুণনাদয়া।
পোথয়ামাস শল্যস্য চতুরোঽশ্বান্ মনোজবান্ ॥৫১॥
ততঃ শল্যো রণে ক্রুদ্ধঃ পীনে বক্ষসি তোমরম্।
নিচখান নদন্ বীরো মর্ম্ম ভিত্ত্বাস্য সোঽভ্যগাৎ ॥৫২॥
বৃকোদরস্ত্বসম্ভ্রান্তস্তমেবোদ্ধৃত্য তোমরম্।
যন্তারং মদ্ররাজস্য নির্বিভেদ ততো হৃদি ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

যয়েতি। মহেশ্বরস্য শিবস্য সখা তম্। আহ্বয়ামাস যুদ্ধায়েতি শেষঃ, কৌন্তেয়ো ভীমঃ, অলকাধিপং কুবেরম্। মন্দারস্য দ্রৌপদ্যভীষ্টস্য মন্দারপুষ্পস্য। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ। অষ্টাস্রিম্ অষ্টকোণাম্, বজ্রস্যেব গৌরবং দৃঢ়ত্বং যস্যাস্তাম্ ॥৪৮—৫০॥

গদয়েতি। যুদ্ধকুশলো ভীমঃ, দারুণো নাদঃ শব্দো যস্যাস্তয়া ॥৫১॥

তত ইতি। পীনে স্থূলে, বক্ষসি ভীমস্য। অভ্যগাৎ মুখং বহিরকরোৎ ॥৫২॥

বৃকোদর ইতি। অসম্ভ্রান্তঃ অবিচলিতঃ। যন্তারং সারথিম্ ॥৫৩॥

বলবান্ ভীমসেন যে গদার গুণে কৈলাসপর্ব্বতে যুদ্ধের জন্য শিবের সখা ক্রুদ্ধ কুবেরকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং মহাবল ভীমসেন বহুলোকে নিবারণ করিলেও দ্রৌপদীর প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত মন্দারপুষ্প আহরণের জন্য যে গদাদ্বারা মায়াবী ও দর্পিত বহুতর যক্ষকে বধ করিয়াছিলেন, হীরক, মণি ও রত্নখচিতা, অষ্টকোণা ও বজ্রের তুল্য দৃঢ়া সেই গদা উত্তোলন করিয়া মহাবাহু ভীমসেন যুদ্ধে শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪৮—৫০॥

ক্রমে যুদ্ধনিপুণ ভীমসেন ভীষণশব্দকারিণী সেই গদাদ্বারা মনের ন্যায় বেগবান্ শল্যের চারিটা অশ্বকে পোথিত করিলেন ॥৫১॥

তাহার পর মহাবীর শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জন করিতে থাকিয়া ভীমসেনের বিশাল বক্ষস্থলে একটা তোমর প্রবেশ করাইয়া দিলেন; তখন সেই তোমরটা ভীমের মর্ম্ম ভেদ করিয়া মুখ বাহির করিয়া দিল ॥৫২॥

ভীমসেন কিন্তু তাহাতে অবিচলিত থাকিয়া সেই তোমরটাই বাহির করিয়া তাহাদ্বারাই শল্যের সারথির হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন ॥৫৩॥

স ভিন্নমর্ম্মা রুধিরং বমন্ বিত্রস্তমানসঃ।
পপাতাভিমুখো দীনো মদ্ররাজস্ত্বপাক্রমৎ ॥৫৪॥
কৃতপ্রতিকৃতং দৃষ্ট্বা শল্যো বিস্মিতমানসঃ।
গদামাশ্রিত্য ধীরাত্মা প্রত্যমিত্রমবৈক্ষত ॥৫৫॥
ততঃ সুমনসঃ পার্থা ভীমসেনমপূজয়ন্।
তদ্দৃষ্ট্বা কর্ম্ম সংগ্রামে ঘোরমক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে সঙ্কুলযুদ্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— :*: ——

ভারতকৌমুদী

স ইতি। ভিন্নমর্ম্মা বিদীর্ণবক্ষাঃ। দীনঃ অবসন্নঃ, অপাক্রমদপাসরৎ ॥৫৪॥

কৃতেতি। কৃতস্য প্রহারস্য প্রতিকৃতং সারথৌ প্রতিপ্রহারম্। অমিত্রং ভীমং প্রতি ॥৫৫॥

তত ইতি। সুমনসো হৃষ্টচিত্তাঃ। অক্লিষ্টকর্ম্মণঃ অনায়াসেন কার্য্যকারিণঃ ॥৫৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

ভারতভাবদীপঃ

বর্ষন্তীতি পাঠে আহত্য বলেন কর্ষয়ন্তী ॥১৭—৪৩॥ পরিক্ষিপ্তাং পরিচ্ছন্নাম্ ॥৪৪—৪৫॥ বাসবীমৈন্দ্রীম্। রাসনীমিতি পাঠে শব্দবর্তীম্ ॥৪৬—৪৭॥ মহেশ্বরসখং কুবেরম্ ॥৪৮—৫৬॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯॥

——:*:——

হৃদয় বিদীর্ণ হইলে সেই সারথি রক্ত বমন করিতে থাকিয়া ভীতচিত্ত ও অবসন্ন হইয়া অভিমুখে পতিত হইল; কিন্তু শল্য সরিয়া গেলেন ॥৫৪॥

এবং শল্য নিজ প্রহারের প্রতিপ্রহার দেখিয়া বিস্মিতচিত্ত হইয়া গদা ধারণ করিয়া স্থির থাকিয়া ভীমের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥৫৫॥

তদনন্তর পাণ্ডবেরা যুদ্ধে অনায়াসে কার্য্যকারী ভীমসেনের সেই ভীষণ কার্য্য দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিলেন' ॥৫৬॥

————০:*:০————

* '·· একাদশোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '···দশমোঽধ্যায়ঃ' নি।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

পতিতং প্রেক্ষ্য যন্তারং শল্যঃ সর্বায়সীং গদাম্।
আদায় তরসা রাজংস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥১॥
তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং পাশহস্তমিবান্তকম্।
সশৃঙ্গমিব কৈলাসং সবজ্রমিব বাসবম্ ॥২॥
সশূলমিব হর্য্যক্ষং বনে মত্তমিব দ্বিপম্।
জবেনাভ্যপতদ্ভীমঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
ততঃ শঙ্খপ্রণাদশ্চ তূর্য্যাণাঞ্চ সহস্রশঃ।
সিংহনাদশ্চ সংজজ্ঞে শূরাণাং হর্ষবর্দ্ধনঃ ॥৪॥
প্রেক্ষন্তঃ সর্বতস্তৌ হি যোধা যোধমহাদ্বিপৌ।
তাবকাশ্চ পরে চৈব সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

পতিতমিতি। যন্তারং সারথিম্, সর্বেষ্বয়বেষু আয়সীং লৌহময়ীম্। তরসা বলেন ॥১॥
তমিতি। কৈলাসং পর্বতম্। হর্য্যক্ষং রুদ্রম্। জবেন বেগেন ॥২—৩॥
তত ইতি। তূর্য্যাণাঞ্চ প্রণাদ ইত্যর্থঃ ॥৪॥
প্রেক্ষন্ত ইতি। তৌ ভীমশল্যৌ, যোধেষু মহাদ্বিপাবিব শ্রেষ্ঠৌ ॥৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! শল্য সারথিকে পতিত দেখিয়া লৌহময়ী গদা ধারণ করিয়া বলের প্রভাবে পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া দাঁড়াইলেন ॥১॥

এই সময়ে ভীমসেন বিশাল গদা লইয়া প্রজ্বলিত কালাগ্নির তুল্য, পাশহস্ত যমের সদৃশ, শৃঙ্গযুক্ত কৈলাসপর্ব্বতের সমান, বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায়, শূলগ্রাহী রুদ্রের তুল্য এবং বনে মত্ত হস্তীর সদৃশ শল্যের দিকে বেগে গমন করিলেন ॥২—৩॥

তাহার পর শঙ্খধ্বনি, সহস্র সহস্র তূর্য্যের শব্দ এবং বীরগণের হর্ষবর্দ্ধক সিংহনাদ হইতে লাগিল ॥৪॥

এবং আপনার পক্ষের ও বিপক্ষের যোদ্ধারা সকল দিক্ হইতে যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ সেই ভীম ও শল্যকে দেখিয়া 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৫॥

(১)···শৈক্যায়সীং গদাম্···নি। (৫) প্রেক্ষন্ত···যোধা মত্তাবিব দ্বিপৌ···নি।

ন হি মদ্রাধিপাদন্যো রামাদ্বা যদুনন্দনাৎ।
সোঢ়ুমুৎসহতে বেগং ভীমসেনস্য সংযুগে ॥৬॥
তথা মদ্রাধিপস্যাপি গদাবেগং মহাত্মনঃ।
সোঢ়ুমুৎসহতে নান্যো যোধো যুধি বৃকোদরাৎ ॥৭॥
তৌ বৃষাবিব নর্দ্দন্তৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ।
আবল্গিতগদৌ বীরৌ মদ্ররাজবৃকোদরৌ ॥৮॥
মণ্ডলাবর্ত্তমার্গেষু গদাবিহরণেষু চ।
নির্বিশেষমভূদ্‌যুদ্ধং তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ॥৯॥
তপ্তহেমময়ৈঃ শুভ্রৈর্বভূব ভয়বর্দ্ধিনী।
অগ্নিজ্বালৈরিবাবদ্ধা পট্টৈঃ শল্যস্য সা গদা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। রামাদ্বলদেবাৎ। উৎসহতে শক্নোতি ॥৬॥
তথেতি। যোধো যোদ্ধা। অতএবোভয়োঃ সাধুবাদ ইতি ভাবঃ ॥৭॥
তাবিতি। আবল্গিতে ঘূর্ণিতে গদে যাভ্যাং তৌ ॥৮॥
মণ্ডলেতি। মণ্ডলেন যে আবর্ত্তাঃ পুনঃ পুনর্ভ্রমণানি তেষাং মার্গেষু ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

পতিতমিতি ॥১—২॥ হর্য্যক্ষং রুদ্রম্ ॥৩—৯॥ শুভ্রৈর্দীপ্তিমদ্ভিঃ ॥১০—৬৩॥
ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

কারণ, শল্য বা যদুনন্দন বলরাম ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধাই যুদ্ধে ভীমসেনের বেগ সহ্য করিতে পারেন না ॥৬॥

আবার ভীমসেন ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধাই যুদ্ধে মহাত্মা শল্যের গদার বেগও সহ্য করিতে সমর্থ হন না ॥৭॥

মহাবীর শল্য ও ভীমসেন দুই জনই গদা দুইটা ঘূর্ণিত করিতে থাকিয়া দুইটা বৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে মণ্ডলক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৮॥

তৎকালে পুরুষশ্রেষ্ঠ শল্য ও ভীমসেনের বার বার মণ্ডলক্রমে ভ্রমণ ও গদা-সঞ্চালনের যুদ্ধে কোন তারতম্য হইতে লাগিল না ॥৯॥

অগ্নিশিখার ন্যায় নির্ম্মল স্বর্ণপট্টবেষ্টিতা শল্যের সেই গদাটা সকলেরই ভয়বৃদ্ধি করিতে লাগিল ॥১০॥

(৭) ·পুমান্ যুধি বৃকোদরাৎ—নি। (৮)···প্রবল্গিতৌ গদাহস্তৌ···পি,·· আবর্ত্তিতৌ গদাহস্তৌ···নি,···আবল্গিতৌ গদাহস্তৌ···বা। (৯) ··নির্বিশেষং মহাযুদ্ধম্···পি।

তথৈব চরতো মার্গান্ মণ্ডলেষু মহাত্মনঃ।
বিদ্যুদভ্রপ্রতীকাশা ভীমস্য শুশুভে গদা ॥১১॥
তাড়িতা মদ্ররাজেন ভীমস্য গদয়া গদা।
দহ্যমানেব খে রাজন্! সসৃজে পাবকার্চ্চিষঃ ॥১২॥
তথা ভীমেন শল্যস্য গদয়া তাড়িতা গদা।
অঙ্গারবর্ষং মুমুচে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১৩॥
দন্তৈরিব মহানাগৌ শৃঙ্গৈরিব মহর্ষভৌ।
তোত্ত্রৈরিব তদাঽন্যোন্যং গদাগ্রাভ্যাং নিজঘ্নতুঃ ॥১৪॥
তৌ গদানিহতৈর্গাত্রৈঃ ক্ষণেন রুধিরোক্ষিতৌ।
প্রেক্ষণীয়তরাবাস্তাং পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥১৫॥
গদয়া মদ্ররাজেন সব্যদক্ষিণমাহতঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুর্ন চচালাচলোপমঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তপ্তেতি। শুভ্রৈর্নির্ম্মলৈঃ। অগ্নের্জ্বালৈঃ শিখাভিঃ, আবদ্ধা বেষ্টিতা ॥১০॥

তথেতি। বিদ্যুদ্যুক্তং যদভ্রং মেঘঃ স এব প্রতীকাশ উপমা যস্যাঃ সা ॥১১॥

তাড়িতেতি। খে আকাশে, সসৃজে জনয়ামাস, পাবকার্চ্চিষঃ অগ্নিশিখাঃ ॥১২॥

তথেতি। অঙ্গারবর্ষং বহ্নিযুক্তক্ষুদ্রক্ষুদ্রকাষ্ঠবৃষ্টিম্ ॥১৩॥

দন্তৈরিতি। মহানাগৌ বিশালগজৌ। মহর্ষভৌ মহাবৃষৌ। তোত্ত্রৈরঙ্কুশৈঃ ॥১৪॥

তাবিতি। গদাভ্যাং নিহতৈরাহতৈঃ। রুধিরোক্ষিতৌ রক্তসিক্তৌ। কিংশুকৌ বৃক্ষৌ ॥১৫॥

সেইরূপই আবার মণ্ডলক্রমে বিচরণকারী মহাত্মা ভীমসেনের গদাটাও বিদ্যুদ্-যুক্ত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিল ॥১১॥

রাজা! মদ্ররাজ গদাদ্বারা আঘাত করিলে, ভীমের গদাটা দগ্ধ হইতে থাকিয়াই যেন আকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করিতে লাগিল ॥১২॥

আবার ভীমসেনও গদাদ্বারা তাড়ন করিলে, শল্যের গদাটাও যেন অঙ্গারবৃষ্টি করিতে থাকিল; তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥১৩॥

তখন তাঁহারা—দন্তদ্বারা দুইটা বিশাল হস্তীর ন্যায় এবং শৃঙ্গদ্বারা দুইটা মহাবৃষের তুল্য অঙ্কুশসদৃশ গদাগ্রদ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে থাকিলেন ॥১৪॥

গদার আঘাতে ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহাদের সমস্ত অঙ্গ রক্তে সিক্ত হইয়া গেল। সুতরাং তখন তাঁহারা পুষ্পশালী দুইটা কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় সুদৃশ্য হইলেন ॥১৫॥

(১৫)…রুধিরোক্ষিতৈঃ…পি। (১৬)… ন চচালাচলো যথা—পি নি।

তথা ভীমগদাবেগৈস্তাড্যমানো মুহুর্মুহুঃ।
শল্যো ন বিব্যথে রাজন্! দন্তিনেব মহাগিরিঃ ॥১৭॥
শুশ্রুবে দিক্ষু সর্বাসু তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ।
গদানিপাতসংহ্রাদো বজ্রয়োরিব নিস্বনঃ ॥১৮॥
নিবৃত্য তু মহাবীর্য্যৌ সমুচ্ছ্রিতগদাবুভৌ।
পুনরন্তরমার্গস্থৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ ॥১৯॥
অথাভ্যেত্য পদান্যষ্টৌ সন্নিপাতোঽভবত্তয়োঃ।
উদ্যম্য লৌহদণ্ডাভ্যামতিমানুষকর্ম্মণোঃ ॥২০॥
প্রার্থয়ানৌ তদান্যোন্যং মণ্ডলানি বিচেরতুঃ।
ক্রিয়াবিশেষং কৃতিনৌ দর্শয়ামাসতুস্তদা ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

গদয়েতি। সব্যদক্ষিণং বামদক্ষিণয়োঃ পার্শ্বয়োঃ। অচলোপমঃ পর্বতবৎ ॥১৬॥
তথেতি। ভীমস্য গদাবেগৈর্বেগবত্যা গদয়েত্যর্থঃ। দন্তিনা গজেন ॥১৭॥
শুশ্রুব ইতি। শুশ্রুবে তত্রত্যৈঃ। গদানিপাতস্য সংহ্রাদঃ শব্দঃ ॥১৮॥
নিবৃত্যেতি। সমুচ্ছ্রিতে উত্তোলিতে গদে যাভ্যাং তৌ। অন্তরমার্গস্থৌ মধ্যপথস্থৌ ॥১৯॥
অথেতি। সন্নিপাতঃ সংঘর্ষঃ। লৌহদণ্ডাভ্যাং লৌহময়গদাভ্যাম্ ॥২০॥
প্রার্থেতি। প্রার্থয়ানৌ যুদ্ধায় কাময়মানৌ। ক্রিয়াবিশেষং যুদ্ধনৈপুণ্যম্ ॥২১॥

শল্য গদাদ্বারা বামে ও দক্ষিণে আঘাত করিলেও মহাবাহু ভীমসেন পর্ব্বতের ন্যায় বিচলিত হইলেন না ॥১৬॥

রাজা! আবার ভীমসেন গদাদ্বারা বার বার সবেগে তাড়ন করিলেও গজতাড়িত মহাপর্ব্বতের ন্যায় শল্য ব্যথিত হইলেন না ॥১৭॥

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ দুই জনের গদাঘাতের শব্দ দুইটা বজ্রের শব্দের ন্যায় সকল দিকে শুনা যাইতে লাগিল ॥১৮॥

ক্রমে মহাবল ভীম ও শল্য গদা উত্তোলন করিয়া ফিরিয়া মধ্যপথে থাকিয়া পুনরায় মণ্ডলক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তাহার পর অলৌকিককার্য্যকারী ভীম ও শল্য অষ্ট পদ অগ্রসর হইয়া লৌহগদা দুইটা উত্তোলন করিয়া আঘাত করিতে থাকিলেন ॥২০॥

তখন যুদ্ধনিপুণ ভীম ও শল্য পরস্পরপ্রার্থী হইয়া মণ্ডলক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধনৈপুণ্য দেখাইতে থাকিলেন ॥২১॥

(১৭)·· দন্তিনেব হতো গিরিঃ—পি।

অথোদ্যম্য গদে ঘোরে সশৃঙ্গাবিব পর্বতৌ।
তাবাজঘ্নতুরন্যোন্যং ভূমিকম্পে যথাচলৌ ॥২২॥
তৌ পরস্পরবেগাচ্চ গদাভ্যাং ভৃশবিক্ষতৌ।
যুগপৎ পেততুর্বীরাবুভাবিন্দ্রধ্বজাবিব ॥২৩॥
উভয়োঃ সেনয়োর্বীরাস্তদা হাহাকৃতোঽভবন্।
ভৃশং মর্ম্মণ্যভিহতাবুভাবাস্তাং সুবিহ্বলৌ ॥২৪॥
ততঃ স্বরথমারোপ্য মদ্রাণামৃষভং বলী।
অপোবাহ কৃপঃ শল্যং তূর্ণমায়োধনাদথ ॥২৫॥
ক্ষীববদ্বিহ্বলত্বাত্তু নিমেষাৎ পুনরুত্থিতঃ।
ভীমসেনো গদাপাণিঃ সমাহ্বয়ত মদ্রপম্ ॥২৬॥
ততস্তু তাবকাঃ শূরা নানাশস্ত্রসমাযুতাঃ।
নানাবাদিত্রশব্দেন পাণ্ডুসেনামযোধয়ন্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। উদ্যম্য উত্তোল্য। অচলৌ পর্বতৌ ॥২২॥
তাবিতি। পেততুর্ভূমৌ। ইন্দ্রধ্বজৌ পূজার্থমুত্থাপিতৌ ॥২৩॥
উভয়োরিতি। হাহাকুর্বন্তীতি হাহাকৃতঃ। তত্র হেতুমাহ ভৃশমিতি ॥২৪॥
তত ইতি। মদ্রাণামৃষভং শ্রেষ্ঠং শল্যম্। অপোবাহ অপসারয়ামাস ॥২৫॥
ক্ষীববদিতি। ক্ষীববৎ মত্তবৎ। সমাহ্বয়ত যুদ্ধায়, মদ্রপং শল্যম্ ॥২৬॥

তদনন্তর ভূমিকম্পের সময়ে দুইটা পর্ব্বত যেমন পরস্পরকে আঘাত করে, সেইরূপ ভীম ও শল্য ভীষণ গদা দুইটা উত্তোলন করিয়া শৃঙ্গযুক্ত দুইটা পর্ব্বতের ন্যায় থাকিয়া পরস্পর আঘাত করিলেন ॥২২॥

তখন বীর ভীম ও শল্য গদার আঘাতে অত্যন্ত বিক্ষত হইয়া পরস্পরের বেগে দুইটা ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় দুই জনই একদা ভূতলে পতিত হইলেন ॥২৩॥

সেই সময়ে উভয়পক্ষের বীরেরাই হাহাকার করিতে লাগিলেন; আর ভীম এবং শল্য উভয়েই মর্ম্মদেশে অত্যন্ত আহত হইয়া অত্যন্ত বিহ্বল হইলেন ॥২৪॥

তাহার পর বলবান্ কৃপাচার্য্য মদ্ররাজ শল্যকে আপন রথে তুলিয়া লইয়া সত্বর রণস্থল হইতে তাঁহাকে লইয়া গেলেন ॥২৫॥

ওদিকে ভীমসেন নিমেষকালমধ্যে আবার উঠিয়া গদা ধারণ করিয়া মত্তের ন্যায় বিহ্বলতাবশতঃ পুনরায় শল্যকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥২৬॥

(২২)…যথা ভূমিচলেঽচলৌ—পি বর্দ্ধ। (২৩)…উভাবিন্দ্রবলী ইব—নি।

ভুজাবুচ্ছ্রিত্য শস্ত্রঞ্চ শব্দেন মহতা ততঃ।
অভ্যদ্রবন্ মহারাজ! দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ ॥২৮॥
তদনীকমভিপ্রেক্ষ্য ততস্তে পাণ্ডুনন্দনাঃ।
প্রযযুঃ সিংহনাদেন দুর্য্যোধনপুরোগমান্ ॥২৯॥
তেষামাপততাং তূর্ণং পুত্রস্তে ভরতর্ষভ!।
প্রাসেন চেকিতানং বৈ বিব্যাধ হৃদয়ে ভৃশম্ ॥৩০॥
স পপাত রথোপস্থে তব পুত্রেণ তাড়িতঃ।
রুধিরৌঘপরিক্লিন্নঃ প্রবিশ্য বিপুলং তমঃ ॥৩১॥
চেকিতানং হতং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
অসকৃদভ্যবর্ষন্ত শরবর্ষাণি ভাগশঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। নানাবাদিত্রশব্দেন সহ, পাণ্ডুসেনাং পাণ্ডবসৈন্যম্ ॥২৭॥
ভুজাবিতি। উচ্ছ্রিত্য উত্তোল্য। অভ্যদ্রবন্ পাণ্ডবসৈন্যমভ্যধাবন্ ॥২৮॥
তদিতি। অনীকং স্বাভিধাবিনীং কৌরবসেনাম্ ॥২৯॥
তেষামিতি। আপততামাগচ্ছতাম্, পুত্রো দুর্য্যোধনঃ ॥৩০॥
স ইতি। রথস্য উপস্থে উপবেশনস্থানে। তমঃ অজ্ঞানান্ধকারম্ ॥৩১॥
চেকীতি। অভ্যবর্ষন্ত কৌরবসৈন্যোপরি, ভাগশো ভাগে ভাগে ॥৩২॥

তৎপরে আপনার পক্ষের নানাশস্ত্রধারী বীরেরা নানাবিধ বাদ্যধ্বনির সহিত পাণ্ডবসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

মহারাজ! তদনন্তর দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরবেরা বাহু ও অস্ত্র উত্তোলন করিয়া বিশাল কোলাহলের সহিত পাণ্ডবসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৮॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা সেই কৌরবসৈন্য আসিতেছে দেখিয়া সিংহনাদ সহকারে দুর্য্যোধনপ্রভৃতির প্রতি ধাবিত হইলেন ॥২৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা আসিতে লাগিলে, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন প্রাসদ্বারা সত্বর গুরুতরভাবে চেকিতানের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন ॥৩০॥

রাজা! আপনার পুত্র তাড়ন করিলে, চেকিতান রক্তপ্রবাহে সিক্ত হইয়া বিশাল অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া রথমধ্যে পতিত হইলেন ॥৩১॥

চেকিতানকে নিহত দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষের মহারথেরা ভাগে ভাগে কৌরবসৈন্যের উপরে বার বার বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

(৩২)… আসক্তমভ্যবর্ষন্ত…পি,…অসক্তমভ্যবর্ষন্ত…বা নি।

তাবকানামনীকেষু পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ।
ব্যচরন্ত মহারাজ! প্রেক্ষণীয়াঃ সমন্ততঃ ॥৩৩॥
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ সৌবলশ্চ মহাবলঃ।
অযোধয়ন্ ধর্ম্মরাজং মদ্ররাজপুরস্কৃতাঃ ॥৩৪॥
ভারদ্বাজস্য হন্তারং ভূরিবীর্য্যপরাক্রমম্।
দুর্য্যোধনো মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ৎ ॥৩৫॥
ত্রিসাহস্রা রথা রাজংস্তব পুত্রেণ চোদিতাঃ।
অযোধয়ন্ত বিজয়ং দ্রোণপুত্রপুরস্কৃতাঃ ॥৩৬॥
বিজয়ে ধৃতসঙ্কল্পাঃ সমভিত্যক্তজীবিতাঃ।
প্রাবিশংস্তাবকা রাজন্! হংসা ইব মহৎ সরঃ ॥৩৭॥
ততো যুদ্ধমভূদ্ঘোরং পরস্পরবধৈষিণাম্।
অন্যোন্যবধসংযুক্তমন্যোন্যপ্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

তাবকানামিতি। জিতকাশিনো বিজয়শোভিনঃ। প্রেক্ষণীয়া বীরশ্রিয়া ॥৩৩॥
কৃপ ইতি। সৌবলঃ শকুনিঃ। মদ্ররাজঃ পুরস্কৃতঃ অগ্রবর্ত্তীকৃতো যৈস্তে ॥৩৪॥
ভারেতি। ভারদ্বাজস্য দ্রোণস্য হন্তারম্। অতএব দুর্য্যোধনস্য ক্রোধাতিরেকঃ ॥৩৫॥
ত্রীতি। চোদিতাঃ প্রেরিতাঃ। বিজয়মর্জ্জুনম্, দ্রোণপুত্রঃ পুরস্কৃতোঽগ্রবর্ত্তীকৃতো যৈস্তে ॥৩৬॥
বিজয় ইতি। সমভিত্যক্তানি জীবিতানি জীবনমমতা যৈস্তে। প্রাবিশন্নর্জ্জুনসৈন্যম্ ॥৩৭॥

মহারাজ! বিজয়শোভী ও বীরশোভায় সুদৃশ্য পাণ্ডবেরা ক্রমে সকল দিকে আপনার সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥৩৩॥

এই সময়ে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহাবল শকুনি ইঁহারা শল্যকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

মহারাজ! এদিকে দুর্য্যোধন মহাবীর্য্য ও মহাপরাক্রমশালী দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩৫॥

রাজা! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আদেশে তিন সহস্র রথী অশ্বত্থামাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

নরনাথ! আপনার পক্ষের সেই রথীরা জয়াভিলাষী হইয়া জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া—হংসগণ যেমন বিশাল সরোবরে প্রবেশ করে, সেইরূপ অর্জ্জুনের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৩৭॥

তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে রাজন্! বীরবরক্ষয়ে।
অনিলেনেরিতং ঘোরমুত্তস্থৌ পার্থিবং রজঃ ॥৩৯॥
শ্রবণান্নামধেয়ানাং পাণ্ডবানাঞ্চ কীর্ত্তনাৎ।
পরস্পরং বিজানীমো যে চাযুধ্যন্নভীতবৎ ॥৪০॥
তদ্রজঃ পুরুষব্যাঘ্র! শোণিতেন প্রশামিতম্।
দিশশ্চ বিমলা রাজংস্তস্মিংস্তমসি শামিতে ॥৪১॥
তথা প্রবৃত্তে সংগ্রামে ভীমরূপে ভয়ানকে।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্মুখঃ ॥৪২॥
ব্রহ্মলোকপরা ভূত্বা প্রার্থয়ন্তো জয়ং যুধি।
সুযুদ্ধেন পরাক্রান্তা নরাঃ স্বর্গমভীপ্সবঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অন্যোন্যপ্রীতিবর্দ্ধনং ন্যায়নিষ্ঠত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩৮॥

তস্মিন্নিতি। বীরবরাণাং ক্ষয়ো যস্মিংস্তত্র। অনিলেন বায়ুনা ঈরিতং চালিতম্ ॥৩৯॥

শ্রবণাদিতি। নামধেয়ানাং শ্রবণাৎ কৌরবাণাম্, কীর্ত্তনান্নাম্নামিতি শেষঃ ॥৪০॥

তদিতি। রজো ধূলিঃ। বিমলা অভবন্। তমসি অন্ধকারে ॥৪১॥

তথেতি। ভীমরূপে ভীষণাকৃতৌ, ভয়ানকে ভয়জনকে ॥৪২॥

ব্রহ্মেতি। কেচিৎ পরাক্রান্তা নরাঃ, ব্রহ্মলোক এব পরঃ প্রাধান্যেনোদ্দেশ্যো যেষাং তে তাদৃশা ভূত্বা যুযুধির ইতি শেষঃ। কেচিৎ সুযুদ্ধেন যুধি জয়ং প্রার্থয়ন্ত আসন্, কেচিচ্চ স্বর্গমভীপ্সবো বভূবুঃ ॥৪৩॥

তাহার পর পরস্পরবধৈষিগণের পরস্পরপ্রীতিবর্দ্ধক ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল; তাহাতে উভয়পক্ষের সৈন্যেরই বিনাশ হইতে থাকিল ॥৩৮॥

রাজা! প্রধান প্রধান বীরনাশক সেই যুদ্ধ চলিতে থাকিলে, বায়ুসঞ্চালিত হইয়া ভীষণ ধূলি উঠিল ॥৩৯॥

তখন যাহারা নির্ভয় চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল, সেই কৌরবপক্ষের নামশ্রবণে এবং পাণ্ডবপক্ষের নামকীর্ত্তনে আমরা পরস্পরকে চিনিতে লাগিলাম ॥৪০॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা! ক্রমে রক্তের প্রবাহে সেই ধূলি নিবৃত্তি পাইল। সুতরাং তাহার অন্ধকার দূরীভূত হইলে, সমস্ত দিক্ নির্ম্মল হইল ॥৪১॥

সেইরূপ ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিলে, আপনার পক্ষের বা পাণ্ডবপক্ষের কোন ব্যক্তিই পরাঙ্মুখ হইল না ॥৪২॥

---

(৪০)·· সংপ্রাযুধ্যন্নভীতবৎ—পি,···তদাযুধ্যন্নভীতবৎ—নি।

ভর্তৃপিণ্ডবিমোক্ষার্থং মিত্রকার্য্যবিনিশ্চিতাঃ।
স্বর্গসংসক্তমনসো যোধা যুযুধিরে তদা ॥৪৪॥
নানারূপাণি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো মহারথাঃ।
অন্যোন্যমভিগর্জন্তঃ প্রহরন্তঃ পরস্পরম্ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)
হত বিধ্যত গৃহ্ণীত প্রহরধ্বং নিকৃন্তত।
ইতি স্ম বাচঃ শ্রূয়ন্তে তব তেষাঞ্চ বৈ রণে ॥৪৬॥
ততঃ শল্যো মহারাজ! ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈর্হন্তুকামো মহারথম্ ॥৪৭॥
তস্য পার্থো মহারাজ! নারাচান্ বৈ চতুর্দ্দশ।
মর্ম্মাণ্যুদ্দিশ্য মর্ম্মজ্ঞো নিচখান হসন্নিব ॥৪৮॥
আবার্য্য পাণ্ডবং বাণৈর্হন্তুকামো মহাযশাঃ।
বিব্যাধ সমরে ক্রুদ্ধো বহুভিঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

ভর্ত্রিতি। অত্রাপি পূর্ব্ববদেব ত্রয়ঃ পক্ষাঃ। বিসৃজন্তঃ ক্ষিপন্তঃ ॥৪৪—৪৫॥
হতেতি। হত বিনাশয়ত। যুয়মিতি সর্বত্র সম্বন্ধনীয়ম্। নিকৃন্তত ছিন্ত ॥৪৬॥
তত ইতি। নিশিতৈঃ শিলাঘর্ষণাদিনা তনূকৃতমুখৈঃ সুধারৈরিত্যর্থঃ ॥৪৭॥
তস্যেতি। পার্থো যুধিষ্ঠিরঃ। নিচখান নিখননায় চিক্ষেপ ॥৪৮॥
আবার্য্যেতি। আবার্য্য নিবার্য্য। মহাযশাঃ শল্যঃ। কঙ্কপত্রিভির্বাণৈঃ ॥৪৯॥

পরাক্রমশালী বহু লোক ব্রহ্মলোকে গমনের উদ্দেশে, অনেকে গুরুতর যুদ্ধে জয়কামনায় এবং বহু ব্যক্তি স্বর্গে যাইবার অভিলাষে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৪৩॥

বহু যোদ্ধা ভর্তৃপিণ্ডপরিশোধের জন্য, অনেক মহারথ মিত্রকার্য্যে জীবনত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া এবং বহু যোদ্ধা স্বর্গলাভের ইচ্ছায় নানারূপ অস্ত্রনিক্ষেপ, পরস্পর গর্জন ও প্রহার করিতে থাকিয়া তখন যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥৪৪—৪৫॥

'বধ কর, বিদ্ধ কর, ধারণ কর, প্রহার কর এবং ছেদন কর' এইরূপ বাক্য সকল আপনার পক্ষে ও পাণ্ডবপক্ষে শুনা যাইতে লাগিল ॥৪৬॥

মহারাজ! তাহার পর শল্য মহারথ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া সুধার বাণসমূহদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥৪৭॥

মহারাজ! তখন মর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির হাস্য করিতে করিতেই যেন শল্যের মর্ম্মস্থানগুলি লক্ষ্য করিয়া চৌদ্দটা নারাচ নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৮॥

(৪৪) ··ভর্তৃকার্য্যে বিনিশ্চিতাঃ···পি বা,···ভর্তৃকার্য্যবিনিশ্চিতাঃ···নি। (৪৭)···ধর্ম্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্···পি নি।

অথ ভূয়ো মহারাজ! শরেণানতপর্বণা।
যুধিষ্ঠিরং সমাজঘ্নে সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥৫০॥
ধর্ম্মরাজোঽপি সংক্রুদ্ধো মদ্ররাজং মহাযশাঃ।
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ ॥৫১॥
চন্দ্রসেনঞ্চ সপ্তত্যা সূতঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ।
দ্রুমসেনং চতুঃষষ্ট্যা নিজঘান মহারথঃ ॥৫২॥
চক্ররক্ষে হতে শল্যঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
নিজঘান ততো রাজন্! চেদীন্ বৈ পঞ্চবিংশতিম্ ॥৫৩॥
সাত্যকিং পঞ্চবিংশত্যা ভীমসেনঞ্চ সপ্তভিঃ।
মাদ্রীপুত্রৌ শতেনাজৌ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৫৪॥
এবং বিচরতস্তস্য সংগ্রামে রাজসত্তম!।
সংপ্রৈষয়চ্ছিতান্ পার্থঃ শরানাশীবিষোপমান্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। আনতপর্ব্বণা ঈষন্নক্রোপান্তেন। সমাজঘ্নে শল্য ইতি শেষঃ ॥৫০॥
ধর্ম্মেতি। কঙ্কস্য বর্হিণস্য ময়ূরস্য চ বাজাঃ পক্ষা এষু সঞ্জাতা ইতি তৈঃ ॥৫১॥
চন্দ্রেতি। চন্দ্রসেনদ্রুমসেনৌ চক্ররক্ষকৌ, সূতো নাম চ কশ্চিৎ পৃষ্ঠরক্ষকঃ ॥৫২॥
চক্রেতি। পাণ্ডবেন যুধিষ্ঠিরেণ। চেদীন্ চেদিদেশীয়ান্ বীরান্ ॥৫৩॥
সাত্যকিমিতি। বিব্যাধ শল্য ইত্যর্থাৎ, নিশিতৈঃ সুধারৈঃ ॥৫৪॥

পরে মহাযশা শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া বাণদ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বারণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় বহুতর বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥৪৯॥

মহারাজ! তদনন্তর শল্য পুনরায় নতপর্ব্ব একটা বাণদ্বারা সমস্ত সৈন্যের সমক্ষেই যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করিলেন ॥৫০॥

তখন মহাযশা যুধিষ্ঠিরও অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া কঙ্ক (হাড়গিলা) ও ময়ূরপক্ষযুক্ত সুধার বাণসমূহদ্বারা শল্যকে তাড়ন করিলেন ॥৫১॥

এবং মহারথ যুধিষ্ঠির সত্তর বাণে চন্দ্রসেনকে, নয় বাণে সূতকে ও চৌষট্টি বাণে দ্রুমসেনকে বধ করিলেন ॥৫২॥

রাজা! মহাত্মা যুধিষ্ঠির শল্যের চক্ররক্ষকপ্রভৃতিকে বধ করিলে, শল্য চেদিদেশীয় পঁচিশ জন বীরকে বিনাশ করিলেন ॥৫৩॥

ক্রমে শল্য পঁচিশ বাণে সাত্যকিকে, সাত বাণে ভীমকে এবং একশত সুধার বাণে নকুল ও সহদেবকে তাড়ন করিলেন ॥৫৪॥

(৫৫)…রাজসত্তমঃ…বর্দ্ধ।

ধ্বজাগ্রঞ্চাস্য সমরে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রমুখে বর্ত্তমানস্য ভল্লেনাপাহরদ্রথাৎ ॥৫৬॥
পাণ্ডুপুত্রেণ বৈ তস্য কেতুং ছিন্নং মহাহবে।
নিপতন্তমপশ্যাম গিরিশৃঙ্গমিবাহতম্ ॥৫৭॥
ধ্বজং নিপতিতং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবঞ্চ ব্যবস্থিতম্।
সংক্রুদ্ধো মদ্ররাজোঽভূচ্ছরবর্ষং মুমোচ হ ॥৫৮॥
শল্যঃ সায়কবর্ষেণ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্।
অভ্যবর্ষদমেয়াত্মা ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥৫৯॥
সাত্যকিং ভীমসেনঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
একৈকং পঞ্চভির্বিদ্ধা যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। তস্য শল্যস্যোপরি। সংপ্রৈষয়ৎ অক্ষিপৎ, পার্থো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৫৫॥
ধ্বজেতি। প্রমুখে সম্মুখে স্থিতমিতি শেষঃ। অপাহরৎ ছিত্ত্বা ॥৫৬॥
পাণ্ডি্বতি। কেতুং ধ্বজম্। আহতং বজ্রতাড়িতম্ ॥৫৭॥
ধ্বজমিতি। পাণ্ডবং যুধিষ্ঠিরম্। মুমোচ তৎপক্ষোপরি চিক্ষেপ ॥৫৮॥
শল্য ইতি। পর্জন্যো মেঘঃ। অমেয়াত্মা অজ্ঞেয়স্বভাবঃ ॥৫৯॥
সাত্যকিমিতি। অপীড়য়ৎ শল্য ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥৬০॥

রাজশ্রেষ্ঠ! শল্য এইভাবে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলে, যুধিষ্ঠির তাঁহার উপরে সুধার ও সর্পতুল্য কতকগুলি বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৫৫॥

এবং কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির একটা ভল্লদ্বারা শল্যের সম্মুখবর্ত্তী ধ্বজের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া রথ হইতে হরণ করিলেন ॥৫৬॥

তখন আমরা দেখিলাম—মহাযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরচ্ছিন্ন শল্যের ধ্বজাগ্র—বজ্রতাড়িত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় পতিত হইল ॥৫৭॥

নিজের ধ্বজটী পতিত হইয়াছে এবং যুধিষ্ঠিরও যথাস্থানে রহিয়াছেন দেখিয়া শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ও বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৫৮॥

অজ্ঞেয়শক্তি ও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শল্য বারিবর্ষী মেঘের ন্যায় বিপক্ষ ক্ষত্রিয়গণের উপরে বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন ॥৫৯॥

পরে তিনি সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব ইঁহাদের এক এক জনকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৬০॥

ততো বাণময়ং জালং বিততং পাণ্ডবোরসি।
অপশ্যাম মহারাজ! মেঘজালমিবোদ্গতম্ ॥৬১॥
তস্য শল্যো রণে ক্রুদ্ধো বাণৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
দিশঃ প্রচ্ছাদয়ামাস প্রদিশশ্চ মহারথঃ ॥৬২॥
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা বাণজালেন পীড়িতঃ।
বভূব হৃতবিক্রান্তো জম্ভো বৃত্রহণা যথা ॥৬৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে শল্যযুধিষ্ঠিরযুদ্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— :*: ——

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।
পীড়িতে ধর্ম্মরাজে তু মদ্ররাজেন মারিষ!।
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
পরিবার্য্য রথৈঃ শল্যং পীড়য়ামাসুরাহবে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বিততং বিস্তৃতম্, পাণ্ডবোরসি যুধিষ্ঠিরবক্ষসি ॥৬১॥

তস্যেতি। সন্নতপর্বভির্বক্রোপাঙ্গৈঃ। প্রদিশো বিদিশঃ ॥৬২॥

তত ইতি। হৃতং বিক্রান্তং বিক্রমো যস্য সঃ, জম্ভো নামাসুরঃ, বৃত্রহণা ইন্দ্রেণ ॥৬৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

মহারাজ! তাহার পর আমরা দেখিলাম—শল্য যুধিষ্ঠিরের বক্ষস্থলে উদিত মেঘজালের ন্যায় বাণজাল বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন ॥৬১॥

পরে ক্রুদ্ধ মহারথ শল্য যুদ্ধে নতপর্ব্ব বাণসমূহদ্বারা যুধিষ্ঠিরের সকল দিক্ ও বিদিক্ আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥৬২॥

তদনন্তর ইন্দ্র যেমন জম্ভাসুরের বিক্রম হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শল্য বাণজালে পীড়ন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের বিক্রম হরণ করিলেন ॥৬৩॥

(৬১)…অথাপশ্যন্মহারাজ! মেঘজালমিবোদ্ধতম্—পি। * '…দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '…একাদশোঽধ্যায়ঃ' নি।

তমেকং বহুভির্দৃষ্ট্বা পীড্যমানং মহারথৈঃ।
সাধুবাদো মহান্ জজ্ঞে সিদ্ধাশ্চাসন্ প্রহর্ষিতাঃ।
আশ্চর্য্যমিত্যভাষন্ত মুনয়শ্চাপি সঙ্গতাঃ ॥২॥
ভীমসেনো রণে শল্যং শল্যভূতং পরাক্রমে।
একেন বিদ্ধা বাণেন পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥৩॥
সাত্যকিশ্চ শতেনৈনং ধর্ম্মপুত্রপরীপ্সয়া।
মদ্রেশ্বরমথাকীর্য্য সিংহনাদমথানদৎ ॥৪॥
নকুলঃ পঞ্চভিশ্চৈনং সহদেবশ্চ সপ্তভিঃ।
বিদ্ধা তং তু ততস্তূর্ণং পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

পীড়িত ইতি। হে মারিষ! আর্য্য! "আর্য্যস্তু মারিষঃ" ইত্যমরঃ। ষট্পাদঃ ॥১॥

তমিতি। সিদ্ধা আকাশবর্ত্তিনো দেবযোনিবিশেষাঃ। সঙ্গতা মিলিতাঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২॥

ভীমেতি। শল্যভূতং শঙ্কুবদ্দৃঢ়ম্। সপ্তভির্বাণৈরেব ॥৩॥

সাত্যকিরিতি। শতেন বাণানাম্, ধর্ম্মপুত্রস্য পরীপ্সয়া রক্ষণেচ্ছয়া ॥৪॥

নকুল ইতি। পঞ্চভিরিত্যাদৌ সর্ব্বত্র বাণৈরিতি শেষঃ। বিব্যাধ নকুলঃ সহদেবশ্চ ॥৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মাননীয় রাজা! শল্য যুধিষ্ঠিরকে পীড়ন করিতে লাগিলে, সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব রথদ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধে শল্যকেও পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥১॥

বহু মহারথ এক শল্যকে পীড়ন করিতেছেন দেখিয়া শল্যের প্রতি বিশাল সাধুবাদ হইতে থাকিল; আকাশবর্ত্তী সিদ্ধেরা আনন্দিত হইলেন এবং ভূতলে মিলিত মুনিরাও 'আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য' এইরূপ বলিতে থাকিলেন ॥২॥

ক্রমে ভীমসেন যুদ্ধে ও পরাক্রমে শল্য-(পেরেক-) স্বরূপ দৃঢ় শল্যকে এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥৩॥

সাত্যকিও যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় একশত বাণে শল্যকে তাড়ন করিয়া সিংহনাদ করিলেন ॥৪॥

আর নকুল পাঁচ বাণে এবং সহদেব সাত বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহারা সত্বর সাত সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥৫॥

(৩)···পুনর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ—পি।

স তু শূরো রণে যত্তঃ পীড়িতস্তৈর্মহারথৈঃ।
বিকৃষ্য কার্ম্মুকং ঘোরং বেগবদ্ভারসাধনম্ ॥৬॥
সাত্যকিং পঞ্চবিংশত্যা শল্যো বিব্যাধ মারিষ!।
ভীমসেনং ত্রিসপ্তত্যা নকুলং সপ্তভিস্তথা ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
ততঃ সবিশিখং চাপং সহদেবস্য ধন্বিনঃ।
ছিত্ত্বা ভল্লেন সমরে বিব্যাধৈনং ত্রিসপ্তভিঃ ॥৮॥
সহদেবস্তু সমরে মাতুলং ভূরিবর্চ্চসম্।
সজ্জ্যমন্যদ্ধনুঃ কৃত্বা পঞ্চভিঃ সমতাড়য়ৎ।
শরৈরাশীবিষাকারৈর্জ্বলজ্জ্বলনসন্নিভৈঃ ॥৯॥
সারথিঞ্চাস্য সমরে শরেণানতপর্বণা।
বিব্যাধ ভৃশসংক্রুদ্ধস্তঞ্চ ভূয়স্ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। যত্তো জয়ে যত্নবান্। ভারসাধনং দুষ্করকার্য্যসাধকম্। পঞ্চবিংশত্যা বাণৈঃ। এবং সর্বত্র ॥৬—৭॥

তত ইতি। সবিশিখং বাণযুক্তম্। ত্রিসপ্তভিঃ একবিংশতিবাণৈঃ ॥৮॥

সহেতি। ভূরিবর্চ্চসং প্রচুরতেজসম্। সজ্জ্যং সগুণম্। আশীবিষাকারৈঃ সর্পতুল্যৈঃ, জ্বলন্ যো জ্বলনো বহ্নিস্তৎসন্নিভৈঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

সারথিমিতি। আনতপর্ব্বণা ঈষদ্বক্রোপান্তেন। বিব্যাধ সহদেব এব ॥১০॥

মাননীয় রাজা! সেই মহারথেরা পীড়ন করিলেও কিন্তু বীর শল্য জয়ে যত্নবান্ হইয়া বেগবান্ ও দুষ্করকার্য্যসাধক ভীষণ ধনু আকর্ষণ করিয়া পঁচিশ বাণে সাত্যকিকে, তিয়াত্তর বাণে ভীমকে এবং সাত বাণে নকুলকে তাড়ন করিলেন ॥৬—৭॥

তদনন্তর শল্য একটা ভল্লদ্বারা ধনুর্দ্ধর সহদেবের ধনু ছেদন করিয়া একুশ বাণে সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন ॥৮॥

তখন সহদেব অন্য ধনুতে গুণারোপণ করিয়া সর্পতুল্য এবং প্রজ্বলিত অগ্নি-সদৃশ পাঁচটা বাণদ্বারা যুদ্ধে প্রচুরতেজা মাতুল শল্যকে তাড়ন করিলেন ॥৯॥

এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সহদেব নতপর্ব্ব একটা বাণদ্বারা শল্যের সারথিকে, আর তিনটা বাণদ্বারা পুনরায় শল্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥১০॥

(৬)···বেগঘ্নং ভারসাধনম্—পি বা,···ভারঘ্নং বেগবত্তরম্—নি। (১০)·· তঞ্চ ভূয়-স্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ—পি।

ভীমসেনস্তু সপ্তত্যা সাত্যকির্নবভিঃ শরৈঃ।
ধর্ম্মরাজস্তথা ষষ্ট্যা গাত্রে শল্যং সমার্পয়ৎ ॥১১॥
ততঃ শল্যো মহারাজ! নির্বিদ্ধস্তৈর্মহারথৈঃ।
সুস্রাব রুধিরং গাত্রৈর্গৈরিকং পর্বতো যথা ॥১২॥
তাংশ্চ সর্বান্ মহেষ্বাসান্ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ তরসা রাজন্! তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১৩॥
ততোঽপরেণ ভল্লেন ধর্ম্মপুত্রস্য মারিষ!।
ধনুশ্চিচ্ছেদ সমরে সজ্যং স হি মহারথঃ ॥১৪॥
অথান্যদ্ধনুরাদায় ধর্ম্মপুত্রো মহারথঃ।
সাশ্বসূতধ্বজরথং শল্যং প্রাচ্ছাদয়চ্ছরৈঃ ॥১৫॥
স চ্ছাদ্যমানঃ সমরে ধর্ম্মপুত্রস্য সায়কৈঃ।
যুধিষ্ঠিরমথাবিধ্যদ্দশভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

ভীমেতি। সমার্পয়ৎ অপীড়য়ৎ ॥১১॥
তত ইতি। সুস্রাব নিঃসারয়ামাস। গৈরিকং রক্তবর্ণধাতুবিশেষম্ ॥১২॥
তানিতি। মহেষ্বাসান্ মহাধনুর্দ্ধরান্। তরসা বলেন ॥১৩॥
তত ইতি। জ্যয়া গুণেন সহেতি সজ্যম্, "মৌর্বী জ্যা শিঞ্জিনী গুণঃ" ইত্যমরঃ ॥১৪॥
অথেতি। অশ্বৈঃ সূতেন সারথিনা ধ্বজেন রথেন চ সহেতি তম্ ॥১৫॥
স ইতি। নিশিতৈস্তনূকৃতমুখৈঃ সুধারৈরিত্যর্থঃ ॥১৬॥

পরে ভীম সত্তরটা, সাত্যকি নয়টা এবং যুধিষ্ঠির ষাটটা বাণদ্বারা শল্যের শরীরে আঘাত করিলেন ॥১১॥

মহারাজ! তাহার পর শল্য সেই মহারথগণের বাণে বিদ্ধ হইয়া—পর্ব্বত যেমন গৈরিকধাতু নিঃসারণ করে, সেইরূপ রক্ত নিঃসারণ করিতে লাগিলেন ॥১২॥

রাজা! ক্রমে শল্যও বলপূর্ব্বক পাঁচ পাঁচ বাণে সেই মহাধনুর্দ্ধরগণের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন। তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল ॥১৩॥

মাননীয় রাজা! তাহার পর মহারথ শল্য অন্য একটা ভল্লদ্বারা যুধিষ্ঠিরের গুণযুক্ত ধনু ছেদন করিলেন ॥১৪॥

পরে মহারথ যুধিষ্ঠির অন্য ধনু লইয়া বাণদ্বারা অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত শল্যকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥১৫॥

শল্য যুধিষ্ঠিরের বাণে আবৃত হইতে থাকিয়া দশটা সুধার বাণদ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৬॥

সাত্যকিস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ধর্ম্মপুত্রে শরার্দ্দিতে।
মদ্রাণামধিপং শূরং শরৌঘৈঃ সমবারয়ৎ ॥১৭॥
স সাত্যকেঃ প্রচিচ্ছেদ ক্ষুরপ্রেণ মহদ্ধনুঃ।
ভীমসেনমুখাংস্তাংশ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিরতাড়য়ৎ ॥১৮॥
তস্য ক্রুদ্ধো মহারাজ! সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
তোমরং প্রেষয়ামাস স্বর্ণদণ্ডং মহাধনম্ ॥১৯॥
ভীমসেনোঽথ নারাচং জ্বলন্তমিব পন্নগম্।
নকুলঃ সমরে শক্তিং সহদেবো গদাং শুভাম্।
ধর্ম্মরাজঃ শতঘ্নীন্তু জিঘাংসুঃ শল্যমাহবে ॥২০॥
তানাপতত এবাশু পঞ্চানাং বৈ ভুজচ্যুতান্।
বারয়ামাস সমরে শস্ত্রসংঘান্ স মদ্ররাট্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

সাত্যকিরিতি। সমবারয়ৎ ধর্ম্মপুত্রপ্রহারান্ন্যবারয়ৎ ॥১৭॥
স ইতি। ভীমসেনমুখান্ বৃকোদরাদীন্, ত্রিভিস্ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥১৮॥
তস্যেতি। মহাধনং স্বর্ণদণ্ডত্বাদেব মহামূল্যম্ ॥১৯॥
ভীমেতি। ভীমসেন ইত্যাদৌ সর্ব্বত্র প্রেষয়ামাসেত্যনুবৃত্তিঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥
তানিতি। আপতত আগচ্ছতঃ, আশু দ্রুতম্, পঞ্চানাং সাত্যক্যাদীনাম্ ॥২১॥

যুধিষ্ঠির শল্যের বাণে পীড়িত হইলে, সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বাণসমূহদ্বারা বীর শল্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তখন শল্য একটা ক্ষুরপ্রদ্বারা সাত্যকির বিশাল ধনু ছেদন করিলেন এবং তিন তিনটা বাণদ্বারা ভীমপ্রভৃতিকে তাড়ন করিলেন ॥১৮॥

মহারাজ! পরে যথার্থবিক্রমশালী সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া শল্যের উপরে স্বর্ণদণ্ড ও মহামূল্য একটা তোমর নিক্ষেপ করিলেন ॥১৯॥

তদনন্তর যুদ্ধে শল্যকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া ভীমসেন সর্পের ন্যায় উজ্জ্বল একটা নারাচ, নকুল একটা শক্তি, সহদেব একটা গদা ও যুধিষ্ঠির একটা শতঘ্নী নিক্ষেপ করিলেন ॥২০॥

সাত্যকিপ্রভৃতি পাঁচ জন বীরের হস্ত হইতে নির্গত সেই অস্ত্রগুলি আসিতে লাগিলেই, শল্য সত্বর সেগুলিকে বারণ করিলেন ॥২১॥

(১৭)···মদ্রাণামধিপং শূরঃ···পি।

সাত্যকিপ্রহিতং শল্যো ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ তোমরম্।
ভীমেন প্রহিতঞ্চাপি শরং কনকভূষণম্।
দ্বিধা চিচ্ছেদ সমরে কৃতহস্তঃ প্রতাপবান্ ॥২২॥
নকুলপ্রেষিতাং শক্তিং হেমদণ্ডাং ভয়াবহাম্।
গদাঞ্চ সহদেবেন শরৌঘৈঃ সমবারয়ৎ ॥২৩॥
শরাভ্যাঞ্চ শতঘ্নীং তাং রাজ্ঞশ্চিচ্ছেদ ভারত!।
পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং সিংহনাদং ননাদ চ।
নামৃষ্যত্তস্তু শৈনেয়ঃ শত্রোর্বিজয়মাহবে ॥২৪॥
অথান্যদ্ধনুরাদায় সাত্যকিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
দ্বাভ্যাং মদ্রেশ্বরং বিদ্ধা সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

সাত্যকীতি। শরং নারাচাখ্যম্। কৃতহস্তঃ শিক্ষিতহস্তঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥
নকুলেতি। সহদেবেন প্রেষিতামিত্যর্থঃ। সমবারয়ৎ শল্য ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥২৩॥
শরাভ্যামিতি। রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য। নামৃষ্যৎ নাসহত, শৈনেয়ঃ সাত্যকিঃ। ষট্পাদঃ ॥২৪॥
অথেতি। বিদ্ধা অপীড়য়দিতি শেষঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পীড়িত ইতি ॥১॥ তং শল্যমেকং বহুভিঃ পীড্যমানং দৃষ্ট্বা সিদ্ধাঃ প্রহর্ষিতা আসন্নিতি সম্বন্ধঃ। সাধুবাদো জজ্ঞে অর্থাৎ সিদ্ধানাম্ ॥২—২২॥ সহদেবেন প্রেষিতামিতি পূর্ব্বাস্মাৎ সম্বধ্যতে ॥২৩—২৪॥ সারথিঞ্চ বিব্যাধেত্যুত্তরস্মাদপকৃষ্যতে ॥২৫—৪৫॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১॥

শিক্ষিতহস্ত ও প্রতাপশালী শল্য ভল্লদ্বারা সাত্যকিনিক্ষিপ্ত তোমরটাকে ছেদন করিলেন এবং ভীমনিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত নারাচটাকেও দুই খণ্ডে কাটিয়া ফেলিলেন ॥২২॥

আর তিনি বাণসমূহদ্বারা নকুলনিক্ষিপ্ত স্বর্ণদণ্ড ও ভয়াবহ শক্তিটাকে এবং সহদেবনিক্ষিপ্ত গদাকে বারণ করিলেন ॥২৩॥

ভরতনন্দন! পরে শল্য দুইটা বাণদ্বারা যুধিষ্ঠিরের সেই শতঘ্নীটাকে ছেদন করিলেন এবং পাণ্ডবগণের সমক্ষেই সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু সাত্যকি যুদ্ধে শত্রুর সেই জয় সহ্য করিলেন না ॥২৪॥

তৎপরে সাত্যকি ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য ধনু লইয়া দুই বাণে শল্যকে এবং তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া পীড়ন করিলেন ॥২৫॥

ততঃ শল্যো মহারাজ! সর্বাংস্তান্ দশভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ সুস্কৃশং ক্রুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপান্ ॥২৬॥
তে বার্য্যমাণাঃ সমরে মদ্ররাজেন ভারত!।
ন শেকুঃ প্রমুখে স্থাতুং তস্য শত্রুনিসূদনাঃ ॥২৭॥
ততো দুর্য্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা শল্যস্য বিক্রমম্।
নিহতান্ পাণ্ডবান্ মেনে পাঞ্চালানথ সৃঞ্জয়ান্ ॥২৮॥
ততো রাজন্! মহাবাহুর্ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
সন্ত্যজ্য মনসা প্রাণান্ মদ্রাধিপমযোধয়ৎ ॥২৯॥
নকুলঃ সহদেবশ্চ সাত্যকিশ্চ মহাবলঃ।
পরিবার্য্য তদা শল্যং সমন্তাদ্ব্যকিরন্ শরৈঃ ॥৩০॥
স চতুর্ভির্মহেষ্বাসৈঃ পাণ্ডবানাং মহারথৈঃ।
বৃতস্তান্ যোধয়ামাস মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তান্ পঞ্চ, দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামিতি দশভিঃ। তোত্রৈরঙ্কুশৈঃ ॥২৬॥
ত ইতি। তে পঞ্চ। শত্রূণাং নিসূদনা দমনা অপি ॥২৭॥
তত ইতি। নিহতান্ মেনে তদ্বিক্রমদর্শনাদেব সম্ভাবয়ামাস ॥২৮॥
তত ইতি। প্রাণান্ প্রাণমমতাম্ ॥২৯॥
নকুল ইতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য। সমন্তাৎ সর্বাভ্য এব দিগ্ভ্যঃ ॥৩০॥
স ইতি। মহেষ্বাসৈর্মহাধনুর্দ্ধরৈঃ। বৃতঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥৩১॥

মহারাজ! তাহার পর শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া—অঙ্কুশদ্বারা যেমন বিশাল হস্তীদিগকে বিদ্ধ করে, সেইরূপ দুই দুই বাণে তাঁহাদের সকলকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৬॥

ভরতনন্দন! তৎকালে এক শল্য বারণ করিতে থাকিলে, শত্রুদমন সেই পাঁচ জন বীরও তাঁহার সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইলেন না ॥২৭॥

তাহার পর রাজা দুর্য্যোধন শল্যের বিক্রম দেখিয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন ॥২৮॥

রাজা! তদনন্তর মহাবাহু ও প্রতাপশালী ভীমসেন মনে মনে প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

আর নকুল, সহদেব ও মহাবল সাত্যকি তখন পরিবেষ্টন করিয়া বাণদ্বারা সকল দিক্ হইতে শল্যকে প্রহার করিতে থাকিলেন ॥৩০॥

(২৭)…মদ্ররাজ্ঞা মহারথাঃ…পি।

তস্য ধর্ম্মসুতো রাজন্! ক্ষুরপ্রেণ মহাহবে।
চক্ররক্ষং জঘানাশু মদ্ররাজস্য পার্থিবঃ ॥৩২॥
তস্মিংস্তু নিহতে শূরে চক্ররক্ষে মহারথে।
মদ্ররাজোঽতিবলবান্ সৈনিকাংস্তুকিরচ্ছরৈঃ ॥৩৩॥
সমাচ্ছন্নাংস্ততস্তাংস্তু রাজন্! বীক্ষ্য স সৈনিকান্।
চিন্তয়ামাস সমরে ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৪॥
কথং নূনং ভবেৎ সত্যং তন্মাধববচো মহৎ।
ন হি ক্রুদ্ধো রণে রাজা ক্ষপয়েত বলং মম ॥৩৫॥
ততঃ সরথনাগাশ্বাঃ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপূর্বজ!।
মদ্রেশ্বরং সমাসেদুঃ পীড়য়ন্তঃ সমন্ততঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। ক্ষুরপ্রেণ তদাখ্যেন বাণেন। চক্ররক্ষং নূতনং চক্ররক্ষকম্ ॥৩২॥
তস্মিন্নিতি। সৈনিকান্ যুধিষ্ঠিরস্য অকিরৎ প্রাহরৎ ॥৩৩॥
সমিতি। সমাচ্ছন্নান্ শল্যস্য শরৈরাবৃতান্ ॥৩৪॥
কথমিতি। তন্মাধববচঃ "তস্মাজ্জহি রণে শল্যম্" ইতি কৃষ্ণবাক্যম্ ॥৩৫॥
তত ইতি। হে পাণ্ডুপূর্বজ! পাণ্ডুজ্যেষ্ঠভ্রাতঃ! ধৃতরাষ্ট্র!। সমাসেদুর্জগ্মুঃ ॥৩৬॥

কিন্তু প্রতাপশালী শল্য পাণ্ডবপক্ষের সেই চারি জন মহাধনুর্দ্ধর মহারথকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

রাজা! পরে রাজা যুধিষ্ঠির একটা ক্ষুরপ্রদ্বারা সত্বর মহাযুদ্ধে শল্যের নূতন চক্ররক্ষককেও বধ করিলেন ॥৩২॥

সেই বীর ও মহারথ চক্ররক্ষক নিহত হইলে, মহাবল শল্য বাণদ্বারা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

রাজা! তখন শল্যের বাণে সৈন্যগণকে আবৃত দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন—॥৩৪॥

'কৃষ্ণের সেই উদারবাক্য কিপ্রকারে সত্য হইবে। ক্রুদ্ধ মদ্ররাজ! আমার সৈন্য একেবারে ক্ষয় করিবেন না ত?' ॥৩৫॥

পাণ্ডুর অগ্রজ রাজা! তাহার পর পাণ্ডবেরা হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত মিলিত হইয়া সকল দিক্ হইতে পীড়ন করিতে করিতে শল্যের দিকে গমন করিলেন ॥৩৬॥

(৩৪)···স্বসৈনিকান্··পি নি। (৩৫)···ক্ষয়য়েত বলং মম—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

নানাশস্ত্রৌঘবহুলাং শরবৃষ্টিং সমুত্থিতাম্।
ব্যধমৎ সমরে রাজা মহাভ্রাণীব মারুতঃ ॥৩৭॥
ততঃ কনকপুঙ্খাং তাং শল্যক্ষিপ্তাং বিয়দ্গতাম্।
শরবৃষ্টিমপশ্যাম শলভানামিবায়তিম্ ॥৩৮॥
তে শরা মদ্ররাজেন প্রেষিতা রণমূর্দ্ধনি।
সংপতন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে শকুনানাং ব্রজা ইব ॥৩৯॥
মদ্ররাজধনুর্মুক্তৈঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
নিরন্তরমিবাকাশং সংবভূব জনাধিপ!।
ন পাণ্ডবানাং নাস্মাকং তত্র কশ্চিদ্ব্যদৃশ্যত ॥৪০॥
বাণান্ধকারে মহতি কৃতে তত্র মহাহবে।
মদ্ররাজেন বলিনা লাঘবাচ্ছরবৃষ্টিভিঃ ॥৪১॥
লোড্যমানং তথা দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং বলার্ণবম্।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ ॥৪২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

নানেতি। ব্যধমৎ ব্যনাশয়ৎ, রাজা শল্যঃ, মহাভ্রাণি মহামেঘান্ ॥৩৭॥
তত ইতি। বিয়দ্গতামাকাশবর্ত্তিনীম্। শলভানাং পতঙ্গানাম্, আয়তিং শ্রেণীম্ ॥৩৮॥
ত ইতি। শকুনানাং বকাদিপক্ষিণাম্, ব্রজাঃ সমূহাঃ ॥৩৯॥
মদ্রেতি। নিরন্তরং নিরবকাশম্। কশ্চিজ্জনঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥
বাণেতি। লাঘবাৎ অস্ত্রক্ষেপে দ্রুতহস্তত্বাৎ। বলার্ণবং সৈন্যসাগরম্ ॥৪১—৪২॥

পরে বায়ু যেমন মহামেঘ সকল বিনষ্ট করে, সেইরূপ শল্য যুদ্ধে পাণ্ডবগণের নানাশস্ত্রবহুল শরবৃষ্টি বিনষ্ট করিলেন ॥৩৭॥

তাহার পর আকাশে পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় শল্যক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ বাণবৃষ্টি আমরা দেখিতে পাইলাম ॥৩৮॥

শল্যনিক্ষিপ্ত সেই বাণ সকল পক্ষিসমূহের ন্যায় রণস্থলে পতিত হইতেছে দেখিলাম ॥৩৯॥

নরনাথ! শল্যের কার্ম্মুকনিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত বাণে বাণে আকাশটা যেন নিরবকাশ হইয়া গেল। তখন পাণ্ডবপক্ষের বা আমাদের পক্ষের কোন ব্যক্তিই দৃষ্টিগোচর হইল না ॥৪০॥

বলবান্ শল্য লঘুহস্ততাবশতঃ বাণবৃষ্টিদ্বারা সেই মহাযুদ্ধস্থান গাঢ় অন্ধকার করিলে, পাণ্ডবগণের সৈন্যসাগর আলোড়িত হইতেছে দেখিয়া আকাশবর্ত্তী দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৪১—৪২॥

স তু তান্ সর্বতো যত্তাচ্ছরৈঃ সংছাদ্য মারিষ!।
ধর্ম্মরাজমবচ্ছাদ্য সিংহবদ্ব্যনদন্মুহুঃ ॥৪৩॥
তে চ্ছন্নাঃ সমরে তেন পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
ন শেকুস্তং তদা যুদ্ধে প্রত্যুদ্যাতুং মহারথম্ ॥৪৪॥
ধর্ম্মরাজপুরোগাস্তু ভীমসেনমুখা রথাঃ।
ন জহুঃ সমরে শূরং শল্যমাহবশোভিনম্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে সঙ্কুলযুদ্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

—:-০-:—

সঞ্জয় উবাচ।

অর্জ্জুনো দ্রৌণিনা বিদ্ধো যুদ্ধে বহুভিরাশুগৈঃ।
তস্য চানুচরৈঃ শূরৈস্ত্রিগর্ত্তানাং মহারথৈঃ।
দ্রৌণিং বিব্যাধ সমরে ত্রিভিরেব শিলীমুখৈঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তান্ সৈনিকান্। সিংহবৎ ব্যনদৎ সিংহনাদমকরোৎ ॥৪৩॥

ত ইতি। তেন শল্যেন। প্রত্যুদ্যাতুং প্রতিপ্রহারায় ॥৪৪॥

ধর্ম্মেতি। ভীমসেনমুখা ভীমাদয়ঃ, রথা রথিনঃ। জহুস্তত্যজুঃ ॥৪৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

মাননীয় রাজা! শল্য যত্ন সহকারে বাণদ্বারা সকল দিকে সেই সৈন্যগণকে এবং যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদন করিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

শল্য বাণদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলে, পাণ্ডবপক্ষের সেই মহারথেরা তখন যুদ্ধে সেই মহারথ শল্যের সম্মুখেই যাইতে সমর্থ হইলেন না ॥৪৪॥

অথ চ যুধিষ্ঠির ও ভীমপ্রভৃতি রথীরা যুদ্ধশোভী বীর শল্যকে যুদ্ধে পরিত্যাগও করিলেন না' ॥৪৫॥

(৪৩) ·শরৈঃ সংপীড্য মারিষ!···পি। (৪৪) ·নাশক্নুবংস্তদা যুদ্ধে···নি। * '···ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '···দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ' নি। (১)···যুদ্ধে বহুভিরায়সৈঃ··· পি নি।

তথেতরান্ মহেষ্বাসান্ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ধনঞ্জয়ঃ।
ভুয়শ্চৈব মহাবাহুঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥২॥
শরকণ্টকিতাস্তে তু তাবকা ভরতর্ষভ!।
ন জহুঃ সমরে পার্থং বধ্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥৩॥
তেঽর্জ্জুনং শরবর্ষেণ দ্রোণপুত্রপুরোগমাঃ।
অযোধয়স্ত সমরে পরিবার্য্য মহারথম্ ॥৪॥
তৈস্তু ক্ষিপ্তাঃ শরা রাজন্! কার্ত্তস্বরবিভূষিতাঃ।
অর্জ্জুনস্য রথোপস্থং পূরয়ামাসুরঞ্জসা ॥৫॥
তথা কৃষ্ণৌ মহেষ্বাসাবৃষভৌ সর্বধন্বিনাম্।
বিব্যধুশ্চ শরৈর্ঘোরৈঃ প্রহৃষ্টা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

অর্জ্জুন ইতি। দ্রৌণিনা অশ্বত্থাম্না। আশুগৈর্বাণৈঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১॥
তথেতি। মহেষ্বাসান্ মহাধনুর্দ্ধরান্, দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং শরাভ্যাম্ ॥২॥
শরেতি। শরৈঃ কণ্টকিতাঃ সঞ্জাতকণ্টকাঃ। জহুস্তত্যজুঃ ॥৩॥
ত ইতি। দ্রোণপুত্রোঽশ্বত্থামা পুরোগমঃ অগ্রবর্ত্তী যেষাং তে ॥৪॥
তৈরিতি। কার্ত্তস্বরবিভূষিতাঃ স্বর্ণালঙ্কৃতাঃ। রথস্য উপস্থং মধ্যম্, অঞ্জসা দ্রুতম্ ॥৫॥
তথেতি। কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ, মহেষ্বাসৌ মহাধনুর্দ্ধরৌ, ঋষভৌ শ্রেষ্ঠৌ ॥৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! ওদিকে অশ্বত্থামা এবং তাঁহার অনুচর ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় বীর মহারথেরা যুদ্ধে বহুতর বাণদ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে, অর্জ্জুনও তিনটা বাণদ্বারাই যুদ্ধে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন ॥১॥

এবং অর্জ্জুন দুই দুই বাণে অপর মহাধনুর্দ্ধরদিগকে তাড়ন করিলেন। পরে আবার মহাবাহু অর্জ্জুন বাণ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন ॥২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন অর্জ্জুনের বাণে কণ্টকিত এবং তাঁহারই সুধার বাণে নিহত হইতে থাকিয়াও আপনার পক্ষের সেই বীরেরা যুদ্ধে অর্জ্জুনকে ত্যাগ করিলেন না ॥৩॥

বরং তাঁহারা অশ্বত্থামাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মহারথ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৪॥

রাজা! তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত বাণ সকল যাইয়া সত্বরই অর্জ্জুনের রথমধ্য পূর্ণ করিল ॥৫॥

(৬) অথ কৃষ্ণৌ·· শরৈর্বীক্ষ্য বিতুন্নাঙ্গৌ প্রহৃষ্টাঃ···পি বর্দ্ধ।

কূবরং রথচক্রাণি যুগঞ্চৈবানুকর্ষকম্ ।
বাহনানি ধ্বজশ্চৈব শরভূতমভূত্তদা ॥৭॥
নৈতাদৃশং দৃষ্টপূর্বং রাজন্ ! নৈবাপি চ শ্রুতম্ ।
যাদৃশং তত্র পার্থস্য তাবকাঃ সংপ্রচক্রিরে ॥৮॥
স রথঃ সর্বতো ভাতি চিত্রপুঙ্খৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ ।
উল্কাশতৈঃ সম্প্রদীপ্তং বিমানমিব ভূতলে ॥৯॥
ততোঽর্জ্জুনো মহারাজ ! শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।
অবাকিরত্তাং পৃতনাং মেঘো বৃষ্ট্যা যথাচলম্ ॥১০॥
তে বধ্যমানাঃ সমরে পার্থনামাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ ।
পার্থভূতমমন্যন্ত প্রেক্ষমাণাস্তথাবিধম্ ॥১১॥
ততোঽদ্ভুতশরজ্বালো ধনুঃশব্দানিলো মহান্ ।
সেনেন্ধনং দদাহাশু তাবকং পার্থপাবকঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

কূবরমিতি। কূবরাদীনি রথাঙ্গানি প্রাগ্ব্যাখ্যাতানি। শরভূতম্ এতৎ সর্বং বাণময়ম্ ॥৭॥
নেতি। যাদৃশং ভাবম্ অবস্থামিতি যাবৎ, পার্থস্য অর্জ্জুনস্য ॥৮॥
স ইতি। চিত্রপুঙ্খৈঃ স্বর্ণনিবেশাদিনা বিচিত্রমূলদেশৈঃ। সম্প্রদীপ্তমালোকিতম্ ॥৯॥
তত ইতি। সন্নতপর্বভিঃ বক্রোপান্তৈঃ। অবাকিরৎ প্রাহরৎ, পৃতনাং সেনাম্ ॥১০॥
ত ইতি। পার্থভূতং রণাঙ্গনমেবার্জ্জুনময়ম্। তথাবিধং ভাবম্ ॥১১॥

এবং হৃষ্টচিত্ত ও যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ সেই বীরেরা ভীষণ ভীষণ বাণদ্বারা সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ ও মহাধনুর্দ্ধর কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥৬॥

তখন অর্জ্জুনরথের কূবর, চক্র, যুগ, অনুকর্ষ, অশ্ব ও ধ্বজ এ সমস্তই যেন বাণময় হইয়া গেল ॥৭॥

রাজা ! তৎকালে আপনার পক্ষের যোদ্ধারা অর্জ্জুনের যেরূপ অবস্থা করিয়াছিলেন, সেরূপ অবস্থা আমরা পূর্ব্বে দেখি নাই বা শুনিও নাই ॥৮॥

শত শত উল্কার আলোকে আলোকিত ভূতলবর্ত্তী বিমানের ন্যায় অর্জ্জুনের সেই রথখানা সকল দিকে বিচিত্রপুঙ্খ ও সুধার বাণসমূহে দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥৯॥

মহারাজ ! তাহার পর মেঘ যেমন বৃষ্টিদ্বারা পর্ব্বতকে প্রহার করে, সেইরূপ অর্জ্জুন নতপর্ব বাণসমূহদ্বারা সেই সৈন্যগণকে প্রহার করিতে থাকিলেন ॥১০॥

অর্জ্জুননামাঙ্কিত বাণসমূহে নিহত হইতে লাগিলে, সেই সৈন্যেরা সেইরূপ দেখিতে থাকিয়া রণস্থলটাকেই যেন অর্জ্জুনময় বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥১১॥

(৭)·· ঈষা যোক্ত্রাণি বা বিভো !। যুগঞ্চৈবানুকর্ষঞ্চ···বর্দ্ধ নি।

চক্রাণাং পততাঞ্চাপি যুগানাঞ্চ ধরাতলে।
তূণীরাণাং পতাকানাং ধ্বজানাঞ্চ রথৈঃ সহ ॥১৩॥
ঈষাণামনুকর্ষাণাং ত্রিবেণূনাঞ্চ ভারত!।
অক্ষাণামথ যোক্ত্রাণাং প্রতোদানাঞ্চ সর্বশঃ ॥১৪॥
শিরসাং পততাঞ্চৈব কুণ্ডলোষ্ণীষধারিণাম্।
ভুজানাঞ্চ মহারাজ! জঙ্ঘানাঞ্চ সহস্রশঃ ॥১৫॥
ছত্রাণাং ব্যজনৈঃ সার্দ্ধং মুকুটানাঞ্চ রাশয়ঃ।
সমদৃশ্যন্ত পার্থস্য রথমার্গেষু ভারত! ॥১৬॥ (কলাপকম্)
ততঃ ক্রুদ্ধস্য পার্থস্য রথমার্গে বিশাংপতে!।
অগম্যরূপা পৃথিবী মাংসশোণিতকর্দ্দমা ॥১৭॥
বভূব ভরতশ্রেষ্ঠ! রুদ্রস্যাক্রীড়নং যথা।
ভীরূণাং ত্রাসজননী শূরাণাং হর্ষবর্দ্ধনী ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ততঃ অদ্ভুতা শরজ্বালা বাণরূপা শিখা যস্য সঃ, ধনুঃশব্দ এবানিলঃ সখিভূতো বায়ুর্যস্য সঃ, মহান্ বিশালঃ, পার্থোঽর্জ্জুন এব পাবকো বহ্নিঃ সঃ, তাবকং ত্বদীয়ম্, সৈন্যমেব ইন্ধনং কাষ্ঠং তৎ, আশু শীঘ্রং দদাহ ॥১২॥

চক্রাণামিতি। যুগানাং তির্য্যগ্দীর্ঘদণ্ডানাম্। ঈষাণামূর্দ্ধদণ্ডানাম্, অনুকর্ষাণাং নিম্নদণ্ডানাম্, ত্রিবেণূনাম্ উপরিগতকাষ্ঠানাম্। অক্ষাণাং চক্রধারকদারূণাম্, যোক্ত্রাণাং তদ্বন্ধনরজ্জূনাম্, প্রতোদানাং কশানাম্। ভুজানাং বাহূনাম্। ব্যজনৈশ্চামরৈঃ ॥১৩—১৬॥

তত ইতি। পৃথিবী রণভূমিঃ, মাংসানি শোণিতানি ঘনীভূতরক্তানি চ কর্দ্দমা যস্যাং সা। রুদ্রস্য সংহারমূর্ত্তেঃ শিবস্য, আক্রীড়নং ক্রীড়াস্থানম্ ॥১৭—১৮॥

রাজা! তদনন্তর যাহার বাণরূপ শিখা অদ্ভুত ছিল এবং ধনুর শব্দরূপ বায়ু যাহাকে বর্দ্ধিত করিতেছিল, সেই বিশাল অর্জ্জুনরূপ অগ্নি আপনার সৈন্যরূপ কাষ্ঠকে সত্বরই দগ্ধ করিয়া ফেলিল ॥১২॥

ভরতনন্দন মহারাজ! ক্রমে দেখা গেল—অর্জ্জুনের রথপথে চক্র, যুগ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, রথ, ঈষা, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, কশা, কুণ্ডল ও উষ্ণীষধারী মস্তক, সহস্র সহস্র বাহু ও জঙ্ঘা এবং রাশি রাশি ছত্র, চামর ও মুকুট পতিত রহিয়াছে ॥১৩—১৬॥

নরনাথ! অর্জ্জুনের রথপথের ভূমিতে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম হইয়াছিল।

(১৫)⋯ ভুজানাঞ্চ মহাভাগ! স্কন্ধানাঞ্চ সমন্ততঃ—বা নি। (১৮)⋯ হর্ষবর্দ্ধিনী—নি, ⋯হর্ষবর্দ্ধনম্—বা।

হত্বা তু সমরে পার্থঃ সহস্রে দ্বে পরন্তপঃ।
রথানাং সবরূথানাং বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥১৯॥
যথা হি ভগবানগ্নির্জগদ্দগ্ধ্বা চরাচরম্।
বিধূমো দৃশ্যতে রাজন্! তথা পার্থো মহারথঃ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)
দ্রৌণিস্তু সমরে দৃষ্ট্বা পাণ্ডবস্য পরাক্রমম্।
রথেনাতিপতাকেন পাণ্ডবং প্রত্যবারয়ৎ ॥২১॥
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ শ্বেতাশ্বৌ রথিনাং বরৌ।
সমীয়তুস্তথা তূর্ণং পরস্পরবধৈষিণৌ ॥২২॥
তয়োরাসীন্মহারাজ! বাণবর্ষং সুদারুণম্।
জীমূতয়োর্যথা বৃষ্টিস্তপান্তে ভরতর্ষভ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

হত্বেতি। বরূথৈরাবরণৈঃ সহেতি তেষাম্। দগ্ধ্বা প্রলয়কালে ॥১৯—২০॥
দ্রৌণিরিতি। পাণ্ডবস্য অর্জ্জুনস্য। অতি অতিমনোরমা পতাকা যস্য তেন ॥২১॥
তাবিতি। শ্বেতা অশ্বা যয়োস্তৌ। সমীয়তুঃ পরস্পরং সম্মুখং জগ্মতুঃ ॥২২॥
তয়োরিতি। জীমূতয়োর্মেঘয়োঃ। তপান্তে গ্রীষ্মকালাবসানে ॥২৩॥

তাহাতে সে ভূমি রুদ্রের ক্রীড়াভূমির ন্যায় অগম্য, ভীরুজনের ভয়জনক এবং বীরগণের হর্ষবর্দ্ধক হইয়াছিল ॥১৭—১৮॥

রাজা! শত্রুসন্তাপকারী অর্জ্জুন এইভাবে আবরণযুক্ত দুই সহস্র রথ বিনষ্ট করিয়া ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন; কিংবা প্রলয়কালে ভগবান্ অগ্নি চরাচর জগৎ দগ্ধ করিয়া ধূমশূন্য অবস্থায় যেমন দৃষ্টিগোচর হন, মহারথ অর্জ্জুনও তখন সেইরূপ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥১৯—২০॥

কিন্তু অশ্বত্থামা যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাক্রম দেখিয়া অতিমনোহরপতাকাযুক্ত রথদ্বারা অর্জ্জুনকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২১॥

ক্রমে পুরুষশ্রেষ্ঠ, শ্বেতাশ্বযুক্ত ও রথিপ্রধান সেই বীরেরা দুই জন পরস্পর বধৈষী হইয়া সত্বর পরস্পরের অভিমুখে গমন করিলেন ॥২২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! পরে গ্রীষ্মকাল অতীত হইলে দুইটা মেঘের যেমন বৃষ্টি হয়, সেইরূপ তাঁহাদের অতিদারুণ বাণবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥২৩॥

(২০)···তথা পার্থো ধনঞ্জয়ঃ—বা নি। (২২)···শ্বেতাশ্বৌ ধন্বিনাং বরৌ। সমীয়তুস্তথান্যোন্যম্···বা নি।

মহাভারতম্



শল্যপর্ব্ব

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

দ্বিতীয়খণ্ডম্

দর্শনাচার্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তথা

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকস্থূরিবস্থ স্থসিদ্ধান্তবিদ্যালয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব প্রকাশিতঞ্চ

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে

…পক্ষে মূল্যং ১৲ সাধারণপক্ষে মূল্যং ১॥০

অন্যোন্যস্পর্দ্ধিনৌ তৌ তু শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
ততক্ষতুর্ম্ম ধেঽন্যোন্যং শৃঙ্গাভ্যাং বৃষভাবিব ॥২৪॥
তয়োর্যুদ্ধং মহারাজ! চিরং সমমিবাভবৎ।
অস্ত্রাণাং সঙ্গমশ্চৈব ঘোরস্তত্রাভবৎ পুনঃ ॥২৫॥
ততোঽর্জ্জুনং দ্বাদশভী রুক্মপুঙ্খৈঃ সুতেজনৈঃ।
বাসুদেবঞ্চ দশভির্দ্রৌণির্বিব্যাধ ভারত! ॥২৬॥
ততঃ প্রহস্য বীভৎসুর্ব্যাক্ষিপদ্‌গাণ্ডিবং ধনুঃ।
মানয়িত্বা মুহূর্ত্তন্তু গুরুপুত্রং মহাহবে ॥২৭॥
ব্যশ্বসূতরথং চক্রে সব্যসাচী মহারথঃ।
মৃদুপূর্বং ততশ্চৈনং ত্রিভির্বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥২৮॥
হতাশ্বে তু রথে তিষ্ঠন্ দ্রোণপুত্রস্তদা স্ময়ন্।
মুষলং পাণ্ডুপুত্রায় চিক্ষেপ পরিঘোপমম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

অন্যোন্যেতি। সন্নতপর্বভির্বক্রোপাস্তৈঃ। ততক্ষতুস্তনূচক্রতুঃ প্রজহ্রতুরিত্যর্থঃ ॥২৪॥
তয়োরিতি। সমং তুল্যম্। সঙ্গমঃ সংঘর্ষঃ ॥২৫॥
তত ইতি। রুক্মপুঙ্খৈঃ স্বর্ণখচিতমূলদেশৈঃ, সুতেজনৈর্মহাবেগৈঃ ॥২৬॥
তত ইতি। বীভৎসুরর্জ্জুনঃ, ব্যাক্ষিপদনবরতমাকর্ষৎ ॥২৭॥
ব্যশ্বেতি। বিগতা অশ্বাঃ সূতঃ সারথিঃ রথশ্চ যস্য তম্। মৃদুপূর্ব্বং কোমলতাপূর্বকম্ ॥২৮॥
হতেতি। স্ময়ন্ ঈষদ্ধসন্। পাণ্ডুপুত্রায় অর্জ্জুনোপরি ॥২৯॥

তখন দুইটা বৃষ যেমন শৃঙ্গদ্বারা পরস্পর আঘাত করে, সেইরূপ পরস্পরস্পর্দ্ধী অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামা নতপর্ব্ব বাণসমূহদ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে থাকিলেন ॥২৪॥

মহারাজ! তাঁহাদের সেই যুদ্ধ দীর্ঘকাল সমানভাবেই চলিল এবং তখন ভীষণ অস্ত্রসংঘর্ষ হইল ॥২৫॥

ভরতনন্দন! তাহার পর অশ্বত্থামা স্বর্ণপুঙ্খ ও মহাবেগশালী বারটা বাণদ্বারা অর্জ্জুনকে এবং দশটা বাণদ্বারা কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৬॥

তদনন্তর অর্জ্জুন কিছু কাল মহাযুদ্ধে গুরুপুত্রের সম্মান রাখিয়া হাস্য করিয়া অবিরত গাণ্ডীবধনু আকর্ষণ করিতে থাকিলেন ॥২৭॥

ক্রমে মহারথ অর্জ্জুন অশ্বত্থামার অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিলেন এবং পরে তিনটা বাণদ্বারা তাঁহাকে অদৃঢ়ভাবে আঘাত করিলেন ॥২৮॥

(২৮)…ততশ্চৈনং পুনঃ পুনরতাড়য়ৎ—নি। (২৯)…দ্রোণপুত্রস্বরন্বয়ম্…নি।

তমাপতন্তং সহসা হেমপট্টবিভূষিতম্।
চিচ্ছেদ সপ্তধা বীরঃ পার্থঃ শত্রুনিবর্হণঃ ॥৩০॥
স চ্ছিন্নং মুষলং দৃষ্ট্বা দ্রৌণিঃ পরমকোপনঃ।
আদদে পরিঘং ঘোরং নগেন্দ্রশিখরোপমম্।
চিক্ষেপ চৈব পার্থায় দ্রৌণির্যুদ্ধবিশারদঃ ॥৩১॥
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং পরিঘং প্রেক্ষ্য পাণ্ডবঃ।
অর্জ্জুনস্ত্বরিতো জঘ্নে পঞ্চভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥৩২॥
স চ্ছিন্নঃ পতিতো ভূমৌ পার্থবাণৈর্মহামৃধে।
দারয়ন্ পৃথিবীন্দ্রাণাং মনাংসীব চ ভারত! ॥৩৩॥
ততোঽপরৈস্ত্রিভির্বাণৈর্দ্রৌণিং বিব্যাধ পাণ্ডবঃ।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা পার্থেন সুমহাবলঃ।
ন সম্ভ্রান্তস্তদা দ্রৌণিঃ পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। আপতন্তমাগচ্ছন্তম্। চিচ্ছেদ নিবারয়ামাসেত্যর্থঃ, সপ্তধা প্রহারৈঃ ॥৩০॥
স ইতি। নগেন্দ্রশিখরোপমং পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্যং মহান্তম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥
তমিতি। ক্রুদ্ধমন্তকং যমম্। জঘ্নে নিবারয়ামাস ॥৩২॥
স ইতি। দারয়ন্ নৈরাশ্যেন, পৃথিবীন্দ্রাণাং বিপক্ষনৃপতীনাম্ ॥৩৩॥
তত ইতি। ন সম্ভ্রান্তো ন বিচলিতঃ। পৌরুষে ধৈর্য্যে, স্বে স্বকীয়ে। ষট্‌পাদঃ ॥৩৪॥

তখন অশ্ব ও সারথি নিহত হইলেও অশ্বত্থামা সেই রথেই থাকিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিঘতুল্য একটা মুষল অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥২৯॥

স্বর্ণপট্টভূষিত সেই মুষলটা বেগে আসিতে লাগিলে, বীর ও শত্রুহন্তা অর্জ্জুন সাত শরাঘাতে সেটাকে বারণ করিলেন ॥৩০॥

সেই মুষল ব্যর্থ হইল দেখিয়া অশ্বত্থামা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য ভীষণ একটা পরিঘ গ্রহণ করিলেন এবং যুদ্ধবিশারদ অশ্বত্থামা তাহা অর্জ্জুনের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৩১॥

ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় সেই পরিঘটা দেখিয়া অর্জ্জুন ত্বরান্বিত হইয়া পাঁচটা উত্তম বাণে সেটাকে বারণ করিলেন ॥৩২॥

ভরতনন্দন! সেই পরিঘটা মহাযুদ্ধে অর্জ্জুনের বাণে নিবারিত হইয়া বিপক্ষ রাজাদের মন বিদারণ করতই যেন ভূতলে পতিত হইল ॥৩৩॥

(৩৩) ··মনঃ শব্দেন ভারত!—নি। (৩৪)···পৌরুষেষু ব্যবস্থিতঃ—পি বা নি।

সুরথস্তু ততো রাজন্ ! ভারদ্বাজো মহারথঃ।
অবাকিরচ্ছরব্রাতৈঃ সর্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ॥৩৫॥
ততস্তু সুরথো হ্যাজৌ পাঞ্চালানাং মহারথঃ।
রথেন মেঘঘোষেণ দ্রৌণিমেবাভ্যধাবত ॥৩৬॥
বিকর্ষন্ বৈ ধনুঃশ্রেষ্ঠং সর্বভারসহং দৃঢ়ম্।
জ্বলনাশীবিষনিভৈঃ শরৈশ্চৈনমবাকিরৎ ॥৩৭॥
সুরথং বীক্ষ্য সংক্রুদ্ধমাপতন্তং মহারথম্।
চুক্রোধ সমরে দ্রৌণির্দণ্ডাহত ইবোরগঃ ॥৩৮॥
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং কৃত্বা সৃক্কণী পরিসংলিহন্।
তং বীক্ষ্য সুরথং রোষাদ্ধনুর্জ্যামবমৃজ্য চ।
মুমোচ তীক্ষ্ণং নারাচং যমদণ্ডোপমং যুধি ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

সুরথমিতি। ভারদ্বাজো দ্রৌণিঃ। অবাকিরৎ প্রাহরৎ, শরাণাং ব্রাতৈঃ সমূহৈঃ ॥৩৫॥
তত ইতি। আজৌ যুদ্ধে। মেঘস্যেব ঘোষো ধ্বনির্যস্য তেন ॥৩৬॥
বিকর্ষন্নিতি। জ্বলনাশীবিষনিভৈঃ অগ্নিসর্পতুল্যৈঃ, এনং দ্রৌণিম্ ॥৩৭॥
সুরথমিতি। আপতন্তমাগচ্ছন্তম্। উরগঃ সর্পঃ ॥৩৮॥
ত্রিশিখামিতি। সৃক্কণী ওষ্ঠপ্রান্তৌ, পরিসংলিহন্ রসনয়া স্পৃশন্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৯॥

তদনন্তর অর্জ্জুন অন্য তিনটা বাণদ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। বলবান্ অর্জ্জুন অত্যন্ত বিদ্ধ করিলেও মহাবল অশ্বত্থামা আপন ধৈর্য্যবশতঃ তখন বিচলিত হইলেন না ॥৩৪॥

রাজা ! তাহার পর মহারথ অশ্বত্থামা বাণসমূহদ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে সুরথকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

পরে পাঞ্চালসৈন্যের মধ্যে মহারথ সুরথ মেঘের ন্যায় গম্ভীরধ্বনিযুক্ত রথে অশ্বত্থামার দিকেই ধাবিত হইলেন ॥৩৬॥

ক্রমে তিনি দৃঢ় ও সর্ব্বাকর্ষণসহ উত্তম ধনু আকর্ষণ করিতে থাকিয়া অগ্নি ও সর্পতুল্য বাণসমূহদ্বারা অশ্বত্থামাকে প্রহার করিতে থাকিলেন ॥৩৭॥

মহারথ সুরথ ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া অশ্বত্থামা দণ্ডতাড়িত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩৮॥

(৩৯)···যমদণ্ডসমদ্যুতিম্—পি।

স তস্য হৃদয়ং ভিত্ত্বা প্রবিবেশাতিবেগিতঃ।
শক্রাশনিরিবোৎসৃষ্টো বিদার্য্য ধরণীতলম্ ॥৪০॥
ততঃ স পতিতো ভূমৌ নারাচেন সমাহতঃ।
বজ্রেণেব যথা শৃঙ্গং পর্ব্বতস্য বিদারিতম্ ॥৪১॥
তস্মিংস্তু নিহতে বীরে দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
আরুরোহ রথং তূর্ণং তমেব রথিনাং বরঃ ॥৪২॥
ততঃ সজ্জো মহারাজ! দ্রৌণিরাহবদুর্ম্মদঃ।
অর্জ্জুনং যোধয়ামাস সংশপ্তকবৃতো রণে ॥৪৩॥
তদ্‌যুদ্ধং সুমহচ্চাসীদেকস্য বহুভিঃ সহ।
মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনম্ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স নারাচঃ, তস্য সুরথস্য। শক্রাশনিরিন্দ্রবজ্রঃ ॥৪০॥
তত ইতি। যথাশব্দস্থিতেরিবশব্দঃ সম্ভাবনায়াম্ ॥৪১॥
তস্মিন্নিতি। তং স্বকীয়মেব অপরাশ্বসারথিযুক্তমিত্যর্থঃ ॥৪২॥
তত ইতি। সজ্জঃ সন্নদ্ধঃ। আহবদুর্ম্মদো যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষঃ ॥৪৩॥
তদিতি। একস্য অর্জ্জুনস্য। যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনং হতানাং তত্র গমনাৎ ॥৪৪॥

এবং তিনি সুরথকে দেখিয়া ক্রোধবশতঃ ত্রিরেখাযুক্ত ভ্রুকুটী করিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিতে থাকিয়া ধনুর গুণ মার্জনপূর্ব্বক যমদণ্ডের তুল্য একটা তীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৯॥

মহাবেগশালী সেই নারাচটা ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় যাইয়া সুরথের হৃদয় ভেদ করিয়া বিদারণপূর্ব্বক ভূমিতে প্রবেশ করিল ॥৪০॥

তাহার পর বজ্রবিদারিত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় সুরথ নারাচসমাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৪১॥

সেই বীর নিহত হইলে, প্রতাপশালী ও রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা সত্বর সেই রথেই আরোহণ করিলেন ॥৪২॥

মহারাজ! তদনন্তর যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ও যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ অশ্বত্থামা সংশপ্তকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আবার অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে গমন করিলে, বহু যোদ্ধার সহিত এক অর্জ্জুনের অতিবিশাল যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং সে যুদ্ধ যমের রাজ্য বৃদ্ধি করিতে থাকিল ॥৪৪॥

(৪১)…পর্ব্বতস্য নিপাতিতম্—পি,… পর্ব্বতস্য বিদীর্য্যতঃ—বা,… পর্ব্বতস্যেব দীর্য্যতঃ—নি।

তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম দৃষ্ট্বা তেষাং পরাক্রমম্।
যদেকো যুগপদ্বীরান্ সমযোধয়দর্জ্জুনঃ ॥৪৫॥
বিমর্দ্দস্তু মহানাসীদর্জ্জুনস্য পরৈঃ সহ।
শতক্রতোর্যথা পূর্বং মহত্যা দৈত্যসেনয়া ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি
শল্যবধে সঙ্কুলযুদ্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:※:——

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্য্যোধনো মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
চক্রতুঃ সুমহদ্যুদ্ধং শরশক্তিসমাকুলম্ ॥১॥
ততো রাজন্! সমাপেতুঃ শরধারাঃ সহস্রশঃ।
অম্বুদানাং যথা কালে জলধারাঃ সমন্ততঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। তেষাং কুরুপক্ষীয়াণাম্। যুগপদেকদৈব ॥৪৫॥

বিমর্দ্দ ইতি। বিমর্দ্দো যুদ্ধসংঘর্ষঃ। শতক্রতোরিন্দ্রস্য ॥৪৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

দুর্য্যোধন ইতি। পার্ষতঃ পৃষতপৌত্রঃ। শরশক্তিভিঃ সমাকুলং পূর্ণম্ ॥১॥

তখন আমরা কৌরবপক্ষের পরাক্রম দেখিয়া এক আশ্চর্য্য দেখিলাম যে, এক অর্জ্জুন একদা বহু বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

ক্রমে পূর্ব্বকালে বিশাল দৈত্যসৈন্যের সহিত ইন্দ্রের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ বিপক্ষগণের সহিত অর্জ্জুনের গুরুতর যুদ্ধ হইতে লাগিল' ॥৪৬॥

——০:※:০——

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! দুর্য্যোধন ও পৃষতনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণ ও শক্তি-প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা অতিগুরুতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১॥

* '…চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ' নি। (২)… তয়োরাসী-ন্মহারাজ!…পি বর্দ্ধ বা।

রাজা তু পার্ষতং বিদ্ধা শরৈঃ পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
দ্রোণহন্তারমুগ্রেষুং পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥৩॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে বলবান্ দৃঢ়বিক্রমঃ।
সপ্তত্যা বিশিখানাং বৈ দুর্য্যোধনমপীড়য়ৎ ॥৪॥
পীড়িতং বীক্ষ্য রাজানং সোদর্য্যা ভরতর্ষভ!।
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং পরিবব্রুঃ স্ম পার্ষতম্ ॥৫॥
স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরঃ সর্বতোঽতিরথৈর্ভৃশম্।
ব্যচরৎ সমরে রাজন্! দর্শয়ন্নস্ত্রলাঘবম্ ॥৬॥
শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মাণং গৌতমঞ্চ মহারথম্।
প্রভদ্রকৈঃ সমাযুক্তৌ যোধয়ামাস ধন্বিনৌ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অম্বুদানাং মেঘানাম্, কালে বর্ষাসময়ে ॥২॥
রাজেতি। রাজা দুর্য্যোধনঃ। উগ্রেষুং ভীষণবাণম্। সপ্তভিরাশুগৈর্বাণৈঃ ॥৩॥
ধৃষ্টেতি। বিশিখানাং বাণানাম্ ॥৪॥
পীড়িতমিতি। সোদর্য্যা রাজ্ঞ এব সহোদরাঃ। পরিবব্রুঃ পরিবিবেষ্টিরে ॥৫॥
স ইতি। অস্ত্রলাঘবং দ্রুতাস্ত্রক্ষেপে যোগ্যতাম্ ॥৬॥
শিখণ্ডীতি। গৌতমং গৌতমগোত্রং কৃপম্। প্রভদ্রকৈস্তদ্বংশীয়ৈঃ সৈন্যৈঃ ॥৭॥

রাজা! বর্ষাকালে সকল দিকে মেঘের যেমন জলধারা পতিত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের সহস্র সহস্র বাণধারা পতিত হইতে থাকিল ॥২॥

কিন্তু দুর্য্যোধন পাঁচটা বাণদ্বারা দ্রোণহন্তা ও ভীষণবাণযুক্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতটা বাণদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩॥

পরে বলবান্ ও দৃঢ়বিক্রমশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে সত্তরটা বাণদ্বারা দুর্য্যোধনকে পীড়ন করিলেন ॥৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে দুর্য্যোধনকে পীড়িত দেখিয়া তাঁহার সহোদরেরা বিশাল সৈন্যের সহিত যাইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৫॥

রাজা! সেই অতিরথেরা সকল দিকে বিশেষভাবে বেষ্টন করিলে, বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন লঘুহস্ততা দেখাইতে থাকিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৬॥

ওদিকে শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণের সহিত মিলিত, মহারথ ও ধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা এবং কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৭॥

(৩)···পঞ্চভিরায়সৈঃ··· উগ্রেষুঃ···পি।

তত্রাপি সুমহদ্‌যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাংপতে!।
প্রাণান্ সন্ত্যজতাং যুদ্ধে প্রাণদ্যূতাভিদেবনে ॥৮॥
শল্যস্তু শরবর্ষাণি বিমুঞ্চন্ সর্ব্বতো দিশম্।
পাণ্ডবান্ পীড়য়ামাস সসাত্যকিবৃকোদরান্ ॥৯॥
তথোভৌ চ যমৌ যুদ্ধে যমতুল্যপরাক্রমৌ।
যোধয়ামাস রাজেন্দ্র! ধৈর্য্যেণ চ বলেন চ ॥১০॥
শল্যসায়কনুন্নানাং পাণ্ডবানাং মহামৃধে।
ত্রাতারং নাধ্যগচ্ছন্ত কেচিত্তত্র মহারথাঃ ॥১১॥
ততস্তু নকুলঃ শূরো ধর্ম্মরাজে প্রপীড়িতে।
অভিদুদ্রাব বেগেন মাতুলং মাদ্রিনন্দনঃ ॥১২॥
আচ্ছাদ্য সমরে শল্যং নকুলঃ পরবীরহা।
বিব্যাধ চৈনং দশভিঃ স্ময়মানঃ স্তনান্তরে ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। প্রাণান্ প্রাণমমতাম্। প্রাণৈর্যদ্দ্যূতঃ তস্য অভিদেবনে ক্রীড়নে ॥৮॥
শল্য ইতি। সর্ব্বতঃ সর্বাম্, দিশং লক্ষ্যীকৃত্যেতি শেষঃ ॥৯॥
তথেতি। যমৌ যমজৌ নকুলসহদেবৌ ॥১০॥
শল্যেতি। শল্যসায়কৈর্নুন্নানাং বিদীর্ণানাম্। নাধ্যগচ্ছন্ত নালভন্ত ॥১১॥
তত ইতি। মদ্রস্যাপত্যং স্ত্রীতি মাদ্রিঃ "ইতশ্চ ক্তিবর্জিতাদ্বা" ইতি বিকল্পান্নেপ্রত্যয়ঃ ॥১২॥

নরনাথ! সে দিকেও প্রাণদ্বারা দ্যূতক্রীড়াস্বরূপ যুদ্ধে প্রাণের মমতাত্যাগকারী বীরগণের অতিগুরুতর ও ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৮॥

শল্য সকল দিকে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিয়া সাত্যকি ও ভীমপ্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষকে পীড়ন করিতে থাকিলেন ॥৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! শল্য ধৈর্য্য ও শক্তি সহকারে যমের তুল্য পরাক্রমশালী নকুল এবং সহদেবের সহিতও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১০॥

মহাযুদ্ধে শল্যবাণবিদীর্ণ পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন মহারথই রক্ষক পাইলেন না ॥১১॥

শল্য যুধিষ্ঠিরকে পীড়ন করিলে, মাদ্রীনন্দন বীর নকুল বেগে মাতুল শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১২॥

(১২)…মাতুলং মাতৃনন্দনঃ—পি।

সর্বপারশবৈর্বাণৈঃ কর্ম্মারপরিমার্জ্জিতৈঃ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাধৌতৈর্ধনুর্যন্ত্রপ্রচোদিতৈঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
শল্যস্তু পীড়িতস্তেন স্বস্রীয়েণ মহাত্মনা।
নকুলং পীড়য়ামাস পত্রিভির্নতপর্ব্বভিঃ ॥১৫॥
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমসেনোঽথ সাত্যকিঃ।
সহদেবশ্চ মাদ্রেয়ো মদ্ররাজমুপাদ্রবন্ ॥১৬॥
তানাপতত এবাশু পূরয়ানান্ রথস্বনৈঃ।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব কম্পয়ানাংশ্চ মেদিনীম্।
প্রতিজগ্রাহ সমরে সেনাপতিরমিত্রজিৎ ॥১৭॥
যুধিষ্ঠিরং ত্রিভির্বিদ্ধা ভীমসেনশ্চ পঞ্চভিঃ।
সাত্যকিঞ্চ শতেনাজৌ সহদেবং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

আচ্ছাদ্যেতি। স্ময়মান ঈষদ্ধসন্। সর্বেষ্ববয়বেষু পারশবৈর্লৌহময়ৈঃ, কর্ম্মারৈঃ শিল্পিভিঃ পরিমার্জ্জিতৈঃ। শিলাভিস্তদ্ঘর্ষণৈঃ ধৌতৈঃ পরিষ্কৃতৈঃ, ধনুংষ্যেব যন্ত্রাণি তৈঃ প্রচোদিতৈঃ ॥১৩—১৪॥

শল্য ইতি। স্বস্রীয়েণ ভাগিনেয়েন। পত্রিভির্বাণৈঃ ॥১৫॥

তত ইতি। মাদ্রেয়ো মাদ্রীপুত্রঃ সহদেবঃ, উপাদ্রবন্ অভ্যধাবন্ ॥১৬॥

তানিতি। সেনাপতিঃ কুরুপক্ষস্য, অমিত্রজিৎ শক্রবিজয়ী। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

ক্রমে বিপক্ষবীরহন্তা নকুল যুদ্ধে বাণে বাণে শল্যকে আবৃত করিয়া লৌহময়, শিল্পিপরিমার্জিত, স্বর্ণপুঙ্খ, শিলাপরিষ্কৃত ও কার্ম্মুকনিক্ষিপ্ত দশটা বাণদ্বারা শল্যের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥১৩—১৪॥

ভাগিনেয় মহাত্মা নকুল পীড়ন করিলে, শল্য নতপর্ব্ব বহুতর বাণদ্বারা নকুলকে পীড়ন করিলেন ॥১৫॥

তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি ও মাদ্রীপুত্র সহদেব ইহারা শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৬॥

তাঁহারা রথশব্দে দিক্ ও বিদিক্ পূর্ণ করিয়া রণভূমি কাঁপাইতে থাকিয়া বেগে আসিতে লাগিলেই কৌরবসেনাপতি ও শত্রুবিজয়ী শল্য যুদ্ধে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥১৭॥

(১৭)···দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব···অভিজগ্রাহ বেগেন···পি। (১৮)···ভীমসেনঞ্চ সপ্তভিঃ···পি।

ততস্তু সশরং চাপং নকুলস্য মহাত্মনঃ।
মদ্রেশ্বরঃ ক্ষুরপ্রেণ তদা চিচ্ছেদ মারিষ ! ।
তদশীর্য্যত বিচ্ছিন্নং ধনুঃ শল্যস্য সায়কৈঃ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
অথান্যদ্ধনুরাদায় মাদ্রীপুত্রো মহারথঃ।
মদ্ররাজরথং তূর্ণং পূরয়ামাস পত্রিভিঃ ॥২০॥
যুধিষ্ঠিরস্তু মদ্রেশং সহদেবশ্চ মারিষ ! ।
দশভির্দশভির্বাণৈরুরস্যেনমবিধ্যতাম্ ॥২১॥
ভীমসেনস্তু তং ষষ্ট্যা সাত্যকির্নবভিঃ শরৈঃ।
মদ্ররাজমভিদ্রুত্য জঘ্নতুঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ॥২২॥
মদ্ররাজস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ ভূয়ঃ সপ্তত্যা শরাণাং নতপর্বণাম্ ॥২৩॥
অথাস্য সশরং চাপং মুষ্টৌ চিচ্ছেদ মারিষ ! ।
হয়াংশ্চ চতুরঃ সংখ্যে প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি। আজৌ যুদ্ধে। অশীর্য্যত ভগ্নম্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৮—১৯॥
অথেতি। মাদ্রীপুত্রো নকুলঃ। পত্রিভির্বাণৈঃ ॥২০॥
যুধীতি। মদ্রেশং শল্যম্, হে মারিষ ! আর্য্য !। উরসি বক্ষসি ॥২১॥
ভীমেতি। অভিদ্রুত্য অভিগম্য, জঘ্নতুঃ প্রজহ্রতুঃ, কঙ্কপত্রিভিঃ কঙ্কপক্ষযুক্তৈঃ ॥২২॥
মদ্রেতি। ভূয়ঃ পুনঃ। নতপর্বণামীষৎক্রোপাস্তানাম্ ॥২৩॥

মাননীয় রাজা ! পরে শল্য তিন বাণে যুধিষ্ঠিরকে, পাঁচ বাণে ভীমকে, একশত বাণে সাত্যকিকে এবং তিন বাণে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া একটা ক্ষুরপ্রদ্বারা মহাত্মা নকুলের বাণসংযুক্ত ধনু ছেদন করিলেন। তখন সেই ধনুখানা শল্যের বাণে ছিন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল ॥১৮—১৯॥

তদনন্তর মহারথ নকুল অন্য ধনু লইয়া বাণদ্বারা সত্বরই শল্যের রথখানাকে পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥২০॥

মাননীয় রাজা ! পরে যুধিষ্ঠির ও সহদেব প্রত্যেকে দশ দশ বাণে শল্যের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥২১॥

আর ভীমসেন ষাটটা এবং সাত্যকি সম্মুখে যাইয়া কঙ্কপক্ষযুক্ত নয়টা বাণদ্বারা শল্যকে আঘাত করিলেন ॥২২॥

তাহার পর শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে নয়টা বাণদ্বারা পরে আবার নতপর্ব সত্তরটা বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৩॥

বিরথং সাত্যকিং কৃত্বা মদ্ররাজো মহারথঃ।
বিশিখানাং শতেনৈনমাজঘান সমন্ততঃ ॥২৫॥
মাদ্রীপুত্রৌ চ সংরব্ধৌ ভীমসেনঞ্চ পাণ্ডবম্।
যুধিষ্ঠিরঞ্চ কৌরব্য ! বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ ॥২৬॥
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম মদ্ররাজস্য পৌরুষম্।
যদেনং সহিতাঃ পার্থা নাভ্যবর্ত্তন্ত সংযুগে ॥২৭॥
অথান্যং রথমাস্থায় সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
পীড়িতান্ পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা মদ্ররাজবশং গতান্।
অভিদুদ্রাব বেগেন মদ্রাণামধিপং বলী ॥২৮॥
আপতন্তং রথং তস্য শল্যঃ সমিতিশোভনঃ।
প্রত্যুদ্যযৌ রথেনৈব মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। অস্য সাত্যকেঃ। চিচ্ছেদ মদ্ররাজ ইত্যনুবৃত্তিঃ। হয়ানশ্বান্ ॥২৪॥
বিরথমিতি। অশ্বহননেনৈব রথচলনব্যাঘাতাদ্বিরথত্বমিতি ভাবঃ ॥২৫॥
মাদ্রীতি। সংরব্ধৌ ক্রুদ্ধৌ। দশভিরিত্যত্র বীপ্সাবগন্তব্যা ॥২৬॥
তত্রেতি। নাভ্যবর্ত্তন্ত আভিমুখ্যেন স্থাতুং নাশক্নুবন্ তৎপ্রহারাসহত্বাৎ ॥২৭॥
অথেতি। আস্থায় আরুহ্য। অভিদুদ্রাব অভিদধাব। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥
আপতন্তমিতি। সমিতিশোভনো বীরশ্রিয়া যুদ্ধশোভী। মত্তো দ্বিপঃ ॥২৯॥

মাননীয় রাজা! পরে শল্য সাত্যকির বাণযুক্ত ধনুখানার মুষ্টিদেশ ছেদন করিলেন এবং তাঁহার চারিটা অশ্বকে যমালয়ে পাঠাইলেন ॥২৪॥

এইভাবে মহারথ মদ্ররাজ সাত্যকিকে রথবিহীন করিয়া একশত বাণদ্বারা সকল দিকে তাঁহাকে আঘাত করিলেন ॥২৫॥

এবং কৌরবনন্দন! তিনি দশ দশটা বাণদ্বারা নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৬॥

তখন আমরা শল্যের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, পাণ্ডবেরা মিলিত হইয়াও যুদ্ধে শল্যের সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইলেন না ॥২৭॥

পরে যথার্থবিক্রমশালী ও বলবান্ সাত্যকি অন্য রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে পীড়িত ও শল্যের বশীভূত দেখিয়া বেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৮॥

(২৬)…যুধিষ্ঠিরঞ্চ কৌরব্যম্… পি।

স সন্নিপাতস্তুমুলো বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ।
সাত্যকেশ্চৈব শূরস্য মদ্রাণামধিপস্য চ।
যাদৃশো বৈ পুরা বৃত্তঃ শম্বরামররাজয়োঃ ॥৩০॥
সাত্যকিঃ প্রেক্ষ্য সমরে মদ্ররাজং ব্যবস্থিতম্।
বিব্যাধ দশভির্বাণৈস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥৩১॥
মদ্ররাজস্তু সুভৃশং বিদ্ধস্তেন মহাত্মনা।
সাত্যকিং প্রতিবিব্যাধ চিত্রপুঙ্খৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥৩২॥
ততঃ পার্থা মহেষ্বাসাঃ সাত্বতাভিসৃতং নৃপম্।
অভ্যদ্রবন্ রথৈস্তূর্ণং মাতুলং বধকাঙ্ক্ষয়া ॥৩৩॥
তত আসীৎ পরামর্দ্দস্তুমুলঃ শোণিতোদকঃ।
শূরাণাং যুধ্যমানানাং সিংহানামিব নর্দ্দতাম্ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। সন্নিপাতো যুদ্ধসংঘর্ষঃ। বৃত্তো জাতঃ। শম্বরোঽসুরঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩০॥
সাত্যকিরিতি। ব্যবস্থিতং যুদ্ধার্থমেবাবস্থিতম্। বিব্যাধ তাড়য়ামাস ॥৩১॥
মদ্রেতি। চিত্রপুঙ্খৈঃ স্বর্ণাদিসন্নিবেশেন বিচিত্রমূলদেশৈঃ ॥৩২॥
তত ইতি। মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাঃ, সাত্বতেন সাত্যকিনা অভিসৃতমভিগতম্ ॥৩৩॥
তত ইতি। পরামর্দ্দঃ সংঘর্ষঃ, শোণিতমুদকমিব প্রস্রুতং যস্মিন্ সঃ ॥৩৪॥

সাত্যকির রথ আসিতে লাগিলে, মত্ত হস্তী যেমন মত্ত হস্তীর প্রতি গমন করে, তেমন যুদ্ধশোভী শল্য রথারোহণেই তাঁহার প্রতি গমন করিলেন ॥২৯॥

তখন, পূর্ব্বকালে ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের যেমন সংঘর্ষ হইয়াছিল, সেইরূপ বীর সাত্যকি ও শল্যরাজার তুমুল ও অদ্ভুতদর্শন সংঘর্ষ হইতে লাগিল ॥৩০॥

ক্রমে সাত্যকি শল্যকে রণস্থলে যুদ্ধার্থী অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া দশটা বাণদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং 'থাক থাক' এই কথা বলিলেন ॥৩১॥

মহাবল সাত্যকি গুরুতর বিদ্ধ করিলে, শল্যও বিচিত্রপুঙ্খ ও সুধার বাণসমূহদ্বারা তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবেরা সাত্যকিকর্ত্তৃক আক্রান্ত মাতুল শল্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় রথারোহণে সত্বর তাঁহার দিকে গমন করিলেন ॥৩৩॥

পরে সিংহগণের ন্যায় গর্জনকারী ও যুধ্যমান বীরগণের তুমুল সংঘর্ষ হইতে লাগিল; তখন জলের ন্যায় রক্তের প্রবাহ ছুটিল ॥৩৪॥

(৩২)...চিত্রপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ—পি। (৩৩)...বধকাম্যয়া—পি।

তেষামাসীন্মহারাজ ! ব্যতিক্ষেপঃ পরস্পরম্ ।
সিংহানামামিষেপ্সূনাং কূজতামিব সংযুগে ॥৩৫॥
তেষাং বাণসহস্রৌঘৈরাকীর্ণা বসুধাভবৎ ।
অন্তরীক্ষঞ্চ সহসা বাণভূতমভূত্তদা ॥৩৬॥
শরান্ধকারং বহুধা কৃতং তত্র সমন্ততঃ ।
অভ্রচ্ছায়েব সংজজ্ঞে শরৈর্মুক্তৈর্মহাত্মভিঃ ॥৩৭॥
তত্র রাজন্ ! শরৈর্মুক্তৈর্নির্ম্মুক্তৈরিব পন্নগৈঃ ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ প্রকাশদ্ভির্ব্যরোচন্ত দিশস্তদা ॥৩৮॥
তত্রাদ্ভুতং পরং চক্রে শল্যঃ শত্রুনিবর্হণঃ ।
যদেকঃ সমরে শূরো যোধয়ামাস বৈ বহূন্ ॥৩৯॥
মদ্ররাজভুজোৎসৃষ্টৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ ।
সংপতদ্ভিঃ শরৈর্ঘোরৈরবাকীর্য্যত মেদিনী ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। ব্যতিক্ষেপঃ প্রহারঃ। আমিষেপ্সূনাং মাংসলিপ্সূনাম্ ॥৩৫॥
তেষামিতি। আকীর্ণা ব্যাপ্তা, বসুধা রণভূমিঃ। বাণভূতং বাণময়ম্ ॥৩৬॥
শরেতি। সমন্ততঃ সর্বাসু দিক্ষু। অভ্রস্য মেঘস্য ছায়েব ॥৩৭॥
তত্রেতি। মুক্তৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ, নির্ম্মুক্তৈস্ত্যক্তচর্ম্মভিঃ, পন্নগৈঃ সর্পৈঃ ॥৩৮॥
তত্রেতি। পরং সাতিশয়ম্। শত্রূণাং নিবর্হণো দমনঃ ॥৩৯॥
মদ্রেতি। কঙ্কানাং বর্হিণানাং ময়ূরাণাঞ্চ বাজাঃ পক্ষা এষু সঞ্জাতা ইতি তৈঃ ॥৪০॥

মহারাজ ! ক্রমে মাংসলিপ্সু, গর্জনকারী সিংহগণের ন্যায় রণস্থলে সেই বীরগণের পরস্পর প্রহার চলিতে লাগিল ॥৩৫॥

তখন তাঁহাদের সহস্র সহস্র বাণে রণভূমি ব্যাপ্ত হইয়া গেল এবং আকাশমণ্ডলও হঠাৎ বাণময় হইয়া পড়িল ॥৩৬॥

ক্রমে মহাবীরগণের বাণে বাণে সকল দিকেই মেঘের ছায়ার ন্যায় গাঢ় অন্ধকার জন্মিল ॥৩৭॥

রাজা ! সেই সময়ে বীরগণনিক্ষিপ্ত, স্বর্ণপুঙ্খ, প্রকাশমান ও নির্ম্মুক্তচর্ম্মা সর্পসমূহের ন্যায় দীর্ঘ বাণে বাণে দিক্ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৩৮॥

তৎকালে বীর ও শত্রুদমন শল্য অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপারই করিতে লাগিলেন যে হেতু তিনি একাকী বহু যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥৩৯॥

(৩৬) তেষাং বাণৈঃ সহস্রৈস্তৈঃ —পি। (৩৮)…ব্যরোচন্ত দিশো দশ—পি।

মদ্ররাজরথং রাজন্! বিচরন্তং মহাহবে।
অপশ্যাম যথা পূর্বং শক্রস্যাসুরসংক্ষয়ে ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি
শল্যবধে সঙ্কুলযুদ্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ সৈন্যাস্তব বিভো! মদ্ররাজপুরস্কৃতাঃ।
পুনরভ্যদ্রবন্ পার্থান্ বেগেন মহতা রণে ॥১॥
পীড়িতাস্তাবকাঃ সর্বে প্রধাবন্তো রণোৎকটাঃ।
ক্ষণেনৈব চ পার্থাংস্তে বহুত্বাৎ সমলোড়য়ন্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

মদ্রেতি। শক্রস্য রথং যথা পূর্বমপশ্যন্ তদানীন্তনা ইত্যর্থঃ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

তত ইতি। মদ্ররাজঃ পুরস্কৃতঃ অগ্রবর্ত্তীকৃতো যৈস্তে। অভ্যদ্রবন্ অভ্যধাবন্ ॥১॥
পীড়িতা ইতি। পীড়িতাঃ পাণ্ডবপ্রহারৈরেব। রণোৎকটা যুদ্ধমত্তাঃ ॥২॥

শল্যের বাহুনিক্ষিপ্ত কঙ্ক (হাড়গিলা) ও ময়ূরের পক্ষযুক্ত ভীষণ বাণ সকল পতিত হইতে থাকিয়া সমরভূমি ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল ॥৪০॥

রাজা! পূর্বকালে তদানীন্তন লোকেরা যেমন অসুরবিনাশের সময়ে ইন্দ্রের রথ বিচরণ করিতে দেখিয়াছিল, তেমন আমরাও মহাযুদ্ধে শল্যের রথ বিচরণ করিতে দেখিলাম' ॥৪১॥

——০:*:০——

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! তাহার পর আপনার সৈন্যেরা শল্যকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া গুরুতর বেগে যুদ্ধে পাণ্ডবগণের দিকে পুনরায় ধাবিত হইল ॥১॥

* '…পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ' নি। (১) ততঃ সেনা…মদ্ররাজপুরস্কৃতা। পুনরভ্যদ্রবৎ…নি।

তে বধ্যমানাঃ কুরুভিঃ পাণ্ডবা নাবতস্থিরে।
নিবার্য্যমাণা ভীমেন পশ্যতোঃ কৃষ্ণপার্থয়োঃ ॥৩॥
ততো ধনঞ্জয়ঃ ক্রুদ্ধঃ কৃপং সহ পদানুগৈঃ।
অবাকিরচ্ছরৌঘেণ কৃতবর্ম্মাণমেব চ ॥৪॥
শকুনিং সহদেবশ্চ সসৈন্যং সমবারয়ৎ।
নকুলঃ পার্শ্বতঃ স্থিত্বা মদ্ররাজমবৈক্ষত ॥৫॥
দ্রৌপদেয়া নরেন্দ্রাংশ্চ ভূয়িষ্ঠান্ সমবারয়ন্।
দ্রোণপুত্রঞ্চ পাঞ্চাল্যঃ শিখণ্ডী সমবারয়ৎ ॥৬॥
ভীমসেনস্তু রাজানং গদাপাণিরবারয়ৎ।
শল্যন্তু সহ সৈন্যেন কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। পাণ্ডবাঃ পাণ্ডবপক্ষীয়া যোদ্ধারঃ। কৃষ্ণপার্থয়োঃ কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ ॥৩॥
তত ইতি। পদানুগৈরনুচরৈঃ। অবাকিরৎ প্রাহরৎ ॥৪॥
শকুনিমিতি। অবৈক্ষত প্রহারপ্রকারানুসন্ধানার্থমিতি ভাবঃ ॥৫॥
দ্রৌপেতি। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ, ভূয়িষ্ঠান্ বহুলান্ ॥৬॥

আপনার যুদ্ধমত্ত সৈন্যেরা পীড়িত হইতে থাকিয়াও ধাবিত হইয়া বহুত্ববশতঃ ক্ষণকালমধ্যেই পাণ্ডবপক্ষকে আলোড়ন করিয়া তুলিল ॥২॥

কৌরবেরা বধ করিতে থাকায় ভীমসেন বারণ করিতে থাকিলেও পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা থাকিতে পারিল না; তাহারা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল ॥৩॥

তদনন্তর অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া বাণসমূহদ্বারা অনুচরবর্গের সহিত কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৪॥

সহদেব সৈন্যগণের সহিত শকুনিকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নকুল পার্শ্বে থাকিয়া শল্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন ॥৫॥

দ্রৌপদীর পুত্রেরা বহুতর রাজাকে বারণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাঞ্চালরাজপুত্র শিখণ্ডী অশ্বত্থামাকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৬॥

ভীমসেন গদা ধারণ করিয়া দুর্য্যোধনকে এবং কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সৈন্যগণের সহিত শল্যকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

(৩)···ক্ষণেনৈব মহারাজ! পশ্যতোঃ···নি। (৫)···সহসৈন্যমবাকিরৎ···মদ্ররাজমযোধয়ৎ—নি। (৬)···ভূয়িষ্ঠং সমবারয়ৎ···পি।

ততঃ সমভবদ্‌যুদ্ধং সংসক্তং তত্র তত্র হ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ॥৮॥
তত্র পশ্যামহে কর্ম্ম শল্যস্যাতিমহদ্রণে।
যদেকঃ সর্বসৈন্যানি পাণ্ডবানামযুধ্যত ॥৯॥
ব্যদৃশ্যত তদা শল্যো যুধিষ্ঠিরসমীপতঃ।
রণে চন্দ্রমসোঽভ্যাসে শনৈশ্চর ইব গ্রহঃ ॥১০॥
পীড়য়িত্বা তু রাজানং শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
অভ্যধাবৎ পুনর্ভীমং শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥১১॥
তস্য তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা তথৈব চ কৃতাস্ত্রতাম্।
অপূজয়ন্ননীকানি পরেষাং তাবকানি চ ॥১২॥
পীড্যমানাস্তু শল্যেন পাণ্ডবা ভৃশবিক্ষতাঃ।
প্রাদ্রবন্ত রণং হিত্বা ক্রোশমানে যুধিষ্ঠিরে ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ভীমেতি। রাজানং দুর্য্যোধনম্। যুধিষ্ঠিরঃ অবারয়দিত্যনুবৃত্তিঃ ॥৭॥
তত ইতি। সংসক্তং পরস্পরসংলগ্নং যথা স্যাত্তথা ॥৮॥
তত্রেতি। অযুধ্যত প্রাহরৎ। "যুধ সংপ্রহারে" ইতি ধাতুঃ ॥৯॥
ব্যদৃশ্যতেতি। যুধিষ্ঠিরস্য সমীপতঃ সমীপে। অভ্যাসে সকাশে ॥১০॥
পীড়েতি। রাজানং যুধিষ্ঠিরম্, আশীবিষোপমৈঃ সর্পতুল্যৈঃ ॥১১॥
তস্যেতি। লাঘবম্ অস্ত্রক্ষেপে দ্রুতহস্ততাম্, কৃতাস্ত্রতাং শিক্ষিতাস্ত্রতাম্ ॥১২॥
পীড্যেতি। প্রাদ্রবন্ত পলায়ন্ত। ক্রোশমানে আগচ্ছতেত্যাহ্বয়তি ॥১৩॥

তাহার পর যুদ্ধে অনিবর্ত্তী আপনার পক্ষীয় ও বিপক্ষীয় সৈন্যগণের সেই সেই স্থানে পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় যুদ্ধ হইতে থাকিল ॥৮॥

তখন আমরা যুদ্ধে শল্যের অতিগুরুতর কার্য্য দেখিতে লাগিলাম; যে হেতু তিনি একাকী সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

তৎকালে যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের নিকটে শল্যকে, চন্দ্রের নিকটে শনিগ্রহের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল ॥১০॥

ক্রমে শল্য সর্পতুল্য বাণসমূহদ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পীড়ন করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে করিতে পুনরায় ভীমের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১১॥

তখন আপনার পক্ষের সৈন্যেরা ও বিপক্ষের সৈন্যেরা শল্যের সেই লঘুহস্ততা ও শিক্ষা দেখিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল ॥১২॥

(১১)…শরবর্ষৈরবাকিরৎ—পি বা নি।

বধ্যমানেষ্বনীকেষু মদ্ররাজেন পাণ্ডবঃ।
অমর্ষবশমাপন্নো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৪॥
ততঃ পৌরুষমাস্থায় মদ্ররাজমপীড়য়ৎ।
জয়ো বাস্তু বধো বেতি কৃতবুদ্ধির্মহারথঃ ॥১৫॥
সমাহূয়াব্রবীৎ সর্বান্ ভ্রাতৄন্ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ যে চান্যে পৃথিবীক্ষিতঃ।
কৌরবার্থে পরাক্রান্তাঃ সংগ্রামে নিধনং গতাঃ ॥১৬॥
যথাভাগং যথোৎসাহং ভবন্তঃ কৃতপৌরুষাঃ।
ভাগোঽবশিষ্ট একোঽয়ং মম শল্যো মহারথঃ ॥১৭॥
সোঽহমদ্য যুধা জেতুমাশংসে মদ্রকেশ্বরম্।
তত্র যন্মানসং মহ্যং তৎ সর্বং নিগদামি বঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

বধ্যেতি। অনীকেষু স্বসৈন্যেষু। অমর্ষবশং নিতান্তক্রুদ্ধতাম্, আপন্নঃ প্রাপ্তঃ ॥১৪॥
তত ইতি। পৌরুষং সাহসম্, আস্থায় অবলম্ব্য। মহারথো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৫॥
সমাহূয়েতি। মাধবং মধুবংশীয়ম্। পৃথিবীক্ষিতো রাজানঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥
যথেতি। কৃতপৌরুষাঃ সম্পাদিতপুরুষকারাঃ। ভাগো হন্তব্যাংশঃ ॥১৭॥
স ইতি। আশংসে ইচ্ছামি। মানসং সঙ্কল্পঃ, মহ্যং মম ॥১৮॥

শল্য পীড়ন করিতে লাগিলে, পাণ্ডবসৈন্যেরা অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যুধিষ্ঠির আহ্বান করিতে থাকিলেও যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে থাকিল ॥১৩॥

শল্য সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলে, পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥১৪॥

তাহার পর 'আমার জয় হউক, বা মৃত্যুই হউক' এইরূপ স্থির করিয়া মহারথ যুধিষ্ঠির সাহস অবলম্বনপূর্ব্বক শল্যকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

এবং তিনি সমস্ত ভ্রাতা ও কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিলেন—'ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অন্য যে সকল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই কৌরবগণের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ॥১৬॥

আপনারাও ভাগ এবং উৎসাহ অনুসারে পুরুষকার দেখাইয়াছেন। এখন আমার ভাগের একমাত্র এই মহারথ শল্য অবশিষ্ট আছেন ॥১৭॥

সুতরাং আজ আমি যুদ্ধে সেই শল্যকে জয় করিতে ইচ্ছা করি। অতএব সে বিষয়ে আমার যে যে সঙ্কল্প আছে, সে সকল আপনাদিগকে বলিতেছি—॥১৮॥

চক্ররক্ষাবিমৌ শূরৌ মম মাদ্রবতীসুতৌ।
অজেয়ৌ বাসবেনাপি সমরে বীরসম্মতৌ ॥১৯॥
সাধ্বিমৌ মাতুলং যুদ্ধে ক্ষত্রধর্ম্মপুরস্কৃতৌ।
মদর্থং প্রতিযুধ্যেতাং মানার্হৌ সত্যসঙ্গরৌ ॥২০॥
মাং বা শল্যো রণে হন্তা তং বাহং ভদ্রমস্তু বঃ।
ইতি সত্যামিমাং বাণীং লোকবীরা নিবোধত ॥২১॥
যোৎস্যেঽহং মাতুলেনাদ্য ক্ষত্রধর্ম্মেণ পার্থিবাঃ!।
স্বয়ং সমভিসন্ধায় বিজয়ায়েতরায় বা ॥২২॥
তস্য মেঽভ্যধিকং শস্ত্রং সর্বোপকরণানি চ।
সংযুজ্যন্তু রথে ক্ষিপ্রং শাস্ত্রবদ্রথযোজকাঃ ॥২৩॥
শৈনেয়ো দক্ষিণং চক্রং ধৃষ্টদ্যুম্নস্তথোত্তরম্।
পৃষ্ঠগোপো ভবত্বদ্য মম পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

চক্রেতি। চক্ররক্ষৌ পার্শ্বস্থসৈন্যরক্ষকৌ। বাসবেন ইন্দ্রেণ ॥১৯॥
সাধ্বিতি। সাধু প্রতিযুধ্যেতামিতি সম্বন্ধঃ। সত্যসঙ্গরৌ সত্যপ্রতিজ্ঞৌ ॥২০॥
মামিতি। হন্তা হনিষ্যতি, তং বাহং হন্তাস্মীত্যর্থঃ, ভদ্রং মঙ্গলম্ ॥২১॥
যোৎস্য ইতি। সমভিসন্ধায় পর্য্যালোচ্য, ইতরায় মরণায় ॥২২॥
তস্যেতি। সংযুজ্যন্তু সংস্থাপয়ন্তু। শাস্ত্রবৎ যুদ্ধশাস্ত্রানুসারেণ ॥২৩॥

বীর, ইন্দ্রেরও অজেয় এবং বীরপ্রিয় এই নকুল ও সহদেব আমার চক্ররক্ষক আছেন ॥১৯॥

সম্মানযোগ্য ও সত্যপ্রতিজ্ঞ এই বীরেরা যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে প্রধান করিয়া আমার জন্য মাতুলের সহিত সমীচীনভাবে যুদ্ধ করিবেন ॥২০॥

হে লোকবীরগণ! আপনাদের মঙ্গল হউক; আপনারা আমার এই সত্য বাক্য শ্রবণ করুন—আজ যুদ্ধে শল্য আমাকে বধ করিবেন, কিংবা আমি তাঁহাকে বধ করিব ॥২১॥

হে রাজগণ! আমি নিজে পর্য্যালোচনা করিয়া বলিতেছি—আজ জয়লাভ কিংবা মৃত্যুর জন্য ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে মাতুল শল্যের সহিত যুদ্ধ করিব ॥২২॥

অতএব রথযোজক ভৃত্যেরা যুদ্ধশাস্ত্র অনুসারে সত্বর আমার রথে প্রচুর অস্ত্র ও সমস্ত উপকরণ সংস্থাপন করুক ॥২৩॥

(২১)···রণে হন্তু···পি। (২৩)···সংযুগ্নন্তু···পি,···সংযুজ্যত···বা,···সংযুজ্যতাম্···নি।

পুরঃসরো মমাদ্যাস্তু ভীমঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
এবমভ্যধিকঃ শল্যাদ্ভবিষ্যামি মহামৃধে।
এবমুক্তাস্তথা চক্রুঃ সর্বে রাজ্ঞঃ প্রিয়ৈষিণঃ ॥২৫॥
ততঃ প্রহর্ষঃ সৈন্যানাং পুনরাসীত্তদা মৃধে।
পাঞ্চালানাং সোমকানাং মৎস্যানাঞ্চ বিশেষতঃ।
প্রতিজ্ঞাং তাং তদা রাজা কৃত্বা মদ্রেশমভ্যয়াৎ ॥২৬॥
ততঃ শঙ্খাংশ্চ ভেরীশ্চ শতশশ্চৈব পুষ্কলান্।
অবাদয়ন্ত পাঞ্চালাঃ সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে ॥২৭॥
তেঽভ্যধাবন্ত সংরব্ধা মদ্ররাজং তরস্বিনঃ।
মহতা হর্ষজেনাথ নাদেন কুরুপুঙ্গব! ॥২৮॥
হ্রাদেন গজঘণ্টানাং শঙ্খানাং নিনদেন চ।
তূর্য্যশব্দেন মহতা নাদয়ন্তশ্চ মেদিনীম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

শৈনেয় ইতি। শৈনেয়ঃ সাত্যকিঃ। পৃষ্ঠং গোপয়তি রক্ষতীতি সঃ ॥২৪॥
পুর ইতি। পুরঃসরঃ অগ্রবর্ত্তী। মহামৃধে মহাযুদ্ধে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
তত ইতি। মৎস্যানাং মৎস্যদেশীয়ানাম্। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৬॥
তত ইতি। পুষ্কলান্ বাদ্যবিশেষান্। নেদিরে চক্রুঃ ॥২৭॥
ত ইতি। সংরব্ধাঃ সোৎসাহাঃ, তরস্বিনো বলবন্তঃ। হ্রাদেন শব্দেন ॥২৮—২৯॥

সাত্যকি আমার দক্ষিণ চক্র এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বামচক্র রক্ষা করুন, আর পৃথানন্দন অর্জ্জুন আজ আমার পৃষ্ঠরক্ষক হউন ॥২৪॥

তা'র পর অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ভীম আজ আমার অগ্রবর্ত্তী হউন। এইরূপ হইলে, মহাযুদ্ধে আমি শল্য অপেক্ষা প্রধান হইব'। যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, তাঁহার প্রিয়াভিলাষী ভৃত্যেরা সকলে সেইরূপ কার্য্য করিল ॥২৫॥

তদনন্তর পাঞ্চাল, সোমক, বিশেষতঃ মৎস্যদেশীয় সৈন্যগণের পুনরায় আনন্দ জন্মিল। যুধিষ্ঠিরও সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া তখনই শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৬॥

তৎপরে পাঞ্চালেরা শঙ্খ, ভেরী ও শত শত পুষ্কল বাজাইতে লাগিল এবং সিংহনাদ করিতে থাকিল ॥২৭॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ! ক্রমে সেই বলবান্ পাঞ্চালেরা উৎসাহী হইয়া গজঘণ্টার শব্দে,

(২৬)…প্রতিজ্ঞাং তাঞ্চ সংগ্রামে ধর্ম্মরাজমপূজয়ন্—পি। (২৭)…অবাদয়ন্ত পটহান্… পি। (২৮)…কুরুপুঙ্গবাঃ—বর্দ্ধ বা নি।

তান্ প্রত্যগৃহ্লাৎ পুত্রস্তে মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্।
মহামেঘানিব বহূন্ শৈলাবস্তোদয়াবুভৌ ॥৩০॥
শল্যস্তু সমরশ্লাঘী ধর্ম্মরাজমরিন্দমম্।
ববর্ষ শরবর্ষেণ বর্ষেণ মঘবানিব ॥৩১॥
তথৈব কুরুরাজোঽপি প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ।
দ্রোণোপদেশান্ বিবিধান্ দর্শয়ানো মহামনাঃ ॥৩২॥
ববর্ষ শরবর্ষাণি চিত্রং লঘু চ সুষ্ঠু চ।
ন চাস্য বিবরং কশ্চিদ্দদর্শ চরতো রণে ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)
তাবুভৌ বিবিধৈর্বাণৈস্তততক্ষাতে পরস্পরম্।
শার্দ্দূলাবামিষপ্রেপ্সূ পরাক্রান্তাবিবাহবে ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। পুত্রো দুর্য্যোধনঃ। শৈলৌ পর্বতৌ ॥৩০॥

শল্য ইতি। বর্ষেণ জলবর্ষণেন, মঘবান্ ইন্দ্রঃ, পর্বতমিবেত্যর্থঃ ॥৩১॥

তথেতি। দর্শয়ানো দর্শয়মানঃ। লঘু দ্রুতম্, সুষ্ঠু সম্যক্। বিবরং ছিদ্রম্ ॥৩২—৩৩॥

তাবিতি। উভৌ শল্যযুধিষ্ঠিরৌ। ততক্ষাতে প্রজহ্রতুঃ। আমিষপ্রেপ্সূ মাংসলিপ্সূ ॥৩৪॥

শঙ্খের নিনাদে ও বিশাল তূর্য্যধ্বনিতে সমরভূমি নিনাদিত করিয়া হর্ষজাত বৃহৎ কোলাহলের সহিত শল্যের দিকে ধাবিত হইল ॥২৮—২৯॥

মহারাজ! তখন উদয়পর্ব্বত ও অস্তপর্ব্বত যেমন বহুতর বিশাল মেঘকে গ্রহণ করে, সেইরূপ আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ও বলবান্ শল্য তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥৩০॥

পরে ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতের উপরে জলবর্ষণ করেন, তেমন সমরশ্লাঘী শল্য শত্রুদমন যুধিষ্ঠিরের উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

সেইরূপ মহামনা দুর্য্যোধনও সুন্দর ধনু ধারণ করিয়া দ্রোণের নানাবিধ উপদেশ দেখাইতে থাকিয়া রণস্থলে বিচরণ করতঃ দ্রুত, বিচিত্র ও সুন্দরভাবে বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন। তৎকালে কোন লোকই দুর্য্যোধনের কোন ছিদ্র (ফাঁক্) দেখিতে পাইল না ॥৩২—৩৩॥

ক্রমে মাংসলোভী দুইটা ব্যাঘ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী শল্য ও যুধিষ্ঠির নানাবিধ বাণদ্বারা যুদ্ধে পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

(৩১) শম্বরং মঘবানিব—পি,…শম্বরং মঘবা ইব—নি।

ভীমস্তু তব পুত্রেণ রণশৌণ্ডেন সঙ্গতঃ।
পাঞ্চাল্যঃ সাত্যকিশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
শকুনিপ্রমুখান্ বীরান্ প্রত্যগৃহ্ণন্ সমন্ততঃ ॥৩৫॥
তদাসীত্তুমুলং যুদ্ধং পুনরেব জয়ৈষিণাম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ রাজন্! দুর্মন্ত্রিতে তব ॥৩৬॥
দুর্য্যোধনস্তু ভীমস্য শরেণানতপর্বণা।
চিচ্ছেদাদিশ্য সংগ্রামে ধ্বজং হেমবিভূষিতম্ ॥৩৭॥
সকিঙ্কিণীকজালেন মহতা চারুদর্শনঃ।
পপাত রুচিরঃ সংখ্যে ভীমসেনস্য মানদ! ॥৩৮॥
পুনশ্চাপি ধনুশ্চিত্রং গজরাজকরোপমম্।
ক্ষুরেণ শিতধারেণ প্রচকর্ত্ত নরাধিপ! ॥৩৯॥
স ছিন্নধন্বা তেজস্বী রথশক্ত্যা সুতং তব।
বিভেদোরসি বিক্রম্য স রথোপস্থ আবিশৎ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

ভীম ইতি। পুত্রেণ দুর্য্যোধনেন, রণে শৌণ্ডেন মত্তেন, সঙ্গতো মিলিতঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫॥

তদেতি। দুর্মন্ত্রিতে সতি। অন্যথা তু সন্ধিনা শান্তিরেবাভূদিতি ভাবঃ ॥৩৬॥

দুর্য্যোধন ইতি। আনতপর্বণা ঈষদক্রোপাস্তেন। আদিশ্য উল্লিখ্য ॥৩৭॥

সেতি। কিঙ্কিণীভিঃ সহেতি তৎ সকিঙ্কিণীকং যজ্জালং লৌহময়ং তেন সহ ॥৩৮॥

পুনরিতি। গজরাজকরোপমং করীন্দ্রশুণ্ডাসদৃশম্। প্রচকর্ত্ত চিচ্ছেদ ॥৩৯॥

রাজা! ভীমসেন যুদ্ধমত্ত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব সকল দিকে শকুনিপ্রভৃতি বীরগণকে গ্রহণ করিলেন ॥৩৫॥

রাজা! আপনার কুমন্ত্রণার ফলে তখন জয়াভিলাষী আপনার পক্ষ ও বিপক্ষগণের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৩৬॥

ক্রমে দুর্য্যোধন উল্লেখ করিয়া একটা নতপর্ব্ব বাণদ্বারা ভীমসেনের স্বর্ণভূষিত ধ্বজটাকে ছেদন করিলেন ॥৩৭॥

মানদাতা রাজা! তখন ভীমসেনের সেই প্রিয়দর্শন সুন্দর ধ্বজটা বিশাল কিঙ্কিণীজালের সহিত ভূতলে পতিত হইল ॥৩৮॥

নরনাথ! দুর্য্যোধন পুনরায় একটা সুধার ক্ষুরপ্রদ্বারা ভীমসেনের হস্তিশুণ্ডসদৃশ বিচিত্র ধনু ছেদন করিলেন ॥৩৯॥

তস্মিন্ মোহমনুপ্রাপ্তে পুনরেব বৃকোদরঃ।
যন্তুরস্য শিরঃ কায়াৎ ক্ষুরপ্রেণাহরত্তদা ॥৪১॥
হতসূতা হয়াস্তস্য রথমাদায় ভারত!।
ব্যদ্রবন্ত দিশো রাজন্! হাহাকারস্ততোঽভবৎ ॥৪২॥
তমভ্যধাবত্ত্রাণার্থং দ্রোণপুত্রো মহারথঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ পুত্রং তব পরীপ্সবঃ ॥৪৩॥
তস্মিন্ বিলুলিতে সৈন্যে ত্রস্তাস্তস্য পদানুগাঃ।
গাণ্ডীবধন্বা বিস্ফার্য্য ধনুস্তানহনচ্ছরৈঃ ॥৪৪॥
যুধিষ্ঠিরস্তু মদ্রেশমভ্যধাবদমর্ষিতঃ।
স্বয়ং সঞ্চোদয়ন্নশ্বান্ দন্তবর্ণান্ মনোজবান্ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। উরসি বক্ষসি। রথস্থ উপস্থে মধ্যে, আবিশৎ উপাবিশৎ ॥৪০॥
তস্মিন্নিতি। অস্য দুর্য্যোধনস্য, যন্তুঃ সারথেঃ। অহরদচ্ছিনৎ ॥৪১॥
হতেতি। হতঃ সূতঃ সারথির্যেষাং তে, হয়া অশ্বাঃ। ব্যদ্রবন্ত অধাবন্ ॥৪২॥
তমিতি। ত্রাণার্থং রক্ষণার্থম্। পরীপ্সবঃ প্রাপ্তুমিচ্ছবঃ ॥৪৩॥
তস্মিন্নিতি। বিলুলিতে ভগ্নে। পদানুগা অনুচরাঃ। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনঃ ॥৪৪॥
যুধীতি। সঞ্চোদয়ন্ সঞ্চালয়ন্, দন্তবর্ণান্ শুভ্রান্, মনস ইব জবো বেগো যেষাং তান্ ॥৪৫॥

ধনু ছিন্ন হইলে, তেজস্বী ভীমসেন বিক্রম প্রকাশ করিয়া একটা রথশক্তিদ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিলেন; তখন দুর্য্যোধন বেদনায় রথমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন ॥৪০॥

দুর্য্যোধন মোহপ্রাপ্ত হইলে, তখন ভীমসেন পুনরায় একটা ক্ষুরপ্রদ্বারা দুর্য্যোধনের সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন ॥৪১॥

ভরতনন্দন রাজা! সারথি নিহত হইলে, দুর্য্যোধনের অশ্বগণ তাঁহার রথ লইয়া নানাদিকে ছুটিতে লাগিল; তখন কৌরবসৈন্যমধ্যে হাহাকার হইতে থাকিল ॥৪২॥

রাজা! এই সময়ে মহারথ অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা আপনার পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪৩॥

ওদিকে কৌরবসৈন্য ভগ্ন হইলে, দুর্য্যোধনের অনুচরগণ ভীত হইয়া পড়িল। তখন অর্জ্জুন ধনু বিস্ফারিত করিয়া বাণদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৪৪॥

(৪১)···যন্তুরেব শিরঃ কায়াৎ···বা নি।

তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম কুন্তীপুত্রে যুধিষ্ঠিরে।
পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্তো যত্তদা দারুণোঽভবৎ ॥৪৬॥
বিবৃতাক্ষস্তু কৌন্তেয়ো বেপমানশ্চ মন্যুনা।
চিচ্ছেদ যোধান্ নিশিতৈর্ভল্লৈঃ শতসহস্রশঃ ॥৪৭॥
যাং যাং প্রত্যুদ্যযৌ সেনাং তাং তাং জ্যেষ্ঠঃ স পাণ্ডবঃ।
শরৈরপাতয়দ্রাজন্! গিরীন্ বজ্রৈরিবোত্তমৈঃ ॥৪৮॥
সাশ্বসূতধ্বজরথান্ রথিনঃ পাতয়ন্ বহূন্।
আক্রীড়দেকো বলবান্ পবনস্তোয়দানিব ॥৪৯॥
সাশ্বারোহাংশ্চ তুরগান্ পত্তীংশ্চৈব সহস্রশঃ।
ব্যপোথয়ত সংগ্রামে ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশূনিব ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। পুরা পূর্ব্বম্, মৃদুর্দয়ালুত্বাৎ কোমলঃ, দান্তো নিষ্ক্রোধঃ ॥৪৬॥

বিবৃতেতি। বিবৃতাক্ষো বিস্ফারিতনেত্রঃ, বেপমানঃ কম্পমানঃ, মন্যুনা ক্রোধেন ॥৪৭॥

যামিতি। উত্তমৈঃ শরৈরিতি সম্বন্ধশ্চ প্রত্যেতব্যঃ ॥৪৮॥

সাশ্বেতি। আক্রীড়ৎ যুধিষ্ঠিরঃ খেলামকরোদিব। তোয়দান্ মেঘান্ ॥৪৯॥

সাশ্বেতি। সাশ্বারোহান্ অশ্বারোহিসহিতান্, পত্তীন্ পদাতীন্ ॥৫০॥

এই সময়ে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া দন্তের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও মনের তুল্য বেগবান্ অশ্বগুলিকে নিজেই চালাইতে থাকিয়া শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪৫॥

তখন আমরা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরে একটা অদ্ভুত বিষয় দেখিলাম, যে হেতু তিনি পূর্ব্বে কোমল ও ক্রোধশূন্য হইয়া তখন দারুণ হইলেন ॥৪৬॥

ক্রমে তিনি নয়ন বিস্ফারিত করিয়া ক্রোধে কাঁপিতে থাকিয়া সুধার ভল্লসমূহদ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

রাজা! ইন্দ্র যেমন উত্তম বজ্রদ্বারা পর্ব্বত সকল নিপাতিত করেন, তেমন যুধিষ্ঠির যে যে সৈন্যের দিকে যাইতে লাগিলেন, সেই সেই সৈন্যই নিপাতিত করিতে থাকিলেন ॥৪৮॥

বায়ু যেমন মেঘ নিপাত করিতে থাকিয়া খেলা করে, তেমন বলবান্ এক যুধিষ্ঠির অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বহু রথীকে নিপাত করিতে থাকিয়া যেন খেলা করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

রুদ্র যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া পশু সংহার করেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে আরোহীদের সহিত সহস্র সহস্র অশ্ব ও পদাতিকে সংহার করিতে থাকিলেন ॥৫০॥

(৪৮)··· যা যা প্রত্যুদিয়াৎ সেনা···পি।

শূন্যমায়োধনং কৃত্বা শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
অভ্যদ্রবত মদ্রেশং তিষ্ঠ শল্যেতি চাব্রবীৎ ॥৫১॥
তস্য তচ্চরিতং দৃষ্ট্বা সংগ্রামে ভীমকর্ম্মণঃ।
বিত্রেসুস্তাবকাঃ সর্বে শল্যস্ত্বেনং সমভ্যয়াৎ ॥৫২॥
ততস্তৌ তু সুসংরব্ধৌ প্রধ্মাপ্য সলিলোদ্ভবৌ।
সমাহূয় তদান্যোন্যং ভর্ৎসয়ন্তৌ সমীয়তুঃ ॥৫৩॥
শল্যস্তু শরবর্ষেণ যুধিষ্ঠিরমবাকিরৎ।
মদ্ররাজঞ্চ কৌন্তেয়ঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥৫৪॥
ব্যদৃশ্যেতাং তদা রাজন্! কঙ্কপত্রিভিরাহবে।
উদ্ভিন্নরুধিরৌ শূরৌ মদ্ররাজযুধিষ্ঠিরৌ ॥৫৫॥
পুষ্পিতাবিব রেজাতে বনে শাল্মলিকিংশুকৌ।
দীপ্যমানৌ মহাত্মানৌ নেদতুর্যুদ্ধদুর্ম্মদৌ ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

শূন্যমিতি। আয়োধনং রণস্থলম্। অভ্যদ্রবত অভ্যধাবদ্যুধিষ্ঠিরঃ ॥৫১॥
তস্যেতি। ভীমং ভয়ানকং কর্ম্ম যস্য তস্য। বিত্রেসুর্ভীতা বভূবুঃ ॥৫২॥
তত ইতি। সুসংরব্ধৌ অতীবক্রুদ্ধৌ, প্রধ্মাপ্য বাদয়িত্বা, সলিলোদ্ভবৌ শঙ্খৌ ॥৫৩॥
শল্য ইতি। অবাকিরৎ প্রাহরৎ। কৌন্তেয়ো যুধিষ্ঠির এব ॥৫৪॥
ব্যদৃশ্যেতামিতি। কঙ্কপত্রিভির্বাণৈঃ। উদ্ভিন্নরুধিরৌ নির্গতরক্তৌ ॥৫৫॥
পুষ্পিতাবিতি। রেজাতে শোভেতে স্ম। নেদতুঃ সিংহনাদং চক্রতুঃ ॥৫৬॥

এইভাবে যুধিষ্ঠির বাণবর্ষণপূর্ব্বক সকল দিকের রণস্থল শূন্য করিয়া শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন এবং 'শল্য! দাঁড়াও' এই কথা বলিলেন ॥৫১॥

রাজা! যুদ্ধে ভীষণকার্য্যকারী যুধিষ্ঠিরের সেই কার্য্য দেখিয়া আপনার পক্ষের সকলেই ভীত হইয়া পড়িল; কিন্তু শল্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫২॥

তাহার পর শল্য ও যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া পরস্পর আহ্বানপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিতে থাকিয়া অগ্রসর হইলেন ॥৫৩॥

পরে শল্য বাণবর্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রহার করিতে লাগিলেন; আবার যুধিষ্ঠিরও বাণবর্ষণদ্বারা শল্যকে আঘাত করিতে থাকিলেন ॥৫৪॥

রাজা! তখন দেখা গেল—যুদ্ধে বাণের আঘাতে বীর শল্য ও যুধিষ্ঠিরের গাত্র হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে ॥৫৫॥

(৫১)···তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ—পি বা নি। (৫৫) অদৃশ্যেতাম্···নি···কঙ্কপত্রিভি-রাচিতৌ···বা নি।

দৃষ্ট্বা সর্বাণি সৈন্যানি নাধ্যবস্যংস্তয়োর্জয়ম্ ।
হত্বা মদ্রাধিপং পার্থো ভোক্ষ্যতেঽদ্য বসুন্ধরাম্ ।
শল্যো বা পাণ্ডবং হত্বা দদ্যাদ্দুর্য্যোধনায় গাম্ ॥৫৭॥
ইতীব নিশ্চয়ো নাভূদ্‌যোধানাং তত্র ভারত ! ।
প্রদক্ষিণমভূৎ সর্বং ধর্ম্মরাজস্য যুধ্যতঃ ॥৫৮॥
ততঃ শরশতং শল্যো মুমোচাগ্র্যং যুধিষ্ঠিরে ।
ধনুশ্চাস্য শিতাগ্রেণ বাণেন নিরকৃন্তত ॥৫৯॥
সোঽন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় শল্যং শরশতৈস্ত্রিভিঃ ।
অবিধ্যৎ কার্ম্মুকঞ্চাস্য ক্ষুরেণ নিরকৃন্তত ॥৬০॥
অথাস্য নিজঘানাংশ্বাংশ্চতুরো নতপর্বভিঃ ।
দ্বাভ্যামতিশিতাগ্রাভ্যামুভৌ চ পার্ষ্ণিসারথী ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। নাধ্যবস্যন্ ন নিশ্চেতুমশক্নুবন্। গাং পৃথিবীম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৭॥
ইতীতি। প্রদক্ষিণমনুকূলম্। যুধ্যতো যুধ্যমানস্য ॥৫৮॥
তত ইতি। অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্। শিতাগ্রেণ সুধারেণ, নিরকৃন্তত অচ্ছিনৎ ॥৫৯॥
স ইতি। স যুধিষ্ঠিরঃ। অবিধ্যৎ অতাড়য়ৎ ॥৬০॥
অথেতি। নতপর্বভির্বাণৈঃ। অতিশিতাগ্রাভ্যামতিসুধারাভ্যাং বাণাভ্যাম্, পার্ষ্ণিঃ পশ্চাৎ ॥৬১॥

বীরশোভায় শোভিত, মহাত্মা ও যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ শল্য ও যুধিষ্ঠির তৎকালে বনে পুষ্পসমন্বিত শাল্মলিবৃক্ষ ও কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥৫৬॥

সমস্ত সৈন্য যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে কাঁহার জয় হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল—'যুধিষ্ঠির আজ শল্যকে বধ করিয়া পৃথিবী ভোগ করিবেন, কিংবা শল্য যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে রাজ্য দান করিবেন' ॥৫৭॥

ভরতনন্দন ! এই কারণেই যেন তখন যোদ্ধাদের একতর নিশ্চয় হইল না। কিন্তু যুধ্যমান যুধিষ্ঠিরের সমস্তই অনুকূল হইতে লাগিল ॥৫৮॥

তাহার পর শল্য যুধিষ্ঠিরের উপরে উত্তম বহুতর বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং একটা সুধার বাণদ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥৫৯॥

তখন যুধিষ্ঠির অন্য ধনু লইয়া তিন শত বাণদ্বারা শল্যকে তাড়ন করিলেন এবং একটা ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার ধনুখানা কাটিয়া ফেলিলেন ॥৬০॥

(৫৯) ··মুমোচাশু···নি,···মুমোচাথ···বা। (৬০)···ক্ষুরপ্রেণ ন্যকৃন্তত—পি।

ততোঽস্য দীপ্যমানেন পীতেন নিশিতেন চ।
প্রমুখে বর্ত্তমানস্য ভল্লেনাপাহরদ্ধ্বজম্।
ততঃ প্রভগ্নং তৎ সৈন্যং দৌর্য্যোধনমরিন্দম! ॥৬২॥
ততো মদ্রাধিপং দ্রৌণিরভ্যধাবত্তথা কৃতম্।
আরোপ্য স্বরথঞ্চৈব ত্বরমাণঃ প্রদুদ্রুবে ॥৬৩॥
মুহূর্ত্তমিব তৌ গত্বা নর্দ্দমানে যুধিষ্ঠিরে।
স্থিত্বা ততো মদ্রপতিরন্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ ॥৬৪॥
বিধিবৎ কল্পিতং দিব্যং মহাম্বুদনিনাদিতম্।
সজ্জযন্ত্রোপকরণং দ্বিষতাং লোমহর্ষণম্ ॥৬৫॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে শল্যযুধিষ্ঠিরযুদ্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পীতেন তৈললেপাৎ পীতবর্ণেন। দুর্য্যোধনস্যেদং তৎ। ষট্পাদঃ ॥৬২॥

তত ইতি। দ্রৌণিরশ্বত্থামা, তথা কৃতমশ্বসারথিশূন্যীকৃতম্। প্রদুদ্রুবে অপসসার ॥৬৩॥

মুহূর্ত্তমিতি। নর্দ্দমানে গর্জ্জতি। স্যন্দনং রথম্, আস্থিত আরূঢ়ঃ। কল্পিতং সজ্জিতম্। মহাম্বুদো মহামেঘ ইব নিনাদিতঃ সঞ্জাতনিনাদস্তম্। সজ্জানি প্রস্তুতানি যন্ত্রাণি গুলিকাক্ষেপকযন্ত্রাণি উপকরণানি ধনুরাদীনি যত্র তম্, দ্বিষতাং শত্রূণাম্ ॥৬৪—৬৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৩৯॥ রথশক্ত্যা রথস্থয়া শক্ত্যা ॥৪০—৬৫॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪॥

তাহার পর যুধিষ্ঠির চারি বাণে শল্যের চারিটা অশ্বকে এবং অতিসুধার দুই বাণে তাঁহার দুই জন পৃষ্ঠসারথিকে বধ করিলেন ॥৬১॥

শত্রুদমন রাজা! তদনন্তর তিনি একটা উজ্জ্বল, পীতবর্ণ ও সুধারভল্লদ্বারা সম্মুখে বিদ্যমান শল্যের ধ্বজটাকে ছেদন করিলেন। পরে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ বিশ্লিষ্ট হইল ॥৬২॥

তৎপরে অশ্বত্থামা তদবস্থাপ্রাপ্ত শল্যের দিকে বেগে আসিলেন এবং শল্যকে আপন রথে তুলিয়া লইয়া অপসরণ করিলেন ॥৬৩॥

ওদিকে যুধিষ্ঠির গর্জ্জন করিতে লাগিলে, তাঁহারা মুহূর্ত্তমাত্র যেন যাইয়া আবার

* '...ষোড়শোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ' নি।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

—:-০-:—

সঞ্জয় উবাচ। *

তং ভীমসেনশ্চ শিনেশ্চ নপ্তা মাদ্র্যাশ্চ পুত্রৌ পুরুষপ্রবীরৌ।
সমাগতং ভীমবলেন রাজ্ঞা পর্য্যাপ্তমন্যোন্যমথাহ্বয়ন্ত ॥১॥
ততস্তু শূরাঃ সমরে নরেন্দ্র! মদ্রেশ্বরং প্রাপ্য যুধাং বরিষ্ঠম্।
আবার্য্য চৈনং সমরে নৃবীরং জঘ্নুঃ শরৈঃ পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। শিনেঃ শিনিনামকস্য কস্যচিদ্‌যদুবংশীয়স্য, নপ্তা পৌত্রঃ সাত্যকিঃ। সমাগতং সম্মিলিতম্, ভীমবলেন ভীষণশক্তিনা, রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ সহ, পর্য্যাপ্তং শক্তম্ ॥১॥
তত ইতি। যুধাং যোধানাম্। আবার্য্য পরিবেষ্ট্য। পত্রিভিঃ পক্ষিপক্ষযুক্তৈঃ ॥২॥

থামিয়া পরে শল্য অন্য রথে আরোহণ করিলেন; সেই রথখানা যথাবিধানে সজ্জিত, উত্তম, মহামেঘের ন্যায় গম্ভীরনাদী, প্রস্তুত যন্ত্র ও উপকরণযুক্ত এবং শত্রুগণের লোমহর্ষজনক ছিল' ॥৬৪—৬৫॥

————০:*:০————

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! শক্তিশালী শল্য ভীষণবলসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরের সহিত সম্মিলিত হইলে, ভীমসেন, সাত্যকি এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব পরস্পর শল্যকে আহ্বান করিলেন ॥১॥

নরনাথ! তাহার পর সেই বীরেরা যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ও নরবীর শল্যকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া পক্ষিপক্ষযুক্ত ও ভীষণবেগশালী বাণসমূহদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২॥

* ইতঃ পরং সপ্ত শ্লোকাঃ পুনরুক্ত্যাদিদুষ্ট্যা অধিকাঃ। তে চ পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা যথা—
অথান্যদ্ধনুরাদায় বলবদ্বেগবত্তরম্। যুধিষ্ঠিরং মদ্রপতির্বিদ্ধা সিংহ ইবানদৎ ॥১॥
ততঃ স শরবর্ষেণ পর্জ্জন্য ইব বৃষ্টিমান্। অভ্যবর্ষদমেয়াত্মা ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥২॥
সাত্যকিং দশভির্বিদ্ধা ভীমসেনং ত্রিভিস্তথা। সহদেবং ত্রিভির্বিদ্ধা যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ॥৩॥
তাংস্তানন্যান্মহেষ্বাসান্ সাশ্বান্ সরথকুঞ্জরান্। অর্দ্দয়ামাস বিশিখৈরুল্কাভিরিব কুঞ্জরান্ ॥৪॥
কুঞ্জরান্ কুঞ্জরারোহানশ্বানশ্বপ্রযায়িণঃ। রথাংশ্চ রথিভিঃ সার্দ্ধং জঘান রথিনাং বরঃ ॥৫॥
বাহুংশ্চিচ্ছেদ চ তথা সায়ুধান্ কেতনানি চ। চকার বৈ মহীং যোধৈস্তীর্ণাং বেদীং কুশৈরিব ॥
তথা তমরিসৈন্যানি ঘ্নন্তং মৃত্যুমিবান্তকম্। পরিবব্রুর্ভৃশং ক্রুদ্ধাঃ পাণ্ডুপাঞ্চালসোমকাঃ ॥৭॥

সংরক্ষিতো ভীমসেনেন রাজা মাদ্রীসুতাভ্যামথ মাধবেন।
মদ্রাধিপং পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ স্তনান্তরে ধর্ম্মসুতো নিজঘ্নে ॥৩॥
ততো রণে তাবকানাং রথৌঘাঃ সমীক্ষ্য মদ্রাধিপতিং শরার্ত্তম্।
নরাঃ সর্বে পরিবব্রুঃ সুসজ্জা দুর্য্যোধনস্যানুমতে সমন্তাৎ ॥৪॥
ততো দ্রুতং মদ্রজনাধিপো রণে যুধিষ্ঠিরং সপ্তভিরভ্যবিধ্যৎ।
তঞ্চাপি পার্থো নবভিঃ পৃষৎকৈর্বিব্যাধ রাজংস্তুমুলে মহাত্মা ॥৫॥
আকর্ণপূর্ণায়তসংপ্রযুক্তৈঃ শরৈস্তথা সংযতি তৈলধৌতৈঃ।
অন্যোন্যমাচ্ছাদয়তাং মহারথৌ মদ্রাধিপশ্চাপি যুধিষ্ঠিরশ্চ ॥৬॥
ততস্তু তূর্ণং সমরে মহারথৌ পরস্পরস্যান্তরমীক্ষমাণৌ।
শরৈর্ভৃশং বিব্যধতুর্নৃপোত্তমৌ মহাবলৌ শত্রুভিরপ্রধৃষ্যৌ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

সংরক্ষিত ইতি। মাধবেন মধুবংশীয়েন সাত্যকিনা। স্তনান্তরে বক্ষসি ॥৩॥

তত ইতি। নরাঃ পদাতয়ঃ, পরিবব্রুঃ সাহায্যার্থং পরিবিবেষ্টিরে ॥৪॥

তত ইতি। সপ্তভিঃ পৃষৎকৈঃ। পার্থো যুধিষ্ঠিরঃ, পৃষৎকৈর্বাণৈঃ, তুমুলে রণে ॥৫॥

আকর্ণেতি। আকর্ণমতএব পূর্ণম্ আয়তমাকৃষ্টং যদ্ধনুস্তেন সংপ্রযুক্তৈর্নিক্ষিপ্তৈঃ। সংযতি যুদ্ধে, তৈলধৌতৈস্তৈলমার্জ্জিতৈঃ ॥৬॥

তত ইতি। অন্তরং ছিদ্রম্, ঈক্ষমাণৌ পশ্যন্তৌ। অপ্রধৃষ্যাবজেয়ৌ ॥৭॥

ভীম, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে থাকিলেন; সেই অবস্থায় যুধিষ্ঠির ভীষণবেগশালী বাণসমূহদ্বারা শল্যের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৩॥

রাজা! তদনন্তর আপনার পক্ষের রথিসমূহ এবং সুসজ্জিত পদাতিরা সকলে যুদ্ধে শল্যকে বাণপীড়িত দেখিয়া দুর্য্যোধনের অনুমতিক্রমে সকল দিক্ হইতে যাইয়া শল্যকে পরিবেষ্টন করিল ॥৪॥

রাজা! তৎপরে শল্য সাতটা বাণদ্বারা যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও তুমুল যুদ্ধে নয়টা বাণদ্বারা শল্যকে তাড়ন করিলেন ॥৫॥

পরে মহারথ শল্য ও যুধিষ্ঠির আপন আপন ধনু কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত তৈলমার্জিত বাণসমূহদ্বারা যুদ্ধে পরস্পরকে আচ্ছাদন করিলেন ॥৬॥

তদনন্তর মহারথ, মহাবল ও শত্রুগণের অজেয় রাজশ্রেষ্ঠ শল্য ও যুধিষ্ঠির

(১) পর্য্যাবব্রুঃ প্রবরাঃ সর্বশশ্চ…পি,…পর্য্যাবব্রুঃ প্রবরাঃ সর্ব্বযোধাঃ…নি,…পর্য্যাবব্রুঃ প্রবরাস্তে সুসজ্জাঃ… বা।

তয়োর্ধনুর্জ্যাতলনিস্বনো মহান্ মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যনিস্বনঃ।
পরস্পরং বাণগণৈর্মহাত্মনোঃ প্রবর্ষতোর্মদ্রপ-পাণ্ডুবীরয়োঃ ॥৮॥
তৌ চেরতুর্ব্যাঘ্রশিশুপ্রকাশৌ মহাবনেম্বামিষগৃদ্ধিনাবিব।
বিষাণিনৌ নাগবরাবিবোৎকটৌ ততক্ষতুঃ সংযুগজাতদর্পৌ ॥৯॥
ততস্তু মদ্রাধিপতির্মহাত্মা যুধিষ্ঠিরং ভীমবলং প্রসহ্য।
বিব্যাধ বীরং হৃদয়েঽতিবেগঃ শরেণ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভেণ ॥১০॥
ততোঽতিবিদ্ধোঽথ যুধিষ্ঠিরস্তদা সুসংপ্রযুক্তেন শরেণ রাজন্!।
জঘান মদ্রাধিপতিং মহাত্মা মুদঞ্চ লেভে ঋষভঃ কুরূণাম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তয়োরিতি। ধনুষো জ্যা গুণঃ তলং হস্তাবরণঞ্চ তয়োর্নিস্বন আসীদিতি শেষঃ, মহেন্দ্রবজ্রম্ অশনির্বিদ্যুচ্চ তয়োস্তুল্যনিস্বন ইতি পূর্ব্বার্ধবিবরণম্ ॥৮॥

তাবিতি। মহাবনেষু আমিষগৃদ্ধিনৌ মাংসলোভিনৌ, প্রকাশেতে ইতি প্রকাশৌ তৌ চ তৌ ব্যাঘ্রশিশূ তরুণব্যাঘ্রৌ চেতি তৌ। অগ্নিস্তোকাদিবদ্বিশেষণস্য পরনিপাতঃ। বিষাণিনৌ দন্তবন্তৌ, উৎকটৌ মত্তৌ চ, নাগবরৌ গজেন্দ্রাবিব চ, সংযুগে যুদ্ধে জাতদর্পৌ, তৌ শল্যযুধিষ্ঠিরৌ, চেরতুঃ, ততক্ষতুঃ পরস্পরং প্রজহ্রতুঃ স্মেত্যর্থঃ ॥৯॥

তত ইতি। ভীমবলং ভীষণশক্তিম্, প্রসহ্য বলেন ॥১০॥

তত ইতি। সুসংপ্রযুক্তেন সুলক্ষিতক্ষিপ্তেন। ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥১১॥

পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকিয়া বাণদ্বারা যুদ্ধে সত্বর সত্বর গুরুতরভাবে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

মহাত্মা শল্য ও যুধিষ্ঠির এইভাবে পরস্পর বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলে, তাঁহাদের ধনুর্গুণের ও হস্তাবরণের বিশাল শব্দ হইতে থাকিল; সে শব্দ ইন্দ্রের বজ্র ও বিদ্যুতের শব্দের তুল্যই হইতেছিল ॥৮॥

দর্পশালী শল্য ও যুধিষ্ঠির তখন মহাবনমধ্যে মাংসলোভী দুইটা তরুণ ব্যাঘ্রের তুল্য এবং দন্তযুক্ত ও মদমত্ত দুইটা বিশাল হস্তীর ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলেন ॥৯॥

তাহার পর মহাত্মা ও মহাবেগশালী মদ্ররাজ শল্য সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল একটা বাণদ্বারা বলপূর্ব্বক ভীষণবলসম্পন্ন ও বীর যুধিষ্ঠিরের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন ॥১০॥

---

(৯)···ব্যাঘ্রশিশুপ্রকর্ষৌ · নাগবরাবিবোদিতৌ—পি,·· নাগবরাবিবোত্তৌ · নি। (১০) ···হৃদয়েঽতিবেগম্···পি নি। (১১)···বৃষভঃ কুরূণাম্—নি।

ততো মুহূর্ত্তাদিব পার্থিবেন্দ্রো লব্ধ্বা সংজ্ঞাং ক্রোধসংরক্তনেত্রঃ।
শতেন পার্থং ত্বরিতো জঘান সহস্রনেত্রপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥১২॥
ত্বরংস্ততো ধর্ম্মসুতো মহাত্মা শল্যস্য কোপান্নবভিঃ পৃষৎকৈঃ।
ভিত্ত্বা হ্যুরস্তাপনীয়ঞ্চ বর্ম্ম জঘান ষড়্ভিস্ত্বরিতঃ পৃষৎকৈঃ ॥১৩॥
ততস্তু মদ্রাধিপতিঃ প্রহৃষ্টো ধনুর্বিকৃষ্য প্রসৃজন্ পৃষৎকান্।
দ্বাভ্যাং ক্ষুরাভ্যাঞ্চ তথৈব রাজ্ঞশ্চিচ্ছেদ চাপং কুরুপুঙ্গবস্য ॥১৪॥
নবং ততোঽন্যৎ সমরে প্রগৃহ্য রাজা ধনুর্ঘোরতরং মহাত্মা।
শল্যং হি বিব্যাধ শরৈঃ সমন্তাদ্‌যথা মহেন্দ্রো নমুচিং শিতাগ্রৈঃ ॥১৫॥
ততস্তু শল্যো নবভিঃ পৃষৎকৈর্ভীমস্য রাজ্ঞশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য।
নিকৃত্য রৌক্মে পটুবর্ম্মণী তয়োর্বিদারয়ামাস ভুজৌ মহাত্মা ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পার্থিবেন্দ্রঃ শল্যঃ। সহস্রনেত্রপ্রতিম ইন্দ্রতুল্যঃ প্রভাবো যস্য সঃ ॥১২॥
ত্বরন্নিতি। পৃষৎকৈর্বাণৈঃ। উরো বক্ষঃ, তাপনীয়ং স্বর্ণময়ম্ ॥১৩॥
তত ইতি। প্রসৃজন্ নিক্ষিপন্। রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য ॥১৪॥
নবমিতি। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। সমন্তাৎ সর্বাসু দিক্ষু, নমুচিং নামাসুরম্ ॥১৫॥

রাজা! তদনন্তর কৌরবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির তখন অতিশয় বিদ্ধ হইয়া একটা বাণ সুষ্ঠুভাবে নিক্ষেপ করিয়া শল্যকে আঘাত করিলেন এবং আনন্দিত হইলেন ॥১১॥

রাজা! তৎপরে ইন্দ্রের তুল্যপ্রভাবশালী রাজশ্রেষ্ঠ শল্য মুহূর্ত্তপরেই যেন চৈতন্য লাভ করিয়া ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া একশত বাণদ্বারা সত্বর যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করিলেন ॥১২॥

পরে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ক্রোধে ত্বরান্বিত হইয়া নয়টা বাণদ্বারা শল্যের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া পুনরায় ছয় বাণে সত্বর তাঁহার স্বর্ণময় বর্ম্মের উপরে আঘাত করিলেন ॥১৩॥

তদনন্তর শল্য হৃষ্টচিত্ত হইয়া ধনু আকর্ষণ করিয়া বাণক্ষেপ করিতে থাকিয়া দুইটা ক্ষুরপ্রদ্বারা কুরুবংশশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করিলেন ॥১৪॥

তাহার পর মহাত্মা যুধিষ্ঠির নূতন ও অতিভীষণ অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া—ইন্দ্র যেমন নমুচিদানবকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সুধার বাণসমূহদ্বারা শল্যের সকল দিক্ বিদ্ধ করিলেন ॥১৫॥

(১৩)…শল্যস্য ক্রুদ্ধো নবভিঃ পৃষৎকৈঃ…পি বর্দ্ধ। (১৪) ততস্তু মদ্রাধিপতিঃ প্রকৃষ্টম্…নি।

ততোঽপরেণ জ্বলনার্কতেজসা ক্ষুরেণ রাজ্ঞো ধনুরুন্মমাথ।
কৃপশ্চ তস্যৈব জঘান সূতং ষড়্‌ভিঃ শরৈঃ সোঽভিমুখং পপাত ॥১৭॥
মদ্রাধিপশ্চাপি যুধিষ্ঠিরস্য শরৈশ্চতুর্ভির্নিজঘান বাহান্।
বাহাংশ্চ হত্বা ব্যকরোন্মহাত্মা যোধক্ষয়ং ধর্ম্মসুতস্য রাজ্ঞঃ ॥১৮॥
তথা কৃতে রাজনি ভীমসেনো মদ্রাধিপস্যাশু ততো মহাত্মা।
ছিত্ত্বা ধনুর্বেগবতা শরেণ দ্বাভ্যামবিধ্যৎ সুভৃশং নরেন্দ্রম্ ॥১৯॥
অথাপরেণাস্য জহার যন্তুঃ কায়াচ্ছিরঃ সন্নহনীয়মধ্যাৎ।
জঘান চাশ্বাংশ্চতুরঃ স শীঘ্রং ততো ভৃশং কুপিতো ভীমসেনঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পৃষৎকৈর্বাণৈঃ। নিকৃত্য ছিত্ত্বা, রৌক্সে স্বর্ণময়ে, পটুবর্ম্মণী পরবাণনিবারণসমর্থে দৃঢ়ে ইত্যর্থঃ বর্ম্মণী কবচদ্বয়ম্। মহাত্মা মহাবলঃ শল্যঃ ॥১৬॥

তত ইতি। জ্বলনার্কতেজসা অগ্নিসূর্য্যবদুজ্জ্বলেন, রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য, উন্মমাথ শল্যশ্চিচ্ছেদ। তস্য রাজ্ঞ এব, সূতং সারথিম্। স সূতঃ ॥১৭॥

মদ্রেতি। বাহান্ অশ্বান্। ব্যকরোৎ বিশেষেণ কৃতবান্, যোধক্ষয়ং সৈন্যধ্বংসম্ ॥১৮॥

তথেতি। রাজনি যুধিষ্ঠিরে। নরেন্দ্রং মদ্রাধিপম্ ॥১৯॥

অথেতি। যন্তুঃ সারথেঃ। সন্নহনীয়মধ্যাৎ বর্ম্মমধ্যস্থাৎ ॥২০॥

তাহার পর মহাবল শল্য নয়টা বাণদ্বারা ভীম ও যুধিষ্ঠিরের স্বর্ণময় ও দৃঢ় বর্ম্ম দুইটা ছেদন করিয়া তাঁহাদের বাহুযুগল বিদীর্ণ করিলেন ॥১৬॥

তৎপরে শল্য অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল অন্য একটা ক্ষুরপ্রদ্বারা যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করিলেন এবং কৃপাচার্য্য ছয়টা বাণদ্বারা যুধিষ্ঠিরেরই সারথিকে বধ করিলেন; তখন সেই সারথি অভিমুখে পতিত হইল ॥১৭॥

পরে মহাবল শল্য চারি বাণে যুধিষ্ঠিরের চারিটা অশ্বকে বধ করিলেন এবং অশ্বগুলিকে বধ করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরের সৈন্যসংহার করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

শল্য ও কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে সেইরূপ করিলে, মহাবল ভীমসেন বেগবান্ একটা বাণদ্বারা সত্বর শল্যের ধনু ছেদন করিয়া দুইটা বাণদ্বারা শল্যকে অতিগুরুতরভাবে বিদ্ধ করিলেন ॥১৯॥

তৎপরে ক্রুদ্ধ ভীমসেন অন্য একটা বাণদ্বারা শল্যের সারথির বর্ম্মাবৃত দেহ হইতে মস্তক হরণ করিলেন এবং সত্বর তাঁহার চারিটা অশ্বকে বধ করিলেন ॥২০॥

(১৭)··সোঽভিমুখঃ পপাত—নি। (২০)···চতুরঃ সুশীঘ্রং তথা ভৃশম্·· নি বা।

তমগ্রণীঃ সর্বধনুর্দ্ধরাণামেকং চরন্তং সমরেঽতিবেগম্।
ভীমঃ শতেন ব্যকিরচ্ছরাণাং মাদ্রীপুত্রঃ সহদেবস্তথৈব।
তৈঃ সায়কৈর্মোহিতং বীক্ষ্য শল্যং ভীমঃ শরৈরস্য চকর্ত্ত বর্ম্ম ॥২১॥
স ভীমসেনেন নিকৃত্তবর্ম্মা মদ্রাধিপশ্চর্ম্ম সহস্রতারম্।
প্রগৃহ্য খড়্গঞ্চ রথান্মহাত্মা প্রস্কন্দ্য কুন্তীসুতমভ্যধাবৎ।
ছিত্ত্বা রথেশাং নকুলস্য সোঽথ যুধিষ্ঠিরং ভীমবলোঽভ্যধাবৎ ॥২২॥
তঞ্চাপি রাজানমথোৎপতন্তং ক্রুদ্ধং যথৈবান্তকমাপতন্তম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নো দ্রৌপদেয়াঃ শিখণ্ডী শিনেশ্চ নপ্তা সহসা পরীয়ুঃ ॥২৩॥
অথাস্য চর্ম্মাপ্রতিমং ন্যকৃন্তদ্ভীমো মহাত্মা দশভিঃ পৃষৎকৈঃ।
খড়্গঞ্চ ভল্লেন চকর্ত্ত মুষ্টৌ নদন্ প্রহৃষ্টস্তব সৈন্যমধ্যে ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। ব্যকিরৎ প্রাহরৎ। অস্য শল্যস্য, চকর্ত্ত চিচ্ছেদ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥
স ইতি। নিকৃত্তবর্ম্মা ছিন্নকবচঃ। সহস্রং তারা নক্ষত্রাকারাণি চিহ্নানি যত্র তৎ। প্রস্কন্দ্য অবতীর্য্য। রথস্য ঈশাং দীর্ঘং দারু। ভীমবলঃ শল্যঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২২॥
তমিতি। রাজানং যুধিষ্ঠিরং প্রতি। পরীয়ুঃ সর্বতো জগ্মুঃ ॥২৩॥
অথেতি। অস্য শল্যস্য, ন্যকৃন্তৎ অচ্ছিনৎ। পৃষৎকৈর্বাণৈঃ। চকর্ত্ত চিচ্ছেদ ॥২৪॥

শল্য একাকী রণস্থলে অতিবেগে বিচরণ করিতে লাগিলে, সর্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ও মাদ্রীপুত্র সহদেব শত শত বাণদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং সেই বাণে শল্যকে মোহিত দেখিয়া ভীমসেন বাণদ্বারা তাঁহার বর্ম্ম ছেদন করিলেন ॥২১॥

ভীমসেন বর্ম্ম ছেদন করিলে, মহাত্মা ও ভীষণবলশালী শল্য সহস্রনক্ষত্রচিহ্ন-যুক্ত চর্ম্ম ও তরবারি ধারণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নকুলের দিকে ধাবিত হইলেন এবং নকুলের রথদণ্ড ছেদন করিয়া যুধিষ্ঠিরের দিকে চলিলেন ॥২২॥

ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় শল্য যুধিষ্ঠিরের উপরে পতিত হইতে লাগিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সকল দিক্ হইতে তাঁহার দিকে বেগে গমন করিলেন ॥২৩॥

রাজা! তাহার পর মহাবল ভীমসেন হৃষ্টচিত্তে আপনার সৈন্যমধ্যে গর্জন করিতে থাকিয়া দশটা বাণদ্বারা শল্যের চর্ম্ম এবং একটা ভল্লদ্বারা তাঁহার তরবারির মুষ্টিদেশ ছেদন করিলেন ॥২৪॥

(২৩)···সহসা পতেয়ুঃ—পি।

তৎ কর্ম্ম ভীমস্য সমীক্ষ্য হৃষ্টাস্তে পাণ্ডবানাং প্রবরা রথৌঘাঃ।
নাদং প্রচক্রুর্ভৃশমুৎস্ময়ন্তঃ শঙ্খাংশ্চ দধ্মুঃ শশিসন্নিকাশান্ ॥২৫॥
তেনাথ শব্দেন বিভীষণেন তবাভিগুপ্তং বলমপ্রহৃষ্টম্।
স্বেদাভিভূতং রুধিরোক্ষিতাঙ্গং বিসংজ্ঞকল্পঞ্চ তথা বিষণ্ণম্ ॥২৬॥
স মদ্ররাজঃ সহসাবকীর্ণো ভীমাগ্রগৈঃ পাণ্ডবযোধমুখ্যৈঃ।
যুধিষ্ঠিরস্যাভিমুখং জবেন সিংহো যথা মৃগহেতোঃ প্রয়াতঃ ॥২৭॥
স ধর্ম্মরাজো নিহতাশ্বসূতঃ ক্রোধেন দীপ্তজ্বলনপ্রকাশঃ।
দৃষ্ট্বা তু মদ্রাধিপতিং স্ম তূর্ণং সমভ্যধাবত্তমরিং বলেন ॥২৮॥
গোবিন্দবাক্যং ত্বরিতং বিচিন্ত্য দধ্রে মতিং শল্যবিনাশনায়।
স ধর্ম্মরাজোঽভিহতাশ্বসূতে রথে তিষ্ঠন্ শক্তিমেবাভিকাঙ্ক্ষন্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। তে ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ। উৎস্ময়ন্ত ঈষদ্ধসন্তঃ। শশিসন্নিকাশান্ শুভ্রান্ ॥২৫॥

তেনেতি। বিভীষণেন বিশেষভীষণেন, অভিগুপ্তং যোদ্ধৃগণেন সর্ব্বথা রক্ষিতম্। স্বেদাভিভূতং ঘর্ম্মাক্তম্, রুধিরোক্ষিতাঙ্গং রক্তসিক্তগাত্রম্। অভূদিতি শেষঃ ॥২৬॥

স ইতি। অবকীর্ণো বাণৈরাহতঃ। জবেন বেগেন ॥২৭॥

স ইতি। নিহতা অশ্বাঃ সূতঃ সারথিশ্চ যস্য সঃ, দীপ্তজ্বলনপ্রকাশঃ প্রজ্বলিতাগ্নিতুল্যঃ। স্মশব্দঃ পাদপূরণে। তং মদ্রাধিপতিম্ ॥২৮॥

ভীমসেনের সেই কার্য্য দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষের সেই প্রধান রথীরা আনন্দিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিতে থাকিয়া গুরুতর সিংহনাদ করিলেন এবং চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণশঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

মহারাজ! যোদ্ধারা আপনার সৈন্য রক্ষা করিতে থাকিলেও, সেই সৈন্যগণ সেই মহাভীষণ শব্দে ভীত, ঘর্ম্মাক্ত, রক্তসিক্ত, অবসন্ন ও অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল ॥২৬॥

ভীমের অগ্রগামী প্রধান পাণ্ডবযোদ্ধারা বাণক্ষেপে আহত করিতে থাকিলে, সিংহ যেমন মৃগের জন্য বেগে গমন করে, সেইরূপ শল্য বেগে যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

তখন অশ্ব ও সারথিশূন্য যুধিষ্ঠির ক্রোধে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকিয়া শল্যকে দেখিয়া সৈন্য লইয়া তাঁহার দিকে বেগে ধাবিত হইলেন ॥২৮॥

(২৬) : তথা বিবর্ণম্—পি,...তদা বিষণ্ণম্—বা নি।

তচ্চাপি শল্যস্য নিশাম্য কর্ম্ম তথাত্মনো ভাগমথাবশিষ্টম্।
স্মৃত্বা মনঃ শল্যবধে যতাত্মা যথোক্তমিন্দ্রাবরজস্য চক্রে ॥৩০॥
স ধর্ম্মরাজো মণিহেমদণ্ডাং জগ্রাহ শক্তিং কনকপ্রকাশাম্।
নেত্রে চ দীপ্তে সহসা বিবৃত্য মদ্রাধিপং ক্রুদ্ধমনা নিরৈক্ষৎ ॥৩১॥
নিরীক্ষিতো বৈ নরদেব! রাজ্ঞা পূতাত্মনা নির্হৃতকল্মষেণ।
অভূন্ন যদ্ভস্মসান্মদ্ররাজস্তদদ্ভুতং মে প্রতিভাতি রাজন্! ॥৩২॥
ততস্তু শক্তিং রুচিরোগ্রদণ্ডাং মণিপ্রবালোজ্জ্বলিতাং প্রদীপ্তাম্।
চিক্ষেপ বেগাৎ সুভৃশং মহাত্মা মদ্রাধিপায় প্রবরঃ কুরূণাম্ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

গোবিন্দেতি। গোবিন্দবাক্যং "জহি শল্যমরিন্দম!" ইতি প্রাগুক্তং কৃষ্ণবাক্যম্। অভিহতা অশ্বাঃ সূতঃ সারথিশ্চ যস্য তস্মিন্। শক্তিমস্ত্রং গ্রহীতুমভিকাঙ্ক্ষন্নাসীৎ ॥২৯॥

তদিতি। নিশাম্য দৃষ্ট্বা। ইন্দ্রাবরজস্য কৃষ্ণস্য, উক্তমনতিক্রম্যেতি যথোক্তম্ ॥৩০॥

স ইতি। মণিহেম্নাং দণ্ডো যস্যাস্তাম্। কনকপ্রকাশাং স্বর্ণোজ্জ্বলাম্ ॥৩১॥

নিরিতি। পূতাত্মনা পবিত্রচিত্তেন, নির্হৃতকল্মষেণ তপসা নিষ্কাশিতপাপেন ॥৩২॥

তত ইতি। রুচিরঃ সুন্দর উগ্রো ভীষণশ্চ দণ্ডো যস্যাস্তাম্, প্রদীপ্তাং নির্ম্মলাম্ ॥৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি ॥১—১৯॥ সংহননীয়ো দৃঢ়সন্ধিকো মধ্যো যস্য তস্মাৎ কায়াৎ ॥২০—২৯॥ কর্ম্ম যুদ্ধরূপম্ অবশিষ্টং স্বস্য ভাগঞ্চ নিশম্যালোচ্য শল্যবধে মনঃ কৃত্বা ইন্দ্রাবরজস্য কৃষ্ণস্য যথোক্ত-

ক্রমে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করিয়া সত্বর শল্যকে বধ করিবার পক্ষে বুদ্ধি করিলেন এবং অশ্ব ও সারথিশূন্য সেই রথেই থাকিয়া শক্তি গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥২৯॥

সংযতচিত্ত যুধিষ্ঠির শল্যের কার্য্য দেখিয়া এবং তিনিই কেবল নিজের ভাগ অবশিষ্ট রহিয়াছেন ইহা ভাবিয়া কৃষ্ণের বাক্য অনুসারে শল্যবধে মন স্থির করিলেন ॥৩০॥

যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধচিত্ত হইয়া মণি ও স্বর্ণখচিত-দণ্ডযুক্ত এবং স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) গ্রহণ করিলেন; পরে তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া শল্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

নরদেব রাজা! পবিত্রচিত্ত ও পাপশূন্য যুধিষ্ঠির সক্রোধ দৃষ্টিতে দর্শন করিলেও শল্য যে ভস্মীভূত হইলেন না, তাহাই আমার অদ্ভুত বলিয়া ধারণা হইতেছে ॥৩২॥

(৩০)···নিশম্য কর্ম্ম···পি বর্দ্ধ বা, · মহাত্মনো ভাগমথাবশিষ্টম্···পি। (৩২) ··নির্দ্ধূতকল্মষেণ ··পি···আসীন্ন যৎ···নি। (৩৩)···মণিপ্রবেকোজ্জ্বলিতাম্···নি।

দীপ্তামথৈনাং প্রহিতাং বলেন সবিস্ফুলিঙ্গাং সহসা পতন্তীম্ ।
প্রৈক্ষন্ত সর্বে কুরবঃ সমেতা দিবো যুগান্তে মহতীমিবোল্কাম্ ॥৩৪॥
তাং কালরাত্রীমিব পাশহস্তাং যমস্য ধাত্রীমিব চোগ্ররূপাম্ ।
স ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিমামমোঘাং সসর্জ যত্তো যুধি ধর্ম্মরাজঃ ॥৩৫॥
গন্ধস্রগগ্র্যাসনপানভোজনৈরভ্যর্চ্চিতাং পাণ্ডুসুতৈঃ প্রযত্নাৎ ।
সংবর্ত্তকাগ্নিপ্রতিমাং জ্বলন্তীং কৃত্যামথর্বাঙ্গিরসীমিবোগ্রাম্ ॥৩৬॥
ঈশানহেতোঃ প্রতিনির্ম্মিতাং তাং ত্বষ্ট্রা রিপূণামসুদেহভক্ষ্যাম্ ।
ভূম্যন্তরীক্ষস্থ জলাশয়ানি প্রসহ্য ভূতানি নিহন্তুমীশাম্ ॥৩৭॥
ঘণ্টাপতাকামণিবজ্রভাজং বৈদূর্য্যচিত্রাং তপনীয়দণ্ডাম্ ।
ত্বষ্ট্রা প্রযত্নান্নিয়মেন কৢপ্তাং ব্রহ্মদ্বিষামন্তকরীমমোঘাম্ ॥৩৮॥
বলপ্রযত্নাদধিরূঢ়বেগাং মন্ত্রৈশ্চ ঘোরৈরভিমন্ত্র্য যত্নাৎ ।
সসর্জ মার্গেণ স তাং পরেণ বধায় মদ্রাধিপতেস্তদানীম্ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

দীপ্তামিতি। সবিস্ফুলিঙ্গামগ্নিকণযুক্তামিব। দিবো গগনাৎ ॥৩৪॥

তামিতি। ধাত্রীমুপমাতরম্। ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিমাং বিরিঞ্চিদণ্ডতুল্যাম্। যত্তো যত্নবান্ ॥৩৫॥

গন্ধেতি। গন্ধেন গন্ধদ্রব্যেণ অগ্র্যাসনেন উত্তমাধারেণ পানেন ভোজনেন চাত্র ঘৃত-তৈললেপেনেত্যর্থঃ। সংবর্ত্তকাগ্নিপ্রতিমাং প্রলয়াগ্নিতুল্যাম্, কৃত্যামভিচারদেবতাম্, অথর্বাঙ্গিরসীম্ অথর্বণা অঙ্গিরসা চ ঋষিণা উৎপাদিতাম্। ঈশানহেতোঃ শিবার্থম্, ত্বষ্ট্র'

তাহার পর কৌরবশ্রেষ্ঠ ও মহাত্মা যুধিষ্ঠির সুন্দর ও ভীষণ-দণ্ডযুক্ত, মণি ও প্রবালখচিত এবং নির্ম্মল সেই শক্তিটাকে শল্যের প্রতি অতিবেগে নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৩॥

তখন সম্মিলিত কৌরবেরা সকলে দেখিলেন—মহাবেগে নিক্ষিপ্ত সেই উজ্জ্বল শক্তিটা—প্রলয়কালে আকাশ হইতে নিপতিত বিশাল উল্কার ন্যায় যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে ছড়াইতে বেগে আসিতেছে ॥৩৪॥

যুধিষ্ঠির যত্নবান্ হইয়া যুদ্ধে পাশহস্তা কালরাত্রির ন্যায়, যমের ধাত্রীর তুল্য ভীষণমূর্ত্তি এবং ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় অব্যর্থ সেই শক্তিটাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

পূর্ব্বকালে মহাদেব যেমন অন্ধকাসুরের প্রতি বিনাশকারী বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠির তখন শল্যকে বধ করিবার জন্য 'পাপাত্মা তুমি

(৩৪) ··মহতা বলেন পি বর্দ্ধ। (৩৭)···ভূম্যন্তরীক্ষদ্যুজলাশ্রয়াণি···নি। (৩৮) ঘণ্টাপতাকাং মণিবজ্রভূষাম্···নি। (৩৯)···অনিরোধবেগাম্···অভিপূরয়িত্বা···স তাং খগানাম্···নি।

হতোঽসি পাপেত্যভিগর্জমানো রুদ্রোঽন্ধকায়ান্তকরং যথেষুম্।
প্রসার্য্য বাহুং সুদৃঢ়ং সুপাণিং ক্রোধেন নৃত্যন্নিব ধর্ম্মরাজঃ ॥৪০॥ (কুলকম্)
তাং সর্বশক্ত্যা প্রহিতাং স্বশক্তিং যুধিষ্ঠিরেণাপ্রতিবার্য্যবীর্য্যাম্।
প্রতিগ্রহায়াভিননর্দ্দ শল্যঃ সম্যগ্‌ঘৃতামগ্নিরিবাজ্যধারাম্ ॥৪১॥
সা তস্য বর্ম্মাভিবিদার্য্য শুভ্রমুরো বিশালঞ্চ তথৈব ভিত্ত্বা।
বিবেশ গাং তোয়মিবাপ্রসক্তা যশো বিশালং নৃপতের্ব্বহন্তী ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

বিশ্বকর্ম্মণা, অসবঃ প্রাণা দেহাশ্চ ভক্ষ্যা বিনাশ্যা যস্যাস্তাম্। প্রসহ্য বলেন। ঈশাং সমর্থাম্। ঘণ্টাঃ পতাকা মণীন্ বজ্রাণি হীরকাণি চ ভজতে দেহে আশ্রয়তীতি তাম্, বৈদূর্য্যৈর্মণিভিশ্চিত্রাং সন্নিবেশনেনাশ্চর্য্যাম্, তপনীয়দণ্ডাং স্বর্ণদণ্ডাম্। ত্বষ্ট্রা বিশ্বকর্ম্মণা। কৃপ্তাং নির্ম্মিতাম্, ব্রহ্মদ্বিষাং বেদদ্বেষিণাম্। ক্ষেপ্তুর্বলপ্রযত্নাৎ অধিরূঢ় আরূঢ়ো বেগো যস্যাং তাম্। সসর্জ চিক্ষেপ। অন্ধকায় তদাখ্যায়াসুরায়, ইষুং বাণম্। শোভনঃ পাণির্হস্তো যস্য তম্ ॥৩৬—৪০॥

তামিতি। প্রহিতাং নিক্ষিপ্তাম্। অপ্রতিবার্য্যং বীর্য্যং শক্তির্যস্যাস্তাম্। প্রতিগ্রহায় হস্তেন ধারণায়, অভিননর্দ্দ অভিজগর্জ, সম্যক্ হুতাং ক্ষিপ্তাম্, আজ্যধারাং ঘৃতস্রবম্ ॥৪১॥

সেতি। উরো বক্ষঃ। গাং ভূমিম্। অপ্রসক্তা অলগ্না। নৃপতের্যুধিষ্ঠিরস্য ॥৪২॥

নিহত হইলে' এইরূপ বলিয়া সুদৃঢ় ও সুহস্ত বাহু প্রসারণ করিয়া ক্রোধে যেন নৃত্য করিতে থাকিয়া যত্নপূর্বক ভীষণ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শক্তি ও যত্ন সহকারে বেগবতী সেই শক্তিটাকে সরল পথে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা বহুকাল হইতে যত্নসহকারে গন্ধদ্রব্য, মালা, উত্তম আধার, পান ও ভোজনদ্বারা সেই শক্তিটার সেবা করিয়া আসিতেছিলেন; সেটা প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল, অথর্বা ও অঙ্গিরার উৎপাদিত অভিচারদেবতার ন্যায় ভীষণ ছিল, আপন বলে সে শক্তিটা পৃথিবী, আকাশ, জলাশয় এমন কি সমস্ত ভূতই বিনাশ করিতে সমর্থ ছিল, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা যত্ন সহকারে ও নিয়মাধীনভাবে সেটাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সে শক্তিটা বেদবিদ্বেষিগণের বিনাশকারী ও অব্যর্থ ছিল ॥৩৬—৪০॥

যুধিষ্ঠির সমস্ত শক্তিদ্বারা সেই অনিবার্য্যশক্তি শক্তিটাকে নিক্ষেপ করিলে, অগ্নি যেমন সম্যক্ ক্ষিপ্ত ঘৃতধারা গ্রহণ করিবার জন্য শব্দ করে, সেইরূপ শল্য সেই শক্তিটাকে গ্রহণ করিবার জন্য গর্জন করিয়া উঠিলেন ॥৪১॥

তখন সেই শক্তিটা যাইয়া শল্যের শুভ্রবর্ণ বর্ম্ম বিদারণ এবং তাঁহার বিশাল বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বিশাল যশই যেন বহন করিতে থাকিয়া অসংলগ্ন (বাহির) হইয়া জলের ন্যায় ভূতলে প্রবেশ করিল ॥৪২॥

(৪০) হতো হ্যসাবিত্যভিগর্জমানঃ···নি,·· সুদৃঢ়ং সুপাণিঃ · পি। (৪২) ·সা তস্য মর্ম্মাণি বিদার্য্য·· পি বর্দ্ধ,···তোয়মিবাপ্রসক্তা···পি।

নাসাক্ষিকর্ণাস্যবিনিঃসৃতেন প্রস্যন্দতা চ ব্রণসম্ভবেন।
সংসিক্তগাত্রো রুধিরেণ সোঽভূৎ ক্রৌঞ্চো যথা স্কন্দহতো মহাদ্রিঃ ॥৪৩॥
প্রসার্য্য বাহূ চ রথাদ্‌গতো গাং সংছিন্নবর্ম্মা কুরুনন্দনেন।
মহেন্দ্রবাহপ্রতিমো মহাত্মা বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলস্য ॥৪৪॥
বাহূ প্রসার্য্যাভিমুখো ধর্ম্মরাজস্য মদ্ররাট্।
ততো নিপতিতো ভূমাবিন্দ্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥৪৫॥
স তথা ভিন্নসর্বাঙ্গো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
প্রত্যুদ্‌গত ইব প্রেম্ণা ভূম্যা স নরপুঙ্গবঃ।
প্রিয়য়া কান্তয়া কান্তঃ পতমান ইবোরসি ॥৪৬॥
চিরং ভুক্ত্বা বসুমতীং প্রিয়াং কান্তামিব প্রভুঃ।
সর্বৈরঙ্গৈঃ সমাশ্লিষ্য প্রসুপ্ত ইব সোঽভবৎ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

নাসেতি। অক্ষিণী নেত্রে, আস্যং মুখম্, প্রস্যন্দতা ক্ষরতা ॥৪৩॥

প্রেতি। গাং ভূমিম্, কুরুনন্দনেন যুধিষ্ঠিরেণ। মহেন্দ্রবাহপ্রতিম ইন্দ্রাশ্বতুল্যঃ ॥৪৪॥

বাহূ ইতি। মদ্ররাট্ শল্যঃ। উচ্ছ্রিতঃ প্রাগুত্তোলিতঃ ॥৪৫॥

স ইতি। রুধিরেণ চন্দনেনেতি ভাবঃ। উরসি কান্তায়া বক্ষসি। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৬॥

চিরমিতি। সমাশ্লিষ্য সমালিঙ্গ্য, প্রসুপ্তো নিদ্রিতঃ ॥৪৭॥

ক্রমে কার্ত্তিকের অস্ত্রাঘাতে মহাপর্ব্বত ক্রৌঞ্চ যেমন গৈরিকধাতুসিক্ত হইয়াছিল, সেইরূপ শল্য সেই আঘাতনিবন্ধন নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ হইতে নির্গত রক্তধারায় সংসিক্ত হইলেন ॥৪৩॥

যুধিষ্ঠির শল্যের বর্ম্ম ও বক্ষ বিদারণ করিলে, মহাবল শল্য বাহুযুগল প্রসারণ করিয়া ইন্দ্রের অশ্বের তুল্য এবং বজ্রাহত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥৪৪॥

তৎকালে শল্য বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিমুখ হইয়া পূর্বোত্তোলিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন ॥৪৫॥

প্রিয়তমা কামিনী যেমন প্রেমবশতঃ আপন বক্ষোদেশে পতনার্থী প্রিয়তমের প্রত্যুদ্‌গমন করে, সেইরূপ ভূমিও যেন প্রেমবশতঃ বিদীর্ণগাত্র ও রক্তসিক্ত নরশ্রেষ্ঠ শল্যের প্রত্যুদ্‌গমন করিয়াছিল ॥৪৬॥

---

(৪৪)···রথাদগাদ্‌গাম্···কুলনন্দনেন · পি।

ধর্ম্ম্যে ধর্ম্মাত্মনা যুদ্ধে নিহতো ধর্ম্মসূনুনা।
সম্যগ্‌ঘৃত ইব স্বিষ্টঃ প্রশান্তোঽগ্নিরিবাধ্বরে ॥৪৮॥
শক্ত্যা বিভিন্নহৃদয়ং বিপ্রযুক্তায়ুধধ্বজম্‌।
প্রশান্তমপি মদ্রেশং লক্ষ্মীর্নৈব ব্যমুঞ্চত ॥৪৯॥
ততো যুধিষ্ঠিরশ্চাপমাদায়েন্দ্রধনুষ্প্রভম্‌।
ব্যধমদ্দ্বিষতঃ সংখ্যে খগরাড়িব পন্নগান্‌।
দেহাংশ্চ নিশিতৈর্ভল্লৈ রিপূণাং নাশয়ন্‌ ক্ষণাৎ ॥৫০॥
ততঃ পার্থস্য বাণৌঘৈরাবৃতাঃ সৈনিকাস্তব।
নিমীলিতাক্ষাঃ ক্ষিণ্বন্তো ভৃশমন্যোন্যমর্দ্দিতাঃ।
স্যন্দন্তো রুধিরং দেহৈর্বিশস্ত্রায়ুধজীবিতাঃ ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্ম্য ইতি। ধর্ম্ম্যে ধর্ম্মাদনপেতে। ঘৃত আহুতঃ, স্বিষ্টঃ স্বিষ্টিকৃৎ ॥৪৮॥

শক্ত্যেতি। প্রশান্তং মৃতমপি, লক্ষ্মীর্বীরশ্রীঃ, ন ব্যমুঞ্চত সদ্যোমৃতত্বাৎ ॥৪৯॥

তত ইতি। ব্যধমদ্ব্যনাশয়ৎ, খগরাড়্‌ গরুড়ঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫০॥

তত ইতি। পার্থস্য যুধিষ্ঠিরস্য। ক্ষিণ্বন্তো ব্যথয়ন্তঃ। স্যন্দন্তঃ ক্ষরন্তঃ। বিগতানি শস্ত্রাণি আয়ুধানি অস্ত্রাণি জীবিতানি জীবনানি চ যেষাং তে। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫১॥

রাজা শল্য প্রিয়তমা কামিনীর ন্যায় চিরকাল পৃথিবীকে ভোগ করিয়া তখন সমস্ত অঙ্গদ্বারা সে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া যেন নিদ্রিত হইয়াছিলেন ॥৪৭॥

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিলে, যজ্ঞে স্বিষ্টিকৃৎ অগ্নি যেমন সম্যক্‌ আহুতি পাইয়া নির্ব্বাণ হয়, তেমন শল্যও নির্বাণ (প্রাণহীন) হইয়াছিলেন ॥৪৮॥

শক্তিপ্রহারে শল্যের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, অস্ত্র ও ধ্বজ পড়িয়া গিয়াছিল এবং তিনি প্রাণহীন হইয়াছিলেন, তথাপি বীরশ্রী তাঁহাকে তখনও ত্যাগ করে নাই ॥৪৯॥

তাহার পর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনুর ন্যায় ধনু গ্রহণ করিয়া গরুড় যেমন সর্প বিনাশ করেন, তেমন ক্ষণকালমধ্যে সুধার ভল্লসমূহদ্বারা শত্রুগণের দেহ বিদীর্ণ করিয়া করিয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥৫০॥

রাজা! তদনন্তর আপনার সৈন্যেরা যুধিষ্ঠিরের বাণে বাণে আবৃত ও গুরুতর পীড়িত হইতে থাকিয়া পরস্পর ব্যথিত করিয়া মুদ্রিতনয়ন হইয়া গাত্র হইতে রক্ত-ক্ষরণ করিতে থাকিয়া অস্ত্র-শস্ত্রশূন্য ও জীবনবিহীন হইতে লাগিল ॥৫১॥

ততঃ শল্যে নিপতিতে মদ্ররাজানুজো যুবা।
ভ্রাতুস্তুল্যো গুণৈঃ সর্বৈ রথী পাণ্ডবমভ্যয়াৎ ॥৫২॥
বিব্যাধ চ নরশ্রেষ্ঠো নারাচৈর্বহুভিস্ত্বরন্।
হতস্যাপচিতিং ভ্রাতুশ্চিকীর্ষুর্যুদ্ধদুর্ম্মদঃ ॥৫৩॥
তং বিব্যাধাশুগৈঃ ষড়্ভির্ধর্ম্মরাজস্ত্বরন্নিব।
কার্ম্মুকঞ্চাস্য চিচ্ছেদ ক্ষুরাভ্যাং ধ্বজমেব চ ॥৫৪॥
ততোঽস্য দীপ্যমানেন সুদৃঢ়েন শিতেন চ।
প্রমুখে বর্ত্তমানস্য ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ ॥৫৫॥
সকুণ্ডলং তদ্দদৃশে পতমানং শিরো রথাৎ।
পুণ্যক্ষয়মিব প্রাপ্য পতন্তং স্বর্গবাসিনম্ ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ভ্রাতুঃ শল্যস্যৈব, গুণৈঃ শৌর্য্যসাহসাদিভিঃ, পাণ্ডবং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৫২॥
বিব্যাধেতি। অপচিতিং নিষ্ক্রয়ং প্রতিশোধমিতি যাবৎ, চিকীর্ষুঃ কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥৫৩॥
তমিতি। আশুগৈর্ব্বাণৈঃ। ত্বরন্ ত্বরমাণঃ ॥৫৪॥
তত ইতি। দীপ্যমানেন উজ্জ্বলেন, শিতেন সুধারেণ। অপাহরদ্ধর্ম্মরাজঃ ॥৫৫॥
সেতি। দদৃশে তত্রত্যৈর্লোকৈরিতি শেষঃ। পুণ্যক্ষয়ং স্বর্গভোগাৎ ॥৫৬॥

ভারতভাবদীপঃ

বচনং চক্রে ইত্যন্বয়ঃ ॥১০—৩৬॥ অন্তরীক্ষাদীত্যাদিনাগ্নিবায়ূ ॥৪৭—৪১॥ তোয়মিব সুপ্রবেশাং গাম্ অপ্রসক্তা অপ্রতিহতা নৃপতেঃ শল্যস্য ॥৪২—৫৫॥ স্বর্গসুখাৎ চ্যুতো ভ্রষ্টঃ অতএব পতন্ তস্মাদেব ॥৫৬—৮১॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫॥

শল্য নিপতিত হইলে, সমস্ত গুণে তাঁহারই তুল্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রথারোহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫২॥

এবং সেই নরশ্রেষ্ঠ ও যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ শল্যভ্রাতা নিহত শল্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য ত্বরান্বিত হইয়া বহুতর নারাচদ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন ॥৫৩॥

তখন যুধিষ্ঠিরও ত্বরান্বিত হইয়াই যেন ছয়টা বাণদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং দুইটা ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥৫৪॥

তদনন্তর যুধিষ্ঠির উজ্জ্বল, সুদৃঢ় ও সুধার একটা ভল্লদ্বারা সম্মুখে বিদ্যমান সেই শল্যভ্রাতার মস্তক ছেদন করিলেন ॥৫৫॥

(৫২)···ভ্রাতুঃ সর্বগুণৈস্তুল্যঃ···পি। (৫৩) বিব্যাধ চ নরব্যাঘ্রঃ··· পি।

তস্যাপকৃত্তশীর্ষস্ত শরীরং পতিতং রথাৎ।
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং দৃষ্ট্বা সৈন্যমভজ্যত ॥৫৭॥
বিচিত্রকবচে তস্মিন্ হতে মদ্রনৃপানুজে।
হাহাকারং বিকুর্বাণাঃ কুরবো বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥৫৮॥
শল্যানুজং হতং দৃষ্ট্বা তাবকাস্ত্যক্তজীবিতাঃ।
বিত্রেসুঃ পাণ্ডবভয়াদ্রজোধ্বস্তাস্তথা ভৃশম্ ॥৫৯॥
তাংস্তথা ভজ্যতস্ত্রস্তান্ কৌরবান্ ভরতর্ষভ!।
শিনের্নপ্তা কিরন্ বাণৈরভ্যবর্ত্তত সাত্যকিঃ ॥৬০॥
তমায়ান্তং মহেষ্বাসমপ্রসহ্যং দুরাসদম্।
হার্দ্দিক্যস্ত্বরিতো রাজন্! প্রত্যগৃহ্লাদভীতবৎ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। অপকৃত্তং ছিন্নং শীর্ষং মস্তকং যস্য তৎ। অভজ্যত বিশ্লিষ্টম্ ॥৫৭॥

বিচিত্রেতি। বিকুর্বাণা বিশেষেণ বিদধানাঃ, বিপ্রদুদ্রুবুঃ পলায়াঞ্চক্রিরে ॥৫৮॥

শল্যেতি। বিত্রেসুঃ ত্রাসং প্রাপুঃ, রজোধ্বস্তা ধূলিভিরাবৃতাঃ ॥৫৯॥

তানিতি। ভজ্যতো ভজ্যমানান্ বিশ্লিষ্যত ইত্যর্থঃ। কিরন্ প্রহরন্ ॥৬০॥

তমিতি। মহেষ্বাসং মহাধনুর্দ্ধরম্। হার্দ্দিক্যো হৃদিকপুত্রঃ কৃতবর্ম্মা ॥৬১॥

তখন তত্রত্য লোকেরা দেখিল—পুণ্যক্ষয় হইয়া গেলে স্বর্গবাসী যেমন পতিত হয়, সেইরূপ তাঁহার কুণ্ডলযুক্ত মস্তকটী রথ হইতে পতিত হইল ॥৫৬॥

মস্তক ছিন্ন হইলে, তাঁহার রক্তাক্ত শরীরও রথ হইতে পতিত হইল দেখিয়া কৌরবসৈন্য ভগ্ন হইল ॥৫৭॥

বিচিত্রকবচধারী সেই শল্যভ্রাতা নিহত হইলে, কৌরবসৈন্যেরা হাহাকার করিতে থাকিয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥৫৮॥

মহারাজ! শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া আপনার সৈন্যেরা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া বিশেষতঃ ধূলিতে আবৃত হইয়া পাণ্ডবগণের ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল ॥৫৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন শিনির পৌত্র সাত্যকি ছিন্ন-ভিন্ন ও ভীত কৌরবসৈন্যগণকে বাণদ্বারা প্রহার করিতে থাকিয়া তাহাদের অভিমুখবর্ত্তী হইলেন ॥৬০॥

রাজা! মহাধনুর্দ্ধর, অসহ্য ও দুর্দ্ধর্ষ সাত্যকি আসিতে লাগিলে, কৃতবর্ম্মা নির্ভয়ের ন্যায় সত্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন ॥৬১॥

(৫৯)·· প্রবিধ্বস্তাঃ···নি।

তৌ সমেতৌ মহাত্মানৌ বার্ষ্ণেয়াবপরাজিতৌ।
হার্দ্দিক্যঃ সাত্যকিশ্চৈব সিংহাবিব মদোৎকটৌ ॥৬২॥
ইষুভির্বিমলাভাসৈশ্ছাদয়ন্তৌ পরস্পরম্।
অর্চ্চিভিরিব সূর্য্যস্য দিবাকরসমপ্রভৌ ॥৬৩॥ (যুগ্মকম্)
চাপমার্গবলোদ্ধূতান্ মার্গণান্ বৃষ্ণিসিংহয়োঃ।
আকাশে সমপশ্যাম পতঙ্গানিব শীঘ্রগান্ ॥৬৪॥
সাত্যকিং দশভির্বিদ্ধ্বা হয়াংশ্চাস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ।
চাপমেকেন চিচ্ছেদ হার্দ্দিক্যো নতপর্বণা ॥৬৫॥
তন্নিকৃত্তং ধনুঃ শ্রেষ্ঠমপাস্য শিনিপুঙ্গবঃ।
অন্যদাদত্ত বেগেন বেগবত্তরমায়ুধম্ ॥৬৬॥
তদাদায় ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠঃ সর্বধন্বিনাম্।
হার্দ্দিক্যং দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। সমেতৌ মিলিতাবভবতাম্, বার্ষ্ণেয়ৌ বৃষ্ণিবংশীয়ৌ। ইষুভির্বাণৈঃ, বিমলাভাসৈর্নির্ম্মলদ্যুতিভিঃ। অর্চ্চির্ভিঃ কিরণৈঃ ॥৬২—৬৩॥

চাপেতি। চাপমার্গে চাপনিক্ষিপ্তবাণপথে বলোদ্ধূতান্ শক্ত্যা নিক্ষিপ্তান্ ॥৬৪॥

সাত্যকিমিতি। হয়ানশ্বান্। নতপর্বণা ঈষদ্বক্রোপান্তেন ॥৬৫॥

তদিতি। নিকৃত্তং ছিন্নম্। অপাস্য ত্যক্ত্বা। আয়ুধং ধনুঃ ॥৬৬॥

তদিতি। বরিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সাত্যকিঃ। হার্দ্দিক্যং কৃতবর্ম্মাণম্ ॥৬৭॥

ক্রমে সিংহের ন্যায় মদমত্ত, সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী, মহাবল ও অপরাজিত বৃষ্ণিবংশীয় সেই সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা সূর্য্যকিরণের ন্যায় নির্ম্মল বাণসমূহদ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদন করিতে থাকিয়া সম্মিলিত হইলেন ॥৬২—৬৩॥

তখন বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার শক্তি অনুসারে নিক্ষিপ্ত বাণ সকল শীঘ্রগামী পতঙ্গসমূহের ন্যায় আমরা দেখিতে লাগিলাম ॥৬৪॥

ক্রমে কৃতবর্ম্মা দশ বাণে সাত্যকিকে এবং তিন বাণে তাঁহার অশ্বগুলিকে বিদ্ধ করিয়া নতপর্ব্ব এক বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন ॥৬৫॥

তখন শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সেই ছিন্ন উত্তম ধনু ত্যাগ করিয়া বেগে সুদৃঢ় অন্য ধনু গ্রহণ করিলেন ॥৬৬॥

---

(৬২)···বার্ষ্ণেয়ৌ বরবাজিনৌ···নি। (৬৬,···বলবত্তরমায়ুধম্—পি, · ধনুর্জ্জলদনিস্বনম্—নি।

তেতো রথং যুগেশাঞ্চ ছিত্ত্বা ভল্লৈঃ সুসংযতৈঃ।
অশ্বাংস্তস্যাবধীত্তূর্ণমুভৌ চ পার্ষ্ণিসারথী ॥৬৮॥
ততস্তং বিরথং দৃষ্ট্বা কৃপঃ শারদ্বতঃ প্রভো !।
অপোবাহ ততঃ ক্ষিপ্রং রথমারোপ্য বীর্য্যবান্ ॥৬৯॥
মদ্ররাজে হতে রাজন্ ! বিরথে কৃতবর্ম্মণি।
দুর্য্যোধনবলং সর্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ॥৭০॥
তৎ পরে নান্ববুধ্যন্ত সৈন্যে চ রজসা বৃতে।
বলন্তু হতভূয়িষ্ঠং তত্তদাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ॥৭১॥
ততো মুহূর্ত্তাত্তেঽপশ্যন্ রজো ভৌমং সমুত্থিতম্।
বিবিধৈঃ শোণিতস্রাবৈঃ প্রশান্তং ভরতর্ষভ ! ॥৭২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। যুগেশাং রথগতদারুবিশেষম্। পার্ষ্ণিসারথী পৃষ্ঠসারথী ॥৬৮॥
তত ইতি। শারদ্বতঃ শরদ্বতঃ পুত্রঃ। অপোবাহ রণাদপনিনায় ॥৬৯॥
মদ্রেতি। পরাঙ্মুখমাসীৎ নায়কাভাবেন নৈরাশ্যাদ্ব্যাচ্ছেতি ভাবঃ ॥৭০॥
তদিতি। পরে পাণ্ডবাঃ। তত্র হেতুমাহ সৈন্য ইতি। রজসা ধূল্যা ॥৭১॥
তত ইতি। ভৌমং ভূমিসম্বন্ধি। প্রশান্তং নিবৃত্তম্ ॥৭২॥

সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সেই শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করিয়া দশটা বাণদ্বারা কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥৬৭॥

তদনন্তর সাত্যকি সুলক্ষিত বহুতর ভল্লদ্বারা কৃতবর্ম্মার রথ ও রথের দীর্ঘদণ্ড ছেদন করিয়া সত্বর তাঁহার অশ্ব ও পৃষ্ঠসারথি দুই জনকে বধ করিলেন ॥৬৮॥

রাজা ! তাহার পর কৃতবর্ম্মাকে রথবিহীন দেখিয়া শরদ্বানের পুত্র বলবান্ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে আপন রথে তুলিয়া লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন ॥৬৯॥

রাজা ! শল্য নিহত এবং কৃতবর্ম্মা রথবিহীন হইলে, দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্য পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল ॥৭০॥

হতবহুল দুর্য্যোধনসৈন্য যে পরাঙ্মুখ হইল, তাহা তখন বিপক্ষেরা বুঝিতে পারে নাই। কারণ, তখন উভয় সৈন্যই ধূলিতে আবৃত হইয়া গিয়াছিল ॥৭১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! ক্রমে মুহূর্ত্তকালপরেই তাহারা দেখিল—সেই উত্থিত ধূলিরাশি নানাবিধ রক্তস্রাবে নিবৃত্তি পাইয়াছে ॥৭২॥

(৬৮) ততো রথযুগেশাঞ্চ ছিত্ত্বা ভল্লৈঃ সুপত্রিভিঃ···পি।

তত্তো দুর্য্যোধনো দৃষ্ট্বা ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ।
জবেনাপততঃ পার্থানেকঃ সর্বানবারয়ৎ ॥৭৩॥
পাণ্ডবান্ সরথান্ দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্।
আনর্ত্তঞ্চ দুরাধর্ষং শিতৈর্বাণৈরবাকিরৎ ॥৭৪॥
তং পরে নাভ্যবর্ত্তন্ত মর্ত্ত্যা মৃত্যুমিবাগতম্।
অথান্যং রথমাস্থায় হার্দ্দিক্যোঽপি ন্যবর্ত্তত ॥৭৫॥
তত্তো যুধিষ্ঠিরো রাজা ত্বরমাণো মহারথঃ।
চতুর্ভির্নিজঘানাশ্বান্ পত্রিভিঃ কৃতবর্ম্মণঃ।
বিব্যাধ গৌতমঞ্চাপি ষড়্ভির্ভল্লৈঃ সুতেজনৈঃ ॥৭৬॥
অশ্বত্থামা ততো রাজ্ঞা হতাশ্বং বিরথীকৃতম্।
তমপোবাহ হার্দ্দিক্যং স্বরথেন যুধিষ্ঠিরাৎ ॥৭৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ভগ্নং বিশ্লিষ্টম্। জবেন বেগেন, পার্থান্ পাণ্ডবান্ ॥৭৩॥
পাণ্ডবানিতি। পার্ষতং পৃষতপৌত্রম্। আনর্ত্তমানর্ত্তদেশীয়ং সাত্যকিম্ ॥৭৪॥
তমিতি। মর্ত্ত্যা মরণধর্ম্মাণো মানবাঃ। হার্দ্দিক্যঃ কৃতবর্ম্মা ॥৭৫॥
তত ইতি। পত্রিভির্বাণৈঃ। গৌতমং কৃপম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭৬॥
অশ্বেতি। রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ, হতা অশ্বা যস্য তম্। অপোবাহাপনিনায় ॥৭৭॥

তাহার পর দুর্য্যোধন আপন সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া একাকীই বেগে আগমনকারী সমস্ত পাণ্ডবকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৭৩॥

রথারোহী পাণ্ডবগণ, পৃষতনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দুর্দ্ধর্ষ সাত্যকিকে দেখিয়া তিনি সুধার বাণসমূহদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৭৪॥

মানুষ যেমন মৃত্যুর সম্মুখবর্ত্তী হইতে পারে না, তেমন বিপক্ষেরাও তৎকালে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইতে পারিল না। এই সময়ে কৃতবর্ম্মাও অন্য রথে আরোহণ করিয়া ফিরিলেন ॥৭৫॥

তদনন্তর মহারথ রাজা যুধিষ্ঠির ত্বরান্বিত হইয়া চারিটা বাণদ্বারা কৃতবর্ম্মার চারিটা অশ্বকে বিনাশ করিলেন এবং ছয়টা উজ্জ্বল ভল্লদ্বারা কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥৭৬॥

যুধিষ্ঠির অশ্বগুলিকে বিনাশ করিলে, অশ্বত্থামা যাইয়া রথবিহীন কৃতবর্ম্মাকে আপন রথে তুলিয়া লইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন ॥৭৭॥

(৭৫) তং পরে চাভ্যবর্ত্তন্ত ··নি।

ততঃ শারদ্বতোঽষ্টাভিঃ প্রত্যবিধ্যদ্যুধিষ্ঠিরম্।
বিব্যাধ চাশ্বান্ নিশিতৈস্তথাষ্টাভিঃ শিলীমুখৈঃ ॥৭৮॥
এবমেতন্মহারাজ! যুদ্ধশেষমবর্ত্তত।
তব দুর্মন্ত্রিতে রাজন্! সহপুত্রস্য ভারত! ॥৭৯॥
তস্মিন্ মহেষ্বাসবরে বিশস্তে সংগ্রামমধ্যে কুরুপুঙ্গবেন।
পার্থাঃ সমেতাঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ শঙ্খান্ প্রদধ্মুর্হতমীক্ষ্য শল্যম্ ॥৮০॥
যুধিষ্ঠিরঞ্চ প্রশশংসুরাজৌ পুরা সুরা বৃত্রবধে যথেন্দ্রম্।
চক্রুশ্চ নানাবিধবাদ্যশব্দান্ নিনাদয়ন্তো বসুধাং সমন্তাৎ ॥৮১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধপর্ব্বণি শল্যবধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। শারদ্বতঃ শরদ্বতঃ পুত্রঃ কৃপঃ। শিলীমুখৈর্বাণৈঃ ॥৭৮॥

এবমিতি। দুর্মন্ত্রিতে নিমিত্তে, পুত্রেণ দুর্য্যোধনেন সহেতি তস্য ॥৭৯॥

তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ শল্যে, মহেষ্বাসবরে মহাধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠে, বিশস্তে নিহতে সতি, কুরুপুঙ্গবেন যুধিষ্ঠিরেণ। পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ। প্রদধ্মুর্বাদয়ামাসুঃ ॥৮০॥

যুধীতি। আজৌ যুদ্ধে, সুরা দেবাঃ। সমন্তাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষু ॥৮১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তৎপরে কৃপাচার্য্য আট বাণে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন এবং আটটা সুধার বাণে তাঁহার অশ্বগুলিকে তাড়ন করিলেন ॥৭৮॥

ভরতনন্দন রাজা! পুত্রের সহিত আপনার কুমন্ত্রণানিবন্ধন এইভাবে এই শেষ যুদ্ধ হইয়াছিল ॥৭৯॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে মহাধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ শল্যকে বধ করিলে, পাণ্ডবেরা শল্যকে নিহত দেখিয়া পরম আনন্দিত ও সম্মিলিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥৮০॥

আর পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুর নিহত হইলে দেবতারা যেমন ইন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবেরা যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করিতে থাকিলেন এবং সমগ্র সমরভূমি নিনাদিত করিয়া নানাবিধবাদ্যধ্বনি করিতে লাগিলেন' ॥৮১॥

(৭৮) ততঃ শারদ্বতো ভল্লৈঃ...পি। * '...সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...ষোড়শোঽধ্যায়ঃ' নি।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

——ঃ-০-ঃ——

সঞ্জয় উবাচ।

শল্যে তু নিহতে রাজন্! মদ্ররাজপদানুগাঃ।
রথাঃ সপ্তশতা বীরা নির্যযুর্মহতো বলাৎ ॥১॥
দুর্য্যোধনস্তু দ্বিরদমারুহ্যাচলসন্নিভম্।
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন বীজ্যমানশ্চ চামরৈঃ।
ন গন্তব্যং ন গন্তব্যমিতি মদ্রানবারয়ৎ ॥২॥
দুর্য্যোধনেন তে বীরা বার্য্যমাণাঃ পুনঃ পুনঃ।
যুধিষ্ঠিরং জিঘাংসন্তঃ পাণ্ডূনাং প্রাবিশন্ বলম্ ॥৩॥
তে তু শূরা মহারাজ! কৃতচিত্তাঃ সুযোধনে।
ধনুঃ শব্দং মহৎ কৃত্বা সহাযুধ্যন্ত পাণ্ডবৈঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

শল্য ইতি। মদ্ররাজপদানুগাঃ শল্যানুচরাঃ। বলাৎ কৌরবসৈন্যাৎ ॥১॥
দুর্য্যোধন ইতি। দ্বিরদং গজম্, অচলসন্নিভং পর্বতপ্রমাণম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২॥
দুর্য্যোধনেনেতি। জিঘাংসন্তো হন্তুমিচ্ছন্তঃ, পাণ্ডূনাং পাণ্ডবানাম্ ॥৩॥
ত ইতি। সুযোধনে দুর্য্যোধনোপকারে। মহদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! শল্য নিহত হইলে, তাঁহার অনুচর সাত শত রথারোহী বীর ভয়ে বিশাল কৌরবসৈন্য হইতে নির্গত হইলেন ॥১॥

তখন দুর্য্যোধন পর্ব্বতপ্রমাণ একটা হস্তীতে আরোহণ করিয়া 'যাইবেন না যাইবেন না' বলিয়া তাঁহাদিগকে বারণ করিলেন। সেই সময়ে কোন ভৃত্য দুর্য্যোধনের মস্তকের উপরে একটা ছত্র ধারণ করিয়াছিল এবং অপর ভৃত্যেরা চামর ব্যজন করিতেছিল ॥২॥

দুর্য্যোধন বার বার বারণ করিতে লাগিলে, সেই বীরেরা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৩॥

মহারাজ! সেই বীরেরা দুর্য্যোধনের উপকার করিবেন মনে করিয়া বিশাল ধনুষ্টঙ্কারপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৪॥

(৪) তত্র শূরাঃ ··পি।

শ্রুত্বা চ নিহতং শল্যং ধর্ম্মপুত্রঞ্চ পীড়িতম্।
মদ্ররাজপ্রিয়াসক্তৈর্মদ্রকাণাং মহারথৈঃ ॥৫॥
আজগাম ততঃ পার্থো গাণ্ডীবং বিক্ষিপন্ ধনুঃ।
পূরয়ন্ রথঘোষেণ দিশঃ সর্বা মহারথঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
ততোঽর্জ্জুনশ্চ ভীমশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
সাত্যকিশ্চ নরব্যাঘ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ ॥৭॥
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ পাঞ্চালাঃ সহ সোমকৈঃ।
যুধিষ্ঠিরং পরীপ্সন্তঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
তে সমন্তাৎ পরিবৃতাঃ পাণ্ডবাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
ক্ষোভয়ন্তি স্ম তাং সেনাং মকরাঃ সাগরং যথা।
বৃক্ষানিব মহাবাতাঃ কম্পয়ন্তি স্ম তাবকান্ ॥৯॥
পুরোবাতেন গঙ্গেব ক্ষোভ্যমাণা মহানদী।
ব্যক্ষোভত তদা রাজন্! পাণ্ডূনাং ধ্বজিনী পুনঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। মদ্ররাজপ্রিয়াসক্তৈঃ শল্যপ্রীতিবিধাননিরতৈঃ। পার্থোঽর্জ্জুনঃ ॥৫—৬॥
তত ইতি। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ। পরীপ্সন্তো রক্ষিতুমিচ্ছন্তঃ ॥৭—৮॥
ত ইতি। পরিবৃতাঃ স্বস্বসৈন্যৈঃ। ক্ষোভয়ন্তি চালয়ন্তি। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥
পুর ইতি। পুরোবাতেন সম্মুখবায়ুনা। ব্যক্ষোভত প্রহারেণাচলৎ ॥১০॥

শল্য নিহত হইয়াছেন এবং তাঁহার অনুরক্ত মদ্রদেশীয় মহারথেরা যুধিষ্ঠিরকে পীড়ন করিতেছেন ইহা শুনিয়া মহারথ অর্জ্জুন রথের শব্দে সকল দিক্ পূর্ণ করিতে থাকিয়া গাণ্ডীবধনু আকর্ষণ করিতে করিতে সে স্থানে আগমন করিলেন ॥৫—৬॥

তাহার পর ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি এবং নরশ্রেষ্ঠ দ্রৌপদীর পুত্রেরা সকলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চালসৈন্য ও সোমকসৈন্যেরা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া সকল দিক্ হইতে যাইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৭--৮॥

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা আপন আপন সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া মকরগণ যেমন সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে, সেইরূপ মদ্রকসৈন্যকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিলেন এবং প্রবল বায়ু যেমন বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করে, তেমন আপনার সৈন্যগণকে কম্পিত করিতে লাগিলেন ॥৯॥

(৬)···গাণ্ডীবং ব্যাক্ষিপন্ ধনুঃ—পি।

প্রস্কন্দ্য সেনাং মহতীং মহাত্মানো মহারথাঃ।
বহবশ্চুক্রুশুস্তত্র ক স রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১১॥
ভ্রাতরঃ পাণ্ডবাঃ শূরা দৃশ্যন্তে নেহ কশ্চন।
পাঞ্চালা বা মহাবীর্য্যাঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ শৈনেয়ো দ্রৌপদেয়া মহারথাঃ ॥১২॥
এবং তান্ বাদিনঃ শূরা দ্রৌপদেয়া মহারথাঃ।
অভ্যঘ্নন্ যুধ্যমানাংশ্চ মদ্ররাজপদানুগান্ ॥১৩॥
রথৈর্বিমথিতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নৈর্মহাধ্বজৈঃ।
প্রত্যদৃশ্যন্ত সমরে তাবকা নিহতাঃ পরৈঃ ॥১৪॥
আলোক্য পাণ্ডবান্ যুদ্ধে যোধা বীরান্ সহস্রশঃ।
বার্য্যমাণা যযুর্বীরাস্তব পুত্রেণ ভারত! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রেতি। প্রস্কন্দ্য আক্রম্য। মহারথা মদ্রকাঃ। চুক্রুশুরুচ্চৈরূচুঃ ॥১১॥
ভ্রাতর ইতি। শৈনেয়ঃ সাত্যকিঃ, দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥
এবমিতি। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ। মদ্ররাজপদানুগান্ শল্যানুচরান্ ॥১৩॥
রথৈরিতি। ছিন্নৈর্মহাধ্বজৈরিতি বিশেষণে তৃতীয়া। পরৈঃ শত্রুভিঃ ॥১৪॥
আলোক্যেতি। পাণ্ডবান্ পাণ্ডবপক্ষীয়ান্। যযুঃ সমরাদপসস্রুঃ ॥১৫॥

রাজা! তখন মহানদী গঙ্গা যেমন সম্মুখবায়ুর বেগে বিক্ষুব্ধ হয়, তেমন পাণ্ডব-বাহিনীও মদ্রকসৈন্যের বেগে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥১০॥

ক্রমে মদ্রদেশীয় বহুতর মহাবল মহারথ বিশাল পাণ্ডবসৈন্য আক্রমণ করিয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন—'সে রাজা যুধিষ্ঠির কোথায়? ॥১১॥

বীর পাণ্ডবভ্রাতারা, মহাবল পাঞ্চালেরা, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও মহারথ দ্রৌপদীর পুত্রগণ ইঁহাদের কাহাকেও ত দেখিতেছি না' ॥১২॥

শল্যের অনুচর বীরেরা এইরূপ বলিতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহারথ দ্রৌপদীর পুত্রগণ যাইয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

মহারাজ! তাঁহাদের কতকগুলি বীর রথঘর্ষণে মথিত হইলেন, কতকগুলির বিশাল ধ্বজ ছিন্ন দেখা গেল এবং শত্রুরা আপনার পক্ষের অনেক বীরকে বধ করিল ॥১৪॥

ভরতনন্দন! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বারণ করিতে থাকিলেও বীর যোদ্ধারা যুদ্ধে সহস্র সহস্র পাণ্ডবপক্ষের বীরকে দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

(১১)···প্রচুক্রুশুস্তত্র তত্র···পি। (১২)···দৃশ্যন্তে নেহ কেচন · বর্দ্ধ নি।

দুর্য্যোধনস্তু তান্ বীরান্ বারয়ামাস সান্ত্বয়ন্।
ন চাস্য শাসনং কশ্চিত্তত্র চক্রে মহারথঃ ॥১৬॥
ততো গান্ধাররাজস্য পুত্রঃ শকুনিরব্রবীৎ।
দুর্য্যোধনং মহারাজ! বচনং বচনক্ষমঃ ॥১৭॥
কিঞ্চ নঃ প্রেক্ষমাণানাং মদ্রাণাং হন্যতে বলম্।
ন যুক্তমেতৎ সমরে ত্বয়ি তিষ্ঠতি ভারত! ॥১৮॥
সহিতৈর্নাম যোদ্ধব্যমিত্যেবং সময়ঃ কৃতঃ।
অথ কস্মাৎ পরানেবং ঘ্নতো মর্ষয়সে নৃপ! ॥১৯॥
দুর্য্যোধন উবাচ।
বার্য্যমাণা ময়া পূর্বং নৈতে চক্রুর্বচো মম।
এতে হি সহিতাঃ সর্বে প্রস্কন্নাঃ পাণ্ডুবাহিনীম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধন ইতি। সান্ত্বয়ন্ আশ্বাসয়ন্। শাসনং যুদ্ধাদেশম্ ॥১৬॥
তত ইতি। বচনক্ষমো বাক্পটুঃ ॥১৭॥
কিমিতি। কিঞ্চ কথঞ্চ, নঃ অস্মাকমিত্যনাদরে ষষ্ঠী ॥১৮॥
সহিতৈরিতি। সহিতৈর্মিলিতৈঃ। সময়ো নিয়মঃ, কৃতঃ শল্যযুদ্ধাৎ প্রাক্ ॥১৯॥
বার্য্যেতি। সহিতা মিলিতাঃ সন্তঃ, প্রস্কন্না আক্রান্তাঃ ॥২০॥

কিন্তু দুর্য্যোধন আশ্বস্ত করিতে থাকিয়া সেই বীরগণকে বারণ করিতে থাকিলেন, তথাপি কোন মহারথই তাঁহার আদেশ পালন করিলেন না ॥১৬॥

মহারাজ! তাহার পর গান্ধাররাজের পুত্র বাক্পটু শকুনি দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন—॥১৭॥

'ভরতনন্দন! পাণ্ডবেরা আমাদের সমক্ষে মদ্রদেশীয় সৈন্যগণকে বধ করিতে পারিতেছে কেন? তুমি যুদ্ধে থাকিতে ইহা সঙ্গত হইতেছে না ॥১৮॥

রাজা! আমরা শল্যের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে, 'আমরা সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিব'। তবে বিপক্ষেরা আমাদের সৈন্য বধ করিতেছে, তুমি তাহা সহ্য করিতেছ কেন? ॥১৯॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'আমি পূর্বে বারণ করিতে থাকিলেও ইহারা আমার বাক্য রক্ষা করে নাই। ইহারা সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডবসৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল ॥২০॥

শকুনিরুবাচ।

ন ভর্ত্তুঃ শাসনং বীরা রণে কুর্বন্ত্যমর্ষিতাঃ।
অলং ক্রোদ্ধুং তবৈতেষাং নায়ং কাল উপেক্ষিতুম্ ॥২১॥
যামঃ সর্ব্বেঽত্র সম্ভূয় সবাজিরথকুঞ্জরাঃ।
পরিত্রাতুং মহেষ্বাসান্ মদ্ররাজপদানুগান্ ॥২২॥
অন্যোন্যং পরিরক্ষামো যত্নেন মহতা নৃপ!।
এবং সর্ব্বেঽনুসঞ্চিন্ত্য প্রযযুর্যত্র সৈনিকাঃ ॥২৩॥
এবমুক্তস্ততো রাজা বলেন মহতা বৃতঃ।
প্রযযৌ সিংহনাদেন কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥২৪॥
হত বিধ্যত গৃহ্লীত প্রহরধ্বং নিকৃন্তত।
ইত্যাসীত্তুমুলঃ শব্দস্তব সৈন্যস্য ভারত! ॥২৫॥
পাণ্ডবাস্তু রণে দৃষ্ট্বা মদ্ররাজপদানুগান।
সহিতানভ্যবর্ত্তন্ত গুল্মমাস্থায় মধ্যমম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। পাণ্ডবান্ প্রত্যমর্ষ এব তবাদেশলঙ্ঘনে কারণমিতি ভাবঃ ॥২১॥
যাম ইতি। যামো গচ্ছামঃ, সম্ভূয় মিলিত্বা। মহেষ্বাসান্ মহাধনুর্দ্ধরান্ ॥২২॥
অন্যোন্যমিতি। অনুসঞ্চিন্ত্য চিন্তয়া নির্দ্ধার্য্য। সৈনিকা মদ্রদেশীয়াঃ ॥২৩॥
এবমিতি। রাজা দুর্য্যোধনঃ। বৃতঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥২৪॥
হতেতি। বিধ্যত তাড়য়ত। নিকৃন্তত ছিন্ত ॥২৫॥

শকুনি বলিলেন—'এই বীরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রভুর আদেশ রক্ষা করেন নাই। সুতরাং ইহাদের উপরে ক্রোধ করিবার প্রয়োজন নাই; এটা উপেক্ষা করিবার সময় নহে ॥২১॥

আমরা সকলে মিলিত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ লইয়া মহাধনুর্দ্ধর শল্যের অনুচরগণকে রক্ষা করিবার জন্য যাইব ॥২২॥

রাজা! আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে পরস্পরকে রক্ষা করিব'। এইরূপ স্থির করিয়া—যেখানে মদ্রদেশীয় সৈন্যেরা ছিল, সেইখানে তাহারা গমন করিলেন ॥২৩॥

শকুনি এইরূপ বলিলে, দুর্য্যোধন বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং সিংহনাদে সমরভূমি যেন কম্পিত করিতে থাকিয়া গমন করিতে থাকিলেন ॥২৪॥

ভরতনন্দন! তখন আপনার সৈন্যমধ্যে 'বধ কর, তাড়ন কর, গ্রহণ কর, প্রহার কর ও ছেদন কর' এইরূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥২৫॥

তে মুহূর্ত্তাদ্রণে বীরা হস্তাহস্তি বিশাংপতে।।
নিহতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত মদ্ররাজপদানুগাঃ ॥২৭॥
ততো নঃ সম্প্রযাতানাং হতমদ্রাস্তরস্বিনঃ।
হৃষ্টাঃ কিলকিলাশব্দমকুর্বন্ সহিতাঃ পরে ॥২৮॥
অথোত্থিতানি রুণ্ডানি সমদৃশ্যন্ত সর্বশঃ।
পপাত মহতী চোল্কা মধ্যে চাদিত্যমণ্ডলাৎ ॥২৯॥
রথৈর্ভগ্নৈর্যুগাক্ষৈশ্চ নিহতৈশ্চ মহারথৈঃ।
অশ্বৈর্নিপতিতৈশ্চৈব সংছন্নাভূদ্বসুন্ধরা ॥৩০॥
বাতায়মানৈস্তরগৈর্যুগাসক্তৈস্ততস্ততঃ।
অদৃশ্যন্ত মহারাজ! যোধাস্তত্র রণাজিরে ॥৩১॥
ভগ্নচক্রান্ রথান্ কেচিদবহংস্তুরগা রণে।
রথার্দ্ধং কেচিদাদায় দিশো দশ বিবভ্রমুঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবা ইতি। সহিতান্ মিলিতান্। গুল্মং সেনাম্, আস্থায়াবলম্ব্য ॥২৬॥

ত ইতি। হস্তৈশ্চ হস্তৈশ্চ বৃত্তমিতি হস্তাহস্তি যুদ্ধং কৃত্বেতি শেষঃ ॥২৭॥

তত ইতি। হতা মদ্রা যৈস্তে, তরস্বিনো বলবন্তঃ। সহিতা মিলিতাঃ ॥২৮॥

অথেতি। রুণ্ডানি কবন্ধানি। মধ্যে অস্মাকমিতি শেষঃ ॥২৯॥

রথৈরিতি। যুগাক্ষৈ রথীয়দারুবিশেষৈঃ, মহারথৈর্বীরৈঃ ॥৩০॥

বাতেতি। বাতায়মানৈর্বাতবদাচরদ্ভির্দ্রুতগামিভিরিত্যর্থঃ, যুগাসক্তৈর্যুগলগ্নৈঃ ॥৩১॥

ওদিকে পাণ্ডবেরা শল্যের অনুচরগণকে যুদ্ধে সম্মিলিত দেখিয়া সৈন্যের মধ্য স্থান অবলম্বন করিয়া তাহাদের অভিমুখবর্ত্তী হইলেন ॥২৬॥

নরনাথ! ক্রমে দেখা গেল—শল্যের অনুচর সেই বীরগণ যুদ্ধে হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে নিহত হইলেন ॥২৭॥

তাহার পর আমরা যাইয়া উপস্থিত হইলে, মদ্রসৈন্যবিনাশী ও বলবান্ বিপক্ষেরা আনন্দিত ও মিলিত হইয়া কিলকিলশব্দ করিতে লাগিল ॥২৮॥

পরে দেখা গেল—সকল দিকে কবন্ধ উঠিতেছে এবং আমাদের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিশাল বিশাল উল্কা পড়িতে থাকিল ॥২৯॥

ক্রমে ভগ্ন রথ, রথের যুগকাষ্ঠ ও চক্র, নিহত মহারথগণ এবং নিপতিত অশ্বগণে সমরভূমি আবৃত হইয়া গেল ॥৩০॥

মহারাজ! বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী অশ্বগণ যুগকাষ্ঠে সংলগ্ন থাকিয়া রথারোহী যোদ্ধাদিগকে রণস্থলে ইতস্ততঃ লইয়া যাইতেছে দেখা গেল ॥৩১॥

তত্র তত্র ব্যদৃশ্যন্ত যোক্ত্রৈঃ ক্লিষ্টাঃ স্ম বাজিনঃ।
রথিনঃ পতমানাশ্চ ব্যদৃশ্যন্ত নৃপোত্তম!।
গগনাৎ প্রচ্যুতাঃ সিদ্ধাঃ পুণ্যানামিব সংক্ষয়ে ॥৩৩॥
নিহতেষু চ শূরেষু মদ্ররাজানুগেষু বৈ।
অশ্বানাপততশ্চৈব দৃষ্ট্বা পার্থা মহারথাঃ।
অভ্যবর্ত্তন্ত বেগেন জয়গৃদ্ধাঃ প্রহারিণঃ ॥৩৪॥
বাণশব্দবরান্ কৃত্বা বিমিশ্রান্ শঙ্খনিস্বনৈঃ।
অস্মাংস্তু পুনরাসাদ্য লব্ধলক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ।
শরাসনানি ধুন্বানাঃ সিংহনাদান্ প্রচুক্রুশুঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

ভগ্নেতি। ভগ্নানি চক্রাণি যেষাং তান্। বিবভ্রমুর্বিচেরুঃ ॥৩২॥

তত্রেতি। যোক্ত্রৈর্বন্ধনরজ্জুভিঃ। সিদ্ধা নিষ্পন্নস্বর্গাঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥

নিহতেষ্বিতি। অশ্বান্ অশ্বারোহিণঃ কৌরবান্। জয়গৃদ্ধা জয়াভিলাষিণঃ। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৪॥

বাণেতি। শরাসনানি ধনূংষি, ধুন্বানাঃ কম্পয়ন্তঃ, প্রচুক্রুশুশ্চক্রুঃ। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৫॥

কতকগুলি অশ্ব ভগ্নচক্র রথগুলিকে রণস্থলে বহন করিতে লাগিল এবং কতকগুলি ঘোড়া রথের অর্দ্ধভাগ লইয়া দশ দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিল ॥৩২॥

রাজশ্রেষ্ঠ! নানাস্থানে দেখা গেল—অশ্বগণ মুখবন্ধনরজ্জুতে কষ্ট পাইতেছে; আরও দেখা গেল—পুণ্যক্ষয় হইয়া গেলে আকাশচ্যুত ধার্ম্মিকগণের ন্যায় রথীরা পতিত হইতেছেন ॥৩৩॥

শল্যের বীর অনুচরেরা নিহত হইলে, অশ্বারোহী কৌরবসৈন্যেরা আসিতেছে দেখিয়া মহারথ, প্রহারনিপুণ ও জয়াভিলাষী পাণ্ডবেরা বেগে তাহাদের অভিমুখবর্ত্তী হইলেন ॥৩৪॥

এবং প্রহারনিপুণ সেই পাণ্ডবেরা আমাদিগকে লক্ষ্য পাইয়া শঙ্খধ্বনির সহিত গুরুতর বাণশব্দ করিয়া ধনু সঞ্চালন করিতে থাকিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

(৩৩) তত্র তত্র চ তে যোধাঃ ক্লিষ্টাশ্চ রথবাজিনঃ···পি। (৩৫) বাণশব্দরবান্ কৃত্বা··· বঙ্গ বর্দ্ধ বা নি।

ততো হতমভিপ্রেক্ষ্য মদ্ররাজবলং মহৎ।
মদ্ররাজঞ্চ সমরে দৃষ্ট্বা শূরং নিপাতিতম্।
দুর্য্যোধনবলং সর্ব্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ॥৩৬॥
বধ্যমানং মহারাজ! পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভিঃ।
দিশো ভেজেঽথ সম্ভ্রান্তং ত্রাসিতং দৃঢ়ধন্বিভিঃ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে দুর্য্যোধনসৈন্যাপযানে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

পাতিতে যুধি দুৰ্দ্ধর্ষে মদ্ররাজে মহারথে।
তাবকাস্তব পুত্রাশ্চ প্রায়শো বিমুখাভবন্ ॥১॥
বণিজো নাবি ভগ্নায়াং যথাঽগাধেঽর্ণবেঽপ্লবে।
অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে শূরে মহাত্মনা ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পুনঃ পরাঙ্মুখমাসীৎ নায়কাভাবেন জয়ে নৈরাশ্যাৎ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৬॥
বধ্যেতি। জিতকাশিভির্জয়শোভিভিঃ। সম্ভ্রান্তং ভয়বিচলিতম্ ॥৩৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

শল্য ইতি ॥১—১৯॥ প্রস্কন্নাঃ প্রপন্নাঃ ॥২০—৩৭॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

তাহার পর বিশাল মদ্ররাজসৈন্য নিহত হইয়াছে দেখিয়া এবং বীর শল্য যুদ্ধে নিপাতিত হইয়াছেন দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যই পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল ॥৩৬॥

মহারাজ! বিজয়শোভী ও দৃঢ়কার্ম্মুক পাণ্ডবেরা বধ করিতে লাগিলে, কৌরবসৈন্যেরা ভীত ও বিচলিত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৩৭॥

* '...অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ' নি। (১) পতিতে যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষে...পি।

মদ্ররাজে মহারাজ ! বিত্রস্তাঃ শরবিক্ষতাঃ ।
অনাথা নাথমিচ্ছন্তো মৃগাঃ সিংহার্দ্দিতা ইব ॥৩॥
বৃষা যথা ভগ্নশৃঙ্গাঃ শীর্ণদন্তা গজা ইব ।
মধ্যাহ্নে প্রত্যপায়াম নির্জ্জিতাজাতশক্রণা ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
ন সন্ধাতুমনীকানি ন চ রাজন্ ! পরাক্রমে ।
আসীদ্‌বুদ্ধির্হতে শল্যে তব যোধস্য কস্যচিৎ ॥৫॥
ভীষ্মে দ্রোণে চ নিহতে সূতপুত্রে চ ভারত ! ।
যদ্দুঃখং তব যোধানাং ভয়ঞ্চাসীদ্বিশাংপতে ! ।
তদদ্য়ং স চ নঃ শোকো ভূয় এবাভ্যবর্ত্তত ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

পাতিত ইতি। বিমুখাভবন্নিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। নাবি নৌকায়াম্। অগাধে অতলস্পর্শে, অপ্লবে তরিরহিতে। মহাত্মনা যুধিষ্ঠিরেণ ॥১—২॥

মদ্রেতি। মদ্ররাজে হত ইতি শেষঃ, অনাথা রক্ষকশূন্যাঃ, নাথং রক্ষকম্। শীর্ণদন্তা ভগ্নদশনাঃ। প্রত্যপায়াম রণস্থলাদপাসরাম। নির্জ্জিতাজাতশক্রণেত্যত্রাপি বিসর্গলোপে সন্ধিরার্ষঃ ॥৩—৪॥

নেতি। সন্ধাতুং সংযোজয়িতুম্, অনীকানি কৌরবসৈন্যানি ॥৫॥

ভীষ্ম ইতি। সূতপুত্রে কর্ণে। যদ্‌যাদৃশম্। তত্তাদৃশম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ ! মহাত্মা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে বীর, মহারথ ও দুর্দ্ধর্ষ শল্যকে নিপাতিত ও নিহত করিলে, নৌকা ভগ্ন হইলে, অতলস্পর্শ, তরিশূন্য ও অপার সমুদ্রে পারাভিলাষী বণিক্‌দিগের ন্যায় আপনার সৈন্যেরা ও পুত্রেরা প্রায়ই পরাঙ্মুখ হইলেন ॥১—২॥

মহারাজ ! মধ্যাহ্নকালে যুধিষ্ঠির শল্যকে বধ এবং আমাদিগকে জয় করিলে, আমরা বাণবিক্ষত ও ভীত হইয়া এবং রক্ষক না থাকায় রক্ষক পাইবার ইচ্ছা করিয়া সিংহপীড়িত হরিণগণ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষগণ ও ক্ষীণদন্ত হস্তিগণের ন্যায় রণস্থল হইতে অপসৃত হইলাম ॥৩—৪॥

রাজা ! শল্য নিহত হইলে, আপনার যোদ্ধাদের মধ্যে কাহারওই কৌরবসৈন্য-সংযোজন বা পরাক্রম প্রকাশ করিবার পক্ষে ইচ্ছা হইল না ॥৫॥

ভরতনন্দন নরনাথ ! ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হইলে, আপনার যোদ্ধাদের যেরূপ দুঃখ ও ভয় হইয়াছিল, আমাদের সেইরূপ দুঃখ, ভয় ও শোক পুনরায় উপস্থিত হইল ॥৬॥

(৪)…শীর্ণদংষ্ট্রা ইবোরগাঃ…নির্জ্জিতাস্তাত ! শক্রভিঃ—পি।

নিরাশাস্তু জয়ে তস্মিন্ হতে শল্যে মহারথে।
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা নিকৃত্তাশ্চ শিতৈঃ শরৈঃ।
মদ্ররাজে হতে রাজন্! যোধাস্তে প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥৭॥
অশ্বানন্যে গজানন্যে রথানন্যে মহারথাঃ।
আরুহ্য জবসম্পন্নাঃ পাদাতাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥৮॥
দ্বিসাহস্রাশ্চ মাতঙ্গা গিরিরূপাঃ প্রহারিণঃ।
সম্প্রাদ্রবন্ হতে শল্যে অঙ্কুশাঙ্গুষ্ঠচোদিতাঃ ॥৯॥
তে রণাদ্ভরতশ্রেষ্ঠ! তাবকাঃ প্রাদ্রবন্ দিশঃ।
ধাবন্তশ্চাপ্যদৃশ্যন্ত শ্বসমানাঃ শরাহতাঃ ॥১০॥
তান্ প্রভগ্নান্ দ্রুতান্ দৃষ্ট্বা হতোৎসাহান্ পরাজিতান্।
অভ্যদ্রবন্ত পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাশ্চ জয়ৈষিণঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

নিরাশা ইতি। হতাঃ প্রবীরাঃ প্রধানবীরা যেষাং তে, নিকৃত্তাশ্ছিন্নাঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥

অশ্বানিতি। জবেন বেগেন সম্পন্নাঃ, পাদাতাঃ পদাতয়ঃ ॥৮॥

দ্বীতি। গিরিরূপাঃ পর্বতপ্রমাণাঃ। অঙ্কুশাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং চোদিতাঃ প্রেরিতাঃ ॥৯॥

ত ইতি। শ্বসমানাঃ শ্বাসত্যাগং কুর্বাণাঃ ॥১০॥

তানিতি। দ্রুতান্ দ্রুতং পলায়মানান্। অভ্যদ্রবন্ত অভ্যধাবন্ ॥১১॥

রাজা! মহারথ সেই শল্য নিহত হইলে, আমরা জয়ে নিরাশ হইয়া গেলাম; আমাদের প্রধান প্রধান বীর নিহত হইয়াছিলেন, অনেকে বিধ্বস্ত ও সুধার বাণে ছিন্নাঙ্গ হইয়া গিয়াছিলেন এবং মদ্ররাজ নিহত হইলে যোদ্ধারাও পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৭॥

অনেকে অশ্বে, অনেকে হস্তীতে এবং বহু মহারথ রথে আরোহণ করিয়া আর পদাতিরাও ভয়ে বেগে পলায়ন করিতে থাকিলেন ॥৮॥

শল্য নিহত হইলে, পর্বতপ্রমাণ ও প্রহারনিপুণ দুই সহস্র হস্তী অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা চালিত হইয়া পলাইতে থাকিল ॥৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার সৈন্যেরা রণস্থল হইতে নানাদিকে ছুটিতে লাগিল এবং দেখা গেল—তাহারা বাণে বাণে আহত হইয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ছুটিতেছে ॥১০॥

তাহাদিগকে পরাজিত, নিরুৎসাহ, ভগ্ন ও দ্রুত পলায়মান দেখিয়া জয়াভিলাষী পাঞ্চাল ও পাণ্ডবেরা তাহাদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১১॥

বাণশব্দবরশ্চাপি সিংহনাদশ্চ পুষ্কলঃ।
শঙ্খশব্দশ্চ শূরাণাং দারুণঃ সমপদ্যত ॥১২॥
দৃষ্ট্বা তু কৌরবং সৈন্যং ভয়ত্রস্তং প্রবিদ্রুতম্।
অন্যোন্যং সমভাষন্ত পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১৩॥
অদ্য রাজা সত্যধৃতির্জিতামিত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অদ্য দুর্য্যোধনো হীনো দীপ্তয়া নৃপতিশ্রিয়া ॥১৪॥
অদ্য শ্রুত্বা হতং পুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
বিহ্বলঃ পতিতো ভূমৌ কিল্বিষং প্রতিপদ্যতাম্ ॥১৫॥
অদ্য জানাতু কৌন্তেয়ং সমর্থং সর্বধন্বিনাম্।
অদ্যাত্মানন্তু দুর্মেধা গর্হয়িষ্যতি পাপকৃৎ ॥১৬॥
অদ্য ক্ষত্তুর্বচঃ সত্যং স্মরতাং ব্রুবতো হিতম্।
অদ্য প্রভৃতি পার্থাংশ্চ প্রেষ্যভূত উপাচরন্।
বিজানাতু নৃপো দুঃখং যৎ প্রাপ্তং পাণ্ডুনন্দনৈঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

বাণেতি। পুষ্কলঃ প্রচুরঃ। সমপদ্যত সমভবৎ ॥১২॥

দৃষ্ট্বেতি। ভয়েন ত্রস্তং বিহ্বলম্, প্রবিদ্রুতং দ্রুতং পলায়মানম্ ॥১৩॥

অদ্যেতি। সত্যা ধৃতির্ধৈর্য্যং যস্য সঃ, জিতান্যমিত্রাণি শত্রবো যেন স জাতঃ ॥১৪॥

অদ্যেতি। কিল্বিষং নিজাপরাধম্, প্রতিপদ্যতাং মনসা স্বীকরোতু ॥১৫॥

অদ্যেতি। কৌন্তেয়মর্জ্জুনম্, সমর্থং প্রধানম্। দুর্মেধা দুর্বুদ্ধির্দুর্য্যোধনঃ ॥১৬॥

অদ্যেতি। ক্ষত্তুর্বিদুরস্য। প্রেষ্যভূতো দাসভূতঃ, উপাচরন্ সেবমানঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

তৎকালে পাণ্ডবপক্ষের বীরগণের মধ্যে গুরুতর বাণশব্দ, প্রচুর সিংহনাদ ও দারুণ শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল ॥১২॥

কৌরবসৈন্য ভয়ে আকুল হইয়া বেগে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া পাঞ্চালেরা পাণ্ডবগণের সহিত পরস্পর বলাবলি করিতে থাকিলেন—॥১৩॥

আজ যথার্থধৈর্য্যশালী রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুপক্ষকে জয় করিলেন এবং আজ দুর্য্যোধন উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মীবিহীন হইলেন ॥১৪॥

অদ্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিহত শুনিয়া শোকে আকুল হইয়া ভূতলে পতিত হইবেন এবং মনে মনে নিজের অপরাধ স্বীকার করিবেন ॥১৫॥

আজ দুর্বুদ্ধি ও পাপকারী দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবেন এবং আত্মনিন্দা করিবেন ॥১৬॥

অদ্য কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যং জানাতু স মহীপতিঃ।
অদ্যার্জ্জুনধনুর্ঘোষং ঘোরং জানাতু সংযুগে।
অস্ত্রাণাঞ্চ বলং সর্বং বাহ্বোশ্চ বলমাহবে ॥১৮॥
অদ্য জ্ঞাস্যতি ভীমস্য বলং ঘোরং মহাত্মনঃ।
হতে দুর্য্যোধনে যুদ্ধে শক্রেণেবাসুরে বলে ॥১৯॥
যৎ কৃতং ভীমসেনেন দুঃশাসনবধে তদা।
নান্যঃ কর্ত্তাস্তি লোকেঽস্মিন্ ঋতে ভীমং মহাবলম্ ॥২০॥
জানীতামদ্য জ্যেষ্ঠস্য পাণ্ডবস্য পরাক্রমম্।
মদ্ররাজং হতং শ্রুত্বা দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥২১॥
অদ্য জ্ঞাস্যতি সংগ্রামে মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
নিহতে সৌবলে শূরে গান্ধারেষু চ সর্বশঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

অদ্যেতি। মহীপতির্দুর্য্যোধনঃ। অর্জ্জুনধনুষো ঘোষং শব্দম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৮॥
অদ্যেতি। জ্ঞাস্যতি ধৃতরাষ্ট্র ইতি শেষঃ। বলে সৈন্যে ॥১৯॥
যদিতি। যৎ বলপ্রদর্শনম্। কর্ত্তা তাদৃশবলপ্রদর্শনস্য। ঋতে বিনা ॥২০॥
জানীতামিতি। হতং জ্যেষ্ঠেন পাণ্ডবেন বিনাশিতম্ ॥২১॥
অদ্যেতি। জ্ঞাস্যতি দুর্য্যোধন ইতি শেষঃ। সৌবলে সুবলপুত্রে শকুনৌ ॥২২॥

আজ দুর্য্যোধন হিতবাদী বিদুরের বাক্য সত্য বলিয়া মনে করিবেন এবং তিনি আজ হইতে দাস হইয়া পাণ্ডবগণের সেবা করিতে থাকিয়া—পাণ্ডবেরা যে দুঃখ পাইয়াছিলেন, তাহা বুঝিবেন ॥১৭॥

আজ দুর্য্যোধন কৃষ্ণের মাহাত্ম্য জানিবেন এবং আজ যুদ্ধে অর্জ্জুনের ধনুর ভীষণ শব্দ, অস্ত্রের সমস্ত শক্তি ও বাহুবল অবগত হইবেন ॥১৮॥

ইন্দ্র যেমন অসুরসৈন্য বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেন যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বধ করিলে, আজ ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনের ভীষণ বলের বিষয় জানিবেন ॥১৯॥

ভীমসেন তখন দুঃশাসনবধের সময়ে যে শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মহাবল ভীমসেন ব্যতীত এই জগতে অন্য কোন ব্যক্তিই সেরূপ শক্তি প্রদর্শন করিতে পারে না ॥২০॥

আজ দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ মদ্ররাজকে নিহত শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম অবগত হউন ॥২১॥

বীর শকুনি ও সমস্ত গান্ধারসৈন্য নিহত হইলে, দুর্য্যোধন আজ নকুল ও সহদেবের বিক্রম জানিতে পারিবেন ॥২২॥

কথং তেষাং জয়ো ন স্যাদ্‌যেষাং যোদ্ধা ধনঞ্জয়ঃ।
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥২৩॥
দ্রৌপদীতনয়াঃ পঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
শিখণ্ডী চ মহেষ্বাসো রাজা চৈব যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্‌)
যেষাঞ্চ জগতো নাথো নাথঃ কৃষ্ণো জনার্দ্দনঃ।
কথং তেষাং জয়ো ন স্যাদ্‌যেষাং ধর্ম্মো ব্যপাশ্রয়ঃ ॥২৫॥
ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ কর্ণঞ্চ মদ্ররাজানমেব চ।
অথান্যান্‌ নৃপতীন্‌ সর্বান্‌ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২৬॥
কোঽন্যঃ শক্তো রণে জেতুমৃতে পার্থাদ্‌যুধিষ্ঠিরাৎ।
যস্য নাথো হৃষীকেশঃ সদা ধর্ম্মযশোনিধিঃ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্‌)
ইত্যেবং বদমানাস্তে হর্ষেণ মহতা যুতাঃ।
প্রণুন্নাংস্তাবকান্‌ যুদ্ধে সৃঞ্জয়াঃ পৃষ্ঠতোঽন্বয়ুঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। পার্ষতঃ পৃষতপৌত্রঃ। মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ ॥২৩—২৪॥
যেষামিতি। নাথঃ পতিঃ। ব্যপাশ্রয়ঃ অবলম্বনীভূতঃ ॥২৫॥
ভীষ্মমিতি। মদ্ররাজানমিত্যদন্তত্বাভাব আর্ষঃ। ঋতে বিনা ॥২৬—২৭॥
ইতীতি। বদমানা বদন্তঃ। প্রণুন্নান্‌ তাড়িতান্‌। অন্বয়ুরন্বগচ্ছন্‌ ॥২৮॥

ভীম, অর্জ্জুন, সাত্যকি, পৃষতনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, নকুল, সহদেব, মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী ও রাজা যুধিষ্ঠির যে পক্ষের যোদ্ধা, সে পক্ষের জয় হইবে না কেন ॥২৩—২৪॥

জগৎপতি জনার্দ্দন কৃষ্ণ যাঁহাদের রক্ষক এবং ধর্ম্মই যাঁহাদের অবলম্বন, তাঁহাদের জয় হইবে না কেন ॥২৫॥

ধর্ম্ম ও যশের সাগর স্বয়ং হৃষীকেশ যাঁহার রক্ষক, সেই যুধিষ্ঠিরভিন্ন অন্য কোন্‌ ব্যক্তি যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য এবং অন্যান্য শত শত ও সহস্র সহস্র রাজাকে জয় করিতে পারে' ॥২৬—২৭॥

সেই সৃঞ্জয়েরা এইরূপ বলিতে থাকিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার প্রহৃত সৈন্যের পশ্চাতে ধাবিত হইল ॥২৮॥

(২৬)···তথান্যান্‌···পি। (২৮)···মহতা বৃতাঃ···বর্দ্ধ নি।

ধনঞ্জয়ো রথানীকমভ্যবর্ত্তত বীর্য্যবান্।
মাদ্রীপুত্রৌ চ শকুনিং সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥২৯॥
তান্ বীক্ষ্য দ্রবতঃ সর্বান্ ভীমসেনভয়ার্দ্দিতান্।
দুর্য্যোধনস্তদা সূতমব্রবীদ্বিস্ময়ন্নিব ॥৩০॥
মামতিক্রমতে পার্থো ধনুষ্পাণিরবস্থিতঃ।
জঘনে সর্বসৈন্যানাং মমাশ্বান্ প্রতিপাদয় ॥৩১॥
জঘনে বর্ত্তমানং হি কৌন্তেয়ো মাং ধনঞ্জয়ঃ।
নোৎসহেত ব্যতিক্রান্তুং বেলামিব মহোদধিঃ ॥৩২॥
পশ্য সৈন্যং মহৎ সূত! পাণ্ডবৈঃ সমভিদ্রুতম্।
সৈন্যরেণুং সমুদ্ভূতং পশ্যস্বৈনং সমন্ততঃ ॥৩৩॥
সিংহনাদাংশ্চ বহুশঃ শৃণু ঘোরান্ মহাভয়ান্।
তস্মাদ্যাহি শনৈঃ সূত! জঘনং প্রতিপালয়ন্ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

ধনঞ্জয় ইতি। রথানীকং কৌরবরথিসৈন্যম্ ॥২৯॥
তানিতি। দ্রবতঃ পলায়মানান্। সূতং সারথিম্, বিস্ময়ন্ বিস্মিতো ভবন্ ॥৩০॥
মামিতি। পার্থোঽর্জ্জুনঃ। জঘনে পশ্চাৎ। প্রতিপাদয় চালয় ॥৩১॥
জঘন ইতি। নোৎসহেত ন শক্নুয়াৎ, ব্যতিক্রান্তুমতিক্রমিতুম্, বেলাং তীরম্ ॥৩২॥
পশ্যেতি। সমভিদ্রুতম্ আক্রান্তম্। সৈন্যরেণুং সৈন্যোত্থাপিতধূলিম্ ॥৩৩॥
সিংহেতি। ঘোরান্ মহতঃ। জঘনং পশ্চাদ্ভাগম্, প্রতিপালয়ন্ রক্ষন্ ॥৩৪॥

ওদিকে বলবান্ অর্জ্জুন রথী সৈন্যের দিকে এবং নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি শকুনির প্রতি ধাবিত হইলেন ॥২৯॥

তখন ভীমের ভয়ে আকুল সেই সকল সৈন্যকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধন যেন বিস্মিত হইয়া সারথিকে বলিলেন—॥৩০॥

'সারথি! ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন আমাকে অতিক্রম করিতেছে। অতএব তুমি সমস্ত সৈন্যের পশ্চাতে আমার অশ্বগুলিকে চালিত কর ॥৩১॥

আমি পশ্চাতে থাকিলে, সমুদ্র যেমন তীর অতিক্রম করিতে পারে না, অর্জ্জুনও তেমন আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না ॥৩২॥

সারথি! দেখ—পাণ্ডবেরা আমার বিশাল সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছে; আরও দেখ—সকল দিকে এই সৈন্যের ধূলি উঠিয়াছে ॥৩৩॥

সারথি! শোন—অতিভয়ানক বহুতর বিশাল সিংহনাদ হইতেছে। অতএব সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিবার জন্য ধীরে ধীরে যাও ॥৩৪॥

ময়ি স্থিতে চ সমরে যুধ্যমানে চ পাণ্ডবম্ ।
পুনরাবর্ত্ততে সূত ! মামকং বলমোজসা ॥৩৫॥
তচ্ছ্রুত্বা তব পুত্রস্য শূরার্য্যসদৃশং বচঃ ।
সারথির্হেমসংছন্নান্ শনৈরশ্বানচোদয়ৎ ॥৩৬॥
গজাশ্বরথিভির্হীনাস্ত্যক্তাত্মানঃ পদাতয়ঃ ।
একবিংশতিসাহস্রাঃ সংযুগায়াবতস্থিরে ॥৩৭॥
নানাদেশসমুদ্ভূতা নানানগরবাসিনঃ ।
ব্যবস্থিতাস্তদা যোধাঃ প্রার্থয়ন্তো মহদ্‌যশঃ ॥৩৮॥
তেষামাপততাং তত্র সংহৃষ্টানাং পরস্পরম্ ।
সংমর্দ্দঃ সুমহান্ জজ্ঞে ঘোররূপো ভয়ানকঃ ॥৩৯॥
ভীমসেনস্তদা রাজন্ ! ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ।
বলেন চতুরঙ্গেন নানাদেশ্যানবারয়ৎ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

ময়ীতি। পাণ্ডবমর্জ্জুনম্। আবর্ত্ততে আবর্ত্তিষ্যতে। ওজসা তেজসা ॥৩৫॥
তদিতি। শূরশ্চাসৌ আর্য্যঃ সজ্জনশ্চেতি তস্য সদৃশমুপযুক্তম্ ॥৩৬॥
গজেতি। ত্যক্তা আত্মান আত্মমমতা যৈস্তে। সংযুগায় যুদ্ধায় ॥৩৭॥
নানেতি। মহদ্‌যশঃ প্রার্থয়ন্তো মহতা যুদ্ধেনেতি শেষঃ ॥৩৮॥
তেষামিতি। তেষামুভয়সৈন্যানাম্। সংমর্দ্দো যুদ্ধসংঘর্ষঃ ॥৩৯॥
ভীমেতি। চত্বারি অঙ্গানি হস্ত্যশ্বরথপদাতিরূপাণি যস্য তেন ॥৪০॥

সারথি ! আমি রণস্থলে থাকিলে এবং অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলে, আমার সৈন্যেরা অবশ্যই তেজের সহিত আবার ফিরিবে' ॥৩৫॥

মহারাজ ! আপনার পুত্রের সেই বীর ও সজ্জনের উপযুক্ত বাক্য শুনিয়া সারথি স্বর্ণজালাবৃত অশ্বগণকে ধীরে ধীরে চালাইতে লাগিল ॥৩৬॥

তখন হস্তী, অশ্ব ও রথিশূন্য আত্মমমতাত্যাগী একবিংশতি সহস্র পদাতি যুদ্ধ করিবার জন্য দাঁড়াইল ॥৩৭॥

ওদিকেও নানাদেশজাত এবং নানানগরবাসী যোদ্ধারা মহাযশ কামনা করিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

ক্রমে হৃষ্টচিত্ত সেই উভয় সৈন্য পরস্পর অগ্রসর হইলে, তাহাদের গুরুতর ও অতিভীষণ সংঘর্ষ লাগিয়া গেল ॥৩৯॥

(৩৬)···শূরাগ্র্যসদৃশম্···পি।

ভীমমেবাভ্যবর্ত্তন্ত রণেঽন্যে তু পদাতয়ঃ।
প্রক্ষ্বেড়াস্ফোটসংহৃষ্টা বীরলোকং যিযাসবঃ ॥৪১॥
আসাদ্য ভীমসেনন্তু সংরব্ধা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা বিনেদুর্হি নান্যাঞ্চাকথয়ন্ কথাম্।
পরিবার্য্য রণে ভীমং নিজঘ্নুস্তে সমন্ততঃ ॥৪২॥
স বধ্যমানঃ সমরে পদাতিগণসংবৃতঃ।
ন চচাল ততঃ স্থানান্মৈনাক ইব পর্বতঃ ॥৪৩॥
তে তু ক্রুদ্ধা মহারাজ! পাণ্ডবানাং মহারথম্।
নিগ্রহীতুং প্রচক্রুর্হি যোধাংশ্চান্যানবারয়ন্ ॥৪৪॥
অক্রুধ্যত রণে ভীমস্তৈ রথৈঃ পর্য্যুপস্থিতৈঃ।
সোঽবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং পদাতিঃ সমুপস্থিতঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

ভীমমিতি। প্রক্ষ্বেড়া সিংহনাদ আস্ফোটো বাহ্বাস্ফোটনঞ্চ তাভ্যাং সংহৃষ্টাঃ ॥৪১॥
আসাদ্যেতি। সংরব্ধাঃ ক্রুদ্ধাঃ। বিনেদুঃ সিংহনাদং চক্রুঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪২॥
স ইতি। বধ্যমান আহন্যমানঃ। মৈনাকো নাম ॥৪৩॥
তে ইতি। মহারথং ভীমম্। প্রচক্রুশ্চেষ্টামিতি শেষঃ ॥৪৪॥
অক্রুধ্যতেতি। পদাতিঃ পাদচারী সন্, সমুপস্থিতঃ তান্ হন্তুং গতঃ ॥৪৫॥

রাজা! তখন ভীমসেন ও পৃষতনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া নানাদেশীয় বীরগণকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৪০॥

তৎকালে অন্য পদাতিরা সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটনে আনন্দিত হইয়া বীরলোকে যাইবার ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধে ভীমেরই অভিমুখবর্ত্তী হইল ॥৪১॥

ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ সেই সৈন্যেরা ভীমসেনকে পাইয়া কেবল সিংহনাদই করিতে লাগিল, কিন্তু অন্য কোন কথাই বলিল না এবং তাহারা পরিবেষ্টন করিয়া সকল দিক্ হইতে ভীমসেনকে আঘাত করিতে থাকিল ॥৪২॥

ভীমসেন যুদ্ধে আহত হইতে থাকিয়াও পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মৈনাকপর্বতের ন্যায় সে স্থান হইতে সরিলেন না ॥৪৩॥

মহারাজ! তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবপক্ষের মহারথ ভীমকে নিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অন্যান্য যোদ্ধাকে বারণ করিতে থাকিল ॥৪৪॥

সেই রথীরা সেইভাবে আসিলে ভীম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পাদচারী অবস্থাতেই ধাবিত হইলেন ॥৪৫॥

জাতরূপপ্রতিচ্ছন্নাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ।
অবধীত্তাবকান্ যোধান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥৪৬॥
রথাশ্বদ্বিপহীনাংস্তু তান্ ভীমো গদয়া বলী ।
একবিংশতিসাহস্রান্ পদাতীনবপোথয়ৎ ॥৪৭॥
হত্বা তৎ পুরুষানীকং ভীমঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং পুরস্কৃত্য নচিরাৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥৪৮॥
পাদাতা নিহতা ভূমৌ শিশ্যিরে রুধিরোক্ষিতাঃ ।
সংভগ্না ইব বাতেন কর্ণিকারাঃ সুপুষ্পিতাঃ ॥৪৯॥
নানাপুষ্পস্রজোপেতা নানাকুণ্ডলধারিণঃ ।
নানাজাত্যা হতাস্তত্র নানাদেশসমাগতাঃ ॥৫০॥
পতাকাধ্বজসংছন্নং পদাতীনাং মহদ্বলম্ ।
নিকৃত্তং বিবভৌ রৌদ্রং ঘোররূপং ভয়ানকম্ ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

জাতেতি। জাতরূপপ্রতিচ্ছন্নাং স্বর্ণপট্টাবৃতাম্ ॥৪৬॥
রথেতি। অবপোথয়ৎ নিষ্পিষ্টবান্। অড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥৪৭॥
হত্বেতি। হে পুরুষ! মহাপুরুষ!। নচিরাৎ শীঘ্রমেব ॥৪৮॥
পাদাতা ইতি। শিশ্যিরে সুষুপুঃ। কর্ণিকারাঃ স্বনামখ্যাতা বৃক্ষাঃ ॥৪৯॥
নানেতি। স্রজেতি স্ক্ধেত্যাদিবং টাবন্তঃ। নানাজাতিষু জাতা ইতি তে ॥৫০॥
পতাকেতি। নিকৃত্তং ছিন্নম্। রৌদ্রমিত্যাদ্যেকার্থে পদত্রয়মার্ষত্বাৎ সোঢ়ব্যম্ ॥৫১॥

এবং তিনি স্বর্ণপট্টাবৃত বিশাল গদা ধারণ করিয়া দণ্ডপাণি যমের ন্যায় সেই যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

বলবান্ ভীমসেন গদাদ্বারা হস্তী, অশ্ব ও রথবিহীন সেই একবিংশতি সহস্র পদাতিকে নিষ্পেষিত করিলেন ॥৪৭॥

মহাপুরুষ! যথার্থপরাক্রমশালী ভীমসেন এইভাবে সেই সৈন্য সংহার করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে রাখিয়া অচিরকালমধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥৪৮॥

বায়ুভগ্ন পুষ্পযুক্ত কর্ণিকারবৃক্ষসমূহের ন্যায় পদাতিগণ নিহত ও রক্তসিক্ত হইয়া শয়ন করিল ॥৪৯॥

নানাপুষ্পমালাসমন্বিত, নানাবিধকুণ্ডলধারী, নানাজাতীয় ও নানাদেশ হইতে সমাগত সেই পদাতিরা তখন নিহত হইয়াছিল ॥৫০॥

পতাকা ও ধ্বজে আবৃত সেই বিশাল পদাতিসৈন্য তখন নিহত হইয়া ভীষণভাবে প্রকাশ পাইতেছিল ॥৫১॥

যুধিষ্ঠিরপুরোগাস্তু সহসৈন্যা মহারথাঃ।
অন্বধাবন্ মহাত্মানং পুত্ত্রং দুর্য্যোধনং তব ॥৫২॥
তে সর্বে তাবকান্ দৃষ্ট্বা মহেষ্বাসাঃ পরাঙ্মুখান্।
নাভ্যবর্ত্তন্ত তে পুত্ত্রং বেলেব মকরালয়ম্ ॥৫৩॥
তদদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্ত্রস্য পৌরুষম্।
যদেকং সহিতাঃ পার্থা ন শেকুরতিবর্ত্তিতুম্ ॥৫৪॥
নাতিদূরাপযাতস্তু কৃতবুদ্ধিং পলায়নে।
দুর্য্যোধনঃ স্বকং সৈন্যমব্রবীদ্ভৃশবিক্ষতম্ ॥৫৫॥
ন তং দেশং প্রপশ্যামি পৃথিব্যাং পর্বতেষু বা।
যত্র যাতান্ ন বো হন্যুঃ পাণ্ডবাঃ কিং সৃতেন বঃ ॥৫৬॥
অল্পঞ্চ বলমেতেষাং কৃষ্ণৌ চ ভৃশবিক্ষতৌ।
যদি সর্বেঽত্র তিষ্ঠামো ধ্রুবং নো বিজয়ো ভবেৎ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি। যুধিষ্ঠিরস্তু পুরোগা অগ্রগামিনঃ। মহাত্মানং মহাবলম্ ॥৫২॥
তে ইতি। মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাঃ। বেলা তীরম্, মকরালয়ং সমুদ্রম্ ॥৫৩॥
তদিতি। পৌরুষং শক্তিম্। অতিবর্ত্তিতুমতিক্রমিতুম্ ॥৫৪॥
নেতি। "সেনায়াং সমবেতা যে সৈন্যাস্তে সৈনিকাশ্চ তে" ইত্যমরোক্তেঃ পুংস্ত্বম্ ॥৫৫॥
নেতি। বো যুষ্মান্। সৃতেন অপসরণেন, বো যুষ্মাকম্ ॥৫৬॥
অল্পমিতি। কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ। নঃ অস্মাকম্ ॥৫৭॥

রাজা! অপর দিকে যুধিষ্ঠিরের অগ্রগামী মহারথেরা সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার পুত্ত্র মহাবল দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫২॥

সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা সকলে আপনার সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ দেখিয়াও তীর যেমন সমুদ্রের দিকে যাইতে পারে না, তেমন আপনার পুত্ত্রের দিকে যাইতে পারিলেন না ॥৫৩॥

তখন আমরা আপনার পুত্ত্রের অদ্ভুত পুরুষকার দেখিলাম; যে হেতু পাণ্ডবেরা মিলিত হইয়াও এক দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না ॥৫৪॥

তখন দুর্য্যোধন অনতিদূরগত, পলায়নাভিলাষী ও অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত আপন সৈন্যগণকে বলিলেন—॥৫৫॥

'পৃথিবীতে বা পর্ব্বতে তেমন স্থান দেখি না, যেখানে গেলে পাণ্ডবেরা তোমাদিগকে বধ করিবে না। অতএব তোমাদের অপসরণে ফল কি ॥৫৬॥

(৫৩) নাভ্যবর্ত্তন্ত তে পুত্ত্রম্…পি।

বিপ্রযাতাংস্তু বো ভিন্নান্ পাণ্ডবাঃ কৃতকিল্বিষাঃ।
অনুসৃত্য হনিষ্যন্তি শ্রেয়ো নঃ সমরে স্থিতম্ ॥৫৮॥
শৃণুধ্বং ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে! যাবন্তোঽত্র সমাগতাঃ।
যদা শূরঞ্চ ভীরুঞ্চ মারয়ত্যন্তকঃ সদা।
কো নু মূঢ়ো ন যুধ্যেত পুরুষঃ ক্ষত্রিয়ব্রুবঃ ॥৫৯॥
শ্রেয়ো নো ভীমসেনস্য ক্রুদ্ধস্য প্রমুখে স্থিতম্।
সুখঃ সাংগ্রামিকো মৃত্যুঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ যুধ্যতাম্ ॥৬০॥
জিত্বেহ সুখমাপ্নোতি হতঃ প্রেত্য মহাফলম্।
ন যুদ্ধধর্ম্মাচ্ছ্রেয়ান্ বৈ পন্থাঃ স্বর্গস্য কৌরবাঃ!।
অচিরেণৈব তাল্লোঁকান্ হতা যুদ্ধে হ্যবাপ্স্যথ ॥৬১॥
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য পূজয়িত্বা চ পার্থিবাঃ।
পুনরেবান্ববর্ত্তন্ত পাণ্ডবানাততায়িনঃ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

বিপ্রেতি। বিপ্রযাতান্ অপসৃতান্। কৃতকিল্বিষাঃ পলায়মানবধাৎ কৃতপাপাঃ ॥৫৮॥
শৃণুধ্বমিতি। অন্তকো যমঃ। ক্ষত্রিয়মাত্মানং ব্রবীতি সঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৯॥
শ্রেয় ইতি। নঃ অস্মাকম্। স্থিতমবস্থানম্। যুধ্যতাং যুধ্যমানানাম্ ॥৬০॥
জিত্বেতি। প্রেত্য পরলোকে, মহাফলং স্বর্গরূপম্। লোকান্ স্বর্গান্। ষট্পাদঃ ॥৬১॥

পাণ্ডবপক্ষের সৈন্য অল্পই আছে; আবার কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনও অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। এ অবস্থায় আমরা সকলেই যদি এখানে থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের জয় হইবে ॥৫৭॥

তোমরা বিশ্লিষ্ট হইয়া পলায়ন করিলে, পাপকারী পাণ্ডবেরা অনুসরণ করিয়া তোমাদিগকে বধ করিবে। অতএব আমাদের রণস্থলে থাকাই ভাল ॥৫৮॥

যত ক্ষত্রিয় এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রবণ করুন—যম যখন চিরদিনই বীর ও ভীরু উভয়কেই বিনাশ করেন, তখন ক্ষত্রিয়াভিমানী কোন্ মূঢ় ব্যক্তি যুদ্ধ না করে ॥৫৯॥

ক্রুদ্ধ ভীমের সম্মুখে থাকাই আমাদের ভাল। কারণ, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে রণস্থলে যুধ্যমান অবস্থাতে মৃত্যুই সুখজনক ॥৬০॥

কৌরবগণ! ক্ষত্রিয় জয় করিয়া ইহলোকে সুখ পায় এবং নিহত হইয়া পরলোকে মহাফল লাভ করে। অতএব ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ ব্যতীত স্বর্গের ভাল পথ আর নাই। অতএব আপনারা যুদ্ধে নিহত হইলে, শীঘ্রই স্বর্গলাভ করিবেন' ॥৬১॥

তানাপতত এবাশু ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ।
প্রত্যুদ্যযুস্তদা পার্থা জয়গৃদ্ধাঃ প্রমন্যবঃ ॥৬৩॥
ধনঞ্জয়ো রথেনাজাবভ্যবর্ত্তত বীর্য্যবান্।
বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু গাণ্ডীবং ব্যাক্ষিপন্ ধনুঃ ॥৬৪॥
মাদ্রীপুত্রৌ তু শকুনিং সাত্যকিশ্চ মহাবলঃ।
জবেনাভ্যপতন্ বীরা যতো বৈ তাবকং বলম্ ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:#:—

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

—:-০-:—

সঞ্জয় উবাচ।

সন্নিবৃত্তে বলৌঘে তু শাল্বো ম্লেচ্ছগণাধিপঃ।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডূনাং সুমহদ্বলম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

প্রশস্যেতি। পূজয়িত্বা যুক্তিযুক্তত্বাৎ প্রশস্য। আততায়িনঃ শস্ত্রপাণীন্ ॥৬২॥
তানিতি। ব্যূঢ়ানীকাঃ সজ্জিতসৈন্যাঃ। জয়গৃদ্ধা জয়াভিলাষিণঃ, প্রমন্যবো ভৃশক্রুদ্ধাঃ ॥৬৩॥
ধনঞ্জয় ইতি। আজৌ যুদ্ধে। বিশ্রুতং প্রথিতম্। ব্যাক্ষিপন্নাকর্ষন্ ॥৬৪॥
মাদ্রীতি। জবেন বেগেন। যতো যত্র, বলং সৈন্যম্ ॥৬৫॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ক্ষত্রিয়েরা দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শুনিয়া তাহার প্রশংসা করিয়া পুনরায় অস্ত্রধারী পাণ্ডবগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৬২॥

তাঁহারা আসিতে লাগিলে, প্রহারনিপুণ, জয়াভিলাষী ও সাতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবেরা সত্বর সৈন্য সজ্জিত করিয়া তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥৬৩॥

বলবান্ অর্জ্জুনও ত্রিভুবনবিখ্যাত গাণ্ডীবধনু আকর্ষণ করিতে থাকিয়া রথারোহণে যুদ্ধে কৌরবগণের অভিমুখবর্ত্তী হইলেন ॥৬৪॥

মহারাজ! আর নকুল ও সহদেব শকুনির দিকে এবং আপনার সৈন্য যে দিকে ছিল, সেই দিকে মহাবল সাত্যকি ও অন্যান্য বীরেরা বেগে ধাবিত হইলেন' ॥৬৫॥

* '...ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '...অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ'...নি।

আস্থায় সুমহানাগং প্রভিন্নং পর্বতোপমম্।
দৃপ্তমৈরাবণপ্রখ্যমমিত্রগণমর্দ্দনম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
যোঽসৌ মহাভদ্রকুলে প্রসূতঃ সুপূজিতো ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ নিত্যম্।
সুকল্পিতঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়জ্ঞৈঃ সদোপবাহ্যঃ সমরেষু রাজন্!।
তমাস্থিতো রাজবরো বভূব যথোদয়স্থঃ সবিতা ক্ষপান্তে ॥৩॥
স তেন নাগপ্রবরেণ রাজন্নভ্যুদ্যযৌ পাণ্ডুসুতান্ সমন্তাৎ।
শিতৈঃ পৃষৎকৈর্বিদদার চাপি মহেন্দ্রবজ্রপ্রতিমৈঃ সুঘোরৈঃ ॥৪॥
ততঃ শরান্ বৈ সৃজতো মহারণে যোধাংশ্চ রাজন্! নয়তো যমায়।
নাস্যান্তরং দদৃশুঃ স্বে পরে বা যথা পুরা বজ্রধরস্য দৈত্যাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি। বলৌঘে কৌরবসৈন্যসমূহে। আস্থায় আরুহ্য, সুমহানাগম্ অতিবিশালং গজম্, প্রভিন্নং মদস্রাবিণম্। দৃপ্তং দর্পান্বিতম্, ঐরাবণপ্রখ্যমৈরাবততুল্যম্ ॥১—২॥

য ইতি। প্রসূত উৎপন্নঃ, সুপূজিতঃ সেবিতঃ। সুকল্পিতঃ সুসজ্জিতঃ, শাস্ত্রবিনিশ্চয়জ্ঞৈ-নিশ্চয়েন গজশাস্ত্রজ্ঞৈঃ। রাজবরঃ শাল্বঃ। ক্ষপান্তে রাত্র্যবসানে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩॥

স ইতি। শিতৈঃ সুধারৈঃ, পৃষৎকৈর্বাণৈঃ। বিদদার পাণ্ডুসুতানেব ॥৪॥

তত ইতি। সৃজতঃ ক্ষিপতঃ। অন্তরং ছিদ্রম্, স্বে পরে চ পক্ষাঃ ॥৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! কৌরবসৈন্যেরা ফিরিলে, ম্লেচ্ছাধিপতি শাল্ব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মদস্রাবী, পর্ব্বতপ্রমাণ, দর্পিত ও ঐরাবততুল্য শত্রুমর্দ্দক অতি-বিশাল হস্তীতে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১—২॥

রাজা! যে হস্তী মহাভদ্রনামক হস্তীর বংশে জন্মিয়াছিল, দুর্য্যোধন সর্বদা যাহার সেবা করিতেন, বিশেষভাবে গজশাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা যাহাকে সুসজ্জিত করিত এবং সর্ব্বদা যুদ্ধে যাহাকে বাহন করা হইত, সূর্য্য যেমন রাত্রিশেষে উদয়পর্ব্বতে আরোহণ করেন, সেইরূপ রাজশ্রেষ্ঠ শাল্ব সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়াছিলেন ॥৩॥

রাজা! শাল্ব সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবগণের দিকে গমন করিলেন এবং ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য অতিভীষণ বাণসমূহদ্বারা সকল দিকে তাঁহাদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥৪॥

---

(৫)…ঐরাবণস্থস্য চমূবিমর্দ্দে দৈত্যাঃ পুরা বাসবস্যেব রাজন্!—ইতি পাদদ্বয়মধিকং পি বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

তে পাণ্ডবাঃ সোমকসৃঞ্জয়াশ্চ তমেকনাগং দদৃশুঃ সমন্তাৎ।
সহস্রশো বৈ বিচরন্তমেকং যথা মহেন্দ্রস্য গজং সমীকে ॥৬॥
সংদ্রাব্যমাণস্তু বলং পরেষাং পরীতকল্পং বিবভৌ সমন্তাৎ।
নৈবাবতস্থে সমরে ভৃশং ভয়াদ্বিমৃদ্যমানস্তু পরস্পরং তদা ॥৭॥
ততঃ প্রভগ্না সহসা মহাচমূঃ সা পাণ্ডবী তেন নরাধিপেন।
দৃষ্ট্বা চ তাং বেগবতীং প্রভগ্নাং সর্বে ত্বদীয়া যুধি যোধমুখ্যাঃ।
সম্পূজয়ন্তশ্চ নরাধিপং তে শঙ্খান্ প্রদধ্মুঃ শশিসন্নিকাশান্ ॥৮॥
শ্রুত্বা নিনাদন্ত্বথ কৌরবাণাং হর্ষাদ্বিমুক্তং সহ শঙ্খশব্দৈঃ।
সেনাপতিঃ পাণ্ডবসৃঞ্জয়ানাং পাঞ্চালপুত্রো ন মমর্ষ কোপাৎ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। একনাগমদ্বিতীয়গজম্। সহস্রশঃ সহস্রং সহস্রমিব। সমীকে যুদ্ধে ॥৬॥
সমিতি। সংদ্রাব্যমাণং নিপীড্যমানম্। পরীতকল্পং পরিবেষ্টিততুল্যম্ ॥৭॥
তত ইতি। তেন শাল্বেন। শশিসন্নিকাশান্ চন্দ্রতুল্যান্ শুভ্রান্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥
শ্রুত্বেতি। বিমুক্তং কৃতম্। পাঞ্চালপুত্রো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, মমর্ষ সেহে ॥৯॥

রাজা! ক্রমে তিনি বাণক্ষেপ করিতে থাকিলেন এবং পাণ্ডবসৈন্যগণকে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে দৈত্যেরা যেমন ইন্দ্রের ছিদ্র দেখিত না, তেমন স্বপক্ষ বা বিপক্ষেরা তখন শাল্বেরও ছিদ্র দেখিল না ॥৫॥

পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়েরা ক্রমে দেখিতে লাগিলেন—ইন্দ্রের হস্তী যেমন সকল দিকে বিচরণ করিত, সেইরূপ একমাত্র সেই অদ্বিতীয় হস্তীটা সহস্র সহস্র হইয়াই যেন বিচরণ করিতেছে ॥৬॥

ক্রমে সেই হাতীটা মর্দ্দন করিতে লাগিলে, পাণ্ডব সৈন্য যেন হস্তিবেষ্টিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। সুতরাং তখন পাণ্ডবসৈন্য পরস্পর সংঘর্ষে মর্দ্দিত হইয়া অত্যন্ত ভয়বশতঃ আর যুদ্ধে থাকিতে পারিল না ॥৭॥

পরে শাল্বরাজা সত্বরই সেই বিশাল পাণ্ডবসৈন্য ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। রাজা! তখন আপনার পক্ষের প্রধান যোদ্ধারা পাণ্ডবসৈন্যকে ভগ্ন ও বেগে পলায়মান দেখিয়া শাল্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং চন্দ্রের তুল্য শুভ্রবর্ণ শঙ্খ বাজাইতে থাকিলেন ॥৮॥

তাহার পর শঙ্খধ্বনির সহিত কৌরবগণের সানন্দ সিংহনাদ শুনিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধবশতঃ তাহা সহ্য করিলেন না ॥৯॥

(৬)…গজং সমীপে—পি নি। (৭)…পরেতকল্পম্…পি।

ততস্তু তং বৈ দ্বিরদং মহাত্মা প্রত্যুদ্যযৌ ত্বরমাণো জয়ায়।
জম্ভো যথা শক্রসমাগমে বৈ নাগেন্দ্রমৈরাবণমিন্দ্রবাহ্যম্ ॥১০॥
তমাপতন্তং সহসা তু দৃষ্ট্বা পাঞ্চালপুত্রং যুধি রাজসিংহঃ।
তং বৈ দ্বিপং প্রেষয়ামাস তূর্ণং বধায় রাজন্! দ্রুপদাত্মজস্য ॥১১॥
স তং দ্বিপং সহসাভ্যাপতন্তমবিধ্যদগ্নিপ্রতিমৈঃ পৃষৎকৈঃ।
কর্ম্মারধৌতৈর্নিশিতৈর্জ্বলদ্ভির্নারাচমুখ্যৈস্ত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ ॥১২॥
ততোঽপরান্ পঞ্চ শিতান্ মহাত্মা নারাচমুখ্যান্ বিসসর্জ কুম্ভে।
স তৈস্তু বিদ্ধঃ পরমদ্বিপো রণে তদা পরাবৃত্য ভৃশং প্রদুদ্রুবে ॥১৩॥
তং নাগরাজং সহসা প্রণুন্নং বিদ্রাব্যমাণঞ্চ নিগৃহ্য শাল্বঃ।
তোত্রাঙ্কুশৈঃ প্রেষয়ামাস তূর্ণং পাঞ্চালরাজস্য রথং প্রদিশ্য ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। জম্ভো নামাসুরঃ। ঐরাবণমৈরাবতম্ ॥১০॥

তমিতি। আপতন্তমাগচ্ছন্তম্। রাজসিংহো রাজশ্রেষ্ঠঃ শাল্বঃ ॥১১॥

স ইতি। স দ্রুপদাত্মজঃ। পৃষৎকৈর্বাণৈঃ। কর্ম্মারধৌতৈঃ শিল্পিমার্জ্জিতৈঃ ॥১২॥

তত ইতি। শিতান্ সুধারান্। প্রদুদ্রুবে পলায়াঞ্চক্রে ॥১৩॥

তমিতি। প্রণুন্নং পলায়িতম্, বিদ্রাব্যমাণং পীড্যমানম্। তোত্রাঙ্কুশৈর্ব্যথাজনকাঙ্কুশপ্রহারৈঃ। পাঞ্চালরাজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য, প্রদিশ্য উদ্দিশ্য ॥১৪॥

ক্রমে জম্ভাসুর যেমন ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্রবাহন হস্তিশ্রেষ্ঠ ঐরাবতের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, সেইরূপ মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ত্বরান্বিত হইয়া জয় করিবার জন্য সেই হস্তীর দিকে ধাবিত হইলেন ॥১০॥

রাজা! ধৃষ্টদ্যুম্ন বেগে আসিতেছেন দেখিয়া রাজশ্রেষ্ঠ শাল্ব তাঁহাকে বধ করিবার জন্য সেই হাতীটাকে বেগে চালাইয়া দিলেন ॥১১॥

সেই হাতীটা বেগে আসিতে লাগিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন শিল্পিমার্জ্জিত, সুধার, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল ও ভীষণবেগশালী তিনটা উত্তম নারাচদ্বারা সেটাকে বিদ্ধ করিলেন ॥১২॥

তৎপরে আবার ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই হাতীটার কুম্ভদেশে অপর পাঁচটা সুধার নারাচ নিক্ষেপ করিলেন; তখন সেই বিশাল হস্তী সেই সকল অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া ফিরিয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৩॥

সেই হস্তিশ্রেষ্ঠ নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলে, শাল্ব বেদনাজনক অঙ্কুশপ্রহারে সেটাকে থামাইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের উদ্দেশে সেটাকে সত্বর প্রেরণ করিলেন ॥১৪॥

(১৩)…পঞ্চশতান্…পি।

দৃষ্ট্বাপতন্তং সহসা তু নাগং ধৃষ্টদ্যুম্নঃ স্বরথাচ্ছীঘ্রমেব।
গদাং প্রগৃহ্যাশু জগাম বীরো ভূমিং প্রপন্নো ভয়বিহ্বলাঙ্গঃ ॥১৫॥
স তং রথং হেমবিভূষিতাঙ্গং সাশ্বং সসূতং সহসা বিমৃদ্য।
উৎক্ষিপ্য হস্তেন মহাদ্বিপোঽথ বিপোথয়ামাস বসুন্ধরাতলে ॥১৬॥
পাঞ্চালরাজস্য সুতং স্ম দৃষ্ট্বা তমর্দ্দিতং নাগবরেণ তেন।
তমন্বধাবৎ সহসা জবেন ভীমঃ শিখণ্ডী চ শিনেশ্চ নপ্তা ॥১৭॥
শরৈশ্চ বেগং সহসা নিগৃহ্য তস্যাভিতো হ্যাপততো গজস্য।
স সংগৃহীতো রথিভির্গজো বৈ চচাল তৈর্বার্য্যমাণশ্চ সংখ্যে ॥১৮॥
ততঃ পৃষৎকান্ প্রববর্ষ রাজা সূর্য্যো যথা রশ্মিজালান্ সমন্তাৎ।
তৈরাশুগৈর্বধ্যমানা রথৌঘাঃ প্রদুদ্রুবুস্তত্র ততশ্চ সর্বে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। নাগং শাল্বগজম্। জগাম অবততার। প্রপন্নো বিপন্নঃ ॥১৫॥
স ইতি। সসূতং সারথিসহিতম্। হস্তেন শুণ্ডয়া ॥১৬॥
পাঞ্চালেতি। সুতং ধৃষ্টদ্যুম্নম্। জবেন বেগেন। শিনের্নপ্তা সাত্যকিঃ ॥১৭॥
শরৈরিতি। অভিতঃ সম্মুখতঃ। সংগৃহীত আক্রান্তঃ ॥১৮॥
তত ইতি। পৃষৎকান্ বাণান্, রাজা শাল্বঃ। প্রদুদ্রুবুঃ পলায়াঞ্চক্রিরে ॥১৯॥

সেই হস্তী বেগে আসিতেছে দেখিয়া বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপন্ন ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া সত্বর গদা লইয়া সত্বরই আপন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন ॥১৫॥

তাহার পর সেই মহাহস্তী অশ্ব ও সারথির সহিত সেই স্বর্ণভূষিত রথখানাকে তৎক্ষণাৎ মর্দ্দন করিয়া শুণ্ডদ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক ভূতলে ফেলিয়া নিষ্পেষিত করিল ॥১৬॥

সেই বিশাল হস্তী ধৃষ্টদ্যুম্নকে আকুল করিয়াছে দেখিয়া ভীম, শিখণ্ডী ও সাত্যকি তৎক্ষণাৎ বেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৭॥

তখন সেই হস্তী তাঁহাদের দিকে আসিতে লাগিলে, সেই রথীরা বাণদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার বেগ থামাইয়া আক্রমণপূর্বক বারণ করিতে লাগিলেন; তথাপি সে হস্তী চলিতে লাগিল ॥১৮॥

তদনন্তর সূর্য্য যেমন সকল দিকে কিরণজাল নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ শাল্বরাজা

(১৫)...প্রগৃহ্যাশু জবেন বীরঃ...পি। (১৭) পাঞ্চালরাজস্য রথঞ্চ দৃষ্ট্বা...পি। (১৯)...রশ্মিজালম্... নি।

তৎ কর্ম্ম শাল্বস্য সমীক্ষ্য সর্বে পাঞ্চালমৎস্যা নৃপ ! সৃঞ্জয়াশ্চ ।
হাহাকারৈর্নাদয়ন্তঃ স্ম যুদ্ধে দ্বিপং সমন্তাদ্রুরুধুর্নরাগ্র্যাঃ ॥২০॥
পাঞ্চালরাজস্ত্বরিতস্তু শূরো গদাং প্রগৃহ্যাচলশৃঙ্গতুল্যাম্ ।
সসম্ভ্রমং ভারত ! শত্রুঘাতী জবেন বীরোঽনুসসার নাগম্ ॥২১॥
ততস্তু নাগং ধরণীধরাভং মদং স্রবন্তং জলদপ্রকাশম্ ।
গদাং সমাবিধ্য ভৃশং জঘান পাঞ্চালরাজস্য সুতস্তরস্বী ॥২২॥
স ভিন্নকুম্ভঃ সহসা বিনদ্য মুখাৎ প্রভূতং ক্ষতজং বিমুঞ্চন্ ।
পপাত নাগো ধরণীধরাভঃ ক্ষিতিপ্রকম্পে চলিতো যথাদ্রিঃ ॥২৩॥
নিপাত্যমানে তু তদা গজেন্দ্রে হাহাকৃতে তব পুত্রস্য সৈন্যে ।
স শাল্বরাজস্য শিনিপ্রবীরো জহার ভল্লেন শিরঃ শিতেন ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি । নাদয়ন্তঃ সমরভূমিমিতি শেষঃ । সমন্তাৎ সর্বাসু দিক্ষু ॥২০॥
পাঞ্চালেতি । পাঞ্চালরাজো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ । সসম্ভ্রমমস্থিরম্ । জবেন বেগেন ॥২১॥
তত ইতি । জলদপ্রকাশং মেঘবৎ কৃষ্ণবর্ণম্ । সমাবিধ্য ঘূর্ণয়িত্বা ॥২২॥
স ইতি । প্রভূতং প্রচুরম্, ক্ষতজং রক্তম্ । নাগঃ শাল্বগজঃ ॥২৩॥
নিপাত্যেতি । শিনিপ্রবীরঃ শিনিবংশ্যেষু প্রধানবীরঃ সাত্যকিঃ । শিতেন সুধারেণ ॥২৪॥

সকল দিকে বাণজাল নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন। তখন সেই বাণজালে আহত হইতে থাকিয়া সেই রথীরা সকলে সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

রাজা! শাল্বরাজার সেই কার্য্য দেখিয়া নরশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল, মৎস্য ও সৃঞ্জয়েরা সকলে হাহাকাররবে সমরভূমি নিনাদিত করিয়া সকল দিকে সেই হাতীটাকে রুদ্ধ করিলেন ॥২০॥

ভরতনন্দন! পরে বীর ও শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য গদা ধারণ করিয়া বেগে ব্যস্ততার সহিত শাল্বের হস্তীর দিকে গমন করিলেন ॥২১॥

তাহার পর বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন গদা ঘূর্ণিত করিয়া তাহাদ্বারা পর্ব্বতপ্রমাণ, মদস্রাবী ও মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সেই হস্তীর কুম্ভদেশে গুরুতর আঘাত করিলেন ॥২২॥

তাহাতে সেই হস্তীর কুম্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন ভূমিকম্পে পর্ব্বত যেমন স্থানচ্যুত হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ পর্ব্বতপ্রমাণ সেই হস্তী আর্ত্তনাদ করিয়া মুখ হইতে প্রচুর রক্ত বমন করিতে থাকিয়া তৎক্ষণাৎ পতিত হইল ॥২৩॥

(২২) · গদাং সমাসাদ্য…পি বৰ্দ্ধ বা।

কৃত্তোত্তমাঙ্গো যুধি সাত্বতেন পপাত ভূমৌ সহ নাগরাজ্ঞা।
যথাদ্রিশৃঙ্গং সহসা প্রণুন্নং বজ্রেণ দেবাধিপচোদিতেন ॥২৫॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে শাল্ববধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

উনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিংস্তু নিহতে শূরে শাল্বে সমিতিশোভনে।
তবাভজ্যদ্বলং বেগাদ্বাতেনেব মহাদ্রুমঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

কৃত্তেতি। কৃত্তোত্তমাঙ্গশ্ছিন্নমস্তকঃ, সাত্বতেন সাত্বতবংশীয়েন সাত্যকিনা। নাগরাজ্ঞা করীন্দ্রেণ। প্রণুন্নং ছিন্নম্, দেবাধিপচোদিতেন ইন্দ্রক্ষিপ্তেন ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

————০:*:০————

তস্মিন্নিতি। সমিতিশোভনে বীরশ্রিয়া যুদ্ধশোভাকারিণি। বেগাৎ দ্রুতম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

সন্নিবৃত্ত ইতি ॥১—৪॥ পুরা পূর্ব্বং বজ্রধরস্য ঐরাবণস্থস্য বাসবস্য পুরা প্রথমে চমূবিমর্দ্দে দৈত্যা অদৈত্যা দেবাশ্চ যথা অন্তরং ন দদৃশুস্তথা স্বে পরে চাস্য শাল্বস্যান্তরং ন দদৃশু-রিত্যন্বয়ঃ। ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে ॥৫—২৫॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

যখন সেই গজেন্দ্র নিপাতিত হইতেছিল এবং কৌরবসৈন্যেরা হাহাকার করিতেছিল, তখন সাত্যকি একটা সুধার ভল্লদ্বারা শাল্বের মস্তকচ্ছেদন করিলেন ॥২৪॥

সাত্যকি যুদ্ধে শাল্বের মস্তকচ্ছেদন করিলে, ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রে ছিন্ন হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ যেমন পতিত হয়, তেমন শাল্ব সেই হস্তীর সহিত ভূতলে পতিত হইলেন' ॥২৫॥

* '...বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা কৃতবর্ম্মা মহারথঃ।
দধার সমরে শূরঃ শক্রসৈন্যং মহাবলঃ ॥২॥
সন্নিবৃত্তাস্তু তে বীরা দৃষ্ট্বা সাত্ত্বতমাহবে।
শৈলোপমং স্থিতং রাজন্! কীর্য্যমাণং শরৈর্যুধি ॥৩॥
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং কুরূণাং পাণ্ডবৈঃ সহ।
নিবৃত্তানাং মহারাজ! মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনম্ ॥৪॥
তত্রাশ্চর্য্যং মহাযুদ্ধং সাত্বতস্য পরৈঃ সহ।
যদেকো বারয়ামাস পাণ্ডুসেনাং দুরাসদাম্ ॥৫॥
তেষামন্যোন্যসুহৃদাং কৃতে কর্ম্মণি দুষ্করে।
সিংহনাদঃ প্রহৃষ্টানাং দিবস্পৃক্ সুমহানভূৎ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। প্রভগ্নং বিশ্লিষ্টম্, বলং সৈন্যম্। দধার জগ্রাহ ॥২॥
সমিতি। সাত্বতং কৃতবর্ম্মাণম্। শৈলোপমং পর্বততুল্যম্ ॥৩॥
তত ইতি। নিবর্ত্তনং নিবৃত্তিহেতুং মৃত্যুমেব পণং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥৪॥
তত্রেতি। সাত্বতস্য কৃতবর্ম্মণঃ। পাণ্ডুসেনাং পাণ্ডবসৈন্যম্ ॥৫॥
তেষামিতি। অন্যোন্যসুহৃদাম্ একবংশীয়তয়া সাত্যকিকৃতবর্ম্মাদীনাম্ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নিতি ॥১—২॥ সাত্বতং কৃতবর্ম্মাণম্ ॥৩—৩৬॥
ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! যুদ্ধশোভী সেই বীর শাল্ব নিহত হইলে, বায়ুবেগে মহাবৃক্ষের ন্যায় আপনার সৈন্য ভগ্ন হইল ॥১॥

কৌরবসৈন্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে দেখিয়া বীর, মহারথ ও মহাবল কৃতবর্ম্মা যুদ্ধে শক্রসৈন্য গ্রহণ করিলেন ॥২॥

রাজা! বিপক্ষেরা বাণদ্বারা প্রহার করিতে থাকিলেও কৃতবর্ম্মা যুদ্ধে পর্ব্বতের ন্যায় স্থির রহিয়াছেন দেখিয়া সেই কৌরববীরেরা ফিরিলেন ॥৩॥

মহারাজ! কৌরবেরা মৃত্যু পণ করিয়া ফিরিলে, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥৪॥

তখন পাণ্ডবগণের সহিত কৃতবর্ম্মার আশ্চর্য্য মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল। যে হেতু তিনি একাকী দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডবসৈন্য বারণ করিতে থাকিলেন ॥৫॥

(৫)…তত্রাশ্চর্য্যমভূদ্‌যুদ্ধম্…নি।

তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ পাঞ্চালা ভরতর্ষভ ! ।
শিনের্নপ্তা মহাবাহুরন্বপদ্যত সাত্যকিঃ ॥৭॥
স সমাসাদ্য রাজানং ক্ষেমকীর্ত্তিং মহাবলম্ ।
সপ্তভির্নিশিতৈর্বাণৈরনয়দ্ যমসাদনম্ ॥৮॥
তমায়ান্তং মহাবাহুং প্রক্ষিপন্তং শিতান্ শরান্ ।
জবেনাভ্যপতদ্ধীমান্ হার্দ্দিক্যঃ শিনিপুঙ্গবম্ ॥৯॥
তৌ সিংহাবিব নর্দ্দন্তৌ ধন্বিনৌ রথিনাং বরৌ ।
অন্যোন্যমভিধাবেতাং শস্ত্রপ্রবরধারিণৌ ॥১০॥
পাণ্ডবাঃ সহ পাঞ্চালৈর্যোধাশ্চান্যে নৃপোত্তম ! ।
প্রেক্ষকাঃ সমপদ্যন্ত তয়োর্ঘোরে সমাগমে ॥১১॥
নারাচৈর্বৎসদন্তৈশ্চ বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথৌ ।
অভিজঘ্নতুরন্যোন্যং প্রহৃষ্টাবিব কুঞ্জরৌ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তেনেতি। নপ্তা পৌত্রঃ, অন্বপদ্যত আগচ্ছৎ॥৭॥

স ইতি। নিশিতৈঃ সুধারৈঃ, অনয়ৎ ক্ষেমকীর্ত্তিমেব, যমস্য সাদনং গৃহম্ ॥৮॥

তমিতি। জবেন বেগেন। হার্দ্দিক্যো হৃদিকপুত্রঃ কৃতবর্ম্মা ॥৯॥

তাবিতি। অভিধাবেতামিত্যড়াগমাভাব আত্মনেপদঞ্চার্ষে ॥১০॥

পাণ্ডবা ইতি। সমপদ্যন্ত অজায়ন্ত। সমাগমে যুদ্ধে সম্মেলনে ॥১১॥

উভয় পক্ষই দুষ্কর কার্য্য করিলে, হৃষ্টচিত্ত ও পরস্পর সুহৃদ্ সেই দুই পক্ষের মধ্যেই গগনস্পর্শী অতিবিশাল সিংহনাদ হইতে লাগিল ॥৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পাঞ্চালেরা সেই শব্দে ভীত হইয়া পড়িল। এই সময়ে শিনির পৌত্র মহাবাহু সাত্যকি সে স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥৭॥

তিনি উপস্থিত হইয়াই মহাবল রাজা ক্ষেমকীর্ত্তিকে পাইয়া সাতটা সুধার বাণদ্বারা তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥৮॥

ক্রমে শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সুধার বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিতে লাগিলে, বুদ্ধিমান্ কৃতবর্ম্মা তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৯॥

ধনুর্দ্ধর, রথিশ্রেষ্ঠ ও উত্তমাস্ত্রধারী সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা দুইটা সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে থাকিয়া পরস্পরের প্রতি গমন করিলেন ॥১০॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার ভীষণ সম্মেলন হইলে, পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও অন্যান্য যোদ্ধারা দর্শক হইলেন ॥১১॥

চরন্তৌ বিবিধান্ মার্গান্ হার্দ্দিক্যশিনিপুঙ্গবৌ।
মুহুরার্দ্দয়তামেতৌ বাণবৃষ্ট্যা পরস্পরম্ ॥১৩॥
চাপবেগবলোদ্ধূতান্ মার্গণান্ বৃষ্ণিসিংহয়োঃ।
আকাশে সমপশ্যাম পতঙ্গানিব শীঘ্রগান্ ॥১৪॥
তমেকং সত্যকর্ম্মাণমাসাদ্য হৃদিকাত্মজঃ।
অবিধ্যন্নিশিতৈর্বাণৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥১৫॥
স দীর্ঘবাহুঃ সংক্রুদ্ধস্তোত্রার্দ্দিত ইব দ্বিপঃ।
অষ্টাভিঃ কৃতবর্ম্মাণমবিধ্যৎ পরমেষুভিঃ ॥১৬॥
ততঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ কৃতবর্ম্মা শিলাশিতৈঃ।
সাত্যকিং ত্রিভিরাহত্য ধনুরেকেন চিচ্ছিদে ॥১৭॥
নিকৃত্তং তদ্ধনুঃশ্রেষ্ঠমপাস্য শিনিপুঙ্গবঃ।
অন্যদাদত্ত বেগেন শৈনেয়ঃ সশরং ধনুঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

নারাচৈরিতি। বৃষ্ণ্যন্ধকৌ বংশৌ তয়োর্মহারথৌ সাত্যকিকৃতবর্ম্মাণৌ ॥১২॥
চরন্তাবিতি। হার্দ্দিক্যশিনিপুঙ্গবৌ কৃতবর্ম্মসাত্যকী ॥১৩॥
চাপেতি। চাপবেগেন বাহ্বোর্বলেন চ উদ্ধূতান্ উচ্চলিতান্ মার্গণান্ বাণান্ ॥১৪॥
তমিতি। সত্যকর্ম্মাণং সাত্যকিম্, হৃদিকাত্মজঃ কৃতবর্ম্মা। হয়ানশ্বান্ ॥১৫॥
স ইতি। দীর্ঘবাহুঃ সাত্যকিঃ, তোত্ত্রেণাঙ্কুশেনার্দ্দিতঃ ॥১৬॥
তত ইতি। পূর্ণমায়তেনাকৃষ্টেন ধনুষা উৎসৃষ্টৈঃ ক্ষিপ্তৈর্বাণৈঃ ॥১৭॥

বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের মহারথ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা দুইটা হস্তীর ন্যায় হৃষ্টচিত্তে নারাচ ও বৎসদন্তদ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥১২॥

সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা নানাবিধ পথে বিচরণ করিতে থাকিয়া বাণবর্ষণদ্বারা অনবরত পরস্পরকে পীড়ন করিতে থাকিলেন ॥১৩॥

তৎকালে আমরা বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার ধনুর বেগ ও বাহুবলে নিক্ষিপ্ত বাণ সকল আকাশে দ্রুতগামী পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় দেখিতে লাগিলাম ॥১৪॥

ক্রমে কৃতবর্ম্মা একমাত্র সাত্যকিকে পাইয়া সুধার চারিটা বাণদ্বারা সাত্যকির চারিটা অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৫॥

তখন সাত্যকি অঙ্কুশতাড়িত হস্তীর ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আটটা উত্তম বাণদ্বারা কৃতবর্ম্মাকে তাড়ন করিলেন ॥১৬॥

তাহার পর কৃতবর্ম্মা ধনুখানা পূর্ণ আকর্ষণ করিয়া শিলাশাণিত তিন বাণে সাত্যকিকে আঘাত করিয়া এক বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন ॥১৭॥

তদাদায় ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠঃ সর্বধন্বিনাম্।
আরোপ্য চ মহাবুদ্ধির্মহাবীর্য্যো মহাবলঃ ॥১৯॥
অমৃষ্যমাণো ধনুষশ্ছেদনং কৃতবর্ম্মণা।
কুপিতোঽতিরথঃ শীঘ্রং কৃতবর্ম্মাণমভ্যয়াৎ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)
ততস্তু নিশিতৈর্বাণৈর্দশভিঃ শিনিপুঙ্গবঃ।
জঘান সূতঞ্চাশ্বাংশ্চ ধ্বজাংশ্চ কৃতবর্ম্মণঃ ॥২১॥
ততো রাজন্! মহেষ্বাসঃ কৃতবর্ম্মা মহারথঃ।
হতাশ্বসূতং সংপ্রেক্ষ্য রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥২২॥
রোষেণ মহতাবিষ্টঃ শূলমুদ্যম্য মারিষ!।
চিক্ষেপ ভুজবেগেন জিঘাংসুঃ শিনিপুঙ্গবম্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)
তচ্ছূলং সাত্বতো হ্যাজৌ নির্ভিদ্য নিশিতৈঃ শরৈঃ।
চূর্ণিতং পাতয়ামাস মোহয়ন্নিব মাধবম্।
ততোঽপরেণ ভল্লেন হৃদ্যেনং সমতাড়য়ৎ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

নিকৃত্তমিতি। নিকৃত্তং ছিন্নম্। অপাস্ত পরিত্যজ্য। শৈনেয়ঃ সাত্যকিঃ ॥১৮॥
তদিতি। আরোপ্য গুণম্। অমৃষ্যমাণঃ অসহমানঃ ॥১৯—২০॥
তত ইতি। নিশিতৈঃ সুধারৈঃ। শিনিপুঙ্গবঃ সাত্যকিঃ। সূতং সারথিম্ ॥২১॥
তত ইতি। মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ। জিঘাংসুর্হন্তুমিচ্ছুঃ ॥২২—২৩॥

তখন শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সেই ছিন্ন উত্তম ধনু ত্যাগ করিয়া বেগে অন্য ধনু ও বাণ গ্রহণ করিলেন ॥১৮॥

সর্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ, মহাবুদ্ধি, মহাবীর, মহাবল ও অতিরথ সাত্যকি সেই উত্তম ধনু লইয়া তাহাতে গুণারোপণ করিয়া কৃতবর্ম্মকৃত কার্ম্মুকচ্ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া কুপিত হইয়া কৃতবর্ম্মার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৯—২০॥

তদনন্তর শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি দশটা সুধার বাণদ্বারা কৃতবর্ম্মার সারথি, অশ্ব ও ধ্বজ বিনষ্ট করিলেন ॥২১॥

মাননীয় রাজা! তাহার পর মহাধনুর্দ্ধর ও মহারথ কৃতবর্ম্মা নিজের স্বর্ণভূষিত রথের অশ্ব ও সারথি নিহত দেখিয়া মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাত্যকিকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া একটা শূল উত্তোলনপূর্বক বাহুবেগে তাহা নিক্ষেপ করিলেন ॥২২-২৩॥

(১৯)···অরোপ্য চ ধনুঃ শীঘ্রম্···বা নি। (২১) ততঃ সুনিশিতৈঃ···পি নি।

স যুদ্ধে যুযুধানেন হতাশ্বো হতসারথিঃ।
কৃতবর্ম্মা কৃতাস্ত্রেণ ধরণীমন্বপদ্যত ॥২৫॥
তস্মিন্ সাত্যকিনা বীরে দ্বৈরথে বিরথীকৃতে।
সমপদ্যত সর্বেষাং সৈন্যানাং সুমহদ্ভয়ম্ ॥২৬॥
পুত্রস্য তব চাত্যর্থং বিষাদঃ সমপদ্যত।
হতসূতে হতাশ্বে তু বিরথে কৃতবর্ম্মণি ॥২৭॥
হতসূতে হতাশ্বে তু বিরথে দুর্বলে কৃতে।
অভ্যধাবৎ কৃপো রাজন্! জিঘাংসুঃ শিনিপুঙ্গবম্ ॥২৮॥
তঞ্চারোপ্য রথোপস্থে মিষতাং সর্বধন্বিনাম্।
অপোবাহ মহাবাহুস্তূর্ণমায়োধনাদ্বহিঃ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। সাত্বতঃ সাত্যকিঃ। মাধবং মধুবংশীয়ং কৃতবর্ম্মাণম্। ষট্পাদঃ ॥২৪॥
স ইতি। যুযুধানেন সাত্যকিনা। অন্বপদ্যত প্রাপ্নোৎ ॥২৫॥
তস্মিন্নিতি। দ্বৈরথে যুদ্ধে। সমপদ্যত সমজায়ত ॥২৬॥
পুত্রস্যেতি। পুত্রস্য দুর্য্যোধনস্য। হতঃ সূতঃ সারথির্যস্য তস্মিন্ সতি ॥২৭॥
হতেতি। কৃতবর্ম্মণীতি শেষঃ। জিঘাংসুর্হন্তুমিচ্ছুঃ, শিনিপুঙ্গবং সাত্যকিম্ ॥২৮॥
তমিতি। রথস্য উপস্থে মধ্যে, মিষতাং পশ্যতাম্। অপোবাহ অপনিনায় ॥২৯॥

তখন সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে যেন মোহিত করিতে থাকিয়া সুধার বাণসমূহদ্বারা সেই শূলটাকে বিদীর্ণ ও বিক্ষত করিয়া পাতিত করিলেন এবং তৎপরে অন্য একটা ভল্লদ্বারা কৃতবর্ম্মার হৃদয়ে তাড়ন করিলেন ॥২৪॥

অস্ত্রে সুশিক্ষিত সাত্যকি রথের অশ্ব ও সারথি বিনাশ করিলে, কৃতবর্ম্মা রথ হইতে ভূতলে নামিলেন ॥২৫॥

সাত্যকি দ্বৈরথ যুদ্ধে বীর কৃতবর্ম্মাকে রথবিহীন করিলে, সমস্ত কৌরবসৈন্যেরই গুরুতর ভয় জন্মিল ॥২৬॥

মহারাজ! অশ্ব ও সারথি নিহত হওয়ায় কৃতবর্ম্মা রথবিহীন হইলে, আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের অত্যন্ত বিষাদ জন্মিল ॥২৭॥

রাজা! সাত্যকি অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিয়া কৃতবর্ম্মাকে রথবিহীন ও দুর্ব্বল করিলে, কৃপাচার্য্য সাত্যকিকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া সেই দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৮॥

(২৫) সুযুদ্ধে যুযুধানেন…নি। (২৮) হতাশ্বস্তু সমালক্ষ্য হতসূতমরিন্দম!…বর্দ্ধ নি।

শৈনেয়েন কৃতে রাজন্! বিরথে কৃতবর্ম্মণি।
দুর্য্যোধনবলং সর্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ॥৩০॥
তৎ পরে নাববুধ্যন্ত সৈন্যে চ রজসা বৃতে।
তাবকাঃ প্রদ্রুতাঃ সর্বে দুর্য্যোধনমৃতে নৃপম্ ॥৩১॥
দুর্য্যোধনস্তু সংপ্রেক্ষ্য ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ।
জবেনাভ্যপতত্তূর্ণং সর্বাংশ্চৈকো ন্যবারয়ৎ ॥৩২॥
পাণ্ডূংশ্চ সর্বান্ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্।
শিখণ্ডিনং দ্রৌপদেয়ান্ পাঞ্চালানাঞ্চ যে গণাঃ ॥৩৩॥
কৈকেয়ান্ সোমকাংশ্চৈব পাঞ্চালাংশ্চৈব মারিষ!।
অসম্ভ্রমং দুরাধর্ষঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈরতাড়য়ৎ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

শৈনেয়েনেতি। শৈনেয়েন শিনেঃ পৌত্রেণ সাত্যকিনা ॥৩০॥

তদিতি। রজসা ধূল্যা। প্রদ্রুতাঃ পলায়িতাঃ। ঋতে বিনা ॥৩১॥

দুর্য্যোধন ইতি। ভগ্নং বিশ্লিষ্টম্। জবেন বেগেন ॥৩২॥

পাণ্ডূনিতি। পাণ্ডূন্ পাণ্ডবান্। পার্ষতং পৃষতপৌত্রম্। দ্রৌপদেয়ান্ দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রান্, পাঞ্চালানাঞ্চ যে গণাস্তান্ পাঞ্চালানিতি পরেণ সম্বন্ধঃ। অসম্ভ্রমং সধৈর্য্যম্ ॥৩৩—৩৪॥

এবং কৃপাচার্য্য যাইয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধরের সমক্ষেই কৃতবর্ম্মাকে আপন রথের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সত্বর রণস্থলের বাহিরে চলিয়া গেলেন ॥২৯॥

রাজা! সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে রথবিহীন করিলে, দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্য পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল ॥৩০॥

কিন্তু সৈন্যগণ ধূলিতে আবৃত হওয়ায় তাহা বিপক্ষেরা বুঝিতে পারিল না; অথ চ রাজা দুর্য্যোধন ব্যতীত আপনার সমস্ত সৈন্যই পলায়ন করিতে লাগিল ॥৩১॥

তখন দুর্য্যোধন নিজের সমক্ষেই সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সত্বর ধাবিত হইলেন এবং একাকীই সমস্ত বিপক্ষকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

মাননীয় রাজা! দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুধার অস্ত্রসমূহদ্বারা সমস্ত পাণ্ডব, পৃষতনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, যে সকল পাঞ্চালগণ উপস্থিত ছিল সেই পাঞ্চালগণ, কেকয়গণ ও সোমকগণকে তাড়ন করিতে লাগিলেন ॥৩৩—৩৪॥

---

(৩০) শৈনেয়াধিষ্ঠিতে রাজন্! বর্দ্ধ মি। (৩২)... সর্বাংশ্চৈতান্...পি। (৩৩)...যান্ গণান্—পি। (৩৪)...শস্ত্রৈরবারয়ৎ—পি,...শিতৈর্বাণৈরবাকিরৎ—নি।

অতিষ্ঠদাহবে যত্নাৎ পুত্রস্তব মহাবলঃ।
যথা যজ্ঞে মহানগ্নির্মন্ত্রপূতঃ প্রকাশবান্।
তথা দুর্য্যোধনো রাজা সংগ্রামে সর্বতোঽভবৎ ॥৩৫॥
তং পরে নাভ্যপদ্যন্ত মর্ত্ত্যা মৃত্যুমিবাহবে।
অথান্যং রথমাস্থায় হার্দ্দিক্যঃ সমপদ্যত ॥৩৬॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে সঙ্কুলযুদ্ধে ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।
পুত্রস্তু তে মহারাজ! রথস্থো রথিনাং বরঃ।
দুরুৎসাহো বভৌ যুদ্ধে যথা রুদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অতিষ্ঠদিতি। প্রকাশবান্ প্রজ্বলিতঃ। তথা প্রকাশবান্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫॥
তমিতি। নাভ্যপদ্যন্ত নাগচ্ছন্। হার্দ্দিক্যঃ কৃতবর্ম্মা, সমপদ্যত আগচ্ছৎ ॥৩৬॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——০:*:০——

পুত্র ইতি। দুরুৎসাহো দুর্নিবারোদ্যমঃ শল্যশাল্বয়োর্বধেঽপীতি ভাবঃ ॥১॥

রাজা! আপনার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধন যত্ন সহকারে যুদ্ধে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন কি, মন্ত্রপূত বিশাল অগ্নি যেমন যজ্ঞে সকল দিকে জ্বলিতে থাকে, তেমন রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধে সকল দিকে জ্বলিতে থাকিলেন ॥৩৫॥

মানুষ যেমন মৃত্যুর দিকে গমন করে না, তেমন বিপক্ষেরা যুদ্ধে তৎকালে দুর্য্যোধনের দিকে আগমন করিল না। ক্রমে কৃতবর্ম্মা অন্য রথে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন' ॥৩৬॥

(৩৫) তৃতীয়ার্দ্ধং পি নাস্তি। * '…একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…বিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

তস্য বাণসহস্রৈস্তু প্রচ্ছন্না হ্যভবন্মহী।
পরাংশ্চ সিষিচে বাণৈর্ধারাভিরিব পর্বতান্ ॥২॥
ন চ সোঽস্তি পুমান্ কশ্চিৎ পাণ্ডবানাং মহাহবে।
হয়ো গজো রথো বাপি যোঽস্য বাণৈরবিক্ষতঃ ॥৩॥
যং যং হি সমরে যোধং প্রপশ্যামি বিশাংপতে!।
স তু বাণৈশ্চিতোঽভূদ্বৈ পুত্রেণ তব ভারত! ॥৪॥
যথা সৈন্যেন রজসা সমুদ্ভূতেন বাহিনী।
প্রত্যদৃশ্যত সংছন্না তথা বাণৈর্মহাত্মনঃ ॥৫॥
বাণভূতামপশ্যাম পৃথিবীং পৃথিবীপতে!।
দুর্য্যোধনেন প্রকৃতাং ক্ষিপ্রহস্তেন ধন্বিনা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। সিষিচে প্রজহার, ধারাভির্জলস্য মেঘ ইতি শেষঃ ॥২॥
নেতি। পুমান্ মানুষঃ। পাণ্ডবানাং পক্ষে মহাহবে মহাযুদ্ধে ॥৩॥
যমিতি। প্রপশ্যামীত্যতীতসামীপ্যে বর্ত্তমানা। চিতো ব্যাপ্তঃ ॥৪॥
যথেতি। সৈন্যানামিদমিতি সৈন্যম, তেন রজসা ধূল্যা ॥৫॥
বাণেতি। বাণভূতাং বাণময়ীম্, পৃথিবীং রণভূমিম্ ॥৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! রথারূঢ়, রথিশ্রেষ্ঠ ও দুর্নিবারোদ্যমশালী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন যুদ্ধে প্রতাপান্বিত রুদ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥১॥

দুর্য্যোধনের সহস্র সহস্র বাণে সমরভূমি আবৃত হইয়া গেলে এবং মেঘ যেমন পর্ব্বতের উপরে জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ তিনি বিপক্ষগণের উপরে বাণধারা বর্ষণ করিতে থাকিলেন ॥২॥

সেই মহাযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে এমন কোন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি ছিল না, যে দুর্য্যোধনের বাণে ক্ষতবিক্ষত হয় নাই ॥৩॥

নরনাথ! আমি তখন যুদ্ধে বিপক্ষের যে যে যোদ্ধাকে দেখিয়াছিলাম, সেই সেই যোদ্ধাই আপনার পুত্রের বাণে ব্যাপ্ত ছিল ॥৪॥

সৈন্যগণসমুত্থাপিত ধূলিতে যেমন সমরভূমি আবৃত হইয়াছিল, তেমন মহাবল দুর্য্যোধনের বাণেও সমরভূমি আবৃত হইয়াছিল, দেখা গেল ॥৫॥

মহারাজ! লঘুহস্ত ও ধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন ক্রমে সমরভূমিটাকে বাণময় করিয়া ফেলিলেন—দেখিলাম ॥৬॥

(৩)·· পাণ্ডবানাং বলার্ণবে·· বঙ্গ বা নি।

তেষু যোধসহস্রেষু তাবকেষু পরেষু চ।
একো দুর্য্যোধনশ্চাসীৎ স পুমানিতি মে মতিঃ ॥৭॥
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য বিক্রমম্।
যদেনং সহিতাঃ পার্থা নান্ববর্ত্তন্ত ভারত ! ॥৮॥
যুধিষ্ঠিরং শতেনাজৌ বিব্যাধ ভরতর্ষভ !।
ভীমসেনঞ্চ সপ্তত্যা সহদেবঞ্চ সপ্তভিঃ ॥৯॥
নকুলঞ্চ চতুঃষষ্ট্যা ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পঞ্চভিঃ।
সপ্তভির্দ্রৌপদেয়াংশ্চ ত্রিভির্বিব্যাধ সাত্যকিম্।
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন সহদেবস্য মারিষ ! ॥১০॥
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং মাদ্রীপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অভ্যধাবত রাজানং প্রগৃহ্যান্যন্মহদ্ধনুঃ।
ততো দুর্য্যোধনং সংখ্যে বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তেম্বিতি। পুমান্ প্রধানপুরুষঃ ॥৭॥
তত্রেতি। সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ, পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৮॥
যুধীতি। শতেন বাণানামিতি শেষঃ। এবং সপ্তত্যাপি ॥৯॥
নকুলমিতি। দ্রৌপদেয়ান্ দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রান্। সপ্তভিরিতি বীপ্সা। ষট্পাদঃ ॥১০॥
তদিতি। অপাস্য বিহায়, মাদ্রীপুত্রঃ সহদেবঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১১॥

তৎকালে আমার ধারণা হইল যে, আপনার পক্ষের ও পাণ্ডবপক্ষের সেই সহস্র সহস্র যোদ্ধার মধ্যে একমাত্র দুর্য্যোধনই প্রধান পুরুষ ছিলেন ॥৭॥

ভরতনন্দন ! তখন আমরা এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিতাম যে, পাণ্ডবেরা সম্মিলিত হইয়াও একমাত্র দুর্য্যোধনের সম্মুখে থাকিতে পারিলেন না ॥৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! দুর্য্যোধন একশত বাণে যুধিষ্ঠিরকে, সত্তর বাণে ভীমকে এবং সাত বাণে সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন ॥৯॥

মাননীয় রাজা ! পরে তিনি চৌষট্টি বাণে নকুলকে, পাঁচ বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে, সাত সাত বাণে দ্রৌপদীর প্রত্যেক পুত্রকে এবং তিন বাণে সাত্যকিকে তাড়ন করিলেন ; আর একটা ভল্লদ্বারা সহদেবের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন ॥১০॥

তদনন্তর প্রতাপশালী সহদেব সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিশাল ধনু লইয়া দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইলেন, পরে দশটা বাণদ্বারা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন ॥১১॥

---

(৭)···নাস্তি দুর্য্যোধনসমঃ পুমানিতি মতির্মম · নি। (৮) নাভ্যবর্ত্তন্ত···নি।

নকুলস্তু ততো বীরো রাজানং নবভিঃ শরৈঃ।
ঘোররূপৈর্ম্মহেষ্বাসো বিব্যাধ চ ননাদ চ ॥১২॥
সাত্যকিশ্চাপি রাজানং শরেণানতপর্ব্বণা।
দ্রৌপদেয়াস্ত্রিসপ্তত্যা ধর্ম্মরাজশ্চ পঞ্চভিঃ।
অশীত্যা ভীমসেনশ্চ শরৈ রাজানমার্দ্দয়ৎ ॥১৩॥
সমন্তাৎ কীর্য্যমাণস্তু বাণসংঘৈর্ম্মহাত্মভিঃ।
ন চচাল মহারাজ! সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥১৪॥
লাঘবং সৌষ্ঠবঞ্চাপি বীর্য্যঞ্চৈব মহাত্মনঃ।
অতিসর্বাণি ভূতানি দদৃশুঃ সর্বমানবাঃ ॥১৫॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রা হি রাজেন্দ্র! যাত্বা তু স্বল্পমন্তরম্।
অপশ্যমানা রাজানং পর্য্যবর্ত্তন্ত দংশিতাঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

নকুল ইতি। রাজানং দুর্য্যোধনম্। মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ ॥১২॥

সাত্যকিরিতি। আনতপর্ব্বণা ঈষদ্বক্রোপান্তেন। আর্দ্দয়ৎ অপীড়য়ৎ। ষট্‌পাদঃ ॥১৩॥

সমন্তাদিতি। কীর্য্যমাণঃ বাণক্ষেপেণ প্রহ্রিয়মাণঃ ॥১৪॥

লাঘবমিতি। লাঘবং লঘুহস্ততাম্। সৌষ্ঠবং সম্যক্ সন্ধানম্, মহাত্মনো মহাবলস্য দুর্য্যোধনস্য সর্ব্বাণি ভূতানি অতি অতিক্রান্তানি ॥১৫॥

ধার্ত্তেতি। অন্তরং ব্যবধানম্। দংশিতাঃ সন্নদ্ধাঃ ॥১৬॥

তৎপরে বীর নকুল নয় বাণে দুর্য্যোধনকে তাড়ন করিলেন এবং সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন ॥১২॥

সাত্যকি নতপর্ব্ব এক বাণে, দ্রৌপদীর পুত্রগণ তিয়াত্তর বাণে, যুধিষ্ঠির পাঁচ বাণে এবং ভীমসেন আশী বাণে দুর্য্যোধনকে পীড়ন করিলেন ॥১৩॥

মহাবল পাণ্ডবেরা সকল দিক্ হইতে বাণপ্রহার করিতে লাগিলেও দুর্য্যোধন সমস্ত সৈন্যের সমক্ষে বিচলিত হইলেন না ॥১৪॥

তখন মহাবল দুর্য্যোধনের লঘুহস্ততা, সম্যক্ সন্ধান ও কায়িক বল যে, সমস্ত প্রাণীকে অতিক্রম করিয়াছিল, তাহা সকল মানুষে দেখিতেছিল ॥১৫॥

এই সময় যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত অপর ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অল্প দূরে যাইয়া দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া আবার ফিরিলেন ॥১৬॥

(১৩)···রাজানমার্পয়ন্···বা নি।

তেষামাপততাং ঘোরস্তুমুলঃ সমজায়ত।
ক্ষুব্ধস্য হি সমুদ্রস্য প্রাবৃট্‌কালে যথা স্বনঃ ॥১৭॥
সমাসাদ্য রণে তে তু রাজানমপরাজিতম্।
প্রত্যুদ্‌যযুর্মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাততায়িনঃ ॥১৮॥
ভীমসেনং রণে ক্রুদ্ধং দ্রোণপুত্রো ন্যবারয়ৎ।
ততো বাণৈর্মহারাজ! প্রমুক্তৈঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥১৯॥
প্রাজ্ঞায়ন্ত রণে বীরা ন দিশঃ প্রদিশস্তথা।
তাবুভৌ ক্রূরকর্ম্মাণাবুভৌ ভারত! দুঃসহৌ ॥২০॥
ঘোররূপমযুধ্যেতাং কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ।
ত্রাসয়ন্তৌ জগৎ সর্বং জ্যাক্ষেপকঠিনত্বচৌ ॥২১॥ (বিশেষকম্)
শকুনিস্তু রণে বীরো যুধিষ্ঠিরমতাড়য়ৎ।
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সুবলস্য সুতো বলী।
নাদঞ্চকার বলবান্ সর্বসৈন্যানি কম্পয়ন্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। ক্ষুব্ধস্য উদ্বেলিতস্য। প্রাবৃট্‌কালে বর্ষাকালে ॥১৭॥

সমেতি। মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাঃ। আততায়িনঃ শস্ত্রপাণীন্ ॥১৮॥

ভীমেতি। প্রমুক্তৈর্নিক্ষিপ্তৈঃ, ক্রূরকর্ম্মাণৌ নিষ্ঠুরকার্য্যকরৌ। কৃতস্য অপকারস্য প্রতিকৃতং প্রত্যপকারম্ ইচ্ছত ইতি তৌ ॥১৯—২১॥

শকুনিরিতি। তস্য যুধিষ্ঠিরস্য, চতুরঃ চতুঃসংখ্যকানেব। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥

বর্ষাকালে উদ্বেলিত সমুদ্রে যেমন তুমুল ও ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, সেইরূপ তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে লাগিলে, তুমুল ও ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল ॥১৭॥

মহাধনুর্দ্ধর সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অপরাজিত দুর্য্যোধনকে পাইয়া অস্ত্রধারী পাণ্ডবগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥১৮॥

ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিলে অশ্বত্থামা তাঁহাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভরতনন্দন মহারাজ! তাহার পর সকল দিকে তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত বাণে বাণে যোদ্ধৃগণ, দিক্ ও বিদিক্ ইহার কিছুই জানা গেল না। কৃত অপকারের প্রত্যপকারার্থী, নিষ্ঠুর কার্য্যকারী, গুণঘর্ষণে কঠিন চর্ম্মা ও দুঃসহ ভীম ও অশ্বত্থামা সমগ্র জগতের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৯—২১॥

(২০) নাজ্ঞায়ন্ত রণে ··বা নি। (২১)···দিশঃ সর্ব্বাঃ···পি বা নি।

এতস্মিন্নন্তরে বীরং রাজানমপরাজিতম্ ।
অপোবাহ রথেনাজৌ সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥২৩॥
অথান্যং রথমাস্থায় ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
শকুনিং নবভির্বিদ্ধা পুনর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
ননাদ চ মহানাদং প্রবরঃ সর্বধন্বিনাম্ ॥২৪॥
তদ্‌যুদ্ধমভবচ্চিত্রং ঘোররূপঞ্চ মারিষ!।
প্রেক্ষকপ্রীতিজননং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥২৫॥
উলূকস্তু মহেষ্বাসং নকুলং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
অভ্যদ্রবদমেয়াত্মা শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ ॥২৬॥
অথৈনং নকুলঃ শূরঃ সৌবলস্য সুতং রণে।
শরবর্ষেণ মহতা সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

এতস্মিন্নিতি। রাজানং যুধিষ্ঠিরম্, অপোবাহ অপনিনায় ॥২৩॥
অথেতি। আস্থায় আরুহ্য। নবভিঃ পঞ্চভিশ্চ শরৈঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৪॥
তদিতি। সিদ্ধচারণৈঃ সেবিতং চিত্রত্বাদেব দৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥২৫॥
উলূক ইতি। মহেষ্বাসং মহাধনুর্দ্ধরম্। অমেয়াত্মা অজ্ঞেয়শক্তিঃ ॥২৬॥

ওদিকে সুবলনন্দন বলবান্ শকুনি যুধিষ্ঠিরকে তাড়ন করিতে লাগিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের চারিটা অশ্বকে বিনাশ করিয়া সমস্ত সৈন্যকে কাঁপাইতে থাকিয়া সিংহনাদ করিলেন ॥২২॥

এই সময়ে প্রতাপশালী সহদেব আসিয়া বীর ও অপরাজিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রথে তুলিয়া লইয়া অপসৃত হইলেন ॥২৩॥

তাহার পর সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক নয় বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং বিশাল সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন ॥২৪॥

মাননীয় রাজা! তাঁহাদের সেই যুদ্ধ বিচিত্র, ভয়ঙ্কর ও দর্শকগণের প্রীতিজনকভাবে হইতে লাগিল এবং আকাশবর্ত্তী সিদ্ধগণ ও চারণগণ তাহা দেখিতে থাকিলেন ॥২৫॥

ওদিকে অজ্ঞেয়শক্তি উলূক সকল দিকে বাণবর্ষণ করিতে থাকিয়া মহাধনুর্দ্ধর ও যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ নকুলের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৬॥

(২৫)...ঈক্ষ্যতাং প্রীতিজননম্ ..পি নি।

তৌ তত্র সমরে বীরৌ কুলপুত্রৌ মহারথৌ।
যোধয়ন্তাবদৃশ্যেতাং পরস্পরকৃতাগসৌ ॥২৮॥
তথৈব কৃতবর্ম্মা তু শৈনেয়ং শত্রুতাপনম্।
যোধয়ন্ শুশুভে রাজন্! বলং শক্র ইবাহবে ॥২৯॥
দুর্য্যোধনো ধনুশ্ছিত্ত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সংযুগে।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৩০॥
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি সমরে প্রগৃহ্য পরমায়ুধম্।
রাজানং যোধয়ামাস পশ্যতাং সর্বধন্বিনাম্ ॥৩১॥
তয়োর্যুদ্ধং মহচ্চাসীৎ সংগ্রামে ভরতর্ষভ!।
প্রভিন্নয়োর্যথাসক্তং মত্তয়োর্বনহস্তিনোঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। সমন্তাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষু ॥২৭॥
তাবিতি। কুলপুত্রৌ সৎকুলজাতৌ। পরস্পরং কৃতাগসৌ কৃতাপরাধৌ ॥২৮॥
তথেতি। শৈনেয়ং সাত্যকিম্। বলং বলনামকমসুরম্ ॥২৯॥
দুর্য্যোধন ইতি। নিশিতৈঃ শিলাঘর্ষণাদিনা তনূকৃতমুখৈঃ সুধারৈরিত্যর্থঃ ॥৩০॥
ধৃষ্টেতি। পরমায়ুধম্ উত্তমাস্ত্রং ধনুঃ। রাজানং দুর্য্যোধনম্ ॥৩১॥
তয়োরিতি। প্রভিন্নয়োঃ মদস্রাবিণোঃ, শক্তং পরস্পরমিলিতম্ ॥৩২॥

তৎপরে বীর নকুল সকল দিকে বিশাল বাণবর্ষণ করিয়া শকুনিকে বারণ করিতে থাকিলেন ॥২৭॥

বীর, সৎকুলজাত, মহারথ ও পরস্পর অপরাধকারী নকুল এবং উলূক যুদ্ধ করিতে থাকিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন ॥২৮॥

রাজা! পূর্ব্বকালে ইন্দ্র যেমন বলাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিয়া শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ কৃতবর্ম্মা সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৯॥

দুর্য্যোধন যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করিয়া সুধার বাণসমূহদ্বারা তাঁহাকে তাড়ন করিতে থাকিলেন ॥৩০॥

ধৃষ্টদ্যুম্নও যুদ্ধে সমস্ত ধনুর্দ্ধরের সমক্ষে অন্য উত্তম ধনু গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! বনমধ্যে মত্ত ও মদস্রাবী দুইটা হস্তীর যেমন পরস্পর সংলগ্ন

(২৮) যোধয়ন্তাবপশ্যেতাং…নি। (৩১)…মহতীং গদাং…নি।

গৌতমস্তু রণে ক্রুদ্ধো দ্রৌপদেয়ান্ মহাবলান্।
বিব্যাধ বহুভিঃ শূরঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥৩৩॥
তস্য তৈরভবদ্‌যুদ্ধমিন্দ্রিয়ৈরিব দেহিনঃ।
ঘোররূপমসংবার্য্যং নির্ম্মর্য্যাদমতীব চ ॥৩৪॥
তে চ তং পীড়য়ামাসুরিন্দ্রিয়াণীব বালিশম্।
স চ তান্ প্রতিসংযচ্ছন্ প্রত্যযোধয়দাহবে ॥৩৫॥
এবং চিত্রমভূদ্‌যুদ্ধং তস্য তৈঃ সহ ভারত!।
উত্থায়োত্থায় চ যথা দেহিনামিন্দ্রিয়ৈর্বিভো! ॥৩৬॥
নরাশ্চৈব নরৈঃ সার্দ্ধং দন্তিনো দন্তিভিস্তথা।
হয়া হয়ৈঃ সমাযুক্তা রথিনো রথিভিস্তথা।
সঙ্কুলঞ্চাভবদ্ভূয়ো ঘোররূপং বিশাংপতে! ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

গৌতম ইতি। গৌতমঃ কৃপঃ। দ্রৌপদেয়ান্ দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রান্ ॥৩৩॥

তস্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ দেহিনো জীবস্য। যথা সুরূপপরদারাদি-দর্শনকালে নয়নং ন নিবর্ত্ততে, জীবস্তু তদ্বিমুখ ইতি ভাবঃ ॥৩৪॥

ত ইতি। বালিশং মূর্খম্। প্রতিসংযচ্ছন্ প্রত্যস্ত্রং ক্ষিপন্ ॥৩৫॥

এবমিতি। উত্থায়োত্থায় বিষয়গ্রহণে প্রবৃত্ত প্রবৃত্ত স্থিতৈরিতি শেষঃ ॥৩৬॥

নরা ইতি। সমাযুক্তা যুদ্ধে মিলিতাঃ। সঙ্কুলং যুদ্ধম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৭॥

অবস্থায় যুদ্ধ হয়, সেইরূপ দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পরস্পর মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৩২॥

মহাবীর কৃপাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া বহুতর সুধার বাণদ্বারা মহাবল দ্রৌপদীর পুত্র-গণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত দেহীর যেমন সংঘর্ষ হয়, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত কৃপাচার্য্যের ভীষণ, দুর্নিবার, নিয়মশূন্য ও গুরুতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৩৪॥

ইন্দ্রিয়গণ যেমন মূর্খ লোককে পীড়ন করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ কৃপাচার্য্যকে পীড়ন করিতে লাগিলেন এবং কৃপাচার্য্যও প্রত্যস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥৩৫॥

রাজা! ইন্দ্রিয়গণ উঠিয়া উঠিয়া বিষয় গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেগুলির সহিত জীবের যেমন সংঘর্ষ হয়, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত কৃপাচার্য্যের বিচিত্র সংঘর্ষ হইতে লাগিল ॥৩৬॥

ইদং চিত্রমিদং ঘোরমিদং রৌদ্রমিতি প্রভো ! ।
যুদ্ধান্যাসন্মহারাজ ! ঘোরাণি চ বহূনি চ ॥৩৮॥
তে সমাসাদ্য সমরে পরস্পরমরিন্দমাঃ ।
বিব্যধুশ্চৈব জঘ্নুশ্চ সমাসাদ্য মহাহবে ॥৩৯॥
তেষাং শস্ত্রসমুদ্ভূতং রজস্তীব্রমদৃশ্যত ।
বাতেনেবোদ্ধতং রাজন্ ! ধাবদ্ভিশ্চাশ্বসাদিভিঃ ॥৪০॥
রথনেমিসমুদ্ভূতং নিশ্বাসৈশ্চাপি দন্তিনাম্ ।
রজঃ সন্ধ্যাভ্রকলিলং দিবাকরপথং যযৌ ॥৪১॥
রজসা তেন সংপৃক্তে ভাস্করে নিষ্প্রভীকৃতে ।
সংছাদিতাভবদ্ভূমিস্তে চ শূরা মহারথাঃ ॥৪২॥
মুহূর্ত্তাদিব সংবৃত্তং নীরজস্কং সমন্ততঃ ।
বীরশোণিতসিক্তায়াং ভূমৌ ভরতসত্তম ! ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। চিত্রমাশ্চর্য্যম্, রৌদ্রং তীব্রম্ ॥৩৮॥
ত ইতি। সমাসাদ্য প্রাপ্য। বিব্যধুস্তাড়য়ামাসুঃ ॥৩৯॥
তেষামিতি। রজোঃ ধূলিঃ। উদ্ধতম্ উত্তোলিতম্ ॥৪০॥
রথেতি। রজো ধূলিঃ, সন্ধ্যাভ্রবৎ সান্ধ্যমেঘবৎ কলিলং লোহিতবর্ণম্ ॥৪১॥
রজসেতি। সংপৃক্তে আবৃতে। তে শূরাশ্চ সংছাদিতা অভবন্ ॥৪২॥

নরনাথ ! নানাদিকে পদাতির সহিত পদাতি, হস্তীর সহিত হস্তী, অশ্বের সহিত অশ্ব ও রথীর সহিত রথী সকল মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। পুনরায় ভীষণ তুমুল যুদ্ধ হইতে থাকিল ॥৩৭॥

মহারাজ ! এইটা বিচিত্র, এইটা ভয়ানক ও এইটা তীব্র—এইভাবে ভীষণ বহুতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥৩৮॥

শত্রুদমনকারী সেই বীরগণ পরস্পরকে পাইয়া তাড়ন করিতে লাগিলেন এবং সংহার করিতে থাকিলেন ॥৩৯॥

রাজা ! বায়ু ও অশ্বারোহিগণের পদভরে যেমন ধূলি উত্থিত হয়, তেমন তাহাদের অস্ত্রসংঘর্ষেও ধূলি উঠিতে লাগিল—দেখা গেল ॥৪০॥

রথচক্রের সংঘর্ষে ও হস্তিগণের নিশ্বাসে সান্ধ্যমেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ ধূলি উঠিয়া সূর্য্যের দিকে গমন করিতে লাগিল ॥৪১॥

সেই ধূলিতে সূর্য্য আবৃত ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন এবং সমরভূমি ও বীরগণের দেহও আচ্ছাদিত হইয়া গেল ॥৪২॥

উপাশাম্যত্ততস্তীব্রং তদ্রজো ঘোরদর্শনম্।
ততোঽপশ্যং মহারাজ! দ্বন্দ্বযুদ্ধানি ভারত! ॥৪৪॥
যথাপ্রাণং যথাশ্রেষ্ঠং মধ্যাহ্নে বৈ সুদারুণম্।
বর্ম্মণাং তত্র রাজেন্দ্র! ব্যদৃশ্যন্তোজ্জ্বলাঃ প্রভাঃ ॥৪৫॥
শব্দঃ সুতুমলঃ সংখ্যে শরাণাং পততামভূৎ।
মহাবেণুবনস্যেব দহ্যমানস্য সর্বতঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে সঙ্কুলযুদ্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে ঘোররূপে ভয়ানকে।
অভজ্যত বলং তত্র তব পুত্রস্য পাণ্ডবৈঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

মুহূর্ত্তাদিতি। সংবৃত্তং সঞ্জাতম্, নীরজস্কং ধূলিশূন্যং রণস্থলম্ ॥৪৩॥

উপেতি। উপাশাম্যৎ ন্যবর্ত্তত। দ্বন্দ্বযুদ্ধানি দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ক্রিয়মাণানি যুদ্ধানি ॥৪৪॥

যথেতি। যথাপ্রাণং যথাবলম্, যথাশ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠানতিক্রমেণ ॥৪৫॥

শব্দ ইতি। শব্দঃ চটচটাধ্বনিঃ। বেণুবনস্য বংশকাননস্য ॥৪৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! বীরগণের রক্তে সমরভূমি প্লাবিত হইয়া গেলে, মুহূর্ত্তমধ্যেই যেন সকল দিকের রণস্থল ধূলিশূন্য হইয়া গেল ॥৪৩॥

ভরতনন্দন মহারাজ! সেই নিবিড় ও ভীষণদর্শন ধূলি নিবৃত্তি পাইল বলিয়া, বহুতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম ॥৪৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ! সেই মধ্যাহ্নকালে শক্তি ও উৎকর্ষ অনুসারে বীরগণের বর্ম্মগুলির উজ্জ্বল প্রভা ভীষণভাবে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥৪৫॥

ক্রমে দহ্যমান বংশবনের যেমন চটচটা শব্দ হয়, তেমন সকল দিকে বাণপতনের চটচটা শব্দ হইতে থাকিল' ॥৪৬॥

* '...দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '... একবিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

তাংস্তু যত্নেন মহতা সন্নিবার্য্য মহারথান্।
পুত্রাস্তে যোধয়ামাসুঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥২॥
নিবৃত্তাঃ সহসা যোধাস্তব পুত্রপ্রিয়ৈষিণঃ।
সন্নিবৃত্তেষু তেষ্বেব যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্ ॥৩॥
তাবকানাং পরেষাঞ্চ দেবাসুররণোপমম্।
পরেষাং তবে সৈন্যে বা নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্মুখঃ ॥৪॥
অনুমানেন যুধ্যন্তে সংজ্ঞাভিশ্চ পরস্পরম্।
তেষাং ক্ষয়ো মহানাসীৎ যুধ্যতামিতরেতরম্ ॥৫॥
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ক্রোধেন মহতা যুতঃ।
জিগীষমাণঃ সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সরাজকান্ ॥৬॥
ত্রিভিঃ শারদ্বতং বিদ্ধা রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
চতুর্ভির্নিজঘানাশ্বান্নারাচৈঃ কৃতবর্ম্মণঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বর্ত্তমান ইতি। ঘোররূপে মহতি, এতদ্যুক্তিস্তু প্রাগ্‌বহুশো দর্শিতা ॥১॥
তানিতি। তান্ ভগ্নান্। অনীকিনীং সেনাম্ ॥২॥
নিবৃত্তা ইতি। তব পুত্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়ং বিজয়মিচ্ছন্তীতি তে ॥৩॥
তাবকানামিতি। দেবাসুররণোপমং যুদ্ধমিতি শেষঃ। পরেষাঞ্চ সৈন্যে ॥৪॥
অন্বিতি। অনুমানেন সংজ্ঞাভিশ্চ মিলিততয়া স্বপরাদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥৫॥
তত ইতি। জিগীষমাণো জেতুমিচ্ছন্। শারদ্বতং কৃপম্ ॥৬—৭॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! সেইরূপ বিশাল ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিলে, পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রের সৈন্য ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন ॥১॥

তখন আপনার পুত্রেরা মহাযত্নে সেই ভগ্ন মহারথগণকে নিবারণ করিয়া, পাণ্ডবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২॥

আপনার পুত্রের প্রিয়াভিলাষী যোদ্ধারা সকলেই তখন নিবৃত্তি পাইলেন, তাঁহারা নিবৃত্তি পাইলে অতিদারুণ যুদ্ধ হইতে থাকিল ॥৩॥

তখন দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায় আপনার সৈন্য ও বিপক্ষ সৈন্যের যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে আপনার সৈন্যের বা বিপক্ষ সৈন্যের কোন ব্যক্তিই পরাঙ্মুখ হয় নাই ॥৪॥

উভয় পক্ষ পরস্পর মিলিত হইয়াছিল বলিয়া স্ব-পর-ভেদজ্ঞান না থাকায় অনুমানে ও নামশ্রবণে যুদ্ধ চলিতে লাগিল; ক্রমে পরস্পরযুদ্ধকারী সেই উভয়পক্ষ সৈন্যেরই গুরুতর ক্ষয় হইতে থাকিল ॥৫॥

অশ্বত্থামা চ হার্দ্দিক্যমপোবাহ যশস্বিনম্ ।
অথ শারদ্বতোঽষ্টাভিঃ প্রত্যবিধ্যদ্যুধিষ্ঠিরম্ ॥৮॥
ততো দুর্য্যোধনো রাজা রথান্ সপ্ত শতান্ রণে।
প্রৈষয়দ্‌যত্র রাজা বৈ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯॥
তে রথা রথিভির্যুক্তা মনোমারুতরংহসঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে কৌন্তেয়স্য রথং প্রতি ॥১০॥
তে সমন্তাৎ মহারাজ! পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্।
অদৃশ্যং সায়কৈশ্চক্রুর্মেঘা ইব দিবাকরম্ ॥১১॥
তে দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজানং কৌরবেয়ৈস্তথাকৃতম্।
নামৃষ্যন্ত সুসংরব্ধাঃ শিখণ্ডিপ্রমুখা রথাঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বেতি। হার্দ্দিক্যং কৃতবর্ম্মাণম্, অপোবাহ রথারোপণেনাপনিনায় ॥৮॥
তত ইতি। রথান্ রথিনঃ, প্রৈষয়দ্ প্রৈরয়ৎ ॥৯॥
ত ইতি। মনসো মারুতস্য বায়োরিব চ রংহো বেগো যেষাং তে ॥১০॥
ত ইতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য। সায়কৈর্বাণৈঃ ॥১১॥
ত ইতি। সুসংরব্ধা অতীবক্রুদ্ধাঃ, নামৃষ্যন্ত নাসহন্ত ॥১২॥

তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধনের সহিত অপর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে জয় করিবার ইচ্ছা করিয়া, স্বর্ণপুঙ্খ ও শিলাশাণিত তিন বাণে কৃপাচার্য্যকে তাড়ন করিয়া চারি বাণে কৃতবর্ম্মার চারিটা অশ্বকে বিনাশ করিলেন ॥৬—৭॥

ওদিকে অশ্বত্থামা যশস্বী কৃতবর্ম্মাকে রথে তুলিয়া লইয়া অপসৃত হইলেন, পরে কৃপাচার্য্য আট বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন ॥৮॥

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির যেস্থানে ছিলেন, সেস্থানে দুর্য্যোধন সাত শত রথীকে প্রেরণ করিলেন ॥৯॥

মন ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ সেই রথগুলি রথিগণকে লইয়া যুধিষ্ঠিরের রথের দিকে ধাবিত হইল ॥১০॥

মহারাজ! সেই সাত শত রথী সকল দিকে যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিয়া—মেঘসমূহ যেমন সূর্য্যকে অদৃশ্য করে, তেমন বাণদ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন ॥১১॥

(১১)…পরিবার্য্য মহারথম্…পি।

রথৈরগ্র্যজবৈর্য্যুক্তৈঃ কিঙ্কিণীজালসংবৃতৈঃ।
আজগ্মুরভিরক্ষন্তঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৩॥
ততঃ প্রববৃতে রৌদ্রঃ সংগ্রামঃ শোণিতোদকঃ।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ ॥১৪॥
রথান্ সপ্ত শতান্ হত্বা কুরূণামাততায়িনাম্।
পাণ্ডবাঃ সহ পাঞ্চালৈঃ পুনরেবাভ্যবারয়ন্ ॥১৫॥
তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীত্তব পুত্রস্য পাণ্ডবৈঃ।
ন চ নস্তাদৃশং দৃষ্টং নৈব চাপি পরিশ্রুতম্ ॥১৬॥
বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে নির্ম্মর্য্যাদে সমন্ততঃ।
বধ্যমানেষু যোধেষু তাবকেষ্বিতরেষু চ ॥১৭॥
নিনদৎসু চ যোধেষু শঙ্খবর্য্যৈশ্চ পূরিতৈঃ।
উৎক্রুষ্টৈঃ সিংহনাদৈশ্চ গর্জ্জিতেন চ ধন্বিনাম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

রথৈরিতি। অগ্র্যজবৈঃ অতীববেগৈঃ ॥১৩॥

তত ইতি। রৌদ্রো ভীষণঃ, শোণিতানি উদকানীব যত্র সঃ ॥১৪॥

রথানিতি। আততায়িনঃ শস্ত্রপাণীন্। অভ্যবারয়ন্ কৌরবান্ ॥১৫॥

তত্রেতি। নঃ অস্মাভিঃ, দৃষ্টং পরিশ্রুতমিতি ভাবে ক্তপ্রত্যয়ো বা ॥১৬॥

বর্ত্তমান ইতি। নির্ম্মর্য্যাদে নিয়মশূন্যে। ইতরেষু পরপক্ষীয়েষু। পূরিতৈর্মুখবায়ুনেতি

কৌরবেরা যুধিষ্ঠিরকে সেইরূপ করিয়াছেন দেখিয়া শিখণ্ডিপ্রভৃতি রথীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা সহ্য করিলেন না ॥১২॥

পরে তাঁহারা অত্যন্তবেগশালী ও কিঙ্কিণীজালযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য আগমন করিলেন ॥১৩॥

তাহার পর পাণ্ডব ও কৌরবগণের দারুণ যুদ্ধ লাগিয়া গেল; তখন জলস্রোতের ন্যায় রক্তের স্রোত চলিতে লাগিল এবং সেই যুদ্ধে যমের রাজ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিল ॥১৪॥

ক্রমে পাণ্ডবেরা পাঞ্চালগণের সহিত মিলিত হইয়া কুরুপক্ষের সেই অস্ত্রধারী সাত শত রথীকে বধ করিয়া পুনরায় কৌরবগণকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

মহারাজ! তখন পাণ্ডবগণের সহিত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল, আমরা সে প্রকার যুদ্ধ পূর্ব্বে দেখি নাই বা শুনিও নাই ॥১৬॥

মাননীয় রাজা! সকল দিকে সেইরূপ বিশৃঙ্খল যুদ্ধ চলিতে লাগিলে, আপনার

(১৫)···পুনরেবাভ্যবর্ত্তয়ন্···পি নি।

অতিপ্রবৃদ্ধে যুদ্ধে চ চ্ছিদ্যমানেষু মর্ম্মসু।
ধাবমানেষু যোধেষু জয়গৃদ্ধিষু মারিষ! ॥১৯॥
সংহারে সর্বতো জাতে পৃথিব্যাং শোকসম্ভবে।
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং সীমন্তোদ্ধরণে তদা ॥২০॥
নির্ম্মর্য্যাদে ততো যুদ্ধে বর্ত্তমানে সুদারুণে।
প্রাদুরাসন্ বিনাশায় তদোৎপাতাঃ সুদারুণাঃ ॥২১॥ (কুলকম্)
চচাল শব্দং কুর্ব্বাণা সপর্বতবনা মহী।
সদণ্ডাঃ সোল্মুকা রাজন্! কীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ।
উল্কাঃ পেতুর্দিবো ভূমাবাহত্য রবিমণ্ডলম্ ॥২২॥
বিশ্বগ্‌বাতাঃ প্রাদুরাসন্ নীচৈঃ শর্করবর্ষিণঃ।
অশ্রূণি মুমুচুর্নাগা বেপথুশ্চাভবদ্‌ভৃশম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

শেষঃ। উৎকৃষ্টৈ উচ্চৈরাহ্বানৈঃ। জয়গৃদ্ধিষু জয়াভিলাষিষু। শোকস্য সম্ভবো যস্মাত্তস্মিন্। সীমন্তস্য সীমন্তসিন্দূরস্য উদ্ধরণে পরিত্যাগকারণে। বিনাশায় বীরাণাং বিনাশ-সূচনার্থম্ ॥১৭—২১॥

চচালেতি। সোল্মুকা অগ্নিসংযুক্তকাষ্ঠসহিতাঃ। দিবো গগনাৎ। ষট্‌পাদঃ ॥২২॥

বিশ্বগিতি। বিশ্বগ্‌বাতা ঘূর্ণিবায়বঃ। নাগা গজাঃ, বেপথুর্ভূকম্পঃ ॥২৩॥

পক্ষের ও বিপক্ষের যোদ্ধারা নিহত হইতে থাকিলে, যোদ্ধাদের গর্জন, মুখবায়ুপূর্ণ বিশাল শঙ্খধ্বনি, উচ্চ আহ্বান, ধনুর্দ্ধরগণের গর্জন ও সিংহনাদ, যুদ্ধের গুরুতর বৃদ্ধি, বীরগণের মর্ম্মচ্ছেদ, জয়াভিলাষী যোদ্ধাদের ছুটাছুটি, পৃথিবীর লোকের শোকের কারণ, দারুণ সংহার, বহুতর উত্তমস্ত্রীর সীমন্তসিন্দুর পরিত্যাগ, আর নিয়মশূন্য ও অতিদারুণ যুদ্ধ চলিতে লাগিলে, বিনাশসূচক ও অতিভীষণ উৎপাত সকল আবির্ভূত হইতে থাকিল ॥১৭—২১॥

রাজা! পর্ব্বত ও বনের সহিত পৃথিবী শব্দ করিতে থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং আকাশ হইতে দণ্ড, অগ্নিসংলগ্ন কাষ্ঠ ও উল্কা সকল সূর্য্যমণ্ডলকে আহত করিয়া সকল দিকে পতিত হইতে থাকিল ॥২২॥

নীচের দিকে কাঁকরবর্ষী ঘূর্ণিবায়ু প্রাদুর্ভূত হইল, হস্তিগণ অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিল এবং গুরুতর ভূমিকম্প হইতে থাকিল ॥২৩॥

(২০)…সীমন্তোদ্ধরণে কৃতে…পি। (২৩)…বেপথুশ্চাপ্যভৃশম্—নি।

এতান্ ঘোরাননাদৃত্য সমুৎপাতান্ সুদারুণান্।
পুনর্যুদ্ধায় সংমন্ত্র্য ক্ষত্রিয়াস্তস্থুরব্যথাঃ।
রমণীয়ে কুরুক্ষেত্রে পুণ্যে স্বর্গং যিযাসবঃ ॥২৪॥
ততো গান্ধাররাজস্য পুত্রঃ শকুনিরব্রবীৎ।
যুধ্যধ্বমগ্রতো যাবৎ পৃষ্ঠতো হন্মি পাণ্ডবান্ ॥২৫॥
ততো নঃ সংপ্রযাতানাং মদ্রযোধাস্তরস্বিনঃ।
হৃষ্টাঃ কিলকিলাশব্দমকুর্ব্বন্তাপরে তথা ॥২৬॥
অস্মাংস্তু পুনরাসাদ্য লব্ধলক্ষ্যা দুরাসদাঃ।
শরাসনানি ধুন্বন্তঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥২৭॥
ততো হতং পরৈ রাজন্! মদ্ররাজবলং তদা।
দুর্য্যোধনবলং দৃষ্ট্বা পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

এতানিতি। পুণ্যে পুণ্যজনকে, যিযাসবো যাতুমিচ্ছবঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৪॥
তত ইতি। যুধ্যধ্বং সৈন্যা যূয়মিতি শেষঃ, অগ্রতঃ সম্মুখে ॥২৫॥
তত ইতি। তরস্বিনো বলবন্তঃ। অপরে মদ্রযোধেতরে ॥২৬॥
অস্মানিতি। ধুন্বন্তশ্চালয়ন্তঃ, অবাকিরন্ প্রাহরন্ ॥২৭॥
তত ইতি। দৃষ্ট্বা মদ্ররাজবলং হতমালোক্য ॥২৮॥

ক্ষত্রিয়েরা এই সকল অতিদারুণ উৎপাত অগ্রাহ্য করিয়া মন্ত্রণাপূর্বক স্বর্গলোকার্থী হইয়া বেদনাশূন্য ভাবে মনোহর ও পুণ্যজনক কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

তদনন্তর গান্ধাররাজপুত্র শকুনি বলিলেন—'সৈন্যগণ! তোমরা সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ কর এবং আমি পিছন হইতে পাণ্ডবগণকে সংহার করি' ॥২৫॥

মহারাজ! তাহার পর আমরা অগ্রগামী হইলে, বলবান্ মদ্রদেশীয় যোদ্ধারা এবং অন্য সৈন্যেরা আনন্দিত হইয়া কিল কিল শব্দ করিতে লাগিল ॥২৬॥

দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডবেরা পুনরায় আমাদিগকে লক্ষ্য পাইয়া ধনু সঞ্চালন করিতে থাকিয়া বাণবর্ষণদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

রাজা! তখন মদ্রদেশীয় সৈন্যগণকে বিপক্ষেরা সংহার করিল দেখিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্য পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল ॥২৮॥

(২৪) · স্বর্গযিযাসবঃ—পি, পুনর্যুদ্ধায় সংযত্তাঃ…নি। (২৬) ··অকুর্ব্বন্ত তথাপরে—পি। (২৮) তথোদ্ধতং পরে রাজন্!…পি।

গান্ধাররাজস্তু পুনর্বাক্যমাহ ততো বলী।
নিবর্ত্তধ্বমধর্ম্মজ্ঞা যুধ্যধ্বং কিং স্থতেন বঃ ॥২৯॥
অনীকং দশসাহস্রমশ্বানাং ভরতর্ষভ!।
আসীদ্গান্ধাররাজস্য বিমলপ্রাসযোধিনাম্ ॥৩০॥
বলেন তেন বিক্রম্য বর্ত্তমানে জনক্ষয়ে।
পৃষ্ঠতঃ পাণ্ডবানীকমভ্যঘ্নন্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৩১॥
তদভ্রমিব বাতেন ক্ষিপ্যমাণং সমন্ততঃ।
অভজ্যত মহারাজ! পাণ্ডূনাং সুমহদ্বলম্ ॥৩২॥
ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রেক্ষ্য ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ।
অভ্যচোদয়দব্যগ্রঃ সহদেবং মহাবলম্ ॥৩৩॥
অসৌ সুবলপুত্রো নো জঘনং পীড্য দংশিতঃ।
সেনাং নিসূদয়ত্যেষ পশ্য পাণ্ডব! দুর্ম্মতিম্ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

গান্ধারেতি। গান্ধাররাজঃ শকুনিঃ। হে অধর্ম্মজ্ঞা! স্থতেন অপসরণেন ॥২৯॥
অনীকমিতি। অনীকং সৈন্যম্, অশ্বানামশ্বারোহিণাম্ ॥৩০॥
বলেনেতি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যম্, অভ্যঘ্নন্ শকুন্যাদয়ঃ ॥৩১॥
তদিতি। অভ্রং মেঘঃ, ক্ষিপ্যমাণং চাল্যমানম্ ॥৩২॥
তত ইতি। অভ্যচোদয়ৎ প্রৈরয়ৎ, অব্যগ্রঃ অবিহ্বলচিত্তঃ ॥৩৩॥
অসাবিতি। নঃ অস্মাকম্। জঘনং সেনামধ্যভাগম্, পীড্য পীড়য়িত্বা ॥৩৪॥

পরে বলবান্ শকুনি এই কথা বলিলেন—'হে অধর্ম্মজ্ঞ সৈন্যগণ! তোমরা ফের, যুদ্ধ কর, পলায়ন করিতেছ কেন?' ॥২৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! শকুনির প্রাসযোধি দশসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ছিল ॥৩০॥

তাহারা বিক্রম প্রকাশ করিয়া পাণ্ডবপক্ষের লোকক্ষয় করিতে লাগিলে, শকুনি-প্রভৃতি বীরেরাও সুধার বাণসমূহদ্বারা পৃষ্ঠদেশ হইতে পাণ্ডবগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

বায়ু যেমন মেঘগুলিকে সঞ্চালিত করে, সেইরূপ গান্ধারসৈন্য পাণ্ডবসৈন্যকে সঞ্চালিত করিতে থাকিলে, বিশাল পাণ্ডবসৈন্য ভগ্ন হইয়া গেল ॥৩২॥

তদনন্তর যুধিষ্ঠির আপন সৈন্যগণকে নিকটেই ভগ্ন দেখিয়া ধীরচিত্তে মহাবল সহদেবকে আদেশ করিলেন—॥৩৩॥

---

(৩৩) অভ্যনোদয়দব্যগ্রঃ···নি। (৩৪)···সংস্থিতঃ—পি।

গচ্ছ ত্বং দ্রৌপদেয়ৈশ্চ শকুনিং সৌবলং জহি।
রথানীকমহং ধক্ষ্যে পাঞ্চালসহিতোঽনঘ ! ॥৩৫॥
গচ্ছন্তু কুঞ্জরাঃ সর্বে বাজিনশ্চ সহ ত্বয়া।
পাদাতাশ্চ ত্রিসাহস্রাঃ শকুনিং তৈর্বৃতো জহি ॥৩৬॥
ততো গজাঃ সপ্তশতাশ্চাপপাণিভিরাবৃতাঃ।
পঞ্চ চাশ্বসহস্রাণি সহদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৩৭॥
পাদাতাশ্চ ত্রিসাহস্রা দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
রণে হ্যভ্যদ্রবংস্তে তু শকুনিং যুদ্ধদুর্ম্মদম্ ॥৩৮॥ (যুগ্মকম্)
ততস্তু সৌবলো রাজন্নভ্যতিক্রম্য পাণ্ডবান্।
জঘান পৃষ্ঠতঃ সেনাং জয়গৃদ্ধঃ প্রতাপবান্ ॥৩৯॥
অশ্বারোহাস্তু সংরব্ধাঃ পাণ্ডবানাং তরস্বিনাম্।
প্রাবিশন্ সৌবলানীকমভ্যতিক্রম্য তান্ রথান্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছেতি। দ্রৌপদেয়ৈঃ দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রৈঃ সহ। ধক্ষ্যে দগ্ধং করিষ্যে ॥৩৫॥
গচ্ছন্ত্বিতি। পাদাতাঃ পদাতিগণাঃ। বৃতঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥৩৬॥
তত ইতি। আবৃতা আরূঢ়াঃ। সর্বশঃ সর্ব্বে। অভ্যদ্রবন্নভ্যধাবন্ ॥৩৭—৩৮॥
তত ইতি। সৌবলঃ শকুনিঃ। জয়গৃদ্ধো জয়াভিলাষী ॥৩৯॥

'যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ঐ শকুনি আমাদের সৈন্যের মধ্যভাগ পীড়ন করিয়া এই সংহার করিতেছে। অতএব সহদেব! এ দুর্ম্মতিকে দেখ ॥৩৪॥

নিষ্পাপ সহদেব! দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত তুমি যাও এবং শকুনিকে বধ কর। এদিকে আমি ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত মিলিত হইয়া কুরুপক্ষের রথী সৈন্য দগ্ধ করি ॥৩৫॥

সমস্ত গজারোহী ও অশ্বারোহী এবং তিন সহস্র পদাতি তোমার সহিত গমন করুক; তুমি সেই সমস্তে পরিবেষ্টিত হইয়া শকুনিকে বধ কর' ॥৩৬॥

তাহার পর ধনুর্দ্ধরারূঢ় সাত শত হস্তী, পঞ্চ সহস্র অশ্ব, বলবান্ সহদেব, তিন সহস্র পদাতি এবং দ্রৌপদীর পুত্রেরা সকলে যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ শকুনির দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৭—৩৮॥

রাজা! তাহার পর জয়াভিলাষী ও প্রতাপশালী শকুনি পাণ্ডবগণকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের পৃষ্ঠবর্ত্তী সৈন্যগণকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

(৩৭) পাণিভিরাস্থিতাঃ···নি।

তে তত্র সাদিনঃ শূরাঃ সৌবলস্য মহদ্বলম্।
গজমধ্যে চ তিষ্ঠন্তঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥৪১॥
তদুদ্যতগদাপ্রাসমহাপুরুষসেবিতম্।
প্রাবর্ত্তত মহাযুদ্ধং রাজন্! দুর্ম্মন্ত্রিতে তব ॥৪২॥
উপারমন্ত জ্যাশব্দাঃ প্রেক্ষকা রথিনোঽভবন্।
নহি স্বেষাং পরেষাং বা বিশেষঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥৪৩॥
শূরবাহুবিসৃষ্টানাং শক্তীনাং ভরতর্ষভ!।
জ্যোতিষামিব সম্পাতমপশ্যন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥৪৪॥
ঋষ্টিভির্বিমলাভিশ্চ তত্র তত্র বিশাংপতে!।
সম্পতন্তীভিরাকাশমাবৃতং বহ্বশোভত ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বেতি। সংরব্ধাঃ ক্রুদ্ধাঃ, তরস্বিনাং বলবতাম্। সৌবলানীকং শকুনিসৈন্যম্ ॥৪০॥
ত ইতি। সাদিনঃ অশ্বারোহিণঃ। অবাকিরন্ প্রাহরন্ ॥৪১॥
তদিতি। উদ্যতা গদাঃ প্রাসাশ্চ যৈস্তৈর্মহাপুরুষৈঃ সেবিতম্ ॥৪২॥
উপেতি। উপারমন্ত যুদ্ধাদ্ব্যরমন্, জ্যাশব্দা ধনুর্গুণশব্দাঃ ॥৪৩॥
শূরেতি। শূরবাহুভির্বিসৃষ্টানাং নিক্ষিপ্তানাম্। জ্যোতিষাং নক্ষত্রাণাম্ ॥৪৪॥
ঋষ্টিভিরিতি। ঋষ্টিভিরস্ত্রবিশেষৈঃ, তত্র নানাস্থানে ॥৪৫॥

পরে, বলবান্ পাণ্ডবগণের অশ্বারোহী সৈন্যেরা সেই রথারোহী পাণ্ডবগণকে অতিক্রম করিয়া, শকুনির সৈন্যমধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল ॥৪০॥

সেই বীর অশ্বারোহীরা কুরুপক্ষের হস্তিসৈন্যমধ্যে থাকিয়া বাণবর্ষণদ্বারা শকুনির বিশাল সৈন্য সংহার করিতে লাগিল ॥৪১॥

রাজা! আপনার কুমন্ত্রণার ফলে, তখন গুরুতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল; সেই যুদ্ধে মহাবীরেরা গদা ও প্রাস উত্তোলন করিয়া প্রহার করিতে থাকিলেন ॥৪২॥

তৎকালে রথারোহী বীরগণ দর্শক হইলেন, তাঁহাদের জ্যাশব্দ নিবৃত্তি পাইল, সেই সময়ে স্বপক্ষ বা বিপক্ষগণের কোন তারতম্য দেখা গেল না ॥৪৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ!—তখন কৌরব ও পাণ্ডবেরা নক্ষত্রের ন্যায় আকাশে বীরবাহু-নিক্ষিপ্ত শক্তিগুলির পতন দেখিতে লাগিলেন ॥৪৪॥

নরনাথ! নির্ম্মল ঋষ্টি সকল নানাস্থানে পতিত হইতে থাকিলে, আকাশ অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৫॥

---

(৪১) গজমধ্যেঽবতিষ্ঠন্তঃ···পি, রণমধ্যে ব্যতিষ্ঠন্ত···নি।

প্রাসানাং পততাং রাজন্! রূপমাসীৎ সমন্ততঃ।
শলভানামিবাকাশে তদা ভরতসত্তম! ॥৪৬॥
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গা বিপ্রবিদ্ধৈর্নিয়ন্তৃভিঃ।
হয়াঃ পরিপতন্তি স্ম শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৪৭॥
অন্যোন্যং সন্নিবিষ্টাশ্চ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
আবিক্ষতাঃ স্ম দৃশ্যন্তে রমন্তো রুধিরং মুখৈঃ।
ততোঽভবত্তমো ঘোরং সৈন্যে তু রজসা বৃতে ॥৪৮॥
তানপাক্রমতোঽদ্রাক্ষং তস্মাদ্দেশাদরিন্দমান্।
অশ্বান্ রাজন্! মনুষ্যাংশ্চ তমসা সংবৃতে সতি ॥৪৯॥
ভূমৌ নিপতিতাশ্চান্যে রমন্তো রুধিরং বহু।
কেশাকেশিসমালগ্না ন শেকুশ্চেষ্টিতুং নরাঃ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

প্রাসানামিতি। রূপমাকৃতিঃ। শলভানাং পতঙ্গানাম্ ॥৪৬॥
রুধিরেতি। বিপ্রবিদ্ধৈরস্ত্রতাড়িতৈঃ, নিয়ন্তৃভিঃ চালকৈঃ সহ ॥৪৭॥
অন্যোন্যমিতি। সন্নিবিষ্টাঃ সংসক্তাঃ। তমঃ অন্ধকারঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৮॥
তানিতি। অপাক্রমতঃ পলায়মানান্। তমসা সংবৃতে রণস্থলে ॥৪৯॥
ভূমাবিতি। সমালগ্নাঃ সংসক্তাঃ, চেষ্টিতুং কিমপি কর্ত্তুম্ ॥৫০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! সকল দিকে আকাশে পতঙ্গসমূহের ন্যায় প্রাস সকল পতিত হইতে লাগিলে, সে উভয়ের আকৃতি সমানই দেখা যাইতে থাকিল ॥৪৬॥

রক্তসিক্ত দেহ শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্ব অস্ত্রতাড়িত আরোহিগণের সহিত সকল দিকে পতিত হইতে লাগিল ॥৪৭॥

পরে দেখা গেল—অশ্ব সকল পরস্পর সম্মিলিত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ হইয়া বহুতর রক্ত বমন করিতেছে, ক্রমে সৈন্যগণ ধূলিতে আবৃত হইয়া গেলে ভীষণ অন্ধকার হইল ॥৪৮॥

রাজা! রণস্থল অন্ধকারে আবৃত হইলে, শত্রুদমনকারী সেই অশ্ব ও মনুষ্যগণ সেস্থান হইতে পলায়ন করিতেছে—দেখিতে পাইলাম ॥৪৯॥

অন্য পদাতিরা বহুতর রক্ত বমন করিতে থাকিয়া, পরস্পর কেশাকর্ষণ করিয়া, ভূতলে পতিত হইয়া, কোন কার্য্যই করিতে পারিল না ॥৫০॥

(৪৮)···অন্যোন্যং পরিপিষ্টাঃ · সুবিক্ষতাঃ···পি, রজসা বৃতম্—নি।

অন্যোন্যমশ্বপৃষ্ঠেভ্যো বিকর্ষন্তো মহাবলাঃ।
মল্লা ইব সমাসাদ্য নিজঘ্নুরিতরেতরম্।
অশ্বৈশ্চ ব্যপকৃষ্যন্ত বহবোঽত্র গতাসবঃ ॥৫১॥
ভূমৌ নিপতিতাশ্চান্যে বহবো বিজয়ৈষিণঃ।
তত্র তত্র ব্যদৃশ্যন্ত পুরুষাঃ শূরমানিনঃ ॥৫২॥
রক্তোক্ষিতৈশ্ছিন্নভুজৈরপকৃষ্টশিরোরুহৈঃ।
ব্যদৃশ্যত মহী কীর্ণা শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৫৩॥
দূরং ন শক্যং তত্রাসীদ্‌গন্তুমশ্বেন কেনচিৎ।
হস্ত্যারোহৈর্হতৈরশ্বৈরাবৃতে বসুধাতলে ॥৫৪॥
রুধিরোক্ষিতসন্নাহৈরাত্তশস্ত্রৈরুদায়ুধৈঃ।
নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈঃ পরস্পরবধৈষিভিঃ।
সুসন্নিকৃষ্টৈঃ সংগ্রামে হতভূয়িষ্ঠসৈনিকে ॥৫৫॥
স মুহূর্ত্তং ততো যুদ্ধা সৌবলোঽথ বিশাংপতে!।
ষট্‌সাহস্রৈর্হয়ৈঃ শিষ্টৈরপায়াৎ শকুনিস্ততঃ ॥৫৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অন্যোন্যমিতি। মল্লা বাহুযোদ্ধারঃ। গতাসবো মৃতাঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫১॥

ভূমাবিতি। শূরান্ আত্মনো মন্যন্ত ইতি শূরমানিনঃ ॥৫২॥

রক্তেতি। রক্তোক্ষিতৈঃ রুধিরসিক্তৈঃ। অপকৃষ্টশিরোরুহৈরাকৃষ্টকেশৈঃ ॥৫৩॥

দূরমিতি। হস্ত্যারোহৈর্গজারোহিভিঃ ॥৫৪॥

রুধিরেতি। রুধিরেণ উক্ষিতাঃ সিক্তাঃ সন্নাহা যুদ্ধসজ্জা যেষাং তৈঃ। আত্তশস্ত্রৈগৃহীতাস্ত্রৈঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ। যুদ্ধা যুদ্ধং কৃত্বা ॥৫৫—৫৬॥

মহাবল যোদ্ধারা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পরস্পর আকর্ষণ করিতে থাকিয়া মল্লযোদ্ধাদের ন্যায় পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল, ক্রমে বহুতর অশ্বারোহীকে অশ্বগণের সহিতই প্রাণশূন্য অবস্থায় দেখা যাইতে থাকিল ॥৫১॥

ক্রমে দেখা গেল—রণস্থলের নানাস্থানে বীরাভিমানী ও জয়াভিলাষী বহুতর মনুষ্য ভূতলে পতিত হইয়াছে ॥৫২॥

আরও দেখা গেল—রক্তসিক্ত, ছিন্ন বাহু এবং আকৃষ্ট কেশ শত শত ও সহস্র সহস্র মনুষ্যে সমরভূমি ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥৫৩॥

নিহত গজারোহী ও অশ্বারোহীরা পতিত হইয়া ভূতল আবৃত করিলে, কোন অশ্বারোহীই অশ্বারোহণে গমন করিতে পারিল না ॥৫৪॥

(৫৪) সাশ্বারোহৈঃ·· নি।

তথৈব পাণ্ডবানীকং রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ।
ষট্‌সাহস্রৈর্হয়ৈঃ শিষ্টৈরপায়াৎ শ্রান্তবাহনম্ ॥৫৭॥
অশ্বারোহাস্তু পাণ্ডূনামব্রুবন্ রুধিরোক্ষিতাঃ ।
সুসন্নিবিষ্টাঃ সংগ্রামে ভূয়িষ্ঠং ত্যক্তজীবিতাঃ ॥৫৮॥
নেহ শক্যং রথৈর্যোদ্ধুং কুত এব মহাগজৈঃ ।
রথানেব রথা যান্তু কুঞ্জরাঃ কুঞ্জরানপি ॥৫৯॥
প্রতিযাতো হি শকুনিঃ স্বমনীকমবস্থিতঃ ।
ন পুনঃ সৌবলো রাজা যুদ্ধমভ্যাগমিষ্যতি ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। শিষ্টৈরবশিষ্টৈঃ, শ্রান্তানি মৃতানি বাহনানি যস্য তৎ ॥৫৭॥
অশ্বেতি। ত্যক্তানি জীবিতানি জীবনমমতা যৈস্তে ॥৫৮॥
নেতি। ইহ ঈদৃশে গজাদিসঙ্কীর্ণে রণস্থলে ॥৫৯॥
প্রতীতি। প্রতিযাতঃ অপসৃতঃ। স্বমনীকং প্রবিশ্যেতি শেষঃ ॥৬০॥

নরনাথ! যুদ্ধে যাহাদের যুদ্ধসজ্জা রক্তে সিক্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই সকল অস্ত্রধারী, উত্তোলিতাস্ত্র ও পরস্পরবধাভিলাষী যোদ্ধারা নিকটবর্ত্তী হইয়া ভীষণ ভীষণ নানা অস্ত্রদ্বারা অধিক সৈন্যকে নিহত করিলে, সুবলনন্দন শকুনি কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষট্‌সহস্র অশ্বারোহীর সহিত সেস্থান হইতে অপসৃত হইলেন ॥৫৫—৫৬॥

সমস্ত অঙ্গ রক্তে সিক্ত ও বাহন সকল নিহত হইলে, পাণ্ডবসৈন্যেরাও সেইরূপ অবশিষ্ট ষট্‌সহস্র অশ্বারোহীর সহিত রণস্থল হইতে অপসৃত হইল ॥৫৭॥

পাণ্ডবপক্ষের রক্তসিক্ত অশ্বারোহীরা অনেকেই জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে অভিনিবিষ্ট হইয়া বলিলেন—॥৫৮॥

'রণস্থলের এইরূপ সঙ্কীর্ণ অবস্থায় রথীরা যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, বিশাল হস্তীরা আর কি করিয়া পারিবে; অতএব রথীরা রথিগণের দিকে গমন করুন, আর হস্তীরা হস্তিগণের দিকে যাউক' ॥৫৯॥

শকুনি রণস্থল হইতে অপসৃত হইয়া আপন সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু গান্ধাররাজ শকুনি আর যুদ্ধ করিতে আসিবেন না ॥৬০॥

(৫৭)···ভ্রান্তবাহনম্—পি। (৫৮)···ভূয়িষ্ঠে ত্যক্তজীবিতাঃ—বর্দ্ধ। (৫৯) নহি শক্যম্···নি।

ততস্তু দ্রৌপদেয়াশ্চ তে চ মত্তা মহাদ্বিপাঃ।
প্রযযুর্যত্র পাঞ্চাল্যো ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ ॥৬১॥
সহদেবোঽপি কৌরব্যো রজোমেঘে সমুত্থিতে।
একাকী প্রযযৌ তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥৬২॥
ততস্তেষু প্রয়াতেষু শকুনিঃ সৌবলঃ পুনঃ।
পার্শ্বতোঽভ্যহনৎ ক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বাহিনীম্ ॥৬৩॥
তৎ পুনস্তুমুলং যুদ্ধং ত্যক্তপ্রাণমবর্ত্তত।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ পরস্পরবধৈষিণাম্ ॥৬৪॥
তে হ্যন্যোন্যমবৈক্ষন্ত তস্মিন্ বীরসমাগমে।
যোধাঃ পর্য্যপতন্ রাজন্! শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৬৫॥
অসিভিশ্ছিদ্যমানানাং শিরসাং লোকসংক্ষয়ে।
প্রাদুরাসীন্মহাশব্দস্তালানাং পততামিব ॥৬৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ। মহাদ্বিপা বিশালহস্তিনঃ ॥৬১॥
সহেতি। রজো ধূলিরেব মেঘস্তস্মিন্ ॥৬২॥
তত ইতি। সৌবলঃ সুবলপুত্রঃ। অভ্যহনদিতি বিকরণলোপাভাব আর্ষঃ ॥৬৩॥
তদিতি। ত্যক্তাঃ প্রাণা যস্মিন্ তৎ ॥৬৪॥
ত ইতি। বীরাণাং সমাগমে সম্মেলনে। পর্য্যপতন্ পর্য্যধাবন্ ॥৬৫॥

তদনন্তর দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং সেই মহাহস্তী সকল—পাঞ্চালরাজপুত্র মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন যেখানে ছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন ॥৬১॥

ধূলিরূপ মেঘ উঠিলে যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, কৌরবনন্দন সহদেবও একাকী সেইখানে গমন করিলেন ॥৬২॥

ক্রমে তাঁহারা সেই সেই স্থানে গমন করিলে, সুবলনন্দন শকুনি পুনরায় আসিয়া পার্শ্ব দিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

মহারাজ! তখন পরস্পরবধাভিলাষী আপনার পক্ষ ও বিপক্ষগণের তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল; তাহাতে যোদ্ধারা প্রাণ ত্যাগ করিতে থাকিলেন ॥৬৪॥

সেই বীরসম্মেলনের সময় যোদ্ধারা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং শত শত ও সহস্র সহস্র যোদ্ধা পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৬৫॥

(৬৩) পার্শ্বতোঽভ্যপতৎ···পি। (৬৪)···প্রাণাংস্ত্যক্ত্বাঽভ্যবর্ত্তত—পি। (৬৫) তে চান্যোন্যমবৈক্ষন্ত···নি।

বিমুক্তানাং শরীরাণাং ভিন্নানাং পততাং ভুবি।
সায়ুধানাঞ্চ বাহূনামূরূণাঞ্চ বিশাংপতে!।
আসীচ্চটচটাশব্দঃ সুমহান্ লোমহর্ষণঃ ॥৬৭॥
নিঘ্নন্তো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পিতৄনপি।
যোধাঃ পরিপতন্তি স্ম যথামিষকৃতে খগাঃ ॥৬৮॥
অন্যোন্যং প্রতিসংরব্ধাঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি ন্যঘ্নন্ সহস্রশঃ ॥৬৯॥
সংঘাতেনাসনভ্রষ্টৈরশ্বারোহৈর্গতাসুভিঃ।
হতাঃ পরিপতন্তি স্ম শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

অসিভিরিতি। লোকসংক্ষয়ে তৎসময়ে। তালানাং ফলানাম্ ॥৬৬॥
বিমুক্তানামিতি। বিমুক্তানাং বর্ম্মরহিতানাম্, ভিন্নানাং বিদীর্ণানাম্। ষট্পাদঃ ॥৬৭॥
নিঘ্নন্ত ইতি। পরিপতন্তি সর্বতো ধাবন্তি। আমিষকৃতে মাংসার্থে ॥৬৮॥
অন্যোন্যমিতি। সংরব্ধাঃ ক্রুদ্ধাঃ। অহং পূর্বং গচ্ছামীতি শেষঃ ॥৬৯॥
সংঘাতেনেতি। সংঘাতেন আঘাতেন। গতাসুভির্নির্গতপ্রাণৈঃ ॥৭০॥

সেই লোকক্ষয়ের সময়ে তালফল পতনের শব্দের ন্যায় তরবারিচ্ছিন্ন মস্তক পতনের গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল ॥৬৬॥

নরনাথ! কবচবিহীন ও অস্ত্রবিদীর্ণ শরীর, অস্ত্রযুক্ত বাহু ও উরু সকল ভূতলে পতিত হইতে থাকিলে, সেগুলির গুরুতর ও লোমহর্ষণ 'চটচটা' শব্দ হইতে লাগিল ॥৬৭॥

পক্ষিগণ যেমন মাংসের জন্য ধাবিত হয়, সেইরূপ যোদ্ধারা সুধার অস্ত্রসমূহদ্বারা ভ্রাতা, পুত্র ও পিতাদিগকে বধ করিতে থাকিয়া ধাবিত হইলেন ॥৬৮॥

উভয়পক্ষের যোদ্ধারা পরস্পরকে পাইয়া পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া 'আমি আগে আমি আগে' এইরূপ বলিতে থাকিয়া সহস্র সহস্র সৈন্য বধ করিতে লাগিলেন ॥৬৯॥

শত্রুরা আঘাত করিলে, অশ্বারোহীরা আসন ভ্রষ্ট ও গতাসু প্রায় হইয়া নিহত করিতে থাকিলে, সেরূপ শত শত ও সহস্র সহস্র লোক সকল দিকে পতিত হইতে থাকিল ॥৭০॥

---

(৬৭)···ছিন্নানাং···কটকটাশব্দঃ···নি। (৬৮)···সর্বানপি—নি পি। (৭০) হয়াঃ পরিপতন্তি স্ম···পি।

স্ফুরতাং প্রতিপিষ্টানামশ্বানাং শীঘ্রচারিণাম্।
স্তনতাঞ্চ মনুষ্যাণাং সন্নদ্ধানাং বিশাংপতে! ॥৭১॥
শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসশব্দস্তু তুমুলঃ সমজায়ত।
ভিন্দতাং পরমর্ম্মাণি রাজন্! দুর্ম্মন্ত্রিতে তব ॥৭২॥ (যুগ্মকম্)
শ্রমাভিভূতাঃ সংরব্ধাঃ শ্রান্তবাহাঃ পিপাসিতাঃ।
বিক্ষতাশ্চ শিতৈঃ শস্ত্রৈরভ্যবর্ত্তন্ত তাবকাঃ ॥৭৩॥
মত্তা রুধিরগন্ধেন বহবোঽত্র বিচেতসঃ।
জঘ্নুঃ পরান্ স্বকাংশ্চৈব প্রাপ্তান্ প্রাপ্তাননন্তরান্ ॥৭৪॥
বহবশ্চ গতপ্রাণাঃ ক্ষত্রিয়া জয়গৃদ্ধিনঃ।
ভূমৌ চাভ্যপতন্ রাজন্! শরবৃষ্টিভিরাহতাঃ ॥৭৫॥
বৃকগৃধ্রশৃগালানাং তুমুলে মোদনেঽহনি।
আসীদ্বলক্ষয়ো ঘোরস্তব পুত্রস্য পশ্যতঃ ॥৭৬॥

ভারতকৌমুদী

স্ফুরতামিতি। স্ফুরতাং স্পন্দমানানাম্, প্রতিপিষ্টানাং গজাদিভিশ্চূর্ণিতাঙ্গানাম্। স্তনতাং গর্জ্জতাম্। ভিন্দতাং বিদারয়তাম্ ॥৭১—৭২॥

শ্রমেতি। সংরব্ধাঃ ক্রুদ্ধাঃ, শ্রান্তা বাহা বাহনানি যেষাং তে ॥৭৩॥

মত্তা ইতি। বিচেতসো বিক্ষুব্ধচিত্তাঃ। প্রাপ্তান্ উপস্থিতান্, অন্তরান্ আসন্নান্ ॥৭৪॥

বহব ইতি। জয়গৃদ্ধিনো জয়াভিলাষিণঃ ॥৭৫॥

নরনাথ রাজা! আপনার কুমন্ত্রণায় শীঘ্রগামী অশ্বগণ পতিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল এবং নিষ্পিষ্ট হইতে থাকিল, আর যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত গর্জ্জনকারী বীরগণ বিপক্ষগণের মর্ম্ম বিদারণ করিতে লাগিলে, তাহাদের শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসের তুমুল শব্দ হইতে থাকিল ॥৭১—৭২॥

মহারাজ! আপনার সৈন্যেরা পরিশ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, শ্রান্তবাহন, পিপাসার্ত্ত ও সুধার অস্ত্রসমূহে ক্ষতবিক্ষতদেহ হইয়া সকল দিকে অবস্থান করিতে লাগিল ॥৭৩॥

বিক্ষুব্ধচিত্ত বহুতর সৈন্য রক্তের গন্ধে মত্ত হইয়া স্বপক্ষ বা বিপক্ষ উপস্থিত হইয়া নিকটে আসিলেই তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল ॥৭৪॥

রাজা! জয়াভিলাষী বহুতর ক্ষত্রিয় শরবর্ষণে আহত ও প্রাণবিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন ॥৭৫॥

---

(৭১) ··শীঘ্রগামিনাম্···নি। (৭২) ভিন্দতঃ···পি। (৭৩) ··পিপাসবঃ—নি। (৭৫)··· শরবৃষ্টিরাবৃতাঃ—নি।

নরাশ্বকায়সংছন্না ভূমিরাসীদ্বিশাংপতে ।।
রুধিরোদকচিত্রা চ ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধিনী ॥৭৭॥
অসিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈস্তক্ষ্যমাণাঃ পুনঃ পুনঃ।
তাবকাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ নাভ্যবর্ত্তন্ত ভারত ! ॥৭৮॥
প্রহরন্তো যথাশক্তি যাবৎ প্রাণস্য ধারণম্।
যোধাঃ পরিপতন্তি স্ম বমন্তো রুধিরং ব্রণৈঃ ॥৭৯॥
শিরো গৃহীত্বা কেশেষু কবন্ধশ্চ ব্যদৃশ্যত।
উদ্যম্য চ শিতং খড়্গং রুধিরেণ পরিপ্লুতম্ ॥৮০॥
অথোত্থিতেষু বহুষু কবন্ধেষু জনাধিপ ! ।
তথা রুধিরগন্ধেন যোধান্ কশ্মলমাবিশৎ ॥৮১॥

ভারতকৌমুদী

বৃকেতি। বৃকা ব্যাঘ্রবিশেষাঃ, গৃধ্রাঃ শকুনয়ঃ, মোদনে আমোদজনকে ॥৭৬॥
নরেতি। রুধিরাণি উদকানীব তৈশ্চিত্রা বিচিত্রবর্ণাঃ ॥৭৭॥
অসিভিরিতি। তক্ষ্যমাণাংস্তনূক্রিয়মাণাঃ আহন্যমানা ইত্যর্থঃ ॥৭৮॥
প্রেতি। বমন্তো নিঃসারয়ন্তঃ, ব্রণৈঃ ক্ষতস্থানৈঃ ॥৭৯॥
শির ইতি। কবন্ধো মস্তকশূন্যদেহঃ। শিতং সুধারম্ ॥৮০॥
অথেতি। কশ্মলং মোহঃ। আবিশৎ, ভীষণব্যাপারদর্শনাৎ ॥৮১॥

রাজা ! ব্যাঘ্র, শকুন ও শৃগালগণের আমোদজনক সেই ভীষণ দিনে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সমক্ষেই ভীষণ সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল ॥৭৬॥

নরনাথ ! ক্রমে সমরভূমি মানুষ ও অশ্বগণের দেহে আবৃত এবং জলের ন্যায় রক্তপ্রবাহে বিচিত্র হইয়া ভীরুজনের ভয় জন্মাইতে থাকিল ॥৭৭॥

ভরতনন্দন ! আপনার পক্ষের ও পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা তরবারি, পট্টিশ ও শূলের আঘাতে বার বার ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিয়া, আর অভিমুখবর্ত্তী হইতে পারিলেন না ॥৭৮॥

যে পর্য্যন্ত প্রাণ থাকিতে ছিল, সেই পর্য্যন্তই যোদ্ধারা শক্তি অনুসারে প্রহার করিতে থাকিয়া ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নিঃসারণ করতঃ পতিত হইতে লাগিলেন ॥৭৯॥

ক্রমে দেখা গেল—কবন্ধ সকল শত্রুর কেশাকর্ষণ এবং সুধার ও রক্তাক্ত তরবারি উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে ॥৮০॥

(৭৭) নরাশ্বকায়ৈঃ সংছন্না···নি। (৭৮)···ন হ্যবর্ত্তন্ত ··নি। (৭৯)···রুধিরং মুখৈঃ— নি। (৮০)···স্ম প্রদৃশ্যতে—নি।

মন্দীভূতে ততঃ শব্দে পাণ্ডবানাং মহদ্বলম্।
অল্পাবশিষ্টৈস্তুরগৈরভ্যবর্ত্তত সৌবলঃ ॥৮২॥
ততোঽভ্যধাবংস্ত্বরিতাঃ পাণ্ডবা জয়গৃদ্ধিনঃ।
পদাতয়শ্চ নাগাশ্চ সাদিনশ্চোদ্যতায়ুধাঃ ॥৮৩॥
কোষ্ঠকীকৃত্য চাপ্যেনং পরিক্ষিপ্য চ সর্বশঃ।
শস্ত্রৈর্নানাবিধৈর্জঘ্নুর্যুদ্ধপারং তিতীর্ষবঃ ॥৮৪॥
ত্বদীয়াংস্তাংস্তু সংপ্রেক্ষ্য সর্বতঃ সমভিদ্রুতান্।
সাশ্বপত্তিদ্বিপরথাঃ পাণ্ডবানভিদুদ্রুবুঃ ॥৮৫॥
কেচিৎ পদাতয়ঃ পদ্ভির্মুষ্টিভিশ্চ পরস্পরম্।
নিজঘ্নুঃ সমরে শূরাঃ ক্ষীণশস্ত্রাস্ততোঽপতন্ ॥৮৬॥

ভারতকৌমুদী

মন্দীতি। অল্পাবশিষ্টৈর্বহূনাং বিনাশাৎ। সৌবলঃ শকুনিঃ ॥৮২॥
তত ইতি। জয়গৃদ্ধিনো জয়াভিলাষিণঃ। নাগা গজাঃ, সাদিনোঽশ্বারোহিণঃ ॥৮৩॥
কোষ্ঠকীতি। কোষ্ঠকীকৃত্য পরিবেষ্ট্য। পরিক্ষিপ্য শস্ত্রাণ্যেব ॥৮৪॥
ত্বদীয়ানিতি। সমভিদ্রুতান্ অভিধাবিতান্। অভিদুদ্রুবুঃ অভিদধাবুঃ কৌরবাঃ ॥৮৫॥
কেচিদিতি। পদ্ভিঃ পদাঘাতৈঃ। অপতন্ নিহতা ইতি শেষঃ ॥৮৬॥

নরনাথ! এইরূপ বহুতর কবন্ধ উত্থিত হইলে এবং রক্তের গন্ধ ছুটিলে, যোদ্ধাদের মোহ উপস্থিত হইল ॥৮১॥

তাহার পর সৈন্যের কোলাহল কমিয়া আসিলে, শকুনি অল্পাবশিষ্ট অশ্বারোহী লইয়া পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন ॥৮২॥

তদনন্তর জয়াভিলাষী পাণ্ডবেরা পদাতি, গজারোহী ও অশ্বারোহীরা অস্ত্র উত্তোলন করিয়া শকুনির দিকে ধাবিত হইলেন ॥৮৩॥

পরে তাহারা যুদ্ধসমুদ্রের পারে যাইবার অভিলাষী হইয়া, শকুনিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সকল দিক্ হইতে নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া উহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৮৪॥

মহারাজ! পাণ্ডবেরা সকল দিক্ হইতে আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবিত হইলে, কৌরবেরা হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণকে লইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি বেগে যাইতে লাগিলেন ॥৮৫॥

ক্ষীণশস্ত্র কতকগুলি বলবান্ পদাতি পরস্পর মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত করিয়া সংহার করিতে লাগিল এবং নিজেরাও নিহত হইয়া পতিত হইতে থাকিল ॥৮৬॥

(৮৫) রথাশ্বপত্তিদ্বিরদাঃ···নি।

রথেভ্যো রথিনঃ পেতুর্দ্বিপেভ্যঃ সাদিনস্তথা।
বিমানেভ্য ইব ভ্রষ্টাঃ সিদ্ধাঃ পুণ্যক্ষয়ে যথা ॥৮৭॥
এবমন্যোন্যমায়স্তা যোধা জঘ্নুর্মহামৃধে।
পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ বয়স্যাংশ্চ পুত্রানপি তথাপরে ॥৮৮॥
এবমাসীদমর্য্যাদং যুদ্ধং ভরতসত্তম ! ।
প্রাসাসিবাণকলিলে বর্ত্তমানে সুদারুণে ॥৮৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে সঙ্কুলযুদ্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:-০-:—

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ শব্দে মৃদৌ জাতে পাণ্ডবৈর্নিহতে বলে।
অশ্বৈঃ সপ্তশতৈঃ শিষ্টৈরুপাবর্ত্তত সৌবলঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

রথেভ্য ইতি। দ্বিপেভ্যো গজেভ্যঃ, সাদিন আরোহিণঃ ॥৮৭॥

এবমিতি। আয়স্তা যত্তা যত্নবন্ত ইতি যাবৎ। মহামৃধে মহাযুদ্ধে ॥৮৮॥

এবমিতি। অমর্য্যাদং নিয়মশূন্যম্। প্রাসাসিবাণৈঃ কলিলে ব্যাপ্তে ॥৮৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

পুণ্য ক্ষয় হইলে স্বর্গবাসীরা যেমন বিমান হইতে পতিত হন, সেইরূপ রথীরা রথ হইতে এবং গজারোহীরা গজ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন ॥৮৭॥

এইরূপ অন্যান্য যোদ্ধারা পরস্পর যত্নবান্ হইয়া মহাযুদ্ধে পিতা, ভ্রাতা, সখা ও পুত্রদিগকে বধ করিতে থাকিলেন ॥৮৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রাস, তরবারি ও বাণে পরিপূর্ণ সেই সুদারুণ রণস্থলে এইরূপ নিয়মশূন্য যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥৮৯॥ •

(৮৭)…দ্বিপেভ্যো হস্তিসাদিনঃ…বর্দ্ধ। * '…ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ' নি। (১) অল্পাবশিষ্টে সৈন্যে তু…অশ্বৈঃ সপ্তসহস্রৈস্ত…নি।

স যাত্বা বাহিনীং তূর্ণমব্রবীদ্বৈ ত্বরন্ যুধি।
যুধ্যধ্বমিতি সংহৃষ্টাঃ পুনঃ পুনররিন্দমাঃ! ॥২॥
অপৃচ্ছৎ ক্ষত্রিয়াংস্তত্র ক নু রাজা মহারথঃ।
শকুনেস্তু বচঃ শ্রুত্বা ত ঊচুর্ভরতর্ষভ!।
অসৌ তিষ্ঠতি কৌরব্যো রণমধ্যে মহারথঃ ॥৩॥
যত্রৈতৎ সুমহচ্ছত্রং পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্।
যত্রৈতে সতনুত্রাণা রথাস্তিষ্ঠন্তি দংশিতাঃ ॥৪॥
যত্রৈষ শব্দস্তুমুলঃ পর্জন্যনিনদোপমঃ।
তত্র গচ্ছ দ্রুতং রাজংস্ততো দ্রক্ষসি কৌরবম্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
এবমুক্তস্তু তৈঃ শূরৈঃ শকুনিঃ সৌবলস্তদা।
প্রযযৌ তত্র যত্রাসৌ পুত্রস্তব নরাধিপ! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। মৃদৌ মন্দে। শিষ্টৈরবশিষ্টৈঃ, সৌবলঃ শকুনিঃ ॥১॥

স ইতি। যাত্বা গত্বা, বাহিনীং স্বসেনাম্ ॥২॥

অপৃচ্ছদিতি। রাজা দুর্য্যোধনঃ। তে ক্ষত্রিয়াঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩॥

যত্রেতি। সতনুত্রাণা বর্ম্মযুক্তাঃ, দংশিতাঃ সন্নদ্ধাঃ। পর্জন্যনিনদোপমঃ মেঘগর্জনতুল্যঃ। রাজন্! হে গান্ধাররাজ! কৌরবং দুর্য্যোধনম্ ॥৪—৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! সেই শব্দ কমিয়া আসিলে এবং পাণ্ডবেরা কৌরবসৈন্য সংহার করিলে, শকুনি অবশিষ্ট সাত শত সৈন্যের সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন ॥১॥

তিনি আপন সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে ত্বরান্বিত হইয়া সত্বর বলিলেন—'হে শত্রুদমনকারী যোদ্ধৃগণ! আপনারা আনন্দিত হইয়া যুদ্ধ করুন'। এই কথা তিনি বার বার বলিয়াছিলেন ॥২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! পরে শকুনি ক্ষত্রিয়গণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহারথ রাজা দুর্য্যোধন কোথায়?'। তখন সেই ক্ষত্রিয়েরা শকুনির কথা শুনিয়া বলিলেন—'ঐ কৌরবনন্দন মহারথ দুর্য্যোধন যুদ্ধমধ্যে অবস্থান করিতেছেন ॥৩॥

গান্ধাররাজ! পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত অতিবিশাল ছত্র যে স্থানে রহিয়াছে; যেস্থানে বর্ম্মাবৃতদেহ ও যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত এই রথিগণ অবস্থান করিতেছেন এবং যেখানে মেঘগর্জনের ন্যায় এই তুমুল শব্দ হইতেছে, আপনি সত্বর সেইখানে গমন করুন, তাহার পর কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইবেন' ॥৪—৫॥

(২)···চোদয়ানঃ স্বকান্ যুধি—নি।

সর্বতঃ সংবৃতো বীরৈঃ সমরেষ্বনিবর্ত্তিভিঃ।
ততো দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা রথানীকে ব্যবস্থিতম্।
সরথাংস্তাবকান্ সর্বান্ হর্ষয়ন্ শকুনিস্ততঃ ॥৭॥
দুর্য্যোধনমিদং বাক্যং হৃষ্টরূপো বিশাংপতে!।
কৃতকার্য্যমিবাত্মানং মন্যমানোঽব্রবীম্ নৃপম্ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
জহি রাজন্! রথানীকমশ্বাঃ সর্বে জিতা ময়া।
নাত্যক্ত্বা জীবিতঃ সংখ্যে শক্যো জেতুং যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯॥
হতে তস্মিন্ রথানীকে পাণ্ডবেনাভিপালিতে।
গজানেতান্ হনিষ্যামঃ পদাতীংশ্চেতরাংস্তথা ॥১০॥
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য তাবকা জয়গৃদ্ধিনঃ।
জবেনাভ্যদ্রবন্ হৃষ্টাঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। প্রযযৌ, শকুনিরিতি শেষঃ। পুত্রো দুর্য্যোধনঃ ॥৬॥
সর্বত ইতি। রথানীকে রথিসৈন্যমধ্যে। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ। কৃতকার্য্যং কৃতজয়ম্ ॥৭-৮
জহীতি। অত্যক্ত্বা রণস্থলমিতি শেষঃ। জীবিতো ন ভবেৎ ॥৯॥
হত ইতি। রথানীকে রথিসৈন্যে, পাণ্ডবেন যুধিষ্ঠিরেণ ॥১০॥
শ্রুত্বেতি। জয়গৃদ্ধিনো জয়াভিলাষিণঃ। অভ্যদ্রবন্নভ্যধাবন্ ॥১১॥

নরনাথ! সেই বীরেরা এইরূপ বলিলে, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন যেস্থানে ছিলেন, সুবলনন্দন শকুনি তখন সেইস্থানে গমন করিলেন ॥৬॥

নরনাথ! যুদ্ধে অনিবর্ত্তী বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং রাজা দুর্য্যোধনকে রথিসৈন্য মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া শকুনি আপনার পক্ষের সকল সৈন্যকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া এবং আপনাকে যেন কৃতকার্য্য মনে করিয়া হৃষ্টভাবে রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন—॥৭—৮॥

'রাজা! তুমি পাণ্ডবপক্ষের রথিসৈন্য সংহার কর, আমি সমস্ত অশ্বারোহীকেই জয় করিয়াছি। যুধিষ্ঠির রণস্থল ত্যাগ না করিয়া জীবিত থাকিতে পারিবে না; সুতরাং উহাকে জয় করা যাইবে ॥৯॥

যুধিষ্ঠিররক্ষিত সেই রথিসৈন্য নিহত হইলে, আমরা এই সকল গজারোহী ও অপর পদাতিদিগকে বিনাশ করিব' ॥১০॥

মহারাজ! আপনার পক্ষের যোদ্ধারা শকুনির কথা শুনিয়া আনন্দিত ও জয়াভিলাষী হইয়া বেগে পাণ্ডবসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১১॥

(৭) ..সমরে চিত্রযোধিভিঃ...নি। (৯)...মন্যে সর্বে জিতা ময়া...পি।

সর্বে বিধৃততূণীরাঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
শরাসনানি ধুন্বানাঃ সিংহনাদং প্রচক্রিরে ॥১২॥
ততো জ্যাতলনির্ঘোষঃ পুনরাসীদ্বিশাংপতে !।
প্রাদুরাসীচ্ছরাণাঞ্চ বিমুক্তানাং সুদারুণঃ ॥১৩॥
তান্ সমীপগতান্ দৃষ্ট্বা জবেনোদ্যতকার্ম্মুকান্।
উবাচ দেবকীপুত্রং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৪॥
চোদয়াশ্বানসংভ্রান্তঃ প্রবিশৈনং বলার্ণবম্।
অন্তমদ্য গমিষ্যামি শত্রূণাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৫॥
অষ্টাদশ দিনান্যদ্য যুদ্ধস্যাস্য জনার্দ্দন !।
বর্ত্তমানস্য মহতঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥১৬॥
অনন্তকল্পা ধ্বজিনী ভূত্বা হ্যেষাং মহাত্মনাম্।
ক্ষয়মদ্য গতা যুদ্ধে পশ্য দৈবং যথাবিধম্ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সর্ব্ব ইতি। শরাসনানি ধনূংষি, ধুন্বানাঃ শরক্ষেপায় চালয়ন্তঃ ॥১২॥
তত ইতি। সুদারুণো নির্ঘোষ ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥১৩॥
তানিতি। জবেন বেগেন। দেবকীপুত্রং কৃষ্ণম্ ॥১৪॥
চোদয়েতি। চোদয় প্রেরয়, অসংভ্রান্তঃ অবিচলিতঃ। অন্তং শেষম্ ॥১৫॥
অষ্টেতি। সমাসাদ্য প্রাপ্য। ধ্বজিনী সেনা ॥১৬—১৭॥

তাহারা সকলেই তূণ ও ধনু ধারণ করিয়া এবং ধনু সঞ্চালন করিতে থাকিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥১২॥

নরনাথ! তাহার পর পুনরায় ধনুষ্টঙ্কার ও হস্তাবাপের শব্দ হইতে লাগিল এবং নিক্ষিপ্ত শরসমূহের অতিভীষণ চটচটাধ্বনি হইতে থাকিল ॥১৩॥

সেই সৈন্যগণকে ধনু উত্তোলন করিয়া বেগে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন—॥১৪॥

'কৃষ্ণ! তুমি অবিচলিত থাকিয়া অশ্বগুলিকে চালন কর এবং এই সৈন্যসাগরমধ্যে প্রবেশ কর। আমি আজ সুধার বাণদ্বারা শত্রুগণকে নিঃশেষ করিব ॥১৫॥

জনার্দ্দন! পরস্পরকে পাইবার পরে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজ অষ্টাদশ দিন চলিতেছে। মহাত্মাদের সেনা অসীম হইয়াও আজ যুদ্ধে ক্ষয় পাইয়াছে; সুতরাং কৃষ্ণ! দৈব যেমন তাহা দেখ—॥১৬—১৭॥

(১২) বদ্ধনিস্ত্রিংশহস্তাশ্চ···সিংহনাদান্ প্রচক্রিরে—নি। (১৪)···জনানুদ্যতকার্ম্মুকান্—নি।

সমুদ্রকল্পঞ্চ বলং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য মাধব ! ।
অস্মানাসাদ্য সঞ্জাতং গোষ্পদোপমমচ্যুত ! ॥১৮॥
হতে ভীষ্মে তু সন্দধ্যাচ্ছিবং স্যাদিহ মাধব ! ।
ন চ তৎ কৃতবান্ মূঢ়ো ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুবালিশঃ ॥১৯॥
উক্তং ভীষ্মেণ যদ্বাক্যং হিতং পথ্যঞ্চ মাধব ! ।
তচ্চাপি নাসৌ কৃতবান্ বীতবুদ্ধিঃ সুযোধনঃ ॥২০॥
তস্মিংস্তু নিহতে ভীষ্মে প্রচ্যুতে পৃথিবীতলে ।
ন জানে কারণং কিন্নু যেন যুদ্ধমবর্ত্তত ॥২১॥
মূঢ়াংস্তু সর্বথা মন্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সুবালিশান্ ।
পতিতে শান্তনোঃ পুত্রে যেঽকার্ষুঃ সংযুগং পুনঃ ॥২২॥
অনন্তরঞ্চ নিহতে দ্রোণে ব্রহ্মবিদাং বরে ।
রাধেয়ে চ বিকর্ণে চ নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

সমুদ্রেতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য ॥১৮॥
হত ইতি। সন্দধ্যাদ্যদি সন্ধিং কুর্য্যাৎ, তদা শিবং মঙ্গলং স্যাৎ। সুবালিশ অতিমূর্খঃ ॥১৯॥
উক্তমিতি। পথ্যম্ অবস্থানুরূপম্। বীতবুদ্ধিস্ত্যক্তসুবুদ্ধিঃ ॥২০॥
তস্মিন্নিতি। নিহতে আহতে, প্রচ্যুতে পতিতে। অবর্ত্তত অতিষ্ঠৎ ॥২১॥
মূঢ়ানিতি। সুবালিশান্ অতিমূর্খান্। তাদৃশবীরান্তরাভাবেন জয়াসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥২২॥
অনন্তরমিতি। ব্রহ্মবিদাং বেদজ্ঞানাম্। রাধেয়ে কর্ণে। বৈশসং যুদ্ধম্ ॥২৩॥

মাধব! অচ্যুত! দুর্য্যোধনের সমুদ্রতুল্য সৈন্য আমাদিগকে পাইয়া এখন গোষ্পদের তুল্য হইয়া গিয়াছে ॥১৮॥

মাধব! ভীষ্ম নিহত হইলে পরই দুর্য্যোধন যদি সন্ধি করিত, তবে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইত; কিন্তু বিকৃতচিত্ত ও অতিমূর্খ দুর্য্যোধন তাহা করে নাই ॥১৯॥

কৃষ্ণ! ভীষ্ম যে হিতকর ও অবস্থানুরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাও ঐ সুবুদ্ধিশূন্য দুর্য্যোধন করে নাই ॥২০॥

সেই ভীষ্ম আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, আবারও যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তাহার কারণ কিছুই জানি না ॥২১॥

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিপতিত হইলে, যাহারা পুনরায় যুদ্ধ করিয়াছে, আমি সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে সর্বপ্রকারে মোহাবিষ্ট ও অতিমূর্খ বলিয়া মনে করি ॥২২॥

(১৯) হতে ভীষ্মে ধীর্মমাসীচ্ছমঃ স্যাদিতি…নি। (২১) তস্মিংস্তু তুমুলে ভীষ্মে…পি। (২৩)…নৈব শাম্যতি বৈশসম্। এবং সর্বত্র নি।

অল্পাবশিষ্টে সৈন্যেঽস্মিন্ সূতপুত্রে চ পাতিতে।
সপুত্রে বৈ নরব্যাঘ্রে নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥২৪॥
শ্রুতায়ুষি হতে শূরে জলসন্ধে চ পৌরবে।
শ্রুতায়ুধে চ নৃপতৌ নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥২৫॥
ভূরিশ্রবসি শল্যে চ শাল্বে চৈব জনার্দ্দন!।
আবন্ত্যেষু চ বীরেষু নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥২৬॥
জয়দ্রথে চ নিহতে রাক্ষসে চাপ্যলায়ুধে।
বাহ্লীকে সোমদত্তে চ নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥২৭॥
ভগদত্তে হতে শূরে কাম্বোজে চ সুদক্ষিণে।
দুঃশাসনে চ নিহতে নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অল্পেতি। পুত্রৈর্বৃষসেনাদিভিঃ সহেতি তস্মিন্। অশাম্যত ব্যরমৎ ॥২৪॥
শ্রুতেতি। শ্রুতায়ুরাদীনি তত্তদ্বীরনামানি ॥২৫॥
ভূরীতি। আবন্ত্যেষু অবন্তিদেশীয়েষু বিন্দানুবিন্দাদিষু ॥২৬॥
জয়দ্রথ ইতি। বাহ্লীকসোমদত্তৌ কুরুবংশীয়ৌ ॥২৭॥
ভগেতি। কাম্বোজে কাম্বোজদেশীয়ে, সুদক্ষিণে তদাখ্যে রাজ্ঞি ॥২৮॥

তাহার পরে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ দ্রোণ এবং কর্ণ ও বিকর্ণ নিহত হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি পাইল না! ॥২৩॥

এই সৈন্য অল্প অবশিষ্ট থাকিলে এবং নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ তাহার পুত্রগণের সহিত নিহত হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি পাইল না! ॥২৪॥

বীর শ্রুতায়ু, পুরুবংশীয় জলসন্ধ এবং রাজা শ্রুতায়ুধ নিহত হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি পাইল না! ॥২৫॥

জনার্দ্দন! বীর ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব এবং অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ-প্রভৃতি নিহত হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি পাইল না! ॥২৬॥

জয়দ্রথ, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লীক এবং সোমদত্ত নিহত হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি পাইল না! ॥২৭॥

বীর ভগদত্ত, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ এবং দুঃশাসন নিহত হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি পাইল না! ॥২৮॥

(২৫) জলসন্ধে চ মাগধে—নি। (২৮)…কাম্বোজে চ সুদারুণে…নি।

দৃষ্ট্বা চ নিহতান্ শূরান্ পৃথঙ্মাণ্ডলিকান্ নৃপান্।
বলিনশ্চ রণে কৃষ্ণ! নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥২৯॥
অক্ষৌহিণীং হতাং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে।
মোহাদ্বা যদি বা লোভান্নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥৩০॥
কো নু রাজা কুলে জাতঃ কৌরবেয়ো বিশেষতঃ।
নিরর্থকং মহদ্বৈরং কুর্য্যাদন্যঃ সুযোধনাৎ ॥৩১॥
গুণতোঽভ্যধিকং জ্ঞাত্বা বলতঃ শৌর্য্যতোঽপি বা।
অমূঢ়ঃ কো নু যুধ্যেত জানন্ প্রাজ্ঞো হিতাহিতম্ ॥৩২॥
যন্ন তস্য মনো হ্যাসীত্ত্বয়োক্তস্য হিতস্য চ।
প্রশমে পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং সোঽন্যস্য শৃণুয়াৎ কথম্ ॥৩৩॥
যেন শান্তনবো ভীষ্মো দ্রোণো বিদুর এব চ।
প্রত্যাখ্যাতাঃ শমস্যার্থে কিন্নু তস্যাদ্য ভেষজম্ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। পৃথঙ্মাণ্ডলিকান্ ভিন্নভিন্নরাজ্যাধিপতীন্ ॥২৯॥
অক্ষৌহিণীমিতি। অক্ষৌহিণীমনেকামিত্যর্থঃ। লোভাৎ রাজ্যলোভাৎ ॥৩০॥
ক ইতি। কুলে সদ্বংশে। কৌরবেয়ঃ কুরুবংশজাতো জনঃ ॥৩১॥
গুণত ইতি। অভ্যধিকং বিপক্ষমিতি শেষঃ। বলতঃ সৈন্যতঃ ॥৩২॥
যদিতি। প্রশমে সন্ধিকরণে। সোঽন্যস্য হিতবাক্যমিতি শেষঃ ॥৩৩॥

কৃষ্ণ! বীর ও ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অধিপতি অন্যান্য রাজাকে এবং বলবান যোদ্ধাদিগকে নিহত দেখিয়াও যুদ্ধ নিবৃত্তি পাইল না! ॥২৯॥

ভীমসেন যুদ্ধে নিজের বহু অক্ষৌহিণী সৈন্য বিনাশ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াও দুর্য্যোধনের মোহ অথবা লোভবশতই যুদ্ধ নিবৃত্তি পায় নাই ॥৩০॥

একমাত্র দুর্য্যোধনব্যতীত সদ্বংশজাত অন্য কোন্ রাজা বিশেষতঃ কুরুবংশজাত অন্য কোন্ লোক বিনা প্রয়োজনে গুরুতর শত্রুতা উৎপাদন করেন? ॥৩১॥

হিতাহিতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ এবং অমোহাবিষ্ট কোন্ লোক বিপক্ষকে গুণে, সৈন্যে ও বীরত্বে অধিক জানিয়াও যুদ্ধ করেন ॥৩২॥

কৃষ্ণ! পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিবার পক্ষে তুমি বহুতর হিতের কথা বলিয়াছিলে, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহা যখন রক্ষা করে নাই, তখন সৈন্যগণের মধ্যে কেহ সন্ধি করার কথা বলিয়া থাকিলেও তাহা রক্ষা করিবে কেন? ॥৩৩॥

(৩০) অক্ষৌহিণীপতীন্ দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন পাতিতান্…পি নি। (৩১) কো নু রাজকুলে জাতঃ…নি পি। (৩৩) ত্বয়োক্তং যদ্ধিতং বচঃ…পি।

মৌঢ্যাদ্‌যেন পিতা বৃদ্ধং প্রত্যাখ্যাতো জনার্দ্দন!।
তথা মাতা হিতং বাক্যং ভাষমাণা হিতৈষিণী।
প্রত্যাখ্যাতা হ্যসৎকৃত্য স কস্মাদ্‌রোচয়েদ্বচঃ ॥৩৫॥
কুলান্তকরণো ব্যক্তং জাত এষ জনার্দ্দন!।
তথাস্য দৃশ্যতে চেষ্টা নীতিশ্চৈব বিশাংপতে!।
নৈষ দাস্যতি নো রাজ্যমিতি মে মতিরচ্যুত! ॥৩৬॥
উক্তোঽহং বহুশস্তাত! বিদুরেণ মহাত্মনা।
ন জীবন্‌ দাস্যতে ভাগং ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ কথঞ্চন ॥৩৭॥
যাবৎ প্রাণান্‌ ধারয়তি ধৃতরাষ্ট্রোঽপি মানদ!।
তাবৎ যুষ্মাসু পাপোঽসৌ প্রচরিষ্যতি পাতকম্‌ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

যেনেতি। শমস্য সন্ধিনিবন্ধনশান্তেঃ। ভেষজমৌষধম্‌, মতপরিবর্ত্তক ইত্যর্থঃ ॥৩৪॥ মৌঢ্যাদিতি। অবমন্য অবজ্ঞায়। কস্মাদন্যস্মাৎ জনাৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫॥ কুলেতি। কুলান্তকরণো বংশধ্বংসজনকঃ। নঃ অস্মাকম্‌। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৬॥ উক্ত ইতি। হে তাত! জগৎপিতঃ!। ভাগং রাজ্যস্য ॥৩৭॥ যাবদিতি। যুষ্মাসু পাণ্ডবেষু। পাতকং পাতকজনকমনর্থম্‌ ॥৩৮॥

যে লোক—শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরকে সন্ধি করিবার বিষয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহার আজ মোহনিবারক ঔষধ কি হইতে পারে? ॥৩৪॥

যে লোক মূঢ়তাবশতঃ বৃদ্ধ পিতাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং হিতৈষিণী মাতা হিতবাক্য বলিতেছিলেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকেও নিরাস করিয়াছে, সে লোক অন্য কোন্‌ ব্যক্তির কথায় সম্মত হইবে ॥৩৫॥

লোকনাথ! জনার্দ্দন! কৃষ্ণ! নিশ্চয়ই এটা বংশনাশক হইয়া জন্মিয়াছে; সেইরূপই ইহার চেষ্টা ও নীতি দেখা যাইতেছে। এ আমাদিগকে রাজ্য দান করিবে না ইহাই আমার ধারণা ॥৩৬॥

হে জগৎপিতঃ! মহাত্মা বিদুর বহু বার আমার নিকট বলিয়াছেন যে, ‘দুর্য্যোধন জীবিত থাকিয়া তোমাদিগকে রাজ্যের ভাগ দিবে না ॥৩৭॥

এবং সম্মানদাতা! ধৃতরাষ্ট্রও যে পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিবেন, সেই পর্য্যন্তই ঐ পাপাত্মা তোমাদের অনিষ্টাচরণ করিবে ॥৩৮॥

(৩৫) মৌর্খ্যাদ্‌যেন···নি। (৩৬) জাত্যা তু রাক্ষসো ব্যক্তং জাত এব···পি।

ন চ শক্যোঽন্যথা জেতুমৃতে যুদ্ধেন মাধব ! ।
ইত্যব্রবীৎ সদা মাং হি বিদুরঃ সত্যদর্শনঃ ॥৩৯॥
তৎ সর্বমদ্য জানামি ব্যবসায়ং দুরাত্মনঃ ।
যদুক্তং বচনং তেন বিদুরেণ মহাত্মনা ॥৪০॥
যো হি শ্রুত্বা বচঃ পথ্যং জামদগ্ন্যাদ্‌যথাতথম্ ।
অবামন্যত দুর্বুদ্ধির্ধ্রুবং নাশমুখে স্থিতঃ ॥৪১॥
উক্তং হি বহুভিঃ সিদ্ধৈর্জাতমাত্রে সুযোধনে ।
এনং প্রাপ্য দুরাত্মানং ক্ষয়ং ক্ষত্রং গমিষ্যতি ॥৪২॥
তদিদং বচনং তেষাং নিরুক্তং বৈ জনার্দ্দন ! ।
ক্ষয়ং যাতা হি রাজানো দুর্য্যোধনকৃতে ভৃশম্ ।
সোঽদ্য সর্বান্ রণে যোধান্ নিহনিষ্যামি মাধব ! ॥৪৩॥
ক্ষত্রিয়েষু হতেষ্বদ্য শূন্যে চ শিবিরে কৃতে ।
বধায় চাত্মনোঽস্মাভিঃ সংযুগং রোচয়িষ্যতি ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। জেতুং বশীকর্ত্তুম্, ঋতে বিনা। সত্যদর্শনঃ অভ্রান্তবুদ্ধিঃ ॥৩৯॥
তদিতি। ব্যবসায়ং মনোবৃত্তিম, দুরাত্মনো দুর্য্যোধনস্য ॥৪০॥
য ইতি। পথ্যং হিতকরম, জামদগ্ন্যাৎ সন্ধিসভাস্থিতাদ্‌রামাৎ ॥৪১॥
উক্তমিতি। ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিঃ ॥৪২॥
তদিতি। দুর্য্যোধনকৃতে দুর্য্যোধননিমিত্তে। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৩॥

যুদ্ধব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই উহাকে বশীভূত করা যাইবে না'। কৃষ্ণ! সত্যদর্শী বিদুর আমাকে এই কথা বলিয়াছেন ॥৩৯॥

মহাত্মা বিদুর যাহা বলিয়াছেন, আজ আমি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সেই সমস্ত মনোবৃত্তিই বুঝিতেছি ॥৪০॥

যে দুর্বুদ্ধি সেই সন্ধিসভায় পরশুরামের মুখ হইতে হিতকর বাক্য শুনিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিল ; সে নিশ্চয়ই বিনাশের মুখে রহিয়াছে ॥৪১॥

দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্রই বহুতর সিদ্ধপুরুষ বলিয়াছিলেন যে, 'এই দুরাত্মার দোষেই ক্ষত্রিয়জাতি ক্ষয় পাইবে' ॥৪২॥

কৃষ্ণ! আমি তোমার নিকট তাঁহাদের উক্ত এই কথাগুলি বলিলাম। রাজারা দুর্য্যোধনের জন্য গুরুতর ক্ষয় পাইয়াছেন। সে যাহা হউক, মাধব! অদ্যই আমি বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে সংহার করিব ॥৪৩॥

(৩৯) ন চ যুক্তোঽন্যথা···নি। (৪১)···নাভ্যবর্ত্তত···পি।

তদন্তং হি ভবেদ্বৈরমনুমানেন মাধব ! ।
এবং পশ্যামি বার্ষ্ণেয় ! চিন্তয়ন্ প্রজ্ঞয়া স্বয়া ।
বিদুরস্য চ বাক্যেন চেষ্টয়া চ দুরাত্মনঃ ॥৪৫॥
সংযাহি ভারতীং বীর ! যাবদ্ধন্মি শিতৈঃ শরৈঃ ।
দুর্য্যোধনং দুরাত্মানং বাহিনীঞ্চাস্য সংযুগে ॥৪৬॥
ক্ষেমমদ্য করিষ্যামি ধর্ম্মরাজস্য মাধব ! ।
হত্বৈতদ্দুর্বলং সৈন্যং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য পশ্যতঃ ॥৪৭॥

সঞ্জয় উবাচ ।

অভীষুহস্তো দাশার্হস্তথোক্তঃ সব্যসাচিনা ।
তদ্বলৌঘমমিত্রাণামভীতঃ প্রাবিশদ্রণে ॥৪৮॥
শরাসনবনং ঘোরং শক্তিকণ্টকসংবৃতম্ ।
গদাপরিঘপাষাণং রথনাগমহাদ্রুমম্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষত্রিয়েতি। আত্মনো দুর্য্যোধনস্য। রোচয়িষ্যতি দুর্য্যোধন এব ॥৪৪॥
তদিতি। স দুর্য্যোধনবধ এব অন্তঃ শেষো যস্য তৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৫॥
সংযাহীতি। ভারতীং কৌরবীং সেনাম্। শিতৈঃ সুধারৈঃ ॥৪৬॥
ক্ষেমমিতি। ক্ষেমং সর্বথা জয়লাভেন মঙ্গলম্। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য ॥৪৭॥
অভীষ্বিতি। অভীষুহস্তঃ অশ্বরজ্জুহস্তঃ, দাশার্হস্তদ্বংশীয়ঃ কৃষ্ণঃ ॥৪৮॥

অদ্য আমরা ক্ষত্রিয়গণকে বধ ও শিবিরগুলিকে শূন্য করিলে, দুর্য্যোধন আত্মবিনাশের জন্য যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিবে ॥৪৪॥

বৃষ্ণিনন্দন! দুর্য্যোধনের বধ হইলেই এই শত্রুতারও শেষ হইবে। মাধব! অনুমান, আপন বুদ্ধি, বিদুরের বাক্য এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধনের ব্যবহার চিন্তা করিয়া আমি ইহাই দেখিতেছি ॥৪৫॥

অতএব বীর! তুমি কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ কর, আমি সুধার বাণদ্বারা যুদ্ধে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে এবং উহার সৈন্যদিগকে বধ করিতেছি ॥৪৬॥

মাধব! আজ দুর্য্যোধনের সমক্ষে এই দুর্ব্বল সৈন্যগুলিকে বধ করিয়া ধর্ম্মরাজের মঙ্গল সম্পাদন করিব' ॥৪৭॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! অর্জ্জুন সেইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া নির্ভয় চিত্তে বিপক্ষের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৪৮॥

(৪৬) তস্মাদ্‌যাহি চমুম্···নি, সংযাহি ভারতান্···পি। (৪৮) অতীবহৃষ্টো ··পি,··· প্রাবিশদ্বলাৎ—নি।

হয়পত্তিলতাকীর্ণং গাহমানো মহাযশাঃ।
ব্যরোচত্তত্র গোবিন্দো রথেনাতিপতাকিনা ॥৫০॥ (যুগ্মক

তে হয়াঃ পাণ্ডুরা রাজন্! বহন্তোঽর্জ্জুনমাহবে।
দিক্ষু সর্বাস্বদৃশ্যন্ত দাশার্হেণ প্রচোদিতাঃ ॥৫১॥

ততঃ প্রায়াদ্রথেনাজৌ সব্যসাচী পরন্তপঃ।
কিরন্ শরশতাংস্তীক্ষ্ণান্ বারিধারা ইবাম্বুদঃ।
প্রাদুরাসীন্মহাশব্দঃ শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ॥৫২॥

ইষুভিশ্ছিদ্যমানানাং সমরে সব্যসাচিনা।
অসজ্জন্তস্তনুত্রেষু শরৌঘাঃ প্রাপতন্ ভুবি ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

শরেতি। শরাসনানি ধনূংষ্যেব বলানি যত্র তৎ, শক্তয় এব কণ্টকানি তৈঃ সং গদাঃ পরিঘাশ্চৈব পাষাণং যত্র তৎ, রথা নাগা গজাশ্চৈব মহাদ্রুমা যত্র তৎ। হয়া পত্তয়ঃ পদাতয়শ্চৈব লতাস্তাভিরাকীর্ণং ব্যাপ্তম্, গাহমান আলোড়য়ন্। ব্য অদীপ্যত ॥৪৯—৫০॥

ত ইতি। পাণ্ডুরাঃ শ্বেতাঃ। দাশার্হেণ কৃষ্ণেন, প্রচোদিতাঃ প্রেরিতাঃ ॥৫১॥

তত ইতি। কিরন্ নিক্ষিপন্। নতপর্বণাং বক্রোপাস্তানাম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ।

ইষুভিরিতি। তনুত্রেষু কবচেষু ॥৫৩॥

তখন অত্যন্ত যশস্বী কৃষ্ণ দোদুল্যমান পতাকাযুক্ত রথে বিপক্ষ সৈন্য আলোড়ন করিতে থাকিয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই বন—শক্তি কণ্টকে আবৃত ছিল, ধনু ছিল—তাহার ভিতরের ক্ষুদ্র বন, গদা ও পরিঘ ছিল প্রস্তর, রথ ও হস্তী ছিল—বিশাল বৃক্ষ এবং সে বন—অশ্ব ও পদাতিরূপ লতা ব্যাপ্ত ছিল ॥৪৯—৫০॥

শুভ্রবর্ণ ও কৃষ্ণপ্রেরিত সেই অশ্বগুলি অর্জ্জুনকে বহন করিতে থাকিয়া রণস্থলে সকল দিকেই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥৫১॥

তদনন্তর মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ব করিতে থাকিয়া রথারোহণে গমন করিতে লাগিলে এবং তৎকালে সেই নতপ বাণগুলির ভীষণ শব্দ হইতে থাকিল ॥৫২॥

অর্জ্জুন বাণদ্বারা যাহাদিগকে ছেদন করিতেছিলেন, তাহাদের বর্ম্মে তাঁহার বা গুলি প্রথমে সংলগ্ন হইতে লাগিল এবং পরে তথা হইতে পতিত হই থাকিল ॥৫৩॥

(৫০) হয়পত্তিনদাকীর্ণম্···পি, ব্যচরত্তত্র···পি নি। (৫৩) ইষুভিশ্ছাদ্যমানানাম্··· তাড্যমানানাম্···পি।

ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শা গাণ্ডীবপ্রেষিতাঃ শরাঃ।
নরাশ্বনাগান্ সমাহত্য হয়াংশ্চাপি বিশাংপতে!।
অপতন্ত রণে বাণাঃ পতঙ্গা ইব ঘোষিণঃ॥৫৪॥
আসীৎ সর্বমবচ্ছন্নং গাণ্ডীবপ্রেষিতৈঃ শরৈঃ।
ন প্রাজ্ঞায়ন্ত সমরে দিশো বা বিদিশোঽপি বা॥৫৫॥
সর্বমাসীজ্জগৎ পূর্ণং পার্থনামাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ।
রুক্মপুঙ্খৈস্তৈলধৌতৈঃ কর্ম্মারপরিমার্জ্জিতৈঃ॥৫৬॥
তে দহ্যমানাঃ পার্থেন পাবকেনেব কুঞ্জরাঃ।
সমসীদন্ত কৌরব্যা বধ্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥৫৭॥
শরচাপধরঃ পার্থঃ প্রজ্বলন্নিব ভাস্করঃ।
দদাহ সমরে যোধান্ কক্ষমগ্নিরিব জ্বলন্॥৫৮॥
যথা বনান্তে বনপৈর্বিসৃষ্টঃ কক্ষং দহেৎ কৃষ্ণগতিঃ সুঘোষঃ।
ভূরিদ্রুমং শুষ্কলতাবিতানং ভৃশং সমৃদ্ধো জ্বলনঃ প্রতাপী॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

ইন্দ্রেতি। পতঙ্গাঃ শলভাঃ, ঘোষিণঃ শব্দায়মানাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ॥৫৪॥
আসীদিতি। অবচ্ছন্নমাবৃতম্। বিদিশো দিগন্তরালানি॥৫৫॥
সর্বমিতি। জগৎ সমরাঙ্গনমিত্যর্থঃ। কর্ম্মারৈঃ শিল্পিভিঃ পরিমার্জ্জিতাস্তৈঃ॥৫৬॥
ত ইতি। পাবকেন দাবাগ্নিনা, কুঞ্জরা বন্যহস্তিনঃ॥৫৭॥
শরেতি। কক্ষং শুষ্কতৃণরাশিম্॥৫৮॥

নরনাথ! গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত ও ইন্দ্রবজ্রসমস্পর্শ অর্জ্জুনের বাণ সকল যাইয়া পদাতি, হস্তী ও অশ্বদিগকে আহত করিয়া ও শব্দ করিতে থাকিয়া পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় পতিত হইতে লাগিল॥৫৪॥

গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত বাণসমূহে সমস্তই আবৃত হইয়া পড়িল। সুতরাং রণস্থলের দিক্ বা বিদিক্ জানা গেল না॥৫৫॥

অর্জ্জুননামাঙ্কিত, স্বর্ণপুঙ্খ, তৈলপরিষ্কৃত ও শিল্পিপরিমার্জ্জিত বাণসমূহে রণস্থলটা একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল॥৫৬॥

দাবাগ্নিতে দহ্যমান বন্য হস্তিগণের ন্যায় সেই কৌরবসৈন্যেরা অর্জ্জুনের সুধার বাণে নিহত হইতে থাকিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল॥৫৭॥

প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ ধনুর্বাণধারী অর্জ্জুন সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতে থাকিয়া যুদ্ধে কৌরবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন॥৫৮॥

(৫৭)···পার্থং ন প্রাজহুর্যোধাঃ···নি। (৫৮)···প্রজ্বলন্নিব ভারত!··পি।

এবং স নারাচগণপ্রতাপী শরার্চ্চিরুচ্চাবচতিগ্মতেজাঃ।
দদাহ সর্বাং তব পুত্রসেনামমৃষ্যমাণস্তরসা তরস্বী ॥৬০॥ (যুগ্মকম্)
তস্যেষবঃ প্রাণহরাঃ সুমুক্তা নাসজ্জন্ বৈ বর্ম্মসু রুক্মপুঙ্খাঃ।
ন স দ্বিতীয়ং প্রমুমোচ বাণং নরে হয়ে বা পরমদ্বিপে বা ॥৬১॥
অনেকরূপাকৃতিভির্হি বাণৈর্মহারথানীকমনুপ্রবিশ্য।
স এব একস্তব পুত্রসেনাং জঘান দৈত্যানিব বজ্রপাণিঃ ॥৬২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে অর্জ্জুনপরাক্রমে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

যথেতি। বনগৈর্বনগামিভির্ব্যাধৈঃ, বিসৃষ্টো দত্তঃ, কক্ষং শুষ্কতৃণরাশিম্, কৃষ্ণা দহনেন কৃষ্ণবর্ণীভূতা গতিঃ পন্থা যস্য সঃ, সুঘোষো মহাশব্দঃ। শুষ্কলতানাং বিতানং সমূহম্, সমৃদ্ধঃ প্রজ্বলিতঃ, জ্বলনো বহ্নিঃ নারাচগণেন প্রতাপয়তীতি সঃ, শরা অর্চ্চিষঃ শিখা ইব যস্য সঃ, উচ্চাবচং নানাবিধং তিগ্মং তীক্ষ্ণঞ্চ তেজো যস্য সঃ। তরসা বেগেন শীঘ্রমেবেত্যর্থঃ, দদাহেতি সম্বন্ধঃ, অমৃষ্যমাণঃ অসহমানঃ, তরস্বী বলবান্ ॥৫৯—৬০॥

তস্যেতি। ইষবো বাণাঃ, সুমুক্তাঃ সম্যক্ সন্ধানেন নিক্ষিপ্তাঃ, নাসজ্জন্ সংসজ্য নাতিষ্ঠন্, অপি তু প্রাণানেবাহরন্। পরমদ্বিপে উত্তমহস্তিনি ॥৬১॥

অনেকেতি। মহারথানামনীকং সৈন্যম্ ॥৬২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

বনমধ্যে ব্যাধগণপ্রদত্ত, অত্যন্ত প্রজ্বলিত, মহাশব্দকারী ও কৃষ্ণমার্গ অগ্নি যেমন সন্তাপ জন্মাইতে থাকিয়া শুষ্ক তৃণরাশি, প্রচুর বৃক্ষ ও লতাসমূহকে দগ্ধ করে; সেইরূপ নারাচসমূহদ্বারা সন্তাপকারী, শিখার ন্যায় বাণধারী, বলবান্ ও নানাবিধ তীব্রতেজা অর্জ্জুন অসহিষ্ণু হইয়া আপনার পুত্রের সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৫৯—৬০॥

স্বর্ণপুঙ্খ, সম্যক্ নিক্ষিপ্ত ও প্রাণনাশক অর্জ্জুনের বাণ সকল শত্রুগণের বর্ম্মে সংলগ্ন হইয়া থাকিত না এবং তিনি বধ করিবার জন্য বিশাল হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের উপরে দ্বিতীয় বার বাণক্ষেপ করেন নাই ॥৬১॥

মহারাজ! ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে বধ করিতেন, সেইরূপ একাকী অর্জ্জুন মহারথগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া নানারূপ বাণদ্বারা আপনার পুত্রের সৈন্য বধ করিতে থাকিলেন' ॥৬২॥

(৬১)...নাসজ্জন্ত...পি, ন চ দ্বিতীয়ং...নি। * '...চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ'...পি বঙ্গ• বৰ্দ্ধ বা সো, '...ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ'...নি।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

অস্যতাং যতমানানাং শূরাণামনিবর্ত্তিনাম্।
সঙ্কল্পমকরোন্মোঘং গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥১॥
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শানবিষহ্যান্মহৌজসঃ।
বিসৃজন্ দৃশ্যতে বাণান্ ধারা মুঞ্চন্নিবাম্বুদঃ ॥২॥
তৎ সৈন্যং ভরতশ্রেষ্ঠ! বধ্যমানং কিরীটিনা।
সম্প্রদুদ্রাব সংগ্রামাত্তব পুত্রস্য পশ্যতঃ ॥৩॥
পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ পরিত্যজ্য বয়স্যানপি চাপরে।
হতধুর্য্যা রথাঃ কেচিদ্ধতসূতাস্তথাপরে।
ভগ্নেশাযুগচক্রাক্ষাঃ কেচিদাসন্ বিশাংপতে! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অস্যতামিতি। অস্যতাং অস্ত্রাণি ক্ষিপতাম্, যতমানানাং জয়ায়েতি শেষঃ ॥১॥
ইন্দ্রেতি। মহৌজসঃ মহাতেজস্কান্। বিসৃজন্ নিক্ষিপন্ ॥২॥
তদিতি। সম্প্রদুদ্রাব দ্রুতং পলায়াঞ্চক্রে। পুত্রস্য দুর্য্যোধনস্য ॥৩॥
পিতৄনিতি। হতধুর্য্যা হতাশ্বাঃ, হতসূতা হতসারথয়ঃ। ভগ্নানি ঈশা উর্দ্ধদণ্ডা যুগানি তির্য্যগ্দণ্ডাঃ চক্রাণি অক্ষা দারুবিশেষাশ্চ যেষাং তে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—'অনিবর্ত্তী বীরেরা অস্ত্রক্ষেপ করিতে থাকিয়া জয়ের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলে, অর্জ্জুন গাণ্ডীবদ্বারা তাহাদের সে সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে লাগিলেন ॥১॥

মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ অর্জ্জুন ইন্দ্রের বজ্রের সমান স্পর্শ, অসহ্য ও বিশেষ উজ্জ্বল বাণ সকল বর্ষণ করিতে থাকিয়া দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন ॥২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন সেইভাবে বধ করিতে থাকিলে, সেই কৌরবসৈন্য আপনার পুত্রের সমক্ষেই বেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৩॥

এবং অন্য সৈন্যেরা পিতা, ভ্রাতা ও বয়স্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া বেগে প্রস্থান করিতে লাগিল; কোন কোন রথীর অশ্ব নিহত হইল, কতকগুলি রথীর সারথিরা

(১) পশ্যতাং···বঙ্গ, যুধ্যতাং···নি। (৪) ভগ্নাক্ষযুগচক্রেষাঃ···নি।

অন্যেষাং সায়কাঃ ক্ষীণাস্তথান্যে শরপীড়িতাঃ।
অক্ষতা যুগপৎ কেচিৎ প্রাদ্রবন্ ভয়পীড়িতাঃ ॥৫॥
কেচিৎ পুত্রানুপাদায় হতভূয়িষ্ঠবাহনাঃ।
বিচুক্রুশুঃ পিতৄনন্যে সহায়ানপরে পুনঃ ॥৬॥
বান্ধবাংশ্চ নরব্যাঘ্র! ভ্রাতৄন্ সম্বন্ধিনস্তথা।
দুদ্রুবুঃ কেচিদুৎসৃজ্য তত্র তত্র বিশাংপতে! ॥৭॥
বহবোঽত্র ভৃশং বিদ্ধা মুহ্যমানা মহারথাঃ।
নিষ্টনন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে পার্থবাণহতা নরাঃ ॥৮॥
তানন্যে রথমারোপ্য আশ্বাস্যাথ মুহূর্ত্তকম্।
বিশ্রান্তাশ্চ বিতৃষ্ণাশ্চ পুনর্যুদ্ধায় জগ্মিরে ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অন্যেষামিতি। ক্ষীণাঃ ক্ষয়ং গতাঃ। প্রাদ্রবন্ দ্রুতং পলায়ন্ত ॥৫॥
কেচিদিতি। হতানি ভূয়িষ্ঠানি বহুলানি বাহনানি গজাশ্বাদীনি যেষাং তে ॥৬॥
বান্ধবানিতি। বান্ধবান্ মাতুলাদীন্। সম্বন্ধিনঃ শ্যালকাদীন্ ॥৭॥
বহব ইতি। মুহ্যমানাঃ কর্ত্তব্যবিমূঢ়াঃ। নিষ্টনন্তঃ আর্ত্তনাদং কুর্ব্বন্তঃ ॥৮॥
তানিতি। বিতৃষ্ণা জলপানেন বিগতপিপাসাঃ ॥৯॥

বিনাশ পাইল এবং অন্য রথীদের রথের ঊর্দ্ধদণ্ড, তির্য্যগ্দণ্ড, চক্র ও তৎসংলগ্ন কাষ্ঠ সকল ভগ্ন হইয়া গেল ॥৪॥

বহু সৈন্যের বাণ নিঃশেষ হইয়া গেল, অনেক সৈন্য বাণে পীড়িত হইল এবং অন্য সৈন্যেরা অক্ষত থাকিলেও ভয়ার্ত্ত হইয়া একদাই পলায়ন করিতে লাগিল ॥৫॥

বহুতর বাহন বিনষ্ট হইলে কতকগুলি সৈন্য পুত্রগণকে লইয়া, অন্য সৈন্যেরা পিতৃগণকে এবং অপর সৈন্যেরা বয়স্যদিগকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিতে থাকিল ॥৬॥

নরনাথ! নরশ্রেষ্ঠ! কতকগুলি সৈন্য বান্ধব, ভ্রাতা ও সম্বন্ধিগণকে সেই সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৭॥

এই সময় বহু মহারথ অত্যন্তবিদ্ধ ও কর্ত্তব্যমূঢ় হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং অনেক মানুষ অর্জ্জুনের বাণে নিহত হইল—দেখা গেল ॥৮॥

অন্য সৈন্যেরা তাহাদিগকে রথে তুলিয়া, কিছুকাল আশ্বস্ত করিয়া এবং বিশ্রান্ত ও পিপাসাশূন্য হইয়া পুনরায় যুদ্ধে গমন করিল ॥৯॥

(৬) হতভূয়িষ্ঠবান্ধবাঃ—বঙ্গ। (৮) নিঃশ্বসন্তি স্ম…নি,…মুহ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ…পি।

তানপাস্য গতাঃ কেচিৎ পুনরেব যুযুৎসবঃ।
কুর্বন্তস্তব পুত্রস্য শাসনং যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥১০॥
পানীয়মপরে পীত্বা পর্য্যাশ্বাস্য চ বাহনম্।
বর্ম্মাণি চ সমারোপ্য কেচিৎ ভরতসত্তম ! ॥১১॥
সমাশ্বাস্যাপরে ভ্রাতৄন্ নিক্ষিপ্য শিবিরেঽপি চ।
পুত্রানন্যে পিতৄনন্যে পুনর্যুদ্ধমরোচয়ন্ ॥১২॥ (যুগ্মকম্)
সজ্জয়িত্বা রথান্ কেচিৎ যথামুখ্যং বিশাংপতে !।
আপ্লুত্য পাণ্ডবানীকং পুনর্যুদ্ধমরোচয়ন্ ॥১৩॥
তে শূরাঃ কিঙ্কিণীজালৈঃ সমাচ্ছন্না বভাসিরে।
ত্রৈলোক্যবিজয়ে যুক্তা যথা দৈতেয়দানবাঃ ॥১৪॥
আগম্য সহসা কেচিদ্রথৈঃ স্বর্ণবিভূষিতৈঃ।
পাণ্ডবানামনীকেষু ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ন্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। অপাস্য বিহায়, যুযুৎসবো যুদ্ধমিচ্ছবঃ। শাসনমাদেশম্ ॥১০॥
পানীয়মিতি। বাহনং গজাশ্বাদিকম্। অরোচয়ন্ ঐচ্ছন্ ॥১১—১২॥
সজ্জেতি। মুখ্যান্ শ্রেষ্ঠাননতিক্রম্যেতি যথামুখ্যম্। আপ্লুত্য প্রবিশ্য ॥১৩॥
তে ইতি। কিঙ্কিণীজালৈ রথস্থৈঃ। যুক্তা উদ্যুক্তাঃ ॥১৪॥
আগম্যেতি। অনীকেষু সৈন্যেষু মধ্যে ॥১৫॥

মহারাজ ! কতকগুলি যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা পুনরায় যুদ্ধার্থী হইয়া সেই পীড়িত সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রের আদেশ অনুসারে যুদ্ধে গমন করিল ॥১০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! কতকগুলি সৈন্য জলপানে পিপাসাশূন্য হইয়া, বাহনগুলিকে আশ্বস্ত করিয়া, বর্ম্মধারণপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধে যাইবার ইচ্ছা করিল ; অপর কতকগুলি সৈন্য ভ্রাতাদিগকে, অন্য সৈন্যেরা পুত্রবর্গকে এবং অপর সৈন্যেরা পিতৃগণকে আশ্বস্ত করিয়া ও শিবিরে রাখিয়া আবার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিল ॥১১—১২॥

নরনাথ ! কতকগুলি সৈন্য শ্রেষ্ঠ অনুসারে রথগুলিকে পুনরায় সজ্জিত করিয়া পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিল ॥১৩॥

সেই বীরেরা রথস্থিত কিঙ্কিণীজালে আবৃত হইয়া ত্রিভুবনবিজয়ে উদ্যত দৈত্য ও দানবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৪॥

(১৩)···যথাযোগ্যম্···পি,···আবৃত্য পাণ্ডবানীকম্ · নি।

ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি পাঞ্চাল্যঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
নাকুলিশ্চ শতানীকো রথানীকমযোধয়ন্ ॥১৬॥
পাঞ্চাল্যস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ সৈন্যেন মহতা বৃতঃ।
অভ্যধাবৎ সুসংরব্ধাংস্তাবকান্ হন্তুমুদ্যতঃ ॥১৭॥
ততস্ত্বাপততস্তস্য তব পুত্রো জনাধিপ!।
বাণসঙ্ঘাননেকান্ বৈ প্রেষয়ামাস ভারত! ॥১৮॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততো রাজন্! তব পুত্রেণ ধন্বিনা।
নাচারৈর্বহুভিঃ ক্ষিপ্রং বাহ্বোরুরসি চার্পিতঃ ॥১৯॥
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসস্তোত্রার্দ্দিত ইব দ্বিপঃ।
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো বাণৈঃ প্রেষয়ামাস মৃত্যবে।
সারথেশ্চাস্য ভল্লেন শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ধৃষ্টদ্যুম্ন ইতি। নাকুলির্নকুলপুত্রঃ। রথানীকং কৌরবরথিসৈন্যম্ ॥১৬॥
পাঞ্চাল্য ইতি। পাঞ্চাল্যঃ পাঞ্চালরাজপুত্রো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ। সুসংরব্ধান্ অতীবক্রুদ্ধান্ ॥১৭॥
তত ইতি। আপতত আগচ্ছতঃ, পুত্রো দুর্য্যোধনঃ ॥১৮॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ইতি। উরসি বক্ষসি, অর্পিতঃ পীড়িতঃ ॥১৯॥
স ইতি। মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ, তোত্রার্দ্দিতঃ অঙ্কুশপীড়িতঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২০॥

তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বীর স্বর্ণভূষিত রথে বেগে আগমন করিয়া পাণ্ডবপক্ষের রথিসৈন্যমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১৫॥

তদনন্তর পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথ শিখণ্ডী ও নকুলপুত্র শতানীক সেই রথিসৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৬॥

মহারাজ! তৎপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ ও বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার পক্ষের অত্যন্তক্রুদ্ধ যোদ্ধাদিগকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া ধাবিত হইলেন ॥১৭॥

ভরতনন্দন! নরনাথ! তিনি আসিতে লাগিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাহার প্রতি বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৮॥

রাজা! তাহার পর আপনার পুত্র ধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন সত্বর বহুতর নারাচদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহুযুগলে ও বক্ষস্থলে তাড়ন করিলেন ॥১৯॥

তখন মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন অঙ্কুশতাড়িত মহাহস্তীর ন্যায় অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া, চারিটা বাণদ্বারা দুর্য্যোধনের চারিটা অশ্বকে যমালয়ে পাঠাইলেন এবং একটা ভল্লদ্বারা উহার সারথির দেহ হইতে মস্তক হরণ করিলেন ॥২০॥

(১৯)···নারাচৈরর্দ্ধনারাচৈর্বহুভিঃ ক্ষিপ্রকারিভিঃ—নি।

ততো দুর্য্যোধনো রাজা পৃষ্ঠমারুহ্য বাজিনঃ।
অপাক্রামদ্ধতরথো নাতিদূরমরিন্দমঃ ॥২১॥
দৃষ্ট্বা তু হতবিক্রান্তং স্বমনীকং মহাবলঃ।
তব পুত্রো মহারাজ! প্রযযৌ যত্র সৌবলঃ ॥২২॥
ততো রথেষু ভগ্নেষু ত্রিসাহস্রা মহাদ্বিপাঃ।
পাণ্ডবান্ রথিনঃ পঞ্চ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥২৩॥
তে বৃতাঃ সমরে পঞ্চ গজানীকেন ভারত!।
অশোভন্ত নরব্যাঘ্র! গ্রহা ব্যাপ্তা ঘনৈরিব ॥২৪॥
ততোঽর্জ্জুনো মহারাজ! লব্ধলক্ষ্যো মহাভুজঃ।
বিনির্যযৌ রথেনৈব শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ ॥২৫॥
তৈঃ সমন্তাৎ পরিবৃতঃ কুঞ্জরৈঃ পর্বতোপমৈঃ।
নারাচৈর্বিমলৈস্তীক্ষ্ণৈর্গজানীকমপোথয়ৎ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। হতরথঃ অশ্বসারথিশূন্যত্বাদকর্ম্মণ্যরথঃ। অপাক্রামৎ অপাসরৎ ॥২১॥
দৃষ্ট্বেতি। অনীকং সৈন্যম্। সৌবলঃ শকুনিঃ ॥২২॥
তত ইতি। ভগ্নেষু পরাজিতেষু। পাণ্ডবান্ যুধিষ্ঠিরাদীন্ পঞ্চভ্রাতৄন্ ॥২৩॥
ত ইতি। বৃতাঃ পরিবেষ্টিতাঃ। ঘনৈর্মেঘৈঃ ॥২৪॥
তত ইতি। লব্ধং লক্ষ্যং শরব্যং যেন সঃ। বিনির্যযৌ তস্মাদ্‌গজানীকাৎ ॥২৫॥
তৈরিতি। পরিবৃতঃ পুনরপি। অপোথয়ৎ অর্জ্জুনো নিষ্পীড়য়ৎ ॥২৬॥

অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হওয়ায় রথ অকর্ম্মণ্য হইলে পর, শত্রুদমনকারী রাজা দুর্য্যোধন কোন অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন ॥২১॥

মহারাজ! আপনার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধন আপন সৈন্যগণকে হতবিক্রম দেখিয়া—যেখানে শকুনি ছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন ॥২২॥

তদনন্তর কৌরবপক্ষের রথীরা পরাজিত হইলে, তিন সহস্র বিশাল গজারোহী যোদ্ধা যাইয়া রথারোহী পঞ্চ পাণ্ডবকে পরিবেষ্টন করিল ॥২৩॥

নরশ্রেষ্ঠ! ভরতনন্দন! সেই পাণ্ডবেরা হস্তিসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া মেঘব্যাপ্ত গ্রহগণের ন্যায় রণস্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৪॥

মহারাজ! তাহার পর শ্বেতাশ্ব, কৃষ্ণসারথি ও মহাবাহু অর্জ্জুন লক্ষ পাইয়া রথারোহণেই সেই গজসৈন্যমধ্য হইতে নির্গত হইলেন ॥২৫॥

(২৪)...গ্রহাস্তারাগণৈরিব—নি।

তত্রৈকবাণনিহতানপশ্যাম মহাগজান্।
পতিতান্ পাত্যমানাংশ্চ নির্ভিন্নান্ সব্যসাচিনা ॥২৭॥
ভীমসেনস্তু তান্ দৃষ্ট্বা নাগান্ মত্তগজোপমঃ।
করেণ গৃহ্য মহতীং গদামভ্যদ্রবদ্বলী।
অথাপ্লুত্য রথাত্তূর্ণং দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥২৮॥
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহারথম্।
বিত্রেষুস্তাবকাঃ সৈন্যাঃ শকৃন্মূত্রে প্রসুস্রুবুঃ।
আবিগ্নঞ্চ বলং সর্বং গদাহস্তে বৃকোদরে ॥২৯॥
গদয়া ভীমসেনেন ভিন্নকুম্ভান্ রজস্বলান্।
ধাবমানানপশ্যাম কুঞ্জরান্ পর্বতোপমান্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। একেন একৈকেন বাণেন নিহতান্। নির্ভিন্নান্ বিদারিতান্ ॥২৭॥

ভীমেতি। নাগান্ গজান্। গৃহ্য গৃহীত্বা। আপ্লুত্য অবতীর্য্য। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৮॥

তমিতি। উদ্যতা উত্তোলিতা গদা যেন তম্। শকৃন্মূত্রে বিষ্ঠামূত্রে। আবিগ্নমুদ্বিগ্নম্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৯॥

গদয়েতি। রজস্বলান্ ভূরেণুযুক্তান্ ॥৩০॥

পরে সেই পর্বতপ্রমাণ হস্তিগণ যাইয়া পুনরায় অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিলে, তিনি নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ নারাচদ্বারা সেগুলিকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

তখন আমরা দেখিলাম—অর্জ্জুন এক একটা বাণদ্বারা এক একটা বিশাল হস্তীকে আঘাত ও বিদারণ করিতেছেন, আর সেগুলি পতিত ও পাতিত হইতেছে ॥২৭॥

তদনন্তর মত্তহস্তীর ন্যায় বলবান্ ভীমসেন সেই হস্তিগণকে দেখিয়া, হস্তে গদা ধারণ করিয়া রথ হইতে বেগে লাফাইয়া পড়িয়া, দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় ধাবিত হইলেন ॥২৮॥

পাণ্ডবপক্ষের মহারথ ভীমসেন গদা উত্তোলন করিয়া আসিতেছেন দেখিয়া আপনার পক্ষের সৈন্যেরা বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল এবং ভীমসেন গদা ধারণ করিলে, আপনার পক্ষের সমস্ত সৈন্যই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল ॥২৯॥

তখন আমরা দেখিতে লাগিলাম—ভীমসেন গদাদ্বারা কুম্ভ বিদারণ করিতে লাগিলে সেই ধূলিধূসর ও পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তী সকল পতিত হইতে থাকিল ॥৩০॥

---

(২৯)…শকৃন্মূত্রং চ সুস্রুবঃ…নি। (৩০)…ভিন্নকুম্ভান্ নিপাতিতান্…নি।

প্রধাব্য কুঞ্জরাস্তে তু ভীমসেনগদাহতাঃ।
পেতুরার্ত্তস্বরং কৃত্বা ছিন্নপক্ষা ইবাদ্রয়ঃ ॥৩১॥
তান্ ভিন্নকুম্ভান্ সুবহূন্ দ্রবমাণানিতস্ততঃ।
পতমানাংস্তু সংপ্রেক্ষ্য বিত্রেষুস্তব সৈনিকাঃ ॥৩২॥
যুধিষ্ঠিরোঽপি সংক্রুদ্ধো মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
গার্ধ্রপত্রৈঃ শিতৈর্বাণৈর্জঘ্নুর্বৈ গজযোধিনঃ ॥৩৩॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে পরাজিত্য নরাধিপম্।
অপক্রান্তে তব সুতে হয়পৃষ্ঠং সমাশ্রিতে।
দৃষ্ট্বা চ পাণ্ডবান্ সর্বান্ কুঞ্জরৈঃ পরিবারিতান্ ॥৩৪॥
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ! সহ সর্বৈঃ প্রভদ্রকৈঃ।
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য জিঘাংসুঃ কুঞ্জরান্ যযৌ ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)
অদৃষ্ট্বা তু রথানীকে দুর্য্যোধনমরিন্দমম্।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ।
অপৃচ্ছন্ ক্ষত্রিয়াংস্তত্র ক্ব নু দুর্য্যোধনো গতঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রধাব্যেতি। ছিন্নপক্ষা ইন্দ্রবজ্রলূনপতত্রা, অদ্রয়ঃ পর্ব্বতাঃ ॥৩১॥
তানিতি। দ্রবমাণান্ ধাবতঃ ॥৩২॥
যুধীতি। গৃধ্রাণাং পক্ষিণামিমানীতি গার্ধ্রাণি পত্রাণি পক্ষা যেষু তৈঃ ॥৩৩॥
ধৃষ্টেতি। নরাধিপং দুর্য্যোধনম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ। জিঘাংসুর্হন্তুমিচ্ছুঃ ॥৩৪—৩৫॥

সেই হস্তিগণ ভীমের দিকে বেগে আসিয়া তাঁহার গদার আঘাতে আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া করিয়া ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল ॥৩১॥

মহারাজ! আপনার সৈন্যেরা সেই হস্তিগণকে বিদীর্ণকুম্ভ, ইতস্ততঃ ধাবিত এবং পতিত হইতে দেখিয়া বিত্রস্ত হইয়া পড়িল ॥৩২॥

এই সময়ে যুধিষ্ঠির, নকুল এবং সহদেবও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত ও সুধার বাণসমূহদ্বারা গজযোধিগণকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

মহারাজ! পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে পরাজয় করিলে পর, তিনি অশ্বারোহণ করিয়া পলায়ন করিলে, পুনরায় হস্তিসৈন্য আসিয়া পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করিয়াছে দেখিয়া, ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত প্রভদ্রকের সহিত মিলিত হইয়া সেই হস্তিসৈন্যগণকে বধ করিবার জন্য গমন করিলেন ॥৩৪—৩৫॥

(৩৪)···অপাবৃত্তে তব সুতে···পি। (৩৫)···সহসা সমুপাদ্রবৎ···নি।

অপশ্যমানা রাজানং বর্ত্তমানে জনক্ষয়ে।
মন্বানা নিহতং তত্র তব পুত্রং মহারথাঃ ॥৩৭॥
বিষণ্ণবদনা ভূত্বা পর্য্যপৃচ্ছন্ত তে সুতম্।
আহুঃ কেচিদ্ধতে সূতে প্রযাতো যত্র সৌবলঃ ॥৩৮॥ (যুগ্মকম্)
অপরে ত্বব্রুবংস্তত্র ক্ষত্রিয়া ভৃশবিক্ষতাঃ।
দুর্য্যোধনেন কিং কার্য্যং দ্রক্ষ্যধ্বং যদি জীবতি।
যুধ্যধ্বং সহিতাঃ সর্বে কিং বো রাজা করিষ্যতি ॥৩৯॥
তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষতৈর্গাত্রৈর্হতভূয়িষ্ঠবান্ধবাঃ।
শরৈঃ সংপীড্যমানাশ্চ নাতিব্যক্তমিবাব্রুবন্ ॥৪০॥
ইদং সর্বং বলং হন্মো যেন স্ম পরিবারিতাঃ।
এতে সর্ব্বে গজান্ হত্বা উপায়ান্তি স্ম পাণ্ডবাঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

অদৃষ্টৈতি। রথানীকে রথিসৈন্যমধ্যে। সাত্বতঃ সাত্বতবংশীয়ঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৬॥
অপশ্যেতি। রাজানং দুর্য্যোধনম্। সূতে সারথৌ। সৌবলঃ শকুনিঃ ॥৩৭—৩৮॥
অপর ইতি। কিংকার্য্যং কর্ত্তব্যম্। জীবতি দুর্য্যোধনঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥
ত ইতি। ক্ষতৈর্গাত্রৈর্বিশিষ্টাঃ, হতা ভূয়িষ্ঠা বহবো বান্ধবা যেষাং তে ॥৪০॥
ইদমিতি। পরিবারিতাঃ পরিবেষ্টিতাঃ। উপায়ান্তি অস্মাকং সমীপমাগচ্ছন্তি ॥৪১॥

এই সময়ে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা শত্রুদমনকারী দুর্য্যোধনকে রথিসৈন্যমধ্যে না দেখিয়া তখন ক্ষত্রিয়দিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'দুর্য্যোধন কোথায় গিয়াছেন'? ॥৩৬॥

সেই লোকক্ষয়ের সময়ে দুর্য্যোধনকে দেখিতে না পাইয়া, তিনি নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া বিষণ্ণবদন হইয়া সেই মহারথেরা আপনার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তখন কতকগুলি লোক বলিল—'সারথি নিহত হইলে, দুর্য্যোধন—যেখানে শকুনি আছেন, সেইখানে গিয়াছেন' ॥৩৭—৩৮॥

অত্যন্তক্ষতবিক্ষতদেহ অন্য ক্ষত্রিয়েরা বলিলেন—'দুর্য্যোধনকে দিয়া প্রয়োজন কি? তিনি জীবিত আছেন কি না দেখুন, আপনারা সকলে সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করুন, রাজা আপনাদের কি করিবেন ॥৩৯॥

যাঁহাদের বহু বান্ধব নিহত এবং দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, সেই ক্ষত্রিয়েরা বিপক্ষের বাণে পীড়িত হইতে থাকিয়া অস্পষ্টভাবেই যেন বলিলেন—॥৪০॥

(৩৭) তেঽপশ্যমানা…নি। (৪১)…উপয়ান্তি স্ম…নি, ক তে…উপয়ান্তি স্ম…পি।

শ্রুত্বা তু বচনং তেষামশ্বত্থামা মহাবলঃ।
ভিত্ত্বা পাঞ্চালরাজস্য তদনীকং দুরুৎসহম্ ॥৪২॥
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ প্রযযুর্যত্র সৌবলঃ।
রথানীকং পরিত্যজ্য শূরাঃ সুদৃঢ়ধন্বিনঃ ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)
ততস্তেষু প্রয়াতেষু ধৃষ্টদ্যুম্নপুরস্কৃতাঃ।
আযযুঃ পাণ্ডবা রাজন্! বিনিঘ্নন্তঃ স্ম তাবকান্ ॥৪৪॥
দৃষ্ট্বা তু তানাপততঃ সংপ্রহৃষ্টান্ মহারথান্।
পরাক্রান্তাংস্তথা বীরান্ নিরাশং জীবিতে তদা।
বিবর্ণমুখভূয়িষ্ঠমভবত্তাবকং বলম্ ॥৪৫॥
পরিক্ষীণবলান্ দৃষ্ট্বা তানহং পরিবারিতান্।
রাজন্! বলেন দ্ব্যঙ্গেন ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ ॥৪৬॥
আত্মনা পঞ্চমোঽযুধ্যং পাঞ্চালস্য বলেন হ।
তস্মিন্ দেশে ব্যবস্থায় যত্র শারদ্বতঃ স্থিতঃ ॥৪৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। দুরুৎসহং হীনোৎসাহম্। রথানীকং স্বরথিসৈন্যম্ ॥৪২—৪৩॥
তত ইতি। ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পুরস্কৃতঃ অগ্রবর্ত্তীকৃতো যৈস্তে ॥৪৪॥
দৃষ্ট্বেতি। বিবর্ণমুখা ভূয়িষ্ঠা বহবো যত্র তৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৫॥

'যে সৈন্যেরা আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে, আমরা তাহাদের সকলকেই বধ করিব। এই পাণ্ডবেরা সকলে আমাদের হস্তিসৈন্য বিনাশ করিয়া আসিতেছে' ॥৪১॥

মহাবল অশ্বত্থামা তাহাদের বাক্য শুনিয়া উৎসাহশূন্য ধৃষ্টদ্যুম্নসৈন্য ভেদ করিয়া যেখানে শকুনি ছিলেন সেইখানে গমন করিলেন। বীর ও দৃঢ়ধনুর্দ্ধর কৃপ এবং কৃতবর্ম্মাও আপন আপন রথিসৈন্য পরিত্যাগ করিয়া সেইস্থানে গমন করিলেন ॥৪২—৪৩॥

রাজা! তাঁহারা প্রস্থান করিলে, পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আপনার সৈন্য বিনাশ করিতে করিতে আগমন করিলেন ॥৪৪॥

মহারাজ! পরাক্রমশালী, হৃষ্টচিত্ত ও মহারথ সেই বীরগণকে আসিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ জীবনে নিরাশ ও বিবর্ণমুখ হইয়া পড়িল ॥৪৫॥

(৪৫)···পরাক্রান্তাস্ততো বীরা নিরাশা···নি। (৪৬)···বলেন ব্যঙ্গেন···বঙ্গ। (৪৭)··· তস্মিন্ ব্যবস্থাপ্য সর্ব্বে···পি, তস্মিন্ দেশে ব্যবস্থাপ্য···বঙ্গ বর্দ্ধ।

সম্প্রযুদ্ধা বয়ং পঞ্চ কিরীটিশরপীড়িতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং মহানীকং তত্র নোঽভূদ্রণো মহান্।
জিতাস্তেন বয়ং সর্বে ব্যপয়াম রণাত্ততঃ ॥৪৮॥
অথাপশ্যং সাত্যকিং তমুপায়ান্তং মহারথম্।
রথৈশ্চতুঃশতৈর্বীরো মাঞ্চাভ্যদ্রবদাহবে ॥৪৯॥
ধৃষ্টদ্যুম্নাদহং মুক্তঃ কথঞ্চিচ্ছ্রান্তবাহনাৎ।
পতিতো মাধবানীকং দুষ্কৃতী নরকং যথা।
তত্র যুদ্ধমভূদ্ঘোরং মুহূর্তমতিদারুণম্ ॥৫০॥
সাত্যকিস্তু মহাবাহুর্মম হত্বা পরিচ্ছদম্।
জীবগ্রাহমগৃহ্লান্মাং মূর্চ্ছিতং পতিতং ভুবি ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

পরীতি। দ্বে অঙ্গে হস্ত্যশ্বরূপে যস্ত তেন, জীবিতং জীবনমমতাম্। আত্মনা পঞ্চমঃ অন্যে চত্বারো যোদ্ধারঃ অহঞ্চ তৎপঞ্চম ইত্যর্থঃ। শারদ্বতঃ কৃপঃ ॥৪৬—৪৭॥

সম্প্রেতি। সম্প্রযুদ্ধা সম্যক্ প্রহৃত্য। নঃ অস্মাকম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৮॥

অথেতি। অভ্যদ্রবৎ অভ্যধাবৎ ॥৪৯॥

ধৃষ্টেতি। শ্রান্তানি বাহনানি অশ্বা যস্ত তস্মাৎ। মাধবানীকং মধুবংশীয়কৃতবর্ম্মসৈন্যম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫০॥

রাজা! তাঁহাদের সৈন্য ক্ষয় পাইয়াছে এবং তাঁহারা বিপক্ষসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া আরও চারিজন যোদ্ধা লইয়া—যেখানে কৃপাচার্য্য ছিলেন, সেইখানে থাকিয়া আমি হস্তী ও অশ্বসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম ॥৪৬—৪৭॥

ক্রমে আমরা পাঁচজন সৈন্যসমন্বিত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের বাণে পীড়িত ও পরাজিত হইয়া সেই রণস্থল হইতে অপসৃত হইলাম। তখন আমাদের গুরুতর যুদ্ধই হইয়াছিল ॥৪৮॥

তাহার পরে দেখিলাম—মহারথ ও বীর সাত্যকি আসিতেছেন এবং তিনি চারি শত রথীর সহিত যুদ্ধে আমার দিকেই ধাবিত হইতেছেন ॥৪৯॥

ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগুলি পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, সেইগুলিকে সুস্থ করিবার অবসরে আমি কোন প্রকারে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া—পাপী যেমন নরকে পতিত হয়, সেইরূপ যাইয়া কৃতবর্ম্মার সৈন্যমধ্যে পতিত হইলাম। তৎকালে মুহূর্ত্তকাল অতিদারুণ যুদ্ধ হইল ॥৫০॥

(৪৮) সম্প্রবুদ্ধা·· বঙ্গ, তত্র যুধ্যামহে বয়ং···রণং মহৎ—পি।

ততো মুহূর্ত্তাদিব তদ্গজানীকমবধ্যত।
গদয়া ভীমসেনেন নারাচৈরর্জ্জুনেন চ ॥৫২॥
প্রতিপিষ্টৈর্মহানাগৈঃ সমন্তাৎ পর্বতোপমৈঃ।
নাতিপ্রসিদ্ধেব গতিঃ পাণ্ডবানামজায়ত ॥৫৩॥
রথমার্গাংস্ততশ্চক্রে ভীমসেনো মহাবলঃ।
পাণ্ডবানাং মহারাজ! ব্যপাকর্ষন্ মহাগজান্ ॥৫৪॥
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ।
অপশ্যন্তো রথানীকে দুর্য্যোধনমরিন্দমম্।
রাজানং মৃগয়ামাসুস্তব পুত্রং মহারথম্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

সাত্যকিরিতি। পরিচ্ছদং বর্ম্ম। জীবনং গৃহীত্বেবেতি জীবগ্রাহম্, "জীবে গ্রহেঃ" ইতি ণম্ ॥৫১॥

তত ইতি। গজানীকং হস্তিসৈন্যম্ ॥৫২॥

প্রতীতি। প্রতিপিষ্টৈর্গদয়া চূর্ণিতৈঃ। নাতিপ্রসিদ্ধা নাতিসুকরা ॥৫৩॥

রথেতি। ব্যপাকর্ষন্ আকৃষ্যাকৃষ্য অপসারয়ন্ ॥৫৪॥

অশ্বেতি। সাত্বতঃ সাত্বতবংশীয়ঃ। মৃগয়ামাসুঃ অন্বিষ্টবন্তঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৫॥

ক্রমে মহাবাহু সাত্যকি আমার বর্ম্ম বিনষ্ট করিলে, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম; এই সময় তিনি আমার জীবন লইবার জন্যই আমাকে গ্রহণ করিলেন ॥৫১॥

তাহার পর ভীমসেন গদাদ্বারা এবং অর্জ্জুন নারাচদ্বারা মুহূর্ত্তকালমধ্যেই সেই হস্তিসৈন্য বধ করিলেন ॥৫২॥

পর্ব্বতপ্রমাণ সেই হস্তী সকল নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, পাণ্ডবগণের গমন করা যেন দুষ্কর হইয়া পড়িল ॥৫৩॥

মহারাজ! তদনন্তর মহাবল ভীমসেন সেই নিহত হস্তিগণকে আকর্ষণপূর্ব্বক অপসারিত করিয়া করিয়া পাণ্ডবগণের গমনের পথ করিলেন ॥৫৪॥

রাজা! এদিকে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা, আপনার পুত্র শত্রুদমনকারী ও মহারথ রাজা দুর্য্যোধনকে রথিসৈন্যমধ্যে না দেখিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥৫৫॥

(৫৩)...নাতিপ্রসিদ্ধৈরগতিঃ...পি, নাতিপ্রসিদ্ধৈব গতিঃ... বঙ্গ নি।

পরিত্যজ্য চ পাঞ্চাল্যং প্রযাতা যত্র সৌবলঃ।
রাজ্ঞোঽদর্শনসংবিগ্না বর্ত্তমানে জনক্ষয়ে ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে সঙ্কুলযুদ্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

গজানীকে হতে তস্মিন্ পাণ্ডুপুত্রেণ ভারত!।
বধ্যমানে বলে চৈব ভীমসেনেন সংযুগে ॥১॥
চরন্তঞ্চ তথা দৃষ্ট্বা ভীমসেনমরিন্দমম্।
দণ্ডহস্তং যথা ক্রুদ্ধমন্তকং প্রাণহারিণম্ ॥২॥
সমেত্য সমরে রাজন্! হতশেষাঃ সুতাস্তব।
অদৃশ্যমানে কৌরব্যে পুত্রে দুর্য্যোধনে তব।
সোদরাঃ সহিতা ভূত্বা ভীমসেনমুপাদ্রবন্ ॥৩॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

পরীতি। পাঞ্চাল্যং ধৃষ্টদ্যুম্নম্। অদর্শনেন সংবিগ্না উদ্বিগ্নাঃ ॥৫৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

গজেতি। বলে সৈন্যে। অন্তকং যমম্। সোদরাঃ সহোদরাঃ, সহিতা মিলিতা। উপাদ্রবন্ অভ্যধাবন্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১—৩॥

ক্রমে লোকক্ষয় চলিতে লাগিলে, তাঁহারা দুর্য্যোধনকে দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করিয়া—যেখানে শকুনি ছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন' ॥৫৬॥

——০:*:০——

সঞ্জয় বলিলেন—'ভরতনন্দন! রাজা! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন সেই হস্তিসৈন্য

* '…পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ…' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '… চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ…' নি।
(২) চরন্তঞ্চ প্রপশ্যাম… নি।

দুর্ম্মর্ষণঃ শ্রুতান্তশ্চ জৈত্রো ভূরিবলো রবিঃ।
জয়ৎসেনঃ সুজাতশ্চ তথা দুর্বিষহোঽরিহা ॥৪॥
দুর্বিমোচননামা চ দুষ্প্রধর্ষস্তথৈব চ।
শ্রুতর্বা চ মহাবাহুঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৫॥
ইত্যেতে সহিতা ভূত্বা তব পুত্রাঃ সমন্ততঃ।
ভীমসেনমভিদ্রুত্য রুরুধুঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৬॥ (বিশেষকম্)
ততো ভীমো মহারাজ ! স্বরথং পুনরাস্থিতঃ।
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ পুত্রাণাং তব মর্ম্মসু ॥৭॥
তে কীর্য্যমাণা ভীমেন পুত্রাস্তব মহারণে।
ভীমসেনমপাকর্ষন্ প্রবণাদিব কুঞ্জরম্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

দুর্ম্মর্ষণ ইতি। এষু আদিপর্ব্বোক্তনামবিরোধস্তু ইদানীমিব তদানীমপি একস্য নানানাম-সম্ভবেন পরিহার্য্যঃ। অরিহা শত্রুহন্তা। যুদ্ধেষু বিশারদাঃ নিপুণাঃ। অভিদ্রুত্য দ্রুতমভি-গত্য, সর্বতঃ সর্ব্বাম্ ॥৪—৬॥

তত ইতি। আস্থিত আরূঢ়ঃ। মুমোচ চিক্ষেপ ॥৭॥

ত ইতি। কীর্য্যমাণাঃ শরক্ষেপেণ প্রহ্রিয়মাণাঃ। প্রবণাৎ নিম্নদেশাৎ ॥৮॥

নিহত করিলে এবং অপর সৈন্য বধ করিতে লাগিলে, আর আপনার পুত্র কৌরব-নন্দন দুর্য্যোধন অদৃশ্য থাকিলে, দণ্ডহস্ত ও প্রাণনাশক যমের ন্যায় শত্রুদমনকারী ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া, আপনার হতাবশিষ্ট পুত্রেরা মিলিত হইয়া আসিয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥১—৩॥

মহারাজ ! দুর্ম্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্বিষহ, অরিহা, দুর্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ এবং মহাবাহু শ্রুতর্বা—আপনার এই সকল যুদ্ধবিশারদ পুত্র সম্মিলিত হইয়া সকল দিক্ হইতে বেগে যাইয়া ভীমের সমস্ত দিক্ রুদ্ধ করিলেন ॥৪—৬॥

মহারাজ ! তাহার পর ভীমসেন পুনরায় আপন রথে আরোহণ করিয়া আপনার পুত্রগণের মর্ম্মদেশে সুধার বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

মহারাজ ! ভীমসেন মহাযুদ্ধে বাণক্ষেপ করিয়া করিয়া প্রহার করিতে লাগিলে, মানুষ যেমন নিম্নদেশ হইতে হস্তীকে আকর্ষণ করিয়া আনয়ন করে, সেইরূপ আপনার পুত্রেরা ভীমসেনকে আকর্ষণ করিয়া দূরে লইয়া গেলেন ॥৮॥

(৮) ··ভীমসেনমুপাসেধন্ · পি,···ভীমসেনমুপাসেদুঃ প্রবাতা ইব·· নি।

ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমঃ শিরো দুর্ম্মর্ষণস্য হ।
ক্ষুরপ্রেণ প্রমথ্যাশু পাতয়ামাস ভূতলে ॥৯॥
ততোঽপরেণ ভল্লেন সর্ব্বাবরণভেদিনা।
শ্রুতান্তমবধীদ্ভীমস্তব পুত্রং মহারথম্ ॥১০॥
জয়ৎসেনং ততো বিদ্ধা নারাচেন হসন্নিব।
পাতয়ামাস কৌরব্যং রথোপস্থাদরিন্দমঃ।
স পপাত রথাদ্রাজন্! ভূমৌ তূর্ণং মমার চ ॥১১॥
শ্রুতর্বা চ ততো ভীমং ক্রুদ্ধো বিব্যাধ তে সুতঃ।
শতেন গৃধ্রবাজানাং শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ॥১২॥
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমো জৈত্রং ভূরিবলং রবিম্।
ত্রীনেতাংস্ত্রিভিরানর্চ্ছদ্বিষাগ্নিপ্রতিমৈঃ শরৈঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ক্ষুরপ্রেণ তদাখ্যেন বাণেন, প্রমথ্য ছিত্ত্বা ॥৯॥

তত ইতি। সর্ব্বং বর্ম্মাদিকমাবরণং ভিনত্তি বিদারয়তীতি তেন ॥১০॥

জয়দিতি। রথস্য উপস্থাৎ উপবেশনস্থানাৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

শ্রুতর্বেতি। গৃধ্রস্য পক্ষিণঃ বাজাঃ পক্ষা যেষু তেষাম্ ॥১২॥

তত ইতি। আনর্চ্ছৎ অপীড়য়ৎ। বিষাগ্নিপ্রতিমৈঃ বিষাগ্নিতুল্যপীড়াকরৈঃ ॥১৩॥

তাহার পর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া একটা ক্ষুরপ্র বাণদ্বারা দুর্ম্মর্ষণের মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥৯॥

রাজা! তদনন্তর ভীমসেন সর্ব্বাবরণভেদী অন্য একটা ভল্লদ্বারা আপনার পুত্র মহারথ শ্রুতান্তকে বধ করিলেন ॥১০॥ *

রাজা! তৎপরে শত্রুদমনকারী ভীমসেন হাসিতে হাসিতেই যেন একটা নারাচদ্বারা জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া রথমধ্য হইতে নিপাতিত করিলেন; তিনিও রথ হইতে নিপতিত হইলেন এবং প্রাণত্যাগ করিলেন ॥১১॥

মহারাজ! পরে আপনার পুত্র শ্রুতর্ব্বা ক্রুদ্ধ হইয়া গৃধ্রপক্ষীর পক্ষযুক্ত ও নতপর্ব্ব একশত বাণদ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥১২॥

তাহার পর ক্রুদ্ধ ভীমসেন বিষ ও অগ্নির তুল্য তিনটা বাণদ্বারা জৈত্র, ভূরিবল ও রবি—আপনার এই তিন পুত্রকে পীড়ন করিলেন ॥১৩॥

---

(১২)···গৃধ্রপত্রাণাং···পি,···বিব্যাধ মারিষ!···নি।

মহাভারতম্



শল্যপর্ব্ব

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

তৃতীয়খণ্ডম্

দর্শনাচার্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া সংস্কৃতম্

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকস্বরিবস্থ স্বসিদ্ধান্তবিদ্যালয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব প্রকাশিতঞ্চ

১৩৬৬ বঙ্গাব্দে

গ্রাহকপক্ষে মূল্যং ৯৲

অগ্রাহকপক্ষে মূল্যং ১।০

তে হতা ন্যপতন্ ভূমৌ স্যন্দনেভ্যো মহারথাঃ।
বসন্তে পুষ্পশবলা নিকৃত্তা ইব কিংশুকাঃ ॥১৪॥
ততোঽপরেণ তীক্ষ্ণেন নারাচেন পরন্তপঃ।
দুর্বিমোচনমাহত্য প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥১৫॥
স হতঃ প্রাপতদ্ভূমৌ স্বরথাদ্রথিনাং বরঃ।
গিরেস্তু কূটজো ভগ্নো মারুতেনেব পাদপঃ ॥১৬॥
দুষ্প্রধর্ষং ততশ্চৈব সুজাতঞ্চ সুতৌ তব।
একৈকং ন্যবধীৎ সংখ্যে দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং চমূমুখে।
তৌ শিলীমুখবিদ্ধাঙ্গৌ পেততু রথসত্তমৌ ॥১৭॥
ততঃ পতন্তমপরমভিবীক্ষ্য সুতং তব।
ভল্লেন প্রতিবিব্যাধ ভীমো দুর্বিষহং রণে।
স পপাত হতো বাহাৎ পশ্যতাং সর্বধন্বিনাম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। স্যন্দনেভ্যো রথেভ্যঃ। পুষ্পৈঃ শবলা বিচিত্রাঃ, নিকৃত্তাশ্ছিন্নাঃ ॥১৪॥
তত ইতি। পরন্তপো ভীমসেন এব। মৃত্যবে যমলোকায় ॥১৫॥
স ইতি। কূটজঃ শৃঙ্গজাতঃ। পাদপো বৃক্ষঃ ॥১৬॥
দুষ্প্রেতি। দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং শরাভ্যাম্। রথসত্তমৌ রথিশ্রেষ্ঠৌ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৭॥

সেই মহারথেরা নিহত হইয়া, বসন্তকালে পুষ্পবিচিত্র ছিন্ন কিংশুক বৃক্ষসমূহের ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন ॥১৪॥

তদনন্তর শত্রুসন্তাপকারী ভীমসেন অপর একটা তীক্ষ্ণ নারাচদ্বারা আঘাত করিয়া দুর্বিমোচনকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥১৫॥

রথিশ্রেষ্ঠ দুর্বিমোচন নিহত হইয়া, বায়ুভগ্ন পর্বতশৃঙ্গজাত বৃক্ষের ন্যায় আপন রথ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন ॥১৬॥

মহারাজ! পরে ভীমসেন দুই দুইটা বাণদ্বারা আপনার পুত্র দুষ্প্রধর্ষ ও সুজাত ইহাদের এক একজনকে বধ করিলেন; পরে সেই রথিশ্রেষ্ঠেরা দুই জন বাণবিদ্ধ হইয়া সৈন্যসম্মুখে পতিত হইলেন ॥১৭॥

তৎপরে আপনার অপর পুত্র দুর্বিষহ আসিতেছেন দেখিয়া ভীমসেন একটা ভল্লদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন; তখন তিনি নিহত হইয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধরের সমক্ষে রথ হইতে পতিত হইলেন ॥১৮॥

(১৫)···ভল্লেন তীক্ষ্ণেন চ···নি। (১৭)···একৈকং ন্যহনৎ···নি।

দৃষ্ট্বা তু নিহতান্ ভ্রাতৄন্ বহূনেকেন সংযুগে।
অমর্ষবশমাপন্নঃ শ্রুতর্বা ভীমমভ্যয়াৎ ॥১৯॥
বিক্ষিপন্ সুমহচ্চাপং কার্ত্তস্বরবিভূষিতম্।
বিসৃজন্ সায়কাংশ্চৈব বিষাগ্নিপ্রতিমান্ বহূন্ ॥২০॥
স তু রাজন্! ধনুশ্ছিত্ত্বা পাণ্ডবস্য মহামৃধে।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং বিংশত্যা সমবাকিরৎ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
ততোঽন্যদ্ধনুরাদায় ভীমসেনো মহারথঃ।
অবাকিরত্তব সুতং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥২২॥
মহদাসীত্তয়োর্যুদ্ধং চিত্ররূপং ভয়ানকম্।
যাদৃশং সমরে পূর্বং জম্ভবাসবয়োর্বিভো! ॥২৩॥
তয়োস্তত্র শরৈর্মুক্তৈর্যমদণ্ডনিভৈঃ শিতৈঃ।
সমাচ্ছন্না ধরা সর্বা খঞ্চ সর্বা দিশস্তথা ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পতন্তমাগচ্ছন্তম্। বাহাদ্রথাৎ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৮॥
দৃষ্ট্বেতি। অমর্ষবশমাপন্নঃ অতীবক্রুদ্ধঃ। অভ্যয়াৎ অভ্যগচ্ছৎ ॥১৯॥
বিক্ষিপন্নিতি। বিক্ষিপন্ আকর্ষন্, কার্ত্তস্বরবিভূষিতং স্বর্ণালঙ্কৃতম্। স শ্রুতর্বা। পাণ্ডবস্য ভীমসেনস্য, মহামৃধে মহাযুদ্ধে। বিংশত্যা শরৈঃ ॥২০—২১॥
অথেতি। অবাকিরৎ শরক্ষেপেণ প্রাহরৎ ॥২২॥
মহদিতি। চিত্ররূপম্ আশ্চর্য্যপ্রকারম্। জম্ভবাসবয়োঃ জম্ভাসুরদেবরাজয়োঃ ॥২৩॥

এক ভীমসেন বহু ভ্রাতাকে বধ করিয়াছেন দেখিয়া শ্রুতর্ব্বা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৯॥

রাজা! তদনন্তর শ্রুতর্বা স্বর্ণালঙ্কৃত বিশাল ধনু আকর্ষণ করিতে থাকিয়া বিষ ও অগ্নির তুল্য বহুতর বাণ নিক্ষেপ করতঃ মহাযুদ্ধে ভীমসেনের ধনু ছেদন করিয়া কুড়িটা বাণদ্বারা সেই ছিন্নধন্বা ভীমকে পীড়ন করিলেন ॥২০—২১॥

মহারাজ! তাহার পর মহারথ ভীমসেন অন্য একখানা ধনু লইয়া আপনার পুত্র শ্রুতর্ব্বার উপরে বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং 'থাক থাক' এই কথা বলিলেন ॥২২॥

রাজা! পূর্ব্বকালে রণস্থলে ইন্দ্র ও জম্ভাসুরের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ তখন ভীমসেন ও শ্রুতর্ব্বার বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর বিশাল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥২৩॥

(২০) বিক্ষিপ্য সুমহচ্চাপং···পি। (২৩)···জম্ভবাসবয়োর্যুধি—নি,···জম্ভবাসবয়োরিব—পি। (২৪)···খং দিশো বিদিশস্তথা—নি।

ততঃ শ্রুতর্বা সংক্রুদ্ধো ধনুরাদায় সায়কৈঃ।
ভীমসেনং রণে রাজন্! বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥২৫॥
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ! তব পুত্রেণ ধন্বিনা।
ভীমঃ সংচুক্ষুভে ক্ষুব্ধঃ পর্বণীব মহোদধিঃ ॥২৬॥
ততো ভীমো রুষাবিষ্টঃ পুত্রস্য তব মারিষ!।
সারথিং চতুরশ্চাশ্বান্ বাণৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥২৭॥
বিরথং তং সমালক্ষ্য বিশিখৈর্লোমবাহিভিঃ।
অবাকিরদমেয়াত্মা দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ॥২৮॥
শ্রুতর্বা বিরথো রাজন্! আদদে খড়্গচর্ম্মণী।
অথাস্যাদদতঃ খড়্গং শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
ক্ষুরপ্রেণ শিরঃ কায়াৎ পাতয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তয়োরিতি। শিতৈঃ সুধারৈঃ। খং গগনঞ্চ ॥২৪॥
তত ইতি। উরসি বক্ষসি, আর্পয়ৎ অপীড়য়ৎ ॥২৫॥
স ইতি। সংচুক্ষুভে সম্যক্ চকম্পে, ক্ষুব্ধ উদ্বেলিতঃ, পর্বণি পূর্ণিমাদৌ ॥২৬॥
তত ইতি। হে মারিষ! আর্য্য!। যমস্য ক্ষয়ং ভবনম্ ॥২৭॥
বিরথমিতি। অবাকিরৎ বাণক্ষেপেণ প্রাহরৎ, অমেয়াত্মা অজ্ঞেয়শক্তির্ভীমসেনঃ ॥২৮॥

তখন তাহাদের নিক্ষিপ্ত যমদণ্ডতুল্য সুধার বাণসমূহে সমরভূমি, তত্রত্য আকাশ ও তাহার সমস্ত দিক্ আবৃত হইয়া গেল ॥২৪॥

রাজা! তাহার পর শ্রুতর্বা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধনু লইয়া তিনটা বাণদ্বারা ভীমসেনের বাহুযুগলে ও বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥২৫॥

মহারাজ! আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্র শ্রুতর্বা অত্যন্ত বিদ্ধ করিলে, ভীমসেন পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় মহাসমুদ্রের ন্যায় ক্রোধে বিক্ষুব্ধ হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন ॥২৬॥

মাননীয় রাজা! তদনন্তর ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বাণদ্বারা আপনার পুত্র শ্রুতর্ব্বার চারিটা অশ্ব ও সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥২৭॥

অপরিমেয়শক্তি ভীমসেন শ্রুতর্ব্বাকে রথবিহীন দেখিয়া, আপনার লঘুহস্ততা দেখাইতে থাকিয়া, শ্রুতর্বার উপরে পক্ষিলোমসমন্বিত বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

(২৮) বিরথং তং সমালোক্য…পি।

ছিন্নোত্তমাঙ্গস্য ততঃ ক্ষুরপ্রেণ মহাত্মনঃ।
পপাত কায়ঃ স রথাদ্বসুধামনুনাদয়ন্ ॥৩০॥
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে তাবকা ভয়মোহিতাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে ভীমসেনং যুযুৎসবঃ ॥৩১॥
তানাপতত এবাশু হতশেষাদ্বলার্ণবাৎ।
দংশিতঃ প্রতিজগ্রাহ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
তে তং বৈ সমাসাদ্য পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ॥৩২॥
ততস্তু সংবৃতো ভীমস্তাবকৈর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
পীড়য়ামাস তান্ সর্বান্ সহস্রাক্ষ ইবাসুরান্ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুতর্বেতি। আদদতঃ গৃহ্ণতঃ। শতং চন্দ্রাশ্চন্দ্রাকাররৌপ্যচিহ্নানি যত্র তৎ, ভানুমৎ দীপ্তিমৎ। ক্ষুরপ্রেণ তদাখ্যেন বাণেন। পাণ্ডবো ভীমসেনঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥

ছিন্নেতি। ছিন্নোত্তমাঙ্গস্য ছিন্নমস্তকস্য। মহাত্মনঃ শ্রুতর্বাণঃ ॥৩০॥

তস্মিন্নিতি। অভ্যদ্রবন্ত অভ্যধাবন্। যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছবঃ ॥৩১॥

তানিতি। দংশিতঃ সন্নদ্ধঃ। পরিবব্রুর্বিবেষ্টিরে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

রাজা! এদিকে শ্রুতর্বা রথবিহীন হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি যখন খড়্গ এবং উজ্জ্বল ও বহু চন্দ্রাকারচিহ্নযুক্ত চর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভীমসেন একটা ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার দেহ হইতে মস্তকটী নিপাতিত করিলেন ॥২৯॥

মহাত্মা শ্রুতর্ব্বার মস্তক ক্ষুরপ্রবাণে ছিন্ন হইলে দেহটী রথ হইতে ভূতল নিনাদিত করিয়া পতিত হইল ॥৩০॥

মহারাজ! শ্রুতর্বা নিপতিত হইলে, আপনার পক্ষের অন্য যোদ্ধারা ভীত হইয়াও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া ভীমের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩১॥

তাহারা হতাবশিষ্ট সৈন্যসমুদ্র হইতে বেগে আসিতে লাগিলে, প্রতাপশালী ও যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ভীমসেন তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহারাও আসিয়া সকল দিকে ভীমসেনকে বেষ্টন করিলেন ॥৩২॥

তাহারা আসিয়া ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিলে, ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে পীড়ন করিতেন, সেইরূপ ভীমসেন সুধার বাণসমূহদ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

(৩০)···ক্ষুরপ্রেণ মহাত্মনা—নি। (৩২)···দংশিতান্ প্রতিজগ্রাহ···নি। (৩৩)···ভীমস্তাবকান্···নি।

ততঃ পঞ্চ শতান্ হত্বা সবরূথান্ মহারথান্।
জঘান কুঞ্জরানীকং পুনঃ সপ্তশতং যুধি ॥৩৪॥
হত্বা দশ সহস্রাণি পত্তীনাং পরমেষুভিঃ।
বাজিনাঞ্চ শতান্যষ্টৌ পাণ্ডবঃ স বিরাজতে ॥৩৫॥
ভীমসেনস্তু কৌন্তেয়ো হত্বা যুদ্ধে সুতাংস্তব।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং সফলং জন্ম চ প্রভো! ॥৩৬॥
তং তথা যুধ্যমানং বৈ বিনিঘ্নন্তঞ্চ তাবকান্।
ঈক্ষিতুং নোৎসহন্তে স্ম তব সৈন্যানি মারিষ! ॥৩৭॥
বিদ্রাব্য তু কুরূন্ সর্বাংস্তাংশ্চ হত্বা পদানুগান্।
দোর্ভ্যাং শব্দং ততশ্চক্রে ত্রাসয়ানো মহাদ্বিপান্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। নিশিতৈঃ সুধারৈঃ। সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ ॥৩৩॥
তত ইতি। বরূথৈ রথাবরণৈঃ সহেতি তান্, "রথগুপ্তির্বরূথো না" ইত্যমরঃ ॥৩৪॥
হত্বেতি। পত্তীনাং পদাতীনাম্, পরমেষুভিরুৎকৃষ্টবাণৈঃ ॥৩৫॥
ভীমেতি। সুতান্ দুর্ম্মর্ষণাদীন্। কৃতার্থং কৃতকার্য্যম্ ॥৩৬॥
তমিতি। নোৎসহন্তে স্ম ন শক্নুবন্তি স্ম, মহাভীষণরূপত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩৭॥
বিদ্রাব্যেতি। বিদ্রাব্য নিপীড্য। দোর্ভ্যাং বাহুভ্যাম্ ॥৩৮॥

তদনন্তর ভীমসেন রথাবরণের সহিত পাঁচশত মহারথকে বধ করিয়া, পুনরায় যুদ্ধে সাতশত হস্তিসৈন্য বধ করিলেন ॥৩৪॥

ক্রমে ভীমসেন উত্তম উত্তম বাণদ্বারা দশ সহস্র পদাতি এবং অষ্টশত অশ্বারোহীকে বিনাশ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৫॥

মহারাজ! কুন্তীনন্দন ভীমসেন আপনার পুত্রগণকে বধ করিয়া নিজেকে কৃতকার্য্য মনে করিলেন এবং জন্মও সফল হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিলেন ॥৩৬॥

মাননীয় রাজা! ভীমসেন সেইভাবে যুদ্ধ করিয়া আপনার সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলে, তাহারা আর তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে পারিল না ॥৩৭॥

তদনন্তর ভীমসেন সমস্ত কৌরব নিপীড়ন এবং তাঁহাদের সেই অনুচরগণকে বধ করিয়া বিশাল হস্তিগণের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

(৩৫) হত্বা শতসহস্রাণি···পাণ্ডবঃ স্ম বিরাজতে—নি।

হতভূয়িষ্ঠযোধা তু তব সেনা বিশাংপতে ।
কিঞ্চিচ্ছেষা মহারাজ ! কৃপণা সমপদ্যত ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে দুর্ম্মর্ষণাদিবধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

—:-০-:—

সঞ্জয় উবাচ ।

দুর্য্যোধনো মহারাজ ! সুদর্শশ্চাপি তে সুতঃ ।
হতশেষৌ তদা সংখ্যে বাজিমধ্যে ব্যবস্থিতৌ ॥১॥
ততো দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা বাজিমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ।
উবাচ দেবকীপুত্রঃ কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥২॥
শত্রবো হতভূয়িষ্ঠা জ্ঞাতয়ঃ পরিপালিতাঃ ।
গৃহীত্বা সঞ্জয়ঞ্চাসৌ নিবৃত্তঃ শিনিপুঙ্গবঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

হতেতি। হতা ভূয়িষ্ঠা বহুলা যোধা যোদ্ধারো যস্যাঃ সা। কৃপণা দীনা: ॥৩৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:০:—

দুর্য্যোধন ইতি। সুদর্শঃ সুদর্শনঃ। বাজিমধ্যে অশ্বারোহিসৈন্যমধ্যে ॥১॥
তত ইতি। দেবকীপুত্রঃ কৃষ্ণঃ ॥২॥
শত্রব ইতি। হতা ভূয়িষ্ঠা বহবো যেষাং তে। শিনিপুঙ্গবঃ সাত্যকিঃ ॥৩॥

নরনাথ! মহারাজ! বহুতর যোদ্ধা নিহত হইলে, আপনার অল্পাবশিষ্ট সৈন্যেরা অবসন্ন হইয়া পড়িল' ॥৩৯॥

—০:*:০—

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! হতাবশিষ্ট আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ও সুদর্শন তৎকালে অশ্বারোহিসৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন ॥১॥

তাহার পর কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে অশ্বারোহিসৈন্যমধ্যে অবস্থিত দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনকে বলিলেন—॥২॥

* '...ষড়্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ...' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো। '...পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ...' নি।

পরিশ্রান্তশ্চ নকুলঃ সহদেবশ্চ ভারত ! ।
যোধয়িত্বা রণে পাপান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সহানুগান্ ॥৪॥
দুর্য্যোধনমভিত্যজ্য ত্রয় এতে ব্যবস্থিতাঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ দ্রৌণিশ্চৈব মহারথঃ ॥৫॥
অসৌ তিষ্ঠতি পাঞ্চাল্যঃ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ।
দুর্য্যোধনবলং হত্বা সহ সর্বৈঃ প্রভদ্রকৈঃ ॥৬॥
অসৌ দুর্য্যোধনঃ পার্থ ! বাজিমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন প্রেক্ষমাণো মুহুর্মুহুঃ ॥৭॥
প্রতিব্যূহ্য বলং সর্ব্বং রণমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
এনং হত্বা শিতৈর্বাণৈঃ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

পরীতি। সহানুগান্ অনুচরসহিতান্ ॥৪॥
দুর্য্যোধনমিতি। দ্রৌণিরশ্বত্থামা ॥৫॥
অসাবিতি। পাঞ্চাল্যো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, শ্রিয়া বীরশোভয়া ॥৬॥
অসাবিতি। ছত্রেণেতি বিশেষণে তৃতীয়া। প্রেক্ষমাণঃ অস্মান্ ॥৭॥
প্রতীতি। প্রতিব্যূহ্য প্রতিব্যূহভাবেন সন্নিবেশ্য। শিতৈঃ সুধারৈঃ ॥৮॥

'ওদিকে শত্রুপক্ষের বহু সংখ্যক যোদ্ধাই নিহত হইয়াছে, এদিকে আত্মীয়েরাও রক্ষিত হইয়াছেন এবং সাত্যকিও সঞ্জয়কে ধরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন ॥৩॥

ভরতনন্দন ! নকুল এবং সহদেব অনুচরবর্গের সহিত পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছেন ॥৪॥

মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা ইঁহারা তিনজন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র রহিয়াছেন ॥৫॥

পরমবীরশোভায় শোভিত ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত প্রভদ্রকের সহিত মিলিত হইয়া দুর্য্যোধনের সৈন্য সংহার করিয়া ঐ অবস্থান করিতেছেন ॥৬॥

অর্জ্জুন ! ঐ দুর্য্যোধন অশ্বারোহিসৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছে এবং বার বার আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে; আর ভৃত্যেরা উহার মস্তকের উপরে একটী ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥৭॥

এই দুর্য্যোধন নিজের সমস্ত সৈন্যকে আমাদের প্রতিব্যূহরূপে সন্নিবেশিত

(৫) দুর্য্যোধনমপি ত্যজ্য যত্র তে হি···পি, দুর্য্যোধনমতিক্রম্য ··নি। (৮)···শিতৈরস্ত্রৈঃ ···পি।

গজানীকং হতং দৃষ্ট্বা ত্বাঞ্চ প্রাপ্তমরিন্দমম্।
যাবন্ন বিদ্রবন্ত্যেতে তাবজ্জহি সুযোধনম্ ॥৯॥
যাতু কশ্চিত্তু পাঞ্চাল্যং ক্ষিপ্রমাগম্যতামিতি।
পরিশ্রান্তবলস্তাত! নৈষ মুচ্যেত কিল্বিষী ॥১০॥
তব হত্বা বলং সর্ব্বং সংগ্রামে ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
জিতান্ পাণ্ডুসুতান মত্বা রূপং ধারয়তে মহৎ ॥১১॥
নিহতং স্ববলং মত্বা পীড়িতঞ্চাপি পাণ্ডবৈঃ।
ধ্রুবমেষ্যতি সংগ্রামে বধায়ৈবাত্মনো নৃপঃ।
এবমুক্তঃ ফাল্গুনস্তু কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

গজেতি। প্রাপ্তমুপস্থিতম্। বিদ্রবন্তি পলায়ন্তে ॥৯॥

যাত্বিতি। কশ্চিদস্মাকং জনঃ, পাঞ্চাল্যং ধৃষ্টদ্যুম্নম্, যাতু ক্ষিপ্রমাগম্যতামিতি পাঞ্চাল্যং ব্রবীত্বিতি শেষঃ। হে তাত! বৎস! পরিশ্রান্তং বলং সৈন্যং যস্য সঃ, কিল্বিষী পাপী, এষ দুর্য্যোধনঃ, অস্মত্তো ন মুচ্যেত ॥১০॥

তবেতি। বলং সৈন্যম্। ধৃতরাষ্ট্রজো দুর্য্যোধনঃ ॥১১॥

নিহতমিতি। নৃপ এষ দুর্য্যোধনঃ। ফাল্গুনঃ অর্জ্জুনঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতেছে; সুধার বাণদ্বারা ইহাকে বধ করিয়া তুমি কৃতকার্য্য হইবে ॥৮॥

হস্তিসৈন্য নিহত হইয়াছে, শক্রদমনকারী তুমিও উপস্থিত হইয়াছ, ইহা দেখিয়া যে পর্য্যন্ত ইহারা পলায়ন না করে, তাহার মধ্যেই তুমি এই দুর্য্যোধনকে বধ কর ॥৯॥

বৎস অর্জ্জুন! আমাদের কোন লোক ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করুন এবং তাঁহাকে বলুক যে, আপনি সত্বর আগমন করুন'। দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যই পরিশ্রান্ত হইয়াছে; সুতরাং এই পাপাত্মা মুক্ত হইতে পারিবে না ॥১০॥

তোমার সমস্ত সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং পাণ্ডবগণকেও জয় করিয়াছে, ইহা মনে করিয়া দুর্য্যোধন উজ্জ্বলরূপ ধারণ করিয়াছে ॥১১॥

পাণ্ডবেরা আপন সৈন্যগণকে পীড়িত ও নিহত করিয়াছে ইহা দেখিয়া অবশ্যই দুর্য্যোধন আত্মবিনাশের জন্য যুদ্ধে আসিবে' কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে কহিলেন—॥১২॥

---

(৯)…তামপ্রাপ্তমরিন্দমম্…পি। (১০) যাতু কশ্চিৎ স পাঞ্চাল্যঃ ক্ষিপ্রমাবাধ্যতামিতি…পি।

ধৃতরাষ্ট্রসুতাঃ সর্বে হতা ভীমেন মানদ !।
যাবেতাবাস্থিতৌ কৃষ্ণ ! তাবদ্য ন ভবিষ্যতঃ ॥১৩॥
হতো ভীষ্মো হতো দ্রোণঃ কর্ণো বৈকর্ত্তনো হতঃ।
মদ্ররাজো হতঃ শল্যো হতঃ কৃষ্ণ ! জয়দ্রথঃ ॥১৪॥
হয়াঃ পঞ্চশতাঃ শিষ্টাঃ শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
রথানাঞ্চ শতে শিষ্টে দ্বে এব তু জনার্দ্দন !।
দন্তিনাঞ্চ শতং শিষ্টং ত্রিসাহস্রাঃ পদাতয়ঃ ॥১৫॥
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব ত্রিগর্ত্তাধিপতিস্তথা।
উলূকঃ শকুনিশ্চৈব কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ ॥১৬॥
এতদ্বলমভূচ্ছেষং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য মাধব !।
মোক্ষো ন নূনং কালাদ্ধি বিদ্যতে ভুবি কস্যচিৎ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ধৃ ইতি। এতৌ সুদর্শনদুর্য্যোধনৌ। ন ভবিষ্যতো ন স্থাস্যতঃ ॥১৩॥
হত ইতি। বৈকর্ত্তনস্তদপরনামা। তৎকারণস্তক্তম ॥১৪॥
হয় ইতি। শিষ্টাঃ অবশিষ্টাঃ, সৌবলস্য সুবলপুত্রস্য। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥
অশ্বেতি। ত্রিগর্ত্তাধিপতিঃ সুশর্ম্মা। সাত্বতঃ সাত্বতবংশীয়ঃ, শিষ্ট ইত্যনুবর্ত্ততে ॥১৬॥
এতদিতি। মোক্ষো মুক্তিঃ, কালাৎ নিয়তসময়াৎ ॥১৭॥

'সম্মানদাতা কৃষ্ণ ! ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রকেই বধ করিয়াছেন, কেবল এই দুইজনই (দুর্য্যোধন ও সুদর্শন) অবশিষ্ট আছে। অদ্য আর উহারাও থাকিবে না ॥১৩॥

কৃষ্ণ ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বৈকর্ত্তন কর্ণ, মদ্ররাজ শল্য এবং জয়দ্রথও নিহত হইয়াছেন ॥১৪॥

কৃষ্ণ জনার্দ্দন ! সুবলনন্দন শকুনির পাঁচ শত অশ্বারোহী, দুই শত রথী, এক শত গজারোহী এবং সহস্র পদাতিসৈন্য মাত্র অবশিষ্ট আছে ॥১৫॥

আর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, সুশর্ম্মা, উলূক, শকুনি ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা এই কয়জন বীরই অবশিষ্ট রহিয়াছেন ॥১৬॥

মাধব ! দুর্য্যোধনের এই মাত্র সৈন্যই এখন অবশিষ্ট আছে। কারণ, এই জগতে কোন ব্যক্তিরই কালের হস্ত হইতে মুক্তি হয় না ॥১৭॥

(১৫)...শতং সাগ্রং...বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

তথা বিনিহতে সৈন্যে পশ্য দুর্য্যোধনং স্থিতম্।
অদ্যাহনি মহারাজো হতামিত্রো ভবিষ্যতি।
ন হি মে মোক্ষ্যতে কশ্চিৎ পরেষামিতি চিন্তয়ে ॥১৮॥
যে ত্বদ্য সমরং কৃষ্ণ! ন হাস্যন্তি রণোৎকটাঃ।
তান্ বৈ সর্ব্বান্ হনিষ্যামি যদ্যপি স্যুরমানুষাঃ ॥১৯॥
অদ্য যুদ্ধে সুসংক্রুদ্ধো দীর্ঘং রাজ্ঞঃ প্রজাগরম্।
অপনেষ্যামি গান্ধারং পাতয়িত্বা শিতৈঃ শরৈঃ ॥২০॥
নিকৃত্যা বৈ দুরাচারো যানি রত্নানি সৌবলঃ।
সভায়ামহরদ্দ্যূতে পুনস্তান্যাহরাম্যহম্ ॥২১॥
অদ্য তা অপি বেৎস্যন্তি সর্বা নাগপুরস্ত্রিয়ঃ।
শ্রুত্বা পতীংশ্চ পুত্রাংশ্চ পাণ্ডবৈর্নিহতান্ যুধি ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। মহারাজো যুধিষ্ঠিরঃ, হতামিত্রো হতসর্বশত্রুঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥
য ইতি। হাস্যন্তি ত্যক্ষ্যন্তি পলায়িষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। রণোৎকটা যুদ্ধমত্তাঃ ॥১৯॥
অদ্যেতি। রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য। গান্ধারং গান্ধাররাজং শকুনিম্ ॥২০॥
নিকৃত্যেতি। নিকৃত্যা ছলেন। সৌবলঃ শকুনিঃ ॥২১॥
অদ্যেতি। নাগপুরস্ত্রিয়ঃ হস্তিনানগরস্ত্রিয়ঃ ॥২২॥

সেইভাবে সৈন্য নিহত হইলে, কেবল দুর্য্যোধন রহিয়াছে দেখ; অদ্যই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমস্ত শত্রু নিহত হইবে। আমি মনে করি, বিপক্ষের মধ্যে কোন ব্যক্তিই আমার হাত হইতে মুক্তি পাইবে না ॥১৮॥

কৃষ্ণ! যুদ্ধমত্ত যে সকল যোদ্ধা আজ রণস্থল ত্যাগ না করিবেন, তাঁহারা যদি দেবতা বা গন্ধর্ব্বও হন, তাহা হইলেও আজ আমি তাঁহাদিগকে বধ করিব ॥১৯॥

আজ আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সুধার বাণদ্বারা যুদ্ধে শকুনিকে বধ করিয়া ধর্ম্মরাজের দীর্ঘকালের জাগরণ নিবৃত্ত করিব ॥২০॥

দুরাচার শকুনি সেই দ্যূতসভায় দ্যূতক্রীড়ায় ছলপূর্বক যে সকল ধন অপহরণ করিয়াছিল; আজ আমি পুনরায় সেগুলি আনয়ন করিব ॥২১॥

আজ হস্তিনানগরবাসী সেই সমস্ত স্ত্রীলোকই শুনিয়া জানিবে যে, পাণ্ডবেরা যুদ্ধে পতি ও পুত্রগণকে বধ করিয়াছেন ॥২২॥

(২০) ··যুদ্ধে সমুৎপন্নং ··অপনেষ্যামি গান্ধারিং ··নি। (২২)···তা অপি রোৎস্যন্তি··· পি,···বেৎস্যন্তি মচ্ছক্তিং ··নাগপুরে···নি।

সমাপ্তমদ্য বৈ কর্ম্ম সর্বং কৃষ্ণ! ভবিষ্যতি।
অদ্য দুর্য্যোধনো দীপ্তাং শ্রিয়ং প্রাণাংশ্চ ত্যক্ষ্যতি ॥২৩॥
নাপযাতি ভয়াৎ কৃষ্ণ! সংগ্রামাদদ্য চেন্মম।
নিহতং বিদ্ধি বার্ষ্ণেয়! ধার্ত্তরাষ্ট্রং সুবালিশম্ ॥২৪॥
মম হ্যেতদশক্তং বৈ বাজিবৃন্দমরিন্দম!।
সোঢ়ুং জ্যাতলনির্ঘোষং যাহি যাবন্নিহন্ম্যহম্ ॥২৫॥
এবমুক্তস্তু দাশার্হঃ পাণ্ডবেন মনস্বিনা।
অচোদয়দ্ধয়ান্ রাজন্! দুর্য্যোধনবলং প্রতি ॥২৬॥
তদনীকমভিপ্রেক্ষ্য ত্রয়ঃ সজ্জা মহারথাঃ।
ভীমসেনোঽর্জ্জুনশ্চৈব সহদেবশ্চ মারিষ!।
প্রযযুঃ সিংহনাদেন দুর্য্যোধনজিঘাংসয়া ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

সমাপ্তমিতি। কর্ম্ম যুদ্ধম্। দীপ্তামুজ্জ্বলাম্, শ্রিয়ং রাজলক্ষ্মীম্ ॥২৩॥

নেতি। বিদ্ধি জানীহি। ধার্ত্তরাষ্ট্রং দুর্য্যোধনম্, সুবালিশমতীবমূর্খম্ ॥২৪॥

মমেতি। জ্যাতলনির্ঘোষং বাণক্ষেপকালীনং ধনুর্গুণহস্তাবাপশব্দম্ ॥২৫॥

এবমিতি। দাশার্হঃ কৃষ্ণঃ, পাণ্ডবেনার্জ্জুনেন। অচোদয়ৎ প্রৈরয়ৎ ॥২৬॥

তদিতি। অনীকং সৈন্যম্। দুর্য্যোধনস্য জিঘাংসয়া হননেচ্ছয়া। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৭॥

কৃষ্ণ! আজ সমস্ত যুদ্ধকার্য্য সমাপ্ত হইবে এবং আজ দুর্য্যোধন উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী ও নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ॥২৩॥

বৃষ্ণিনন্দন! আজ অতিমূর্খ দুর্য্যোধন যদি আমার রণস্থল হইতে পলায়ন না করে, তাহা হইলে তুমি উহাকে নিহত বলিয়াই জানিয়া রাখ ॥২৪॥

শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ! এই অশ্বারোহিসৈন্যগণ আজ আমার ধনুর্গুণ ও হস্তাবরণের শব্দ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। যাও, আমি বিপক্ষদিগকে বধ করিতেছি' ॥২৫॥

রাজা! মনস্বী অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ অশ্বগুলিকে দুর্য্যোধনের সৈন্যের দিকে চালাইয়া দিলেন ॥২৬॥

মাননীয় রাজা! দুর্য্যোধনের সেই সৈন্য দেখিয়া, ভীম, অর্জ্জুন ও সহদেব এই তিন জন মহারথ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, দুর্য্যোধনকে বধ করিবার জন্য বিশাল সিংহনাদ করিতে করিতে গমন করিলেন ॥২৭॥

(২৫)···হ্যেতদপর্য্যাপ্তং · নি। (২৬)···পাণ্ডবেন মহামনা···অশ্বান্ সন্দেশয়ামাস···পি। (২৭) তমনীকং··· ভূয়ঃ···পি।

তান্ প্রেক্ষ্য সহিতান্ সর্ব্বান্ জবেনোদ্যতকার্ম্মুকান্।
সৌবলোঽভ্যদ্রবদ্‌যুদ্ধে পাণ্ডবানাততায়িনঃ ॥২৮॥
সুদর্শনস্তব সুতো ভীমসেনং সমভ্যয়াৎ।
সুশর্ম্মা শকুনিশ্চৈব যুযুধাতে কিরীটিনা।
সহদেবং তব সুতো হয়পৃষ্ঠগতোঽভ্যয়াৎ ॥২৯॥
ততো হি যত্নতঃ ক্ষিপ্রং তব পুত্রো জনাধিপ !।
প্রাসেন সহদেবস্য শিরসি প্রাহরদ্ভৃশম্ ॥৩০॥
সোপাবিশদ্রথোপস্থে তব পুত্রেণ তাড়িতঃ।
রুধিরাপ্লুতসর্ব্বাঙ্গ আশীবিষ ইব শ্বসন্ ॥৩১॥
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সহদেবো বিশাংপতে !।
দুর্য্যোধনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সংক্রুদ্ধঃ সমবাকিরৎ ॥৩২॥
পার্থোঽপি যুধি বিক্রম্য কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
শূরাণামশ্বপৃষ্ঠেভ্যঃ শিরাংসি নিচকর্ত্ত হ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। জবেন বেগেন। আততায়িনঃ শস্ত্রপাণীন্ ॥২৮॥
সুদর্শন ইতি। দ্বিতীয়স্তব সুতো দুর্য্যোধনঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥
তত ইতি। তব পুত্রো দুর্য্যোধনঃ ॥৩০॥
স ইতি। সোপাবিশদিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। রথস্য উপস্থে মধ্যে ॥৩১॥
প্রতীতি। সংজ্ঞাং চৈতন্যম্। সমবাকিরৎ প্রাহরৎ ॥৩২॥

সেই অস্ত্রধারী পাণ্ডবেরা সকলে ধনু উত্তোলন করিয়া বেগে আসিতেছেন দেখিয়া, শকুনি তাহাদের দিকে গমন করিলেন ॥২৮॥

মহারাজ! আপনার পুত্র সুদর্শন ভীমের দিকে গমন করিলেন, সুশর্ম্মা ও শকুনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে করিতে লাগিলেন, আর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অশ্বে আরোহণ করিয়া সহদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২৯॥

নরনাথ! তাহার পর দুর্য্যোধন যত্নপূর্ব্বক সত্বর একটা প্রাসদ্বারা সহদেবের মস্তকে গুরুতর আঘাত করিলেন ॥৩০॥

দুর্য্যোধন সেইভাবে আঘাত করিলে, সহদেব রক্তাক্ত দেহ হইয়া সর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া রথমধ্যে উপবেশন করিলেন ॥৩১॥

নরনাথ! তাহার পর সহদেব চৈতন্য লাভ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণদ্বারা দুর্য্যোধনকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

(৩০) শিরসি প্রাহনদ্ভৃশম্—পি।

তদনীকং তদা পার্থো ব্যধমদ্বহুভিঃ শরৈঃ।
পাতয়িত্বা হয়ান্ সর্বাংস্ত্রিগর্ত্তানাং রথান্ যযৌ ॥৩৪॥
ততস্তে সহিতা ভূত্বা ত্রিগর্ত্তানাং মহারথাঃ।
অর্জ্জুনং বাসুদেবঞ্চ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥৩৫॥
সত্যকর্ম্মাণমাক্ষিপ্য ক্ষুরপ্রেণ মহাযশাঃ।
ততোঽস্য স্যন্দনস্যেশাং চিচ্ছেদ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৩৬॥
শিলাশিতেন চ বিভো! ক্ষুরপ্রেণ মহাযশাঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ প্রহসংস্তপ্তকাঞ্চনভূষণম্ ॥৩৭॥
সত্যেষুমথ চাদত্ত যোধানাং মিষতাং ততঃ।
যথা সিংহো বনে রাজন্! মৃগং পরিবুভুক্ষিতঃ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

পার্থ ইতি। নিচকর্ত্ত নিকৃত্য চ্ছিত্বা ন্যপাতয়ৎ ॥৩৩॥
তদিতি। অনীকং সৈন্যম্, ব্যধমৎ ব্যনাশয়ৎ ॥৩৪॥
তত ইতি। সহিতা মিলিতা। অবাকিরন্ প্রাহরন্ ॥৩৫॥
সত্যেতি। আক্ষিপ্য ক্ষিপ্তেন প্রহৃত্য। স্যন্দনস্য রথস্য, ঈশাম্ যুগন্ধরদণ্ডম ॥৩৬॥
শিলেতি। শিলয়া তদঘর্ষণেন শিতস্তনূকৃতমুখঃ ক্ষুরঃ ইত্যর্থস্তেন ॥৩৭॥
সত্যেষুমিতি। সত্যেষুং নাম বীরম, আদত্ত অগৃহ্ণাৎ। মিষতাং পশ্যতাম্ ॥৩৮॥

কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনও যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে বীরগণের মস্তক ছেদন করিয়া নিপাতিত করিতে থাকিলেন ॥৩৩॥

তখন অর্জ্জুন বহুতর বাণদ্বারা সেই সৈন্য সংহার করিলেন এবং সমস্ত অশ্বারোহীকে নিপাত করিয়া, ত্রিগর্ত্তদিগের রথিসৈন্যের প্রতি গমন করিলেন ॥৩৪॥

তদনন্তর সেই ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথেরা মিলিত হইয়া, বাণবর্ষণে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে তাড়ন করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

তদনন্তর মহাযশা অর্জ্জুন একটা ক্ষুরপ্রদ্বারা সত্যকর্ম্মার রথের ঈশা (উপরের কাঠ) ছেদন করিলেন ॥৩৬॥

রাজা! পরে যশস্বী অর্জ্জুন হাস্য করিতে থাকিয়া একটা শিলাশাণিত বাণদ্বারা সত্যকর্ম্মার স্বর্ণভূষিত মস্তকটী ছেদন করিলেন ॥৩৭॥

রাজা! তৎপরে বনমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত সিংহ যেমন হরিণ ধারণ করে, সেইরূপ অর্জ্জুন অন্য যোদ্ধাদের সমক্ষেই সত্যেষুকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥৩৮॥

(৩৬) ততোঽস্য স্যন্দনস্যেষাং...বঙ্গ। (৩৭)...প্রহসংস্তপ্তকুণ্ডলভূষিতম্—পি নি।

তং নিহত্য ততঃ পার্থঃ সুশর্ম্মাণং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
বিদ্ধা তানহনৎ সর্ব্বান্ রথান্ রুক্মবিভূষিতান্ ॥৩৯॥
ততঃ প্রায়াত্ত্বরন্ পার্থো দীর্ঘকালং সুসংভৃতম্।
মুঞ্চন্ ক্রোধবিষং তীক্ষ্ণং প্রস্থলাধিপতিং প্রতি ॥৪০॥
তমর্জ্জুনঃ পৃষৎকানাং শতেন ভরতর্ষভ!।
পূরয়িত্বা ততো বাহানহনত্তস্য ধন্বিনঃ ॥৪১॥
ততঃ শরং সমাধায় যমদণ্ডোপমং পরম্।
সুশর্ম্মাণং সমুদ্দিশ্য চিক্ষেপাশু হসন্নিব ॥৪২॥
স শরঃ প্রেষিতস্তেন ক্রোধদীপ্তেন ধন্বিনা।
সুশর্ম্মাণং সমাসাদ্য বিভেদ হৃদয়ং রণে ॥৪৩॥
স গতাসুর্মহারাজ! পপাত ধরণীতলে।
নন্দয়ন্ পাণ্ডবান্ সর্বান্ ব্যথয়ংশ্চাপি তাবকান্ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। অহনদিতি বিকরণলোপাভাব আর্ষঃ। রুক্মবিভূষিতান্ স্বর্ণালঙ্কৃতান্ ॥৩৯॥
তত ইতি। সুসংভৃতং বিশেষেণ সঞ্চিতম। প্রস্থলাধিপতিং সুশর্ম্মাণম ॥৪০॥
তমিতি। পৃষৎকানাং বাণানাম্। পূরয়িত্বা সর্ব্বাঙ্গং ব্যাপ্য। বাহান্ অশ্বান্ ॥৪১॥
তত ইতি। সমাধায় ধনুসি সংস্থাপ্য। চিক্ষেপ অর্জ্জুন এব ॥৪২॥
স ইতি। ক্রোধেন দীপ্ত উত্তেজিতস্তেন, ধন্বিনা অর্জ্জুনেন ॥৪৩॥
স ইতি। গতা নির্গতা অসবঃ প্রাণা যস্য সঃ। নন্দয়ন্ হর্ষয়ন্ ॥৪৪॥

অর্জ্জুন সত্যেষুকে বধ করিয়া তিন বাণে সুশর্ম্মাকে তাড়নপূর্ব্বক স্বর্ণালঙ্কৃত রথগুলিকে বিনাশ করিলেন ॥৩৯॥

তদনন্তর অর্জ্জুন দীর্ঘকালের সঞ্চিত তীক্ষ্ণ ক্রোধবিষ উদ্‌গার করিতে থাকিয়া ত্বরান্বিত হইয়া প্রস্থলনগরাধিপতি সুশর্ম্মার দিকে গমন করিলেন ॥৪০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! ক্রমে অর্জ্জুন একশত বাণদ্বারা সুশর্ম্মার সমস্ত অঙ্গ পূরণ করিয়া, তাহার অশ্বগুলিকে বিনাশ করিলেন ॥৪১॥

পরে অর্জ্জুন হাস্য করিতে থাকিয়াই যেন যমদণ্ডের তুল্য উত্তম একটা বাণ ধনুতে সংস্থাপন করিয়া সত্বর সুশর্ম্মার দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥৪২॥

ক্রোধে উত্তেজিত ও মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন নিক্ষেপ করিলে, সেই বাণটা যাইয়া সুশর্ম্মার হৃদয় বিদীর্ণ করিল ॥৪৩॥

(৪০) ততস্তু প্রবপন্·· প্রচ্ছলাধিপতিং·· পি। (৪২)···শরং সমাদায়···তদা···ন।

সুশর্ম্মাণং রণে হত্বা পুত্রানস্য মহারথান্।
সপ্ত চাষ্টৌ চ ত্রিংশচ্চ সায়কৈরনয়ৎ ক্ষয়ম্ ॥৪৫॥
ততোঽস্য নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্বান্ হত্বা পদানুগান্।
অভ্যয়াদ্ভারতীং সেনাং হতশেষাং মহারথঃ ॥৪৬॥
ভীমস্তু সমরে ক্রুদ্ধঃ পুত্রং তব জনাধিপ!।
সুদর্শনমদৃশ্যন্তং শরৈশ্চক্রে হসন্নিব ॥৪৭॥
ততোঽস্য প্রহসন্ ক্রুদ্ধঃ শিরঃ কায়াদপাহরৎ।
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন স হতঃ প্রাপতদ্ভুবি ॥৪৮॥
তস্মিংস্তু নিহতে বীরে ততস্তস্য পদানুগাঃ।
পরিবব্রু রণে ভীমং কিরন্তো বিশিখান্ শরান্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

সুশর্ম্মেতি। সপ্ত চাষ্টৌ চ ত্রিংশচ্চেতি সমুদায়েন পঞ্চচত্বারিংশদিত্যর্থঃ ॥৪৫॥
তত ইতি। পদানুগান্ অনুচরান্। ভারতীং কৌরবীম, মহারথোঽর্জ্জুনঃ ॥৪৬॥
ভীম ইতি। অদৃশ্যন্তমদৃশ্যমানম্ ॥৪৭॥
তত ইতি। অস্য সুদর্শনস্য, ক্রুদ্ধো ভীমঃ। স সুদর্শনঃ ॥৪৮॥
তস্মিন্নিতি। পরিবব্রুঃ পরিবিবেষ্টিরে। বিশিখান্ শিখাশূন্যান্ অর্দ্ধচন্দ্রাদীন্ ॥৪৯॥

মহারাজ! তখন সুশর্ম্মা প্রাণবিহীন হইয়া, সমস্ত পাণ্ডবকে আনন্দিত এবং আপনার পক্ষের সকল লোককে ব্যথিত করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৪৪॥

অর্জ্জুন সুশর্ম্মাকে বধ করিয়া, তাহার পঁয়তাল্লিশ জন মহারথ পুত্রকেও বিনাশ করিলেন ॥৪৫॥

তদনন্তর মহারথ অর্জ্জুন সুধার বাণসমূহদ্বারা সুশর্ম্মার অনুচরগণকে বিনাশ করিয়া, হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪৬॥

নরনাথ! ওদিকে ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন সুধার বাণসমূহে আপনার পুত্র সুদর্শনকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন ॥৪৭॥

তৎপরে ক্রুদ্ধ ভীমসেন একটা সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রদ্বারা সুদর্শনের মস্তক ছেদন করিলেন; সুদর্শনও নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৪৮॥

সুদর্শন নিহত হইলে, তাহার অনুচরগণ শিখাশূন্য অর্দ্ধচন্দ্রপ্রভৃতি বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল ॥৪৯॥

(৪৬)…অভ্যগাদ্ভারতীং……নি।

ততস্তু নিশিতৈর্বাণৈস্তদনীকং বৃকোদরঃ।
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শৈঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ।
ততঃ ক্ষণাত্তু তান্ ভীমো ন্যহনদ্ভরতর্ষভ! ॥৫০॥
তেষু তূচ্ছিদ্যমানেষু সেনাধ্যক্ষা মহাবলাঃ।
ভীমসেনং সমাসাদ্য ততোঽযুধ্যন্ত ভারত! ॥৫১॥
তাংস্তু সর্ব্বান্ শরৈ রাজন্! অবাকিরত পাণ্ডবঃ।
তথৈব তাবকা রাজন্! পাণ্ডবেয়ান্ মহারথান্।
শরবর্ষেণ মহতা সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥৫২॥
ব্যাকুলং তদভূৎ সর্বং পাণ্ডবানাং পরৈঃ সহ।
তাবকানাঞ্চ সমরে পাণ্ডবেয়ৈর্যুযুৎসতাম্ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অনীকং সৈন্যম্, অহনদিতি বিকরণলোপাভাব আর্ষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫০॥

তেষ্বিতি। সেনাধ্যক্ষাঃ সৈন্যনায়কাঃ ॥৫১॥

তানিতি। অবাকিরত ক্ষেপেণ প্রাহরৎ; পাণ্ডবো ভীমঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫২॥

ব্যাকুলমিতি। ব্যাকুলং বিশেষেণোৎকণ্ঠিতম্, তৎ সৈন্যম্। যুযুৎসতাং যোদ্ধুমিচ্ছতাম্ ॥৫৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎপরে ভীমসেন ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য সুধার বাণসমূহদ্বারা সকল দিকে সেই সৈন্যগণকে বারণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্ষণকাল মধ্যেই সেই সৈন্যগণকে বিনাশ করিলেন ॥৫০॥

ভরতনন্দন! সেই সৈন্যগণ বিনষ্ট হইলে, মহাবল সৈন্যাধ্যক্ষেরা আসিয়া ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৫১॥

রাজা! ভীমসেন বাণবর্ষণ করিয়া তাহাদের সকলকেই প্রহার করিতে লাগিলেন; সেইরূপই আবার আপনার পক্ষের যোদ্ধারাও সকল দিক্ হইতে বাণবর্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণের মহারথগণকে বারণ করিতে থাকিলেন ॥৫২॥

তৎকালে বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধার্থী সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য এবং পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধার্থী কৌরবসৈন্যও বিশেষ আকুল হইতেছিল ॥৫৩॥

(৫০)…সমন্তাৎ পর্য্যবাকিরৎ…বঙ্গ। (৫১) তেষু তুচ্ছাদ্যমানেষু……পি। (৫২) * হতান্ সর্ব্বান্ শরৈর্ঘোরৈঃ…পি নি।

তত্র যোধাস্তদা পেতুঃ পরস্পরসমাহতাঃ।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্! সংশোচন্তঃ স্ম বান্ধবান্ ॥৫৪॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি
শল্যবধে সঙ্কুলযুদ্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে নরবাজিগজক্ষয়ে।
শকুনিঃ সৌবলো রাজন্! সহদেবং সমভ্যয়াৎ ॥১॥
ততোঽস্যাপততস্তূর্ণং সহদেবঃ প্রতাপবান্।
শরৌঘান্ প্রেষয়ামাস পতঙ্গানিব শীঘ্রগান্।
উলূকঞ্চ রণে রাজন্! বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। স্মেতি পাদপূরণে, বান্ধবান্ পুত্রাদীন্ ॥৫৪॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তস্মিন্নিতি। নরাণাং বাজিনাং গজানাঞ্চ ক্ষয়ো যস্মিন্ তত্র ॥১॥
তত ইতি। আপতত আগচ্ছতঃ। পতঙ্গান্ শলভান্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২॥

রাজা! তখন উভয় সৈন্যের যোদ্ধারাই পরস্পর আহত হইয়া বন্ধুবর্গের জন্য শোক করিতে থাকিয়া পতিত হইতে থাকিলেন' ॥৫৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য ক্ষয় পাইতে লাগিলে, সুবলপুত্র শকুনি সহদেবের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১॥

রাজা! শকুনি আসিতে লাগিলে, প্রতাপশালী সহদেব তাঁহার প্রতি পতঙ্গের

(৫৪)...শোচন্তঃ সর্ব্ববান্ধবান্—পি * '. সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ...' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ...' নি। (২)...উলূকঞ্চ রণে ভীমং বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ পি।

শকুনিস্ত মহারাজ ! ভীমং বিদ্ধা ত্রিভিঃ শরৈঃ।
সায়কানাং নবত্যা বৈ সহদেবমবাকিরৎ ॥৩॥
তে শূরাঃ সমরে রাজন্ ! সমাসাদ্য পরস্পরম্।
বিব্যধুর্নিশিতৈর্বাণৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাধৌতৈরাকর্ণাৎ প্রহিতৈঃ শরৈঃ ॥৪॥
তেষাঞ্চাপভুজোৎসৃষ্টা শরবৃষ্টির্বিশাংপতে ! ।
আচ্ছাদয়দ্দিশঃ সর্বা ধারা ইব পয়োমুচঃ ॥৫॥
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমঃ সহদেবশ্চ বীর্য্যবান্।
চেরতুঃ কদনং সংখ্যে কুর্ব্বন্তৌ সুমহাবলৌ ॥৬॥
তাভ্যাং শরশতৈশ্ছন্নং তদ্বলং তব ভারত ! ।
অন্ধকারমিবাকাশমভবত্তত্র তত্র হ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

শকুনিরিতি। বিদ্ধা তাড়য়িত্বা। অবাকিরৎ ক্ষেপেণ প্রাহরৎ ॥৩॥

ত ইতি। কঙ্কানাং বর্হিণানাঞ্চ পক্ষিণাং বাজাঃ পক্ষা এষু সঞ্জাতা ইতি তৈঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪॥

তেষামিতি। চাপৈঃ কার্ম্মুকৈঃ ভুজৈর্বাহুভিশ্চ উৎসৃষ্টাঃ ক্ষিপ্তাঃ। পয়োমুচো মেঘস্য ॥৫॥

তত ইতি। কদনং মহামারীম্, সংখ্যে রণস্থলে ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নিতি ॥১—৫॥ রণে বীরশব্দবিশিষ্টে ॥৬—৬৪॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬॥

ন্যায় দ্রুতগামী বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং দশটা বাণদ্বারা উলূককে বিদ্ধ করিলেন ॥২॥

মহারাজ ! শকুনিও তিন বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিয়া, নব্বই বাণে সহদেবকে তাড়ন করিলেন ॥৩॥

রাজা ! সেই বীরেরা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া, কঙ্ক (হাড়গিলা) ও ময়ূরের পক্ষযুক্ত, সুধার, স্বর্ণপুঙ্খ, শিলাশাণিত এবং আকর্ণাকৃষ্ট কার্ম্মুকনিক্ষিপ্ত বাণসমূহদ্বারা পরস্পর বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥৪॥

নরনাথ ! তাঁহাদের ধনু ও বাহুনিক্ষিপ্ত বাণবৃষ্টি মেঘের জলধারার ন্যায় সমস্ত দিক্ আবৃত করিল ॥৫॥

তদনন্তর বীর ও অতিমহাবল ভীমসেন এবং সহদেব বিপক্ষসৈন্যমধ্যে মহামারী ঘটাইতে থাকিয়া, রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৬॥

(৪)···আকর্ণপ্রহিতৈঃ শরৈঃ—পি নি।

অশ্বৈর্বিপরিধাবদ্ভিঃ শরৈশ্ছন্নৈর্বিশাংপতে ! ।
তত্র তত্র কৃতো মার্গো বিকর্ষদ্ভির্হতান্ বহূন্ ॥৮॥
নিহতানাং হয়ানাস্তু সহৈব হয়যোধিভিঃ ।
চর্ম্মভির্বিনিকৃত্তৈশ্চ প্রাসৈশ্ছিন্নৈশ্চ মারিষ ! ॥৯॥
অসিভিঃ শক্তিভিশ্চৈব তোমরৈশ্চ সমন্ততঃ ।
সংচ্ছন্না পৃথিবী জজ্ঞে কুসুমৈঃ শবলা ইব ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
যোধাস্তত্র মহারাজ ! সমাসাদ্য পরস্পরম্ ।
ব্যচরন্ত রণে ক্রুদ্ধা বিনিঘ্নন্তঃ পরস্পরম্ ॥১১॥
উদ্‌বৃত্তনয়নৈ রোষাৎ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটৈর্মুখৈঃ ।
সকুণ্ডলৈর্মহী চ্ছন্না পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভৈঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তাভ্যামিতি। অন্ধকারম্ অন্ধকারাবৃতম্ ॥৭॥
অশ্বৈরিতি। বিকর্ষদ্ভিঃ আকৃষ্যাপসারয়দ্ভিঃ ॥৮॥
নিহতানামিতি। বিনিকৃত্তৈশ্ছিন্নৈঃ। পৃথিবী রণভূমিঃ, শবলা বিচিত্রা ॥৯—১০॥
যোধা ইতি। সমাসাদ্য প্রাপ্য। বিনিঘ্নন্তঃ প্রহরন্তঃ ॥১১॥
উদ্‌বৃত্তেতি। উদ্‌বৃত্তনয়নৈঃ উন্মীলিতনেত্রৈঃ। মহী সমরভূমিঃ ॥১২॥

ভরতনন্দন! ভীম ও সহদেব শত শত বাণদ্বারা আপনার সেই সৈন্য আবৃত করায়, সেই সেই স্থানে তাহা অন্ধকারাবৃত আকাশের ন্যায় হইয়া পড়িল ॥৭॥

নরনাথ! বাণে বাণে ক্ষতবিক্ষত দেহ অশ্বগণ সকল দিকে ধাবিত হইতে থাকিয়া নিহত বহুতর প্রাণীকে আকর্ষণ করিয়া করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল ॥৮॥

মাননীয় রাজা! অশ্বারোহিগণের সহিত নিহত অশ্বগণের ছিন্ন চর্ম্ম, প্রাস, অসি, শক্তি ও তোমরদ্বারা সমরভূমি আবৃত হইয়া পুষ্পসমাকীর্ণের ন্যায় হইল ॥৯—১০॥

মহারাজ! তৎকালে যোদ্ধারা পরস্পরকে পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এবং পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১১॥

পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় মুখমণ্ডলেও সমরভূমি আবৃত হইয়া পড়িল; ক্রোধবশতঃ সে মুখমণ্ডলগুলির নয়ন উন্মীলিত ও ওষ্ঠযুগল সন্দষ্ট ছিল ॥১২॥

(৯)···সহৈব হয়সাদিভিঃ বর্ম্মভিঃ···নি।

ভুজৈশ্ছিন্নৈর্মহারাজ ! নাগরাজকরোপমৈঃ ।
সাঙ্গদৈঃ সতনুত্রৈশ্চ সাসিপ্রাসপরশ্বধৈঃ ॥১৩॥
কবন্ধৈরুত্থিতৈশ্ছিন্নৈর্নৃত্যদ্ভিশ্চাপরৈর্যুধি ।
ক্রব্যাদগণসঙ্কীর্ণা ঘোরাভূৎ পৃথিবী বিভো ! ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
অল্পাবশিষ্টে সৈন্যে তু কৌরবেয়ান্ মহাহবে ।
প্রহৃষ্টাঃ পাণ্ডবা ভূত্বা নিন্যিরে যমসাদনম্ ॥১৫॥
এতস্মিন্নন্তরে শূরঃ সৌবলেয়ঃ প্রতাপবান্ ।
প্রাসেন সহদেবস্য শিরসি প্রাহরদ্ভৃশম্ ।
স বিহ্বলো মহারাজ ! রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥১৬॥
সহদেবং তথা দৃষ্ট্বা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ।
সর্বসৈন্যানি সংক্রুদ্ধো বারয়ামাস ভারত ! ॥১৭॥
নির্বিভেদ চ নারাচৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
বিনির্ভিদ্যাকরোচ্চৈব সিংহনাদমরিন্দমঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ভুজৈরিতি। নাগরাজকরোপমৈঃ গজেন্দ্রশুণ্ডাতুল্যৈঃ। সতনুত্রৈর্বর্ম্মাবৃতৈঃ। ক্রব্যাদানাং মাংসভোজিনাং গণেন সঙ্কীর্ণা ব্যাপ্তা ; পৃথিবী রণভূমিঃ ॥১৩—১৪॥

অল্পেতি। সৈন্যে কৌরবীয়ে। যমসাদনং যমালয়ম্ ॥১৫॥

এতস্মিন্নিতি। সৌবলেয়ঃ সুবলপুত্রঃ শকুনিঃ। রথস্য উপস্থে মধ্যে। ষট্পাদঃ ॥১৬॥

সহদেবমিতি। সর্বসৈন্যানি কৌরবীয়াণি ॥১৭॥

শক্তিশালী মহারাজ ! কেয়ূর, বর্ম্ম, তরবারি ও পরশুযুক্ত বিশাল হস্তিশুণ্ডতুল্য ছিন্ন বাহুসকল এবং ছিন্ন ও নৃত্যকারী উত্থিত কবন্ধসমূহ, আর মাংসভোজী জন্তুগণে আবৃত হইয়া সমরভূমি ভীষণ আকার ধারণ করিল ॥১৩—১৪॥

ক্রমে কৌরবসৈন্য অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, পাণ্ডবেরা আনন্দিত হইয়া মহাযুদ্ধে সেই কৌরবসৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

মহারাজ ! এই সময়ে প্রতাপশালী বীর শকুনি একটা প্রাসদ্বারা সহদেবের মস্তকে গুরুতর আঘাত করিলেন। তখন সহদেব বেদনায় বিহ্বল হইয়া রথমধ্যে উপবেশন করিলেন ॥১৬॥

ভরতনন্দন ! সহদেবকে সেইরূপ বিহ্বল দেখিয়া প্রতাপশালী ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া একাকীই সমস্ত কৌরবসৈন্য বারণ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

---

(১৬)···শিরসি প্রাহনদ্ভৃশম্·· পি। (১৮) স নির্ভিদ্য···নি।

তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ সর্বে সহয়বারণাঃ।
প্রাদ্রবন্ সহসা ভীতাঃ শকুনেশ্চ পদানুগাঃ ॥১৯॥
প্রভগ্নানথ তান্ দৃষ্ট্বা রাজা দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ।
নিবর্ত্তধ্বমধর্ম্মজ্ঞা যুধ্যধ্বং কিং স্থতেন বঃ ॥২০॥
ইহ কীর্ত্তিং সমাধায় প্রেত্য লোকান্ সমশ্নুতে।
প্রাণান্ জহাতি যো বীরো যুধি পৃষ্ঠমদর্শয়ন্ ॥২১॥
এবমুক্তাস্তু তে রাজ্ঞা সৌবলস্য পদানুগাঃ।
পাণ্ডবানভ্যবর্ত্তন্ত মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনম্ ॥২২॥
দ্রবদ্ভিস্তত্র রাজেন্দ্র! কৃতঃ শব্দোঽতিদারুণঃ।
ক্ষুব্ধসাগরসঙ্কাশঃ ক্ষুভিতঃ সর্বতোঽভবৎ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নিরিতি। নির্বিভেদ বিদারয়ামাস। অরিন্দমো ভীমঃ ॥১৮॥
তেনেতি। হয়ৈরশ্বৈঃ বারণৈর্গজৈশ্চ সহেতি তে ॥১৯॥
প্রেতি। প্রভগ্নান্ বিশ্লিষ্টান্। স্থতেন অপসরণেন ॥২০॥
ইহেতি। ইহ লোকে, প্রেত্য পরলোকে, "প্রেত্যামুত্র ভবান্তরে" ইত্যমরঃ ॥২১॥
এবমিতি। পদানুগা অনুচরাঃ। নিবর্ত্তনং যুদ্ধান্নিবৃত্তিহেতুম্ ॥২২॥
দ্রবদ্ভিরিতি। দ্রবদ্ভিঃ পাণ্ডবান্ অভিধাবদ্ভিঃ। ক্ষুভিতঃ উদ্বেলিতঃ সমরঃ ॥২৩॥

আর শত্রুদমনকারী ভীমসেন নারাচদ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র কৌরবসৈন্য বিদীর্ণ করিতে থাকিলেন এবং বিদীর্ণ করিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিলেন ॥১৮॥

এখন হস্তী ও অশ্বগণের সহিত সমস্ত কৌরবসৈন্য ও শকুনির অনুচরেরা সেই শব্দে বিত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৯॥

তাহার পর সেই সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন বলিলেন— "হে অধর্ম্মজ্ঞ সৈন্যগণ! তোমরা নিবৃত্ত হও, যুদ্ধ কর, পলায়ন করায় তোমাদের কি ফল হইবে ॥২০॥

যে বীর যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি রাখিয়া, পরলোকে স্বর্গলাভ করেন" ॥২১॥

দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে, শকুনির সেই অনুচরেরা মৃত্যু পণ করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥২২॥

রাজশ্রেষ্ঠ! সেই যোদ্ধারা পাণ্ডবগণের অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকিয়া

(২৩)...ক্ষুভিতৈঃ সর্ব্বতো দিশম্—নি।

তাংস্তথাপততো দৃষ্ট্বা সৌবলস্য পদানুগান্।
প্রত্যুদ্যযুর্মহারাজ ! পাণ্ডবা বিজয়ে স্থিতাঃ ॥২৪॥
প্রত্যাশ্বস্য চ দুর্দ্ধর্ষঃ সহদেবো বিশাংপতে ! ।
শকুনিং দশভির্বিদ্ধা হয়াংশ্চাস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ চ শরৈঃ সৌবলস্য হসন্নিব ॥২৫॥
অথান্যদ্ধনুরাদায় শকুনির্যুদ্ধদুর্ম্মদঃ।
বিব্যাধ নকুলং ষষ্ট্যা ভীমসেনঞ্চ সপ্তভিঃ ॥২৬॥
উলূকোঽপি মহারাজ ! ভীমং বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
সহদেবঞ্চ সপ্তত্যা পরীপ্সন্ পিতরং রণে ॥২৭॥
তং ভীমসেনঃ সমরে বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
শকুনিঞ্চ চতুঃষষ্ট্যা পার্শ্বস্থাংশ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। আপতত আগচ্ছতঃ। বিজয়ে স্থিতা লব্ধজয়াঃ ॥২৪॥
প্রতীতি। প্রত্যাশ্বস্য সুস্থীভূয়। সৌবলস্য শকুনেঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
অথেতি। ষষ্ট্যা সপ্তভিঃ শরৈরিতি শেষঃ ॥২৬॥
উলূক ইতি। পরীপ্সন্ রক্ষিতুমিচ্ছন্, পিতরং শকুনিম্ ॥২৭॥
তমিতি। তমুলূকম্। পার্শ্বস্থান্ যোধান্ ॥২৮॥

উদ্বেলিত সমুদ্রের শব্দের ন্যায় দারুণ কোলাহল করিল, তাহাতে সমগ্র রণস্থলই কম্পিত হইল ॥২৩॥

মহারাজ ! শকুনির সেই অনুচরেরা সেইভাবে আসিতেছে দেখিয়া বিজয়ী পাণ্ডবেরাও তাহাদের অভিমুখে গমন করিলেন ॥২৪॥

নরনাথ ! এই সময় দুর্দ্ধর্ষ সহদেব সুস্থ হইয়া দৃঢ় বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া, তিন বাণে তাহার অশ্বগুলিকে বিদ্ধ করিলেন এবং হাসিতে হাসিতেই যেন বাণদ্বারা শকুনির ধনু ছেদন করিলেন ॥২৫॥

তাহার পর যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ শকুনি অন্য ধনু লইয়া ষাট বাণে নকুলকে এবং সাত বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৬॥

মহারাজ ! উলূকও পিতা শকুনিকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া, সাত বাণে ভীমসেনকে এবং সত্তর বাণে সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৭॥

(২৪) তাংস্তথা পুরতো দৃষ্ট্বা···নি। (২৫)···সমরে হৃতশ্চাস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ—পি। (২৮)·· শকুনিঞ্চ ত্রিসপ্তত্যা···পি।

তে হন্যমানা ভীমেন নারাচৈস্তৈলপায়িতৈঃ।
সহদেবং রণে ক্রুদ্ধাশ্ছাদয়ামাসুরাহবে।
পর্বতং বারিধারাভিঃ সবিদ্যুত ইবাম্বুদাঃ ॥২৯॥
ততোঽস্যাপততঃ শূরঃ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
উলূকস্য মহারাজ! ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ ॥৩০॥
স জগাম রথাদ্ভূমিং সহদেবেন পাতিতঃ।
রুধিরাপ্লুতসর্বাঙ্গো নন্দয়ন্ পাণ্ডবান্ যুধি ॥৩১॥
পুত্রস্তু নিহতং দৃষ্ট্বা শকুনিস্তত্র ভারত!।
সাশ্রুকণ্ঠো বিনিশ্বস্য ক্ষত্তুর্বাক্যমনুস্মরন্ ॥৩২॥
চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং স বাষ্পপূর্ণেক্ষণঃ শ্বসন্।
সহদেবং সমাসাদ্য ত্রিভির্বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। তৈলং পায়িতা সংসজ্জিতাস্তৈঃ। সবিদ্যুত ইত্যনেন তেষামুজ্জ্বলাস্ত্রবত্ত্বমাক্ষিপ্যতে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥

তত ইতি। আপতত আগচ্ছতঃ। উলূকস্য শকুনিপুত্রস্য ॥৩০॥

স ইতি। রুধিরৈঃ আপ্লুতানি সংসিক্তানি সর্ব্বাণ্যঙ্গানি যস্য সঃ ॥৩১॥

পুত্রমিতি। ক্ষত্তুর্বিদুরস্য। শ্বসন্ নিশ্বাসং ত্যজন্ ॥৩২—৩৩॥

ভীমসেন তখন চৌষট্টিটা সুধার বাণদ্বারা উলূক ও শকুনিকে এবং তিন তিনটা বাণদ্বারা তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৮॥

ভীমসেন তৈলাক্ত নারাচদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলে, বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘ যেমন জল বর্ষণ করিয়া পর্ব্বতকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ তাঁহারা বাণ বর্ষণ করিয়া সহদেবকে আচ্ছাদন করিলেন ॥২৯॥

তাহার পর উলূক আসিতে লাগিলে, প্রতাপশালী সহদেব একটা ভল্লদ্বারা তাঁহার মস্তক অপহরণ করিলেন ॥৩০॥

পরে সেই উলূক সহদেবকর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া পাণ্ডবগণকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হইলেন ॥৩১॥

ভরতনন্দন! পুত্র উলূককে নিহত দেখিয়া, শকুনি তখন বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া বিদুরের বাক্য স্মরণ করিতে থাকিয়া, মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া, অশ্রুপূর্ণনয়নে নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ নিকটে যাইয়া, তিনটা বাণদ্বারা সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩২—৩৩॥

(২৯)···ছাদয়ন্ শরবৃষ্টিভিঃ···বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

তানপাস্থ শরাম্মুক্তান্ শরসঙ্ঘৈঃ প্রতাপবান্।
সহদেবো মহারাজ! ধনুশ্চিচ্ছেদ সংযুগে ॥৩৪॥
ছিন্নে ধনুষি রাজেন্দ্র! শকুনিঃ সৌবলস্তদা।
প্রগৃহ্য বিপুলং খড়্গং সহদেবায় প্রাহিণোৎ ॥৩৫॥
তমাপতন্তং সহসা ঘোররূপং বিশাংপতে!।
দ্বিধা চিচ্ছেদ সমরে সৌবলস্য হসন্নিব ॥৩৬॥
অসিং দৃষ্ট্বা দ্বিধা ছিন্নং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
প্রাহিণোৎ সহদেবায় সা মোঘা ন্যপতদ্ভুবি ॥৩৭॥
ততঃ শক্তিং মহাঘোরাং কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবং প্রতি সৌবলঃ ॥৩৮॥
তামাপতন্তীং সহসা শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে সহদেবো হসন্নিব ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। অপাস্য ক্ষিপ্ত্বা প্রতিহত্যেত্যর্থঃ। ধনুঃ শকুনেঃ ॥৩৪॥
ছিন্ন ইতি। বিপুলং বৃহত্তম্। প্রাহিণোৎ ন্যক্ষিপৎ ॥৩৫॥
তমিতি। তং খড়্গম্। চিচ্ছেদ সহদেবঃ ॥৩৬॥
অসিমিতি। প্রাহিণোৎ শকুনিঃ। মোঘা সহদেবেনৈব প্রতিঘাতাদ্ব্যর্থা ॥৩৭॥
তত ইতি। কালরাত্রিং সংহাররূপিণীং কালীম্, উদ্যতাং হন্তুমিতি শেষঃ ॥৩৮॥
তামিতি। আপতন্তীমাগচ্ছন্তীম্। সহসা বেগেন ॥৩৯॥

মহারাজ! তখন প্রতাপশালী সহদেব বাণসমূহদ্বারা শকুনির সেই বাণগুলিকে প্রতিহত করিয়া শকুনির ধনু ছেদন করিলেন ॥৩৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ধনু ছিন্ন হইলে, তখন শকুনি একখানা বিশাল তরবারি গ্রহণ করিয়া তাহা সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৫॥

নরনাথ! শকুনির সেই ভীষণ তরবারিখানা বেগে আসিতে লাগিলে, সহদেব হাসিতে হাসিতেই যেন তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন ॥৩৬॥

তরবারিখানা দুই খণ্ডে ছিন্ন হইল দেখিয়া শকুনি একটা বিশাল গদা ধারণ করিয়া তাহা সহদেবের উপরে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সহদেবের প্রতিঘাতে সে গদাটা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৩৭॥

তদনন্তর শকুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, হননোদ্যত কালরাত্রির ন্যায় অতিভীষণা একটা শক্তি সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৮॥

(৩৯)···শরৈঃ কনকভূষণৈঃ···নি।

সা পপাত ত্রিধা চ্ছিন্না ভূমৌ কনকভূষণা।
শীর্য্যমাণা যথা দীপ্তা গগনাদ্বৈ শতহ্রদা ॥৪০॥
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা সৌবলঞ্চ ভয়ার্দ্দিতম্।
দুদ্রুবুস্তাবকাঃ সর্বে ভয়ে জাতে সসৌবলাঃ ॥৪১॥
অথোৎক্রুষ্টং মহচ্চাসীৎ পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভিঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ততঃ সর্বে প্রায়শো বিমুখাভবন্ ॥৪২॥
তান্ বৈ বিমনসো দৃষ্ট্বা মাদ্রীপুত্ত্রঃ প্রতাপবান্।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্বারয়ামাস সংযুগে ॥৪৩॥
ততো গান্ধারকৈর্গুপ্তং পুষ্টৈরশ্বৈর্জয়ে ধৃতম্।
আসসাদ রণে যান্তং সহদেবোঽথ সৌবলম্ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। শীর্য্যমাণা স্বভাবেনৈব মেঘাদ্বিচ্ছিন্না, শতহ্রদা বিদ্যুৎ ॥৪০॥

শক্তিমিতি। দুদ্রুবুঃ পলায়াঞ্চক্রিরে। সসৌবলাঃ শকুনিসহিতা এব ॥৪১॥

অথেতি। উৎক্রুষ্টম্ উচ্চৈরানন্দকোলাহলঃ কৃতঃ। জিতেন জয়েন কাশন্তে শোভন্ত ইতি তৈঃ। বিমুখাভবন্নিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥৪২॥

তানিতি। বিমনসঃ পরাজয়েন বিষণ্ণচিত্তান্ ॥৪৩॥

তত ইতি। গান্ধারকৈঃ গান্ধারদেশীয়সৈন্যৈঃ, গুপ্তং রক্ষিতম্। ধৃতং সঙ্কল্পিতম্ ॥৪৪॥

সেই শক্তিটা বেগে আসিতে লাগিলে, সহদেব হাসিতে হাসিতেই যেন স্বর্ণখচিত বাণদ্বারা সেটাকে তিনখণ্ডে ছেদন করিলেন ॥৩৯॥

সহদেব স্বর্ণভূষণা সেই শক্তিটাকে ছেদন করিলে, মেঘবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ যেমন আকাশ হইতে পতিত হয়, সেইরূপ তাহা ভূতলে পতিত হইল ॥৪০॥

মহারাজ! শকুনির শক্তি বিনিহত হইল এবং শকুনিও ভয়ে আকুল হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আপনার পক্ষের যোদ্ধারা সকলে শকুনির সহিতই বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

তাহার পর বিজয়শোভী পাণ্ডবেরা উচ্চস্বরে বিশাল কোলাহল করিতে লাগিলেন; তাহাতে প্রায় সমস্ত কৌরবসৈন্যই পরাঙ্মুখ হইল ॥৪২॥

তাহাদিগকে বিষণ্ণচিত্ত দেখিয়া প্রতাপশালী সহদেব বহুসহস্র বাণদ্বারা সে সকলকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

ওদিকে শকুনি গান্ধারসৈন্যে সুরক্ষিত থাকিয়া প্রবল অশ্বসৈন্যের গুণে

(৪১)···সৌবলঞ্চ ভৃশার্দ্দিতম্···পি।

স্বমংশমবতিষ্ঠন্তং সংস্মৃত্য শকুনিং নৃপ ! ।
রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন সহদেবঃ সমভ্যয়াৎ ॥৪৫॥
অধিজ্যং বলবৎ কৃত্বা ব্যাক্ষিপন্ সুমহদ্ধনুঃ ।
স সৌবলমভিদ্রুত্য গার্দ্ধ্রপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ ।
ভৃশমভ্যহনৎ ক্রুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥৪৬॥
উবাচ চৈনং মেধাবী নিগৃহ্য স্মারয়ন্নিব ।
ক্ষত্রধর্ম্মে স্থিরো ভূত্বা যুধ্যস্ব পুরুষো ভব ॥৪৭॥
যত্তদা হৃষ্যসে মূঢ় ! গ্লহন্নক্ষৈঃ সভাতলে ।
ফলমদ্য প্রপশ্যস্ব কর্ম্মণস্তস্য দুর্ম্মতে ! ॥৪৮॥
নিহতাস্তে দুরাত্মানো যেঽস্মানবহসন্ পুরা ।
দুর্য্যোধনঃ কুলাঙ্গারঃ শিষ্টস্ত্বং চাস্য মাতুলঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

স্বমিতি। স্বমংশং হস্তব্যেষু নিজং ভাগম্। কাঞ্চনাঙ্গেন স্বর্ণময়েন ॥৪৫॥

অধীতি। অধিজ্যমারোপিতগুণম্; বলবৎ সুদৃঢ়ম্, ব্যাক্ষিপন্ আকর্ষন্। গার্দ্ধ্রপত্রৈঃ বাণৈঃ। তোত্রৈরঙ্কুশৈঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৬॥

উবাচেতি। উবাচ সহদেবঃ। নিগৃহ্য আক্রম্য, স্মারয়ন্ পূর্ববৃত্তান্তম্ ॥৪৭॥

যদিতি। গ্লহন্ ক্রীড়ন্, অক্ষৈঃ পাশকৈঃ ॥৪৮॥

নিহতা ইতি। অবহসন্নিতি অড়াগমাভাব আর্ষঃ। শিষ্টঃ অবশিষ্টঃ ॥৪৯॥

জয়ের আশা করিয়া যাইতেছিলেন ; এমন সময়ে সহদেব তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥৪৪॥

রাজা ! নিজের ভাগের শকুনিই কেবল এখন অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া সহদেব স্বর্ণভূষিত রথে তাঁহার প্রতি গমন করিলেন ॥৪৫॥

পরে সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সুদৃঢ় ও বিশাল ধনুতে গুণারোপণ করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকিয়া, সম্মুখে যাইয়া, অঙ্কুশদ্বারা যেমন মহাহস্তীকে আঘাত করে, সেইরূপ শিলাশাণিত বাণদ্বারা শকুনিকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

এবং স্মরণশক্তিশালী সহদেব স্মরণ করাইতে থাকিয়াই যেন শকুনিকে বলিলেন—'তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ কর, পুরুষ হও ॥৪৭॥

মূঢ় ! দুর্ম্মতি ! তুমি তখন দ্যূতসভায় দ্যূতক্রীড়া করিতে থাকিয়া যে আনন্দিত হইয়াছিলে, আজ সেই কার্য্যের ফল দর্শন কর ॥৪৮॥

(৪৫) স্বমংশমবশিষ্টং তং···পি নি। (৪৮) যত্তদা ভাষসে···নি,···কৃষতে···পি।

অদ্য তে নিহনিষ্যামি ক্ষুরেণোন্মথিতং শিরঃ।
বৃক্ষাৎ ফলমিবাবিদ্ধং লগুড়েন প্রমাথিনা ॥৫০॥
এবমুক্ত্বা মহারাজ! সহদেবো মহাবলঃ।
সংক্রুদ্ধো নরশার্দ্দূলো বেগেনাভিজগাম হ ॥৫১॥
অভিগম্য তু দুর্দ্ধর্ষঃ সহদেবো যুধাং পতিঃ।
বিকৃষ্য বলবচ্চাপং ক্রোধেন প্রদহন্নিব ॥৫২॥
শকুনিং দশভির্বিদ্ধ্বা চতুর্ভিশ্চাস্য বাজিনঃ।
ছত্রং ধ্বজং ধনুশ্চাস্য ছিত্ত্বা সিংহ ইবানদৎ ॥৫৩॥ (যুগ্মকম্)
ছিন্নধ্বজধনুশ্ছত্রঃ সহদেবেন সৌবলঃ।
কৃতো বিদ্ধশ্চ বহুভিঃ সর্ব্বমর্ম্মসু সায়কৈঃ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

অদ্যেতি। উন্মথিতং ছিন্নম্। আবিদ্ধং পাতিতম্। প্রমাথিনা ফলপাতনপ্রবৃত্তেন ॥৫০॥
এবমিতি। নরঃ শার্দ্দূল ইব স নরশ্রেষ্ঠঃ ॥৫১॥
অভীতি। যুধাং যোধানাম্। দশভিশ্চতুর্ভিশ্চ বাণৈঃ ॥৫২—৫৩॥
ছিন্নেতি। ছিন্নানি ধ্বজধনুশ্ছত্রাণি যস্য সঃ। বিদ্ধস্তাড়িতঃ ॥৫৪॥

দুরাত্মা! যাহারা পূর্ব্বে আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, সেই দুরাত্মারা সকলেই নিহত হইয়াছে; এখন কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন এবং উহার মাতুল তুমি—এই দুইজন মাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছ ॥৪৯॥

ফলপাতনকারী লোক যেমন লগুড়দ্বারা বৃক্ষ হইতে ফল পাতিত করে, সেইরূপ আজ আমি ক্ষুরপ্রদ্বারা তোমার মস্তক পাতিত করিব এবং তোমাকে বধ করিব' ॥৫০॥

মহারাজ! মহাবল ও নরশ্রেষ্ঠ সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ বলিয়া বেগে শকুনির দিকে গমন করিলেন ॥৫১॥

দুর্দ্ধর্ষ ও যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ সহদেব শকুনির অভিমুখে যাইয়া দৃঢ় ধনু আকর্ষণ করিয়া, ক্রোধে যেন দগ্ধ করিতে থাকিয়া, দশ বাণে শকুনিকে এবং চারি বাণে তাঁহার চারিটা অশ্বকে তাড়ন করিয়া ছত্র, ধনু ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ॥৫২—৫৩॥

এই ভাবে সহদেব বাণদ্বারা শকুনির ধ্বজ, ধনু ও ছত্র ছেদন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ করিলেন ॥৫৪॥

(৫২)···ক্রোধেন প্রজ্বলন্নিব···পি নি।

ততো ভূয়ো মহারাজ ! সহদেবঃ প্রতাপবান্ ।
শকুনেঃ প্রেষয়ামাস শরবৃষ্টিং দুরাসদাম্ ॥৫৫॥
ততস্তু ক্রুদ্ধঃ সুবলস্য পুত্রো মাদ্রীসুতং সহদেবং বিমর্দ্দে ।
প্রাসেন জাম্বূনদভূষণেন জিঘাংসুরেকোঽভিপপাত শীঘ্রম্ ॥৫৬॥
মাদ্রীসুতস্তস্য সমুদ্যতং তং প্রাসং সুবৃত্তৌ চ ভুজৌ রণাগ্রে ।
ভল্লৈস্ত্রিভির্যুগপৎ সঞ্চকর্ত্ত ননাদ চোচ্চৈস্তরসাজিমধ্যে ॥৫৭॥
তস্যাশুকারী সুসমাহিতেন সুবর্ণপুঙ্খেন দৃঢ়ায়সেন ।
ভল্লেন সর্ব্বাবরণাতিগেন শিরঃ শরীরাৎ প্রমমাথ ভূয়ঃ ॥৫৮॥
শরেণ কার্ত্তস্বরভূষিতেন দিবাকরাভেন সুসংশিতেন ।
হৃতোত্তমাঙ্গো যুধি পাণ্ডবেন পপাত ভূমৌ সুবলস্য পুত্রঃ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ভূয়ঃ পুনরপি। শকুনেঃ উপরি ॥৫৫॥

তত ইতি। বিমর্দ্দে যুদ্ধে। জাম্বূনদং স্বর্ণং ভূষণং যস্য তেন। জিঘাংসুর্হন্তুমিচ্ছুঃ ॥৫৬॥

মাদ্রীতি। সুবৃত্তৌ সুগোলৌ। চকর্ত্ত চিচ্ছেদ, তরসা বেগেন ॥৫৭॥

তস্যেতি। সুসমাহিতেন সম্যক্ সংহিতেন। দৃঢ়ায়সেন দৃঢ়লৌহময়েন। সর্ব্বমাবরণং বর্ম্মাদিকম্ অতিক্রম্য গচ্ছতীতি তেন। প্রমমাথ চিচ্ছেদ ॥৫৮॥

শরেণেতি। কার্ত্তস্বরভূষিতেন স্বর্ণালঙ্কৃতেন, দিবাকরাভেন সূর্য্যবদুজ্জ্বলেন, সুসংশিতেন অতীবসুধারেণ। হৃতং ছিন্নম্ উত্তমাঙ্গং মস্তকং যস্য সঃ, পাণ্ডবেন সহদেবেন ॥৫৯॥

মহারাজ! তদনন্তর সহদেব পুনরায় শকুনির উপরে দুঃসহ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৫৫॥

তাহার পর শকুনি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণভূষিত প্রাসদ্বারা বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, মাদ্রীনন্দন সহদেবের অভিমুখে বেগে ধাবিত হইলেন ॥৫৬॥

পরে সহদেব তিনটা ভল্লদ্বারা উত্তোলিত সেই প্রাস ও শকুনির সুগোল বাহুযুগল একদাই ছেদন করিলেন এবং উচ্চস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন ॥৫৭॥

ক্ষিপ্রকারী সহদেব স্বর্ণপুঙ্খ, দৃঢ় লৌহনির্ম্মিত, সর্বাবরণভেদী ভল্লটাকে সম্যক্ সন্ধান করিয়া শকুনির দেহ হইতে মস্তকটাকে ছেদন করিলেন ॥৫৮॥

সহদেব স্বর্ণভূষিত, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুধার ভল্লদ্বারা মস্তক ছেদন করিলে, শকুনি রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥৫৯॥

---

(৫৬)··· মাদ্রীপুত্রং···পি। (৫৮)···ভল্লেন সর্ব্বাবরণাসিগেন বঙ্গ। (৫৯)··· কৃত্তোত্তমাঙ্গঃ ···পি।

স তচ্ছিরো বেগবতা শরেণ সুবর্ণপুঙ্খেন শিলাশিতেন।
প্রাবেরয়ৎ কুপিতঃ পাণ্ডুপুত্রো যত্তৎ কুরূণামনয়স্য মূলম্ ॥৬০॥
কৃত্তোত্তমাঙ্গং শকুনিং সমীক্ষ্য ভূমৌ শয়ানং রুধিরার্দ্রগাত্রম্।
যোধাস্ত্বদীয়া ভয়নষ্টসত্ত্বা দিশঃ প্রজগ্মুঃ প্রগৃহীতশস্ত্রাঃ ॥৬১॥
বিপ্রদ্রুতাঃ শুষ্কমুখা বিসংজ্ঞা গাণ্ডীবঘোষেণ সমাহতাশ্চ।
ভয়ার্দ্দিতা ভগ্নরথাশ্বনাগাঃ পদাতয়শ্চৈব সধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬২॥
ততো রথাচ্ছকুনিং পাতয়িত্বা মুদান্বিতা ভারত! পাণ্ডবেয়াঃ।
শঙ্খান্ প্রদধ্মুঃ সমরে প্রহৃষ্টাঃ সকেশবাঃ সৈনিকান্ হর্ষয়ন্তঃ ॥৬৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। প্রাবেরয়ৎ প্রৈরয়ৎ। অনয়স্য দুর্নীতেঃ ॥৬০॥

কৃত্তেতি। কৃত্তোত্তমাঙ্গং ছিন্নমস্তকম্। ভয়েন নষ্টং সত্ত্বং যুদ্ধাধ্যবসায়ো যেষাং তে ॥৬১॥

বিপ্রেতি। বিপ্রদ্রুতাঃ পলায়িতাঃ, বিসংজ্ঞা অচেতনপ্রায়াঃ, সমাহতা উদ্বেজিতাঃ। ভয়ার্দ্দিতাঃ পরাজিতাশ্চ রথা অশ্বা নাগা গজাশ্চ যেষাং তে। ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ কৌরবসৈন্যেন সহেতি তে ॥৬২॥

তত ইতি। প্রদধ্মুর্বাদয়ামাসুঃ। কেশবেন কৃষ্ণেন সহেতি তে ॥৬৩॥

যে মস্তকটী কৌরবপক্ষের দুর্নীতির মূল হইয়াছিল, ক্রুদ্ধ সহদেব বেগবান্, স্বর্ণপুঙ্খ ও শিলাশাণিত বাণদ্বারা সেই মস্তকটী ভূতলে নিপাতিত করিয়াছিলেন ॥৬০॥

তখন শকুনিকে ছিন্নমস্তক, রক্তাক্তদেহ ও ভূতলে শায়িত দেখিয়া, তাঁহার অস্ত্রধারী যোদ্ধারা ভয়ে উৎসাহবিহীন হইয়া, নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৬১॥

গাণ্ডীবের শব্দে উদ্বিগ্ন, শুষ্কবদন ও অচেতনপ্রায় পদাতিরা এবং রথ ভগ্ন, হস্তী ও অশ্ব সকল পরাজিত হইলে, রথী ও আরোহীরা ভয়ার্ত্ত হইয়া কৌরব-সৈন্যগণের সহিতই পলায়ন করিতে থাকিল ॥৬২॥

ভরতনন্দন! তাহার পর ওদিকে শকুনিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া, পাণ্ডবেরা আনন্দিত ও কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া, সৈন্যগণের আনন্দ উৎপাদন করিতে থাকিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

(৬০)…প্রাবারয়ৎ…পি। (৬২) প্রবিদ্রুতাঃ নি।

তত্রাপি সর্ব্বে প্রতিপূজয়ন্তো হৃষ্টা ব্রুবাণাঃ সহদেবমাজৌ।
দিষ্ট্যা হতো নৈকৃতিকো দুরাত্মা সহাত্মজো বীর! রণে ত্বয়েতি ॥৬৪॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে শকুন্যুলূকবধে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

(২। হ্রদপ্রবেশপর্ব্ব।)

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ! সৌবলস্য পদানুগাঃ।
ত্যক্ত্বা জীবিতমাক্রন্দে পাণ্ডবান্ পর্য্যবারয়ন্ ॥১॥
তানর্জ্জুনঃ প্রত্যগৃহ্লাৎ সহদেবজয়ে ধৃতঃ।
ভীমসেনশ্চ তেজস্বী ক্রুদ্ধাশীবিষদর্শনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, নৈকৃতিকঃ শঠঃ। আত্মজেন উলূকেন সহেতি সঃ ॥৬৪॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:০:———

তত ইতি। পদানুগা অনুচরাঃ। জীবিতং জীবনমমতাম্, আক্রন্দে যুদ্ধে ॥১॥
তানিতি। জয়ে জয়রক্ষণে, ধৃতঃ অবস্থিতঃ ॥২॥

পাণ্ডবপক্ষের সমস্ত লোক আনন্দিত হইয়া সহদেবের প্রশংসা করিতে থাকিয়া বলিতে লাগিল যে—'বীর! আপনি উলূকের সহিত শঠ ও দুরাত্মা শকুনিকে আজ ভাগ্যবশতঃ বধ করিয়াছেন' ॥৬৪॥

———০:*:০———

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! তাহার পর শকুনির অনুচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করিল ॥১॥

* '...অষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ...' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ' নি।

শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসহস্তানাং সহদেবং জিঘাংসতাম্।
সঙ্কল্পমকরোন্মোঘং গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥৩॥
সংগৃহীতায়ুধান্ বাহূন্ যোধানামভিধাবতাম্।
ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ বীভৎসুঃ শিরাংস্যপি হয়ানপি ॥৪॥
তে হয়াঃ প্রত্যপদ্যন্ত বসুধাং বিগতাসবঃ।
ত্বরতাং লোকবীরাণাং প্রহতাঃ সব্যসাচিনা ॥৫॥
ততো দুর্য্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা স্ববলসংক্ষয়ম্।
হতশেষান্ সমানীয় ক্রুধ্যন্ রথশতান্ বিভো! ॥৬॥
কুঞ্জরাংশ্চ হয়াংশ্চৈব পাদাতাংশ্চ পরন্তপ!।
উবাচ সহিতান্ সর্ব্বান্ ধার্ত্তরাষ্ট্র ইদং বচঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
সমাসাদ্য রণে সর্বান্ পাণ্ডবান্ সসুহৃদ্গণান্।
পাঞ্চাল্যঞ্চাপি সবলং হত্বা শীঘ্রং নিবর্ত্তত ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

শক্তীতি। জিঘাংসতাং হন্তুমিচ্ছতাম্। মোঘং ব্যর্থম্ ॥৩॥
সমিতি। সংগৃহীতায়ুধান্ ধৃতাস্ত্রান্। বীভৎসুরর্জ্জুনঃ ॥৪॥
ত ইতি। প্রত্যপদ্যন্ত প্রাপ্নুবন্, বিগতাসবো নির্গতপ্রাণাঃ ॥৫॥
তত ইতি। সমানীয় সমবেতীকৃত্য। সহিতান্ মিলিতান্ ॥৬—৭॥

তখন সহদেবের জয় অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উৎসাহী এবং ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় উগ্রমূর্ত্তি ভীম ও অর্জ্জুন সেই সৈন্যগণকে গ্রহণ করিলেন ॥২॥

বিপক্ষসৈন্যেরা শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস ধারণ করিয়া সহদেবকে বধ করিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল; কিন্তু অর্জ্জুন গাণ্ডীবদ্বারা তাহাদের সে সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে থাকিলেন ॥৩॥

সেই যোদ্ধারা অস্ত্র ধারণ করিয়া সহদেবের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলে, অর্জ্জুন ভল্লদ্বারা তাহাদের বাহু, মস্তক ও অশ্ব সকল ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৪॥

অর্জ্জুন বধ করিতে থাকিলে, ত্বরান্বিত বীরগণের সেই অশ্বগুলি প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥৫॥

শত্রুদমনকারী রাজা! তাহার পর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নিজের সৈন্য ক্ষয় দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া হতাবশিষ্ট বহুশত রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিকে সমবেত করিয়া সেই সম্মিলিত সৈন্য সকলকে এই কথা বলিলেন—॥৬—৭॥

(৫) তে হতাঃ · পি,···রতা লোকবীরেণ · নি। (৭)···দুঃখিতান্ সর্ব্বান্···নি,··· ধার্ত্তরাষ্ট্রান্···পি।

তস্য তে শিরসা গৃহ্য বচনং যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
প্রত্যুদ্‌যযূ রণে পার্থাংস্তব পুত্রস্য শাসনাৎ ॥৯॥
তানভ্যাপততঃ শীঘ্রং হতশেষান্ মহারণে।
শরৈরাশীবিষাকারৈঃ পাণ্ডবাঃ সমবাকিরন্ ॥১০॥
তৎ সৈন্যং ভরতশ্রেষ্ঠ! মুহূর্ত্তেন মহাত্মভিঃ।
অবধ্যত রণং প্রাপ্য ত্রাতারং নাভ্যবিন্দত।
প্রতিষ্ঠমানস্তু ভয়ান্নাবতিষ্ঠতি দংশিতম্ ॥১১॥
অশ্বৈর্বিপরিধাবদ্ভিঃ সৈন্যেন রজসাবৃতৈঃ।
ন প্রাজ্ঞায়ন্ত সমরে দিশশ্চ প্রদিশস্তথা ॥১২॥
ততস্তু পাণ্ডবানীকান্নিঃসৃত্য বহবো জনাঃ।
অভ্যঘ্নন্ তাবকান্ যুদ্ধে মুহূর্ত্তাদিব ভারত!।
ততো নিঃশেষমভবৎ তৎ সৈন্যং তব ভারত! ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি। পাঞ্চাল্যং ধৃষ্টদ্যুম্নম্, সবলং সৈন্যসহিতম্ ॥৮॥
তস্যেতি। গৃহ্য গৃহীত্বা। পার্থান্ পাণ্ডবপক্ষান্; শাসনাদাদেশাৎ ॥৯॥
তানিতি। অভ্যাপততঃ অভিমুখমাগচ্ছতঃ। সমবাকিরন্ প্রাহরন্ ॥১০॥
তদিতি। নাভ্যবিন্দত নালভত। দংশিতং সন্নদ্ধম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥
অশ্বৈরিতি। সৈন্যেন সৈন্যোত্তোলিতেন, রজসা ধূল্যা ॥১২॥

'সৈন্যগণ! তোমরা অগ্রবর্ত্তী হইয়া, বন্ধুবর্গের সহিত পাণ্ডবগণকে এবং সৈন্যগণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে সত্বর বধ করিয়া ফিরিয়া আইস' ॥৮॥

রাজা! যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ সেই সৈন্যেরা আপনার পুত্রের সেই বাক্য মস্তকে ধারণ করিয়া, তাঁহার আদেশক্রমে পাণ্ডবগণের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥৯॥

হতাবশিষ্ট সেই সৈন্যেরা বেগে আসিতে লাগিলে, পাণ্ডবেরা সর্পতুল্য বাণ সকল নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥১০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবল পাণ্ডবেরা মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই সেই সৈন্যগণকে সংহার করিলেন; কারণ, তাহারা রক্ষক পায় নাই। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত সেই সৈন্যেরা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, কিন্তু কোথায়ও অবস্থান করে নাই ॥১১॥

সৈন্যোত্তোলিত ধূলিজালে আবৃত হইয়া অশ্বগণ ছুটাছুটি করিতে লাগিলে, দিক্ বা বিদিক্ কিছুই জানা গেল না ॥১২॥

(১১)···পলায়মানস্তু ভয়াৎ···নি,···ন বৈ তিষ্ঠতি···পি। (১২)···সৈন্যেন রজসা বৃতে··· পি নি।

অক্ষৌহিণ্যঃ সমেতাস্তু তব পুত্রস্য ভারত !।
একাদশ হতা যুদ্ধে তাঃ প্রভো ! পাণ্ডুসৃঞ্জয়ৈঃ ॥১৪॥
তেষু রাজসহস্রেষু তাবকেষু মহাত্মসু।
একো দুর্য্যোধনো রাজন্নদৃশ্যত ভৃশং ক্ষতঃ ॥১৫॥
ততো বীক্ষ্য দিশঃ সর্বা দৃষ্ট্বা শূন্যাঞ্চ মেদিনীম্।
বিহীনঃ সর্বযোধৈশ্চ পাণ্ডবান্ বীক্ষ্য সংযুগে ॥১৬॥
মুদিতান্ সর্বসিদ্ধার্থান্নর্দমানান্ সমন্ততঃ।
বাণশব্দরবাংশ্চৈব শ্রুত্বা তেষাং মহাত্মনাম্ ॥১৭॥
দুর্য্যোধনো মহারাজ ! কশ্মলেনাভিসংবৃতঃ।
অপযানে মনশ্চক্রে বিহীনবলবাহনঃ ॥১৮॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পাণ্ডবানামনীকাৎ সৈন্যাৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৩॥

অক্ষৌহিণ্য ইতি। পরত্র তা ইত্যভিধানাৎ নিয়তসম্বন্ধতয়া যা ইত্যবগন্তব্যম্ ॥১৪॥

তেষ্বিতি। তাবকেষু ত্বদীয়েষু, মহাত্মসু মহাবলেষু ॥১৫॥

তত ইতি। মেদিনীং রণভূমিম্। সর্ব্বসিদ্ধার্থান্ নিষ্পন্নসর্ব্ববিষয়ান্, নর্দমানান্ গর্জতঃ। কশ্মলেন মোহেন, অপযানে পলায়নে ॥১৬—১৮॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর বহুতর যোদ্ধা পাণ্ডবসৈন্য হইতে নির্গত হইয়া সেই পলায়মান কৌরবসৈন্যগণকে বধ করিতে থাকিলেন। ভরতনন্দন ! তাহাতে সেই কৌরবসৈন্য একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল ॥১৩॥

ভরতনন্দন রাজা ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের যে এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য আসিয়াছিল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়েরা তাহাদের সকলকেই নিহত করিয়াছেন ॥১৪॥

মহারাজ ! আপনার পক্ষের সেই মহাবল সহস্র সহস্র রাজার মধ্যে একমাত্র দুর্য্যোধনই অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত শরীরে দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন ॥১৫॥

মহারাজ ! তাহার পর যোদ্ধা, বল ও বাহনশূন্য দুর্য্যোধন সমস্ত দিক্ ও সমরভূমি সহায় শূন্য দেখিয়া, পাণ্ডবগণকে আনন্দিত ও গর্জ্জনকারী অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাদের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে ইহা জানিয়া এবং সকল দিকে সেই মহাত্মাদের বাণের শব্দ শুনিয়া এবং মোহে অভিভূত হইয়া পলায়ন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৬—১৮॥

(১৭) মুদিতান্ সর্বতঃ সিদ্ধানর্দমানান্···বাণশব্দরবাংশ্চৈব···নি। (১৮) ইতঃ পরং '···অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

নিহতে মামকে সৈন্যে নিঃশেষে শিবিরে কৃতে।
পাণ্ডবানাং বলে সূত! কিন্নু শেষমভূত্তদা।
এতন্মে পৃচ্ছতো ব্রূহি কুশলো হ্যসি সঞ্জয়! ॥১৯॥
যচ্চ দুর্য্যোধনো মন্দঃ কৃতবাংস্তনয়ো মম।
বলক্ষয়ং তদা দৃষ্ট্বা স একঃ পৃথিবীপতিঃ ॥২০॥

সঞ্জয় উবাচ।

রথানাং দ্বে সহস্রে তু সপ্ত নাগশতানি চ।
পঞ্চ চাশ্বসহস্রাণি পত্তীনাঞ্চ শতং শতাঃ ॥২১॥
এতচ্ছেষমভূদ্রাজন্! পাণ্ডবানাং মহদ্বলম্।
পরিগৃহ্য হি যদ্‌যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নো ব্যবস্থিতঃ ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
একাকী ভরতশ্রেষ্ঠ! ততো দুর্য্যোধনো নৃপঃ।
নাপশ্যৎ সমরে কঞ্চিৎ সহায়ং রথিনাং বরঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নিহত ইতি। বলে সৈন্যে। কুশল উক্তিনিপুণঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

যদিতি। যৎ কৃতবান্ তচ্চ ব্রূহি ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥২০॥

রথানামিতি। নাগানাং গজানাং শতানীতি তানি। পরিগৃহ্য সেনাপতিভাবেনাদায় ॥২১—২২॥

একাকীতি। সমরে সমরস্থলে। অতীববিষাদস্থানমিদম্ ॥২৩॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সূতনন্দন সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমার সমস্ত সৈন্য সংহার এবং শিবিরগুলিকে শূন্য করিলে, তখন পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে কি অবশিষ্ট ছিল, ইহা আমি তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তাহা বল; তুমি বলিতে বড়ই নিপুণ ॥১৯॥

এবং আমার পুত্র মূর্খ ও একাকী রাজা দুর্য্যোধন তৎকালে সৈন্য ক্ষয় দেখিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও বল' ॥২০॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতিভাবে যে সৈন্য লইয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থিত ছিলেন, তৎকালে সেই পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে দুই সহস্র রথী, সাত শত গজারোহী, পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতি অবশিষ্ট ছিল ॥২১—২২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর রথিশ্রেষ্ঠ একাকী রাজা দুর্য্যোধন রণস্থলে নিজের কোন সহায় দেখিতে পাইলেন না ॥২৩॥

(২০) যচ্চ দুর্য্যোধনো মানী ··নি। (২১) ··পত্তীনামযুতানি চ—নি। (২৩) ··কিঞ্চিৎ সহায়ং···পি।

নর্দ্দমানান্ পরাংশ্চৈব স্ববলস্য চ সংক্ষয়ম্।
তথা দৃষ্ট্বা মহারাজ! একঃ স পৃথিবীপতিঃ।
হতং স্বহয়মুৎসৃজ্য প্রাঙ্মুখঃ প্রাদ্রবদ্রণাৎ ॥২৪॥
একাদশচমূভর্ত্তা পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
গদামাদায় তেজস্বী পদাতিঃ প্রস্থিতো হ্রদম্ ॥২৫॥
নাতিদূরং ততো গত্বা পদ্ভ্যামেব নরাধিপঃ।
সস্মার বচনং ক্ষত্তুর্ধর্ম্মশীলস্য ধীমতঃ ॥২৬॥
ইদং নূনং মহাপ্রাজ্ঞো বিদুরো দৃষ্টবান্ পুরা।
মহদ্বৈশসমস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ সংযুগে ॥২৭॥
এবং বিচিন্তয়ানস্তু প্রবিবিক্ষুর্হ্রদং ততঃ।
দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ো দৃষ্ট্বা রাজা বলক্ষয়ম্ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

নর্দ্দেতি। নর্দ্দমানান্ আনন্দেন গর্জ্জতঃ। স দুর্য্যোধনঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৪॥
একেতি। একাদশচমূভর্ত্তা একাদশাক্ষৌহিণীপতিঃ। পদাতিঃ পাদচারী ॥২৫॥
নেতি। নরাধিপো দুর্য্যোধনঃ। ক্ষত্তুর্বিদুরস্য ॥২৬॥
ইদমিতি। নূনং নিশ্চিতম্। বৈশসং মহামারীম্ ॥২৭॥
এবমিতি। প্রবিবিক্ষুঃ প্রবেষ্টুমিচ্ছুরভবৎ ॥২৮॥

মহারাজ! পৃথিবীপতি সেই দুর্য্যোধন নিজের সৈন্য ক্ষয় ও আনন্দে গর্জ্জনকারী শত্রুগণকে দেখিয়া, নিহত নিজের অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া, একাকী বেগে রণস্থল হইতে গমন করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

রাজা! একাদশাক্ষৌহিণীপতি ও তেজস্বী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন গদা লইয়া পাদচারে দ্বৈপায়নহ্রদের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥২৫॥

রাজা দুর্য্যোধন পাদচারেই রণস্থল হইতে অনতিদূরে যাইয়া ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান্ বিদুরের বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

'বুদ্ধিমান্ বিদুর পূর্ব্বেই যুদ্ধে আমাদের ও অপর ক্ষত্রিয়গণের এই মহামারী নিশ্চয়ই দেখিতে পাইয়াছিলেন' ॥২৭॥

রাজা দুর্য্যোধন নিজের সৈন্য ক্ষয় দেখিয়া, দুঃখে সন্তপ্তচিত্ত হইয়া, এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া, দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥২৮॥

(২৪)···সৌবলস্য চ সংক্ষয়ম্···পি। (২৭)··মহদ্ব্যসনমস্মাকং—নি। (২৮) পুনঃ বিচিন্তয়ানস্তু—পি,·· রাজন্। বলক্ষয়ম্···বজ।

পাণ্ডবাপি মহারাজ ! ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ।
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তব রাজন্ ! বলং প্রতি ॥২৯॥
শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসহস্তানাং বলানামভিগর্জ্জতাম্ ।
সঙ্কল্পমকরোন্মোঘং গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥৩০॥
তান্ হত্বা নিশিতৈর্বাণৈঃ সামাত্যান্ সহ বন্ধুভিঃ ।
রথে শ্বেতহয়ে তিষ্ঠন্নর্জ্জুনো বহ্বশোভত ॥৩১॥
সুবলস্য হতে পুত্রে সবাজিরথকুঞ্জরে ।
মহাবনমিব ছিন্নমভবত্তাবকং বলম্ ॥৩২॥
অনেকশতসাহস্রে বলে দুর্য্যোধনস্য হ ।
নান্যো মহারথো রাজন্ ! জীবমানো ব্যদৃশ্যত ॥৩৩॥
দ্রোণপুত্রাদৃতে বীরাত্তথৈব কৃতবর্ম্মণঃ ।
কৃপাচ্চ গৌতমাদ্রাজন্ ! পার্থিবাচ্চ তবাত্মজাৎ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবা ইতি। পাণ্ডবাপীতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥২৯॥
শক্তীতি। সঙ্কল্পং পাণ্ডবপরাজয়াভিপ্রায়ম্, মোঘং ব্যর্থম্ ॥৩০॥
তানিতি। সামাত্যান্ সসহায়ান্। শ্বেতা হয়া যস্য তস্মিন্ ॥৩১॥
সুবলস্যেতি। সুবলস্য পুত্রে শকুনৌ। ছিন্নম্ অর্জ্জুনাস্ত্রৈরেব ॥৩২॥
অনেকেতি। জীবমানো জীবন্। ঋতে বিনা ॥৩৩—৩৪॥

মহারাজ! পাণ্ডবেরাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥২৯॥

কৌরবপক্ষের যোদ্ধারা শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস ধারণ করিয়া এবং গর্জ্জন করিতে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে জয় করিবার ইচ্ছা করিতেছিল; কিন্তু অর্জ্জুন গাণ্ডীবদ্বারা তাহাদের সে ইচ্ছা ব্যর্থ করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

অর্জ্জুন সুধার বাণসমূহদ্বারা সহায় ও বন্ধুবর্গের সহিত তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া, শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে থাকিয়া অত্যন্ত শোভা পাইতে থাকিলেন ॥৩১॥

মহারাজ! হস্তী ও অশ্বগণের সহিত শকুনি নিহত হইলে, মহাবনের ন্যায় আপনার সৈন্য অর্জ্জুনের অস্ত্রে সমস্তই ছিন্ন হইল ॥৩২॥

রাজা! বীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, গৌতমগোত্র কৃপাচার্য্য এবং রাজা দুর্য্যোধন ব্যতীত বহু সহস্র দুর্য্যোধনসৈন্যমধ্যে অন্য কোন মহারথকেই জীবিত দেখা গেল না ॥৩৩—৩৪॥

(৩০) শক্ত্যৃষ্টিপাশহস্তানাং···পি।

ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু মাং দৃষ্ট্বা হসন্ সাত্যকিমব্রবীৎ।
কিমনেন গৃহীতেন নানেনার্থোঽস্তি জীবতা ॥৩৫॥
ধৃষ্টদ্যুম্নবচঃ শ্রুত্বা শিনের্নপ্তা মহারথঃ।
উদ্যম্য নিশিতং খড়্গং হন্তুং মামুদ্যতস্তদা ॥৩৬॥
তমাগম্য মহাপ্রাজ্ঞঃ কৃষ্ণো দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
মুচ্যতাং সঞ্জয়ো জীবন্ন হন্তব্যঃ কথঞ্চন ॥৩৭॥
দ্বৈপায়নবচঃ শ্রুত্বা শিনের্নপ্তা কৃতাঞ্জলিঃ।
ততো মামব্রবীন্মুক্ত্বা স্বস্তি সঞ্জয়! সাধয় ॥৩৮॥
অনুজ্ঞাতস্ত্বহং তেন ন্যস্তবর্ম্মা নিরায়ুধঃ।
প্রাতিষ্ঠং যেন নগরং সায়াহ্নে রুধিরোক্ষিতঃ ॥৩৯॥
ক্রোশমাত্রমপাক্রান্তং গদাপাণিমবস্থিতম্।
একং দুর্য্যোধনং রাজন্! অপশ্যং ভৃশবিক্ষতম্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

ধৃষ্টেতি। গৃহীতেন কেবলং ধৃতেন, অর্থঃ প্রয়োজনম্ ॥৩৫॥
ধৃষ্টেতি। নপ্তা পৌত্রঃ সাত্যকিঃ। উদ্যম্য উত্তোল্য ॥৩৬॥
তমিতি। মহাপ্রাজ্ঞত্বাদেব মদ্বধজ্ঞানং তস্যেতি ভাবঃ ॥৩৭॥
দ্বৈপেতি। স্বস্তি তব মঙ্গলমস্তু, সাধয় গচ্ছ ॥৩৮॥
অন্বিতি। ন্যস্তবর্ম্মা ত্যক্তকবচঃ। যেন হেতুনা ॥৩৯॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সাত্যকিকে বলিলেন—'এটাকে কেবল ধরিয়া কি হইবে, এটার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই' ॥৩৫॥

ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্য শুনিয়া মহারথ সাত্যকি তখনই সুধার খড়্গ উত্তোলন করিয়া আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ॥৩৬॥

এই সময়েই মহাজ্ঞানী কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস উপস্থিত হইয়া সাত্যকিকে বলিলেন—'জীবিত অবস্থাতেই সঞ্জয়কে পরিত্যাগ কর, কোন প্রকারেই উহাকে বধ করা উচিত নহে' ॥৩৭॥

তখন সাত্যকি বেদব্যাসের কথা শুনিয়া, কৃতাঞ্জলি লইয়া, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—'সঞ্জয়! যাও, তোমার মঙ্গল হউক' ॥৩৮॥

সাত্যকি অনুমতি করিলে, আমি নিরস্ত্র ও বর্ম্মবিহীন হইয়া সায়াহ্নকালে রক্তাক্তদেহে হস্তিনানগরের দিকে প্রস্থান করিলাম ॥৩৯॥

(৩৭)…ন হন্তব্যঃ কদাচন—পি।

স তু মামশ্রুপূর্ণাক্ষো ন শক্তোত্যভিবীক্ষিতুম্।
উপপ্রৈক্ষত মাং দৃষ্ট্বা তদা দীনমবস্থিতম্ ॥৪১॥
তঞ্চাহমপি শোচন্তং দৃষ্ট্বৈকাকিনমাহবে।
মুহূর্ত্তং নাশকং বক্তুং কিঞ্চিদ্দুঃখপরিপ্লুতঃ ॥৪২॥
ততোঽস্মৈ তদহং সর্বমুক্তবান্ গ্রহণং তদা।
দ্বৈপায়নপ্রসাদাচ্চ জীবতো মোক্ষমাত্মনঃ ॥৪৩॥
মুহূর্ত্তমিব চ ধ্যাত্বা প্রতিলভ্য চ চেতনাম্।
ভ্রাতৃংশ্চ সর্ব্বসৈন্যানি সমপৃচ্ছত মাং ততঃ ॥৪৪॥
তস্মৈ তদহমাচক্ষং সর্ব্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্।
ভ্রাতৃংশ্চ নিহতান্ সর্ব্বান্ সৈন্যঞ্চ বিনিপাতিতম্ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্রোশেতি। অপাক্রান্তং রণস্থলাদপসৃতম্। একম্ একাকিনম্ ॥৪০॥
স ইতি। উপপ্রৈক্ষত কেবলমেবাপশ্যৎ, দীনং কাতরম্ ॥৪১॥
তমিতি। আহবে যুদ্ধবিষয়ে শোচন্তমিতি সম্বন্ধঃ ॥৪২॥
তত ইতি। গ্রহণং সাত্যকিনা বধায় ধারণম্ ॥৪৩॥
মুহূর্ত্তমিতি। চেতনাং স্থিরবুদ্ধিম্। সমপৃচ্ছত দুর্য্যোধনঃ ॥৪৪॥
তস্মা ইতি। প্রত্যক্ষদর্শিবানিতি দৃশে ক্তবন্তপ্রত্যয়ে ইড়াগম আর্ষঃ ॥৪৫॥

রাজা! আমি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া আসিতে আসিতে দেখিলাম—গদাধারী দুর্য্যোধন রণস্থল হইতে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন এবং অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্তদেহে একাকী অবস্থান করিতেছেন ॥৪০॥

তিনি প্রথমে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও পারিতেছিলেন না, আমি কাতরভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম, পরে সেই অবস্থায় তিনি আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন ॥৪১॥

তিনি একাকী বসিয়া যুদ্ধবিষয়ে শোক করিতেছিলেন; সেই অবস্থায় আমিও দুঃখে আকুল ছিলাম বলিয়া, তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারি নাই ॥৪২॥

কিছুকাল পরে আমি তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম যে, 'সাত্যকি আমাকে ধরিয়াছিলেন, কিন্তু আমি বেদব্যাসের অনুগ্রহে মুক্তি পাইয়াছি' ॥৪৩॥

তদনন্তর দুর্য্যোধন একটু কাল চিন্তা করিয়া, একটু স্থির হইয়া আমার নিকট ভ্রাতৃগণ ও সৈন্যগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৪৪॥

(৪১)···নাশক্নোদভিবীক্ষিতুম্—বঙ্গ নি। (৪২)···অতিদুঃখপরিপ্লুতঃ···নি।

ত্রয়ঃ কিল রথাঃ শিষ্টাস্তাবকানাং নরাধিপ ! ।
ইতি প্রস্থানকালে মাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥৪৬॥
স দীর্ঘমিব নিশ্বস্য বিপ্রেক্ষ্য চ পুনঃ পুনঃ ।
অসৌ মাং পাণিনা স্পৃষ্ট্বা পুত্রস্তে পর্য্যভাষত ॥৪৭॥
ত্বদন্যো নেহ সংগ্রামে কশ্চিজ্জীবতি সঞ্জয় ! ।
দ্বিতীয়ং ন হি পশ্যামি সসহায়াশ্চ পাণ্ডবাঃ ॥৪৮॥
ব্রূয়াঃ সঞ্জয় ! রাজানং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্ ।
দুর্য্যোধনস্তব সুতঃ প্রবিষ্টো হ্রদমিত্যুত ॥৪৯॥
সুহৃদ্ভিস্তাদৃশৈর্হীনঃ পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরেব চ ।
পাণ্ডবৈশ্চ হৃতে রাজ্যে কো নু জীবেত মাদৃশঃ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

ত্রয় ইতি। ত্রয়ঃ কৃপাশ্বত্থামকৃতবর্ম্মাণঃ, শিষ্টা অবশিষ্টাঃ ॥৪৬॥
স ইতি। বিপ্রেক্ষ্য মামেব। পুত্রো দুর্য্যোধনঃ ॥৪৭॥
ত্বদিতি। অত ইদানীং মে যুদ্ধং বিহায়াত্মগোপনমেব শ্রেয় ইতি ভাবঃ ॥৪৮॥
অতএবাহ ব্রূয়া ইতি। প্রজ্ঞা বুদ্ধিরেব চক্ষুর্যস্য তম্। ঈশ্বরমিদানীমপি স্বাধীনম্ ॥৪৯॥
অথ হ্রদপ্রবেশে তব যদি মৃত্যুঃ স্যাদিত্যর্থে ইষ্টাপত্তিমাহ সুহৃদ্ভিরিতি ॥৫০॥

আমি সমস্তই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলাম, তাই তাঁহার নিকট সে সকলই বলিলাম—আপনার ভ্রাতারা সকলেই নিহত হইয়াছেন এবং সমস্ত সৈন্যই বিধ্বস্ত হইয়াছে ॥৪৫॥

রাজা ! আপনার সৈন্যগণের মধ্যে মাত্র তিনজন রথী (কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা) অবশিষ্ট আছেন, আমি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবার সময়ে বেদব্যাস আমাকে এই কথা বলিয়াছেন ॥৪৬॥

মহারাজ ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার দিকে বার বার চাহিয়া এবং হস্তদ্বারা আমাকে ধরিয়া বলিলেন—॥৪৭॥

'সঞ্জয় ! এই যুদ্ধে তুমি ভিন্ন আমার পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তি জীবিত নাই ; সুতরাং আমি আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতেছি না ; ওদিকে পাণ্ডবেরা সহায়-সম্পন্নই রহিয়াছে ॥৪৮॥

অতএব সঞ্জয় ! তুমি যাইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু ও প্রভু রাজাকে (ধৃতরাষ্ট্রকে) বলিবে যে—আপনার পুত্র দুর্য্যোধন দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিয়াছেন ॥৪৯॥

(৪৭)···প্রত্যবেক্ষ্য পুনঃ পুনঃ···নি।

আচক্ষীথাঃ সর্ব্বমিদং মাঞ্চ মুক্তং মহাহবাৎ।
অস্মিংস্তোয়হ্রদে সুপ্তং জীবন্তং ভৃশবিক্ষতম্‌ ॥৫১॥
এবমুক্ত্বা মহারাজ! প্রাবিশত্তং হ্রদং নৃপঃ।
অস্তম্ভয়ত তোয়ঞ্চ মায়য়া মনুজাধিপঃ ॥৫২॥
তস্মিন্‌ হ্রদং প্রবিষ্টে তু ত্রীন্‌ রথান্‌ শ্রান্তবাহনান্‌।
অপশ্যং সহিতানেকস্তং দেশং সমুপেয়ুষঃ ॥৫৩॥
কৃপং শারদ্বতং বীরং দ্রৌণিঞ্চ রথিনাং বরম্‌।
ভোজঞ্চ কৃতবর্ম্মাণং সহিতান্‌ শরবিক্ষতান্‌ ॥৫৪॥ (যুগ্মকম্‌)
তে সর্ব্বে মামভিপ্রেক্ষ্য তূর্ণমশ্বানচোদয়ন্‌।
উপযায় চ মামূচুর্দিষ্ট্যা জীবসি সঞ্জয়! ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

আচক্ষীথা ইতি। সুপ্তং নিদ্রিতভাবেন নিশ্চেষ্টং স্থিতম্‌ ॥৫১॥

এবমিতি। নৃপো দুর্য্যোধনঃ। মায়য়া পূর্ব্বাভ্যাসকৌশলেন ॥৫২॥

তস্মিন্নিতি। শ্রান্তবাহনান্‌ পরিশ্রান্তাশ্বান্‌। সমুপেয়ুষঃ সমাগতান্‌। শারদ্বতং শরদ্বতঃ পুত্রম্‌, দ্রৌণিং দ্রোণপুত্রম্‌, ভোজং ভোজবংশীয়ম্‌ ॥৫৩—৫৪॥

ত ইতি। অচোদয়ন্‌ প্রৈরয়ন্‌। উপযায় উপেত্য, দিষ্ট্যা ভাগ্যেন ॥৫৫॥

সঞ্জয়! সেইরূপ সুহৃদ্‌গণ, পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন এবং পাণ্ডবেরা আমার রাজ্য হরণ করিয়াছে, এ অবস্থায় আমার ন্যায় কোন্‌ লোক বাঁচিয়া থাকে ॥৫০॥

এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবে, আরও বলিবে যে, আমি মহাযুদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া গুরুতর ক্ষত-বিক্ষত দেহে জীবিত অবস্থায় এই জলহ্রদে নিশ্চেষ্টভাবে রহিয়াছি' ॥৫১॥

মহারাজ! এই কথা বলিয়া মানবাধিপতি রাজা দুর্য্যোধন সেই দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিলেন এবং মায়াদ্বারা জলস্তম্ভন করিয়া থাকিলেন ॥৫২॥

তিনি দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিলে পর, আমি একাকী দাঁড়াইয়া দেখিলাম—শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য, দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা এবং ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা—এই তিনজন রথিশ্রেষ্ঠ শরবিক্ষত দেহে এবং সম্মিলিতভাবে শ্রান্তবাহন রথে আরোহণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥৫৩—৫৪॥

তাঁহারা সকলে আমাকে দেখিয়া বেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন এবং নিকটে আসিয়া আমাকে বলিলেন—'সঞ্জয়! ভাগ্যবশতঃ তুমি জীবিত রহিয়াছ' ॥৫৫॥

(৫১) আচক্ষীথাঃ সর্বমিদং মাঞ্চ গুপ্তং…নি। (৫২) প্রাবিশত্তং মহাহ্রদম্‌…নি।

অপৃচ্ছংশ্চৈব তে সর্ব্বে পুত্রং তব জনাধিপম্।
কচ্চিদ্দুর্য্যোধনো রাজা স নো জীবতি সঞ্জয়! ॥৫৬॥
আখ্যাতবানহং তেভ্যস্তদা কুশলিনং নৃপম্।
তচ্চৈব সর্বমাচক্ষং যন্মাং দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ।
হ্রদঞ্চৈবাহমাচক্ষং যং প্রবিষ্টো নরাধিপঃ ॥৫৭॥
অশ্বত্থামা তু তদ্রাজন্! নিশম্য বচনং মম।
তং হ্রদং বিপুলং প্রেক্ষ্য করুণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥৫৮॥
অহো ধিঙ্ ন স জানাতি জীবতোঽস্মান্নরাধিপঃ।
পর্য্যাপ্তা হি বয়ং তেন সহ যোধয়িতুং পরান্ ॥৫৯॥
তে তু তত্র চিরং কালং বিলপ্য চ মহারথাঃ।
প্রাদ্রবন্ রথিনাং শ্রেষ্ঠা দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতান্ রণে ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

অপৃচ্ছন্নিতি। কচ্চিদ্বেদিতুমিচ্ছাম ইত্যর্থঃ, নঃ অস্মাকম্ ॥৫৬॥

আখ্যাতবানিতি। আচখ্যম্ অবদম্। নরাধিপো দুর্য্যোধনঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৭॥

অশ্বেতি। করুণং সশোকম্, পর্য্যদেবয়ৎ ব্যলপৎ ॥৫৮॥

অহো ইতি। তেন দুর্য্যোধনেন সহ মিলিত্বেতি শেষঃ, পর্য্যাপ্তাঃ শক্তাঃ ॥৫৯॥

ত ইতি। প্রাদ্রবন্ দ্রুতং পলায়ন্ত, পাণ্ডবাক্রমণভয়াদিতি ভাবঃ ॥৬০॥

মহারাজ! এবং তাঁহারা সকলে আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—'সঞ্জয়! আমাদের রাজা সেই দুর্য্যোধন বাঁচিয়া আছেন ত?' ॥৫৬॥

আমি তখন তাঁহাদের নিকট বলিলাম—'রাজা কুশলে আছেন এবং দুর্য্যোধন আমার নিকট যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সে সমস্তও বলিলাম; আর দুর্য্যোধন যে হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে হ্রদের কথাও বলিলাম' ॥৫৭॥

রাজা! কিন্তু অশ্বত্থামা আমার সেই কথা শুনিয়া এবং সেই বিশাল হ্রদ দেখিয়া করুণ বিলাপ করিলেন (ও বলিলেন—) ॥৫৮॥

'হায়! সেই রাজা জানেন না যে, আমরা জীবিত রহিয়াছি; আমরা কিন্তু তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিলাম' ॥৫৯॥

সেই মহারথেরা তিন জন বহুকাল বিলাপ করিয়া এবং দূরে পাণ্ডবগণকে দেখিয়া, তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন ॥৬০॥

---

(৫৯) অহো ক স ন জানাতি···পি।

তে তু মাং রথমারোপ্য কৃপস্য সুপরিষ্কৃতম্।
সেনানিবেশমাজগ্মুর্হতশেষাস্ত্রয়ো রথাঃ ॥৬১॥
তত্র গুল্মাঃ পরিত্রস্তাঃ সূর্য্যে চাস্তমিতে সতি।
সর্ব্বে বিচুক্রুশুঃ শ্রুত্বা পুত্রাণাং তব সংক্ষয়ম্ ॥৬২॥
ততো বৃদ্ধা মহারাজ! যোষিতাং রক্ষিণো নরাঃ।
রাজদারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি ॥৬৩॥
তত্র বিক্রোশতীনাঞ্চ রুদতীনাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
প্রাদুরাসীন্মহাশব্দঃ শ্রুত্বা তদ্বলসংক্ষয়ম্ ॥৬৪॥
ততস্তা যোষিতো রাজন্! ক্রন্দন্ত্যো বৈ মুহুর্মুহুঃ।
কুরর্য্য ইব শব্দেন নাদয়ন্ত্যো মহীতলম্ ॥৬৫॥
আজঘ্নুঃ করজৈশ্চাপি পাণিভিশ্চ শিরাংস্যুত।
লুলুঞ্চুশ্চ তদা কেশান্ ক্রোশন্ত্যস্তত্র তত্র হ ॥৬৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। সেনানিবেশং শিবিরম্ ॥৬১॥
তত্রেতি। গুল্মাঃ সেনানিবেশাঃ। বিচুক্রুশুর্বিলেপুঃ ॥৬২॥
তত ইতি। বৃদ্ধা জরন্তঃ, যোষিৎরক্ষাধিকারে ব্যাপৃতত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৬৩॥
তত্রেতি। বিক্রোশতীনাং ভ্রাতৃপুত্রাদীনাহ্বয়ন্তীনাম্ ॥৬৪॥
তত ইতি। কুরর্য্য পক্ষিণিবিশেষাঃ। করজৈর্নখৈঃ, লুলুঞ্চুশ্চিচ্ছিদুঃ ॥৬৫—৬৬॥

হতাবশিষ্ট সেই তিন রথী আমাকে কৃপাচার্য্যের মনোহর রথে আরোহণ করাইয়া শিবিরে আগমন করিলেন ॥৬১॥

মহারাজ! সূর্য্য অস্তগমন করিলে, শিবিরস্থ সমস্ত লোকই আপনার পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইল ॥৬২॥

মহারাজ! তাহার পর স্ত্রীলোকরক্ষী বৃদ্ধ পুরুষেরা রাজরমণীগণকে লইয়া হস্তিনানগরের দিকে গমন করিল ॥৬৩॥

সেই হস্তিনানগরের স্ত্রীলোকেরা সমস্ত সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে শুনিয়া, ভ্রাতা ও পুত্রপ্রভৃতিকে আহ্বান করিতে থাকিয়া রোদন করিতে লাগিলে, বিশাল কোলাহল হইতে থাকিল ॥৬৪॥

রাজা! তদনন্তর সেই স্ত্রীলোকেরা অনবরত রোদন করিতে থাকিয়া, কুররী-

(৬৪) তত্র বিক্রোশমানানাং ··নি। (৬২) তত্র গুল্মাঃ পরিস্তস্তাঃ···পি, তত্র গুল্মাঃ পরিক্ষিপ্তাঃ···নি। (৬৫) ততস্ত যোষিতো রাজন্!—বঙ্গ বর্দ্ধ বা। (৬৬)···লুলুবুশ্চ তদা কেশান্···নি।

হাহাকারবিনাদিন্যো বিনিঘ্নানা উরাংসি চ।
ক্রোশন্ত্যস্তত্র রুরুদুঃ ক্রন্দমানা বিশাংপতে! ॥৬৭॥
ততো দুর্য্যোধনামাত্যাঃ সাশ্রুকণ্ঠা ভৃশাতুরাঃ।
রাজদারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি।
বেত্রব্যাসক্তহস্তাশ্চ দারাধ্যক্ষা বিশাংপতে! ॥৬৮॥
শয়নীয়ানি শুভ্রাণি স্পর্দ্ধ্যাস্তরণবন্তি চ।
সমাদায় যযুস্তূর্ণং নগরং জনরক্ষিণঃ ॥৬৯॥
আস্থায়াশ্বতরীযুক্তান্ স্যন্দনানপরে জনাঃ।
স্বান্ স্বান্ দারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি ॥৭০॥
অদৃষ্টপূর্বা যা নার্য্যো ভাস্করেণাপি বেশ্মসু।
দদৃশুস্তা মহারাজ! জনা যান্তীঃ পুরং প্রতি ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

হাহেতি। হাহাকারেণ দিশো বিনাদয়ন্তীতি তাঃ, উরাংসি বক্ষাংসি ॥৬৭॥
তত ইতি। রাজদারান্ দুর্য্যোধনভার্য্যান্, দারাধ্যক্ষা দাররক্ষিশ্রেষ্ঠাঃ। ষট্পাদঃ ॥৬৮॥
শয়েতি। শয়নীয়ানি শয্যাঃ, স্পর্দ্ধ্যাস্তরণবন্তি স্থূলপাতনীয়দ্রব্যযুক্তানি ॥৬৯॥
আস্থায়েতি। আস্থায় আরুহ্য, স্যন্দনান্ রথান্, অপরে শিবিরকর্ম্মচারিণঃ ॥৭০॥

পক্ষিণীর ন্যায় আর্ত্তনাদে ভূতল নিনাদিত করিয়া, বন্ধুগণকে সম্বোধন করিয়া করিয়া নানাস্থানে নখ ও হস্তদ্বারা মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল এবং চুল ছিঁড়িতে থাকিল ॥৬৫—৬৬॥

নরনাথ! কতকগুলি মহিলা হাহাকারে সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে থাকিয়া আত্মীয়স্বজনকে ডাকিয়া ডাকিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল ॥৬৭॥

মহারাজ! তাহার পর অত্যন্ত দুঃখিত ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন দুর্য্যোধনের অমাত্যেরা এবং বেত্রধারী দাররক্ষিশ্রেষ্ঠ মানুষেরা দুর্য্যোধনের ভার্য্যাকে লইয়া হস্তিনানগরের দিকে গমন করিলেন ॥৬৮॥

ক্রমে জনরক্ষী লোকেরা স্পর্দ্ধ্যাস্তরণ-(গদি) যুক্ত শুভ্রবর্ণ শয্যা সকল লইয়া সত্বর হস্তিনানগরের দিকে যাইতে লাগিল ॥৬৯॥

শিবিরের কর্ম্মচারী লোকেরা অশ্বতরীযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া, আপন আপন ভার্য্যাকে লইয়া হস্তিনার দিকে গমন করিতে থাকিল ॥৭০॥

(৬৭) ক্রোশন্ত্যো রুরুদুঃ সর্বাঃ—বঙ্গ, শোচন্ত্যস্তত্র রুরুদুঃ···পি। (৬৮) রাজদারানুপাময়্য ···নি। (৬৯)·· নগরং দাররক্ষিণঃ—বঙ্গ নি।

তাঃ স্ত্রিয়ো ভরতশ্রেষ্ঠ ! সৌকুমার্য্যসমন্বিতাঃ ।
প্রযযুর্নগরং তূর্ণং হতস্বজনবান্ধবাঃ ॥৭২॥
আ গোপালাবিপালেভ্যো দ্রবন্তো নগরং প্রতি ।
যযুর্মনুষ্যাঃ সংভ্রান্তা ভীমসেনভয়ার্দ্দিতাঃ ॥৭৩॥
অপি চৈষাং ভয়ং তীব্রং পার্থেভ্যোঽভূৎ সুদারুণম্ ।
প্রেক্ষমাণাস্তদান্যোন্যমধাবন্নগরং প্রতি ॥৭৪॥
তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে বিদ্রবে ভৃশদারুণে ।
যুযুৎসুঃ শোকসংমূঢ়ঃ প্রাপ্তকালমচিন্তয়ৎ ॥৭৫॥

ভারতকৌমুদী

অদৃষ্টেতি । বেশ্মসু রাজভবনেষু । যান্তীর্গচ্ছন্তি ॥৭১॥

তা ইতি । সৌকুমার্য্যসমন্বিতাঃ কোমলতাযুক্তাঃ ॥৭২॥

আ গোপালেতি । গোপালা গোরক্ষকাশ্চ অবিপালা মেষরক্ষকাশ্চেতি তেভ্যঃ, আ আরভ্য মনুষ্যাঃ, ভীমসেনভয়ার্দ্দিতাঃ, অতএব সংভ্রান্তা বিচলিতচিত্তাঃ সন্তঃ, নগরং প্রতি যযুঃ ॥৭৩॥

অপীতি । এষামুক্তমনুষ্যাণাম্, পার্থেভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যঃ, সুদারুণম্ অতিমহৎ ॥৭৪॥

তস্মিন্নিতি । বিদ্রবে পলায়নে । যুযুৎসুর্নাম বৈশ্যায়াং জাতো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ, যঃ কিল যুদ্ধারম্ভকালে পাণ্ডবপক্ষং গতঃ, প্রাপ্তকালং তৎকালোচিতম্ ॥৭৫॥

মহারাজ ! পূর্ব্বে রাজভবনে সূর্য্যও যাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই, সেই সকল মহিলা রাজধানীতে গমন করিতে থাকিলে, সমস্ত লোকই তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল ॥৭১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আত্মীয়স্বজন নিহত হইলে, কোমলাঙ্গী অন্যান্য নারীরাও রাজধানীতে সত্বর যাইতে থাকিল ॥৭২॥

গোপাল ও মেষপাল হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যগণ ভীমের ভয়ে আকুল ও বিচলিত হইয়া নগরের দিকে ছুটিতে লাগিল ॥৭৩॥

কারণ, পাণ্ডবগণ হইতে তাহাদের গুরুতর ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই তাহারা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া নগরের দিকে বেগে গমন করিতেছিল ॥৭৪॥

তখন সেইরূপ অতিদারুণ পলায়ন চলিতে থাকিলে, যুযুৎসু শোকে অধীর হইয়া তৎকালোচিত চিন্তা করিতে লাগিলেন—॥৭৫॥

(৭২)·· হতস্বপতিবান্ধবাঃ·· নি ।

জিতো দুর্য্যোধনঃ সংখ্যে পাণ্ডবৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
একাদশচমূভর্ত্তা ভ্রাতরশ্চাস্য সূদিতাঃ ॥৭৬॥
হতাশ্চ কুরবঃ সর্ব্বে ভীষ্মদ্রোণপুরঃসরাঃ।
অহমেকো বিমুক্তস্তু ভাগ্যযোগাদ্‌যদৃচ্ছয়া ॥৭৭॥
বিদ্রুতানি চ সর্বাণি শিবিরাণি সমন্ততঃ।
ইতস্ততঃ পলায়ন্তে হতনাথা হতৌজসঃ ॥৭৮॥
অদৃষ্টপূর্বা দুঃখার্ত্তা ভয়ব্যাকুললোচনাঃ।
হরিণা ইব বিত্রস্তাঃ প্রেক্ষমাণা দিশো দশ ॥৭৯॥ (যুগ্মকম্)
দুর্য্যোধনস্য সচিবা যে কেচিদবশেষিতাঃ।
রাজদারানুপাদায় ব্যধাবন্নগরং প্রতি ॥৮০॥
প্রাপ্তকালমহং মন্যে প্রবেশং তৈঃ সহ প্রভোঃ।
যুধিষ্ঠিরমনুজ্ঞাপ্য বাসুদেবং তথৈব চ।
এতদর্থং মহাবাহুরুভয়োঃ সংন্যবেদয়ৎ ॥৮১॥

ভারতকৌমুদী

জিত ইতি। একাদশচমূভর্ত্তা একাদশাক্ষৌহিণীপতিঃ। সূদিতা নাশিতাঃ ॥৭৬॥

হতা ইতি। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া ॥৭৭॥

বিদ্রুতানীতি। বিদ্রুতানি উপপ্লুতানি। হতা নাথা রক্ষকা যেষাং তে। অদৃষ্টপূর্বা অস্মাভিঃ পূর্বমনবলোকিতা যুদ্ধকর্ম্মচারিণ ইত্যর্থঃ ॥৭৮—৭৯॥

দুর্য্যোধনস্যেতি। অস্যৈকবিধত্বেঽপি বক্তৃভেদান্ন পুনরুক্তিদোষঃ ॥৮০॥

প্রাপ্তেতি। প্রাপ্তকালম্ এতৎকালোচিতম্। প্রভোর্ধৃতরাষ্ট্রস্য সমীপে। ষট্‌পাদঃ ॥৮১॥

'ভীষণবিক্রমশালী পাণ্ডবেরা একাদশাক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে জয় করিয়াছেন এবং উঁহার ভ্রাতাদিগকেও বিনাশ করিয়াছেন ॥৭৬॥

আর ভীষ্ম ও দ্রোণপ্রভৃতি সমস্ত কৌরবকে নিহত করিয়াছেন; কিন্তু একমাত্র আমি নিজের ভাগ্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছা বশতঃ মুক্তি লাভ করিয়াছি ॥৭৭॥

সকল দিকের সমস্ত শিবির আকুল হইয়াছে এবং রক্ষকেরা নিহত হইয়াছেন; সুতরাং শিবিরের অপরিচিত কর্ম্মচারীরা ভয়বিচলিত দৃষ্টিতে দশ দিক্ দর্শন করিতে থাকিয়া দুঃখার্ত্ত ও হরিণের ন্যায় বিত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে ॥৭৮—৭৯॥

পাণ্ডবেরা যাঁহাদিগকে অবশিষ্ট রাখিয়াছেন, দুর্য্যোধনের সেই অমাত্যেরা রাজভার্য্যাগণকে লইয়া রাজধানীর দিকে গমন করিয়াছেন ॥৮০॥

(৭৮) বিদ্রুতানি চ সর্ব্বাণি শিবিরাদ্যৈ···নি। (৭৯) বীক্ষমাণা দিশো দশ···নি।

তস্য প্রীতোঽভবদ্রাজা নিত্যং করুণবেদিতা।
পরিষ্বজ্য মহাবাহুর্বৈশ্যাপুত্রং ব্যসর্জয়ৎ ॥৮২॥
ততঃ স্বরথমাস্থায় দ্রুতমশ্বানচোদয়ৎ।
সংবাহয়িতবাংশ্চাপি রাজদারান্ পুরং প্রতি ॥৮৩॥
তৈশ্চৈব সহিতঃ ক্ষিপ্রমস্তং গচ্ছতি ভাস্করে।
প্রবিষ্টো হাস্তিনপুরং বাষ্পকণ্ঠোঽশ্রুলোচনঃ ॥৮৪॥
অপশ্যত মহাপ্রাজ্ঞং বিদুরং সাশ্রুলোচনম্।
রাজ্ঞঃ সমীপনিষ্ক্রান্তং শোকোপহতচেতসম্ ॥৮৫॥
তমব্রবীৎ সত্যধৃতিঃ প্রণতস্তমগ্রতঃ স্থিতম্।
অস্মিন্ কুরুক্ষয়ে বৃত্তে দিষ্ট্যা ত্বং পুত্র! জীবসি ॥৮৬॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। করুণবেদিতা সশোকবিলাপী। বৈশ্যাপুত্রং যুযুৎসুম্ ॥৮২॥
তত ইতি। অচোদয়ৎ প্রৈরয়ৎ। সংবাহয়িতবান্ নীতবান্ ॥৮৩॥
তৈরিতি। তৈ রাজদারৈঃ। প্রবিষ্টো বৈশ্যাপুত্র ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥৮৪॥
অপশ্যতেতি। রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য, সমীপাৎ নিষ্ক্রান্তং নির্গতম্ ॥৮৫॥
তমিতি। সত্যধৃতিঃ যথার্থধৈর্য্যশালী বিদুরঃ। বৃত্তে জাতে, দিষ্ট্যা ভাগ্যেন ॥৮৬॥

আমি মনে করি, 'যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের অনুমতি লইয়া রাজভার্য্যাগণের সহিত আমার রাজার নিকটে প্রবেশ করা উচিত'। পরে মহাবাহু যুযুৎসু যাইয়া যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের নিকট এই বিষয় জানাইলেন ॥৮১॥

তখন মহাবাহু যুধিষ্ঠির যুযুৎসুর উপরে সন্তুষ্ট হইলেন এবং দীর্ঘকাল করুণ বিলাপ করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক যুযুৎসুকে বিদায় দিলেন ॥৮২॥

তাহার পর যুযুৎসু আপন রথে আরোহণ করিয়া, সত্বর অশ্বগুলিকে চালাইয়া দিলেন এবং রাজভার্য্যাগণকে হস্তিনানগরে লইয়া গেলেন ॥৮৩॥

ক্রমে যুযুৎসু সেই অমাত্যগণ ও রাজভার্য্যাগণের সহিত মিলিত হইয়া সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হস্তিনানগরে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥৮৪॥

এই সময়ে যুযুৎসু দেখিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর শোকাকুলচিত্তে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে নির্গত হইয়াছেন ॥৮৫॥

(৮১)··· তৈঃ সহ প্রভো!—পি বঙ্গ বা নি, ভীমসেনং তথৈব চ—পি। (৮৪) তৈশ্চ সসহিতঃ···পি। (৮৬)···দিষ্ট্যা কুরুক্ষয়ে বৃত্তে অস্মিংস্ত্বং পুত্র! জীবসি—নি।

বিনা রাজ্ঞঃ প্রবেশাদ্বৈ কিমসি ত্বমিহাগতঃ।
এতন্মে কারণং সর্বং বিস্তরেণ নিবেদয় ॥৮৭॥

যুযুৎসুরুবাচ।

নিহতে শকুনৌ তাত! সজ্ঞাতিসুতবান্ধবে।
হতশেষপরীবারো রাজা দুর্য্যোধনস্ততঃ।
স্বকং হয়ং সমুৎসৃজ্য প্রাঙ্মুখঃ প্রাদ্রবদ্ভয়াৎ ॥৮৮॥
অপক্রান্তে তু নৃপতৌ স্কন্ধাবারনিবেশনাৎ।
ভয়ব্যাকুলিতং সর্বং প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি ॥৮৯॥
ততো রাজ্ঞঃ কলত্রাণি ভ্রাতৄণাঞ্চাস্য সর্বশঃ।
বাহনেষু সমারোপ্য স্ত্র্যধ্যক্ষাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥৯০॥
ততোঽহং সমনুজ্ঞাপ্য রাজানং সহকেশবম্।
প্রবিষ্টো হাস্তিনপুরং রক্ষন্ লোকান্ প্রধাবিতান্ ॥৯১॥

ভারতকৌমুদী

বিনেতি। রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য। দুর্য্যোধনো জীবতীতি বিদুরশ্চরমুখাদবগত ইতি বোধ্যম্ ॥৮৭॥

নিহত ইতি। হতাঃ শেষাঃ পরীবারাঃ পরিজনা যস্য সঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮৮॥

অপেতি। স্কন্ধাবারনিবেশনাৎ শিবিরভবনাৎ ॥৮৯॥

তত ইতি। বাহনেষু রথাদিষু। স্ত্র্যধ্যক্ষাঃ স্ত্রীলোকরক্ষকশ্রেষ্ঠাঃ ॥৯০॥

তখন যুযুৎসু বিদুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে, যথার্থ-ধৈর্য্যশালী বিদুর বলিলেন—'বৎস! এই কৌরবক্ষয় হইয়া গেল, তাহাতে তুমি ভাগ্যবশতই জীবিত রহিয়াছ ॥৮৬॥

যুযুৎসু! দুর্য্যোধন ব্যতীত তুমি একাকী এখানে আসিলে কেন? বিস্তর-ক্রমে ইহার সমস্ত কারণ আমার নিকট বল' ॥৮৭॥

যুযুৎসু বলিলেন—'তাত! শকুনি নিহত এবং নিজের জ্ঞাতি, বন্ধু ও পুত্রগণ বিনষ্ট হইলে, আর অবশিষ্ট পরিবারেরাও হত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন নিজের অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছেন ॥৮৮॥

রাজা দুর্য্যোধন অপসৃত হইলে, সমস্ত লোক ভয়ে আকুল হইয়া শিবির হইতে হস্তিনানগরের দিকে বেগে প্রস্থান করিয়াছে ॥৮৯॥

তাহার পর স্ত্রীলোকরক্ষীরা রাজার ও রাজভ্রাতৃগণের ভার্য্যাগণকে যথাযোগ্য যানবাহনে আরোহণ করাইয়া ভয়ে শিবির হইতে বেগে পলায়ন করিয়াছেন ॥৯০॥

(৮৮)...স্বকং সহয়মুৎসৃজ্য ..বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

এতৎ শ্রুত্বা তু বচনং বৈশ্যাপুত্রেণ ভাষিতম্ ।
প্রাপ্তকালমিতি জ্ঞাত্বা বিদুরঃ সর্বধর্ম্মবিৎ ।
অপূজয়দমেয়াত্মা যুযুৎসুং বাক্যকোবিদম্ ॥৯২॥
প্রাপ্তকালমিদং সর্ব্বং ব্রুবতো ভরতক্ষয়ে ।
অদ্য ত্বমিহ বিশ্রান্তঃ শ্বোঽভিগন্তা যুধিষ্ঠিরম্ ॥৯৩॥
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিদুরঃ সর্বধর্ম্মবিৎ ।
যুযুৎসুং সমনুজ্ঞাপ্য প্রবিবেশ নৃপ ! ক্ষয়ম্ ।
যুযুৎসুরপি তাং রাত্রিং স্বগৃহে ন্যবসত্তদা ॥৯৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি হ্রদপ্রবেশে যুযুৎসোর্নগরপ্রবেশে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। রাজানং যুধিষ্ঠিরম্। সহকেশবং সকৃষ্ণম্ ॥৯১॥

এতদিতি। প্রাপ্তকালম্ এতৎকালোচিতমেতৎকরণম্। অমেয়াত্মা অজ্ঞেয়স্বভাবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯২॥

প্রাপ্তেতি। ভরতক্ষয়ে কৌরবনাশে। শ্বঃ পরদিনে, অভিগন্তা অভিগমিষ্যসি ॥৯৩॥

এতাবদিতি। সমনুজ্ঞাপ্য স্বভবনগমনায়। ক্ষয়ং নিজভবনম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৯৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি হ্রদপ্রবেশে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তদনন্তর আমি যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের অনুমতি লইয়া, ধাবিত লোকদিগকে রক্ষা করিতে থাকিয়া হস্তিনানগরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি' ॥৯১॥

সর্বধর্ম্মবিৎ ও অজ্ঞেয়স্বভাব বিদুর যুযুৎসুর এই সকল কথা শুনিয়া, 'ইহাই এই সময়ের উচিত কার্য্য' ইহা মনে করিয়া, বাক্‌পটু যুযুৎসুর প্রশংসা করিলেন ॥৯২॥

'কৌরবক্ষয়ের সময়ে এই সমস্ত কার্য্যই উপযুক্ত হইয়াছে' যুযুৎসু এইরূপ বলিতে লাগিলে, পুনরায় বিদুর তাহাকে বলিলেন—'যুযুৎসু ! তুমি অদ্য এস্থানে বিশ্রাম করিয়া কল্য যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইবে' ॥৯৩॥

রাজা ! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর এই পর্য্যন্ত বলিয়া যুযুৎসুকে আপন ভবনে গমন করিবার অনুমতি দিয়া নিজেও নিজভবনে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। যুযুৎসুও সেই রাত্রিতে নিজগৃহে অবস্থান করিলেন' ॥৯৪॥

---

(৯২)···যুযুৎসুং সমনুজ্ঞাপ্য প্রবিবেশ নৃপক্ষয়ম্—বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি। (৯৪) অত্র পুস্তকভেদ এব পাঠভেদঃ। * '···একোনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ···' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:-•-:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতেষু সর্বসৈন্যেষু পাণ্ডুপুত্রৈ রণাজিরে।
মম সৈন্যাবশিষ্টাস্তে কিমকুর্বত সঞ্জয়! ॥১॥
কৃতবর্ম্মা কৃপশ্চৈব দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্।
দুর্য্যোধনশ্চ মন্দাত্মা রাজা কিমকরোত্তদা ॥২॥

সঞ্জয় উবাচ।

সংপ্রদ্রবৎসু দারেষু ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্।
বিদ্রুতে শিবিরে শূন্যে ভৃশোদ্বিগ্নাস্ত্রয়ো রথাঃ ॥৩॥
নিশম্য পাণ্ডুপুত্রাণাং তদা বিজয়িনাং স্বনম্।
বিদ্রুতং শিবিরং দৃষ্ট্বা সায়াহ্নে রাজগৃদ্ধিনঃ।
স্থানং নারোচয়ংস্তত্র ততস্তে হ্রদমভ্যয়ুঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

হতেষ্বিতি। রণাজিরে সমরাঙ্গনে। সৈন্যে অবশিষ্টাঃ সৈন্যাবশিষ্টাঃ ॥১॥

কৃতেতি। মন্দাত্মা অল্পবুদ্ধিঃ, যথার্থাবধারণাক্ষমত্বাৎ ॥২॥

সমিতি। সংপ্রদ্রবৎসু হস্তিনাং প্রতি ধাবৎসু। বিদ্রুতে উপপ্লুতে। রথা রথিনঃ। স্বনমানন্দকোলাহলম্। রাজগৃদ্ধিনো দুর্য্যোধনপ্রাপ্ত্যভিলাষিণঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩—৪॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা রণস্থলে আমার সমস্ত সৈন্য নিহত করিলে, সৈন্যের অবশিষ্ট লোকেরা কি করিল? ॥১॥

কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, বলবান্ অশ্বত্থামা এবং অল্পবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধনই বা তখন কি করিলেন?' ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন—'সায়াহ্নকালে মহাবল ক্ষত্রিয়গণের ভার্য্যারা শিবির হইতে হস্তিনানগরের দিকে বেগে প্রস্থান করিলে এবং শূন্য শিবিরগুলি উপপ্লুত অবস্থায় থাকিলে, রাজহিতৈষী সেই তিন রথী বিজয়ী পাণ্ডবগণের আনন্দ কোলাহল শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া এবং শিবিরগুলিকে উপপ্লুত দেখিয়া, সেস্থানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না; পরে তাঁহারা দ্বৈপায়নহ্রদের দিকে গমন করিলেন ॥৩—৪॥

(১)···মামকাশ্চাবশিষ্টাস্তে···নি। (৩) প্রাদ্রবৎসু চ দারেষু পি।

যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রণে।
হৃষ্টঃ পর্য্যচরদ্রাজন্! দুর্য্যোধনবধেপ্সয়া ॥৫॥
মার্গমাণাস্তু সংক্রুদ্ধাস্তব পুত্রং জয়ৈষিণঃ।
যত্নতোঽন্বেষমাণাস্তু নৈবাপশ্যন্ জনাধিপম্ ॥৬॥
স হি তীব্রেণ বেগেন গদাপাণিরপাক্রমৎ।
তং হ্রদং প্রাবিশচ্চাপি বিষ্টভ্যাপঃ স্বমায়য়া ॥৭॥
যদা তু পাণ্ডবাঃ সর্বে সুপরিশ্রান্তবাহনাঃ।
ততঃ স্বশিবিরং প্রাপ্য ব্যতিষ্ঠন্ত সসৈনিকাঃ ॥৮॥
ততঃ কৃপশ্চ দ্রৌণিশ্চ কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ।
সন্নিবিষ্টেষু পার্থেষু প্রয়াতাস্তং হ্রদং শনৈঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি। হৃষ্টো জয়লাভেনানন্দিতঃ ॥৫॥
মার্গেতি। মার্গমাণা অন্বিষ্যন্ত আসন্। জনাধিপং দুর্য্যোধনম্ ॥৬॥
স ইতি। বিষ্টভ্য সংস্তভ্য, অপো হ্রদজলম্ ॥৭॥
যদেতি। সুপরিশ্রান্তবাহনা দুর্য্যোধনান্বেষণায় সর্ব্বতো বিচরণাৎ ॥৮॥
তত ইতি। দ্রৌণিরশ্বত্থামা, সাত্বতঃ সাত্বতবংশীয়ঃ ॥৯॥

রাজা! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া, দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, হৃষ্টচিত্তে রণস্থলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৫

সেই জয়াভিলাষী পাণ্ডবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পুত্রকে অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু যত্নপূর্ব্বক অন্বেষণ করিয়াও রাজা দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইলেন না ॥৬॥

কারণ, রাজা দুর্য্যোধন গদা হস্তে গুরুতর বেগে রণস্থল হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন এবং আপন কৌশলক্রমে হ্রদের জল স্তব্ধ করিয়া, সেই দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥৭॥

দুর্য্যোধনকে অন্বেষণ করিতে থাকায় যখন পাণ্ডবগণের বাহনগুলি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন তাঁহারা সৈন্যগণের সহিত আপন শিবিরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৮॥

পাণ্ডবেরা আপন শিবিরে সন্নিবিষ্ট হইলে, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা সেই দ্বৈপায়নহ্রদের নিকটে ধীরে ধীরে গমন করিলেন ॥৯॥

(৫)…পর্য্যপতদ্রাজন্!…নি। (৬) মার্গমাণাস্তু সংহৃষ্টাস্তব পুত্রাপ্রিয়ৈষিণঃ…পি। (৭) যদা দুর্য্যোধনো যুদ্ধং ত্যক্ত্বা পদ্ভ্যাং পরাক্রমৎ…নি। (৯)…সন্নিবিষ্টেষু সৈন্যেষু… হ্রদং রথৈঃ…পি।

তে তং হ্রদং সমাসাদ্য যত্র শেতে জনাধিপঃ।
অভ্যভাষন্ত দুর্দ্ধর্ষং রাজানং স্বপ্তমম্ভসি ॥১০॥
রাজন্! উত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব সহাস্মাভির্যুধিষ্ঠিরম্।
জিত্বা বা পৃথিবীং ভুঙ্ক্ষ্ব, হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি ॥১১॥
তেষামপি বলং সর্ব্বং হতং দুর্য্যোধন! ত্বয়া।
প্রতিবিদ্ধাশ্চ ভূয়িষ্ঠং যে শিষ্টাস্তত্র সৈনিকাঃ ॥১২॥
ন তে বেগং বিষহিতুং শক্তাস্তব বিশাংপতে!।
অস্মাভিরভিগুপ্তস্য তস্মাদুত্তিষ্ঠ ভারত! ॥১৩॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

দিষ্ট্যা পশ্যামি বো মুক্তানীদৃশাৎ পুরুষক্ষয়াৎ।
পাণ্ডুকৌরবসম্মর্দ্দাজ্জীবমানান্ নরর্ষভান্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। শেতে শয়িতবন্নিশ্চেষ্টস্তিষ্ঠতি, জনাধিপো দুর্য্যোধনঃ ॥১০॥
রাজন্নিতি। জিত্বা পাণ্ডবানিতি শেষঃ ॥১১॥
তেষামিতি। প্রতিবিদ্ধাঃ ক্ষতবিক্ষতীকৃতাঃ, ভূয়িষ্ঠং বহুলম্, শিষ্টা অবশিষ্টাঃ ॥১২॥
নেতি। বেগমাক্রমণস্য। অভিগুপ্তস্য সর্বতো রক্ষিতস্য ॥১৩॥
দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। পুরুষাণাং ক্ষয়ো যস্মিন্ তস্মাৎ ॥১৪॥

দুর্য্যোধন যাহাতে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি সেই হ্রদের নিকটে যাইয়া, জলস্থিত দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনকে বলিলেন—॥১০॥

'রাজা! আপনি জল হইতে উঠুন এবং আমাদের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করুন; তার পর হয়—জয়লাভ করিয়া রাজ্য ভোগ করুন, না হয়—নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করুন ॥১১॥

মহারাজ! আপনি তাহাদেরও প্রায় সমস্ত সৈন্যই সংহার করিয়াছেন এবং যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রহিয়াছে ॥১২॥

সুতরাং ভরতনন্দন নরনাথ! আমরা আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে থাকিলে, তাঁহারা আপনার আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আপনি উঠুন' ॥১৩॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'বীরগণ! আপনারা এইরূপ বীরক্ষয়জনক কুরু-পাণ্ডব-

(১০)···রাজন্! ন স্বপ্তুমর্হসি—পি। (১৩)···অস্মাভিরভিতপ্তাশ্চ · পি,···অস্মাভিরভিগুপ্তাশ্চ···নি।

বিজেষ্যামো বয়ং সর্বে বিশ্রান্তা বিগতক্লমাঃ।
ভবন্তশ্চ পরিশ্রান্তা বয়ঞ্চ ভৃশবিক্ষতাঃ।
উদীর্ণঞ্চ বলং তেষাং তেন যুদ্ধং ন রোচয়ে ॥১৫॥
ন ত্বেতদদ্ভুতং বীরা! যদ্বো মহদিদং মনঃ।
অস্মাসু চ পরা ভক্তির্ন তু কালঃ পরাক্রমে ॥১৬॥
বিশ্রাম্যৈকাং নিশামদ্য ভবদ্ভিঃ সহিতো রণে।
প্রতিযোৎস্যাম্যহং শত্রূন্ শ্বো ন মেঽস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥১৭॥
সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্তোঽব্রবীদ্দ্রৌণী রাজানং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
উত্তিষ্ঠ রাজন্! ভদ্রং তে বিজেষ্যামো রণে পরান্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

বিজেষ্যাম ইতি। উদীর্ণং জয়লাভেনোৎসাহসম্পন্নম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥
নেতি। মহৎপ্রভোরুপচিকীর্ষাবশাদুদারম্ ॥১৬॥
বিশ্রাম্যেতি। শ্বঃ পরদিনে, "শ্বঃ পরশ্বঃ পরেঽহনি" ইত্যমরঃ ॥১৭॥
এবমিতি। তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্ত্বিতি শেষঃ ॥১৮॥

যুদ্ধ হইতে ভাগ্যবশতই জীবিতাবস্থায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং আমিও ভাগ্যবশতই আপনাদিগকে দেখিতে পাইলাম ॥১৪॥

আমরা সকলে বিশ্রাম ও ক্লান্তি দূর করিয়া যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিব; আপনারাও পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আমিও গুরুতর ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি এবং পাণ্ডবগণের সৈন্যেরাও উৎসাহে উদ্ধত হইয়াছে। অতএব আমি আজ আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না ॥১৫॥

বীরগণ! আপনাদের মন যে এইরূপ উদার এবং আমার উপরে পরম অনুরাগ—ইহা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু এটা পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় নয় ॥১৬॥

অতএব আজ একটী রাত্রি মাত্র বিশ্রাম করিয়া, কল্য আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিব, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই' ॥১৭॥

সঞ্জয় বলিলেন—'দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে, অশ্বত্থামা যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনকে বলিলেন—'রাজা! তুমি জল হইতে উঠ, তোমার মঙ্গল হউক, আমরা যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিব ॥১৮॥

(১৬)…অস্মাসু চ পরা শক্তিঃ…নি। (১৭)…শ্বো নয়ৈস্ত্ব ন সংশয়ঃ—পি, শ্বো ন শ্রান্তশ্রমো মম…নি।

ইষ্টাপূর্ত্তেন দানেন সত্যেন চ জপেন চ।
শপে রাজন্! যথা হৃদ্য নিহনিষ্যামি সোমকান্ ॥১৯॥
মাস্ম যজ্ঞকৃতাং প্রীতিং প্রাপ্নুয়াং সজ্জনোচিতাম্।
যদীমাং রজনীং ব্যুষ্টাং ন নিহন্মি পরান্ রণে ॥২০॥
নাহত্বা সর্ব্বপাঞ্চালান্ বিমোক্ষ্যে কবচং বিভো!।
ইতি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তন্মে শৃণু জনাধিপ! ॥২১॥
তেষু সম্ভাষমাণেষু ব্যাধাস্তং দেশমাযযুঃ।
মাংসভারপরিশ্রান্তাঃ পানীয়ার্থং যদৃচ্ছয়া ॥২২॥
তে হি নিত্যং মহারাজ! ভীমসেনস্য লুব্ধকাঃ।
মাংসভারানুপাজহ্রুর্ভক্ত্যা পরময়া বিভো! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ইষ্টেতি। ইষ্টম্ অগ্নিহোত্রাদি চ, পূর্ত্তং কূপনির্ম্মাণাদি চ তেন। শপে শপথং করোমি ॥১৯॥

মাস্মেতি। ব্যুষ্টাং প্রভাতাং প্রাপ্যেতি শেষঃ ॥২০॥

নেতি। বিমোক্ষ্যে দেহাদ্ভ্রংশয়িষ্যামি ॥২১॥

তেষ্বিতি। সম্ভাষমাণেষু পরস্পরমিত্থং ব্রুবৎসু। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

হতেম্বিতি। "হতেষু সর্ব্বসৈন্যেষু পাণ্ডুপুত্রৈ রণাজিরে" ইত্যারভ্য "শোকসংবিগ্নমনস-শ্চিন্তাধ্যানপরাভব"ন্নিত্যন্তঃ শল্যপর্ব্বশেষো গদাপর্ব্বাখ্যস্তস্য তাৎপর্য্যম্—সর্ব্বনাশেঽপি জীবিতং দুস্ত্যজম্, পরাভূতমপি শত্রুং শূরা ন ত্যজন্তীতি চ ॥১—১৯॥ যজ্ঞকৃতাং প্রীতিং

রাজা! অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি যজ্ঞ, কূপখননাদি কার্য্য, দান, সত্যব্যবহার ও মন্ত্র জপে আমার যে ধর্ম্ম হইয়াছে, তাহাদ্বারা আমি শপথ করিতেছি যে, অদ্যই সোমকগণকে সংহার করিব ॥১৯॥

আমি যদি এই রাত্রিপ্রভাতে শত্রুগণকে সংহার করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি যেন সজ্জনোচিতযজ্ঞজনিত প্রীতিলাভ না করি ॥২০॥

নরনাথ রাজা! আমি সমস্ত পাঞ্চালকে সংহার না করিয়া কবচ ত্যাগ করিব না, ইহা আমি সত্য বলিতেছি, তাহা তুমি শুনিয়া রাখ' ॥২১॥

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে থাকিলে, কতকগুলি ব্যাধ মাংসভারবহনে পরিশ্রান্ত হইয়া জলপান করিবার জন্য ঈশ্বরেচ্ছা ক্রমে সেইস্থানে আগমন করিল ॥২২॥

---

(২০)…নহি হন্মি পরান্ রণে…পি।

তে তত্রাধিষ্ঠিতাস্তেষাং সর্বং তদ্বচনং রহঃ।
দুর্য্যোধনবচশ্চৈব শুশ্রুবুঃ সঙ্গতা মিথঃ ॥২৪॥
তেঽপি সর্বে মহেষ্বাসা অযুদ্ধার্থিনি কৌরবে।
নির্বন্ধং পরমং চক্রুস্তদা বৈ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২৫॥
তাংস্তথা সমুদীক্ষ্যাথ কৌরবাণাং মহারথান্।
অযুদ্ধমনসঞ্চৈব রাজানং স্থিতমম্ভসি ॥২৬॥
তেষাং শ্রুত্বা চ সংবাদং রাজ্ঞশ্চ সলিলে সতঃ।
ব্যাধা হ্যজানন্ রাজেন্দ্র! সলিলস্থং সুযোধনম্ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)
তে পূর্ব্বং পাণ্ডুপুত্রেণ পৃষ্টা হ্যাসন্ সুতং তব।
যদৃচ্ছোপগতাস্তত্র রাজানং পরিমার্গতা ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। লুব্ধকা ব্যাধাঃ। মাংসানাং ভারান্ সমূহান্। উপাজহ্রুর্দদুঃ ॥২৩॥
ত ইতি। রহো নির্জনে। মিথঃ পরস্পরম্, সঙ্গতা মিলিতাঃ ॥২৪॥
ত ইতি। মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাস্ত্রয়ঃ। কৌরবে দুর্য্যোধনে। নির্বন্ধমাগ্রহম্ ॥২৫॥
তানিতি। অযুদ্ধমনসং তদ্দিন এব যুদ্ধমকর্ত্তুমিচ্ছন্তম্। সতঃ স্থিতস্য ॥২৬—২৭॥
ত ইতি। পাণ্ডুপুত্রেণ যুধিষ্ঠিরেণ। সুতং দুর্য্যোধনম্। তত্র যুধিষ্ঠিরান্তিকে, রাজানং দুর্য্যোধনম্। পরিমার্গতা অন্বিষ্যতা ॥২৮॥

প্রভু মহারাজ! সেই ব্যাধেরা প্রত্যহ যাইয়া পরমভক্তিসহকারে ভীমসেনকে প্রচুর মাংস উপহার দিত ॥২৩॥

সেই ব্যাধেরা পরস্পর মিলিত হইয়া সেখানে থাকিয়া নির্জ্জনে কৃপাচার্য্য-প্রভৃতির ও দুর্য্যোধনের সমস্ত কথোপকথনই শুনিল ॥২৪॥

দুর্য্যোধন সেইদিন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না করিলে, কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর তিন জন সেইদিনই যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, গুরুতর আগ্রহ করিতেছিলেন ॥২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ! কৌরবপক্ষের সেই মহারথগণকে দেখিয়া এবং দুর্য্যোধন জলের ভিতরে রহিয়াছেন, কিন্তু সেদিন যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন না ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া, আর কৃপাচার্য্যপ্রভৃতির ও জলস্থিত দুর্য্যোধনের পরস্পর কথোপকথন শুনিয়া, সেই ব্যাধেরা বুঝিল যে, দুর্য্যোধন জলের ভিতরে রহিয়াছেন ॥২৬—২৭॥

(২৪) তে তত্র ধিষ্ঠিতাঃ ··নি। (২৭)···ব্যাধ্যাত্যজানন্···বঙ্গ বা নি। (২৮) তে ব্যাধাঃ পাণ্ডুপুত্রেণ···পি।

ততস্তে পাণ্ডুপুত্রস্য স্মৃত্বা তদ্ভাষিতং তদা।
অন্যোন্যমব্রুবন্ রাজন্! মৃগব্যাধাঃ শনৈরিদম্ ॥২৯॥
দুর্য্যোধনং খ্যাপয়ামো ধনং দাস্যতি পাণ্ডবঃ।
সুব্যক্তমিহ নঃ খ্যাতো হ্রদে দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥৩০॥
তস্মাদ্‌গচ্ছামহে সর্বে যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
আখ্যাতুং সলিলে সুপ্তং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ॥৩১॥
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজং তস্মৈ ভীমসেনায় ধীমতে।
শয়ানং সলিলে সর্বে কথয়ামো ধনুর্ভৃতে ॥৩২॥
স নো দাস্যতি সুপ্রীতো ধনানি বহুলান্যুত।
কিং নো মাংসেন শুষ্কেণ পরিক্লিষ্টেন শোষিণা ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পাণ্ডুপুত্রস্য যুধিষ্ঠিরস্য। মৃগান্ পশূন্ বিধ্যন্তীতি মৃগব্যাধাঃ ॥২৯॥
দুর্য্যোধনমিতি। খ্যাপয়ামো যুধিষ্ঠিরান্তিকে ক্রমঃ। সুব্যক্তং সুস্পষ্টমবগতম্ ॥৩০॥
তস্মাদিতি। সুপ্তং স্থিতম্, অমর্ষণং কোপনম্ ॥৩১॥
ধৃতেতি। ধৃতরাষ্ট্রস্য আত্মজং দুর্য্যোধনম্। শয়ানং তিষ্ঠন্তম্ ॥৩২॥
স ইতি। নঃ অস্মভ্যম্। শোষিণা দেহশোষণকারিণা ॥৩৩॥

সেই ব্যাধেরা পূর্ব্বে ঈশ্বরেচ্ছা ক্রমে যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়াছিল; তখন দুর্য্যোধনের অন্বেষণকারী যুধিষ্ঠির তাহাদের নিকট দুর্য্যোধনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥২৮॥

রাজা! তখন পশুহিংসাকারী সেই ব্যাধেরা যুধিষ্ঠিরের সেই কথা স্মরণপূর্ব্বক খুব ছোট ছোট করিয়া পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল—॥২৯॥

'আমরা যাইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্য্যোধনের সংবাদ বলিব, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে পারিতোষিক ধন দান করিবেন। আমরা ইহা সুস্পষ্ট-রূপে অবগত হইলাম যে, বিখ্যাত রাজা দুর্য্যোধন এই হ্রদের ভিতরে লুক্কায়িত রহিয়াছেন ॥৩০॥

অতএব যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির রহিয়াছেন, কোপনস্বভাব ও জলস্থিত দুর্য্যোধনের সংবাদ বলিবার জন্য চল আমরা সেইখানে যাই ॥৩১॥

এবং আমরা সকলে যাইয়া বুদ্ধিমান্ ও ধনুর্দ্ধর ভীমসেনের নিকটেও দুর্য্যোধনের সংবাদ বলিব ॥৩২॥

তিনি সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে প্রচুর ধন দান করিবেন; সুতরাং

এবমুক্ত্বা তু তে ব্যাধাঃ সংপ্রহৃষ্টা ধনার্থিনঃ।
মাংসভারানুপাদায় প্রযযুঃ শিবিরং প্রতি ॥৩৪॥
পাণ্ডবাপি মহারাজ! লব্ধলক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ।
অপশ্যমানাঃ সমরে দুর্য্যোধনমবস্থিতম্ ॥৩৫॥
নিকৃতেস্তস্য পাপস্য তে পারং গমনেপ্সবঃ।
চারান্ সংপ্রেষয়ামাসুঃ সমন্তাত্তদ্রণাজিরে ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্)
আগম্য তু ততঃ সর্বে নষ্টং দুর্য্যোধনং নৃপম্।
ন্যবেদয়ন্ত সহিতা ধর্ম্মরাজস্য সৈনিকাঃ ॥৩৭॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চারাণাং ভরতর্ষভ!।
চিন্তামভ্যাগমত্তীব্রাং নিশশ্বাস চ পার্থিবঃ ॥৩৮॥
অথ স্থিতানাং দীনানাং পাণ্ডূনাং ভরতর্ষভ!।
তস্মাদ্দেশাদপাক্রম্য ত্বরিতা লুব্ধকা বিভো! ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। উক্ত্বা পরস্পরং পর্য্যালোচ্য। শিবিরং যুধিষ্ঠিরস্য ॥৩৪॥

পাণ্ডবা ইতি। পাণ্ডবাপীতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। লব্ধলক্ষ্যাঃ সন্তঃ প্রহারিণ ইত্যর্থঃ। নিকৃতেঃ শাঠ্যকৃতাপকারস্য। পারং প্রতিশোধেন পরিশেষম্ ॥৩৫—৩৬॥

আগম্যেতি। নষ্টমদর্শনং গতম্। সৈনিকাশ্চারভূতাঃ ॥৩৭॥

তেষামিতি। নিশশ্বাস দুর্য্যোধনাপ্রাপ্ত্যা রাজ্যলাভে সবিঘ্নত্বাৎ ॥৩৮॥

দেহশোষণকারী, ক্লেশজনক ও শুষ্ক মাংস আহরণ করায় আর আমাদের প্রয়োজন কি?' ॥৩৩॥

এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া সেই ব্যাধেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আনীত মাংসভার লইয়া প্রচুর ধনলাভের উদ্দেশে যুধিষ্ঠিরের শিবিরের দিকে গমন করিল ॥৩৪॥

মহারাজ! ওদিকে লক্ষ্য পাইয়া প্রহারকারী পাণ্ডবেরাও রণস্থলে দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া তৎকৃত দুর্ব্যবহারের শেষ করিবার ইচ্ছা করিয়া, সেই রণস্থলের সর্ব্বত্র চর প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥৩৫—৩৬॥

তদনন্তর সেই চরগণ সম্মিলিত হইয়া আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট জানাইল যে, 'আমরা রাজা দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইলাম না' ॥৩৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠির তাহাদের সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন এবং নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ॥৩৮॥

(৩৬) নিকৃতিজ্ঞস্য পাপস্য তস্যাভিগমনেপ্সয়া…নি,…পারং গন্তুং জিগীষবঃ…পি।

আজগ্মুঃ শিবিরং হৃষ্টা দৃষ্ট্বা দুর্যোধনং নৃপম্।
বার্য্যমাণাঃ প্রবিষ্টাশ্চ ভীমসেনস্য পশ্যতঃ ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)
তে তু পাণ্ডবমাসাদ্য ভীমসেনং মহাবলম্।
তস্মৈ তৎ সর্বমাচখ্যুর্যদ্‌বৃত্তং যচ্চ বৈ শ্রুতম্ ॥৪১॥
ততো বৃকোদরো রাজন্! দত্ত্বা তেষাং ধনং বহু।
ধর্ম্মরাজায় তৎ সর্ব্বমাচচক্ষে পরন্তপঃ ॥৪২॥
অসৌ দুর্য্যোধনো রাজন্! বিজ্ঞাতো মম লুব্ধকৈঃ।
সংস্তভ্য সলিলং শেতে যস্যার্থে পরিতপ্যসে ॥৪৩॥
তদ্বচো ভীমসেনস্য প্রিয়ং শ্রুত্বা বিশাংপতে!।
অজাতশত্রুঃ কৌন্তেয়ো হৃষ্টোঽভূৎ সহ সোদরৈঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। দীনানাং দুর্য্যোধনালাভেন বিষণ্ণনাম্; পাণ্ডূনাং পাণ্ডবানাম্। তস্মাদ্ধ্রদতীরভূতাৎ। লুব্ধকা ব্যাধাঃ। বার্য্যমাণা দৌবারিকৈরিতি শেষঃ। প্রবিষ্টাশ্চ পশ্যতো ভীমসেনস্যেঙ্গিতেনেত্যর্থঃ ॥৩৯—৪০॥

ত ইতি। বৃত্তং হ্রদতীরে জাতং স্বগমনাদিকম্ ॥৪১॥

তত ইতি। তেষাং ব্যাধানাম্, ধনং পারিতোষিকরূপম্। পরন্তপো ভীমঃ ॥৪২॥

অসাবিতি। লুব্ধকৈর্ব্যাধৈঃ। সংস্তভ্য কুম্ভকপ্রকারেণান্তঃপ্রবেশে নিরুদ্ধ্য ॥৪৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! তাহার পর পাণ্ডবেরা বিষণ্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই ব্যাধেরা দুর্য্যোধনের সংবাদ জানিয়া, আনন্দিত হইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, যুধিষ্ঠিরের শিবির দেখিয়া তাহার সম্মুখে আগমন করিল; তখন দৌবারিকেরা বারণ করিলেও ভীমসেনের ইঙ্গিতক্রমে তাহারা প্রবেশ করিল ॥৩৯—৪০॥

সেই ব্যাধেরা মহাবল ভীমসেনের নিকটে যাইয়া—দ্বৈপায়নহ্রদে যাহা ঘটিয়াছিল এবং তাহারা যাহা শুনিয়াছিল, সে সমস্তই বলিল ॥৪১॥

রাজা! তৎপরে শত্রুসন্তাপকারী ভীমসেন সেই ব্যাধগণকে প্রচুর পারিতোষিক ধন দান করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইয়া সে সমস্তই বলিলেন—॥৪২॥

'রাজা! আপনি যাহার জন্য পরিতাপ করিতেছেন, আমার ব্যাধেরা সেই দুর্য্যোধনের বিষয় জানিতে পারিয়াছে; দুর্য্যোধন এখন জলস্তম্ভন করিয়া অবস্থান করিতেছে' ॥৪৩॥

(৪০) দৃষ্ট্বা তস্মিন্ দুর্য্যোধনম্…পি,…আজগ্মুঃ শিবিরং দৃষ্ট্বা হৃষ্টা…বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো।
(৪৩)…পরিতপ্যসে—বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

ত্বঞ্চ শ্রুত্বা মহেষ্বাসং প্রবিষ্টং সলিলং হ্রদম্ ।
ক্ষিপ্রমেব ততোঽগচ্ছৎ পুরস্কৃত্য জনার্দ্দনম্ ॥৪৫॥
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ প্রাদুরাসীদ্বিশাংপতে ! ।
পাণ্ডবানাং প্রহৃষ্টানাং পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বশঃ ॥৪৬॥
সিংহনাদাংস্ততশ্চক্রুঃ ক্ষ্বেড়াশ্চ ভরতর্ষভ ! ।
ত্বরিতাঃ ক্ষত্রিয়া রাজন্ ! জগ্মুর্দ্বৈপায়নং হ্রদম্ ॥৪৭॥
জ্ঞাতঃ পাপো ধার্ত্তরাষ্ট্রো দৃষ্টশ্চেত্যসকৃদ্রণে ।
প্রাক্রোশন্ সোমকাস্তত্র হৃষ্টরূপাঃ সমন্ততঃ ॥৪৮॥
তেষামাশু প্রয়াতানাং রথানাং তত্র বেগিনাম্ ।
বভূব তুমুলঃ শব্দো দিবস্পৃক্ পৃথিবীপতে ! ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। অজাতশত্রুর্যুধিষ্ঠিরঃ। হৃষ্টোঽভূৎ দুর্য্যোধনপ্রাপ্তিসম্ভবাৎ ॥৪৪॥
তমিতি। মহেষ্বাসং মহাধনুর্দ্ধরম্। হ্রদং দ্বৈপায়নহ্রদস্থম্ ॥৪৫॥
তত ইতি। কিলকিলাশব্দঃ কোলাহলপ্রকারবিশেষঃ ॥৪৬॥
সিংহেতি। ক্ষ্বেড়া গর্জনানি। দ্বৈপায়নং নাম ॥৪৭॥
জ্ঞাত ইতি। জ্ঞাতো দৃষ্টশ্চ ব্যাধৈঃ। প্রাক্রোশন্ বন্ধূন্ উচ্চৈরাহ্বয়ন্ ॥৪৮॥
তেষামিতি। দিবস্পৃক্ বিশালত্বাদুচ্চগগনস্পর্শী ॥৪৯॥

নরনাথ! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই কথা শুনিয়া, অন্যান্য ভ্রাতার সহিত আনন্দিত হইলেন ॥৪৪॥

এবং সেই মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন হ্রদের জলে প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সত্বরই সেই দিকে গমন করিলেন ॥৪৫॥

নরনাথ! তাহার পর হৃষ্টচিত্ত সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের বিশাল কোলাহল প্রাদুর্ভূত হইল ॥৪৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর ক্ষত্রিয়েরা সিংহনাদ ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং ত্বরান্বিত হইয়া দ্বৈপায়নহ্রদের দিকে গমন করিলেন ॥৪৭॥

'ব্যাধেরা পাপাত্মা দুর্য্যোধনের সংবাদও জানিয়াছে এবং তাহাকে দর্শন করিয়াছে' এই কথা বার বার বলিয়া সোমকেরা সকল দিকে বন্ধুগণকে আহ্বান করিতে লাগিল ॥৪৮॥

মহারাজ! তাঁহারা সত্বর গমন করিতে লাগিলে, তাঁহাদের বেগবান্ রথগুলির আকাশস্পর্শী তুমুল শব্দ হইতে থাকিল ॥৪৯॥

(৪৫)···প্রবিষ্টং সলিলং হ্রদে···পি। (৪৭)··রাজন্! উদক্রোশন্ পরস্পরম্—নি।

দুর্য্যোধনং পরীপ্সন্তস্তত্র তত্র যুধিষ্ঠিরম্।
অন্বযুস্ত্বরিতাস্তে বৈ রাজানং শ্রান্তবাহনাঃ ॥৫০॥
অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাঞ্চাল্যঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ॥৫১॥
উত্তমৌজা যুধামন্যুঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পাঞ্চালানাঞ্চ যে শিষ্টা দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত!।
হয়াশ্চ সর্বে নাগাশ্চ শতশশ্চ পদাতয়ঃ ॥৫২॥ (বিশেষকম্)
ততঃ প্রাপ্তো মহারাজ! ধর্ম্মরাজঃ প্রতাপবান্।
দ্বৈপায়নহ্রদং খ্যাতং যত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ।
শীতামলজলং হৃদ্যং দ্বিতীয়মিব সাগরম্ ॥৫৩॥
মায়য়া সলিলং স্তভ্য যত্রাভূত্তে স্থিতঃ সুতঃ।
অত্যদ্ভুতেন বিধিনা দৈবযোগেন ভারত! ॥৫৪॥
সলিলান্তর্গতঃ শেতে দুর্দ্ধর্ষঃ কস্যচিৎ প্রভো!।
মানুষস্য মনুষ্যেন্দ্র! গদাহস্তো জনাধিপঃ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধনমিতি। পরীপ্সন্তঃ প্রাপ্তুমিচ্ছন্তঃ। অন্বযুরন্বগচ্ছন্। পাঞ্চাল্যঃ পাঞ্চালরাজপুত্রঃ। শিষ্টা অবশিষ্টাঃ, দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫০—৫২॥

তত ইতি। প্রাপ্তো গতঃ। অভবদতিষ্ঠৎ। হৃদ্যং প্রিয়ম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৩॥

মায়য়েতি। মায়য়া কুম্ভককৌশলেন, স্তভ্য অন্তঃপ্রবেশে নিরুদ্ধ্য ॥৫৪॥

ভরতনন্দন রাজশ্রেষ্ঠ! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, মহারথ সাত্যকি, হতাবশিষ্ট পাঞ্চালসৈন্য, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সমস্ত গজারোহী ও অশ্বারোহী, শত শত পদাতি এবং শ্রান্তবাহন অন্যান্য রাজারা দুর্য্যোধনকে ধরিবার জন্য সেই সেই স্থানে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিলেন ॥৫০—৫২॥

মহারাজ! তাহার পর দুর্য্যোধন যেস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, শীতল, নির্ম্মল ও প্রীতিজনক জলসম্পন্ন এবং দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় বিশাল, সেই দ্বৈপায়নহ্রদের তীরে যাইয়া প্রতাপশালী যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইলেন ॥৫৩॥

ভরতনন্দন! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মায়াবলে ও অদ্ভুত কৌশলে জলস্তম্ভন করিয়া দৈববশতঃ যে হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন ॥৫৪॥

(৫৪)···যত্রোক্তস্তে স্থিতঃ সুতঃ···পি।

ততো দুর্য্যোধনো রাজা সলিলাস্তর্গতো বসন্।
শুশ্রুবে তুমুলং শব্দং জলদোপমনিস্বনম্ ॥৫৬॥
যুধিষ্ঠিরস্তু রাজেন্দ্র! তং হ্রদং সহ সোদরৈঃ।
আজগাম মহারাজ! তব পুত্ত্রবধায় বৈ ॥৫৭॥
মহতা শঙ্খনাদেন রথনেমিস্বনেন চ।
ঊর্দ্ধং ধুন্বন্ মহারেণুং কম্পয়ংশ্চাপি মেদিনীম্ ॥৫৮॥ (যুগ্মকম্)
যৌধিষ্ঠিরস্য সৈন্যস্য শ্রুত্বা শব্দং মহারথাঃ।
কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণী রাজানমিদমব্রুবন্ ॥৫৯॥
ইমে হ্যায়ান্তি সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ।
অপযাস্যামহে তাবদনুজানাতু নো ভবান্ ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

সলিলেতি। কস্যচিৎ সর্বস্যৈব মানুষস্য দুৰ্দ্ধর্ষ ইত্যর্থঃ ॥৫৫॥

তত ইতি। জলদোপমনিস্বনং মেঘশব্দতুল্যম্ ॥৫৬॥

যুধীতি। সোদরৈর্ভ্রাতৃভিঃ নকুলসহদেবয়োরসোদরয়োরপি গ্রাহ্যত্বাৎ। রথানাং নেমিস্বনেন চক্রপ্রান্তশব্দেন। ধুন্বন্ সঞ্চালয়ন্ ॥৫৭—৫৮॥

যৌধীতি। দ্রৌণিরশ্বত্থামা, রাজানং দুর্য্যোধনম্ ॥৫৯॥

ইম ইতি। জিতমিতি ভাবে ক্তঃ। ততশ্চ জিতেন জয়েন কাশন্তে শোভন্ত ইতি তে ॥৬০॥

ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞাদিজস্য পুণ্যস্য ফলম্ ॥২০—৩৬॥ নষ্টমদৃশ্যত্বং গতং লীনমিত্যর্থঃ ॥৩৭—৫৯॥ অপযাস্যামহে ত্বদন্বেষণভিয়া ॥৬০—৬৬॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮॥

প্রভু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! গদাধারী ও যে কোন মানুষেরই দুর্দ্ধর্ষ রাজা দুর্য্যোধন তখন জলের ভিতরে অবস্থান করিতেছিলেন ॥৫৫॥

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন জলের ভিতরে থাকিয়া, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তুমুলশব্দ শুনিতে পাইলেন ॥৫৬॥

মহারাজ রাজশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া, বিশাল শঙ্খনাদে ও রথচক্রের শব্দে ভূতল কম্পিত করিতে থাকিয়া এবং আকাশে ধূলিজাল উড়াইয়া আপনার পুত্ত্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় আসিতেছিলেন ॥৫৭—৫৮॥

তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরসৈন্যের সেই কোলাহল শুনিয়া দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন—॥৫৯॥

(৫৬)…সলিলান্তর্গতোঽভবন্…পি।

দুর্য্যোধনস্তু তৎ শ্রুত্বা তেষাং তত্র তরস্বিনাম্।
তথেত্যুক্ত্বা হ্রদং তং বৈ মায়য়াস্তম্ভয়ৎ প্রভো! ॥৬১॥
তে ত্বনুজ্ঞাপ্য রাজানং ভৃশং শোকপরায়ণাঃ।
জগ্মুর্দূরং মহারাজ! কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥৬২॥
তে গত্বা দূরমধ্বানং ন্যগ্রোধং প্রেক্ষ্য মারিষ!।
ন্যবিশন্ত ভৃশং শ্রান্তাশ্চিন্তয়ন্তো নৃপং প্রতি ॥৬৩॥
বিষ্টভ্য সলিলং সুপ্তো ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ।
পাণ্ডবাশ্চাপি সংপ্রাপ্তাস্তং দেশং যুদ্ধমীপ্সবঃ ॥৬৪॥
কথং নু যুদ্ধং ভবিতা কথং রাজা ভবিষ্যতি।
কথং নু পাণ্ডবা রাজন্! প্রতিপৎস্যন্তি কৌরবম্ ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধন ইতি। তরস্বিনাং বলবতাম্। হ্রদং হ্রদজলম্ ॥৬১॥

ত ইতি। অনুজ্ঞাপ্য স্বস্বপ্রস্থানে অনুজ্ঞাং কারয়িত্বা। রাজানং দুর্য্যোধনম্ ॥৬২॥

ত ইতি। অধ্বানং পন্থানম্, ন্যগ্রোধং বটবৃক্ষম্ ॥৬৩॥

বিষ্টভ্যেতি। সুপ্তো নিদ্রিতবৎ নিশ্চেষ্টস্থিতঃ। সংপ্রাপ্তা আগতাঃ ॥৬৪॥

কথমিতি। কথং কীদৃশম্, রাজা দুর্য্যোধনঃ, কথং কিংপ্রকারো ভবিষ্যতি যুদ্ধে সতীত্যর্থঃ। প্রতিপৎস্যন্তি প্রাপ্স্যন্তি, কৌরবং দুর্য্যোধনম্ ॥৬৫॥

'মহারাজ! এই বিজয়শোভী পাণ্ডবেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আগমন করিতেছে। অতএব আমরা এস্থান হইতে চলিয়া যাই, আপনি আমাদিগকে অনুমতি করুন' ॥৬০॥

রাজা! দুর্য্যোধন সেই বীরগণের সেই কথা শুনিয়া 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া মায়াবলে হ্রদের জল স্তম্ভিত করিলেন ॥৬১॥

মহারাজ! কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি সেই রথীরা দুর্য্যোধনের অনুমতি লইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া দূরে গমন করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

মাননীয় রাজা! তাঁহারা দূরপথ অতিক্রম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া, একটা বটবৃক্ষ দেখিয়া, দুর্য্যোধনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যাইয়া তাহার তলে অবস্থান করিলেন ॥৬৩॥

মহাবল দুর্য্যোধন জলস্তম্ভন করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন এবং পাণ্ডবেরাও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া সেস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥৬৪॥

(৬১)···হ্রদাম্ভো বৈ মায়য়াস্তম্ভয়ৎ প্রভো!—পি। (৬৩)· রণং প্রতি—পি।

ইত্যেবং চিন্তয়ানাস্তু রথেভ্যোঽশ্বান্ বিমুচ্য তে।
তত্রাসাঞ্চক্রিরে রাজন্! কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥৬৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি হ্রদপ্রবেশে দুর্য্যোধনান্বেষণে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তেষ্বপযাতেষু রথেষু ত্রিষু পাণ্ডবাঃ।
তং হ্রদং প্রত্যপদ্যন্ত যত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ ॥১॥
আসাদ্য চ কুরুশ্রেষ্ঠ! তদা দ্বৈপায়নং হ্রদম্।
স্তম্ভিতং ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ দৃষ্ট্বা তং সলিলাশয়ম্।
বাসুদেবমিদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুনন্দনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। তত্র বটবৃক্ষতলে, আসাঞ্চক্রিরে উপবিবিশুঃ ॥৬৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি হ্রদপ্রবেশে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

তত ইতি। প্রত্যপদ্যন্ত প্রাপ্নুবন্। অভবদতিষ্ঠৎ ॥১॥

রাজা! 'কিরূপ যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধেই বা দুর্য্যোধনের কিরূপ অবস্থা হইবে এবং পাণ্ডবেরাই বা কি প্রকারে দুর্য্যোধনকে পাইবেন' ॥৬৫॥

রাজা! এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া, রথ হইতে অশ্বগুলিকে মুক্ত করিয়া, সেই কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি রথীরা পূর্ব্বোক্ত বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন' ॥৬৬॥

——০:*:০——

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিন রথী সেস্থান হইতে চলিয়া গেলে পর, যে দ্বৈপায়নহ্রদে দুর্য্যোধন অবস্থান করিতেছিলেন, পাণ্ডবেরা সেই হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন ॥১॥

(৬৬)···বিমুচ্য চ···তেঽত্রাসাঞ্চক্রিরে···পি। * '···ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ···' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি। (১) ততস্তেষূপযাতেষু রক্ষিষু···পি।

পশ্যেমাং ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ মায়ামপ্সু প্রযোজিতাম্।
বিষ্টভ্য সলিলং শেতে নাস্য মানুষতো ভয়ম্ ॥৩॥
দৈবীং মায়ামিমাং কৃত্বা সলিলান্তর্গতো হ্যয়ম্।
নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞো ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে ॥৪॥
যদ্যস্য সমরে সাহ্যং কুরুতে বজ্রভৃৎ স্বয়ম্।
তথাপ্যেনং হতং যুদ্ধে লোকা দ্রক্ষ্যন্তি মাধব! ॥৫॥

বাসুদেব উবাচ।

মায়াবিন ইমাং মায়াং মায়য়া জহি ভারত!।
মায়াবী মায়য়া বধ্যঃ সত্যমেতদ্‌যুধিষ্ঠির! ॥৬॥
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্মায়ামপ্সু প্রযোজ্য চ।
জহি ত্বং ভরতশ্রেষ্ঠ! মায়াত্মানং সুযোধনম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

আসাদ্যেতি। দ্বৈপায়নং নাম। সলিলাশয়ং জলাধারম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২॥
পশ্যেতি। মায়াং যোগকৌশলম্, অপ্সু জলেষু ॥৩॥
দৈবীমিতি। দৈবীং দেবতঃ প্রাপ্তাম্। নিকৃত্যা শাঠ্যেন, নিকৃতিপ্রজ্ঞঃ শাঠ্যবিৎ ॥৪॥
যদীতি। সাহ্যং সাহায্যম্, সাহ্যশব্দো মুনিষু সাহায্যার্থে রূঢ়ঃ ॥৫॥
মায়েতি। মায়য়া ঈদৃশেন প্রতিকৌশলেনৈব ॥৬॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈপায়নহ্রদে উপস্থিত হইয়া এবং দুর্য্যোধন সেই জলাশয়টাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন দেখিয়া, কৃষ্ণের নিকট এই কথা বলিলেন—॥২॥

'কৃষ্ণ! দেখ, দুর্য্যোধন ইহার জলে কিরূপ মায়া প্রয়োগ করিয়াছেন; দুর্য্যোধন জলস্তম্ভন করিয়া ইহার ভিতরে রহিয়াছেন; সুতরাং উঁহার মানুষ হইতে কোন ভয় নাই ॥৩॥

দুর্য্যোধন দৈবী মায়া প্রয়োগ করিয়া জলের ভিতরে রহিয়াছেন; কিন্তু এই শঠ আমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছে বলিয়া জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না ॥৪॥

কৃষ্ণ! যদি স্বয়ং ইন্দ্রও উঁহার সাহায্য করেন, তথাপি লোকেরা উঁহাকে যুদ্ধে নিহতই দেখিবে' ॥৫॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'ভরতনন্দন! আপনি মায়াদ্বারাই এই মায়াবীর মায়া নষ্ট করুন, মায়াদ্বারাই মায়াবীকে বধ করিতে হয়, ইহা সত্য ॥৬॥

(৪)…নিকৃতিপ্রাজ্ঞো ন…পি। (৫)…সমরে সহ্যং কুরুতে…পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা। (৭) ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুলৈঃ…জহীমম্…পি।

ক্রিয়াভ্যুপায়ৈরিন্দ্রেণ নিহতা দৈত্যদানবাঃ।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্বলির্বদ্ধো মহাত্মনা ॥৮॥
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব ক্রিয়য়ৈব নিসূদিতৌ।
বৃত্রশ্চ নিহতো রাজন্! ক্রিয়য়ৈব ন সংশয়ঃ ॥৯॥
তথা পুলস্ত্যতনয়ো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
রামেণ নিহতো রাজন্! সানুবন্ধঃ সহানুগঃ।
ক্রিয়য়া যোগমাস্থায় তথা ত্বমপি বিক্রম ॥১০॥
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্নিহতৌ পুরা রাজন্! পুরাতনৌ।
তারকশ্চ মহাদৈত্যো বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ক্রিয়েতি। ক্রিয়াভ্যুপায়ৈঃ কূটকৌশলরূপোপযোগৈঃ। মায়াং প্রতিকৌশলম্। এষা মায়েদানীং নির্ণেতুমশক্যৈব। কুন্তকবিশেষ ইতি তু সম্ভাব্যোক্তম্ ॥৭॥

ক্রিয়েতি। বলির্নাম দৈত্যরাজঃ। মহাত্মনা বামনরূপিণা বিষ্ণুনা ॥৮॥

ক্রিয়েতি। নিসূদিতৌ নিহতৌ। নিহত ইন্দ্রেণ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

তথেতি। পুলস্ত্যস্য দেবর্ষেস্তনয়ো বংশধরঃ পৌত্র ইত্যর্থঃ। সানুবন্ধঃ আত্মীয়সহিতঃ। যোগমুপায়ম্। বিক্রম বিক্রমং প্রকাশয়। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনিও নানাবিধ কূটকৌশলদ্বারা এই জলে মায়া প্রয়োগ করিয়া মায়াবী দুর্য্যোধনকে বধ করুন ॥৭॥

ইন্দ্র কূটকৌশল আবিষ্কার করিয়া দৈত্য ও দানবগণকে বধ করিয়াছেন এবং মহাত্মা বামনরূপী নারায়ণ কূটকৌশলদ্বারাই বলিকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন ॥৮॥

রাজা! নারায়ণ কূটকৌশলদ্বারাই মহাসুর হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছেন এবং ইন্দ্রও কূটকৌশলেই বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৯॥

নরনাথ! রামচন্দ্রও কার্য্যকৌশল অবলম্বন করিয়া, আত্মীয় ও অনুচরবর্গের সহিত পুলস্ত্যবংশধর রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়াছিলেন; অতএব আপনিও সেই ভাবে বিক্রম প্রকাশ করুন ॥১০॥

রাজা! পূর্ব্বকালে কার্ত্তিক কূটকৌশলেই প্রাচীন তারকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও কূটকৌশলদ্বারাই বলবান্ বিপ্রচিত্তি দানবকে নিহত করিয়াছিলেন ॥১১॥

(৯) ক্রিয়াভ্যুপায় পূর্ব্বং বৈ…নি।

বাতাপিরিল্বলশ্চৈব ত্রিশিরাশ্চ তথা বিভো!।
সুন্দোপসুন্দাবসুরৌ ক্রিয়য়ৈব নিসূদিতৌ ॥১২॥
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈরিন্দ্রেণ ত্রিদিবং ভুজ্যতে বিভো!।
ক্রিয়া বলবতী রাজন্! নান্যৎ কিঞ্চিদ্‌যুধিষ্ঠির! ॥১৩॥
দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব রাক্ষসাঃ পার্থিবাস্তথা।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্নিহতাঃ ক্রিয়াং তস্মাৎ সমাচর ॥১৪॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্তো বাসুদেবেন পাণ্ডবঃ সংশিতব্রতঃ।
জলস্থং তং মহারাজ! তব পুত্রং মহাবলম্।
অভ্যভাষত কৌন্তেয়ঃ প্রহসন্নিব ভারত! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্রিয়েতি। নিহতৌ কার্ত্তিকদেবরাজাভ্যাম্ ॥১১॥
বাতাপিরিতি। নিসূদিতৌ অগস্ত্যাদিভিঃ ॥১২॥
ক্রিয়েতি। ত্রিদিবং স্বর্গরাজ্যম্। ক্রিয়া কার্য্যকৌশলম্ ॥১৩॥
দৈত্যা ইতি। ক্রিয়াং কূটকার্য্যকৌশলম্ ॥১৪॥
ইতীতি। সংশিতব্রতো ধর্ম্মে সুদৃঢ়নিয়মঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৫॥ জীবিতেপ্সুং দুর্য্যোধনং বিজ্ঞায় কদাচিদ্‌রাজ্যার্দ্ধং যুধিষ্ঠিরস্তস্মৈ দাস্যতীত্যাশঙ্ক্য ভগবাংস্তং বোধয়তি দুর্য্যোধনবধার্থী, মায়াবিন ইত্যাদিনা ॥৬॥ ক্রিয়াভ্যুপায়ৈঃ শত্রুক্রিয়ানুরূপৈঃ প্রতীকারৈর্ধর্ম্মৈরধর্ম্মৈর্বেত্যর্থঃ। এতে তু ছলকারিণ-

বাতাপি, ইল্বল, ত্রিশিরা, সুন্দ এবং উপসুন্দও কূটকৌশলেই নিহত হইয়াছিল ॥১২॥

রাজা! ইন্দ্র কূটকৌশলের বলেই স্বর্গ ভোগ করিতেছেন; অতএব কার্য্যকৌশলই স্বার্থসিদ্ধির প্রধান উপায়, অন্য কিছুই প্রধান উপায় নহে ॥১৩॥

দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও রাজারা কূটকৌশলেই নিহত হইয়াছেন। অতএব আপনিও কূটকৌশলই অবলম্বন করুন' ॥১৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—'ভরতনন্দন মহারাজ! কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, ধর্ম্মে সুদৃঢ়নিয়মশালী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির হাস্য করিতে করিতেই যেন আপনার পুত্র জলস্থিত মহাবল দুর্য্যোধনকে বলিতে লাগিলেন—॥১৫॥

(১২)…ত্রিশিরাশ্চ কবন্ধকঃ…পি। (১৪)…ক্রিয়াস্তস্মাৎ সমাচর—পি।

স্থযোধন! কিমর্থোঽয়মারম্ভোঽপ্সু কৃতস্ত্বয়া।
সর্বং ক্ষত্রং ঘাতয়িত্বা স্বকুলঞ্চ বিশাংপতে! ॥১৬॥
জলাশয়ং প্রবিষ্টোঽদ্য বাঞ্ছন্ জীবিতমাত্মনঃ।
উত্তিষ্ঠ রাজন্! যুধ্যস্ব সহাস্মাভিঃ স্থযোধন! ॥১৭॥
স তে দর্পো নরশ্রেষ্ঠ! স চ মানঃ ক তে গতঃ।
যস্ত্বং সংস্তভ্য সলিলং ভীতো রাজন্! ব্যবস্থিতঃ ॥১৮॥
সর্বে ত্বাং শূর ইত্যেবং জনাঃ জল্পন্তি সংসদি।
ব্যর্থং তদ্ভবতো মন্যে শৌর্য্যং সলিলশায়িনঃ ॥১৯॥
উত্তিষ্ঠ রাজন্! যুধ্যস্ব ক্ষত্রিয়োঽসি কুলোদ্ভবঃ।
কৌরবেয়ো বিশেষেণ কুলে জন্ম চ সংস্মর ॥২০॥
স কথং কৌরবে বংশে প্রশংসন্ জন্ম চাত্মনঃ।
যুদ্ধাদ্ভীতস্ততস্তোয়ং প্রবিশ্য প্রতিতিষ্ঠসি ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

স্থযোধনেতি। আরম্ভঃ অবস্থানম্, অপ্সু জলে ॥১৬॥
জলেতি। জীবিতং জীবনরক্ষণম্ ॥১৭॥
স ইতি। স দর্পঃ, যেন যুদ্ধমারব্ধম্। স মানঃ, যেন স্চ্যগ্রভূমিরপি ন দত্তা ॥১৮॥
সর্ব ইতি। সলিলশায়িনো লুক্কায়িতভাবেন জলান্তরস্থিতস্য ॥১৯॥
উত্তিষ্ঠেতি। এবংকর্ষকারণেষু সৎস্থ কাপুরুষোচিতমাত্মগোপনমযুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥২০॥

'রাজা দুর্য্যোধন! তুমি নিজের বংশ ও সমস্ত ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করাইয়া, কি জন্য জলের ভিতরে অবস্থান করিতেছ ॥১৬॥

রাজা দুর্য্যোধন! তুমি নিজের জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়াই জলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছ। কিন্তু তুমি উঠ, আমাদের সহিত যুদ্ধ কর ॥১৭॥

নরশ্রেষ্ঠ রাজা! তোমার সেই দর্প এবং মান কোথায় গেল; যে তুমি এখন ভীত হইয়া জলস্তম্ভন করিয়া অবস্থান করিতেছ ॥১৮॥

লোকসভায় সমস্ত লোকই তোমাকে বীর বলিয়া থাকে; কিন্তু এখন তুমি জলের ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছ বলিয়া, সে সকল কথা ব্যর্থ হইল, ইহা আমি মনে করি ॥১৯॥

রাজা! উঠ, যুদ্ধ কর; তুমি ক্ষত্রিয় এবং সৎকুলে জন্মিয়াছ, বিশেষতঃ কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অতএব নিজের সৎকুলে উৎপত্তি স্মরণ কর ॥২০॥

(১৮) যস্ত্বং বিষ্টভ্য সলিলম্···পি। (২১)···যুদ্ধাত্রস্তস্ততস্তোয়ম্···নি।

অযুদ্ধমব্যবস্থানং নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যং রণে রাজন্! পলায়নম্ ॥২২॥
কথং পারমগত্বা হি যুদ্ধে ত্বং বৈ জিজীবিষুঃ।
ইমান্ নিপাতিতান্ দৃষ্ট্বা পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄংস্তথা ॥২৩॥
সম্বন্ধিনো বয়স্যাংশ্চ মাতুলান্ বান্ধবাংস্তথা।
ঘাতয়িত্বা কথং তাত! হ্রদে তিষ্ঠসি সাম্প্রতম্ ॥২৪॥
শূরমানী ন শূরস্ত্বং মৃষা বদসি ভারত!।
শূরোঽহমিতি দুর্বুদ্ধে! সর্বলোকস্য শৃণ্বতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। ঈদৃশমাত্মগোপনন্তু নীচকুলজাতস্যৈব সম্ভবতীত্যাশয়ঃ ॥২১॥

অযুদ্ধমিতি। অযুদ্ধং যুদ্ধাকরণম্, অব্যবস্থানং যুদ্ধস্থানে অনবস্থিতিঃ। অনার্য্যজুষ্টমসজ্জনসেবিতম্, অস্বর্গ্যম্ অস্বর্গজনকং ক্ষত্রিয়স্য ॥২২॥

কথমিতি। পারং শেষম্। জিজীবিষুর্জীবিতুমিচ্ছুঃ ॥২৩॥

সম্বন্ধিন ইতি। সম্বন্ধিনঃ শ্যালকাদীন্। বান্ধবান্ ভ্রাত্রাদীন্ ॥২৪॥

শূরেতি। শূরমাত্মানং মন্যত ইতি শূরমানী। মৃষা মিথ্যা ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্চলৈরেব হন্তব্যা ইতি ভাবঃ ॥৭—১৯॥ বিক্রম বিক্রমং কুরুষ্ব ॥১০—২১॥ অযুদ্ধং যুদ্ধবর্জনম্, অব্যবস্থানং বিশেষেণাবস্থানম্, রাজ্যে বা স্বর্গে বা স্থিতির্ব্যবস্থানং তদভাবশ্চৈতৎ

সেই তুমি কুরুবংশে আপনজন্মের প্রশংসা করিয়া যুদ্ধ হইতে ভীত হইলে কেন? এবং সেই জন্যই জলে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছ কেন? ॥২১॥

রাজা! যুদ্ধ না করা কিংবা যুদ্ধস্থানে না থাকা ইহা ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম নহে। সজ্জনেরা যুদ্ধে পলায়ন করেন না এবং সে পলায়ন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বর্গজনকও নহে ॥২২॥

দুর্য্যোধন! তুমি এই সকল পুত্র, ভ্রাতা এবং পিতৃগণকে নিপাতিত দেখিয়াও যুদ্ধের শেষ না করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিতেছ কেন? ॥২৩॥

বৎস! তুমি সম্বন্ধী, বয়স্য ও বান্ধবগণকে বিনাশ করাইয়া এখন হ্রদের ভিতরে লুক্কায়িত রহিয়াছ কেন? ॥২৪॥

দুর্বুদ্ধি ভরতনন্দন! তুমি নিজেকে বীর বলিয়া মনে কর, অথচ বীর নহ এবং তুমি সমস্ত লোকের সমক্ষে 'আমি বীর' এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া থাক ॥২৫॥

(২২) অযুদ্ধেন ব্যবস্থানম্—নি। (২৩) ইমান্ নিপতিতান্ বঙ্গ বা নি সো।

নহি শূরাঃ পলায়ন্তে শক্রন্ দৃষ্ট্বা কথঞ্চন।
ব্রূহি বা ত্বং যয়া ধৃত্যা শূর! ত্যজসি সঙ্গরম্ ॥২৬॥
স ত্বমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব বিনীয় ভয়মাত্মনঃ।
ঘাতয়িত্বা সর্বসৈন্যং ভ্রাতৄংশ্চৈব সুযোধন! ॥২৭॥
নেদানীং জীবিতে বুদ্ধিঃ কার্য্যা ধর্ম্মচিকীর্ষয়া।
ক্ষত্রধর্ম্মমপাশ্রিত্য ত্বদ্বিধেন সুযোধন! ॥২৮॥
যত্তু কর্ণমুপাশ্রিত্য শকুনিঞ্চাপি সৌবলম্।
অমর্ত্ত্য ইব সম্মোহাত্ত্বমাত্মানং ন বুদ্ধবান্ ॥২৯॥
তৎ পাপং সুমহৎ কৃত্বা প্রতিযুধ্যস্ব ভারত!।
কথং হি ত্বদ্বিধো মোহাৎ রোচয়েত পলায়নম্ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

নহীতি। ধৃত্যা বুদ্ধ্যা। সঙ্গরং যুদ্ধম্ ॥২৬॥

স ইতি। বিনীয় বিহায়। ঘাতয়িত্বা অস্মদাদিভিরিতি শেষঃ ॥২৭॥

নেতি। ধর্ম্মস্য ভাবিনো যাগাদিজন্যস্য পুণ্যস্য চিকীর্ষয়া করণেচ্ছয়া ॥২৮॥

যদিতি। অমর্ত্ত্যঃ অমানুষঃ নিকৃষ্টজন ইত্যর্থঃ। ত্বদ্বিধো বীর ইত্যাশয়ঃ, রোচয়েত অভিলষেৎ ॥২৯—৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বয়ং ক্ষত্রিয়স্য ন ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥২২—২৫॥ ব্রূহীতি। হে শূরেতি সাধিক্ষেপসম্বোধনম্, যয়া বৃত্ত্যা নিমিত্তভূতয়া বানপ্রস্থত্বেন বা ন্যস্তশস্ত্রত্বেন বা ক্লীবত্বেন বা ত্বং সঙ্গরং ত্যজসি তাং বৃত্তিং ব্রূহি, ন ত্বং বানপ্রস্থোঽসি রাজ্যার্থিত্বাৎ, নাপি ন্যস্তশস্ত্রো গদাধারিত্বাৎ, পরিশেষাৎ

কারণ, বীরেরা শত্রুগণকে দেখিয়া কখনই পলায়ন করেন না। অথবা তুমিই বল দেখি—যে বুদ্ধিতে তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, (ইহা কি বীরের বুদ্ধি!) ॥২৬॥

দুর্য্যোধন! তুমি জল হইতে গাত্রোত্থান কর এবং ভয় পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। নিজের সমস্ত সৈন্য ও ভ্রাতৃগণকে বিনাশ করাইয়া (এখন আত্মগোপন করা উচিত নহে) ॥২৭॥

দুর্য্যোধন! ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে ধর্ম্ম করিবার ইচ্ছায় জীবনের মমতা করা তোমার মত লোকের উচিত নহে ॥২৮॥

ভরতনন্দন! তুমি যে কর্ণ ও শকুনিকে অবলম্বন করিয়া নীচলোকের ন্যায় মোহবশতঃ নিজেকে চিনিতে পার নাই; সেই হেতু গুরুতর পাপ করিয়া বসিয়াছ,

(২৬)…যয়া বৃত্ত্যা…পি বঙ্গ বা নি। (২৯)…দুঃশাসনঞ্চ মোহাত্ত্বমাত্মানং নাববুদ্ধবান্—নি। (৩০)…রোচয়েৎ প্রপলায়নম্—পি।

ক্ক তে তৎ পৌরুষং যাতং ক্ক চ মানঃ সুযোধন!।
ক্ক চ বিক্রান্ততা যাতা ক্ক চ বিস্ফূর্জ্জিতং মহৎ ॥৩১॥
ক্ক তে কৃতাস্ত্রতা যাতা কিঞ্চ শেষে জলাশয়ে।
স ত্বমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব ক্ষত্রধর্ম্মেণ ভারত! ॥৩২॥
অস্মাংস্ত্বং বা পরাজিত্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্।
অথবা নিহতোঽস্মাভির্ভূমৌ স্বপ্স্যসি ভারত! ॥৩৩॥
এষ তে পরমো ধর্ম্মঃ সৃষ্টো ধাত্রা মহাত্মনা।
তং কুরুষ যথাতথ্যং রাজা ভব মহারথ! ॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো মহারাজ! ধর্ম্মপুত্রেণ ধীমতা।
সলিলস্থস্তব সুত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্কেতি। বিক্রান্ততা বিক্রমঃ। বিস্ফূর্জ্জিতং তেজঃ ॥৩১॥
ক্কেতি। কৃতাস্ত্রতা অস্ত্রশিক্ষানৈপুণ্যম্। শেষে স্বপিসি ॥৩২॥
অস্মানিতি। প্রশাধি শাসনাস্পদী কুরু ॥৩৩॥
এষ ইতি। রাজা ভব অস্মান্ বিজিত্য ইতি শেষঃ ॥৩৪॥
এবমিতি। ধীমতা প্রশস্তবুদ্ধিশালিনা, কৃষ্ণোক্তকূটকৌশলানবলম্বনাৎ ॥৩৫॥

এখন প্রতিযুদ্ধ কর। তোমার মত লোক মোহবশতঃ কি করিয়া পলায়ন করিবার ইচ্ছা করিতে পারে ॥২৯—৩০॥

দুর্য্যোধন! তোমার সেই পুরুষকার, সেই অভিমান, সেই বিক্রম এবং সেই তেজ এখন কোথায় গেল? ॥৩১॥

ভরতনন্দন! আর তোমার সেই অস্ত্রনৈপুণ্য কোথায় গেল? কেনই বা জলাশয়ের ভিতরে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। তুমি উঠ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর ॥৩২॥

ভরতনন্দন! তুমি হয়—আমাদিগকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী শাসন কর, না হয়—আমাদের হাতে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন কর ॥৩৩॥

মহারথ! মহাত্মা বিধাতা ইহাই তোমার প্রধান ধর্ম্মরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি যথাযথভাবে তাহাই কর এবং আমাদিগকে জয় করিয়া রাজা হও' ॥৩৪॥

(৩৪)···পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ—নি।

দুর্য্যোধন উবাচ।

নৈতচ্চিত্রং মহারাজ! যদ্ভীঃ প্রাণিনমাবিশেৎ।
ন চ প্রাণভয়াদ্ভীতো ব্যপযাতোঽস্মি ভারত! ॥৩৬॥
অরথশ্চানিষঙ্গী চ নিহতঃ পার্ষ্ণিসারথিঃ।
একশ্চাপ্যগণঃ সংখ্যে প্রত্যাশ্বাসমরোচয়ম্ ॥৩৭॥
ন প্রাণহেতোর্ন ভয়ান্ন বিষাদাদ্বিশাংপতে!।
ইদমম্ভঃ প্রবিষ্টোঽস্মি শ্রমাত্ত্বিদমনুষ্ঠিতম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ভীর্ভয়ম্। ব্যপযাতো রণস্থলাদপসৃতঃ ॥৩৬॥

অরথ ইতি। অনিষঙ্গী তূণরহিতঃ। পার্ষ্ণিসারথিঃ পৃষ্ঠসারথিঃ। অগণঃ সহায়গণশূন্যঃ। প্রত্যাশ্বাসং মনসঃ, অরোচয়ং কর্ত্তুমৈচ্ছম্ ॥৩৭॥

নেতি। প্রাণহেতোঃ প্রাণরক্ষার্থম্। বিষাদাৎ সহায়শূন্যতানিবন্ধনাৎ ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্লীবোঽস্মীতি মাভাযস্ব যুদ্ধং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥২৬॥ বিনীয় ত্যক্ত্বা ॥২৭—৩০॥ পৌরুষং যত্নঃ, বিক্রান্ততা শৌর্য্যম্, বিস্ফূর্জিতং গর্জ্জনম্ ॥৩১—৩৫॥ নৈতদিতি। প্রাণেন রক্ষিতব্যেন হেতুনা ভীর্ভয়ং মাং মনুষ্যমাবিশেদিতি ব্রুবন্নৈতচ্চিত্রমপি তু প্রাণিনাং স্বাভাবিকোঽয়ং ধর্ম্মঃ পরন্ত ময্যেতন্নাস্তীত্যাহ—ন চেতি ॥৩৬—৩৭॥ প্রাণহেতোর্জীবিতার্থিত্বাৎ, ভয়াৎ বন্ধনাদিত্রাসাৎ, বিষাদাৎ শোকাভিভূতত্বাৎ ॥৩৮—৭১॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ! বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জলে থাকিয়াই এই উত্তর করিলেন—॥৩৫॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'মহারাজ! প্রাণিগণের যে ভয় উপস্থিত হয়, তাহা বিচিত্র নহে; কিন্তু ভরতনন্দন! আমি সে প্রাণের ভয়েও রণস্থল হইতে অপসৃত হই নাই ॥৩৬॥

আমার রথ নাই, তূণ নাই, পৃষ্ঠরক্ষক নিহত হইয়াছে এবং কোন সহায়ও নাই। সেই জন্যই আমি মনটাকে একটু আশ্বস্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি ॥৩৭॥

নরনাথ! আমি ভয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য কিংবা বিষাদবশতঃ এই জলের ভিতরে প্রবেশ করি নাই; কিন্তু গুরুতর পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়াই ইহা করিয়াছি ॥৩৮॥

(৩৬) নৈতচ্ছক্যং মহারাজ!...পি। (৩৭) সরথাশ্চানুষঙ্গাশ্চ নিহতাঃ পার্ষ্ণিসারথী। একশ্চাপ্যগতঃ সংখ্যে প্রত্যাভ্যাসমরোচয়ম্ ॥ পি।

ত্বঞ্চাশ্বসিহি কৌন্তেয়! যে চাপ্যনুগতাস্তব।
অহমুত্থায় বঃ সর্বান্ প্রতিযোৎস্যামি সংযুগে ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আশ্বস্তা এব সর্বে স্ম চিরং ত্বাং মৃগয়ামহে।
তদিদানীং সমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্বেহ সুযোধন! ॥৪০॥
হত্বা বা সমরে পার্থান্ স্ফীতং রাজ্যমবাপ্নুহি।
নিহতো বা রণেঽস্মাভির্বীরলোকমবাপ্স্যসি ॥৪১॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

যদর্থং রাজ্যমিচ্ছামি কুরূণাং কুরুনন্দন!।
ত ইমে নিহতাঃ সর্বে ভ্রাতরো মে জনেশ্বর! ॥৪২॥
ক্ষীণরত্নাঞ্চ পৃথিবীং হতক্ষত্রিয়পুঙ্গবাম্।
নাভ্যুৎসহাম্যহং ভোক্তুং বিধবামিব যোষিতম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

ত্বমিতি। যে চাপ্যনুগতাস্তব তে চাপ্যাশ্বসন্ত্বিতি শেষঃ ॥৩৯॥
আশ্বস্তা ইতি। মৃগয়ামহে অন্বিষ্যামঃ ॥৪০॥
হত্বেতি। পার্থান্ পাণ্ডবানস্মান্, স্ফীতং বিশালম্ ॥৪১॥
যদিতি। কুরূণাং রাজ্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥৪২॥
ক্ষীণেতি। হতাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠা যস্যাস্তাম্ ॥৪৩॥

কুন্তীনন্দন! আপনি আশ্বস্ত হউন এবং যাহারা আপনার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহারাও আশ্বস্ত হউক; আমি উঠিয়া আপনাদের সকলের সহিতই যুদ্ধ করিব' ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'দুর্য্যোধন! আমরা সকলেই আশ্বস্ত আছি; কিন্তু দীর্ঘকাল তোমার অন্বেষণ করিয়াছি; অতএব তুমি জল হইতে গাত্রোত্থান কর এবং এখনই যুদ্ধ কর ॥৪০॥

হয়, যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া বিশাল রাজ্য লাভ কর; না হয়—যুদ্ধে আমাদের হাতে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করিবে' ॥৪১॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'কুরুনন্দন নরনাথ! আমি যাঁহাদের জন্য কুরুরাজ্য লাভ করিবার ইচ্ছা করিব; আমার এই সেই ভ্রাতারা সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥৪২॥

সমস্ত ধন-রত্ন নষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠেরাও নিহত হইয়াছেন; এ

অদ্যাপি ত্বহমাশংসে ত্বাং বিজেতুং যুধিষ্ঠির ! ।
ভঙ্‌ক্ত্বা পাঞ্চালপাণ্ডূনামুৎসাহং ভরতর্ষভ ! ॥৪৪॥
ন ত্বিদানীমহং মন্যে কার্য্যং যুদ্ধেন কর্হিচিৎ ।
দ্রোণে কর্ণে চ সংশান্তে নিহতে চ পিতামহে ॥৪৫॥
অস্ত্বিদানীমিয়ং রাজন্ ! কেবলা পৃথিবী তব ।
অসহায়ো হি কো রাজা রাজ্যমিচ্ছেৎ প্রশাসিতুম্ ॥৪৬॥
সুহৃদস্তাদৃশান্ হত্বা পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄনপি ।
ভবদ্ভিশ্চ হৃতে রাজ্যে কো নু জীবেত মাদৃশঃ ॥৪৭॥
অহং বনং গমিষ্যামি হ্যজিনৈঃ প্রতিবাসিতঃ ।
রতির্হি নাস্তি মে রাজ্যে হতপক্ষস্য ভারত ! ॥৪৮॥
হতবান্ধবভূয়িষ্ঠা হতাশ্বা হতকুঞ্জরা ।
এষা তে পৃথিবী রাজন্ ! ভুঙ্‌ক্ষ্বৈনাং বিগতজ্বরঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

অদ্যেতি। আশংসে আশাং করোমি। ভঙ্‌ক্ত্বা বিনাশ্য ॥৪৪॥
নেতি। কার্য্যং প্রয়োজনম্। সংশান্তে উপরতে ॥৪৫॥
অস্ত্বিতি। কেবলা ধন-রত্ন-বীরাদিশূন্যা ॥৪৬॥
সুহৃদ ইতি। অতো যুদ্ধে মৃত্যুরেব মে শ্রেয়ানিতি ভাবঃ ॥৪৭॥
যস্মস্মান্ জেষ্যসীত্যাহ অহমিতি। অজিনৈর্ম্মৃগচর্ম্মভিঃ, প্রতিবাসিত আচ্ছাদিতদেহঃ ॥৪৮॥

অবস্থায় আমি বিধবা নারীর ন্যায় এ পৃথিবী আর ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না ॥৪৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি এখনও অপর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের উৎসাহ ভগ্ন করিয়া, যুদ্ধে আপনাকে জয় করিবার আশা করি ॥৪৪॥

কিন্তু দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়ায় এবং ভীষ্ম শরশয্যায় শয়িত থাকায় আমি এখন বা কখনও আর যুদ্ধের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না ॥৪৫॥

রাজা ! এখন কেবল এই পৃথিবীটাই আপনার হউক। সহায়শূন্য কোন্ রাজা রাজ্য শাসন করিবার ইচ্ছা করেন ? ॥৪৬॥

আপনারা—তাদৃশ সুহৃদ্, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণকে বধ করিয়া, রাজ্য হরণ করিলে পর, আমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি জীবন ধারণ করে ? ॥৪৭॥

ভরতনন্দন ! আমার পক্ষের সমস্ত লোকই নিহত হইয়াছে। সুতরাং আমার আর রাজ্যে রুচি নাই। অতএব আমি মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া বনেই যাইব ॥৪৮॥

বনমেব গমিষ্যামি বসানো মৃগচর্ম্মণী।
ন হি মে নির্জ্জনস্যাস্তি জীবিতেঽদ্য স্পৃহা বিভো! ॥৫০॥
গচ্ছ ত্বং ভুঙ্ক্ষ্ব রাজেন্দ্র! পৃথিবীং নিহতেশ্বরাম্।
হতযোধাং নষ্টরত্নাং ক্ষীণবপ্রাং যথাসুখম্ ॥৫১॥

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্য্যোধনং তব সুতং সলিলস্থং মহাযশাঃ।
শ্রুত্বা তু করুণং বাক্যমভাষত যুধিষ্ঠিরঃ ॥৫২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আর্ত্তপ্রলাপাম্মা তাত! সলিলস্থঃ প্রভাষিথাঃ।
নৈতন্মনসি মে রাজন্! বাশিতং শকুনেরিব ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

হতেতি। হতা বান্ধবা ভূয়িষ্ঠা বহুলা যস্যাং সা। বিগতজ্বরো নষ্টসন্তাপঃ ॥৪৯॥

বনমিতি। বসানঃ পরিদধানঃ। নির্জ্জনস্য পরিজনশূন্যস্য ॥৫০॥

গচ্ছেতি। নিহতা ঈশ্বরা রাজানো যস্যাস্তাম্। ক্ষীণবপ্রাং ক্ষীণক্ষেত্রাম্। অহং তে রাজ্যং দদামি, ত্বং মাং মুঞ্চেত্যাশয়ঃ ॥৫১॥

দুর্য্যোধনমিতি। করুণং সশোকম্ ॥৫২॥

আর্ত্তেতি। শকুনের্মাংসগৃধ্নোঃ পক্ষিণঃ, বাশিতং রুতমিব, রাজ্যগৃধ্নোস্তব এতদ্রাজ্যদানং মে মনসি ন রুচিতমিতি শেষঃ ॥৫৩॥

রাজা! বহুতর বন্ধু নিহত হইয়াছে এবং হস্তী ও অশ্বগণ বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আপনার পৃথিবী এখন এক প্রকার শূন্যই হইয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় আপনি সন্তাপশূন্য হইয়া ইহা ভোগ করিতে থাকুন ॥৪৯॥

রাজা! আমি দুইখানি মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া বনেই গমন করিব। কারণ, আমি এখন পরিজনশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। অতএব এখন আর আমার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই ॥৫০॥

রাজশ্রেষ্ঠ! এই পৃথিবীর রাজারা নিহত হইয়াছেন; যোদ্ধারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, রত্ন সকল বিনষ্ট হইয়াছে এবং শস্যক্ষেত্রগুলিও ক্ষয় পাইয়াছে। এখন আপনি যান, যাইয়া যথাসুখে এহেন পৃথিবী ভোগ করিতে থাকুন' ॥৫১॥

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ! মহাযশা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্র জলস্থিত দুর্য্যোধনের করুণ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥৫২॥

(৫১)···শীর্ণক্ষত্রাং যথাসুখম্—নি। (৫৩)···প্রভাষথাঃ···নি।

যদি বাপি সমর্থঃ স্যাস্ত্বং দানায় সুযোধন !।
নাহমিচ্ছেয়মবনিং ত্বয়া দত্তাং প্রশাসিতুম্ ॥৫৪॥
অধর্ম্মেণ ন গৃহ্ণীয়াং ত্বয়া দত্তাং মহীমিমাম্।
নহি ধর্ম্মঃ স্মৃতো রাজন্ ! ক্ষত্রিয়স্য প্রতিগ্রহঃ ॥৫৫॥
ত্বয়া দত্তাং ন চেচ্ছেয়ং পৃথিবীমখিলামহম্।
ত্বান্তু যুদ্ধে বিনির্জ্জিত্য ভোক্তাস্মি বসুধামিমাম্ ॥৫৬॥
অনীশ্বরশ্চ পৃথিবীং কথং ত্বং দাতুমিচ্ছসি।
ত্বয়েয়ং পৃথিবী রাজন্ ! কিন্ন দত্তা তদৈব হি।
ধর্ম্মতো যাচমানানাং শমার্থঞ্চ কুলস্য নঃ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। দানায় রাজ্যস্য, ইদানীমপি তবৈব রাজত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫৪॥
কুতো নেচ্ছসীত্যাহ অধর্ম্মেণেতি। স্মৃতঃ স্মৃতিশাস্ত্রেণোক্তঃ ॥৫৫॥
ত্বয়েতি। ভোক্তাস্মি বীরনিয়মাদিত্যাশয়ঃ ॥৫৬॥
কিঞ্চ ত্বং দাতুমপি নার্হসীত্যাহ অনীশ্বর ইতি। অনীশ্বরঃ পৃথিব্যা অস্বামী সন্, পরাজয়েন ত্বৎস্বত্বধ্বংসাদিত্যাশয়ঃ। শমার্থং শান্ত্যর্থম, কুলস্য ক্ষত্রিয়সমূহস্য। ষট্পাদঃ ॥৫৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'বৎস ! তুমি জলে থাকিয়া এরূপ আর্ত্তপ্রলাপ করিও না। কারণ, মাংসলোভী পক্ষীর আর্ত্তরবের ন্যায় তোমার এই রাজ্যদানপ্রলাপ আমার মনে লাগিতেছে না ॥৫৩॥

দুর্য্যোধন ! তুমি যদিও রাজ্য দান করিতে সমর্থ হও ; তথাপি আমি তোমার প্রদত্ত রাজ্য শাসন করিতে ইচ্ছা করি না ॥৫৪॥

রাজা ! আমি অধর্ম্ম অনুসারে তোমার দত্ত এই রাজ্য গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রতিগ্রহ করা ধর্ম্ম বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হয় নাই ॥৫৫॥

তোমার প্রদত্ত সমগ্র পৃথিবীও আমি ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু তোমাকে যুদ্ধে জয় করিয়া আমি এই পৃথিবী ভোগ করিব ॥৫৬॥

দুর্য্যোধন ! তুমি ত এখন রাজ্যের অধীশ্বর নও, তবে কি করিয়া উহা দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ। সে যাহা হউক, আমি জিজ্ঞাসা করি—পৃথিবীর বীরগণের মঙ্গলের জন্য আমরা যখন ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিতেছিলাম, তখন তুমি উহা আমাদিগকে দাও নাই কেন ? ॥৫৭॥

(৫৫) স্বধর্ম্মেণৈব···পি।

বার্ষ্ণেয়ং প্রথমং রাজন্! প্রত্যাখ্যায় মহাবলম্।
কিমিদানীং দদাসি ত্বং কো হি তে চিত্তবিভ্রমঃ ॥৫৮॥
অভিযুক্তস্তু কো রাজা দাতুমিচ্ছেদ্ধি মেদিনীম্।
ন ত্বমদ্য মহীং দাতুমীশঃ কৌরবনন্দন! ॥৫৯॥
আচ্ছেত্তুং বা বলাদ্রাজন্! স কথং দাতুমিচ্ছসি।
মাং তু নির্জ্জিত্য সংগ্রামে পালয়েমাং বসুন্ধরাম্ ॥৬০॥
সূচ্যগ্রেণাপি যদ্ভূমিরপিধীয়েত ভারত!।
তন্মাত্রমপি চেন্মহ্যং ন দদাতি পুরা ভবান্ ॥৬১॥
স কথং পৃথিবীমেতাং প্রদদাসি বিশাংপতে!।
সূচ্যগ্রং নাত্যজঃ পূর্ব্বং স কথং ত্যজসি ক্ষিতিম্ ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কথং ন দত্তেতি স্মৃতিমুদ্ঘাটয়তি বার্ষ্ণেয়মিতি। বার্ষ্ণেয়ং বৃষ্ণিবংশীয়ং কৃষ্ণম্ ॥৫৮॥

অভীতি। অভিযুক্তঃ পরৈরাক্রান্তঃ। ঈশঃ সমর্থো ন অস্বামীত্বাৎ ॥৫৯॥

আচ্ছেত্তুমিতি। আচ্ছেত্তুম্ আকৃষ্য রাজ্যং নেতুং য ঐচ্ছদিতি শেষঃ ॥৬০॥

সূচীতি। যৎ যা, ধীয়েত ধার্য্যেত। দদাতি দাতুমিচ্ছতি। সূচ্যগ্রং সূচ্যগ্রপরিমিতাং ভূমিম্। ক্ষিতিং সমগ্রাম্ ॥৬১—৬২॥

রাজা! তুমি প্রথমে সন্ধিপ্রার্থী মহাবল কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, এখন সেই রাজ্য দিবার ইচ্ছা করিতেছ কেন? তোমার এ চিত্তবিভ্রম অদ্ভুতই বটে ॥৫৮॥

কৌরবনন্দন! কোন্ রাজা আক্রান্ত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা করেন? বিশেষতঃ তুমি এখন এই রাজ্য দান করিতে সমর্থও নহ ॥৫৯॥

রাজা! অথবা তুমি বলপূর্ব্বকই আমাদের নিকট হইতে রাজ্য লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলে, এখন সেই তুমি রাজ্য দান করিবার ইচ্ছা করিতেছ কেন? তুমি আমাকে যুদ্ধে জয় করিয়া এই পৃথিবী পালন কর ॥৬০॥

ভরতনন্দন! একটী সূচীর অগ্রে যতটুকু ভূমি ধরে, পূর্ব্বে তাহাও তুমি আমাকে দিতে যদি ইচ্ছা করিয়া না থাক; তবে এখন সেই তুমি সমগ্র পৃথিবী দান করিবার ইচ্ছা করিতেছ কেন? নরনাথ! যে তুমি পূর্ব্বে সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা কর নাই। সেই তুমিই এখন সমগ্র পৃথিবী ছাড়িয়া দিতেছ কেন? ॥৬১—৬২॥

(৬১)…যদ্ভূমরপি ভিদ্যেত…নি।

এবমৈশ্বর্য্যমাসাদ্য প্রশাস্য পৃথিবীমিমাম্।
কো হি মূঢ়ো ব্যবস্যেত শত্রোর্দাতুং বসুন্ধরাম্ ॥৬৩॥
ত্বন্তু কেবলমৌর্খ্যেণ বিমূঢ়ো নাববুধ্যসে।
পৃথিবীং দাতুকামোঽপি জীবিতে ন বিমোক্ষ্যসে ॥৬৪॥
অস্মান্ বা ত্বং পরাজিত্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্।
অথবা নিহতোঽস্মাভির্ব্রজ লোকাননুত্তমান্ ॥৬৫॥
আবয়োর্জীবতো রাজন্! ময়ি চ ত্বয়ি চ ধ্রুবম্।
সংশয়ঃ সর্বভূতানাং বিজয়ে নো ভবিষ্যতি ॥৬৬॥
জীবিতং তব দুষ্প্রজ্ঞ! ময়ি সংপ্রতি বর্ত্ততে।
জীবয়েয়ং ত্বহং কামং ন তু ত্বং জীবিতুং ক্ষমঃ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। ঐশ্বর্য্যং সম্পদম্। ব্যবস্যেত উদ্যুঞ্জ্যাৎ ॥৬৩॥

ত্বমিতি। জীবিতে জীবনে সতি, বিমোক্ষ্যসে অস্মত্তো বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥৬৪॥

অস্মানিতি। লোকান্ স্বর্গান্; ন বিদ্যতে উত্তমো যেভ্যস্তান্ অনুত্তমান্ ॥৬৫॥

আবয়োরিতি। নঃ অস্মাকম্, অতোঽবশ্যমেব একতরস্য যুদ্ধে মর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৬৬॥

জীবিতমিতি। হে দুষ্প্রজ্ঞ! দুর্বুদ্ধে! সংপ্রতি তব জীবিতং জীবনং ময়ি মম হস্তে বর্ত্ততে। অতএবাহং কামং যথেষ্টং মদিচ্ছানুসারেণৈব জীবয়েয়ং ত্বাং জীবয়িতুং সমর্থো ভবেয়ম্। কিন্তু ত্বং জীবিতুং ন ক্ষমো ন যোগ্যঃ, প্রচুরাপরাধাৎ ॥৬৭॥

এইরূপ সম্পদ পাইয়া এবং পৃথিবী শাসন করিয়া, কোন্ মূঢ়লোক সেই পৃথিবাই শত্রুকে দান করিবার উদ্যোগ করে ॥৬৩॥

তুমি একমাত্র মূর্খতাবশতই মোহপ্রাপ্ত হইয়াছ, তাহাতেই বুঝিতেছ না যে, রাজ্য দান করিবার ইচ্ছা করিয়াও আমার হাঁত হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না ॥৬৪॥

হয়, তুমি আমাদিগকে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর। না হয়, আমাদের হাতে নিহত হইয়া উত্তম স্বর্গ লাভ কর ॥৬৫॥

রাজা! তুমি ও আমি—আমরা দুইজনেই জীবিত থাকিলে, আমাদের জয়-লাভসম্বন্ধে সকল লোকেরই সন্দেহ হইবে ॥৬৬॥

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন! বর্ত্তমান সময় তোমার জীবন আমার হাতে রহিয়াছে। সুতরাং আমি ইচ্ছানুসারে তোমাকে বাঁচাইতে পারি; কিন্তু তুমি বাঁচিবার যোগ্য নহ ॥৬৭॥

(৬৪)···জীবন্ ত্বং নৈব মোক্ষ্যসে—নি। (৬৬)···বিজয়ে নৌ ভবিষ্যতি—নি।

দহনে হি কৃতো যত্নস্ত্বয়াস্মাসু বিশেষতঃ।
আশীবিষৈর্বিষৈশ্চাপি জলে চাপি প্রবেশনৈঃ ॥৬৮॥
ত্বয়া বিনিকৃতা রাজন্! রাজ্যস্য হরণেন চ।
অপ্রিয়াণাঞ্চ বচনৈর্দ্রৌপদ্যাঃ কর্ষণেন চ ॥৬৯॥
এতস্মাৎ কারণাৎ পাপ! জীবিতং তে ন বিদ্যতে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব তত্তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥৭০॥
এবন্তু বিবিধা বাচো জয়যুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি স্ম তে বীরাস্তত্র তত্র জনাধিপ! ॥৭১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি হ্রদপ্রবেশে দুর্য্যোধনভৎর্সনে উনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— :*: ——

ভারতকৌমুদী

অথ কে তেঽপরাধা ইত্যাহ দহন ইতি। এতে বৃত্তান্তাঃ পূর্বমন্যসন্ধেয়াঃ ॥৬৮॥

ত্বয়েতি। বিনিকৃতা অপকৃতা বয়ম্। অপ্রিয়াণাং বিষয়াণাম্ ॥৬৯॥

এতস্মাদিতি। ন বিদ্যতে স্থাতুং নার্হতি। তদ্‌যুদ্ধমরণমেব ॥৭০॥

এবমিতি। কীর্ত্তয়ন্তি বদন্তি, বীরাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৭১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি হ্রদপ্রবেশে উনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—— :০: ——

কারণ, তুমি জতুগৃহে দাহ, সর্পদংশন, বিষপ্রদান এবং জলে নিক্ষেপদ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে ॥৬৮॥

রাজা! তুমি রাজ্য হরণ, নানাবিধ অপ্রিয় উক্তি এবং দ্রৌপদীকে সভায় আনয়নদ্বারা আমাদের যথেষ্ট অপকার করিয়াছ ॥৬৯॥

পাপিষ্ঠ! এই সকল কারণে তোমার জীবিত থাকা উচিত নহে। উঠ উঠ, যুদ্ধ কর ; সেই যুদ্ধে মৃত্যুই তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে' ॥৭০॥

নরনাথ! সেই বিজয়ী বীর পাণ্ডবেরা বার বার সেই সেই বিষয়ে এইরূপ নানাবিধ বাক্য বলিলেন' ॥৭১॥

—— ০:*:০ ——

(৬৭)···ত্বয়ি দুষ্প্রাপং ময়ি যৎ পরিবর্ত্ততে। জীবয়েয়মহং···বঙ্গ বা নি। * '···একত্রিংশ-ত্তমোঽধ্যায়ঃ···' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:-০-:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

এবং সন্তর্জ্জ্যমানস্তু মম পুত্রো মহীপতিঃ।
প্রকৃত্যা মন্যুমান্ বীরঃ কথমাসীৎ পরন্তপঃ ॥১॥
নহি সন্তর্জনা তেন শ্রুতপূর্বা কথঞ্চন।
রাজভাবেন মান্যশ্চ সর্বলোকস্য সোঽভবৎ ॥২॥
যস্যাতপত্রচ্ছায়াপি স্বল্পা ভানোস্তথা প্রভা।
খেদায়ৈবাভিমানিত্বাৎ সহেৎ সৈবং কথং গিরঃ ॥৩॥
ইয়ঞ্চ পৃথিবী সর্বা সম্লেচ্ছাটবিকা ভৃশম্।
প্রসাদাদ্ধ্রিয়তে যস্য প্রত্যক্ষং তব সঞ্জয়! ॥৪॥
স তথা তর্জ্জ্যমানস্তু পাণ্ডুপুত্রৈর্বিশেষতঃ।
বিহীনশ্চ স্বকৈর্ভৃত্যৈর্নির্জনে চাবৃতো ভৃশম্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈব, মন্যুমান্ ক্রোধী, কথং কীদৃশঃ ॥১॥
নহীতি। সন্তর্জনা সম্যগ্‌ভর্ৎসনাবাক্যম্ ॥২॥
যস্যেতি। ভানোঃ সূর্য্যস্য, প্রভা আতপঃ। খেদায় কষ্টায় জাতেতি শেষঃ ॥৩॥
ইয়মিতি। ম্লেচ্ছৈরটবিভির্বনৈশ্চ সহেতি সা। ধ্রিয়তে অবতিষ্ঠতে। স্বকৈঃ স্বকীয়ৈঃ, ভৃত্যৈঃ সহায়ৈঃ, আবৃতো লুক্কায়িতঃ ॥৪—৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! কোপনস্বভাব, বীর ও শত্রুসন্তাপকারী আমার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ ভর্ৎসিত হইয়া কি প্রকার ছিলেন? ॥১॥

দুর্য্যোধন ত পূর্ব্বে কখনও ভর্ৎসনা শোনেন নাই; প্রত্যুত তিনি রাজভাবে সকল লোকেরই মাননীয় ছিলেন ॥২॥

ছত্রের ছায়া এবং সূর্য্যের অল্প কিরণও যাঁহার কষ্ট জন্মাইত, অভিমানী বলিয়া তিনি এইরূপ ভর্ৎসনা বাক্য কি করিয়া সহ্য করিতে পারেন? ॥৩॥

হায়! সঞ্জয়! ইহা ত তোমার প্রত্যক্ষ ছিল যে, সমস্ত ম্লেচ্ছ ও বনপ্রভৃতির

* ইদন্তু দাক্ষিণাত্যপুস্তকে বাপুদেবশাস্ত্রিপুস্তকে চ ইতঃ পরং বহুদূরে লিখিতম্। বঙ্গবাসিপুস্তকে তু ইতঃ পূর্বং লিখিতম্। (১)…কথমাসীদ্বিশাংপতিঃ…পি। (৩)…স্বকা ভানোস্তথা প্রভা…বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

স শ্রুত্বা কটুকা বাচো জয়যুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ।
কিমব্রবীৎ পাণ্ডবেয়াংস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়! ॥৬॥

সঞ্জয় উবাচ।

তর্জ্যমানস্তথা রাজন্! উদকস্থস্তবাত্মজঃ।
যুধিষ্ঠিরেণ রাজেন্দ্র! ভ্রাতৃভিঃ সহিতেন হ ॥৭॥
শ্রুত্বা স কটুকা বাচো বিষমস্থো জনাধিপঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য সলিলস্থঃ পুনঃ পুনঃ ॥৮॥
সলিলান্তর্গতো রাজা ধুন্বন্ হস্তৌ পুনঃ পুনঃ।
মনশ্চকার যুদ্ধায় রাজানঞ্চাপ্যভাষত ॥৯॥ (বিশেষকম্)

দুর্য্যোধন উবাচ।

যূয়ং সসুহৃদঃ পার্থাঃ সর্ব্বে সরথবাহনাঃ।
অহমেকঃ পরিদ্যূনো বিরথো হতবাহনঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। জয়যুক্তাঃ জয়প্রণোদিতাঃ। আচক্ষ্ব ব্রূহি ॥৬॥

তর্জ্যেতি। তর্জ্যমানো ভর্ৎস্যমানঃ। বিষমস্থো বিপন্নঃ। ধুন্বন্ সঞ্চালয়ন্। রাজানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৭—৯॥

যূয়মিতি। সসুহৃদঃ সসহায়াঃ, পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ। পরিদ্যূনঃ শোকসন্তপ্তঃ ॥১০॥

সহিত এই সমগ্র পৃথিবীটাই যাঁহার অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করিয়া থাকিত, ভৃত্য ও সহায়বিহীন সেই দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক বিশেষভাবে সেইরূপে ভর্ৎসিত হইতে থাকিয়াও নির্জ্জনে লুক্কায়িতই রহিলেন? ॥৪—৫॥

সঞ্জয়! তিনি জয়প্রযুক্ত পাণ্ডবগণের সেইরূপ কটু বাক্য সকল বার বার শুনিয়া, পাণ্ডবগণকে কি বলিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট বল' ॥৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজশ্রেষ্ঠ রাজা! ভ্রাতৃগণসমন্বিত যুধিষ্ঠির আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে সেইরূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলে, সঙ্কটাপন্ন দুর্য্যোধন সেই সকল কটুবাক্য শুনিয়া, জলের ভিতরে থাকিয়াই বার বার দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং জলের ভিতরে দাঁড়াইয়াই হস্তযুগল সঞ্চালন করিয়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন' ॥৭—৯॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'রাজা! আপনারা সকলেই সহায়সম্পন্ন এবং রথ ও

---

(৮)…বিষমস্থো জনাধিপঃ। দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য…পি।

আত্তশস্ত্রৈ রথোপেতৈর্বহুভিঃ পরিবারিতঃ।
কথমেকঃ পদাতিঃ সন্নশস্ত্রো যোদ্ধুমুৎসহে ॥১১॥
একৈকশশ্চ মাং যূয়ং যোধয়ধ্বং যুধিষ্ঠির !।
ন হ্যেকো বহুভির্বীরৈর্ন্যায্যো যোধয়িতুং যুধি ॥১২॥
বিশেষতো বিকবচঃ শ্রান্তশ্চাপৎসমাশ্রিতঃ।
ভৃশং বিক্ষতগাত্রশ্চ শ্রান্তবাহনসৈনিকাঃ ॥১৩॥
ন মে ত্বত্তো ভয়ং রাজন্ ! ন চ পার্থাদ্‌বৃকোদরাৎ।
ফাল্গুনাদ্বাস্থদেবাদ্বা পাঞ্চালেভ্যোঽথবা পুনঃ ॥১৪॥
যমাভ্যাং যুযুধানাদ্বা যে চান্যে তব সৈনিকাঃ।
একঃ সর্বানহং ক্রুদ্ধো বারয়িষ্যে যুধি স্থিতঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

আত্তেতি। আত্তশস্ত্রৈর্গৃহীতাস্ত্রৈঃ। পদাতিঃ পাদচারী ॥১১॥
একৈকশ ইতি। আত্মপরিমাণজ্ঞানেনোক্তিরিয়ম্ ॥১২॥
বিশেষত ইতি। শ্রান্তা বাহনানি সৈনিকাঃ কৃপাদয়শ্চ অবশিষ্টা যস্য সঃ ॥১৩॥
নেতি। ফাল্গুনাদর্জ্জুনাৎ। যমাভ্যাং নকুলসহদেবাভ্যাম্ ॥১৪—১৫॥

বাহনসমন্বিত; আর আমি একাকী ও শোকসন্তপ্ত এবং আমার রথ নাই, বাহনগুলিও নিহত হইয়াছে ॥১০॥

অস্ত্রধারী ও রথারোহী বহুতর বীর পরিবেষ্টন করিলে, আমি একাকী, নিরস্ত্র ও পাদচারী হইয়া কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব ॥১১॥

মহারাজ ! আপনারা এক একজন করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুন। কারণ, রণস্থলে একজনের সহিত বহু লোকের যুদ্ধ করা উচিত নহে ॥১২॥

বিশেষতঃ আমি কবচশূন্য, রথবিহীন, পরিশ্রান্ত, বিপন্ন এবং অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষতদেহ; তার পর আমার যে কয়টী যোদ্ধা ও বাহন অবশিষ্ট আছে, তাহারাও পরিশ্রান্ত ॥১৩॥

রাজা ! আপনি, ভীম, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, পাঞ্চালগণ, নকুল, সহদেব, সাত্যকি এবং আপনার যে সকল সৈন্য আছে, ইহাদের কাহা হইতেই আমার ভয় নাই। আমি একাকী ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে থাকিয়া সকলকেই বারণ করিব ॥১৪—১৫॥

(১১) আত্তশস্ত্রৈরধিগতৈঃ…পি। (১২) একৈকেন তু মাং যূয়ং…পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (১৩)…শ্রান্তশ্চাপঃ সমাশ্রিতঃ…পি।

ধর্ম্মমূলা সতাং কীর্ত্তির্মনুষ্যাণাং জনাধিপ ! ।
ধর্ম্মঞ্চৈবেহ কীর্ত্তিঞ্চ পালয়ন্ প্রব্রবীম্যহম্ ॥১৬॥
অহমুত্থায় বঃ সর্বান্ প্রতিযোৎস্যামি সংযুগে ।
অনুগত্যাগতান্ সর্ব্বানৃতূন্ সংবৎসরো যথা ॥১৭॥
অদ্য বঃ সরথান্ সাশ্বানশস্ত্রো বিরথোঽপি সন্ ।
নক্ষত্রাণীব সর্বাণি সবিতা রাত্রিসংক্ষয়ে ।
তেজসা নাশয়িষ্যামি স্থিরীভবত পাণ্ডবাঃ ॥১৮॥
অদ্যানৃণ্যং গমিষ্যামি ক্ষত্রিয়াণাং যশস্বিনাম্ ।
বাহ্লীকদ্রোণভীষ্মাণাং কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ ॥১৯॥
জয়দ্রথস্য শূরস্য ভগদত্তস্য চোভয়োঃ ।
মদ্ররাজস্য শল্যস্য ভূরিশ্রবস এব চ ॥২০॥
পুত্রাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ ! শকুনেঃ সৌবলস্য চ ।
মিত্রাণাং সুহৃদাঞ্চৈব বান্ধবানাং তথৈব চ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্মেতি। প্রব্রবীমি "একৈকশঃ" ইত্যাদি প্রাগুক্তরূপমিতি শেষঃ ॥১৬॥
অহমিতি। অত্র ঋতুভিঃ সহ সংবৎসরস্য যোধনং তেষাং গ্রহণমেব ॥১৭॥
অদ্যেতি। রাত্রিসংক্ষয়ে প্রভাতকালে। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥
অদ্যেতি। আনৃণ্যং শত্রুবিনাশেন ঋণপরিশোধনম্ ॥১৯॥

তবে রাজা! এই জগতে মানুষের কীর্ত্তির মূল—ধর্ম্ম; আমি সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্যই এই সকল কথা বলিতেছি ॥১৬॥

পাণ্ডুনন্দন! বৎসর যেমন আগত আগত ঋতুকে গ্রহণ করে, সেইরূপ আমিও জল হইতে উঠিয়া, রণস্থলে আপনাদের আগত আগত এক একজনকে গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিব ॥১৭॥

পাণ্ডবগণ! রাত্রিপ্রভাতে সূর্য্য যেমন আপন তেজে সমস্ত নক্ষত্রকে বিনষ্ট করেন; সেইরূপ আমি আজ নিরস্ত্র এবং রথশূন্য হইয়াও আপন তেজে রথ ও অশ্বের সহিত আপনাদের সকলকেই বিনষ্ট করিব। আপনারা স্থির হউন ॥১৮॥

আজ আমি—যশস্বী ক্ষত্রিয়গণ এবং বাহ্লীক, দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা কর্ণের সম্বন্ধে অনৃণী হইব ॥১৯॥

(১৭)...অন্বভ্যাশং গতান্ সর্ব্বান্ নিহনিষ্যামি ভারত !—নি।

আনৃণ্যমদ্য গচ্ছামি হত্বা ত্বাং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিররাম জনাধিপঃ ॥২২॥ (বিশেষকম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দিষ্ট্যা ত্বমপি জানীষে ক্ষত্রধর্ম্মং সুযোধন!।
দিষ্ট্যা তে বর্ত্ততে বুদ্ধির্যুদ্ধায়ৈব মহাভুজ! ॥২৩॥
দিষ্ট্যা শূরোঽসি কৌরব্য! দিষ্ট্যা জানাসি সঙ্গরম্।
যস্ত্বমেকো হি নঃ সর্ব্বান্ সংযুগে যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥২৪॥
এক একেন সঙ্গম্য যত্তে সম্মতমায়ুধম্।
তত্ত্বমাদায় যুধ্যস্ব প্রেক্ষকাস্তে বয়ং স্থিতাঃ ॥২৫॥
অয়মিষ্টঞ্চ তে কামং বীর! ভূয়ো দদাম্যহম্।
হত্বৈকং ভব নো রাজা হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

জয়দ্রথস্যেতি। শূরস্য বীরস্য। সৌবলস্য সুবলপুত্রস্য। জনাধিপো দুর্য্যোধনঃ ॥২০—২২॥
দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। যুদ্ধায়ৈব ন পুনর্বনগমনাদাবিত্যর্থঃ ॥২৩॥
দিষ্ট্যেতি। সঙ্গরং যুদ্ধম্। সংযুগে রণস্থলে ॥২৪॥
এক ইতি। সঙ্গম্য মিলিত্বা। প্রেক্ষকাস্তদ্‌যুদ্ধদর্শকাঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—২॥ যস্যেতি। আতপত্রেণ দুর্য্যোধনঃ সূর্য্যাদ্রক্ষিত ইত্যেষ প্রবাদোঽপি যস্য সহতে ন ইতি ভাবঃ ॥৩—৯॥ পরিদ্যূনঃ পরিশ্রান্তঃ ॥১০—২৫॥ হত্বৈকম্ অস্মাকং পঞ্চানাং

ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ আমি ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাকে বধ করিয়া, বীর জয়দ্রথ, ভগদত্ত, মদ্ররাজ শল্য, ভূরিশ্রবা, পুত্রগণ, সুবলনন্দন শকুনি, মিত্রগণ, সুহৃদ্‌গণ ও বান্ধবগণের সম্বন্ধে অনৃণী হইব' এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাজা দুর্য্যোধন বিরত হইলেন ॥২০—২২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'মহাবাহু দুর্য্যোধন! ভাগ্যবশতঃ তুমিও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বুঝিয়াছ এবং ভাগ্যবশতঃ তোমার বুদ্ধি যুদ্ধবিষয়েই চলিয়াছে ॥২৩॥

কৌরবনন্দন! ভাগ্যবশতঃ তুমি বীরই বট এবং ভাগ্যবশতঃ তুমি যুদ্ধ শিখিয়াছ; যে তুমি একাকী রণস্থলে আমাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছ ॥২৪॥

যে অস্ত্র তোমার অভিমত তাহা লইয়া, একক তুমি একজনের সহিতই মিলিত হইয়া যুদ্ধ কর; আমরা সকলেই দর্শকভাবে থাকিব ॥২৫॥

(২৪)·· শূরোঽসি গান্ধারে!···নি।

দুর্য্যোধন উবাচ।

একশ্চেদ্‌যোদ্ধুমাক্রন্দে শূরোঽস্ত মম দীয়তাম্।
আয়ুধানামিয়ঞ্চাপি ধৃতাত্মসম্মতে গদা ॥২৭॥
হন্তৈকং ভবতামেকঃ শক্যং মাং যোঽভিমন্যতে।
পদাতির্গদয়া সংখ্যে স যুধ্যতু ময়া সহ ॥২৮॥
বৃত্তানি রথযুদ্ধানি বিচিত্রাণি পদে পদে।
ইদমেকং গদাযুদ্ধং ভবত্বদ্যাদ্ভুতং মহৎ ॥২৯॥
অন্নানামপি পর্য্যায়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তি মানবাঃ।
যুদ্ধানামপি পর্য্যায়ো ভবত্বনুমতে তব ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

অয়মিতি। কামং পর্য্যাপ্তম্, নঃ অস্মাকম্। প্রৌঢ়োক্তিরিয়ম্ ॥২৬॥
এক ইতি। আক্রন্দে মহারণে। আত্মসম্মতে নিজমতানুসারেণৈবেত্যর্থঃ ॥২৭॥
হন্তেতি। শক্যং যোদ্ধুমিতি শেষঃ। পদাতিঃ পাদচারী সন্ ॥২৮॥
বৃত্তানীতি। বৃত্তানি পূর্ব্বং ভূতানি। পদে পদে স্থানে স্থানে ॥২৯॥
অন্নানামিতি। পর্য্যায়ং বহূনাং সমবায়ে একৈকক্রমম্। পর্য্যায়স্তদ্বৎ ক্রমঃ ॥৩০॥

বীর! আমি পুনরায় তোমাকে এই একটী যথেষ্ট বিষয় দিতেছি যে, তুমি আমাদের মধ্যে যে কোন একজনকে বধ করিয়া রাজা হও; অথবা নিহত হইয়া স্বর্গলাভ কর' ॥২৬॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'মহারাজ! আপনি যদি এই মহাযুদ্ধে একজনকেই সম্মত করিয়া থাকেন, তবে একজন বীরকেই দিন; কিন্তু আমি নিজের মত অনুসারেই অস্ত্রের মধ্যে এই গদা ধারণ করিয়াছি ॥২৭॥

আপনাদের মধ্যে যে একজন আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে, সে ব্যক্তি পাদচারী হইয়া গদাদ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করুক ॥২৮॥

পূর্ব্বে স্থানে স্থানে বহুতর বিচিত্র রথযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আজ এই এক অত্যন্ত অদ্ভুত গদাযুদ্ধ হউক ॥২৯॥

বহুলোক একত্র ভোজন করিতে বসিলে, মানুষ এক একজনকেই অন্ন পরিবেশন করিয়া থাকে; অতএব আপনার অনুমতিক্রমে আমার সহিত এক এক জনেরই যুদ্ধ হউক ॥৩০॥

(২৭) : ধৃতা ত্বৎসম্মতে…পি,…বরোঽস্ত…মতা মে সততং গদা—নি। (২৮) ভ্রাতৄণাং ভবতামেকঃ…নি।

গদয়া ত্বাং মহাবাহো ! বিজেষ্যামি সহানুজম্ ।
পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব যে চান্যে তব সৈনিকাঃ ।
নহি মে সম্ভ্রমো জাতু শক্রাদপি যুধিষ্ঠির ! ॥৩১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গান্ধারে ! মাং যোধয় সুযোধন ! ।
এক একেন সঙ্গম্য সংযুগে গদয়া বলী ॥৩২॥
পুরুষো ভব গান্ধারে ! যুধ্যস্ব সুসমাহিতঃ ।
অদ্য তে জীবিতং নাস্তি যদীন্দ্রোঽপি তবাশ্রয়ঃ ॥৩৩॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এতৎ স নরশার্দ্দূলো নামৃষ্যত তবাত্মজঃ ।
সলিলান্তর্গতঃ শ্বভ্রে মহানাগ ইব শ্বসন্ ॥৩৪॥
তথাসৌ বাক্প্রতোদেন তুদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ।
বচো ন মমৃষে রাজন্ ! উত্তমাশ্বঃ কশামিব ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

গদয়েতি। সম্ভ্রমো ভয়বিচলিতভাবঃ, জাতু কদাচিৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥

উত্তিষ্ঠেতি। গান্ধার্য্যা অপত্যমিতি গান্ধারিঃ "বাহ্বাদেশ্চ বিধীয়তে" ইতি ইণ্প্রত্যয়ে সম্বোধনে রূপম্। সঙ্গম্য মিলিত্বা, সংযুগে রণস্থলে ॥৩২॥

পুরুষ ইতি। সুসমাহিতঃ অতীবসাবধানঃ সন্। নাস্তি ন স্থাস্যতি ॥৩৩॥

এতদিতি। নামৃষ্যত নাসহত। শ্বভ্রে গর্ত্তে ॥৩৪॥

তথেতি। বাক্প্রতোদেন বাক্যাঙ্কুশেন, তুদ্যমানো ব্যথ্যমানঃ। মমৃষে সেহে ॥৩৫॥

মহাবাহু কুন্তীনন্দন ! আমি গদাদ্বারা ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাকে, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে এবং আপনার যে সকল সৈন্য আছে, তাহাদিগকে জয় করিব। কখন ইন্দ্র হইতেও আমার ভয়চাঞ্চল্য হয় না' ॥৩১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'গান্ধারীনন্দন দুর্য্যোধন ! তুমি উঠ উঠ, বলবান্ এক তুমি এক আমার সহিত মিলিত হইয়া গদাদ্বারা যুদ্ধ কর ॥৩২॥

গান্ধারীনন্দন ! পুরুষ হও এবং সাবধানে যুদ্ধ কর। আজ যদি ইন্দ্রও তোমার সহায় হন, তথাপি তোমার জীবন থাকিবে না' ॥৩৩॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ ! আপনার পুত্র জলস্থিত নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন গর্ত্তস্থিত মহাসর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য সহ্য করিলেন না ॥৩৪॥

রাজা ! উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহ্য করে না ; সেইরূপ দুর্য্যোধন

সংক্ষোভ্য সলিলং বেগাদ্‌গদামাদায় বীর্য্যবান্‌।
অদ্রিসারময়ীং গুর্বীং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণাম্‌।
অন্তর্জলাৎ সমুত্তস্থৌ নাগেন্দ্র ইব নিশ্বসন্‌ ॥৩৬॥
স ভিত্ত্বা স্তম্ভিতং তোয়ং স্কন্ধে কৃত্বায়সীং গদাম্‌।
উদতিষ্ঠত পুত্রস্তে প্রতপন্‌ রশ্মিবানিব ॥৩৭॥
ততঃ শৈক্যায়সীং গুর্ব্বীং জাতরূপপরিষ্কৃতাম্‌।
গদাং পরামৃষদ্ধীমান্‌ ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ ॥৩৮॥
গদাহস্তস্তু তং দৃষ্ট্বা সশৃঙ্গমিব পর্বতম্‌।
প্রজানামিব সংক্রুদ্ধং শূলপাণিমিব স্থিতম্‌ ॥৩৯॥
স গদী ভারতো ভাতি প্রতপন্‌ ভাস্করো যথা।
তমুত্তীর্ণং মহাবাহুং গদাহস্তমরিন্দমম্‌।
মেনিরে সর্বভূতানি দণ্ডপাণিমিবান্তকম্‌ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

সংক্ষোভ্যেতি। সংক্ষোভ্য সঙ্কাল্য। অদ্রিসারময়ীং লৌহময়ীম্‌। ষট্‌পাদঃ ॥৩৬॥
স ইতি। আয়সীং লৌহময়ীম্‌। রশ্মিবান্‌ সূর্য্যঃ। মোপধত্বাদন্তঃ ॥৩৭॥
তত ইতি। শৈক্যায়সীং লৌহসারময়ীম্‌। জাতরূপপরিষ্কৃতাং স্বর্ণালঙ্কৃতাম্‌ ॥৩৮॥
গদেতি। প্রজানাং জনানামুপরি। পাণ্ডবা বিস্মিতবন্ত ইতি শেষঃ ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠিরের বাক্য-অঙ্কুশে সেইভাবে বার বার আহত হইতে থাকিয়া আর তাঁহার বাক্য সহ্য করিলেন না ॥৩৫॥

ক্রমে বলবান্‌ দুর্য্যোধন বেগে হ্রদের জল সঞ্চালিত করিয়া, লৌহময়ী ও স্বর্ণকেয়ূরভূষিতা বিশাল গদা লইয়া মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া জলের ভিতর হইতে উঠিলেন ॥৩৬॥

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্তম্ভিত জল ভেদ করিয়া, লৌহময়ী গদা স্কন্ধে লইয়া, সূর্য্যের ন্যায় তেজে সন্তপ্ত করিতে থাকিয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥৩৭॥

তদনন্তর মহাবল ও বুদ্ধিমান্‌ দুর্য্যোধন হস্তদ্বারা লৌহময়ী ও স্বর্ণালঙ্কৃত বিশাল গদা আমর্শন করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

পাণ্ডবেরা শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় এবং লোকের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শূলধারী মহাদেবের তুল্য গদাধারী দুর্য্যোধনকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৩৯॥

(৩৭)···প্রাদ্রবদ্রশ্মিবানিব—পি। (৪০) সগদো ভারতো ভাতি·· পি নি।

বজ্রহস্তং যথা শক্রং শূলহস্তং যথা হরম্‌।
দদৃশুঃ সর্ব্বপাঞ্চালাঃ পুত্রং তব জনাধিপম্‌ ॥৪১॥
তমুত্তীর্ণস্তু সংপ্রেক্ষ্য সমহৃষ্যন্ত সর্ব্বশঃ।
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ তেঽন্যোন্যস্য তলান্‌ দদুঃ ॥৪২॥
অবহাসন্তু তং মত্বা পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
উদ্বৃত্য নয়নং ক্রুদ্ধো দিধক্ষুরিব পাণ্ডবান্‌ ॥৪৩॥
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং কৃত্বা সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ।
প্রত্যুবাচ ততস্তান্‌ বৈ পাণ্ডবান্‌ সহকেশবান্‌ ॥৪৪॥ (যুগ্মকম্‌)

দুর্য্যোধন উবাচ।

অস্যাবহাসস্য ফলং প্রতিভোক্ষ্যথ পাণ্ডবাঃ।
গমিষ্যথ হতাঃ সদ্য সপাঞ্চালা যমক্ষয়ম্‌ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। গদী গদাবান্‌, ভারতো ভরতবংশীয়ো দুর্য্যোধনঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪০॥

বজ্রেতি। দুর্দ্ধর্ষতাবিষয়ে সাদৃশ্যং জ্ঞেয়ম্‌ ॥৪১॥

তমিতি। তলান্‌ করতালিসমূহম্‌ ॥৪২॥

অবেতি। দিধক্ষুর্দগ্ধুমিচ্ছুঃ। ত্রিশিখাং ত্রিধা বিভক্তাম্‌। সন্দষ্টো দন্তদংশনাস্পদীকৃতো দশনচ্ছদঃ অধরো যেন সঃ ॥৪৩—৪৪॥

অস্যেতি। যমস্য ক্ষয়ং ভবনম্‌, "নিলয়াপচয়ৌ ক্ষয়ৌ" ইত্যমরঃ ॥৪৫॥

গদাধারী দুর্য্যোধন তখন সন্তাপকারী সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। মহাবাহু ও শত্রুদমনকারী দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে উঠিতে দেখিয়া, তাঁহাকে দণ্ডধারী যমের ন্যায় সকলে মনে করিতে থাকিল ॥৪০॥

রাজা! তখন পাঞ্চালেরা সকলেই বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় এবং শূলধারী মহাদেবের তুল্য রাজা দুর্য্যোধনকে দর্শন করিতে লাগিল ॥৪১॥

ক্রমে পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা সকলেই দুর্য্যোধনকে উত্থিত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং পরস্পর করতালি দিতে লাগিলেন ॥৪২॥

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই করতালি দেওয়াকে উপহাস মনে করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া নয়নযুগল উত্তোলনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে যেন দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতে থাকিয়া, ত্রিখণ্ড ভ্রুকুটী করিয়া এবং অধরদংশন দেখাইয়া, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে বলিলেন ॥৪৩—৪৪॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'পাণ্ডবগণ! তোমরা অচিরকাল মধ্যেই এই উপহাসের

(৪১)...পুত্রং তব জনাধিপ।...পি নি। (৪৩)...উদ্বৃত্য নয়নে ক্রুদ্ধো...পি বঙ্গ বা নি।

সঞ্জয় উবাচ।

উত্থিতশ্চ জলাত্তস্মাৎ পুত্ত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
অতিষ্ঠত গদাপাণী রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ ॥৪৬॥
তস্য শোণিতদিগ্ধস্য সলিলেন সমুক্ষিতম্।
শরীরং স্ম তদা ভাতি স্রবন্নিব মহীধরঃ ॥৪৭॥
তমুদ্যতগদং বীরং মেনিরে তত্র পাণ্ডবাঃ।
বৈবস্বতমিব ক্রুদ্ধং শূলপাণিমিব স্থিতম্ ॥৪৮॥
স মেঘনিনদো হর্ষান্নর্দন্নিব চ গোবৃষঃ।
আজুহাব ততঃ পার্থান্ গদয়া যুধি বীর্য্যবান্ ॥৪৯॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

একৈকেন চ মাং যূয়মাসীদত যুধিষ্ঠির!।
ন হ্যেকো বহুভির্ন্যায্যো বীরো যোধয়িতুং যুধি ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

উত্থিত ইতি। রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ, তদানীমপি তন্নির্গমাদিতি ভাবঃ ॥৪৬॥
তস্যেতি। শোণিতেন দিগ্ধো লিপ্তস্তস্য। স্রবন্ গৈরিকং ধাতুং নিঃসারয়ন্ ॥৪৭॥
তমিতি। উদ্যতা উত্তোলিতা গদা যেন তম্। বৈবস্বতং যমম্ ॥৪৮॥
স ইতি। মেঘস্যেব নিনদো গম্ভীরশব্দো যস্য সঃ। গোবৃষঃ প্রধানবৃষঃ ॥৪৯॥
একৈকেনেতি। একৈকেন একৈকক্রমেণ। আসীদত যোদ্ধুমাগচ্ছত ॥৫০॥

ফল ভোগ করিবে এবং তোমরা পাঞ্চালগণের সহিত সদ্যই নিহত হইয়া যমালয়ে যাইবে' ॥৪৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রক্তাক্তদেহে সেই হ্রদের জল হইতে উঠিয়া গদা ধারণ করিয়া অবস্থান করিলেন ॥৪৬॥

তৎকালে রক্তাক্তদেহ দুর্য্যোধনের দেহটী রক্ত নিঃসারণ করিতে থাকিয়া গৈরিক-ধাতুস্রাবী পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৭॥

দুর্য্যোধন গদা উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইলে, তখন পাণ্ডবেরা তাঁহাকে দণ্ডধারী যম এবং শূলধারী শিবের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

ক্রমে বলবান্ দুর্য্যোধন মহাবৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া গদা দেখাইয়া আনন্দ-সহকারে মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দে পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন' ॥৪৯॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'যুধিষ্ঠির! তোমরা এক একজন করিয়া আমার সহিত

(৪৮)…কিঙ্করোদ্যতপাণিনা—পি,…কিঙ্করোদ্যতপাণিনম্—বঙ্গ বর্দ্ধ।

ন্যস্তবর্ম্মা বিশেষেণ শ্রান্তশ্চাপ্সু পরিপ্লুতঃ।
ভৃশং বিক্ষতগাত্রশ্চ হতবাহনসৈনিকঃ ॥৫১॥
সর্বোপকরণৈর্হীনং বর্ম্মশস্ত্রবিবর্জ্জিতম্।
একাকিনং যুধ্যমানং পশ্যন্তু দিবি দেবতাঃ ॥৫২॥
অবশ্যমেব যোদ্ধব্যং সর্বৈরেব ময়া সহ।
যুক্তং ন যুক্তমিত্যেতদ্বেৎসি ত্বঞ্চৈব সর্বদা ॥৫৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মা ভূদিয়ং তব প্রজ্ঞা কথমেকং সুযোধন!।
যদাভিমন্যুং বহবো জঘ্নুর্যুধি মহারথাঃ ॥৫৪॥
ক্ষত্রধর্ম্মং ভৃশং ক্রূরং নিরপেক্ষং সুনির্ঘৃণম্।
অন্যথা তু কথং হন্যুরভিমন্যুং তথাগতম্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

ন্যস্তেতি। ন্যস্তবর্ম্মা হীনকবচঃ। অপ্সু জলে ॥৫১॥
সর্বেতি। সর্বোপকরণৈ রথাদিভিঃ। দিবি গগনে স্থিতাঃ ॥৫২॥
অবশ্যমিতি। যুক্তং ন যুক্তঞ্চ, সর্বৈঃ সহৈকস্য যোধনম্ ॥৫৩॥
মেতি। ইয়মীদৃশী, প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ ॥৫৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মধ্যে একমপি হত্বা ত্বং রাজ্যং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥২৬—৫৪॥ ক্ষত্রধর্ম্মম্ অস্তীতি শেষঃ। "ধর্ম্মোঽস্ত্রী পুণ্যে আচারে" ইতি মেদিনী ॥৫৫—৭০॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০॥

যুদ্ধ করিতে আগমন কর। কারণ, রণস্থলে একজন বীরের সহিত বহুতর বীরের যুদ্ধ করা উচিত নহে ॥৫০॥

বিশেষতঃ, আমি বর্ম্মবিহীন, পরিশ্রান্ত, জলে পরিপ্লুত এবং অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত-দেহ; তার পর আমার সমস্ত বাহন ও সমস্ত সৈন্য নিহত হইয়াছে ॥৫১॥

যুদ্ধের সমস্ত উপকরণবিহীন, বর্ম্মশূন্য, নিরস্ত্র ও একাকী হইয়াও আমি যুদ্ধ করিতেছি, ইহা দেবতারা আকাশে থাকিয়া দর্শন করুন ॥৫২॥

যুধিষ্ঠির! আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের সহিতই যুদ্ধ করিব; কিন্তু বহু-ব্যক্তির সহিত একজনের যুদ্ধ করা সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহা তুমি জান' ॥৫৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'দুর্য্যোধন! যখন বহু মহারথ মিলিত হইয়া, যুদ্ধে একমাত্র অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলে; তখন তোমার এ প্রকার বুদ্ধি হয় নাই কেন? ॥৫৪॥

(৫৩)…সর্ব্বৈরেভির্ময়া সহ…পি।

সর্ব্বে ভবন্তো ধর্ম্মজ্ঞাঃ সর্বে শূরাস্তনুত্যজঃ।
ন্যায়েন যুধ্যতাং প্রোক্তা শক্রলোকগতিঃ পরা ॥৫৬॥
যদ্যেকস্তু ন হন্তব্যো বহুভির্ধর্ম্ম এষ বঃ।
তদাভিমন্যুং বহবো নিজঘ্নুস্ত্বন্মতে কথম্ ॥৫৭॥
সর্ব্বো বিমৃষতে জন্তুঃ কৃচ্ছ্রস্থো ধর্ম্মদর্শনম্।
পদস্থঃ পিহিতং দ্বারং পরলোকস্য পশ্যতি ॥৫৮॥
আমুঞ্চ কবচং বীর! মূর্দ্ধজান্ যময়স্ব চ।
যচ্চান্যদপি তে নাস্তি তদপ্যাদৎস্ব ভারত! ॥৫৯॥
ইমমেকঞ্চ তে কামং বীর! ভূয়ো দদাম্যহম্।
পঞ্চানাং পাণ্ডবেয়ানাং যেন যুদ্ধমিহেচ্ছসি ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষত্রেতি। ক্রূরং কঠিনম্। সুনির্ঘৃণমতীবনির্দ্দয়ম্। তথাগতং বিপন্নম্ ॥৫৫॥
সর্ব্ব ইতি। তনুত্যজো যুদ্ধে দেহত্যাগোদ্যতাঃ। যুধ্যতাং যুধ্যমানানাম্ ॥৫৬॥
যদীতি। ত্বন্মতে তব মতানুসারেণেত্যর্থঃ ॥৫৭॥
সর্ব ইতি। বিমৃষতে অন্বিষ্যতি। পদস্থঃ সম্পন্নঃ, পিহিতমাবৃতম্ ॥৫৮॥
আমুঞ্চেতি। আমুঞ্চ পরিধেহি, মূর্দ্ধজান্ কেশান্, যময়স্ব বধান। অন্যদ্রথাদিকম্। আদৎস্ব গৃহাণ। এতৎ সর্ব্বমপি তবাহং দদামীতি ভাবঃ ॥৫৯॥
ইমমিতি। কামং যথেচ্ছম্। যেন সার্দ্ধমিতি শেষঃ ॥৬০॥

ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অত্যন্ত কঠিন ও অত্যন্ত নির্দ্দয় এবং কোন সম্পর্কের অপেক্ষা রাখে না। না হইলে, মহারথেরা সেইরূপ বিপন্ন অভিমন্যুকে কেন বধ করিবেন? ॥৫৫॥

তখন তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ, বীর এবং যুদ্ধে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত ছিলে। আর ন্যায় অনুসারে যুদ্ধকারী বীরগণের ইন্দ্রলোকে উত্তম গতিও ত ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥৫৬॥

কিন্তু একজনকে বহুব্যক্তির বধ করা উচিত নহে; এইরূপই যদি তোমাদের ধর্ম্ম, তবে তোমার মত অনুসারে বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া এক অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলেন কেন? ॥৫৭॥

সমস্ত মানুষই বিপন্ন অবস্থায় ধর্ম্মের অনুসন্ধান করে; আর সম্পৎকালে তাহারাই পরলোকের দ্বারকে আবৃত দেখে ॥৫৮॥

ভরতনন্দন! তুমি কবচ ধারণ কর, কেশ বন্ধন কর এবং তোমার অন্য যে যে যুদ্ধের উপকরণ নাই, তাহাও গ্রহণ কর (আমি তোমাকে সমস্তই দিতেছি) ॥৫৯॥

(৫৭) অথৈকস্তু ··ধর্ম্ম এব তু···পি। (৬০) ··পাঞ্চালপাণ্ডবেয়ানাং···পি।

তং হত্বা ভব রাজা বৈ হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি ।
ঋতে চ জীবিতাদ্বীর ! যুদ্ধে কিং কর্ম্ম তে প্রিয়ম্ ॥৬১॥
সঞ্জয় উবাচ ।
ততস্তব সুতো রাজন্ ! বর্ম্ম জগ্রাহ কাঞ্চনম্ ।
বিচিত্রঞ্চ শিরস্ত্রাণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্ ॥৬২॥
সোঽববদ্ধশিরস্ত্রাণঃ শুভকাঞ্চনবর্ম্মভৃৎ ।
ররাজ রাজন্ ! পুত্রস্তে কাঞ্চনঃ শৈলরাড়িব ॥৬৩॥
সন্নদ্ধঃ স গদী রাজন্ ! সজ্জঃ সংগ্রামমূর্দ্ধনি ।
অব্রবীৎ পাণ্ডবান্ সর্বান্ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব ॥৬৪॥
ভ্রাতৄণাং ভবতামেকো যুধ্যতাং গদয়া ময়া ।
সহদেবেন বা যোৎস্যে ভীমেন নকুলেন বা ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। ঋতে বিনা, জীবিতাৎ জীবনাৎ, তব জীবনরক্ষণং বিনেত্যর্থঃ ॥৬১॥
তত ইতি। কাঞ্চনস্যেদমিতি কাঞ্চনম্। জাম্বূনদপরিষ্কৃতং স্বর্ণভূষিতম ॥৬২॥
স ইতি। অববদ্ধং শিরসি ধৃতং শিরস্ত্রাণং যেন সঃ। কাঞ্চনঃ স্বর্ণময়ঃ ॥৬৩॥
সন্নদ্ধ ইতি। সন্নদ্ধো ধৃতবর্ম্মাদিঃ, গদী গদাবান্ ॥৬৪॥
ভ্রাতৄণামিতি। ময়া সহ। পরার্দ্ধেঽপি সহেতি শেষঃ ॥৬৫॥

বীর! তুমি পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কর, তোমার সেই ইচ্ছা অনুসারে এই আমি আবার তাঁহাকেও দিতেছি ॥৬০॥

বীর! তুমি তাঁহাকে বধ করিয়া রাজা হও; কিংবা তাঁহার হাতে নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর। (মোট কথা—) তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন্ প্রিয়-কার্য্য করিব তাহাও বল' ॥৬১॥

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! তাহার পর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বর্ণময় বর্ম্ম এবং স্বর্ণভূষিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিলেন ॥৬২॥

রাজা! তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মস্তকে শিরস্ত্রাণ বন্ধন এবং দেহে স্বর্ণময় বর্ম্ম ধারণ করিয়া, স্বর্ণময় পর্ব্বতরাজ সুমেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬৩॥

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া হস্তে গদা লইয়া, যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়া, রণস্থলে দাঁড়াইয়া পাণ্ডবগণকে বলিলেন—॥৬৪॥

---

(৬১) তং হত্বা বৈ ভবান্ রাজা!…বঙ্গ বর্দ্ধ নি। (৬৩) সোঽয়ং বদ্ধশিরস্ত্রাণঃ…পি। (৬৪) সন্নদ্ধঃ সগদো রাজন্!…পি নি।

অথবা ফাল্গুনেনাদ্য ত্বয়া বা ভরতর্ষভ !।
যোৎস্যেঽহং সঙ্গরং প্রাপ্য বিজেষ্যে চ রণাজিরে ॥৬৬॥
অহমদ্য গমিষ্যামি বৈরস্যান্তং সুদুর্গমম্।
গদয়া পুরুষব্যাঘ্র ! হেমপট্টনিবদ্ধয়া ॥৬৭॥
গদাযুদ্ধে ন মে কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তীতি চিন্তয়ে।
গদয়া বো হনিষ্যামি সর্বানেব সমাগতান্ ॥৬৮॥
ন মে সমর্থাঃ সর্বে বৈ যোদ্ধুং ন্যায়েন কেচন।
ন যুক্তমাত্মনা বক্তুমেবং গর্বোদ্ধতং বচঃ।
অথবা সফলং হ্যেতৎ করিষ্যে ভবতাং পুরঃ ॥৬৯॥
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সত্যং বা মিথ্যা বৈতদ্ভবিষ্যতি।
গৃহ্নাতু চ গদাং যো বৈ যোৎস্যতেঽদ্য ময়া সহ ॥৭০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরদুর্য্যোধনসংবাদে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথবেতি। ফাল্গুনেন অর্জ্জুনেন সহ। সঙ্গরং যুদ্ধম্ ॥৬৬॥

অহমিতি। বৈরস্যান্তং গমিষ্যামি, যুষ্মাকং হননেন আত্মবিনাশেন বেতি ভাবঃ ॥৬৭॥

গদেতি। বো যুষ্মান্ ॥৬৮॥

নেতি। আত্মনা স্বয়ম্। পুনঃ সম্মুখ এব। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৯॥

'মহারাজ ! আপনাদের ভ্রাতাদের মধ্যে যে কোন একজন আমার সহিত গদাযুদ্ধ করুন। আমি কি সহদেব, ভীম অথবা নকুলের সহিত যুদ্ধ করিব ? ॥৬৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অর্জ্জুন বা আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। (স্থূল কথা—) আজ আমি রণস্থলে জয়লাভই করিব ॥৬৬॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আজ আমি স্বর্ণপট্টবেষ্টিত এই গদাদ্বারা আপনাদের সহিত শত্রুতার অবসান করিব ॥৬৭॥

আমি মনে করি—গদাযুদ্ধে আমার তুল্য কেহই নাই। সুতরাং আমি এই গদাদ্বারা রণস্থলে সমাগত আপনাদের সকলকেই বিনাশ করিব ॥৬৮॥

রাজা ! 'আপনারা সকলে কিংবা অন্যান্য যে কোন ব্যক্তি আমার সহিত গদাযুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না' নিজে এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য বলা সঙ্গত নহে বটে; তবে আমার এই বাক্য আপনাদের সম্মুখেই আমি সফল করিব ॥৬৯॥

(৬৯)···যোদ্ধুং ন্যায্যে কদাচন·· এবংস্তব কৃতং বচঃ···পি। * ···'দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ···' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

এবং দুর্য্যোধনে রাজন্! গর্জ্জমানে মুহুর্মুহুঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য সংক্রুদ্ধো বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥১॥
যদি নাম হ্যয়ং যুদ্ধে বরয়েত্ত্বাং যুধিষ্ঠির!।
অর্জ্জুনং নকুলঞ্চৈব সহদেবমথাপি বা ॥২॥
কিমিদং সাহসং রাজন্! ত্বয়া ব্যাহৃতমীদৃশম্।
একমেব নিহত্যাজৌ ভব রাজা কুরুষ্বিতি ॥৩॥
এতেন হি কৃতা যোগ্যা বর্ষাণীহ ত্রয়োদশ।
আয়সে পুরুষে রাজন্! ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অস্মিন্নিতি। এতন্মম বাক্যম্। যো যোঽস্মতে স গদাং গৃহ্নাতু ॥৭০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

এবমিতি। যুধিষ্ঠিরস্য সম্বন্ধে ॥১॥

যদীতি। অয়ং দুর্য্যোধনঃ, জনান্তিকবদুক্তিরিয়ম্ ॥২॥

কিমিতি। সাহসং সাহসসম্বদ্ধম্, ব্যাহৃতমুক্তম্। কুরুষু কুরুদেশে ॥৩॥

এই মুহূর্ত্তেই আমার এই বাক্য সত্য বা মিথ্যা হইবে; অতএব যিনি আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তিনি গদা গ্রহণ করুন' ॥৭০॥

——০:*:০——

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! দুর্য্যোধন এইরূপ মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতে লাগিলে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলেন—॥১॥

'ধর্ম্মরাজ! দুর্য্যোধন যদি এই গদাযুদ্ধে আপনাকে, অর্জ্জুনকে, নকুলকে কিংবা সহদেবকে বরণ করে, (তাহা হইলে কি উপায় হইবে) ॥২॥

রাজা! আপনি এইরূপ সাহসের বিষয় কেন বলিলেন যে, 'আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করিয়াই তুমি কুরুরাজ্যের রাজা হও' ॥৩॥

---

(৩)··ত্বয়া ব্যাখ্যাতমীদৃশম্···পি। (৪)···কৃতো যত্নো···পি।

কথং নাম ভবেৎ কার্য্যমস্মাভির্ভরতর্ষভ !।
সাহসং কৃতবাংস্ত্বস্তু হ্যনুক্রোশান্নৃপোত্তম ! ॥৫॥
নান্যমদ্যানুপশ্যামি প্রতিযোদ্ধারমাহবে।
ঋতে বৃকোদরাৎ পার্থাৎ স চ নাতিকৃতশ্রমঃ ॥৬॥
তদিদং দ্যুতমারব্ধং পুনরেব যথা পুরা।
বিষমং শকুনেশ্চৈব তব চৈব বিশাংপতে ! ॥৭॥
বলী ভীমঃ সমর্থশ্চ কৃতী রাজা সুযোধনঃ।
বলবান্ বা কৃতী বেতি কৃতী রাজন্ ! বিশিষ্যতে ॥৮॥
সোঽয়ং রাজন্ ! ত্বয়া শত্রুঃ সমে পথি নিবেশিতঃ।
ন্যস্তশ্চাত্মা সুবিষমে কৃচ্ছ্রমাপাদিতা বয়ম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এতেনেতি। যোগ্যা প্রহারাভ্যাসঃ, "যোগ্যঃ প্রবীণে"ত্যাদ্যুপক্রম্য "স্ত্র্যভ্যাসার্ক-যোষিতোঃ" ইতি মেদিনী। আয়সে লৌহময়ে ॥৪॥

কথমিতি। কার্য্যং রাজ্যাধিকাররূপং কর্ম্ম। অনুক্রোশাদ্দয়াতঃ ॥৫॥

নেতি। ঋতে বিনা। নাতিকৃতশ্রমো গদাযুদ্ধশিক্ষায়াম্ ॥৬॥

তদিতি। দ্যূতং দ্যূতবৎ সাহসিকং কর্ম্ম। বিষমং বিপজ্জনকম্ ॥৭॥

বলীতি। বলী দুর্য্যোধনাপেক্ষয়াধিকবলঃ, সমর্থো দীর্ঘকালং যুদ্ধকরণে শক্তিমান্, কৃতী গদাযুদ্ধে ভীমাপেক্ষয়া অধিকনিপুণঃ। বিশিষ্যতে অতিরিচ্যতে ॥৮॥

রাজা ! এই দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, এই ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ একটা লৌহময় পুরুষের উপরে গদাপ্রহারের অভ্যাস করিয়াছে ॥৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজপ্রধান ! আমরা কি করিয়া এখন কার্য্য সম্পাদন করিব। আপনি দুর্য্যোধনের প্রতি দয়াবশতঃ সাহসের কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন ॥৫॥

আজ পৃথানন্দন ভীমসেনব্যতীত যুদ্ধে দুর্য্যোধনের প্রতিযোদ্ধা অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না; অথ চ ভীমসেন গদাযুদ্ধশিক্ষায় অধিক পরিশ্রম করেন নাই ॥৬॥

নরনাথ ! আপনি পূর্ব্বে যেমন শকুনির সহিত বিষম দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, আজও সেইরূপ বিষম কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ॥৭॥

রাজা ! ভীমসেন দুর্য্যোধন অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিতেও সমর্থ; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন ভীম অপেক্ষা গদাযুদ্ধশিক্ষা-বিষয়ে অধিক নিপুণ। তাহা হইলেও বলবান্ ও শিক্ষানিপুণ এই উভয়ের মধ্যে শিক্ষানিপুণই শ্রেষ্ঠ ॥৮॥

(৬) নান্যমস্মাসু পশ্যামি···পি, নান্যমদ্যানুপশ্যামি—নি। (৮) বলবৎকৃতিনোর্মধ্যে···পি।

কো নু সর্ব্বান্ বিনির্জ্জিত্য শত্রূনেকেন বৈরিণা।
কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তেন চ তথা হারয়েদ্রাজ্যমাগতম্ ॥১০॥
নহি পশ্যামি তং লোকে যোঽদ্য দুর্য্যোধনং রণে।
গদাহস্তং বিজেতুং বৈ শক্তঃ স্যাদমরোঽপি হি ॥১১॥
ন ত্বং ভীমো ন নকুলঃ সহদেবোঽথ ফাল্গুনঃ।
জেতুং ন্যায়েন শক্তো বৈ কৃতী রাজা সুযোধনঃ ॥১২॥
স কথং বদসে শত্রুং যুধ্যস্ব গদয়েতি হি।
একঞ্চ নো নিহত্যাজৌ ভব রাজেতি ভারত! ॥১৩॥
বৃকোদরং সমাসাদ্য সংশয়ো বিজয়ে হি নঃ।
ন্যায়তো যুধ্যমানানাং কৃতী হ্যেষ মহাবলঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তৎফলমাহ স ইতি। সমে সুবিধাকরে। সুবিষমে অতিবিপদি, আপাদিতাঃ প্রাপিতাঃ। বলবদপেক্ষয়া শিক্ষানিপুণত্বাধিকতয়া দুর্য্যোধনেন ভীমস্য পরাজয়সম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৯॥

উক্তাশঙ্কয়া নিন্দতি ক ইতি। কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তেন বিপন্নেন। আগতং হস্তপ্রাপ্তম্ ॥১০॥

অথ যদি ভীম এব দুর্য্যোধনং জয়েদিত্যাহ নহীতি। অমরো মৃত্যুশূন্যো দেবোঽপি ॥১১॥

অতএবাহ নেতি। ফাল্গুনোঽর্জ্জুনঃ। কৃতিত্বাদেবেত্যাশয়ঃ ॥১২॥

যুধিষ্ঠিরোক্তিমনূদ্যৈব তমুপালভতে স ইতি। নঃ অস্মাকং মধ্যে ॥১৩॥

সঙ্কলিতমাহ বৃকোদরমিতি। এষ দুর্য্যোধনঃ ॥১৪॥

অতএব রাজা! আপনি শত্রুকে সুবিধার দিকে রাখিয়াছেন এবং নিজেকে বিপদে ফেলিয়াছেন; আর আমাদিগকেও কষ্টে নিপাতিত করিয়াছেন ॥৯॥

কোন্ ব্যক্তি সমস্ত শত্রু জয় করিয়া, বিপদাপন্ন একজন শত্রুদ্বারা প্রায় হস্তগত রাজ্যকে হারায়? ॥১০॥

দেবতা হইলেও আমি জগতে তেমন লোক দেখি না, যে লোক আজ গদাধারী দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হয় ॥১১॥

আপনি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল কিংবা সহদেব ন্যায়যুদ্ধে শিক্ষানিপুণ দুর্য্যোধনকে জয় করিতে সমর্থ নহেন ॥১২॥

অতএব ভরতনন্দন! সেই আপনি কি করিয়া শত্রুকে বলিলেন যে, 'তুমি গদাদ্বারা যুদ্ধ কর এবং আমাদের মধ্যে একজনকে জয় করিয়াই রাজা হও' ॥১৩॥

---

(১০)··শত্রূনেকেন বৈ রণে···পি। (১২) ফাল্গুনো বা ভবান্ বাথ মাদ্রীপুত্রাবথাপি বা। ন সমর্থানহং মন্যে গদাহস্তস্য সংযুগে॥ নি।

নূনং ন রাজ্যভাগেষা পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাশ্চ সন্ততিঃ।
অত্যন্তবনবাসায় সৃষ্টা ভৈক্ষায় বা পুনঃ ॥১৫॥

ভীমসেন উবাচ।

মধুসূদন! মা কার্ষীর্বিষাদং যদুনন্দন!।
অদ্য পারং গমিষ্যামি বৈরস্য ভৃশদুর্গমম্ ॥১৬॥
অহং সুযোধনং সংখ্যে হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
বিজয়ো বৈ ধ্রুবং কৃষ্ণ! ধর্ম্মরাজস্য দৃশ্যতে ॥১৭॥
অধ্যর্দ্ধেন গুণেনেয়ং গদা গুরুতরী মম।
ন তথা ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য মা কার্ষীর্মাধব! ব্যথাম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অতিদুঃখাদাহ নূনমিতি। সৃষ্টা বিধাত্রা। ভৈক্ষায় চিরং ভিক্ষাকরণায় ॥১৫॥
মধ্বিতি। বিষাদাকরণে হেতুমাহ অদ্যেতি। পারম্ অবসানম্ ॥১৬॥
কুতঃ পারং গমিষ্যসীত্যাহ অহমিতি। সংখ্যে যুদ্ধে ॥১৭॥
জয়ে যুক্তিমাহ অধীতি। অধিকমর্দ্ধং যস্য তেন, গুরুতরী ভারবতী ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৩॥ যোগ্যা অভ্যাসঃ। "যোগ্যঃ প্রবীণে"ত্যাদ্যুপক্রম্য "স্ত্র্যভ্যাসার্ক-যোষিতোঃ" ইতি মেদিনী ॥৪—৬॥ শকুনেশ্চ তব চ যথা পুরা তথৈবেদমিতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ ॥৭—১৪॥ ইতি কথং বদসে ইত্যনুকর্ষণীয়ম্ ॥১৫—৫৬॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১॥

ভীমসেনকে লইয়া আমরা যদি ন্যায় অনুসারে যুদ্ধ করি, তাহা হইলেও আমাদের জয়লাভে নিশ্চয়ই সন্দেহ আছে। কারণ, দুর্য্যোধন একে যুদ্ধশিক্ষায় নিপুণ, তাহাতে আবার মহাবলশালী ॥১৪॥

হায়! বিধাতা নিশ্চয়ই কুন্তী ও পাণ্ডুর সন্তানগুলিকে রাজ্যলাভের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল বনবাসের জন্য কিংবা চিরকাল ভিক্ষা করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন' ॥১৫॥

ভীমসেন বলিলেন—'যদুনন্দন কৃষ্ণ! তুমি বিষণ্ণ হইও না। কারণ, আজ আমি অতি দুর্গম বৈরসাগরের পারে যাইব ॥১৬॥

কৃষ্ণ! আমি যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বধ করিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং নিশ্চয়ই ধর্ম্মরাজের জয়লাভ দেখা যাইতেছে ॥১৭॥

(১৫) অয়ং শ্লোকঃ পি নাস্তি। 'একং বাম্বান্নিহত্য ত্বং ভব রাজেতি বৈ পুনঃ' ইত্যর্দ্ধমধিকং—বঙ্গ বর্দ্ধ।

অনয়া গদয়া চাহং সংযুগে যোদ্ধুমুৎসহে।
ভবন্তঃ প্রেক্ষকাঃ সর্বে মম সন্তু জনার্দ্দন! ॥১৯॥
সামরানপি লোকাংস্ত্রীন্ নানাশস্ত্রধরান্ যুধি।
যোধয়েয়ং রণে কৃষ্ণ! কিমুতাদ্য সুযোধনম্ ॥২০॥

সঞ্জয় উবাচ।

তথা সম্ভাষমাণস্তু বাসুদেবো বৃকোদরম্।
হৃষ্টঃ সংপূজয়ামাস বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥২১॥
ত্বামাশ্রিত্য মহাবাহো! ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
নিহতারিঃ স্বকাং দীপ্তাং শ্রিয়ং প্রাপ্তা ন সংশয়ঃ ॥২২॥
ত্বয়া বিনিহতাঃ সর্ব্বে ধার্ত্তরাষ্ট্রসুতা রণে।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নাগাশ্চ বিনিপাতিতাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অনয়েতি। উৎসহে ইচ্ছামি। প্রেক্ষকাঃ কেবলং দ্রষ্টারঃ ॥১৯॥

সামরানিতি। অমরৈর্দেবৈঃ সহেতি তান্। যোধয়েয়ং যোদ্ধুং শক্নুয়াম্ ॥২০॥

তথেতি। সম্ভাষমাণং ব্রুবন্তম্। সংপূজয়ামাস প্রশশংস ॥২১॥

ত্রিভিঃ প্রশংসামাহ ত্বামিতি। নিহতা অরয়ো যেন সঃ, স্বকাং স্বকীয়াম্, দীপ্তামুজ্জ্বলাম্। প্রাপ্তা প্রাপ্স্যতি, শ্বস্তন্যাস্তাবিভক্তিঃ ॥২২॥

আমার এই গদা দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা দেড়গুণ ভারী; অতএব কৃষ্ণ! তুমি মনোবেদনা অনুভব করিও না ॥১৮॥

জনার্দ্দন! আমি এই গদাদ্বারা রণস্থলে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করি। তোমরা সকলেই কেবল দর্শক থাক ॥১৯॥

কৃষ্ণ! দেবগণের সহিত নানাশস্ত্রধারী ত্রিভুবনবাসীদের সহিতও আমি যুদ্ধ করিতে পারি। তাহাতে এক দুর্য্যোধনের কথা আর কি বলিব' ॥২০॥

সঞ্জয় বলিলেন—'ভীমসেন সেইরূপ বলিতে লাগিলে, কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া ভীমসেনের প্রশংসা করিলেন এবং এই কথা বলিলেন—॥২১॥

'মহাবাহু! আপনাকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মরাজ শত্রুসংহারপূর্ব্বক স্বকীয় উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২২॥

আপনি যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র, রাজগণ ও রাজপুত্রগণকে নিহত করিয়াছেন এবং হস্তিগণকেও নিপাতিত করিয়াছেন ॥২৩॥

(১৯) অহমেতং হি গদয়া···পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (২২)···স্বিকাং দীপ্তাং··প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ—পি বঙ্গ···প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ—নি।

কলিঙ্গা মাগধাঃ প্রাচ্যা গান্ধারাঃ কুরবস্তথা।
ত্বামাসাদ্য মহাযুদ্ধে নিহতাঃ পাণ্ডুনন্দন! ॥২৪॥
হত্বা দুর্য্যোধনঞ্চাপি প্রয়চ্ছোর্ব্বীং সসাগরাম্।
ধর্ম্মরাজায় কৌন্তেয়! যথা বিষ্ণুঃ শচীপতেঃ ॥২৫॥
ত্বাঞ্চ প্রাপ্য রণে পাপো ধার্ত্তরাষ্ট্রো বিনঙ্ক্ষ্যতি।
ত্বমস্য সক্থিনী ভঙ্‌ক্ত্বা প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যসি ॥২৬॥
যত্নেন তু সদা পার্থ! যোদ্ধব্যো ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
কৃতী চ বলবাংশ্চৈব যুদ্ধশৌণ্ডশ্চ নিত্যদা ॥২৭॥
ততস্তু সাত্যকী রাজন্! পূজয়ামাস পাণ্ডবম্।
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ধর্ম্মরাজপুরোগমাঃ।
তদ্বচো ভীমসেনস্য সর্ব এবাভ্যপূজয়ন্ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

ত্বয়েতি। নাগা গজাঃ ॥২৩॥
কলিঙ্গা ইতি। আসাদ্য প্রাপ্য, নিহতাস্ত্বয়ৈবেতি শেষঃ ॥২৪॥
হত্বেতি। প্রয়চ্ছ প্রদেহি। যথা বিষ্ণুঃ স্বর্গং প্রায়চ্ছৎ ॥২৫॥
ত্বামিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনঃ। সক্থিনী উরুদ্বয়ম্ ॥২৬॥
যত্নেনেতি। কৃতী গদাযুদ্ধশিক্ষানিপুণঃ, যুদ্ধে শৌণ্ডো মত্তঃ ॥২৭॥
তত ইতি। পূজয়ামাস প্রশশংস, পাণ্ডবং ভীমম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

পাণ্ডুনন্দন! কলিঙ্গ, মগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কুরুদেশবাসী যোদ্ধারা মহাযুদ্ধে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিহত হইয়াছে ॥২৪॥

কুন্তীনন্দন! পূর্ব্বকালে বিষ্ণু যেমন শক্রসংহার করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য দান করিয়াছিলেন; তেমনি আপনিও দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, ধর্ম্মরাজকে সসাগরা পৃথিবী দান করুন ॥২৫॥

পাপাত্মা দুর্য্যোধন যুদ্ধে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনষ্ট হইবে এবং আপনিও উহার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন ॥২৬॥

পৃথানন্দন! আপনি বিশেষ যত্নসহকারে দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিবেন। কারণ, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে নিপুণ ও বলবান্ এবং যুদ্ধে সর্ব্বদাই মত্ত' ॥২৭॥

রাজা! তদনন্তর সাত্যকি ভীমসেনের প্রশংসা করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি

---

(২৭) যত্নেন হ ত্বয়া পাপো যোদ্ধব্যঃ···নি। (২৮)···বিবিধাভিশ্চ তং বাগ্‌ভির্ভীমসেনং জনেশ্বর!॥ ইত্যর্দ্ধমধিকং নি।

ততো ভীমবলো ভীমো যুধিষ্ঠিরমথাব্রবীৎ।
সৃঞ্জয়ৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥২৯॥
অহমেতেন সঙ্গম্য সংযুগে যোদ্ধুমুৎসহে।
নহি শক্তো রণে জেতুং মামেষ পুরুষাধমঃ ॥৩০॥
অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিহিতং হৃদয়ে ভৃশম্।
সুযোধনে ধার্ত্তরাষ্ট্রে খাণ্ডবেঽগ্নিমিবার্জ্জুনঃ ॥৩১॥
শল্যমদ্যোদ্ধরিষ্যামি তব পাণ্ডব! হৃচ্ছয়ম্।
নিহত্য গদয়া পাপমদ্য রাজন্! সুখী ভব ॥৩২॥
অদ্য কীর্ত্তিময়ীং মালাং প্রতিমোক্ষ্যে তবানঘ!।
প্রাণান্ শ্রিয়ঞ্চ রাজ্যঞ্চ মোক্ষ্যতেঽদ্য সুযোধনঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ভীমং ভয়ানকং বলং শক্তির্যস্য সঃ ॥২৯॥
অহমিতি। এতেন দুর্য্যোধনে, সঙ্গম্য মিলিত্বা, সংযুগে রণস্থলে ॥৩০॥
অদ্যেতি। নিহিতং চিরং স্থাপিতম্। খাণ্ডবে বনে ॥৩১॥
শল্যমিতি। শল্যং দুঃখশঙ্কুম্, হৃদি শেতে তিষ্ঠতীতি তৎ ॥৩২॥
অদ্যেতি। প্রতিমোক্ষ্য অর্পয়িষ্যামি। শ্রিয়ং সম্পদম্ ॥৩৩॥

পাণ্ডবেরা ও পাঞ্চালপ্রভৃতি যোদ্ধারা সকলেই ভীমসেনের সেই বাক্যের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

তৎকালে যুধিষ্ঠির সৃঞ্জয়গণমধ্যে সন্তাপকারী সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহার দিকে চাহিয়া ভীষণ শক্তিশালী ভীমসেন বলিলেন—॥২৯॥

'আমি রণস্থলে এই দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করি: কিন্তু এই পুরুষাধম যুদ্ধে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না ॥৩০॥

পূর্ব্বে অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডববনে অগ্নি সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমিও আজ তেমন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধনের উপরে হৃদয়ে গুরুতরভাবে চিরনিহিত ক্রোধ সমর্পণ করিব ॥৩১॥

পাণ্ডুনন্দন রাজা! আমি আজ গদাদ্বারা পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, আপনার হৃদয়স্থিত দুঃখশেল উদ্ধার করিব; আপনি সুখী হউন ॥৩২॥

নিষ্পাপ রাজা! আজ আমি আপনার কণ্ঠে কীর্ত্তিময়ী মালা পরাইয়া দিব এবং আজ দুর্য্যোধন প্রাণ, সম্পদ্ ও রাজ্য পরিত্যাগ করিবে ॥৩৩॥

(৩২)···নিহতে গদয়া পাপে·· নি।

রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোঽস্য শ্রুত্বা পুত্রং ময়া হতম্।
স্মরিষ্যত্যশুভং কর্ম্ম যত্তচ্ছকুনিবুদ্ধিজম্ ॥৩৪॥
ইত্যুক্ত্বা ভরতশ্রেষ্ঠো গদামুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
উদতিষ্ঠত যুদ্ধায় শক্রো বৃত্রমিবাহ্বয়ন্ ॥৩৫॥
তদাহ্বানমমৃষ্যন্ বৈ তব পুত্রোঽতিবীর্য্যবান্।
প্রত্যুপস্থিত এবাশু মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥৩৬॥
গদাহস্তং তব সুতং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্।
দদৃশুঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্ ॥৩৭॥
তমেকাকিনমাসাদ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রং মহাবলম্।
বিযূথমিব মাতঙ্গং সমহৃষ্যন্ত পাণ্ডবাঃ ॥৩৮॥
ন সম্ভ্রমো ন চ ভয়ং ন চ গ্লানির্ন চ ব্যথা।
আসীদ্দুর্য্যোধনস্যাপি স্থিতঃ সিংহ ইবাহবে ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

রাজেতি। অশুভং কর্ম্ম প্রাক্তনমস্মন্নির্বাসনাদিকম্ ॥৩৪॥
ইতীতি। উদ্যম্য উত্তোল্য। শক্র ইন্দ্রঃ, বৃত্রং নামাসুরম্ ॥৩৫॥
তদিতি। অমৃষ্যন্ অসহমানঃ। মত্তো দ্বিপ ইতি শেষঃ ॥৩৬॥
গদেতি। শৃঙ্গিণং শৃঙ্গবন্তম্, উত্তোলিতগদস্য সাদৃশ্যার্থমিদম্ ॥৩৭॥
তমিতি। বিযূথম্ অপরহস্তিগণরহিতম্ ॥৩৮॥
নেতি। সম্ভ্রমো বিচলিতভাবঃ। অপিশব্দেন ভীমস্য চেতি গম্যতে ॥৩৯॥

আমি পুত্র দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছি ইহা শুনিয়া, আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র শকুনির বুদ্ধিপ্রযুক্ত সেই সকল নিজের অন্যায় কার্য্য স্মরণ করিবেন' ॥৩৪॥

এই কথা বলিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ ও বলবান্ ভীমসেন—ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া গদা উত্তোলনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন ॥৩৫॥

মহারাজ! আপনার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধন সেই আহ্বান সহ্য করিতে না পারিয়া—মত্তহস্তী যেমন অপর মত্তহস্তীর দিকে গমন করে, সেইরূপ ভীমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

তখন পাণ্ডবেরা সকলে গদাধারী ও যুদ্ধার্থ উপস্থিত দুর্য্যোধনকে শৃঙ্গযুক্ত কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় দর্শন করিতে থাকিলেন ॥৩৭॥

তৎকালে পাণ্ডবেরা যূথবিহীন হস্তীর ন্যায় একাকী মহাবল দুর্য্যোধনকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥৩৮॥

তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্।
ভীমসেনস্তদা রাজন্! দুর্য্যোধনমথাব্রবীৎ ॥৪০॥
রাজ্ঞাপি ধৃতরাষ্ট্রেণ ত্বয়া চাস্মাসু যৎ কৃতম্।
স্মর তদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম যদ্বৃত্তং বারণাবতে ॥৪১॥
দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে রজস্বলা।
দ্যূতে যদ্বিজিতো রাজা শকুনের্বুদ্ধিনিশ্চয়াৎ ॥৪২॥
যানি চান্যানি দুষ্টাত্মন্! পাপানি কৃতবানসি।
অনাগঃসু চ পার্থেষু তস্য পশ্য মহৎ ফলম্ ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)
ত্বৎকৃতে নিহতঃ শেতে শরতল্পে মহাযশাঃ।
গাঙ্গেয়ো ভরতশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষাং নঃ পিতামহঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। উদ্যতা উত্তোলিতা গদা যেন তম্ ॥৪০॥

রাজ্ঞেতি। বৃত্তং জাতম্, জতুগৃহদহনমিত্যাশয়ঃ ॥৪১॥

দ্রৌপদীতি। শকুনের্বুদ্ধৌ নিশ্চয়ঃ প্রামাণ্যাবধারণং তস্মাৎ। পাপানি পাপজনকাত্যাচরণানি। অনাগঃসু নিরপরাধেষু ॥৪২—৪৩॥

ত্বদিতি। ত্বৎকৃতে ত্বন্নিমিত্তম্, নিহত আহতঃ, শরতল্পে শরশয্যায়াম্ ॥৪৪॥

সেই সময়ে কেবল ভীমসেনের নহে—দুর্য্যোধনেরও ব্যস্ততা, ভয়, গ্লানি, কিংবা মনোবেদনা হয় নাই। দুর্য্যোধন তখন সিংহের ন্যায় রণস্থলে দাঁড়াইলেন ॥৩৯॥

রাজা! তাহার পর ভীমসেন শৃঙ্গযুক্ত কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় উত্তোলিত গদাধারী দুর্য্যোধনকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—॥৪০॥

'দুরাত্মা! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তুই আমাদের উপরে যে সকল দুর্ব্যবহার করিয়াছিলি এবং বারণাবতনগরে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সমস্ত এখন স্মরণ কর্ ॥৪১॥

দুরাত্মা! তুই সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীর যে কষ্ট দিয়াছিলি এবং শকুনির বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে জয় করিয়াছিলি, আর নিরপরাধ পাণ্ডবগণের উপরে অন্যান্য যে সকল দুর্ব্যবহার করিয়াছিলি; আজ সেই সকল কার্য্যের গুরুতর ফল দর্শন কর্ ॥৪২—৪৩॥

মহাযশা, ভরতশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের সকলের পিতামহ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম তোর্ জন্যই আহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৪৪॥

---

(৪১)···যদ্ভূতং বারণাবতে—নি। (৪২) দ্রৌপদী চ পরামৃষ্টা·· দ্যূতে চ বঞ্চিতো রাজা শকুনের্বুদ্ধিলাঘবাৎ—নি।

হতো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ হতঃ শল্যঃ প্রতাপবান্।
বৈরস্য চাদিকর্ত্তাসৌ শকুনির্নিহতো যুধি ॥৪৫॥
ভ্রাতরস্তে হতাঃ শূরাঃ পুত্রাশ্চ সহসৈনিকাঃ।
রাজানশ্চ হতাঃ শূরাঃ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ॥৪৬॥
এতে চান্যে চ নিহতা বহবঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
প্রাতিকামী তথা পাপো দ্রৌপদ্যাঃ ক্লেশকৃদ্ধতঃ ॥৪৭॥
অবশিষ্টস্ত্বমেবৈকঃ কুলঘ্নোঽধমপূরুষঃ।
ত্বামপ্যদ্য হনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৮॥
অদ্য তেঽহং রণে দর্পং সর্বং নাশয়িতা নৃপ!।
রাজ্যাশাং বিপুলাং চাপি পাণ্ডবেষু চ দুষ্কৃতম্ ॥৪৯॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

কিং কত্থিতেন বহুনা যুধ্যস্বাদ্য ময়া সহ।
অদ্য তেঽহং বিনেষ্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধাং বৃকোদর! ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

হত ইতি। আদিকর্ত্তা প্রধানঃ প্রযোজকঃ ॥৪৫॥
ভ্রাতর ইতি। অনিবর্ত্তিনঃ অপলায়িনঃ ॥৪৬॥
এত ইতি। প্রাতিকামী নামানুচরঃ। ক্লেশকৃৎ মনোদুঃখজনকঃ ॥৪৭॥
অবেতি। কুলঘ্নো বংশনাশকারী ॥৪৮॥
অদ্যেতি। দুষ্কৃতং দুর্ব্যবহারঞ্চ প্রতিশোধয়িষ্যামীতি শেষঃ ॥৪৯॥

এবং তোর্ জন্যই দ্রোণ, কর্ণ, প্রতাপশালী শল্য এবং শত্রুতার প্রধান প্রযোজক শকুনি যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥৪৫॥

তোর্ বীর ভ্রাতারা, পুত্রেরা এবং যুদ্ধে অপলায়ী বীর রাজারা সৈন্যগণের সহিত তোর্ জন্যই নিহত হইয়াছেন ॥৪৬॥

এই সকল এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সকল ও দ্রৌপদীর ক্লেশকারী প্রাতিকামী নিহত হইয়াছেন ॥৪৭॥

বংশনাশক ও নরাধম একমাত্র তুই এখন অবশিষ্ট রহিয়াছিস্। আজ এই গদাদ্বারা তোকেও বধ করিব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥৪৮॥

নরপাল! আমি আজ তোর্ সমস্ত দর্প ও রাজ্যের বিপুল আশা বিনষ্ট করিব এবং পাণ্ডবগণের উপরে যে সকল দুর্ব্যবহার করিয়াছিস্, তাহারও প্রতিশোধ দিব' ॥৪৯॥

(৪৯)···রাজ্যার্দ্ধং বৈ পুরা রাজন্! পাণ্ডবেয়েষু যৎ কৃতম্—পি।

কিং ন পশ্যসি মাং পাপ ! গদাযুদ্ধে ব্যবস্থিতম্ ।
হিমবচ্ছিখরাকারাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥৫১॥
গদিনং কোঽদ্য মাং পাপ ! জেতুমুৎসহতে রিপুঃ ।
ন্যায়তো যুধ্যমানশ্চ দেবেষ্বপি পুরন্দরঃ ॥৫২॥
মা বৃথা গর্জ্জ কৌন্তেয় ! শারদাভ্রমিবাজলম্ ।
দর্শয়স্ব বলং যুদ্ধে যাবত্তত্তেঽদ্য বিদ্যতে ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। কথিতেন আত্মশ্লাঘাকরণেন। বিনেষ্যামি নাশয়িষ্যামি ॥৫০॥
কিমিতি। হিমবচ্ছিখরাকারাং হিমালয়শৃঙ্গতুল্যাং দৃঢ়াং দীর্ঘাঞ্চেত্যর্থঃ ॥৫১॥
গদিনমিতি। গদিনং গদাধারিণম্। উৎসহতে শক্নোতি ॥৫২॥
মেতি। শারদাভ্রং শরৎকালীনো মেঘঃ, অজলং যথা স্যাত্তথা ॥৫৩॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'ভীম ! বহুতর আত্মশ্লাঘা করার প্রয়োজন কি ? এখন আমার সহিত যুদ্ধ কর্; আমি আজ তোর যুদ্ধের উৎকট আকাঙ্ক্ষা দূর করিব ॥৫০॥

পাপাত্মা ! দেখিতেছিস্ না কি—আমি হিমালয়পর্ব্বতের শৃঙ্গতুল্য বিশাল গদা ধারণ করিয়া গদাযুদ্ধে অবস্থান করিতেছি ॥৫১॥

পাপাত্মা ! আজ কোন্ শত্রু ন্যায়-অনুসারে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ? দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রও না ॥৫২॥

কুন্তীনন্দন ! শরৎকালের মেঘ যেমন বিনা জলে গর্জ্জন করে, তুইও তেমন বৃথা গর্জ্জন করিস্ না। তোর যতখানি বল থাকে, তাহা আজ যুদ্ধে দেখা' ॥৫৩॥

(৫২) ইতঃ পরং শ্লোকচতুষ্টয়মধিকং বঙ্গ বর্দ্ধ। তদ্‌যথা—
যদেতৎ কথিতং পূর্ব্বং মদীয়ং দুর্বিচেষ্টিতম্। সর্ব্বং তন্ন চ মে কিঞ্চিচ্ছকিতং কর্ত্তুমেব হি ॥১॥
অরণ্যে চাপি বসতিং দাস্তঞ্চ পরবেশ্মসু। তথা রূপবিপর্য্যাসং কারিতাঃ স্থ ময়া বলাৎ ॥২॥
হতাশ্চ বান্ধবাস্তভ্যং ক্ষয়স্তল্যোঽয়মাবয়োঃ।
পতনং সম্প্রতি তু মে যদি নাম ভবেদ্‌যুধি।
তদতিশ্লাঘ্যমেব স্যাৎ কালো বা তত্র কারণম্ ॥৩॥
অদ্যাপি নহি মে জেতা ধর্ম্মেণাস্তি রণাজিরে।
ছদ্মনা বা বিজেয্যধমকীর্ত্তিঃ স্যাত্তথি ধ্রুবম্।
অধর্ম্ম্যা চাযশস্যা চ পশ্চাত্তপ্স্যথ বৈ ধ্রুবম্ ॥৪॥
(৫৩) যাবত্তবেতি—পি,···যাবন্নাঽহন্ নিহন্মি তে—নি।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা পাণ্ডবাঃ সহসৃঞ্জয়াঃ।
সর্বে সংপূজয়ামাসুস্তদ্বচো বিজিগীষবঃ ॥৫৪॥
তং মত্তমিব মাতঙ্গং তলশব্দেন মানবাঃ।
ভূয়ঃ সংহর্ষয়ামাসু রাজন্! দুর্য্যোধনং নৃপম্ ॥৫৫॥
বৃংহন্তি কুঞ্জরাস্তত্র হয়া হেষন্তি চাসকৃৎ।
শস্ত্রাণি সংপ্রদীপ্যন্তে পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ভীমদুর্য্যোধনবাক্যে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। সংপূজয়ামাসুঃ প্রশশংসুঃ। বিজিগীষবো বিজেতুমিচ্ছবঃ ॥৫৪॥

তমিতি। তলশব্দেন করতলধ্বনিনা। মানবা উদাসীনাঃ ॥৫৫॥

বৃংহন্তীতি। বৃংহিতং রবং কুর্ব্বন্তি স্ম। হেষন্তি হেষাং রবং কুর্ব্বন্তি স্ম চ। সংপ্রদীপ্যন্তে উত্তোলনেনোজ্জ্বলন্তি স্ম ॥৫৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

জয়াভিলাষী সমস্ত পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় দুর্য্যোধনের সেই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন ॥৫৪॥

রাজা! অন্যান্য মানবেরা করতালি দিয়া মত্তহস্তীর ন্যায় রাজা দুর্য্যোধনকে আরও আনন্দিত করিল ॥৫৫॥

তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবপক্ষের হস্তিগণ বৃংহিতধ্বনি করিল, অশ্বগণ হেষারব করিয়া উঠিল এবং উত্তোলিত অস্ত্রগুলি চক্চক্ করিতে লাগিল' ॥৫৬॥

——০:*:০——

* '…ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ…' পি রঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:-০-:—

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ যুদ্ধে মহারাজ! সুসংবৃত্তে সুদারুণে।
উপবিষ্টেষু সর্বেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ॥১॥
ততস্তালধ্বজো রামস্তয়োর্যুদ্ধ উপস্থিতে।
শ্রুত্বা তচ্ছিষ্যয়ো রাজন্! আজগাম হলায়ুধঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ পাণ্ডবাঃ সহকেশবাঃ।
উপগম্যোপসংগৃহ্য বিধিবৎ প্রত্যপূজয়ন্ ॥৩॥
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদিদং বচনমব্রুবন্।
শিষ্যয়োঃ কৌশলং যুদ্ধে পশ্য রামেতি পার্থিব! ॥৪॥
অব্রবীচ্চ তদা রামো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং সপাণ্ডবম্।
দুর্য্যোধনঞ্চ কৌরব্যং গদাপাণিমবস্থিতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। সুসংবৃত্তে অবশ্যং সম্ভবতি। তালস্তালবৃক্ষং কৃতো ধ্বজো যস্য সঃ ॥১—২॥
তমিতি। উপসংগৃহ্য চরণৌ, প্রত্যপূজয়ন্ প্রণামেন ॥৩॥
পূজয়িত্বেতি। শিষ্যয়োর্ভীমসেনদুর্য্যোধনয়োঃ, কৌশলং নৈপুণ্যম্ ॥৪॥
অব্রবীদিতি। কৌরব্যমিতি বিশেষণং দুর্য্যোধনান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থম্ ॥৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! অতিদারুণ সেই যুদ্ধ অবশ্য সম্ভবপর হইলে এবং মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলে উপবেশন করিলে, তালধ্বজ ও হলায়ুধ বলরাম নিজের শিষ্য ভীম ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে শুনিয়া সেস্থানে আগমন করিলেন ॥১—২॥

তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া যথাবিধানে নমস্কার করিলেন ॥৩॥

রাজা! তাঁহারা সেইভাবে বলরামের সম্মান করিয়া বলিলেন—'রাম! আপনি আপনার শিষ্য দুইজনের গদাযুদ্ধনৈপুণ্য দর্শন করুন' ॥৪॥

তখন পাণ্ডবগণের সহিত কৃষ্ণকে এবং গদাধারী কুরুবংশীয় দুর্য্যোধনকে অবস্থিত দেখিয়া বলরাম বলিলেন—॥৫॥

চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ।
পুষ্যেণ সংপ্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ।
শিষ্যয়োর্বৈ গদাযুদ্ধং দ্রষ্টুকামোঽস্মি মাধব ! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

চত্বারিংশদিতি। হে মাধব ! অদ্য, চত্বারিংশদহানি দিনানি দ্বে চ অহনী দিনে ইতি মিলিত্বা দ্বিচত্বারিংশদহানি নিঃসৃতস্য দ্বারকাতস্তীর্থযাত্রায়াং নির্গতস্য মে মম অতিক্রামন্তীতি শেষঃ। তত্র দ্বিচত্বারিংশদ্দিনসংখ্যাপূরণপ্রদর্শনার্থং দ্বারকাতো যাত্রাকালীনং নক্ষত্রং কুরুক্ষেত্রোপস্থিতিকালীনং নক্ষত্রঞ্চ নিবেদয়তি পুষ্যেণেতি। পুষ্যেণ পুষ্যানক্ষত্রেণ বিশিষ্টে দিবসে সম্প্রয়াতঃ দ্বারকাতঃ কৃতযাত্রোঽস্মি, পুনঃ শ্রবণে একং শ্রবণানক্ষত্রং গতম্, দ্বিতীয়শ্রবণানক্ষত্রযুক্তদিনে ইহাগতঃ। শিষ্যয়োর্ভীমসেনদুর্য্যোধনয়োরিদানীং গদাযুদ্ধং দ্রষ্টুকামোঽস্মি। "পুনরপ্রথমে ভেদে" ইত্যমরোক্তেঃ পুনঃশব্দেনৈতৎ সূচিতম্। পুষ্যাবধিশ্রবণাপর্য্যন্তানি পঞ্চদশ নক্ষত্রাণি, পুনর্ধনিষ্ঠাবধিশ্রবণাপর্য্যন্তানি সপ্তবিংশতির্নক্ষত্রাণীতি মিলিত্বা দ্বিচত্বারিংশন্নক্ষত্রাণি ভবন্তীতি দ্বিচত্বারিংশদ্দিনেষু তৎসম্ভবাৎ ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ।

ভীষ্মপর্ব্বণি সপ্তদশাধ্যায়ে "মঘাবিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং প্রত্যপদ্যত" ইত্যাদি দ্বিতীয়শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে বিস্তরেণাস্য সর্বথা সুসামঞ্জস্যং প্রদর্শিতমনুসন্ধেয়ম্। নীলকণ্ঠব্যাখ্যানন্তু তত্রোক্তভারতসাবিত্রীবচনবিরোধাদিনা হেয়ম্ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নিতি ॥১—৫॥ চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ। পুষ্যেণ সম্প্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগত ইতি। নমু শ্রবণেঽত্র যুদ্ধসমাপ্তির্দৃশ্যতে তদনুপাতেন যুদ্ধারম্ভো মৃগশীর্ষে ভবিতুং যুজ্যতে, "অষ্টাদশাহানি যুদ্ধমভূ"দিতি বচনাৎ, এবঞ্চ যুদ্ধারম্ভং প্রকৃত্য ভীষ্মপর্ব্বণি সঞ্জয়বাক্যম্—"মঘাবিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং সম্প্রপদ্যতে"তি মঘায়াং যুদ্ধারম্ভপ্রদর্শকং বিরুধ্যতে। তথাহ্নে রেবত্যাং যুদ্ধসমাপ্ত্যাপত্তেরিত্যুপক্রমোপসংহারয়োর্বিরোধো দুঃসমাধেয় ইতি চেৎ, সত্যম্ উপসংহারস্য নির্ণীতার্থকত্বাত্তদনুরোধেনোপক্রমস্য নেয়ত্বান্মঘাবিষয়গ ইত্যস্যায়মর্থঃ— অত্র মঘাশব্দেন তৎসহচরাঃ পিতরো লক্ষ্যন্তে, "মঘানক্ষত্রং পিতরো দেবতে" ইতি শ্রুতেরিতি মঘায়াং পিতৃসম্বন্ধিত্বাবধারণাৎ। তেন যুদ্ধে মৃতানামুত্তমদেহপ্রদানার্থং চন্দ্রস্তদা পিতৃলোকে সন্নিহিতোঽভূদিতি স্বর্গিণাং দিব্যদেহলাভশ্চন্দ্রাধীন ইতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধম্। যুদ্ধারম্ভস্তু মৃগশীর্ষে ইতি ভীষ্মপর্ব্বণি নিপুণতরমুপপাদিতং তন্ন বিস্মর্ত্তব্যম্ ॥৬—১৯॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২॥

'কৃষ্ণ ! দ্বারকা হইতে নির্গত হওয়ার পর আজ আমার বিয়াল্লিশ দিন অতীত হইতেছে। আমি পুষ্যানক্ষত্রে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম, (মধ্যে এক শ্রবণানক্ষত্র গিয়াছে,) দ্বিতীয় শ্রবণানক্ষত্রে এখানে আসিয়াছি। এখন আমার শিষ্য ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছা করিতেছি' ॥৬॥

(৬)...চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বেৎসি মে...পি।

ততস্তদা গদাহস্তৌ দুর্য্যোধনবৃকোদরৌ।
যুদ্ধভূমিগতৌ বীরাবুভাবেব বিরেজতুঃ ॥৭॥
কৃষ্ণৌ চাপি মহেষ্বাসাবভিবাদ্য হলায়ুধম্।
সম্বজাতে পরিপ্রীতং প্রীয়মাণৌ যশস্বিনৌ ॥৮॥
মাদ্রীপুত্রৌ তথা শূরৌ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ।
অভিবাদ্য স্থিতা রাজন্! রৌহিণেয়ং মহাবলম্ ॥৯॥
ভীমসেনোঽথ বলবান্ পুত্রস্তব জনাধিপ!।
তথৈব চোদ্যতগদৌ পূজয়ামাসতুর্বলম্ ॥১০॥
স্বাগতেন চ তং তত্র প্রতিপূজ্য পুনঃ পুনঃ।
পশ্য যুদ্ধং মহাবাহো! ইতি তে রামমব্রুবন্।
এবমূচুর্মহাত্মানং রৌহিণেয়ং নরাধিপাঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বিরেজতুর্বীরশোভয়া শুশুভাতে ॥৭॥

কৃষ্ণাবিতি। কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ, মহেষ্বাসৌ মহাধনুর্দ্ধরৌ, সম্বজাতে আলিলিঙ্গতুঃ ॥৮॥

মাদ্রীতি। রৌহিণেয়ং রোহিণ্যাঃ পুত্রং বলদেবম্ ॥৯॥

ভীমেতি। পূজয়ামাসতুঃ দূরাৎ প্রণামেনেতি শেষঃ, বলং বলভদ্রম্ ॥১০॥

স্বাগতেনেতি। নরাধিপাঃ পাণ্ডবপক্ষীয়া রাজানঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

তাহার পর বীর ভীমসেন ও দুর্য্যোধন গদা ধারণ করিয়া যুদ্ধস্থানে যাইয়া বীরশোভায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭॥

মহাধনুর্দ্ধর ও যশস্বী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সন্তুষ্ট হইয়া সন্তুষ্টচিত্ত বলরামকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥৮॥

রাজা! নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র মহাবল রামকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন ॥৯॥

নরনাথ! বলবান্ ভীমসেন এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধন দূর হইতে গদা উত্তোলনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলরামের সম্মান করিলেন ॥১০॥

রাজারা বার বার স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া, সম্মান দেখাইয়া, মহাবল রামকে বলিলেন—'মহাবাহু! আপনি ইঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করুন' ॥১১॥

(৭) ইতঃ পরম্—ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা পরিষ্বজ্য হলায়ুধম্। স্বাগতং কুশলঞ্চাস্মৈ পর্য্যপৃচ্ছদ্‌যথাতথম্॥ ইত্যধিকশ্লোকঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো। (৮)···পরিপ্রীতৌ···বঙ্গ বর্দ্ধ বা নি। (১১)···প্রতিপূজ্য নরাধিপাঃ···বঙ্গ বর্দ্ধ। রৌহিণেয়ং মহারথাঃ—বর্দ্ধ।

পরিষ্বজ্য তদা রামঃ পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়ানপি।
অপৃচ্ছৎ কুশলং সর্ব্বান্ পার্থিবাংশ্চামিতৌজসঃ।
তথৈব তে সমাসাদ্য পপ্রচ্ছুস্তমনাময়ম্ ॥১২॥
প্রত্যভ্যর্চ্চ্য হলী সর্ব্বান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ মহাত্মনঃ।
কৃত্বা কুশলসংযুক্তাং সংবিদঞ্চ যথাবয়ঃ ॥১৩॥
জনার্দ্দনং সাত্যকিঞ্চ প্রেম্ণা স পরিষস্বজে।
মূর্দ্ধ্নি চৈতাবুপাঘ্রায় কুশলং পর্য্যপৃচ্ছত ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
তৌ চৈনং বিধিবদ্রাজন্! পূজয়ামাসতুর্গুরুম্।
ব্রহ্মাণমিব দেবেশমিন্দ্রোপেন্দ্রৌ মুদা যুতৌ ॥১৫॥
ততোঽব্রবীদ্ধর্ম্মসুতো রৌহিণেয়মরিন্দমম্।
ইদং ভ্রাত্রোর্মহাযুদ্ধং পশ্য রামেতি ভারত! ॥১৬॥
তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শ্রীমান্ কেশবপূর্বজঃ।
ন্যবিশৎ পরমপ্রীতঃ পূজ্যমানো মহারথৈঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পরীতি। তং রামম্, অনাময়মারোগ্যম্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥

প্রতীতি। হলী রামঃ। সংবিদং প্রশ্নম্। পরিষস্বজে আলিলিঙ্গ ॥১৩—১৪॥

তাবিতি। গুরুং জ্যেষ্ঠভ্রাতরং বলদেবম্। উপেন্দ্রো বামনাত্মকো বিষ্ণুঃ ॥১৫॥

তত ইতি। রৌহিণেয়ং বলদেবম্। ভ্রাত্রোর্ভীমসেনদুর্য্যোধনয়োঃ, ভীমো রামস্য পিতৃষ্বসৃপুত্রত্বাৎ ভ্রাতা, দুর্য্যোধনোঽপি তৎপর্য্যায়ত্বাৎ ভ্রাতৈবেতি ভাবঃ ॥১৬॥

তখন বলরাম পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে আলিঙ্গন করিয়া, উক্ত সকলের এবং অমিততেজা রাজগণের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন; আবার সেইরূপই তাঁহারাও নিকটবর্ত্তী হইয়া বলরামের অনাময়প্রশ্ন করিলেন ॥১২॥

পরে বলরাম মহাত্মা ক্ষত্রিয় সকলকে সম্মান দেখাইয়া, বয়স অনুসারে মঙ্গল-প্রশ্ন করিয়া, কৃষ্ণ ও সাত্যকিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৩—১৪॥

রাজা! ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন দেবাধিপতি ব্রহ্মাকে পূজা করেন, তেমন হৃষ্টচিত্ত কৃষ্ণ ও সাত্যকি (বিশেষভাবে অভিবাদন করিয়া) বলরামের পূজা করিলেন ॥১৫॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর যুধিষ্ঠির শত্রুদমনকারী বলরামকে বলিলেন—'রাম! ভ্রাতাদের এই মহাযুদ্ধ দর্শন কর' ॥১৬॥

(১২)…পাণ্ডবান্ সহ সৃঞ্জয়ান্—নি। পপ্রচ্ছুস্তদনাময়ম্…পি। (১৩)‥ কৃত্বা কুশলসংপ্রশ্নং—নি। (১৫)…মুদান্বিতৌ—নি।

স বভৌ রাজমধ্যস্থো নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ।
দিবীব নক্ষত্রগণৈঃ পরিকীর্ণো নিশাকরঃ ॥১৮॥
ততস্তয়োঃ সন্নিপাতস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ।
আসীদন্তকরো রাজন্! বৈরস্য তব পুত্রয়োঃ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবাগমনে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— ঃ*ঃ ——

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

——ঃ-০-ঃ——

জনমেজয় উবাচ।

পূর্ব্বমেব যদা রামস্তস্মিন্ যুদ্ধ উপস্থিতে।
আমন্ত্র্য কেশবং যাতো বৃষ্ণিভিঃ সহিতঃ প্রভুঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। কেশবস্য পূর্ব্বজো জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেবঃ। ন্যবিশৎ উপাবিশৎ ॥১৭॥

স ইতি। সিতপ্রভঃ শুভ্রকান্তিঃ। পরিকীর্ণঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥১৮॥

তত ইতি। সন্নিপাতো যুদ্ধসঙ্ঘর্ষঃ। পুত্রয়োর্ভীমদুর্য্যোধনয়োঃ ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——ঃ০ঃ——

পরে মহাবাহু বলরাম তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন করিলেন এবং মহারথেরা তাঁহার সম্মান করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তৎকালে নীলবসনধারী ও শুভ্রকান্তি বলরাম রাজাদের মধ্যে থাকিয়া আকাশে নক্ষত্রপরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিলেন ॥১৮॥

রাজা! তাহার পর আপনার পুত্রদ্বয়ের (ভীম ও দুর্য্যোধনের) শত্রুতার অবসানকারী তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল' ॥১৯॥

——০ঃ*ঃ০——

(১৮)…পরিবীতো নিশাকরঃ নি। (২০) বৈরস্যান্তং বিধিৎসয়োঃ নি। * '… চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ…' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।

সাহায্যং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য ন চ কর্ত্তাস্মি কেশব !।
ন চৈব পাণ্ডুপুত্রাণাং গমিষ্যামি যথাগতম্ ॥২॥
এবমুক্ত্বা তদা রামো যাতঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
তস্য চাগমনং ভূয়ো ব্রহ্মন্ ! শংসিতুমর্হসি ॥৩॥ (বিশেষকম্)
আখ্যাহি মে বিস্তরশঃ কথং রাম উপস্থিতঃ।
কথঞ্চ দৃষ্টবান্ যুদ্ধং কুশলো হ্যসি মে মতঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উপপ্লব্যনিবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
প্রেষিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য সমীপং মধুসূদনঃ।
শমং প্রতি মহাবাহো ! হিতার্থং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এতাবতা সঞ্জয়ধৃতরাষ্ট্রসংবাদেন গদাযুদ্ধং প্রস্তুত্য প্রসঙ্গাজ্জনমেজয়বৈশম্পায়নসংবাদেন বলদেবতীর্থযাত্রাং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে জনমেজয় উবাচ। পূর্ব্বমিতি। আমন্ত্র্য বিজ্ঞাপ্য, যাতস্তীর্থপর্য্যটনায় প্রস্থিতঃ, প্রভুর্বলপ্রভাবশালী। কিমামন্ত্র্যেত্যাহ সাহায্যমিতি। যথাগতং যথেচ্ছম্। শত্রূণাং নিবর্হণঃ দময়িতা ॥১—৩॥

আখ্যাহীতি। কুশলো বৃত্তান্তকথননিপুণঃ ॥৪॥

উপেতি। উপপ্লব্যে বিরাটনগরবিশেষে নিবিষ্টেষু স্থিতেষু। প্রেষিতঃ পাণ্ডবৈঃ। শমং প্রতি সন্ধিবিষয়ে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি ! 'কৃষ্ণ ! আমি দুর্য্যোধনেরও সাহায্য করিব না এবং যুধিষ্ঠিরেরও সাহায্য করিব না, কিন্তু আমি আপন ইচ্ছানুসারে দেশ ভ্রমণ করিব' কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণকে উক্তরূপ জানাইয়া, প্রভাবশালী ও শত্রুদমনকারী বলরাম বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া যখন দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখন আবার তিনি কেন কুরুক্ষেত্রে আসিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন ॥১—৩॥

মহর্ষি ! আমার মতে—আপনি বৃত্তান্ত বলিতে বড়ই নিপুণ ; অতএব বিস্তরক্রমে বলুন—বলরাম কুরুক্ষেত্রে কেন আসিলেন এবং কি ভাবেই বা যুদ্ধদর্শন করিলেন' ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাবাহু জনমেজয় ! মহাত্মা পাণ্ডবেরা উপপ্লব্যনগরে থাকিতে তাঁহারা সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলের নিমিত্ত সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে হস্তিনানগরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে কৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥৫॥

(৪) ..কুশলো হ্যসি সম্মতঃ...পি। (৫) উপপ্লব্যে নিবিষ্টেষু...পি, উপপ্লাব্যে নিবিষ্টেষু...নি।

স গত্বা হাস্তিনপুরং ধৃতরাষ্ট্রং সমেত্য চ।
উক্তবান্ বচনং তথ্যং হিতঞ্চৈব বিশেষতঃ।
ন চ তৎ কৃতবান্ রাজা যথাখ্যাতং হি তৎ পুরা ॥৬॥
অনবাপ্য শমং তত্র কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ।
আগচ্ছত মহাবাহুরুপপ্লব্যং জনাধিপ ! ॥৭॥
ততঃ প্রত্যাগতঃ কৃষ্ণো ধার্ত্তরাষ্ট্রবিসর্জ্জিতঃ।
অক্রিয়াবান্ নরব্যাঘ্র ! পাণ্ডবানিদমব্রবীৎ ॥৮॥
ন কুর্বন্তি বচো মহ্যং কুরবঃ কালচোদিতাঃ।
নির্গচ্ছধ্বং পাণ্ডবেয়াঃ ! পুষ্যেণ সহিতা ময়া ॥৯॥
ততো বিভজ্যমানেষু বলেষু বলিনাং বরঃ।
প্রোবাচ ভ্রাতরং কৃষ্ণং রৌহিণেয়ো মহামনাঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তথ্যং সত্যম্। আখ্যাতং কৃষ্ণেন, পুরা পূর্বম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥
অনবাপ্যেতি। শমং সন্ধিস্বীকারেণ শান্তিস্বীকারম্ ॥৭॥
তত ইতি। অক্রিয়াবান্ দুর্য্যোধনেন সন্ধ্যনঙ্গীকারাৎ অকৃতকার্য্যঃ ॥৮॥
নেতি। মহ্যং মম, কালেন চোদিতা মরণায় প্রেরিতাঃ ॥৯॥
তত ইতি। বিভজ্যমানেষু উভয়পক্ষে দানায় বিভক্তিক্রিয়মাণেষু, বলেষু সৈন্যেষু ॥১০॥

কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে যাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিশেষভাবে হিতজনক ও সত্য বাক্য সকল বলিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহা করিলেন না ॥৬॥

রাজা! মহাবাহু ও পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সেস্থানে সন্ধির অঙ্গীকার না পাইয়া, পুনরায় উপপ্লব্যনগরে ফিরিয়া আসিলেন ॥৭॥

নরশ্রেষ্ঠ! তাহার পর দুর্য্যোধন বিদায় করিলে, কৃষ্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিলেন—॥৮॥

'পাণ্ডবগণ! কৌরবেরা কালপ্রেরিত হইয়া আমার বাক্য অনুসারে সন্ধি করিতে স্বীকার করিল না, অতএব আপনারা আমার সহিত মিলিত হইয়া এই পুষ্যানক্ষত্রেই যুদ্ধার্থ নির্গত হউন' ॥৯॥

তদনন্তর কৃষ্ণ সৈন্য বিভাগ করিতে লাগিলে, বলিশ্রেষ্ঠ ও প্রশস্তচিত্ত বলরাম ভ্রাতা কৃষ্ণকে বলিলেন—॥১০॥

(৬)···হি তে পুরা···পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৮)···অক্রিয়ায়াং···বর্দ্ধ নি।

তেষামপি মহাবাহো! সাহায্যং মধুসূদন!।
ক্রিয়তামিতি তৎ কৃষ্ণো নাস্য চক্রে বচস্তদা ॥১১॥
ততো মন্যুপরীতাত্মা জগাম যদুনন্দনঃ।
তীর্থযাত্রাং হলধরঃ সরস্বত্যাং মহাযশাঃ ॥১২॥
মৈত্রনক্ষত্রযোগেন সহিতঃ সর্ব্বযাদবৈঃ।
আশ্রয়ামাস ভোজস্তু দুর্য্যোধনমরিন্দমম্।
যুযুধানেন সহিতো বাসুদেবস্তু পাণ্ডবান্ ॥১৩॥
রৌহিণেয়ে গতে শূরে পুষ্যেণ মধুসূদনঃ।
পাণ্ডবেয়ান্ পুরস্কৃত্য যযাবভিমুখঃ কুরূন্ ॥১৪॥
গচ্ছন্নেব পথিস্থস্তু রামঃ প্রেষ্যানুবাচ হ।
সম্ভারাংস্তীর্থযাত্রায়াঃ সর্ব্বোপকরণানি চ।
আনয়ধ্বং দ্বারকায়ামগ্নীন্ বৈ যাজকাংস্তথা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। তেষাং পাণ্ডবানাম্। অস্য রৌহিণেয়স্য ॥১১॥

তত ইতি। মন্যুনা কৃষ্ণকর্ত্তৃকস্বমতপরিত্যাগাৎ দৈন্যেন পরীতাত্মা ব্যাপ্তচিত্তঃ ॥১২॥

মৈত্রেতি। মৈত্রনক্ষত্রমনুরাধা তদ্‌যোগেন। ভোজঃ কৃতবর্ম্মা। যুযুধানেন সাত্যকিনা। অত্রেদমবধেয়ম্—আদৌ বলদেবঃ পুষ্যানক্ষত্রে তীর্থপর্য্যটনায় দ্বারকাতো গতঃ; তদনন্তরং তদ্দশমদিনে অনুরাধানক্ষত্রে কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনপক্ষং কৃষ্ণঃ সাত্যকিশ্চ পাণ্ডবপক্ষমাশ্রয়িতুং দ্বারকাতো জগ্মুরিতি। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৩॥

রৌহিণেয় ইতি। রৌহিণেয়ঃ রামঃ। পুরস্কৃত্য উদ্দিশ্য। সাত্যকিরপি ॥১৪॥

গচ্ছন্নিতি। প্রেষ্যান্ ভৃত্যান্। সম্ভারাং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাণি। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥

'মহাবাহু মধুসূদন! পাণ্ডবদেরও সাহায্য কর'। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার সে কথা রক্ষা করিলেন না ॥১১॥

তাহার পর পুষ্যানক্ষত্রে যশস্বী যদুনন্দন বলরাম (কৃষ্ণ নিজ মত পরিত্যাগ করায়) দুঃখিত হইয়া, তীর্থপর্য্যটনের জন্য সরস্বতীনদীতে গমন করিলেন ॥১২॥

তৎপরে অনুরাধানক্ষত্রে কৃতবর্ম্মা বহুতর যাদবসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুদমনকারী দুর্য্যোধনের পক্ষে যাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন; আর কৃষ্ণ ও সাত্যকি পাণ্ডবগণের পক্ষে চলিলেন ॥১৩॥

বীর বলরাম পুষ্যানক্ষত্রে প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ ও সাত্যকি পাণ্ডবপক্ষ লক্ষ্য করিয়া কুরুদেশের প্রতি অনুরাধানক্ষত্রে দ্বারকা হইতে নির্গত হইলেন ॥১৪॥

(১৩) মৈত্রনক্ষত্রযোগেষু···ভোজস্তু পি,···দুর্য্যোধনমরিন্দমঃ···নি।

সুবর্ণং রজতঞ্চৈব ধেনুর্বাসাংসি বাজিনঃ।
কুঞ্জরাংশ্চ রথাংশ্চৈব খরোষ্ট্রবাহনানি চ ॥১৬॥
ক্ষিপ্রমানীয়তাং সর্ব্বং তীর্থহেতোঃ পরিচ্ছদম্।
প্রতিস্রোতঃ সরস্বত্যা গচ্ছধ্বং শীঘ্রগামিনঃ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
ঋত্বিজশ্চানয়ধ্বং বৈ শতশশ্চ দ্বিজর্ষভান্।
এবং সন্দিশ্য তু প্রেষ্যান্ বলদেবো মহাবলঃ ॥১৮॥
তীর্থযাত্রাং যযৌ রাজন্! কুরূণাং বৈশসে তদা।
সরস্বতীং প্রতিস্রোতঃ সমুদ্রাদভিজগ্মিবান্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ তথান্যৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ।
রথৈর্গজৈস্তথাশ্বৈশ্চ প্রেষ্যৈশ্চ ভরতর্ষভ!।
গোখরোষ্ট্রপ্রযুক্তৈশ্চ যানৈশ্চ বহুভির্বৃতঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সুবর্ণমিতি। খরা গর্দ্দভা উষ্ট্রাশ্চ বাহনানীতি খরোষ্ট্রবাহনানি। পরিচ্ছদং বসনাদিকম্। প্রতিস্রোতগমনাদেশস্ত অবস্থিতিস্থানানুসন্ধানার্থঃ ॥১৬—১৭॥

ঋত্বিজ ইতি। ঋত্বিজঃ পুরোহিতান্। বিশসন্তি হিংসন্তীতি বিশসা যোদ্ধারস্তেষামিদমিতি বৈশসং যুদ্ধং তস্মিন্ কুরুপাণ্ডবযুদ্ধপ্রাক্‌কাল ইত্যর্থঃ ॥১৮—১৯॥

ঋত্বিগ্‌ভিরিতি। প্রেষ্যৈর্দাসৈঃ। অভিজগ্মিবানিত্যনুবৃত্তিঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥

বলরাম নির্গত হইয়া পথে ভৃত্যগণকে বলিলেন—'তীর্থযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্য, সমস্ত উপকরণ, অগ্নি ও পুরোহিতগণকে দ্বারকায় আনয়ন কর ॥১৫॥

সুবর্ণ, রৌপ্য, ধেনু, বস্ত্র, অশ্ব, হস্তী, রথ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র—এই সমস্ত বস্তু এবং তীর্থে পরিধানোপযোগী বস্ত্র সত্বর আনয়ন কর, দ্রুতগামী লোকেরা সরস্বতীনদীর স্রোতে প্রতিকূলে গমন কর' ॥১৬—১৭॥

'পুরোহিত এবং শত শত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে আনয়ন কর' এইরূপে ভৃত্যগণকে আদেশ করিয়া মহাবল বলরাম কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তীর্থপর্য্যটনের জন্য গমন করিলেন এবং রাজা! তিনি সমুদ্র হইতে সরস্বতীনদীর স্রোতের প্রতিকূল দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৮—১৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে তিনি—পুরোহিত, বন্ধু, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, রথ, হস্তী, অশ্ব, দাস এবং গরু, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রচালিতযানে পরিবেষ্টিত ছিলেন ॥২০॥

(১৯)···সমস্তাদভিজগ্মিবান্···পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা।

শ্রান্তানাং ক্লান্তবপুষাং শিশূনাং বিপুলায়ুষাম্।
দেশে দেশে তু দেয়ানি দানানি বিবিধানি চ।
অর্চ্চায়ৈ চার্থিনাং রাজন্! ক্লৃপ্তানি বহুশস্তথা ॥২১॥
যো যো যত্র দ্বিজো ভোজ্যং ভোক্তুং কাময়তে তদা।
তস্য তস্য তু তত্রৈবমুপাজহ্রুস্তদা নৃপ! ॥২২॥
তত্র স্থিতা নরা রাজন্! রৌহিণেয়স্য শাসনাৎ।
ভক্ষ্যপেয়স্য কুর্ব্বন্তি রাশীংস্তত্র সমন্ততঃ ॥২৩॥
বাসাংসি চ মহার্হাণি পর্য্যঙ্কাস্তরণানি চ।
পূজার্থং তত্র ক্লৃপ্তানি বিপ্রাণাং সুখমিচ্ছতাম্ ॥২৪॥
যত্র যঃ স্বপতে বিপ্রো যো বা জাগর্ত্তি ভারত!।
তত্র তত্রৈব সর্ব্বস্য ক্লৃপ্তং সর্বমপশ্যত ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

শ্রান্তানামিতি। বিপুলায়ুষাম্ অধিকবয়সাং বৃদ্ধানামিত্যর্থঃ। অর্চ্চায়ৈ অর্চ্চ এব সন্তোষায়, ক্লৃপ্তানি রামসহচরৈঃ সম্পাদিতানি। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২১॥

য ইতি। ভোজ্যং খাদ্যম্। উপাজহ্রুঃ রামসহচরাঃ দদুঃ ॥২২॥

তত্রেতি। রৌহিণেয়স্য রামস্য, শাসনাদাদেশাৎ ॥২৩॥

বাসাংসীতি। মহার্হাণি মহামূল্যানি। পূজার্থং সন্তোষার্থম্, ক্লৃপ্তানি সম্পাদিতানি ॥২৪॥

যত্রেতি। যত্র যাদৃশ্যাং শয্যায়াম্, স্বপতে স্বপিতি। অপশ্যত রামঃ ॥২৫॥

রাজা! তখন বলরামের সহচরেরা দেশে দেশে শ্রান্ত, ক্লান্ত, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রার্থিগণের সন্তোষ বিধানের জন্য বহুতর নানাবিধ দ্রব্য দান করিতে থাকিল ॥২১॥

রাজা! সেই সময়ে যে যে দেশে যে যে ব্রাহ্মণ যে যে খাদ্য চাহিতে লাগিলেন, বলরামের সহচরেরা সেই সেই দেশে সেই সেই ব্রাহ্মণকে সেই সেই খাদ্যই দিতে লাগিল ॥২২॥

রাজা! তত্রত্য লোকেরা বলরামের আদেশে সর্ব্বত্রই রাশি রাশি খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য সম্পন্ন করিত ॥২৩॥

সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণগণের সন্তোষের জন্য মহামূল্য বস্ত্র সকল পর্য্যঙ্কের উপরে আস্তৃত করিয়া দিত ॥২৪॥

ভরতনন্দন! যে ব্রাহ্মণ যেরূপ শয্যায় শয়ন করিতেন এবং যে ব্রাহ্মণ

(২১) ··অর্চ্চা বৈ চার্থিনাং রাজন্!···ক্লৃপ্তান্ রববরৈস্তথা—পি। (২২)···উপচক্রুস্তদা নৃপ!—পি।

যথাসুখং জনঃ সর্ব্বো যাতি তিষ্ঠতি বৈ তদা।
যাতুকামস্য যানানি পানানি তৃষিতস্য চ ॥২৬॥
বুভুক্ষিতস্য চান্নানি স্বাদূনি ভরতর্ষভ!।
উপাজহ্রুর্নরাস্তত্র বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥২৭॥
স পন্থাঃ প্রবভৌ রাজন্! সর্ব্বস্যৈব সুখাবহঃ।
স্বর্গোপমস্তদা বীর! নরাণাং তত্র গচ্ছতাম্ ॥২৮॥
নিত্যপ্রমুদিতোপেতঃ স্বাদুভক্ষ্যো জলান্বিতঃ।
বিপণ্যাপণপণ্যানাং নানাজনশতৈর্ব্বৃতঃ।
নানাদ্রুমলতোপেতো নানারত্নবিভূষিতঃ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যথেতি। যাতুকামস্য সহচরভাবেন। পানানি পেয়দ্রব্যাণি ॥২৬॥

বুভুক্ষিতস্যেতি। বুভুক্ষা ভোজনেচ্ছা অস্য সঞ্জাতেতি বুভুক্ষিতস্তস্য ॥২৭॥

স ইতি। স্বর্গোপমঃ স্বর্গীয়পথতুল্যঃ। নিত্যং প্রমুদিতেন আনন্দেনোপেতঃ, স্বাদূনি ভক্ষ্যাণি যস্য সঃ। বিপণয়ো বিক্রেয়দ্রব্যাণাং শ্রেণয়শ্চ আপণাঃ ক্রয়বিক্রয়গৃহাণি চ পণ্যানি বিকীর্ণানি বিক্রেয়দ্রব্যাণি চ তেষাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮—২৯॥

জাগিয়া থাকিতেন, তাঁহাদের সকলেরই সমস্ত স্থানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত দেখা যাইত ॥২৫॥

তৎকালে সমস্ত লোকই যথাসুখে গমন করিত এবং স্থানে স্থানে অবস্থান করিত; গমনার্থী লোকদিগের যান-বাহন এবং তৃষিত লোকদিগের পানীয় দ্রব্য সম্পাদিত হইত ॥২৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন বলরামের ভৃত্যেরা ভোজনার্থী লোকদিগের সুস্বাদু অন্ন, বস্ত্র ও অলঙ্কার আনয়ন করিয়া দিত ॥২৭॥

রাজা! বলরামের সেই তীর্থযাত্রার পথ সকল সমস্ত লোকেরই সুখজনক হইত। কারণ, বীর! গমনকারী সহচরগণের মনে সেই পথগুলি স্বর্গীয়পথের তুল্য বলিয়া ধারণা হইত; সর্ব্বদা আনন্দের প্রবাহ চলিতে থাকিত, সুস্বাদু খাদ্য সকল পাওয়া যাইত; নির্ম্মল জল মিলিত, বিক্রেয় দ্রব্যের শ্রেণী, ক্রয়-বিক্রয়ের গৃহ ও বিক্ষিপ্ত বিক্রেয় দ্রব্যের নানাবিধ লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিত; নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা দেখা যাইত এবং কোথাও কোথাও নানাবিধ রত্ন দৃষ্টিগোচর হইত ॥২৮—২৯॥

(২৫) যত্র যঃ স্বদতে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ভারত!। তত্র তত্রৈব তস্যৈব সর্ব্বং কৃপ্ত-মদৃশ্যত ॥—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ। (২৯)···শুভান্বিতঃ···পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

ততো মহাত্মা নিয়মে স্থিতাত্মা পুণ্যেষু তীর্থেষু বসূনি রাজন্!।
দদৌ দ্বিজেভ্যঃ ক্রতুদক্ষিণাশ্চ যদুপ্রবীরো হলভৃৎ প্রতীতঃ ॥৩০॥
দোগ্ধ্রীশ্চ ধেনূশ্চ সহস্রশো বৈ সুবাসসঃ কাঞ্চনবদ্ধশৃঙ্গীঃ।
হয়াংশ্চ নানাবিধদেশজাতান্ যানানি দাসাংশ্চ শুভান্ দ্বিজেভ্যঃ ॥৩১॥
(যুগ্মকম্)

রত্নানি মুক্তামণিবিদ্রুমঞ্চাপ্যগ্র্যং সুবর্ণং রজতং সুশুদ্ধম্।
অয়স্ময়ং তাম্রময়ঞ্চ ভাণ্ডং দদৌ দ্বিজাতিপ্রবরেষু রামঃ ॥৩২॥
এবং স বিত্তং প্রদদৌ মহাত্মা সরস্বতীতীর্থবরেষু ভূরি।
যযৌ ক্রমেণাপ্রতিমপ্রভাবস্ততঃ কুরুক্ষেত্রমুদারবৃত্তিঃ ॥৩৩॥

জনমেজয় উবাচ।

সারস্বতানাং তীর্থানাং গুণোৎপত্তিং বদস্ব মে।
ফলঞ্চ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠ! কর্ম্মনির্বৃত্তিমেব চ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। নিয়মে জপোপবাসাদৌ। বসূনি ধনানি। ক্রতূনাং যজ্ঞানাং দক্ষিণাঃ প্রতীতঃ সন্তুষ্টচিত্তঃ। দোগ্ধ্রীঃ বহুক্ষীরাঃ, সুবাসসঃ সুন্দরবস্ত্রৈরাবৃতদেহাঃ, কাঞ্চনেন সুবর্ণেন বদ্ধানি বেষ্টিতানি শৃঙ্গাণি যাসাং তাঃ। দ্বিজেভ্যো দদাবিতি সম্বন্ধঃ ॥৩০—৩১॥

রত্নানীতি। অগ্র্যমুত্তমম্, সুশুদ্ধং সর্বথা ধাত্বন্তরৈরমিশ্রিতম্। অয়স্ময়ং লৌহময়ম, ভাণ্ডং ভাজনম্ ॥৩২॥

এবমিতি। বিত্তং ধনম্। উদারবৃত্তিঃ প্রশস্তব্যবহারঃ ॥৩৩॥

সারস্বতানামিতি। দ্বিপদাং মনুষ্যাণাং শ্রেষ্ঠঃ। সরস্বত্যা ইমানীতি সারস্বতানি তেষাম্,

রাজা! তাহার পর মহাত্মা, নিয়মাবলম্বী, যদুবংশমধ্যে প্রধান বীর ও সন্তুষ্টচিত্ত বলরাম পবিত্র তীর্থসমূহে ব্রাহ্মণদিগকে ধন, যজ্ঞের দক্ষিণা এবং বহু দুগ্ধবতী, সুন্দর বস্ত্রাবৃত ও স্বর্ণশৃঙ্গি সহস্র সহস্র ধেনু, নানাদেশোৎপন্ন অশ্ব, যান ও শুভলক্ষণসম্পন্ন দাস দান করিতে থাকিলেন ॥৩০—৩১॥

ক্রমে বলরাম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন, মুক্তা, মণি, প্রবাল, উত্তম সুবর্ণ, বিশুদ্ধ রৌপ্য এবং লৌহময় ও তাম্রময় ভাণ্ড সকল দান করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

অতুলনীয়প্রভাবশালী, প্রশস্তচরিত্র ও মহাত্মা বলরাম এইভাবে সরস্বতীনদীর বিভিন্ন তীর্থে প্রচুর ধন দান করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩৩॥

(৩০)…নিয়তো মনস্বিনাং…নি। (৩২)…শৃঙ্গীঃ সুবর্ণং রজতং সুশুদ্ধম্…পি,…শৃঙ্গীসুবর্ণং রজতং সুশৃঙ্গম্…বর্দ্ধ।

যথাক্রমেণ ভগবন্! তীর্থানামনুপূর্বশঃ।
ব্রূহি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ! পরং কৌতূহলং হি মে ॥৩৫॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তীর্থানাং বিস্তরং রাজন্! গুণোৎপত্তিঞ্চ সর্বশঃ।
ময়োচ্যমানং বৈ পুণ্যং শৃণু রাজেন্দ্র! কৃৎস্নশঃ ॥৩৬॥
পূর্বং মহারাজ! যদুপ্রবীর ঋত্বিক্‌সুহৃদ্বিপ্রগণৈশ্চ সার্দ্ধম্।
পুণ্যং প্রভাসং সমুপাজগাম যত্রোড়ুরাড্‌যক্ষ্মণা ক্লিশ্যমানঃ ॥৩৭॥
বিমুক্তশাপঃ পুনরাপ্য তেজঃ সর্বং জগদ্ভাসয়তে নরেন্দ্র!।
এবন্তু তীর্থপ্রবরং পৃথিব্যাং প্রভাসনাত্তস্য ততঃ প্রভাসঃ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

তীর্থানাং পুণ্যস্থানানাম্। গুণস্য উৎকর্ষস্য উৎপত্তিম্। তদ্বিহিতকর্ম্মণঃ ফলঞ্চ, কর্ম্ম তত্র তত্র বিহিতং কার্য্যং নির্বৃত্তিং তেষাং পুণ্যতানিষ্পত্তিঞ্চ মে বদস্ব ॥৩৪॥

যথেতি। যথাক্রমেণ বলদেবস্য প্রাপ্তিক্রমেণ, অনুপূর্ব্বশঃ আনুপূর্বীম্ ॥৩৫॥

তীর্থানামিতি। গুণস্য উৎকর্ষস্য উৎপত্তিম্ ॥৩৬॥

পূর্ব্বমিতি। যদুপ্রবীরো রামঃ। প্রভাসং নাম তীর্থম্। উড়ুরাট্ নক্ষত্রেশশ্চন্দ্রঃ, যক্ষ্মণা যক্ষ্মরোগেণ, ক্লিশ্যমান আসীদিতি শেষঃ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

পূর্ব্বমিতি ॥১—৭॥ অক্রিয়ায়াং সন্ধিকার্য্যানিষ্পত্তৌ ॥৮—১২॥ মৈত্রনক্ষত্রযোগে অনুরাধায়াম্, ভোজঃ কৃতবর্ম্মা ॥১৩॥ পুষ্যেণ হি পাণ্ডবেভ্যঃ প্রয়াণমনুরাধাতস্তীর্থযাত্রার্থমিতি বিবেকঃ ॥১৪—২৮॥ বিপণিঃ পণ্যবীথিকা, আপণা হট্টাঃ, পণ্যানি বিক্রেয়দ্রব্যাণি ॥২৯—৩৩॥ গুণান্ রমণীয়ত্বাদীন্, উৎপত্তিং সম্ভবম্, কর্ম্মনির্বৃত্তিং তীর্থযাত্রাবিধিসিদ্ধিম্ ॥৩৪॥ যথাক্রমেণ

জনমেজয় বলিলেন—'মনুষ্যশ্রেষ্ঠ মহর্ষি! সরস্বতীনদীর তীর্থগুলির উৎপত্তি, গুণ, বিহিতকার্য্য ও সেই সকল কার্য্যের ফল আপনি আমার নিকট বলুন ॥৩৪॥

বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ! যথাক্রমে সেই সকল তীর্থের নাম বলুন; তাহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে' ॥৩৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! আমি সরস্বতীর তীর্থগুলির উৎপত্তি, গুণ ও তাহার ফল বিস্তরক্রমে বলিতেছি; রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি তাহা শ্রবণ করুন ॥৩৬॥

মহারাজ! পূর্ব্বকালে যেস্থানে চন্দ্র যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন; যদুপ্রবীর বলরাম পুরোহিত, সুহৃদ্ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে সেই পবিত্র প্রভাসতীর্থে গমন করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

(৩৫)…ব্রহ্মন্! ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ!…পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৩৬)…ময়োচ্যমানং বৈ শৃণ্বন্ বৈ পুণ্যম্…পি। (৩৮) ইতঃ পরং '…পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ…' নি।

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং ভগবান্ সোমো যক্ষ্মণা সমগৃহ্যত।
কথঞ্চ তীর্থপ্রবরে তস্মিংশ্চন্দ্রো ন্যমজ্জত ॥৩৯॥
কথমাপ্লুত্য তস্মিংস্তু পুনরাপ্যায়িতঃ শশী।
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামুনে! ॥৪০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দক্ষস্য তনয়া যাস্তাঃ প্রাদুরাসন্ বিশাংপতে!।
স সপ্তবিংশতিং কন্যা দক্ষঃ সোমায় বৈ দদৌ ॥৪১॥
নক্ষত্রযোগনিরতাঃ সংখ্যানার্থঞ্চ তাভবন্।
পত্ন্যো বৈ তস্য রাজেন্দ্র! সোমস্য শুভকর্ম্মণঃ ॥৪২॥
তাস্তু সর্বা বিশালাক্ষ্যো রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
অত্যরিচ্যত তাসাস্তু রোহিণী রূপসম্পদা ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

নমু তস্য প্রভাসেতি নাম কুত ইত্যাহ বিমুক্তেতি। ভাসয়তে উড়ুরাট্ ॥৩৮॥

কিমিতি। যক্ষ্মণা রোগেণ। ন্যমজ্জত স্নাতবান্ ॥৩৯॥

কথমিতি। আপ্লুত্য অবগাহ্য। আপ্যায়িতো বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ ॥৪০॥

দক্ষস্যেতি। তাসাং মধ্যে সপ্তবিংশতিম্ ॥৪১॥

নক্ষত্রেতি। নক্ষত্রযোগে দিনেষু নক্ষত্রসম্বন্ধে নিরতা ব্যাপৃতাঃ, সংখ্যানার্থং দিনসংখ্যা-নিরূপণার্থম্। তাভবন্নিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥৪২॥

নরশ্রেষ্ঠ! চন্দ্র দক্ষপ্রজাপতির শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনরায় নিজের তেজ লাভ করিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। চন্দ্র জগৎ প্রভাসিত করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই তীর্থশ্রেষ্ঠের নাম হইয়াছে—'প্রভাস' ॥৩৮॥

জনমেজয় বলিলেন—'ভগবান্ চন্দ্রদেব যক্ষ্মরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন কেন? এবং কিপ্রকারেই বা তিনি সেই তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রভাসে অবগাহন করিয়াছিলেন? ॥৩৯॥

মহর্ষি! চন্দ্র সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া পুনরায় কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন? বিস্তরক্রমে এই সকল বিষয় আমার নিকট বলুন' ॥৪০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরনাথ! দক্ষপ্রজাপতির সেই যে অনেকগুলি কন্যা জন্মিয়াছিল; তাহার মধ্যে সাতাইশটী কন্যা তিনি চন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন ॥৪১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! শুভকার্য্যকারী চন্দ্রের সেই পত্নীগুলি দিনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করণের জন্য প্রতিদিন নক্ষত্রের যোগসম্পাদনে ব্যাপৃত হইয়াছিল ॥৪২॥

ততস্তস্যাং স ভগবান্ প্রীতিঞ্চক্রে নিশাকরঃ।
সাস্য হৃদ্যা বভূবাথ তস্মাত্তাং বুভুজে সদা ॥৪৪॥
পুরা হি সোমো রাজেন্দ্র! রোহিণ্যামবসচ্চিরম্।
ততস্তাঃ কুপিতাঃ সর্বা নক্ষত্রাখ্যা মহাত্মনঃ ॥৪৫॥
তা গত্বা পিতরং প্রাহুঃ প্রজাপতিমতন্দ্রিতাঃ।
সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা ॥৪৬॥
তা বয়ং সহিতাঃ সর্বাস্ত্বৎসকাশে প্রজেশ্বর!।
বৎস্যামো নিয়তাহারাস্তপশ্চরণতৎপরাঃ ॥৪৭॥
শ্রুত্বা তাসান্তু বচনং দক্ষঃ সোমমথাব্রবীৎ।
সমং বর্ত্তস্ব ভার্য্যাসু মা ত্বাধর্ম্মো মহান্ স্পৃশেৎ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

তা ইতি। বিশালাক্ষ্য আয়তনয়নাঃ। অত্যরিচ্যত প্রধানাসীৎ ॥৪৩॥

তত ইতি। প্রীতিং প্রেম। হৃদ্যা প্রিয়তমা ॥৪৪॥

দক্ষশাপকারণমাহ শ্লোকদ্বয়েন পুরেতি। নক্ষত্রাখ্যা দক্ষকন্যাঃ ॥৪৫॥

তা ইতি। প্রজাপতিং দক্ষম্, অতন্দ্রিতাঃ সাবধানাঃ সত্যঃ ॥৪৬॥

তা ইতি। ভর্ত্তৃত্যক্তানাং ভর্ত্তৃগৃহে স্থিত্যপেক্ষয়া পিতৃগৃহে তপশ্চরণমেব শ্রেয় ইতি ভাবঃ ॥৪৭॥

শ্রুত্বেতি। সমং তুল্যম্, ত্বা ত্বাম্, অধর্ম্মো বৈষম্যকরণনিবন্ধনং পাপম ॥৪৮॥

সেই কন্যারা সকলেই বিশালনয়না ও জগতে রূপে অতুলনীয়া ছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে রোহিণী রূপে সর্ব্বপ্রধানা ছিলেন ॥৪৩॥

সেই কারণে ভগবান্ চন্দ্র রোহিণীকেই অধিক ভাল বাসিতেন এবং রোহিণীই তাঁহার প্রিয়তমা ছিলেন। সুতরাং চন্দ্র সর্ব্বদা রোহিণীকেই ভোগ করিতেন ॥৪৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে চন্দ্রদেব রোহিণীর সহিতই সর্বদা বাস করিতেন। তাহাতে নক্ষত্রনাম্নী অপর দক্ষকন্যারা মহাত্মা চন্দ্রের উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৪৫॥

তখন তাঁহারা পিতা দক্ষপ্রজাপতির নিকট যাইয়া অবহিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—'চন্দ্রদেব আমাদের সহিত বাস করেন না, কিন্তু সর্ব্বদা রোহিণীর সঙ্গেই অবস্থান করেন' ॥৪৬॥

অতএব প্রজাপতি! আমরা সকলে মিলিত হইয়া আপনার নিকটে থাকিয়া নিয়তাহার ও তপশ্চরণতৎপর হইয়া বাস করিব' ॥৪৭॥

তাঁহাদের কথা শুনিয়া দক্ষ চন্দ্রদেবকে বলিলেন—'বৎস! তুমি সমস্ত ভার্য্যার সঙ্গেই সমান ব্যবহার কর; গুরুতর অধর্ম্ম যেন তোমাকে স্পর্শ করে না' ॥৪৮॥

তাশ্চ সর্ব্বাব্রবীদ্দক্ষো গচ্ছধ্বং শশিনোঽন্তিকম্।
সমং বৎস্যতি সর্বাসু চন্দ্রমা মম শাসনাৎ ॥৪৯॥
বিসৃষ্টাস্তাস্তথা জগ্মুঃ শীতাংশুভবনং তদা।
তথাপি সোমো ভগবান্ পুনরেব মহীপতে!।
রোহিণ্যা সার্দ্ধমবসৎ প্রীয়মাণো মুহুর্মুহুঃ ॥৫০॥
ততস্তাঃ সহিতাঃ সর্ব্বা ভূয়ঃ পিতরমব্রুবন্।
তব শুশ্রূষণে যুক্তা বৎস্যামো হি তবাশ্রমে।
সোমো বসতি নাস্মাসু নাকরোদ্বচনং তব ॥৫১॥
তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ সোমমথাব্রবীৎ।
সমং বর্ত্তস্ব ভার্য্যাসু মা ত্বাং শপ্স্যে বিরোচন! ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তা ইতি। বৎস্যতি অবস্থাস্যতে। শাসনাদাদেশাৎ ॥৪৯॥

বিসৃষ্টা ইতি। প্রীতির্হি সহবাসে প্রবলো হেতুরিতি ভাবঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫০॥

তত ইতি। যুক্তা নিরতাঃ। অস্মাসু ন বসতি অস্মৎসম্ভোগং ন কুরুত ইত্যর্থঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫১॥

তাসামিতি। সমং তুল্যম্। শপ্স্যে অভিশপ্তং করিষ্যে, হে বিরোচন! চন্দ্র! ॥৫২॥

এবং দক্ষ সেই কন্যাগণকেও বলিলেন—'তোমরা চন্দ্রের ভবনে গমন কর; চন্দ্র আমার আদেশ অনুসারে তোমাদের সকলের সহিতই সমান ব্যবহার করিবেন' ॥৪৯॥

দক্ষ বিদায় দিলে, তখন সেই কন্যারা চন্দ্রের ভবনে গমন করিলেন। রাজা! তথাপি ভগবান্ চন্দ্রদেব প্রীতিলাভ করিতে থাকিয়া, পুনরায় রোহিণীর সহিতই সর্ব্বদা বাস করিতে থাকিলেন ॥৫০॥

তদনন্তর সেই দক্ষকন্যারা মিলিত হইয়া যাইয়া পুনরায় পিতাকে বলিলেন— 'চন্দ্র আপনার আদেশ পালন করিতেছেন না এবং তিনি আমাদের সহিত বাসও করেন না; অতএব আমরা আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া আপনার গৃহেই বাস করিব' ॥৫১॥

তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া দক্ষ পুনরায় চন্দ্রকে বলিলেন—'চন্দ্র! তুমি সমস্ত ভার্য্যার সহিতই সমান ব্যবহার কর। আমি যেন তোমাকে অভিসম্পাত না করি' ॥৫২॥

(৫০)···রোহিণীং নিবসত্যেব···বঙ্গ বর্দ্ধ।

অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং দক্ষস্য ভগবান্ শশী।
রোহিণ্যা সার্দ্ধমবসত্ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ॥৫৩॥
গত্বা চ পিতরং প্রাহুঃ প্রণম্য শিরসা তদা।
সোমো বসতি নাস্মাসু তস্মান্নঃ শরণং ভব ॥৫৪॥
রোহিণ্যামেব ভগবন্! সদা বসতি চন্দ্রমাঃ।
ন তদ্বচো গণয়তি নাস্মাসু স্নেহমিচ্ছতি।
তস্মান্নস্ত্রাহি সর্বা বৈ যথা নঃ সোম আবিশেৎ ॥৫৫॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধো যক্ষ্মাণং পৃথিবীপতে!।
সসর্জ্জ রোষাৎ সোমায় স চোড়ুপতিমাবিশৎ ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

অনাদৃত্যেতি। তা রোহিণীতরদক্ষকন্যাঃ, কুপিতা অভবন্নিতি শেষঃ ॥৫৩॥
গত্বেতি। পিতরং দক্ষম্, প্রাহুস্তা ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥৫৪॥
রোহিণ্যামিতি। নঃ অস্মাকং গৃহ ইতি শেষঃ। আবিশেৎ প্রবিশেৎ। ষট্পাদঃ ॥৫৫॥
তদিতি। ভগবান্ দক্ষঃ। সসর্জ্জ শাপেন প্রেষয়ামাস। উড়ুপতিং চন্দ্রম্ ॥৫৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তীর্থক্রমাপেক্ষয়া, অনুপূর্বশঃ গুণোৎপত্ত্যাদিক্রমাপেক্ষয়া ॥৩৫—৩৭॥ প্রভাসঃ প্রভাসস্থম্ ॥৩৮—৪৭॥ ত্বা ত্বাম্, অধর্ম্মঃ মা স্পৃশেৎ ॥৪৮—৫১॥ বিরোচন! হে বিশেষেণ রোচমান!।

চন্দ্র দক্ষের সেই কথাও অগ্রাহ্য করিয়া, রোহিণীর সহিতই বাস করিতে লাগিলেন; তাহাতে অপর দক্ষকন্যারা পুনরায় কুপিত হইলেন ॥৫৩॥

তখন সেই দক্ষকন্যারা পুনরায় পিতার নিকট যাইয়া মস্তকদ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—'চন্দ্র আমাদের সহিত বাস করে না। অতএব আপনিই আমাদের রক্ষক হউন ॥৫৪॥

ভগবন্ পিতৃদেব! চন্দ্র সর্ব্বদাই রোহিণীর সহিত বাস করেন। তিনি আপনার বাক্য গ্রাহ্য করেন না; কিংবা আমাদের উপরেও স্নেহ করিবার ইচ্ছা করেন না। অতএব আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করুন এবং যাহাতে চন্দ্র আমাদের ঘরে প্রবেশ করেন, তাহা করুন' ॥৫৫॥

রাজা! ভগবান্ দক্ষপ্রজাপতি সেই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অভিসম্পাত করিয়া যক্ষ্মাকে প্রেরণ করিলেন। তখন যক্ষ্মা যাইয়া চন্দ্রের দেহে প্রবেশ করিল ॥৫৬॥

স যক্ষ্মণাভিভূতাত্মা ক্ষীয়তাহরহঃ শশী।
যত্নঞ্চাপ্যকরোদ্রাজন্! মোক্ষার্থং তস্য যক্ষ্মণঃ ॥৫৭॥
ইষ্টৈরিষ্টিভির্মহারাজ! বিবিধাভির্নিশাকরঃ।
ন চামুচ্যত শাপাদ্বৈ ক্ষয়ঞ্চৈবাভ্যগচ্ছত ॥৫৮॥
ক্ষীয়মাণে ততঃ সোমে ওষধ্যো ন প্রজজ্ঞিরে।
নিরাস্বাদরসাঃ সর্বা হতবীর্য্যাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥৫৯॥
ওষধীনাং ক্ষয়ে জাতে প্রাণিনামপি সংক্ষয়ঃ।
কৃশাশ্চাসন্ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ক্ষীয়মাণে নিশাকরে ॥৬০॥
ততো দেবাঃ সমাগম্য সোমমূচুর্মহীপতে!।
কিমিদং ভবতো রূপমীদৃশং ন প্রকাশতে।
কারণং ব্রূহি নঃ সর্ব্বং যেনেদং তে মহদ্ভয়ম্ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। অভিভূতাত্মা আক্রান্তদেহঃ। যক্ষ্মণ আক্রমণাৎ ॥৫৭॥
ইষ্টৈরিতি। ইষ্টৈঃ যাগং কৃত্বা, ইষ্টিভির্যাগৈঃ। শাপাৎ দক্ষশাপপ্রযুক্তযক্ষ্মণঃ ॥৫৮॥
ক্ষীয়েতি। ওষধ্যো ধান্যাদয়ঃ। হতবীর্য্যাশ্চাভবন্নিতি শেষঃ ॥৫৯॥
ওষধীনামিতি। সংক্ষয় আসীৎ। প্রজাঃ প্রাণিনঃ ॥৬০॥
তত ইতি। ঈদৃশং ক্ষীণম্। নঃ অস্মান্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬১॥

রাজা! যক্ষ্মা আসিয়া চন্দ্রের দেহ আক্রমণ করিলে, চন্দ্র দিন দিন ক্ষয় পাইতে লাগিলেন এবং সেই যক্ষ্মার আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টাও করিতে থাকিলেন ॥৫৭॥

মহারাজ! চন্দ্র নানাবিধ যজ্ঞ করিয়াও দক্ষশাপপ্রযুক্ত যক্ষ্মার আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইলেন না; প্রত্যুত ক্ষয়ই পাইতে লাগিলেন ॥৫৮॥

সেইভাবে চন্দ্র ক্ষয় পাইতে লাগিলে, ধান্যাদি শস্য আর পূর্ব্বের মত জন্মিতে লাগিল না এবং সেগুলির আস্বাদ ও রস পূর্ব্বের ন্যায় আর থাকিল না, ওষধীগুলিও বীর্য্যবিহীন হইয়া পড়িল ॥৫৯॥

শস্যের ক্ষয় হইতে লাগিলে, প্রাণিগণেরও ক্ষয় হইতে লাগিল; সুতরাং চন্দ্র ক্ষয় পাইতে থাকিলে, সমস্ত প্রাণীই কৃশ হইতে থাকিল ॥৬০॥

রাজা! তাহার পর দেবতারা আসিয়া চন্দ্রকে বলিলেন—'আপনার আকৃতিটা এরূপ হইয়া গেল কেন? ইহা পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রকাশই বা পায় না কেন?

(৫৭)···যত্নঞ্চাভ্যকরোৎ···পি। (৬১)···ঈদৃশং সংপ্রকাশতে—নি।

শ্রুত্বা চ বচনং তত্তো বিধাস্যামস্ততোঽভয়ম্ ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ সর্ব্বাংস্তান্ শশলক্ষণঃ ।
শাপস্য কারণঞ্চৈব যক্ষ্মাণঞ্চ তথাত্মনঃ ॥৬২॥
দেবাস্তথা বচঃ শ্রুত্বা গত্বা দক্ষমথাব্রুবন্ ।
প্রসীদ ভগবন্ ! সোমে শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্ততাম্ ॥৬৩॥
অসৌ হি চন্দ্রমাঃ ক্ষীণঃ কিঞ্চিচ্ছেষো হি লক্ষ্যতে ।
ক্ষয়াচ্চৈবাস্য দেবেশ ! প্রজাশ্চাপি গতাঃ ক্ষয়ম্ ।
বীরুদোষধয়শ্চাপি বীজানি বিবিধানি চ ॥৬৪॥
তেষাং ক্ষয়ে ক্ষয়োঽস্মাকং বিনাস্মাভির্জগচ্চ কিম্ ।
ইতি জ্ঞাত্বা লোকগুরো ! প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। ভয়স্যাভাবোঽভয়ং তৎ। শশলক্ষণঃ শশী। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৬২॥
দেবা ইতি। বিনিবর্ত্ততাং তব প্রসাদাদেবেতি ভাবঃ ॥৬৩॥
শাপানিবর্ত্তনে জগতোঽপি ক্ষতিমাহ অসাবিতি। প্রজাঃ প্রাণিনঃ। বীরুধো লতাশ্চ ওষধয়ঃ শস্যাদয়শ্চ তাঃ, বীজানি চ ক্ষয়ং গতানীতি শেষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৪॥
তেষামিতি। তেষাং প্রজাদীনাম্, ক্ষয়ে অস্মাকমপি ক্ষয়ো ভবেৎ ॥৬৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্বাং মা শপ্স্যে তব রোচনাং যথাহং শাপেন ন হরামি তথা যতস্বেত্যর্থঃ ॥৫২—৬১॥ শাপস্য লক্ষণং কারণম্ ॥৬২—৮৩॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩॥

যাহাতে আপনার এই গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই কারণ আপনি আমাদের নিকট বলুন ॥৬১॥

আপনার কথা শুনিয়া আমরা আপনার ভয়ের প্রতীকার করিব'। দেবতারা এইরূপ বলিলে, চন্দ্র নিজের শাপের কারণ এবং যক্ষ্মরোগের বিষয় দেবতাদের সকলের নিকট বলিলেন ॥৬২॥

দেবতারা চন্দ্রের সেইরূপ বাক্য শুনিয়া, দক্ষের নিকট গিয়া বলিলেন— 'ভগবন্! আপনি চন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং এই শাপ নিবৃত্ত হউক ॥৬৩॥

দেবাধীশ্বর! ঐ চন্দ্র ক্ষীণ হইয়াছেন; উঁহার শরীর অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। উঁহার ক্ষয়ে প্রাণীরাও ক্ষয় পাইয়াছে এবং লতা, ওষধি ও নানাবিধ বীজও ক্ষীণ হইয়াছে ॥৬৪॥

(৬২)…বিধাস্যামস্ততো বয়ম্—পি নি,…তৈরেবোক্তঃ প্রত্যুবাচ তান্ পুরা শশলক্ষণঃ—পি।

এবমুক্তস্ততো দেবান্ প্রাহ বাক্যং প্রজাপতিঃ।
নৈতচ্ছক্যং মম বচো ব্যাবর্ত্তয়িতুমন্যথা ॥৬৬॥
হেতুনা তু মহাভাগা! নিবর্ত্তিষ্যতি কেনচিৎ।
সমং বর্ত্ততু সর্বাসু শশী ভার্য্যাসু নিত্যশঃ ॥৬৭॥
সরস্বত্যা বরে তীর্থে উন্মজ্জন্ শশলক্ষণঃ।
পুনর্বর্দ্ধিষ্যতে দেবাঃ! তদ্বৈ সত্যং বচো মম ॥৬৮॥
মাসার্দ্ধঞ্চ ক্ষয়ং সোমো নিত্যমেব গমিষ্যতি।
মাসার্দ্ধন্তু সদা বৃদ্ধিং সত্যমেতদ্বচো মম ॥৬৯॥
সমুদ্রং পশ্চিমং গত্বা সরস্বত্যব্ধিসঙ্গমম্।
আরাধয়তু দেবেশং ততঃ কান্তিমবাপ্স্যতি ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। প্রজাপতির্দক্ষঃ। ব্যাবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুম্ ॥৬৬॥

হেতুনেতি। সমং সমানম্, বর্ত্ততু বর্ত্ততাম্ অবতিষ্ঠতামিত্যর্থঃ ॥৬৭॥

সরস্বত্যা ইতি। সরস্বত্যা বরে প্রধানে, তীর্থে প্রভাসে। শশলক্ষণশ্চন্দ্রঃ ॥৬৮॥

মাসেতি। মাসার্দ্ধং কৃষ্ণপক্ষং যাবৎ। মাসার্দ্ধং শুক্লপক্ষম্ ॥৬৯॥

সমুদ্রমিতি। দেবেশং নারায়ণম্। অবাপ্স্যতি চন্দ্রঃ ॥৭০॥

লোকগুরু! সেইগুলির ক্ষয়ে আমাদের ক্ষয় হইতেছে। আমরা না থাকিলে জগৎটা কিরূপ হইয়া যাইবে; ইহা বুঝিয়া আপনি চন্দ্রের প্রতি অনুগ্রহ করুন' ॥৬৫॥

দেবতারা এইরূপ বলিলে, দক্ষপ্রজাপতি দেবগণকে বলিলেন—'আমার বাক্য অন্য প্রকারে ফিরান যাইবে না ॥৬৬॥

মহাভাগগণ! আমার শাপবাক্য কোন এক কারণে নিবৃত্তি পাইতে পারে; প্রথমে চন্দ্র সর্ব্বদা সকল ভার্য্যার প্রতি সমান ব্যবহার করুন ॥৬৭॥

দেবগণ! তাহার পর চন্দ্র সরস্বতীনদীর প্রধান তীর্থ প্রভাসে অবগাহন করিয়া পুনরায় বৃদ্ধি পাইবেন; তাহা আমি আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি ॥৬৮॥

চন্দ্র মাসার্দ্ধকাল (কৃষ্ণপক্ষে) প্রত্যহই ক্ষয় পাইতে থাকিবেন; আর মাসার্দ্ধকাল (শুক্লপক্ষে) নিত্যই বৃদ্ধি পাইবেন। আমার এই কথা সত্য হইবে ॥৬৯॥

চন্দ্র পশ্চিম সমুদ্রে যাইয়া, সরস্বতীনদীর ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া, নারায়ণের আরাধনা করুন; তাহা হইলেই আপন কান্তি লাভ করিবেন' ॥৭০॥

(৬৬)…ব্যাবর্ত্তয়িতুমঞ্জসা—নি। (৭০)…ততঃ কান্তিমপ.প্স্যতি—বর্দ্ধ।

সরস্বতীং ততঃ সোমঃ স জগামর্ষিশাসনাৎ।
প্রভাসং প্রথমং তীর্থং সরস্বত্যা জগাম হ ॥৭১॥
অমাবস্যাং মহাতেজাস্তত্রোন্মজ্জন্ মহাদ্যুতিঃ।
লোকান্ প্রভাসয়ামাস শীতাংশুত্বমবাপ চ ॥৭২॥
দেবাস্তু সর্বে রাজেন্দ্র! প্রভাসং প্রাপ্য পুষ্কলম্।
সোমেন সহিতা ভূত্বা দক্ষস্য প্রমুখেঽভবন্ ॥৭৩॥
ততঃ প্রজাপতিঃ সর্বা বিসসর্জাথ দেবতাঃ।
সোমে চ ভগবান্ প্রীতো ভূয়ো বচনমব্রবীৎ ॥৭৪॥
মাবমংস্থাঃ স্ত্রিয়ঃ পুত্র! মা চ বিপ্রান্ কদাচন।
গচ্ছ যুক্তঃ সদা ভূত্বা কুরু বৈ শাসনং মম ॥৭৫॥

ভারতকৌমুদী

সরস্বতীমিতি। ঋষিশাসনাৎ দক্ষাদেশাৎ। প্রথমম্ অব্ধিসঙ্গমস্থানীয়ম্ ॥৭১॥
অমেতি। প্রভাসয়ামাস প্রকাশয়ামাস। শীতাংশুত্বং শীতলকিরণত্বম্ ॥৭২॥
দেবা ইতি। পুষ্কলং প্রচুরফলজনকম্। অভবন্ উপস্থিতা ইতি শেষঃ ॥৭৩॥
তত ইতি। প্রজাপতির্দক্ষঃ। প্রীতঃ স্বাদেশপালনাৎ ॥৭৪॥
মেতি। যুক্তঃ সাবধানঃ। শাসনমাদেশম্ ॥৭৫॥

তাহার পর চন্দ্র, দক্ষপ্রজাপতির আদেশ অনুসারে সরস্বতীনদীতে গমন করিলেন; ক্রমে সরস্বতীনদীর প্রথম তীর্থ প্রভাসে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৭১॥

তীক্ষ্ণতেজা ও বিশালদীপ্তি চন্দ্র সেই প্রভাসতীর্থে অমাবস্যা তিথিতে অবগাহন করিয়া, সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং শীতল কিরণ লাভ করিলেন ॥৭২॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তৎপরে দেবতারা প্রচুর ফলজনক প্রভাসতীর্থে গমন করিয়া, চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া, দক্ষের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৭৩॥

তদনন্তর ভগবান্ দক্ষপ্রজাপতি দেবতাগণকে বিদায় দিলেন; চন্দ্রের উপরে সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুনরায় এই কথা বলিলেন—॥৭৪॥

'বৎস! তুমি আর কখনও ভার্য্যাগণের প্রতি অবজ্ঞা করিও না; কিংবা ব্রাহ্মণগণের উপরেও অবহেলা জানাইও না। যাও, সর্ব্বদা মনোযোগী হইয়া আমার আদেশ পালন কর' ॥৭৫॥

(৭২)···তত্রামজ্জন্ মহাদ্যুতিঃ···নি। (৭৩)···প্রসাদং প্রাপ্য পুষ্কলম্···নি।

স বিসৃষ্টো মহারাজ! জগামাথ স্বমালয়ম্।
প্রজাশ্চ মুদিতা ভূত্বা পুনস্তস্থুর্যথা পুরা ॥৭৬॥
এবং তে সর্বমাখ্যাতং যথা শপ্তো নিশাকরঃ।
প্রভাসঞ্চ যথা তীর্থং তীর্থানাং প্রবরং হ্যভূৎ ॥৭৭॥
অমাবাস্যাং মহারাজ! নিত্যশঃ শশলক্ষণঃ।
স্নাত্বা হ্যাপ্যায়তে শ্রীমান্ প্রভাসে তীর্থ উত্তমে ॥৭৮॥
অতশ্চৈনং প্রজানন্তি প্রভাসমিতি ভূমিপ!।
প্রভাং হি পরমাং লেভে তস্মিন্নুন্মজ্জ্য চন্দ্রমাঃ ॥৭৯॥
ততস্তু চমসোদ্ভেদমচ্যুতস্ত্বগমদ্বলী।
চমসোদ্ভেদ ইত্যেবং যং জনাঃ কথয়ন্ত্যুত ॥৮০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বিসৃষ্টো দক্ষেণ। প্রজাঃ প্রাণিনঃ, মুদিতাঃ পুনঃ পুষ্টিলাভাৎ ॥৭৬॥
বৈশম্পায়নঃ প্রস্তুতমুপসংহরতি এবমিতি। শপ্তো দক্ষেণ ॥৭৭॥
অমেতি। শশলক্ষণশ্চন্দ্রঃ। আপ্যায়তে বর্দ্ধতে ॥৭৮॥
অত ইতি। প্রজানন্তি লোকা ইতি শেষঃ। উন্মজ্জ্য অবগাহ্য ॥৭৯॥
তত ইতি। অচ্যুতস্তীর্থনিয়মাদভ্রষ্টঃ। বলী বলবান্ রামঃ ॥৮০॥

মহারাজ! তাহার পর দক্ষপ্রজাপতি বিদায় করিলে, চন্দ্র আপন ভবনে গমন করিলেন এবং প্রাণীরাও পূর্ব্ব পুষ্টি লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়া, পুনরায় পূর্বের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥৭৬॥

রাজা! দক্ষপ্রজাপতি যে কারণে চন্দ্রের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে প্রভাসতীর্থ সমস্ত তীর্থের মধ্যে প্রধান হইয়াছিল; এই আমি আপনার নিকট সেই সমস্ত বলিলাম ॥৭৭॥

মহারাজ! চন্দ্র তদবধি প্রত্যেক অমাবস্যাতে তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রভাসে স্নান করিয়া, বৃদ্ধি ও কান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥৭৮॥

রাজা! এই কারণে জগতের লোক সেই তীর্থকে 'প্রভাস' বলিয়া জানে। যেহেতু চন্দ্র সেই তীর্থে স্নান করিয়া, উত্তম কান্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥৭৯॥

তদনন্তর তীর্থনিয়মসম্পন্ন ও বলবান্ রাম চমসোদ্ভেদতীর্থে গমন করিলেন। লোকে যাহাকে 'চমসোদ্ভেদ' এইরূপই বলিয়া থাকে ॥৮০॥

(৭৬)···নিত্যশঃ শশলক্ষণঃ। 'স্নাত্বা শাপাদ্বিমুক্তশ্চ জগামাথ স্বমালয়ম্···' ইত্যর্দ্ধমধিকং পি,·· মুদিতা ভূত্বা ঈজিরে·· নি। (৭৭)···তীর্থানাং প্রবরং মহৎ···পি নি।

তত্র দত্ত্বা চ দানানি বিশিষ্টানি হলায়ুধঃ।
উষিত্বা রজনীমেকাং স্নাত্বা চ বিধিবত্তদা ॥৮১॥
উদপানমথাগচ্ছৎ ত্বরাবান্ কেশবাগ্রজঃ।
আদ্যং স্বস্ত্যয়নঞ্চৈব যত্রাবাপ্য মহৎ ফলম্ ॥৮২॥ (যুগ্মকম্)
স্নিগ্ধত্বাদোষধীনাঞ্চ ভূমেশ্চ জনমেজয়!।
জানন্তি সিদ্ধা রাজেন্দ্র! নষ্টামপি সরস্বতীম্ ॥৮৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— ঃ*ঃ ——

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

——ঃ-০-ঃ——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মান্নদীগতঞ্চাপি হ্যুদপানং যশস্বিনঃ।
ত্রিতস্য চ মহারাজ! জগামাথ হলায়ুধঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। দত্ত্বা কৃত্বা। উদপানং নাম তীর্থম্। আদ্যং প্রধানম্, স্বস্তি মঙ্গলম্ অয়তে প্রাপ্নোতি যস্মিন্নিতি তৎ। অবাপ্য উপস্থায়, মহৎ ফলং লভত ইতি শেষঃ ॥৮১—৮২॥

স্নিগ্ধত্বাদিতি। স্নিগ্ধত্বাৎ অন্তঃসলিলসেকেন চিক্কণত্বাৎ আর্দ্রত্বাচ্চ, ওষধীনাং লতাদীনাম্। নষ্টাং ভূম্যন্তর্গতত্বাৎ অদৃশ্যাম্ ॥৮৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——ঃ০ঃ——

কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম সেই চমসোদ্ভেদতীর্থে বিশেষ বিশেষ দান, একরাত্রি বাস ও যথাবিধানে স্নান করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া, অত্যন্ত মঙ্গলজনক উদপানতীর্থে গমন করিলেন; যে তীর্থে উপস্থিত হইয়াই মানুষ মহাপুণ্য লাভ করে ॥৮১—৮২॥

রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! সিদ্ধপুরুষেরা যেখানে তরুলতাপ্রভৃতির স্নিগ্ধতা এবং ভূমির আর্দ্রতা দেখিয়া অন্তঃসলিলা সরস্বতীকেও জানিতে পারেন ॥৮৩॥

——ঃ০*০ঃ——

(৮২)…তত্রাবাপ্য মহাবলঃ—নি। (৮৩)…নিগূঢ়াং তাং…নি। * '…পঞ্চত্রিংশতমোঽধ্যায়ঃ…' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো। '… ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ…' নি।

তত্র দত্ত্বা বহু দ্রব্যং পূজয়িত্বা তথা দ্বিজান্।
উপস্পৃশ্য চ তত্রৈব প্রহৃষ্টো মুষলায়ুধঃ ॥২॥
তত্র ধর্ম্মপরো হ্যাসীত্ত্রিতঃ স সুমহাতপাঃ।
কূপে চ বসতা তেন সোমঃ পীতো মহাত্মনা ॥৩॥
তত্র চৈনং সমুৎসৃজ্য ভ্রাতরৌ জগ্মতুর্গৃহান্।
ততস্তৌ বৈ শশাপাথ ত্রিতো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥৪॥

জনমেজয় উবাচ।

উদপানং কথং ব্রহ্মন্! কথঞ্চ সুমহাতপাঃ।
পতিতঃ কিঞ্চ স ত্যক্তো ভ্রাতৃভ্যাং দ্বিজসত্তমঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি। নদীগতং সরস্বতীনদীস্থিতম্, উদপানং নাম তীর্থম্। পূর্ব্বমুদপানং ভূমিস্থম্, নষ্টামপীতি পূর্ব্বোক্তেঃ, ইদন্তু জলগতং নদীগতমিত্যভিধানাৎ। ত্রিতস্য তদাখ্যস্য মুনেঃ ॥১॥

তত্রেতি। পূজয়িত্বা বহু দ্রব্যদানেনৈব। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, প্রহৃষ্টোঽভূৎ ॥২॥

তত্রেতি। কূপে কূপমধ্যে, সোমঃ সোমরসঃ, পীতো যজ্ঞে ॥৩॥

তত্রেতি। ভ্রাতরৌ একতদ্বিতনামকৌ। শশাপ স্বপরিত্যাগাৎ ॥৪॥

উদেতি। উদপানং নাম কথমভবৎ। পতিতঃ কূপে, কিং কথম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! তাহার পর বলরাম ভূমিস্থিত সেই উদপান-তীর্থ হইতে যশস্বী ত্রিতমুনির নদীস্থিত উদপানতীর্থে গমন করিলেন ॥১॥

বলরাম সেই উদপানতীর্থে স্নান করিয়া বহুতর দ্রব্য দানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের প্রীতি জন্মাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন ॥২॥

পূর্ব্বকালে সেই উদপানতীর্থে ধার্ম্মিক ও মহাতপা ত্রিতমুনি অবস্থান করিতেন; সেই মহাত্মা কূপমধ্যে থাকিয়া যজ্ঞে সোমরস পান করিয়াছিলেন ॥৩॥

সেই ত্রিতমুনির ভ্রাতারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া, ত্রিতমুনি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি! সেই তীর্থের 'উদপান' নাম হইয়াছিল কেন? মহাতপা ত্রিতমুনিই বা কূপে পতিত হইয়াছিলেন কেন? এবং কি জন্যই বা তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল? ॥৫॥

---

(৫) কূপমুৎসৃজ্য তৌ যাতৌ স চ তৌ শপ্তবান্ কথম্···ইত্যর্দ্ধমধিকং পি।

কূপে কথঞ্চ হিত্বৈনং ভ্রাতরৌ জগ্মতুর্গৃহান্।
কথঞ্চ যাজয়ামাস পপৌ সোমঞ্চ বৈ কথম্।
এতদাচক্ষ্ব মে ব্রহ্মন্! শ্রোতব্যং যদি মন্যসে ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আসন্ পূর্বযুগে রাজন্! মুনয়ো ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চাদিত্যসন্নিভাঃ ॥৭॥
সর্ব্বে প্রজাপতিসমাঃ প্রজাবন্তস্তথৈব চ।
ব্রহ্মলোকজিতাঃ সর্বে তপসা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৮॥
তেষান্তু তপসা প্রীতো নিয়মেন দমেন চ।
অভবদ্গৌতমো নিত্যং পিতা ধর্ম্মরতঃ সদা ॥৯॥
স তু দীর্ঘেণ কালেন তেষাং প্রীতিমবাপ্য চ।
জগাম ভগবান্ স্থানমনুরূপমিবাত্মনঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কূপ ইতি। হিত্বা পরিত্যজ্য। যাজয়ামাসেতি স্বার্থে ইন্ আর্ষঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৬॥

আসন্নিতি। একস্য সাত্ত্বিকস্য ভাব ইতি একতা সাস্যাস্তীতি একতঃ, দ্বয়োঃ স্বাত্ত্বিকরাজসিকয়োর্ভাব ইতি দ্বিতা সাস্যাস্তীতি দ্বিতঃ; ত্রয়াণাং স্বাত্ত্বিকরাজসিকতামসিকানাং ভাব ইতি ত্রিতা সাস্যাস্তীতি ত্রিতঃ, সর্বত্র আর্ষআদিত্বাদৎ ॥৭॥

সর্ব ইতি। প্রজাবন্তঃ সন্তানবন্তঃ। ব্রহ্মবাদিনো বেদবক্তারঃ ॥৮॥

তেষামিতি। নিয়মেন ব্রতেন, দমেন ইন্দ্রিয়দমনেন ॥৯॥

স ইতি। স গৌতমঃ। তেষাং পুত্রাণাম। স্থানং স্বর্গম্ ॥১০॥

মহর্ষি! ত্রিতের ভ্রাতারা ত্রিতকে কূপে ফেলাইয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন কেন? ত্রিতমুনিই বা কূপে থাকিয়া কি প্রকারে যজ্ঞ ও সোমরস পান করিয়াছিলেন? এই সমস্ত বৃত্তান্ত যদি আমার শ্রোতব্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাহা আমার নিকট বলুন' ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলে—রাজা! সত্যযুগে সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী ও মুনী একত, দ্বিত ও ত্রিতনামে তিন ভ্রাতা ছিলেন ॥৭॥

তাঁহারা সকলেই বেদবক্তা, ব্রহ্মার ন্যায় বহু সন্তানশালী এবং তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মলোকবিজয়ী ছিলেন ॥৮॥

সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহাদের পিতা গৌতম তাঁহাদের তপস্যা, ব্রত ও ইন্দ্রিয়দমনে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন ॥৯॥

(১০)···স্বর্গমনুরূপমিবাত্মনঃ—পি।

মহাভারতম্



শল্যপর্ব্ব

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

চতুর্থখণ্ডম্

দর্শনাচার্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকস্তুরিবস্তু হ্সিদ্ধান্তবিদ্যালয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব প্রকাশিতঞ্চ

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে

গ্রাহকপক্ষে মূল্যং ১৲ সাধারণপক্ষে মূল্যং [illegible]

রাজানস্তস্য যে হ্যাসন্ যাজ্যা রাজন্! মহাত্মনঃ।
তে সর্বে স্বর্গতে তস্মিংস্তস্য পুত্রানপূজয়ন্ ॥১১॥
তেষান্তু কর্ম্মণা রাজন্! তথা চাধ্যয়নেন চ।
ত্রিতঃ স শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ যথৈবাস্য পিতা তথা ॥১২॥
তথা সর্বে মহাভাগা মুনয়ঃ পুণ্যলক্ষণাঃ।
অপূজয়ন্মহাভাগং যথাস্য পিতরং পুরা ॥১৩॥
কদাচিদ্ধি ততো রাজন্! ভ্রাতরাবেকতদ্বিতৌ।
যজ্ঞার্থং চক্রতুশ্চিন্তাং তথা বিত্তার্থমেব চ ॥১৪॥
তয়োর্বুদ্ধিঃ সমভবৎ ত্রিতং গৃহ্য পরন্তপ!।
যাজ্যান্ সর্ব্বানুপাদায় প্রতিগৃহ্য পশূংস্ততঃ ॥১৫॥
সোমং পাস্যামহে হৃষ্টাঃ প্রাপ্য যজ্ঞং মহাফলম্।
চক্রুশ্চৈব তথা রাজন্! ভ্রাতরস্ত্রয় এব চ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

রাজান ইতি। তস্য গৌতমস্য। অপূজয়ন্ যাজকত্বাঙ্গীকারেণ ॥১১॥
তেষামিতি। তেষাং ভ্রাতৃণাম্, কর্ম্মণা যাজনেন, অধ্যয়নেন বেদানাম্ ॥১২॥
তথেতি। মহাভাগং ত্রিতম্। পিতরং গৌতমম্ ॥১৩॥
কদাচিদিতি। বিত্তার্থং যজ্ঞসম্পাদনোপযোগিধনসংগ্রহার্থম্ ॥১৪॥
তয়োরিতি। গৃহ্য গৃহীত্বা। উপাদায় প্রাপ্য। সোমং সোমরসম্ ॥১৫—১৬॥

সেই মাহাত্ম্যশালী মহর্ষি গৌতম পুত্রগণের ব্যবহারে ও স্বভাবে সন্তুষ্ট থাকিয়া, দীর্ঘকাল পরে নিজের অনুরূপ স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥১০॥

রাজা! তৎকালে যে সকল রাজা গৌতমের যাজ্য ছিলেন, গৌতম স্বর্গে গমন করিলে, সেই রাজারা গৌতমের পুত্রগণকেই যাজকরূপে বরণ করিয়া সম্মান করিলেন ॥১১॥

রাজা! ত্রিত কর্ম্ম ও বেদাধ্যয়নের গুণে পিতার তুল্য হইয়া তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন ॥১২॥

এবং ধার্ম্মিক ও মহাত্মা অন্যান্য মুনিরা গৌতমের তুল্যই ত্রিতের সম্মান করিতে থাকিলেন ॥১৩॥

রাজা! কোন সময়ে একত ও দ্বিত এই দুই ভ্রাতা যজ্ঞ এবং তৎসম্পাদনের উপযুক্ত ধন সংগ্রহের জন্য চিন্তা করিলেন ॥১৪॥

শত্রুসন্তাপকারী রাজা! ক্রমে একত ও দ্বিতের এইরূপ পরামর্শ স্থির হইল যে, 'আমরা ত্রিতকে লইয়া সমস্ত যজমানের নিকটে যাইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে

তথা তু তে পরিক্রম্য যাজ্যান্ সর্বান্ পশূন্ প্রতি।
যাজয়িত্বা ততো যাজ্যান্ লব্ধ্বা তু সুবহূন্ পশূন্ ॥১৭॥
যাজ্যেন কর্ম্মণা তেন প্রতিগৃহ্য বিধানতঃ।
প্রাচীং দিশং মহাত্মান আজগ্মুস্তে মহর্ষয়ঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
ত্রিতস্তেষাং মহারাজ! পুরস্তাদ্‌যাতি হৃষ্টবৎ।
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব পৃষ্ঠতঃ কালয়ন্ পশূন্ ॥১৯॥
তয়োশ্চিন্তা সমভবদেকতস্য দ্বিতস্য চ।
কথং নু স্যুরিমা গাব আবাভ্যাং হি বিনা ত্রিতম্ ॥২০॥
তাবন্যোন্যং সমাভাষ্য একতশ্চ দ্বিতশ্চ হ।
যদূচতুর্মিথঃ পাপৌ তন্নিবোধ জনেশ্বর! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। পশূন্ প্রতি পশুগ্রহণায়। প্রতিগৃহ্য ধনানি ॥১৭—১৮॥
ত্রিত ইতি। পৃষ্ঠতো যাতি স্ম, কালয়ন্ সঞ্চালয়ন্ ॥১৯॥
তয়োরিতি। গাবঃ পশবঃ, আবাভ্যাম্ আবয়োঃ ॥২০॥
তাবিতি। সমাভাষ্য আলপ্য। মিথঃ পরস্পরম্, নিবোধ শৃণু ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মাদিতি ॥১—৫॥ যাজয়ামাস স্বার্থে ণিচ্, যাগং কৃতবান্ ॥৬—১৬॥ পশূন্ প্রতি পশ্বর্থং দক্ষিণার্থা গা প্রাপ্তুমিত্যর্থঃ ॥১৭—৫১॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪॥

পশু গ্রহণ করিয়া, আমরা মহাফলজনক যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া সোমরস পান করিব'। পরে সেই তিন ভ্রাতা সেইরূপই করিলেন ॥১৫—১৬॥

তাহার পর সেই মহর্ষিরা পশু গ্রহণ করিবার জন্য যজমানগণের নিকটে যাইয়া, তাঁহাদের যাজন করিয়া বহুতর পশু প্রাপ্ত হইয়া, সেই যাজনকর্ম্মদ্বারা যথাবিধানে ধন প্রতিগ্রহ করিয়া, পূর্ব্বদিকে আগমন করিলেন ॥১৭—১৮॥

মহারাজ! তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে ত্রিত যেন আনন্দিত হইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন; আর একত ও দ্বিত পশুগুলিকে চালাইতে থাকিয়া পিছনে পিছনে যাইতে থাকিলেন ॥১৯॥

ক্রমে একত ও দ্বিতের এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হইল যে, 'ত্রিতব্যতীত কেবল আমাদের দুইজনের এই পশুগুলি কি করিয়া হইতে পারে' ॥২০॥

(২০)·· সমভবদ্দৃষ্ট্বা পশুগণং মহৎ···পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

ত্রিতো যজ্ঞেষু কুশলস্ত্রিতো বেদেষু নিষ্ঠিতঃ।
অন্যাস্তু বহুলা গাস্তু ত্রিতঃ সমুপলপ্স্যতে ॥২২॥
তদাবাং সহিতৌ ভূত্বা গাঃ প্রকাল্য ব্রজাবহে।
ত্রিতোঽপি গচ্ছতাং কামমাবাভ্যাং বৈ বিনাকৃতঃ ॥২৩॥
তেষামাগচ্ছতাং রাত্রৌ পথি স্থানে বৃকোঽভবৎ।
তত্র কূপোঽবিদূরেঽভূৎ সরস্বত্যাস্তটে মহান্ ॥২৪॥
অথ ত্রিতো বৃকং দৃষ্ট্বা পথি তিষ্ঠন্তমগ্রতঃ।
তদ্ভয়াদপসর্পন্ বৈ তস্মিন্ কূপে পপাত হ।
অগাধে সুমহাঘোরে সর্বভূতভয়ঙ্করে ॥২৫॥
ত্রিতস্ততো মহারাজ! কূপস্থো মুনিসত্তমঃ।
আর্ত্তনাদং ততশ্চক্রে তৌ তু শুশ্রুবতুর্ম্মুনী ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ত্রিত ইতি। নিষ্ঠিতঃ পরায়ণঃ। সমুপলপ্স্যতে কালান্তরেঽপি ॥২২॥
তদিতি। প্রকাল্য চালয়িত্বা। বিনাকৃতো বিরহিতঃ ॥২৩॥
তেষামিতি। স্থানে দেশবিশেষে, বৃকো ব্যাঘ্রবিশেষঃ। অভবদতিষ্ঠৎ ॥২৪॥
অথেতি। অপসর্পন্ বৃকং পশ্যন্ পশ্চাদপসরন্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
ত্রিত ইতি। আর্ত্তনাদং পীড়াব্যঞ্জকশব্দম্। তৌ একতদ্বিতৌ ॥২৬॥

নরনাথ! পরে পাপবুদ্ধি একত ও দ্বিত পরস্পর আলোচনা করিয়া, পরস্পর যাহা বলিলেন, আপনি তাহা শ্রবণ করুন—॥২১॥

'ত্রিত যজ্ঞনিপুণ ও বেদপাঠপরায়ণ, অতএব ত্রিত আরও বহুতর পশু লাভ করিবে ॥২২॥

অতএব আমরা মিলিত হইয়া, পশুগুলিকে চালাইতে থাকিয়া, গৃহে গমন করি এবং ত্রিতও আমাদিগকে ছাড়িয়া ইচ্ছা অনুসারে গমন করুক' ॥২৩॥

এইভাবে তাঁহারা রাত্রিকালে গৃহে আসিতেছিলেন; এমন সময়ে পথের কোন স্থানে একটা বাঘ বসিয়াছিল এবং অনতিদূরে সরস্বতীনদীর তীরে একটা বিশাল কূপ ছিল ॥২৪॥

তাহার পর ত্রিত সম্মুখে পথে একটা বাঘকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহার ভয়ে সেই দিকে চাহিয়া পিছনে সরিতে সরিতে যাইয়া, সেই সর্বপ্রাণীর ভয়জনক অগাধকূপমধ্যে পতিত হইলেন ॥২৫॥

(২২)···তথা বেদেষু নিষ্ঠিতঃ। ততস্ত্রিতো বহুতরং গাবঃ···নি, অন্যাস্তু বহুলা গাবঃ··· বঙ্গ বর্দ্ধ। (২৪)···পথিস্থানাং বৃকোঽভবৎ···পি বা নি।

তং জ্ঞাত্বা পতিতং কূপে ভ্রাতরাবেকতদ্বিতৌ।
বৃকত্রাসাচ্চ লোভাচ্চ সমুৎসৃজ্য প্রজগ্মতুঃ ॥২৭॥
ভ্রাতৃভ্যাং পশুলুব্ধাভ্যামুৎসৃষ্টঃ স মহাতপাঃ।
উদপানে তদা রাজন্! নির্জ্জনে পশুসংবৃতে ॥২৮॥
ত্রিত আত্মানমালক্ষ্য কূপে বীরুত্তৃণাবৃতে।
নিমগ্নং ভরতশ্রেষ্ঠ! নরকে দুষ্কৃতী যথা ॥২৯॥
স বুদ্ধ্যাগণয়ৎ প্রাজ্ঞো মৃত্যোর্ভীতো হ্যসোমপঃ।
সোমঃ কথং নু পাতব্য ইহস্থেন ময়া ভবেৎ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)
স এবমভিনিশ্চিত্য তস্মিন্ কূপে মহাতপাঃ।
দদর্শ বীরুধং তত্র লম্বমানাং যদৃচ্ছয়া ॥৩১॥
পাংশুগ্রস্তে ততঃ কূপে বিচিন্ত্য সলিলং মুনিঃ।
অগ্নীন্ সঙ্কল্পয়ামাস হোতৄ্নাত্মানমেব চ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। লোভাৎ সর্ব্বপশুপ্রাপ্ত্যাশায়াঃ, সমুৎসৃজ্য ত্রিতং বিহায় ॥২৭॥

ভ্রাতৃভ্যামিতি। উৎসৃষ্টস্ত্যক্তঃ। উদকং পীয়তে অস্মিন্নিতি উদপানং কূপস্তস্মিন্ ॥২৮॥

ত্রিত ইতি। বীরুদ্ভির্লতাভিস্তৃণৈশ্চ আবৃতে। অসোমপঃ পূর্ব্বং তাদৃশযজ্ঞাকরণা-দপীতসোমরসঃ। ইহস্থেন কূপস্থিতেন ॥২৯—৩০॥

স ইতি। এবং ময়া যজ্ঞঃ কর্ত্তব্য ইত্থম্। বীরুধং লতাম্, যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া ॥৩১॥

মহারাজ! তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রিত কূপমধ্যে থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং একত ও দ্বিতমুনি তাহা শুনিতে পাইলেন ॥২৬॥

ওদিকে একত ও দ্বিত দুই ভ্রাতা ত্রিতকে কূপমধ্যে পতিত জানিয়া, ব্যাঘ্রের ভয়ে ও পশুর লোভে ত্রিতকে পরিত্যাগ করিয়াই চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

রাজা! তখন ত্রিত নির্জ্জনে ও হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ স্থানে কূপমধ্যে ভ্রাতৃগণ-পরিত্যক্ত অবস্থাতেই রহিলেন ॥২৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! পাপী লোক যেমন আপনাকে নরকপতিত অবস্থায় দর্শন করে, তেমন প্রাজ্ঞ ও অসোমপায়ী ত্রিত আপনাকে তৃণলতাবৃত কূপমধ্যে পতিত দর্শন করিয়া, মরণের ভয়ে ভীত হইয়া, মনে মনে ভাবিলেন, 'আমি এখানে থাকিয়া কি করিয়া সোমরস পান করিব' ॥২৯—৩০॥

অতিমহাতপা ত্রিত মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, দেখিতে পাইলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সেই কূপমধ্যে একটা লতা ঝুলিয়া রহিয়াছে ॥৩১॥

(৩২)…হোত্রে চাত্মানমেব চ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

ততস্তাং বীরুধং সোমং সঙ্কল্প্য সুমহাতপাঃ।
ঋচো যজূংষি সামানি মনসাচিন্তয়ন্মুনিঃ ॥৩৩॥
গ্রাবাণঃ শর্করাঃ কৃত্বা প্রচক্রেঽভিষবং নৃপ।।
আজ্যঞ্চ সলিলং চক্রে ভাগাংশ্চ ত্রিদিবৌকসাম্ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)
সোমস্যাভিষবং কৃত্বা চকার তুমুলং ধ্বনিম্।
স চাবিশদ্দিবং রাজন্! স্বরশ্চৈব ত্রিতস্য বৈ।
সমবাপ চ তং যজ্ঞং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৩৫॥
বর্ত্তমানে তথা যজ্ঞে ত্রিতস্য সুমহাত্মনঃ।
আবিগ্নং ত্রিদিবং সর্ব্বং কারণঞ্চ ন বুধ্যতে।
ততঃ সুতুমুলং শব্দং শুশ্রাবাথ বৃহস্পতিঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

পাংশ্বিতি। পাংশুগ্রস্তে বালুপূর্ণে। হোতৄন্ হোত্রাদীন্ ঋত্বিজঃ ॥৩২॥

তত ইতি। ঋচো মন্ত্রান্। গ্রাবাণঃ ক্ষুদ্রপাষাণান্। অভিষবং যজ্ঞম্ ॥৩৩—৩৪॥

সোমস্যেতি। অভিষবমগ্নাবর্পণম্। দিবং স্বর্গম্। সমবাপ সম্যক্ সম্পাদয়ামাস, মহাতপস্তয়া সত্যসঙ্কল্পত্বাদিতি ভাবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫॥

বর্ত্তেতি। আবিগ্নমুদ্বিগ্নমভবৎ। কারণমুদ্বেগস্য। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৬॥

পরে ত্রিতমুনি বালুপূর্ণ সেই কূপমধ্যে একদেশস্থিত জলকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিলেন এবং আপনাকে হোতা, তন্ত্রধার, ব্রহ্মা ও সদস্যরূপে কল্পনা করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর মহাতপা ত্রিতমুনি সেই লম্বিত লতাটাকে সোমলতারূপে কল্পনা করিলেন এবং ঋক্, যজু ও সামবেদকে মনে মনে চিন্তা করিতে থাকিয়া, কূপস্থ কাঁকরগুলিকে শর্করা কল্পনা করিয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। রাজা! সেই যজ্ঞে তিনি জলকে ঘৃত কল্পনা করিয়া তাহাদ্বারাই দেবগণের ভাগ নিরূপণ করিলেন ॥৩৩—৩৪॥

রাজা! ত্রিতমুনি সেই সোমরসের আহুতি দিয়া তুমুল বেদধ্বনি করিলেন; ত্রিতের সেই কণ্ঠস্বর স্বর্গলোকে যাইয়া প্রবেশ করিল। বেদবক্তারা যেরূপ বলিয়া থাকেন, ত্রিতমুনি সেইভাবেই যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ॥৩৫॥

মহাত্মা ত্রিতের সেই যজ্ঞ চলিতে থাকিলে, সমস্ত স্বর্গলোকই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল এবং সেই উদ্বেগের কারণ স্বর্গবাসীরা বুঝিতে পারিলেন না। তদনন্তর বৃহস্পতি সেই তুমুলশব্দ শুনিতে পাইলেন ॥৩৬॥

(৩৫) ...স্বনঃ শৈক্ষস্ত্রিতস্য বৈ...পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

শ্রুত্বা চৈবাব্রবীৎ সর্ব্বান্ দেবান্ দেবপুরোহিতঃ।
ত্রিতস্য বর্ত্ততে যজ্ঞস্তত্র গচ্ছামহে সুরাঃ। ॥৩৭॥
স হি ক্রুদ্ধঃ সৃজেদন্যান্ দেবানপি মহাতপাঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সহিতাঃ সর্বদেবতাঃ।
প্রযযুস্তত্র যত্রাসৌ ত্রিতযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে ॥৩৮॥
তে তত্র গত্বা বিবুধাস্তং কূপং যত্র স ত্রিতঃ।
দদৃশুস্তং মহাত্মানং দীক্ষিতং যজ্ঞকর্ম্মসু ॥৩৯॥
দৃষ্ট্বা চৈনং মহাত্মানং শ্রিয়া পরময়া যুতম্।
উচুশ্চাথ মহাভাগং প্রাপ্তা ভাগার্থিনো বয়ম্ ॥৪০॥
অথাব্রবীদৃষির্দেবান্ পশ্যধ্বং মাং দিবৌকসঃ!।
অস্মিন্ প্রতিভয়ে কূপে নিমগ্নং নষ্টচেতসম্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। দেবানাং পুরোহিতো বৃহস্পতিঃ ॥৩৭॥
নম্নু তত্রাস্মাকমগমনে কো দোষ ইত্যাহ স ইতি। সহিতা মিলিতাঃ। ষট্পাদঃ ॥৩৮॥
ত ইতি। বিবুধা দেবাঃ। দীক্ষিতং প্রবৃত্তম্ ॥৩৯॥
দৃষ্ট্বেতি। শ্রিয়া ব্রাহ্ম্যা শোভয়া। প্রাপ্তা আগতাঃ ॥৪০॥
অথেতি। ঋষিস্ত্রিতঃ। প্রতিভয়ে ভয়ঙ্করে। নষ্টচেতসং প্রায়েণ গতচৈতন্যম্ ॥৪১॥

তখন বৃহস্পতি সেই তুমুলশব্দ শুনিয়া দেবগণকে বলিলেন—'দেবগণ! ত্রিতমুনির যজ্ঞ চলিতেছে; সুতরাং চল, আমরা সেখানে যাই ॥৩৭॥

কারণ, মহাতপা ত্রিতমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য দেবগণকেও সৃষ্টি করিতে পারেন'। বৃহস্পতির সেই কথা শুনিয়া দেবতারা সকলে মিলিত হইয়া—যেখানে ত্রিতমুনির যজ্ঞ চলিতেছিল, সেইখানে গমন করিলেন ॥৩৮॥

ত্রিতমুনি যে কূপের মধ্যে ছিলেন, দেবতারা সেই কূপের মধ্যে গমন করিয়া দেখিলেন—ত্রিতমুনি যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন ॥৩৯॥

ক্রমে দেবতারা পরমব্রাহ্মীশোভায় শোভিত ও মহাত্মা ত্রিতমুনিকে দেখিয়া বলিলেন—'আমরা আপনার যজ্ঞভাগার্থী হইয়া আসিয়াছি' ॥৪০॥

তাহার পর ত্রিতমুনি দেবগণকে বলিলেন—'দেবগণ! আপনারা দর্শন করুন—আমি এই ভয়ঙ্কর কূপমধ্যে পতিত হইয়াছি এবং আমার চৈতন্যও প্রায় নষ্ট হইয়াছে' ॥৪১॥

(৪২)···মন্ত্রযুক্তান্ সমাদত্তে তে চ···পি,···সমদদৎ···বজ্ঞ বর্দ্ধ।

ততস্ত্রিতো মহারাজ! ভাগাংস্তেষাং যথাবিধি।
মন্ত্রযুক্তান্ সমদদাত্তে চ প্রীতাস্তদাভবন্ ॥৪২॥
ততো যথাবিধি প্রাপ্তান্ ভাগান্ প্রাপ্য দিবৌকসঃ।
প্রীতাত্মানো দদুস্তস্মৈ বরান্ যান্ মনসেচ্ছতি ॥৪৩॥
স তু বব্রে বরং দেবাংস্ত্রাতুমর্হথ মামিতঃ।
যশ্চাত্রোপস্পৃশেৎ কূপে স সোমপগতিং লভেৎ ॥৪৪॥
ততশ্চোর্ম্মিমতী রাজন্! উৎপপাত সরস্বতী।
তয়া ক্ষিপ্তঃ স উত্তস্থৌ পূজয়ংস্ত্রিদিবৌকসঃ ॥৪৫॥
তথেতি চোক্ত্বা বিবুধা জগ্মূ রাজন্! যথাগতাঃ।
ত্রিতশ্চাপ্যগমৎ প্রীতঃ স্বমেব নিলয়ং তদা ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ভাগান্ যজ্ঞীয়দ্রব্যাংশান্। তে দেবাঃ ॥৪২॥
তত ইতি। দিবৌকসো দেবাঃ। ইচ্ছতি স্ম ত্রিত ইতি শেষঃ ॥৪৩॥
স ইতি। ইতঃ কূপাৎ। উপস্পৃশেৎ স্নায়াৎ। সোমপগতিং যাজ্ঞিকলোকম্ ॥৪৪॥
তত ইতি। উর্ম্মিমতী তরঙ্গবতী। স ত্রিতঃ, উত্তস্থৌ তীরে ॥৪৫॥
তথেতি। বিবুধা দেবাঃ। নিলয়ং ভবনম্ ॥৪৬॥

মহারাজ! তদনন্তর ত্রিতমুনি মন্ত্র পাঠ করিয়া, সেই দেবগণকে তাঁহাদের যজ্ঞীয় ভাগ সমর্পণ করিলেন। তখন তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন ॥৪২॥

তাহার পর দেবতারা যথাবিধানে প্রদত্ত যজ্ঞীয়ভাগ লাভ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া—ত্রিতমুনি যে সকল বর মনে মনে ইচ্ছা করেন, সেই সকল বর দিতে চাহিলেন ॥৪৩॥

তখন ত্রিতমুনি দেবগণের নিকট এই বর চাহিলেন যে—'আপনারা এস্থান হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করুন এবং এই কূপে যে লোক স্নান করিবে, সে যেন যাজ্ঞিকের গতি লাভ করে' ॥৪৪॥

রাজা! তদনন্তর তরঙ্গশালিনী সরস্বতীনদী উত্থিত হইল এবং তাহারই তরঙ্গ-কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া ত্রিতমুনি দেবগণের পূজা করিতে থাকিয়া, তীরে উঠিলেন ॥৪৫॥

রাজা! 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া দেবতারা যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে চলিয়া গেলেন। ত্রিতও সন্তুষ্ট হইয়া আপন ভবনে গমন করিলেন ॥৪৬॥

(৪৪)···যশ্চেহোপস্পৃশেৎ···পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৪৫) ততশ্চোর্ম্মিভিঃ···পি, তথোৎক্ষিপ্তঃ স উত্তস্থৌ···বঙ্গ।

ক্রুদ্ধঃ স তু সমাসাদ্য তাবৃষী ভ্রাতরৌ তদা।
উবাচ পরুষং বাক্যং শশাপ চ মহাতপাঃ ॥৪৭॥
পশুলুব্ধৌ যুবাং যস্মান্মামুৎসৃজ্য প্রধাবিতৌ।
তস্মাদ্‌বৃকাকৃতী রৌদ্রৌ দংষ্ট্রিণাবভিতশ্চরৌ।
ভবিতারৌ ময়া শপ্তৌ পাপেনানেন কর্ম্মণা ॥৪৮॥
প্রসবাশ্চৈব যুবয়োর্গোলাঙ্গূলর্ক্ষবানরাঃ।
ইত্যুক্তে তু তদা তেন ক্ষণাদেব বিশাংপতে!।
তথাভূতাবদৃশ্যেতাং বচনাৎ সত্যবাদিনঃ ॥৪৯॥
তত্রাপ্যমিতবিক্রান্তঃ স্পৃষ্ট্বা তোয়ং হলায়ুধঃ।
দত্ত্বা চ বিবিধান্ দায়ান্ পূজয়িত্বা চ বৈ দ্বিজান্ ॥৫০॥
উদপানঞ্চ তং বীক্ষ্য প্রশস্য চ পুনঃ পুনঃ।
নদীগতমদীনাত্মা প্রাপ্তো বিনশনং তদা ॥৫১॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং তীর্থকথনে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

:০*০:

ভারতকৌমুদী

ক্রুদ্ধ ইতি। তৌ একতদ্বিতৌ। পরুষং নিষ্ঠুরম্ ॥৪৭॥

পশ্বিতি। বৃকাকৃতী ব্যাঘ্রাকারৌ। অভিতশ্চরৌ সর্বতো বিচারিণৌ। ষট্‌পাদঃ ॥৪৮॥

প্রসবা ইতি। প্রসবাঃ সন্তানাঃ, গোলাঙ্গূলাঃ কৃষ্ণবানরাঃ, ঋক্ষা ভল্লুকাঃ, বানরা ভবিতার ইতি শেষঃ। তথাভূতৌ বৃকরূপৌ একতদ্বিতৌ। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৯॥

মহাতপা ত্রিত আসিয়া সেই একত ও দ্বিত দুই ভ্রাতাকে পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া, বহুতর নিষ্ঠুর বাক্য বলিলেন এবং অভিসম্পাত করিলেন—॥৪৭॥

'তোমরা যেহেতু পশুলুব্ধ হইয়া, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, দৌড়াইয়া আসিয়াছিলে, সেই পাপকার্য্যবশতঃ আমি তোমাদিগকে অভিসম্পাত করিতেছি যে—তোমরা দুই জন দন্তশালী, ভীষণমূর্ত্তি ও সর্ব্বত্র বিচরণকারী ব্যাঘ্রাকৃতি দুইটা পশু হইবে ॥৪৮॥

আর তোমাদের সন্তানগুলিও কৃষ্ণবর্ণ বানর, ভল্লুক ও সাধারণ বানর হইবে'। নরনাথ! তিনি এইরূপ বলিলে, তখনই সেই সত্যবাদীর বাক্য অনুসারে একত ও দ্বিত সেইরূপই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥৪৯॥

* '...ষট্‌ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ...' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ...' নি।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিনশনং রাজন্! জগামাথ হলায়ুধঃ।
শূদ্রাভীরান্ প্রতি দ্বেষাদ্‌যত্র নষ্টা সরস্বতী ॥১॥
যস্মাৎ সা ভরতশ্রেষ্ঠ! দ্বেষান্নষ্টা সরস্বতী।
তস্মাত্তদৃষয়ো নিত্যং প্রাহুর্বিনশনেতি হ ॥২॥
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলঃ সরস্বত্যাং মহাবলঃ।
সুভূমিকং ততোঽগচ্ছৎ সরস্বত্যাস্তটে বরে ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। দায়ান্ দানানি। উদপানং কূপম্। অদীনাত্মা দানাদাবকাতরচিত্তঃ। বিনশনং নাম তীর্থম্। অস্ত ব্যুৎপত্তিং পরস্তাৎ বক্ষ্যতি ॥৫০—৫১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

তত ইতি। শূদ্রাশ্চ আভীরা গোপালাশ্চ তান্। নষ্টা অদৃশ্যতাং গতা ॥১॥

বিনশনপদব্যুৎপত্তিমাহ যস্মাদিতি। বিনশ্যতি অদৃশ্যতাং গচ্ছতি সরস্বতী যস্মিন্ তৎ ॥২॥

তত্রেতি। উপস্পৃশ্য সজলদেশে স্নাত্বা, বলো হলায়ুধঃ। সুভূমিকং নাম তীর্থম্ ॥৩॥

অমিতবিক্রমশালী ও অকাতরচিত্ত বলরাম—সেই কূপের জল স্পর্শ, নানাবিধ দান, ব্রাহ্মণগণের সম্মান, কূপ দর্শন এবং বার বার ত্রিতমুনির প্রশংসা করিয়া, সরস্বতীনদীস্থিত বিনশনতীর্থে গমন করিলেন ॥৫০—৫১॥

——:*:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! তাহার পর—যেখানে শূদ্রগণ এবং বিশেষতঃ গোপালগণের উপর বিদ্বেষবশতঃ সরস্বতীনদী অদৃশ্য হইয়াছে, বলরাম সেই বিনশনতীর্থে গমন করিলেন ॥১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেহেতু সরস্বতীনদী উক্ত বিদ্বেষবশতঃ সেইস্থানে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, সেই হেতু ঋষিরা তাহাকে বিনশনতীর্থ বলেন ॥২॥

মহাবল বলরাম তত্রত্য সরস্বতীনদীতেও স্নান করিয়া, পরে সরস্বতীনদীরই মনোহর তীরস্থিত সুভূমিকতীর্থে গমন করিলেন ॥৩॥

তত্র চাপ্সরসঃ শুভ্রা নিত্যকালমতন্দ্রিতাঃ।
ক্রীড়াভির্বিমলাভিশ্চ ক্রীড়ন্তি বিমলাননাঃ ॥৪॥
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা মাসি মাসি জনেশ্বর!।
অভিগচ্ছন্তি তত্তীর্থং পুণ্যং ব্রাহ্মণসেবিতম্ ॥৫॥
তত্রাদৃশ্যন্ত গন্ধর্বাস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।
সমেত্য সহিতা রাজন্! যথাপ্রাপ্তং যথাসুখম্ ॥৬॥
তত্র মোদন্তি দেবাশ্চ পিতরশ্চ সবীরুধঃ।
পুণ্যৈঃ পুষ্পৈঃ সদা দিব্যৈঃ কীর্য্যমাণাঃ পুনঃ পুনঃ ॥৭॥
আক্রীড়ভূমিঃ সা রাজন্! তাসামপ্সরসাং শুভা।
সুভূমিকেতি বিখ্যাতা সরস্বত্যাস্তটে বরে ॥৮॥
তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ বসু বিপ্রায় মাধবঃ।
শ্রুত্বা গীতঞ্চ তদ্দিব্যং বাদিত্রাণাঞ্চ নিস্বনম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। অতন্দ্রিতা অনলসাঃ ॥৪॥
তত্রেতি। পুণ্যং পুণ্যজনকম্ ॥৫॥
তত্রেতি। যথাপ্রাপ্তং যথাগতম্ ॥৬॥
দেবাদীনাং খেলপ্রকারমাহ তত্রেতি। বীরুদ্ভিঃ পুষ্পান্বিতলতাভিঃ সহেতি তে ॥৭॥
সুভূমিকশব্দযোগার্থমাহ আক্রীড়েতি। আক্রীড়ভূমিঃ খেলাভূমিঃ ॥৮॥

সেস্থানে গৌরবর্ণা ও নির্ম্মলমুখী অপ্সরারা আসিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা ক্রীড়া করে ॥৪॥

নরনাথ! দেবতারাও গন্ধর্ব্বগণের সহিত মিলিত হইয়া, প্রত্যেক মাসে পুণ্যজনক ও ব্রাহ্মণসেবিত সেই তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন ॥৫॥

রাজা! গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ সেস্থানে আসিয়া মিলিত হইয়া যথাসুখে বিচরণ করে, দেখা যায় ॥৬॥

সেস্থানে দেবগণ ও পিতৃগণ পুষ্পসমন্বিত লতা লইয়া আমোদ করিতে থাকেন; তখন বার বার তাঁহাদের উপরে সুন্দর সুন্দর স্বর্গীয় পুষ্প নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে ॥৭॥

রাজা! সরস্বতীনদীর তীরের মঙ্গলময় সেই স্থানটী অপ্সরাগণের খেলা করিবার স্থান বলিয়া, 'সুভূমিক' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥৮॥

(৪)···নিত্যকালমতন্দ্রিতাঃ···বঙ্গ বর্দ্ধ। (৬) তত্র নৃত্যন্তি গন্ধর্বাঃ···নি।

ছায়াশ্চ বিপুলা দৃষ্ট্বা দেবগন্ধর্বরক্ষসাম্।
গন্ধর্বাণাং ততস্তীর্থমগচ্ছদ্রোহিণীসুতঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
বিশ্বাবসুমুখাস্তত্র গন্ধর্বাস্তপসান্বিতাঃ।
নৃত্যবাদিত্রগীতঞ্চ কুর্বন্তি সুমনোরমম্ ॥১১॥
তত্র দত্ত্বা হলধরো বিপ্রেভ্যো বিবিধং বসু।
অজাবিকং গোখরোষ্ট্রং সুবর্ণং রজতং তথা ॥১২॥
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ কামৈঃ সন্তর্প্য চ মহাধনৈঃ।
প্রযযৌ সহিতো বিপ্রৈস্তূয়মানশ্চ মাধবঃ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
তস্মাদ্‌গন্ধর্বতীর্থাচ্চ মহাবাহুররিন্দমঃ।
গর্গস্রোতো মহাতীর্থমাজগামৈককুণ্ডলী ॥১৪॥
তত্র গর্গেণ বৃদ্ধেন তপসা ভাবিতাত্মনা।
কালজ্ঞানগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। বসু ধনম্, মাধবো মধুবংশীয়ঃ। বিপুলা বিশালা ॥৯—১০॥
বিশ্বেতি। বিশ্বাবসুমুখা বিশ্বাবসুপ্রভৃতয়ঃ ॥১১॥
তত্রেতি। বসু ধনম্। অজাশ্ছাগা অবয়ো মেষাশ্চ তৎ। কামৈরভীষ্টৈঃ ॥১২—১৩॥
তস্মাদিতি। একে মুখ্যে কুণ্ডলে অস্য স্তঃ ইতি এককুণ্ডলী ॥১৪॥
তত্রেতি। ভাবিতাত্মনা শোধিতচিত্তেন। কালানাং দিনমাসাদীনাং জ্ঞানং সৌর-

তদনন্তর রোহিণীনন্দন বলরাম সেই তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণগণকে ধন দান, স্বর্গীয় সেই গীতবাদ্য শ্রবণ এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের বিশাল বিশাল ছায়া দর্শন করিয়া, গন্ধর্বতীর্থে গমন করিলেন ॥৯—১০॥

তপঃসমন্বিত বিশ্বাবসুপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা সেই তীর্থে আসিয়া মনোহর নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিয়া থাকেন ॥১১॥

মধুবংশীয় বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ ধন, ছাগল, মেষ, গরু, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করিয়া এবং তাঁহাদিগকে মহামূল্য অভীষ্ট বস্তু সকল ভোজন করাইয়া, তাঁহাদের প্রীতিবিধানপূর্ব্বক সম্মিলিত হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন; তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিলেন ॥১২—১৩॥

সুন্দর কুণ্ডলধারী, মহাবাহু ও শত্রুদমনকারী বলরাম সেই গন্ধর্ব্বতীর্থ হইতে মহাতীর্থ গর্গস্রোতে আগমন করিলেন ॥১৪॥

(১০) ছায়াশ্চ বিমলা…পি, শয্যাশ্চ বিপুলা…নি।

উৎপাতা দারুণাশ্চৈব শুভাশ্চ জনমেজয় ! ।
সরস্বত্যাঃ শুভে তীর্থে বিদিতা বৈ মহাত্মনা ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
তস্য নাম্না চ তত্তীর্থং গর্গস্রোত ইতি স্মৃতম্ ।
তত্র গর্গং মহাভাগমৃষয়ঃ সুব্রতা নৃপ ! ।
উপাসাঞ্চক্রিরে নিত্যং কালজ্ঞানং প্রতি প্রভো ! ॥১৭॥
তত্র গত্বা মহারাজ ! বলঃ শ্বেতানুলেপনঃ ।
বিধিবদ্ধি ধনং দত্ত্বা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥১৮॥
উচ্চাবচাংস্তথা ভক্ষ্যান্ বিপ্রেভ্যো বিপ্রদায় সঃ ।
নীলবাসাস্ততোঽগচ্ছচ্ছঙ্খতীর্থং মহাযশাঃ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
তত্রাপশ্যন্মহাশঙ্খং মহামেরুমিবোচ্ছ্রিতম্ ।
শ্বেতপর্বতসঙ্কাশমৃষিসঙ্ঘৈর্নিষেবিতম্ ।
সরস্বত্যাস্তটে জাতং নগং তালধ্বজো বলী ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সাবনত্বাদিনা নিরূপণপ্রকারঃ তেন যুক্তা গতিরবস্থেতি সা। মধ্যপদলোপী সমাসঃ। জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাণাম্, ব্যতিক্রমো ভেদঃ অতিচারাদির্বা। উৎপাতা দিব্য-নাভস-ভূমিজা উপদ্রবাঃ ॥১৫—১৬॥

তস্যেতি। উপাসাঞ্চক্রিরে শুশ্রুবুঃ। কালজ্ঞানং প্রতি জ্যোতিষজ্ঞানলাভায়। এতেন গর্গ এব প্রথমং জ্যোতিষশাস্ত্রমাবিশ্চকার ইতি প্রতীয়তে। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

তত্রেতি। বলো হলায়ুধঃ। উচ্চাবচান্ নানাবিধান্ ॥১৮—১৯॥

তত্রেতি। উচ্ছ্রিতম্ উচ্চম্। নগং বৃক্ষম্। তালধ্বজো বলরামঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২০॥

জনমেজয় ! তপস্যার প্রভাবে শুদ্ধচিত্ত ও মহাত্মা বৃদ্ধ গর্গমুনি সেই তীর্থে থাকিয়া (বিশেষ গবেষণা করিয়া) কালের নিরূপণপ্রণালী, কালের অবস্থা, গ্রহ-নক্ষত্রাদির ব্যতিক্রম, দারুণ উৎপাত ও শুভলক্ষণ সকল অবগত হইয়াছিলেন ॥১৫—১৬॥

রাজা ! সেই তীর্থটী গর্গমুনির নাম অনুসারেই 'গর্গস্রোত' এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যথাবিহিত নিয়মশালী ঋষিরা জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য সেই স্থানে আসিয়া সর্ব্বদা গর্গমুনির সেবা করিয়া থাকেন ॥১৭॥

মহারাজ ! নীলবসনধারী, শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতদেহ ও মহাযশা বলরাম সেই গর্গস্রোতে যাইয়া, তপস্যার প্রভাবে শোধিতচিত্ত মুনিগণকে যথাবিধানে ধন দান করিয়া এবং সহচর ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ খাদ্য সমর্পণ করিয়া, মহাশঙ্খতীর্থে গমন করিলেন ॥১৮—১৯॥

যক্ষা বিদ্যাধরাশ্চৈব রাক্ষসাশ্চামিতৌজসঃ।
পিশাচাশ্চামিতবলা যত্র সিদ্ধাঃ সহস্রশঃ ॥২১॥
তে সর্ব্বে হ্যশনং ত্যক্ত্বা ফলং তস্য বনস্পতেঃ।
ব্রতৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব কালে কালে স্ম ভুঞ্জতে ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
প্রাপ্তৈশ্চ নিয়মৈস্তৈস্তৈর্বিচরন্তঃ পৃথক্ পৃথক্।
অদৃশ্যমানা মনুজৈর্ব্যচরন্ পুরুষর্ষভ!।
এবং খ্যাতো নরপতে! লোকেঽস্মিন্ স বনস্পতিঃ ॥২৩॥
ততস্তীর্থং সরস্বত্যাঃ পাবনং লোকবিশ্রুতম্।
তস্মিংশ্চ যদুশার্দ্দূলো দত্ত্বা তীর্থে পয়স্বিনীঃ।
তাম্রায়সানি ভাণ্ডানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥২৪॥
পূজয়িত্বা দ্বিজাংশ্চৈব পূজিতশ্চ তপোধনৈঃ।
পুণ্যং দ্বৈতবনং রাজন্! আজগাম হলায়ুধঃ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যক্ষা ইতি। অমিতৌজসঃ অপরিমিততেজসঃ। অশনম্ অন্যৎ খাদ্যম্ ॥২১—২২॥
প্রাপ্তৈতি। অদৃশ্যমানা দেবপ্রভাবাৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥
তত ইতি। পাবনং নাম। পয়স্বিনীর্দুগ্ধবতীর্গাঃ। আয়সানি লৌহময়ানি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। পূজয়িত্বা ধনদানাদিভিঃ ॥২৪—২৫॥

তালধ্বজ ও বলবান্ বলরাম সেখানে যাইয়া দেখিলেন—মহামেরুপর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ও কৈলাসপর্ব্বতের তুল্য শুভ্রবর্ণ, ঋষিগণসেবিত একটা বিশাল শঙ্খ রহিয়াছে এবং সরস্বতীনদীর তীরে একটা বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে ॥২০॥

সহস্র সহস্র অমিততেজা যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও অমিতবল পিশাচ যেখানে যাইয়া অন্য খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্রীয় নিয়ম ও লৌকিক নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন সময়ে সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া থাকেন ॥২১—২২॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ নরনাথ! তাঁহারা সেই সেই নিয়ম অনুসারে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিচরণ করিতে থাকিয়া, মনুষ্যগণের অদৃশ্যভাবে সেখানে অবস্থান করেন। এই কারণে সেই বৃক্ষটী বনস্পতিনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥২৩॥

রাজা! তাহার পর বলরাম জগদ্বিখ্যাত, সরস্বতীনদীস্থিত পাবননামকতীর্থে গমন করিলেন এবং সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে দুগ্ধবতী ধেনু, তাম্র ও লৌহময় ভাণ্ড এবং নানাবিধ বস্ত্রদানে সম্মানিত করিয়া, পবিত্র দ্বৈতবনে আগমন করিলেন। তৎকালে তপস্বীরা তাঁহার সম্মান করিলেন ॥২৪—২৫॥

(২৫) ··পুণ্যং নৈসর্গিকং···নি।

তত্র গত্বা মুনীন্ দৃষ্ট্বা নানাবেশধরান্ বলঃ।
আপ্লুত্য সলিলে চাপি পূজয়ামাস বৈ দ্বিজান্ ॥২৬॥
তথৈব দত্ত্বা বিপ্রেভ্যঃ পরিভোগান্ সুপুষ্কলান্।
ততঃ প্রায়াদ্বলো রাজন্! দক্ষিণেন সরস্বতীম্ ॥২৭॥
গত্বা চৈব মহাবাহুর্নাতিদূরং মহাযশাঃ।
ধর্ম্মাত্মা নাগধন্বানং তীর্থমাগমদচ্যুতঃ ॥২৮॥
যত্র পন্নগরাজস্য বাসুকেঃ সন্নিবেশনম্।
মহাদ্যুতের্মহারাজ! বহুভিঃ পন্নগৈর্বৃতম্।
ঋষীণাং হি সহস্রাণি তত্র নিত্যং চতুর্দ্দশ ॥২৯॥
যত্র দেবাঃ সমাগম্য বাসুকিং পন্নগোত্তমম্।
সর্বপন্নগরাজানমভ্যষিঞ্চন্ যথাবিধি।
পন্নগেভ্যো ভয়ং তত্র বিদ্যতে ন স্ম কৌরব! ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। বলো হলায়ুধঃ। আপ্লুত্য অবগাহ্য ॥২৬॥
তথেতি। সুপুষ্কলান্ অতিপ্রচুরান্ ॥২৭॥
গত্বেতি। নাগধন্বানং তদাখ্যম্। অচ্যুতস্তীর্থনিয়মাদভ্রষ্টঃ ॥২৮॥
যত্রেতি। বাসুকের্বাসুকিমূর্ত্তেঃ। সহস্রাণি তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৯॥
যত্রেতি। বাসুকিং বাসুকিমূর্ত্তিম্। অভ্যষিঞ্চন্ স্থাপনপূর্ব্বকম্। অয়মপি ষট্‌পাদঃ ॥৩০॥

বলরাম সেখানে যাইয়া নানাবিধবেশধারী মুনিগণকে দেখিয়া এবং তত্রত্য জলে অবগাহন করিয়া, ব্রাহ্মণগণের সেবা করিলেন ॥২৬॥

রাজা! পরে তিনি ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ভোগ্যবস্তু দান করিয়া, সেস্থান হইতে সরস্বতীনদীর অদূর দক্ষিণদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

মহাবাহু, মহাযশা, ধর্ম্মাত্মা ও তীর্থনিয়ম হইতে অভ্রষ্ট বলরাম অনতিদূরে গমন করিয়া নাগধন্বানতীর্থে আগমন করিলেন ॥২৮॥

মহারাজ! যে তীর্থে মহাতেজা, সর্পরাজ বাসুকির মন্দির রহিয়াছে এবং সর্পগণ সেই মন্দিরটীকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। আর সেখানে সর্ব্বদা চতুর্দ্দশ সহস্র ঋষি বাস করিতেছেন ॥২৯॥

কুরুনন্দন! দেবতারা যেখানে আগমন করিয়া, যথাবিধানে সর্পরাজ বাসুকিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সেইখানে তখন সর্পের ভয় ছিল না ॥৩০॥

(২৮)···ধর্ম্মজ্ঞো নাগধন্বানং···পি।

তত্রাপি বিধিবদ্দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো রত্নসঞ্চয়ান্।
প্রায়াৎ প্রাচীং দিশং তত্র তথা তীর্থান্যনেকশঃ।
সহস্রশতসংখ্যানি প্রথিতানি পদে পদে ॥৩১॥
আপ্লুত্য তেষু তীর্থেষু যথোক্তং তত্র চর্ষিভিঃ।
কৃত্বোপবাসনিয়মং দত্ত্বা দানানি ভূরিশঃ ॥৩২॥
অভিবাদ্য মুনীংস্তাংস্তু তত্র তীর্থনিবাসিনঃ।
অন্বিষ্যমার্গান্ প্রযযৌ যত্র ভূয়ঃ সরস্বতী ॥৩৩॥
প্রাঙ্মুখী বৈ নিববৃতে বৃষ্টির্বাতহতা যথা।
ঋষীণাং নৈমিষেয়াণামবেক্ষার্থং মহাত্মনাম্ ॥৩৪॥ (বিশেষকম্)
নিবৃত্তাং তাং সরিৎশ্রেষ্ঠাং তত্র দৃষ্ট্বা তু লাঙ্গলী।
বভূব বিস্মিতো রাজন্! বলঃ শ্বেতানুলেপনঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। রত্নানাং সঞ্চয়ান্ সমূহান্। পদে পদে স্থানে স্থানে। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩১॥

আপ্লুত্যেতি। আপ্লুত্য স্নাত্বা। অন্বিষ্য অপ্রশস্তরূপত্বাৎ। নৈমিষেয়াণাং নৈমিষারণ্যবাসিনাম্। অবেক্ষার্থং স্নানপানাদি সম্পাদনার্থম্ ॥৩২—৩৪॥

নিবৃত্তামিতি। তাং সরস্বতীম্। বলো বলরামঃ ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৩॥ শুভ্রাঃ শুচয়ঃ ॥৪—১৬॥ কালজ্ঞানং প্রতি কালজ্ঞানার্থম্ ॥১৭—১৯॥ শঙ্খং শঙ্খনামানম্, নগং বৃক্ষম্ ॥২০—৩৩॥ অবেক্ষার্থমিষ্টসিদ্ধ্যর্থম্ ॥৩৪—৩৫॥ ইচ্ছামি

বলরাম সেস্থানেও যথাবিধানে ব্রাহ্মণগণকে রত্নসমূহ দান করিয়া, পূর্ব্বদিকে যাইতে থাকিয়া, স্থানে স্থানে প্রসিদ্ধ বহুসংখ্যকতীর্থে গমন করিলেন ॥৩১॥

বলরাম সেই সকল তীর্থে স্নান, তত্রত্য মুনিগণকথিত উপবাস ও নিয়মসম্পাদন, ভূরি ভূরি বস্তু দান এবং সেই সকল তীর্থনিবাসী মুনিগণকে অভিবাদন করিয়া, পথ অন্বেষণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। যেখানে সরস্বতীনদী বায়ুতাড়িত বৃষ্টির ন্যায় পূর্ব্বমুখী হইয়া নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিগণের স্নানপানাদি কার্য্যসম্পাদনের জন্য প্রবাহিত হইতেছে ॥৩২—৩৪॥

রাজা! লাঙ্গলধারী ও শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতদেহ বলরাম নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে পূর্ব্বমুখে যাইতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৩৫॥

(৩২) ইতঃ পরং দাক্ষিণাত্যপুস্তকে বহব এব পাঠভেদা বিদ্যন্তে। (৩৩)···উদ্দিষ্টমার্গাঃ প্রযযৌ···বঙ্গ বর্দ্ধ।

জনমেজয় উবাচ।

কস্মাৎ সরস্বতী ব্রহ্মন্! নিবৃত্তা প্রাঙ্‌মুখী ততঃ।
ব্যাখ্যাতং শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বমধ্বর্য্যুসত্তম! ॥৩৬॥
কস্মিংশ্চিৎ কারণে তত্র বিস্মিতো যদুনন্দনঃ।
নিবৃত্তা হেতুনা কেন কথমেব সরিদ্বরা ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পূর্বং কৃতযুগে রাজন্! নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ।
বর্ত্তমানে সুবিপুলে সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥৩৮॥
ঋষয়ো বহবো রাজন্! তৎ সত্রমভিপেদিরে।
উষিত্বা চ মহাভাগাস্তস্মিন্ সত্রে যথাবিধি ॥৩৯॥
নিবৃত্তে নৈমিষীয়ে বৈ সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে।
আজগ্মুর্ঋষয়স্তত্র বহবস্তীর্থকারণাৎ ॥৪০॥ (বিশেষকম্)
ঋষীণাং বহুলত্বাত্তু সরস্বত্যা বিশাংপতে!।
তীর্থানি নগরায়ন্তে কূলে বৈ দক্ষিণে তদা ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

কস্মাদিতি। ব্যাখ্যাতং ত্বয়া বিশেষেণোক্তম্। হে অধ্বর্য্যুসত্তম! যজুর্বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ!। "অধ্বর্য্যুদ্গাতৃহোতারো যজুঃসামর্গ্বিদঃ ক্রমাৎ" ইত্যমরঃ ॥৩৬॥

কস্মিংশ্চিদিতি। কারণে সতি। যদুনন্দনো বলভদ্রঃ। সরিদ্বরা সরস্বতী ॥৩৭॥

পূর্বমিতি। কৃতযুগে সত্যযুগে। সত্রে যজ্ঞে। অভিপেদিরে লক্ষ্যীকৃত্যাগতাঃ। উষিত্বা গতেষিতি শেষঃ। নিবৃত্তে সমাপ্তে ॥৩৮—৪০॥

জনমেজয় বলিলেন—'যজুর্বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ মহর্ষি! নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেস্থান হইতে পূর্ব্বমুখে গমন করিল কেন? ইহা আমি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩৬॥

বলরাম সেস্থানে কি জন্য বিস্ময়াপন্ন হইলেন? এবং কোন্ কারণেই বা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী কি প্রকারে পূর্বমুখে গিয়াছিল?' ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! পূর্বকালে সত্যযুগে নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অতি বিশাল যজ্ঞ চলিতে থাকিলে, নৈমিষদেশীয় বহুতর তপস্বী ও ঋষি সেই যজ্ঞে আসিয়াছিলেন; সেই মহাত্মারা সেই যজ্ঞে যথাবিধানে অবস্থান করিয়া চলিয়া গেলে এবং সেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, আবার বহুতর ঋষি তীর্থকার্য্য করিবার জন্য সেস্থানে আগমন করিয়াছিলেন ॥৩৮—৪০॥

(৩৬)…প্রাঙ্‌মুখী ভবৎ…নি, ব্যাখ্যাতমেতদিচ্ছামি · বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা নি।

সমন্তপঞ্চকং যাবত্তাবত্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
তীর্থলোভান্নরব্যাঘ্র! নদ্যাস্তীরং সমাশ্রিতাঃ ॥৪২॥
জুহ্বতাং তত্র তেষান্তু মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
স্বাধ্যায়েনাতিমহতা বভূবুঃ পূরিতা দিশঃ ॥৪৩॥
অগ্নিহোত্রৈস্ততস্তেষাং হূয়মানৈর্মহাত্মনাম্।
অশোভত সরিৎশ্রেষ্ঠা দীপ্যমানৈঃ সমন্ততঃ ॥৪৪॥
বালখিল্যা মহারাজ! অশ্মকুট্টাশ্চ তাপসাঃ।
হস্তোলূখলিনশ্চান্যে সংপ্রখ্যানাস্তথাপরে ॥৪৫॥
বায়ুভক্ষ্যা জলাহারাঃ পর্ণভক্ষ্যাশ্চ তাপসাঃ।
নানানিয়মযুক্তাশ্চ তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ ॥৪৬॥
আসন্ বৈ মুনয়স্তত্র সরস্বত্যাঃ সমীপতঃ।
শোভয়ন্তঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং গঙ্গামিব দিবৌকসঃ ॥৪৭॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ঋষীণামিতি। নগরায়ন্তে নগরাণীবাচরন্তি স্ম ॥৪১॥

সমন্তেতি। তীর্থলোভাৎ তীর্থবাসাশায়াঃ ॥৪২॥

জুহ্বতামিতি। জুহ্বতাং হোমং কুর্ব্বতাম্। স্বাধ্যায়েন বেদপাঠধ্বনিনা ॥৪৩॥

অগ্নীতি। অগ্নিহোত্রৈস্তদীয়াগ্নিভিঃ। সরিৎশ্রেষ্ঠা সরস্বতী ॥৪৪॥

বালেতি। বালা এব খিল্যাঃ তপস্যারম্ভেণ সমাপ্তবালকব্যাপারা ইতি বালখিল্যাঃ। অশ্মসু পাষাণেষু কুট্টয়ন্তি ধান্যার্পণেন তণ্ডুলান্ নির্বর্ত্তয়ন্তীতি অশ্মকুট্টাঃ। হস্তা এব উলূখলান্যেষাং সন্তীতি তে। সম্যক্ প্রকর্ষেণ খ্যায়তে বেদো যৈস্তে। স্থণ্ডিলেষু শোধিতভূমিবিশেষেষু শেরত ইতি তে। গঙ্গাং মন্দাকিনীম্ ॥৪৫—৪৭॥

নরনাথ! তৎকালে বহুতর ঋষি আসিয়াছিলেন বলিয়া, সরস্বতীনদীর দক্ষিণতীরের তীর্থগুলি নগরের ন্যায় জনাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল ॥৪১॥

নরশ্রেষ্ঠ! সেই ব্রাহ্মণেরা সরস্বতীনদীর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া সমন্তপঞ্চকপর্য্যন্ত সমগ্র ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন ॥৪২॥

সেই বিশুদ্ধচিত্ত মুনিরা সেখানে হোম করিতে লাগিলে, তাঁহাদের বিশাল বেদধ্বনিতে সমস্ত দিক্ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥৪৩॥

সেই মহাত্মারা সকল দিকে অগ্নিহোত্র হোম করিতেছিলেন, তাহাতে তাহার অগ্নিগুলি জ্বলিতে থাকিয়া, সরস্বতীনদীর বিশেষ শোভা জন্মাইয়া ছিল ॥৪৪॥

(৪২)···নদ্যাস্তীরং সমাগতাঃ—পি। (৪৫) বালখিল্যা মহারাজ!···পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ··· দন্তোলূখলিনশ্চান্যে···বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

শতশশ্চ সমাপেতুর্ঋষয়স্তত্র যাজিনঃ।
তেঽবকাশং ন দদৃশুঃ সরস্বত্যা মহাব্রতাঃ ॥৪৮॥
ততো যজ্ঞোপবীতৈস্তে স্বৈস্তত্র কৃত্বা সরস্বতীম্।
জুহুবুশ্চাগ্নিহোত্রাংশ্চ চক্রুশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥৪৯॥
ততস্তমৃষিসঙ্ঘাতং নিরাশং চিন্তয়ান্বিতম্।
দর্শয়ামাস রাজেন্দ্র! তেষামর্থে সরস্বতী ॥৫০॥
ততঃ কুঞ্জান্ বহূন্ কৃত্বা সন্নিবৃত্তা সরিদ্বরা।
ঋষীণাং পুণ্যতপসাং কারুণ্যাজ্জনমেজয়! ॥৫১॥
ততো নিবৃত্য রাজেন্দ্র! তেষামর্থে সরস্বতী।
ভূয়ঃ প্রতীচ্যভিমুখী প্রসুস্রাব সরিদ্বরা ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

শতশ ইতি। সমাপেতুরাজগ্মুঃ। অবকাশং স্বাবস্থিতিদেশম্ ॥৪৮॥
তত ইতি। কৃত্বা কল্পয়িত্বা। জুহুবুস্তদন্তিক ইতি ভাবঃ ॥৪৯॥
তত ইতি। নিরাশং স্বদর্শনে। দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ ॥৫০॥
তত ইতি। কুঞ্জান্ তৃণলতাদীনি, কৃষ্ট্বা আকৃষ্যোন্মূল্য ॥৫১॥

মহারাজ! দেবতারা যেমন স্বর্গগঙ্গার নিকটে বাস করিয়া, তাহার শোভা সম্পাদন করেন; সেইরূপ বালখিল্য, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, প্রসংখ্যান, বায়ুভোজী, জলপায়ী, পর্ণাহারী, স্থণ্ডিলশায়ী ও নানাবিধ নিয়মশালী, তপস্যানিরত মুনিরা সরস্বতীনদীর শোভা সম্পাদন করিতে থাকিয়া, তাহার নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৪৫—৪৭॥

তাহার পর যজ্ঞকারী ও মহাব্রতধারী শত শত তপস্বী আগমন করিলেন; কিন্তু তাঁহারা সেখানে বাস করিবার স্থান দেখিতে পাইলেন না ॥৪৮॥

তদনন্তর তাঁহারা আপন আপন যজ্ঞোপবীতদ্বারা সরস্বতীনদী কল্পনা করিয়া, অগ্নিহোত্র হোম ও বেদোক্ত নানাবিধ কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তৎপরে সরস্বতীনদী সেই ঋষিগণকে নিরাশ ও চিন্তান্বিত দেখিয়া, তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিল ॥৫০॥

জনমেজয়! তাহার পর নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী পবিত্র তপস্বিগণের প্রতি দয়াবশতঃ বহুতর তৃণলতা আকর্ষণপূর্ব্বক উন্মূলিত করিয়া, তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া আসিল ॥৫১॥

(৪৯)···যজ্ঞোপবীতৈস্তে তত্তীর্থং নির্ম্মলায় বৈ···পি,···তে তত্তীর্থং নির্ম্মিমায় বৈ··· বঙ্গ বর্দ্ধ।

অমোঘাগমনং কৃত্বা তেষাং ভূয়ো ব্রজাম্যহম্।
ইত্যদ্ভুতং মহচ্চক্রে তদা রাজন্! মহানদী ॥৫৩॥
এবং স কুঞ্জো রাজন্! বৈ নৈমিষীয় ইতি শ্রুতঃ।
কুরুক্ষেত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ! কুরুষ্ব মহতীং ক্রিয়াম্ ॥৫৪॥
তত্র কুঞ্জান্ বহূন্ দৃষ্ট্বা নিবৃত্তাঞ্চ সরিদ্বরাম্।
বভূব বিস্ময়স্তত্র রামস্যাথ মহাত্মনঃ ॥৫৫॥
উপস্পৃশ্য তু তত্রাপি বিধিবদ্‌যদুনন্দনঃ।
দত্ত্বা দায়ান্ দ্বিজাতিভ্যো ভাণ্ডানি বিবিধানি চ ॥৫৬॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায় চ।
ততঃ প্রায়াদ্বলো রাজন্! পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। প্রসুস্রাব প্রবহতি স্ম ॥৫২॥

অমোঘেতি। তেষামৃষীণাম্। অদ্ভুতং প্রাঙ্মুখং গত্বা পুনঃ পশ্চিমমুখগমনম্ ৫৩॥

এবমিতি। কুঞ্জো লতাদিপিহিতপূর্ব্বস্থানম্। মহতীং যজ্ঞাদিরূপাম্ ॥৫৪॥

তত্রেতি। সরিদ্বরাং সরস্বতীম্। রামস্য বলভদ্রস্য ॥৫৫॥

উপেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা। দীয়ন্ত ইতি দায়া ধনানি তান্। ভক্ষ্যং পেয়ম্, ভোজ্যং খাদ্যম্। পূজ্যমানঃ প্রশস্যমানঃ ॥৫৬—৫৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেই ঋষিগণের জন্য ফিরিয়া আসিয়া, পুনরায় পশ্চিমাভিমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকিল ॥৫২॥

রাজা! তখন মহানদী সরস্বতী—'আমি ঋষিগণের আগমন অব্যর্থ করিয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে যাইব' ইহা ভাবিয়া সেই গুরুতর অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিল ॥৫৩॥

রাজা! সেই কুঞ্জগুলিই (তৃণলতাদিপরিবৃত দেশগুলিই) 'নৈমিষীয়' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনি কুরুক্ষেত্রের সেই নৈমিষীয়তীর্থে প্রশস্ত কার্য্য সকল করুন ॥৫৪॥

সেই স্থানে বহুতর কুঞ্জ রহিয়াছে এবং নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীও ফিরিয়া গিয়াছে; ইহা দেখিয়া মহাত্মা বলরামের বিস্ময় জন্মিল ॥৫৫॥

রাজা! বলরাম সেই স্থানেও যথাবিধানে স্নান করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন, নানাবিধ ভাণ্ড, খাদ্য ও পানীয় দান করিয়া, তথা হইতে গমন করিলেন; তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিলেন ॥৫৬—৫৭॥

(৫৭) ...পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ—পি।

সরস্বতীতীর্থবরং নানাদ্বিজগণাযুতম্।
বদরেঙ্গুদকাশ্মর্য্যপ্লক্ষাশ্বত্থবিভীতকৈঃ ॥৫৮॥
কক্কোলৈশ্চ পলাশৈশ্চ করীরৈঃ পীলুভিস্তথা।
সরস্বতীতীররুহৈস্তরুভির্বিবিধৈস্তথা ॥৫৯॥
করূষকবনৈশ্চৈব বিল্বৈরাম্রাতকৈস্তথা।
অতিমুক্তকষণ্ডৈশ্চ পারিজাতৈশ্চ শোভিতম্ ॥৬০॥
কদলীবনভূয়িষ্ঠং দৃষ্টিকান্তং মনোহরম্।
বায়্বম্বুফলপর্ণাদৈর্দন্তোলূখলিকৈরপি ॥৬১॥
তথাশ্মকুট্টৈর্বানেয়ৈর্মুনিভির্বহুভির্বৃতম্।
স্বাধ্যায়ঘোষসংঘুষ্টং মৃগযূথশতাকুলম্ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

সরস্বতীতি। কাশ্মর্য্যা গাম্ভারীবৃক্ষাঃ, প্লক্ষাঃ পর্কটীবৃক্ষাঃ। সরস্বতীতীরে রোহন্তি উৎপদ্যন্তে যে তে তৈঃ। অতিমুক্তকষণ্ডৈর্মাধবীলতাসমূহৈঃ। কদলীবনানি ভূয়িষ্ঠানি বহুলানি যত্র তৎ, দৃষ্টৌ কান্তং সুন্দরম্, অতএব মনোহরং চিত্তাকর্ষকম্। বায়্বম্বুফলপর্ণানি অদন্তি ভক্ষয়ন্তীতি তৈঃ। দন্তা এব উলূখলিকানি ধান্যনিষ্পেষকযন্ত্রাণি যেষাং তে তৈঃ। অশ্মকুট্টৈঃ প্রাগুক্তৈঃ, বানেয়ৈর্বনবাসিভিঃ। স্বাধ্যায়ঘোষৈর্বেদপাঠধ্বনিভিঃ সংঘুষ্টং শব্দিতম্। মৃগযূথানাং হরিণসমূহানাং শতেন আকুলং ব্যাপ্তম্। অহিংস্রৈর্হিংসারহিতৈঃ,

ভারতভাবদীপঃ

শ্রোতুমিতি শেষঃ ॥৩৬—৪৮॥ যজ্ঞোপবীতৈঃ যজ্ঞসূত্রৈঃ, তীর্থং ত্রেতাগ্নীনামুত্তরভাগং তীর্থত্বেন শ্রৌতে প্রসিদ্ধং নির্ম্মিমায় নির্ম্মায়েত্যর্থঃ ॥৪৯॥ নিরাশং সরস্বতীজললাভে ইত্যর্থঃ ॥৫০—৫৪॥ কুঞ্জান্ আত্মনো বাসস্থানানি তীর্থবিশেষাণীত্যর্থঃ ॥৫৮—৬৩॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫॥

——:০:——

মহারাজ! তাহার পর বলরাম সরস্বতীনদীর প্রধানতীর্থ সপ্তসারস্বতে আগমন করিলেন। সেখানে বহুতর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন এবং বদরী, ইঙ্গুদ, গাম্ভারী, পর্কটী, অশ্বত্থ, বিভীতক, কক্কোল, পলাশ, করীর, পীলুবৃক্ষ, সরস্বতীনদীর তীরজাত অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষ, করূষবন, বিল্ববৃক্ষ, আম্রাতকবৃক্ষ, মাধবীলতাসমূহ, পারিজাত-বৃক্ষ ও বহুতর কদলীবন থাকায়, সে স্থানটী দেখিতে সুন্দর ও চিত্ত আকর্ষণ করে। বায়ুভোজী, জলপায়ী, ফলাশী ও পর্ণভোজী, দন্তনিষ্পেষণে শস্যভক্ষী,

(৫৮)···বদরেঙ্গুদশাখাকা · নি। (৫৯) কক্কোলৈশ্চ কপালৈশ্চ···পি। (৬২) তথাশ্মকুট্টৈর্বাতৈয়ৈঃ···নি।

অহিংস্রৈর্ধর্ম্মপরমৈর্নৃভিরত্যর্থসেবিতম্।
সপ্তসারস্বতং তীর্থমাজগাম হলায়ুধঃ।
যত্র মঙ্কণকঃ সিদ্ধস্তপস্তেপে মহামুনিঃ ॥৬৩॥ (কুলকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বততীর্থোপাখ্যানে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥*

— — ঃ❋ঃ— —

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

——ঃ-০-ঃ——

জনমেজয় উবাচ।

সপ্তসারস্বতং কস্মাৎ কশ্চ মঙ্কণকো মুনিঃ।
কথং স সিদ্ধো ভগবান্ কশ্চাস্য নিয়মোঽভবৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্ম এব পরমঃ প্রাধান্যেনার্জনীয়ো যেষাং তৈঃ। সপ্তসারস্বতং তদাখ্যম্। মঙ্কণকো নাম। [illegible]পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৮—৬৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——ঃ❋ঃ——

সপ্তেতি। সপ্তসারস্বতং নাম। নিয়মঃ তপঃপ্রকারঃ ॥১॥

অশ্মকুট্ট ও বনবাসী বহুতর মুনি সে তীর্থটাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছিলেন এবং সে স্থানে বেদধ্বনি হইতেছিল, বহুতর হরিণ বিচরণ করিতেছিল, আর হিংসাশূন্য ও ধর্ম্মপরায়ণ মানুষেরাই কেবল বাস করিতেছিলেন এবং যেখানে সিদ্ধ ও মহামুনি মঙ্কণক তপস্যা করিতেছিলেন ॥৫৮—৬৩॥

——ঃ০❋০ঃ——

জনমেজয় বলিলেন—'সেই তীর্থের নাম—'সপ্তসারস্বত' হইল কেন? মঙ্কণক-মুনি কে? তিনি কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন? তাঁহার নিয়মই বা কিরূপ ছিল? ॥১॥

* '...সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ...' পি বক্স বর্দ্ধ বা সো, '...অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ...' নি।

কস্য বংশে সমুৎপন্নঃ কিঞ্চাধীতং দ্বিজোত্তম ! ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং যথাতত্ত্বং মহামুনে ! ॥২॥
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
রাজন্ ! সপ্ত সরস্বত্যো যাভির্ব্যাপ্তমিদং জগৎ ।
আহূতা বলবদ্ভির্হি তত্র তত্র সরস্বতী ॥৩॥
সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা ।
সরস্বতী চৌঘবতী সুরেণুর্বিমলোদকা ॥৪॥
পিতামহস্য মহতো বর্ত্তমানে মহামখে ।
বিততে যজ্ঞবাটে বৈ সংসিদ্ধেষু দ্বিজাতিষু ॥৫॥
পুণ্যাহঘোষৈর্বিমলৈর্বেদানাং নিনদৈস্তথা ।
দেবেষু চৈব ব্যগ্রেষু তস্মিন্ যজ্ঞবিধৌ তদা ॥৬॥
তত্র চৈব মহারাজ ! দীক্ষিতে প্রপিতামহে ।
যজতস্তস্য সত্রেণ সর্বকামসমৃদ্ধিনা ॥৭॥
মনসা চিন্তিতা হ্যর্থা ধর্ম্মার্থকুশলৈস্তদা ।
উপতিষ্ঠন্তি রাজেন্দ্র ! দ্বিজাতীংস্তত্র তত্র হ ॥৮॥ (কলাপকম্

ভারতকৌমুদী

কস্যেতি । কিং কিয়ৎ । তত্ত্বং যাথার্থ্যমনতিক্রম্যেতি যথাতত্ত্বম্ ॥২॥
রাজন্নিতি । সরস্বত্যো নদ্যঃ । আহূতা আহূয়ানীতা ॥৩॥
সরস্বত্যাঃ সপ্ত নামান্যাহ সুপ্রভেতি । আসাং প্রবৃত্তির্বক্ষ্যতে ॥৪॥
পিতেতি । পিতামহস্য ব্রহ্মণঃ । মহামখে মহাযজ্ঞে । বিততে বিস্তৃতে, যজ্ঞস্য বাটে

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ! মঙ্কণক কোন্ বংশে জন্মিয়াছিলেন ? এবং তিনি কতদূর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ? এই সকল বৃত্তান্ত আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি' ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! সরস্বতীনদী সাতটী—যেগুলিতে এই জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। প্রভাবশালী লোকেরা সেই সেই স্থানে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন ॥৩॥

সরস্বতীনদীর সাতটী নাম—সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা ॥৪॥

(২)···এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিধিবদ্দ্বিজসত্তম !—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ। (৩) সপ্তনদ্যঃ সরস্বত্যাঃ···নি। (৭)···জুহবুস্তত্র সত্রে চ সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়া—পি।

জগুশ্চ তত্র গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
বাদিত্রাণি চ দিব্যানি বাদয়ামাসুরঞ্জসা ॥৯॥
তস্য যজ্ঞস্য সম্পত্ত্যা তুতুষুর্দেবতা অপি।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কিমু মানুষযোনয়ঃ ॥১০॥
বর্ত্তমানে তথা যজ্ঞে পুষ্করস্থে পিতামহে।
অব্রুবন্নৃষয়ো রাজন্! নায়ং যজ্ঞো মহাগুণঃ ॥১১॥
ন দৃশ্যতে সরিৎশ্রেষ্ঠা যস্মাদিহ সরস্বতী।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রীতঃ সস্মারাথ সরস্বতীম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

স্থানে। সংসিদ্ধেষু সমাগতেষু। ব্যগ্রেষু নানাকার্য্যব্যাসক্তেষু। দীক্ষিতে প্রবৃত্তে। সত্রেণ যজ্ঞেন। অর্থা বস্তূনি। ধর্ম্মার্থকুশলৈর্দ্বিজাতিভিঃ। উপতিষ্ঠন্তি আগচ্ছন্তি স্ম ॥৫—৮॥

জগুরিতি। দিব্যানি স্বর্গীয়াণি, অঞ্জসা সামঞ্জস্যেন ॥৯॥

তস্যেতি। সম্পত্ত্যা নিষ্পত্ত্যা। তত্র কিমু বক্তব্যমিতি শেষঃ ॥১০॥

বর্ত্তেতি। পুষ্করস্থে পুষ্করতীর্থস্থিতে। মহান্ গুণ উৎকর্ষো যত্র স তাদৃশঃ ॥১১॥

কথং মহাগুণো নেত্যাহ নেতি। ভগবান্ ব্রহ্মা ॥১২॥

রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ! পূর্বকালে পূজনীয় ব্রহ্মার মহাযজ্ঞ চলিতে লাগিলে, বিস্তৃত যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণেরা আগমন করিলে, নির্ম্মল পুণ্যাহধ্বনি ও বেদধ্বনিতে সমস্ত দিক্ পূর্ণ হইলে, সেই যজ্ঞকার্য্যে দেবতারা নানাব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিলে, ব্রহ্মা সেই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে এবং তিনি সমস্ত দ্রব্যসম্ভারদ্বারা যজ্ঞ করিতে লাগিলে, ধর্ম্মার্থনিপুণ ব্রাহ্মণেরা মনে মনে চিন্তা করিবামাত্রই প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল সেই সেই স্থানে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল ॥৫—৮॥

সেই যজ্ঞে গন্ধর্বেরা গান করিতে লাগিল, অপ্সরারা নৃত্য করিতে থাকিল এবং অন্যান্য লোকেরা সেই নৃত্য ও গীতের সামঞ্জস্য রাখিয়া, স্বর্গীয় বাদ্য সকল বাজাইতে লাগিল ॥৯॥

সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ায় দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাতে মানুষেরা যে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল, সে বিষয়ে আর বক্তব্য আছে কি? ॥১০॥

রাজা! ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে থাকিয়া, যখন সেই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছিলেন; তখন তত্রত্য ঋষিরা বলিলেন—'এ যজ্ঞ বিশেষ উৎকৃষ্ট হইতেছে না ॥১১॥

কারণ, এখানে নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে দেখা যাইতেছে না'। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া সরস্বতীনদীকে স্মরণ করিলেন ॥১২॥

পিতামহেন যজতা আহূতা পুষ্করেষু বৈ।
সুপ্রভা নাম রাজেন্দ্র! নাম্না তত্র সরস্বতী ॥১৩॥
তাং দৃষ্ট্বা মুনয়স্তুষ্টাস্ত্বরাযুক্তাং সরস্বতীম্।
পিতামহং মানয়ন্তীং ক্রতুং তে বহু মেনিরে ॥১৪॥
এবমেষা সরিৎশ্রেষ্ঠা পুষ্করেষু সরস্বতী।
পিতামহার্থং সম্ভূতা তুষ্ট্যর্থঞ্চ মনীষিণাম্ ॥১৫॥
নৈমিষে মুনয়ো রাজন্! সমাগম্য সমাসতে।
তত্র চিত্রাঃ কথা হ্যাসন্ বেদং প্রতি জনেশ্বর! ॥১৬॥
যত্র তে মুনয়ো হ্যাসন্ নানাস্বাধ্যায়বেদিনঃ।
তে সমাগম্য মুনয়ঃ সস্মরুর্বৈ সরস্বতীম্ ॥১৭॥
সা তু ধ্যাতা মহারাজ! ঋষিভিঃ সত্রযাজিভিঃ।
সমাগতানাং রাজেন্দ্র! সহায়ার্থং মহাত্মনাম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

সুপ্রভায়া আবির্ভাবমাহ পিতেতি। নাম প্রসিদ্ধা আবির্ভূতেতি শেষঃ ॥১৩॥
তামিতি। ত্বরাযুক্তাং প্রবহণে। মানয়ন্তীং গৌরবাস্পদং কুর্ব্বতীম্ ॥১৪॥
এবমিতি। মনীষিণাং তত্রত্যানাং মুনীনাম্ ॥১৫॥
কাঞ্চনাক্ষ্যা আবির্ভাবমাহ চতুর্ভিঃ নৈমিষ ইতি। সমাসতে অবতিষ্ঠন্তে স্ম ॥১৬॥
যত্রেতি। নানাস্বাধ্যায়বেদিনো বহুবেদজ্ঞাঃ ॥১৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে যজ্ঞ করিতে থাকিয়া সরস্বতীনদীকে আহ্বান করিলেন, তাহাতে সেখানে সরস্বতীনদী আবির্ভূত হইল, তাহার নাম হইল—'সুপ্রভা' ॥১৩॥

সরস্বতীনদী সেখানে ব্রহ্মার গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকিয়া বেগে আবির্ভূত হইলে, মুনিরা তাহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সেই যজ্ঞের গৌরব করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

এইভাবে নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী ব্রহ্মার আহ্বানে মুনিগণের সন্তোষের জন্য পুষ্করতীর্থে আবির্ভূত হইয়াছিল ॥১৫॥

নরনাথ রাজা! পূর্ব্বকালে মুনিরা নৈমিষারণ্যে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন; তখন সেখানে বেদবিষয়ে বিচিত্র কথা চলিতেছিল ॥১৬॥

সেই বেদবিদ্ মুনিরা যেস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহারা সেইস্থানে সম্মিলিত হইয়া সরস্বতীনদীকে স্মরণ করিলেন ॥১৭॥

(১৪)···মুনয়স্তত্রাত্বরাযুক্তাং···পিতামহং চানয়ন্তীম্···পি।

আজগাম মহাভাগা তত্র পুণ্যা সরস্বতী।
নৈমিষে কাঞ্চনাক্ষী তু মুনীনাং সত্রযাজিনাম্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
আগতা সরিতাং শ্রেষ্ঠা তত্র ভারত! পূজিতা।
গয়স্য যজমানস্য গয়েষেব মহাক্রতুম্ ॥২০॥
আহূতা সরিতাং শ্রেষ্ঠা গয়যজ্ঞে সরস্বতী।
বিশালাং তাং গয়েষ্বাহুর্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২১॥
সরিৎ সা হিমবৎপার্শ্বাৎ প্রস্রুতা শীঘ্রগামিনী।
ঔদ্দালকে তথা যজ্ঞে যজতস্তস্য ভারত! ॥২২॥
সমেতে সর্বতঃ স্ফীতে মুনীনাং মণ্ডলে তদা।
উত্তরে কোশলাভাগে পুণ্যে রাজন্! মহাত্মনঃ ॥২৩॥
উদ্দালকেন যজতা পূর্ব্বং ধ্যাতা সরস্বতী।
আজগাম সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তং দেশমৃষিকারণাৎ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সেতি। সত্রযাজিভির্যাগবিশেষকারিভিঃ। সহায়ার্থং যজ্ঞে সাহায্যকরণার্থম্। কাঞ্চনাক্ষী নাম, মুনীনাং স্নানাদিকার্য্যসম্পাদিকেতি শেষঃ ॥১৮—১৯॥

বিশালাবির্ভাবমাহ দ্বাভ্যামাগতেতি। যজমানস্য কুর্ব্বতঃ। গয়েষু তদাখ্যদেশে ॥২০॥

আহূতেতি। আহূতা ঋত্বিগ্‌ভিরাহূয়ানীতা। সংশিতব্রতা দৃঢ়নিয়মাঃ ॥২১॥

সরিদিতি। প্রস্রুতা নির্গতা। ঔদ্দালকে ঔদ্দালকমুনিকৃতে ॥২২॥

সমেত ইতি। সমেতে সম্পন্নে। মণ্ডলে সমূহে, স্ফীতে বিশালে। কোশলাভাগে কোশলদেশৈকদেশে। ঋষিকারণাৎ উদ্দালকস্যৈব কার্য্যসম্পাদনার্থম্ ॥২৩—২৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ! যজ্ঞের সাহায্য করিবার জন্য সমাগত মুনিগণের কার্য্যসাধনোদ্দেশে যজ্ঞকারী মুনিরা স্মরণ করিলে, মহাভাগা ও পবিত্রা সরস্বতীনদী সেস্থানে আগমন করিল এবং যজ্ঞকারী মুনিগণের সেই নৈমিষারণ্যে সরস্বতীনদী 'কাঞ্চনাক্ষী' নামে প্রসিদ্ধ হইল ॥১৮—১৯॥

ভরতনন্দন! গয়রাজা গয়দেশে এক মহাযজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই যজ্ঞে তাঁহার আহ্বানে জগৎপূজিত নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেস্থানে আগমন করিয়াছিল ॥২০॥

গয়দেশে গয়যজ্ঞে আহূতা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে দৃঢ়ব্রত মুনিরা 'বিশালা' বলিয়া থাকেন ॥২১॥

ভরতনন্দন! উদ্দালক ঋষি যজ্ঞ করিতে থাকিয়া আহ্বান করিলে, সেই শীঘ্রগামিনী সরস্বতীনদী হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া সেই যজ্ঞে আসিয়াছিল ॥২২॥

(২০)…গয়েষেব মহানদী—পি।

পূজ্যমানা মুনিগণৈর্বল্কলাজিনসংবৃতৈঃ।
মনোরমেতি বিখ্যাতা সা হি তৈর্মনসা কৃতা ॥২৫॥
ওঘবত্যপি রাজেন্দ্র! বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
সমাহূতা কুরুক্ষেত্রে দিব্যতোয়া সরস্বতী ॥২৬॥
সুরেণুর্ঋষভে দ্বীপে পুণ্যে রাজর্ষিসেবিতে।
কুরোশ্চ যজমানস্য কুরুক্ষেত্রে মহাত্মনঃ।
আজগাম মহাভাগা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সরস্বতী ॥২৭॥
বিমলোদা ভগবতী ব্রহ্মণা যজতা পুনঃ।
সমাহূতা যযৌ তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

পূজ্যেতি। বল্কলাজিনসংবৃতৈঃ তরুবল্কলকৃষ্ণসারচর্ম্মাবৃতদেহৈঃ ॥২৫॥
ওঘেতি। ওঘঃ প্রশস্তো জলবেগঃ অস্যা অস্তীতি সা ॥২৬॥
সুরেণুরিতি। যজমানস্য যজ্ঞং কুর্ব্বতঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৭॥
বিমলেতি। বিমলমুদকং যস্যাঃ সা, ভগবতী পাপক্ষয়জনকতয়া মাহাত্ম্যবতী ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সপ্তেতি ॥১—১৬॥ সম্বরুঃ স্মৃতবস্তঃ ॥১৭—১৯॥ গয়েষু গয়দেশেষু ॥২০—২৬॥ সুরেণু-রুদ্দেশে ষষ্ঠী যদ্যপি তথাপি পঞ্চমে স্থানে কীর্ত্ত্যতে, শ্লোকানাং পৌর্ব্বাপর্য্যং বা বিজ্ঞেয়ম্

রাজা! তখন পবিত্র উত্তরকোশল দেশে এক বিশাল মুনিমণ্ডল সমবেত হইলে, যজ্ঞকারী উদ্দালকমুনি স্মরণ করিলে, নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেই মুনির কার্য্য সম্পাদনের জন্য সেখানে আগমন করিল ॥২৩—২৪॥

তরুবল্কল ও মৃগচর্ম্মধারী মুনিরা আদর করিতেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা মনে করিতেন বলিয়া তত্রত্য সরস্বতীনদীর নাম হইয়াছে—'মনোরমা' ॥২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা বশিষ্ঠ কুরুক্ষেত্রে থাকিয়া দিব্যজলা সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন; তাহার নাম হইয়াছে—'ওঘবতী' ॥২৬॥

রাজর্ষিগণসেবিত পবিত্র ঋষভদ্বীপে এবং কুরুক্ষেত্রে মহাত্মা কুরুরাজার যজ্ঞ করিবার সময়ে নদীশ্রেষ্ঠা মহাভাগা সরস্বতী সেখানে আগমন করিয়াছিল; তাহারই নাম—'সুরেণু' ॥২৭॥

ব্রহ্মা পবিত্র হিমালয়পর্ব্বতে যজ্ঞ করিতে থাকিয়া, মাহাত্ম্যবতী সরস্বতীনদীকে

(২৫) ইতঃ পরং
'দক্ষেণ যজতা চাপি গঙ্গাদ্বারে সরস্বতী। সুরেণুরিতি বিখ্যাতা প্রস্রুতা শীঘ্রগামিনী।'
শ্লোকোঽয়মধিকঃ বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

একীভূতাস্ততস্তাস্তু তস্মিংস্তীর্থে সমাগতাঃ।
সপ্তসারস্বতং তীর্থং ততস্তৎ প্রথিতং ভুবি ॥২৯॥
ইতি সপ্ত সরস্বত্যো নামতঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সপ্তসারস্বতঞ্চৈব তীর্থং পুণ্যং তথা স্মৃতম্ ॥৩০॥
শৃণু মঙ্কণকস্যাপি কৌমারব্রহ্মচারিণঃ।
আপগামবগাঢ়স্য রাজন্! প্রক্রীড়িতং মহৎ ॥৩১॥
দৃষ্ট্বা যদৃচ্ছয়া তত্র স্ত্রিয়মম্ভসি ভারত!।
স্নায়ন্তীং রুচিরাপাঙ্গীং দিগ্বাসসমনিন্দিতাম্।
সরস্বত্যাং মহারাজ! চস্কন্দে বীর্য্যমম্ভসি ॥৩২॥
তদ্রেতঃ স তু জগ্রাহ কলসে বৈ মহাতপাঃ।
সপ্তধা প্রবিভাগস্তু কলসস্থং জগাম হ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং সপ্তসারস্বতপদব্যুৎপত্তিমাহ একীতি। একীভূতা মুনিমাহাত্ম্যাৎ ॥২৯॥

ইতীতি। ইতীতি জনমেজয়প্রশ্নোত্তরসমাপ্তৌ ॥৩০॥

শৃণ্বিতি। আপগাং সরস্বতীং নদীম্, অবগাঢ়স্য নিত্যং স্নানেনালোড়িতবতঃ ॥৩১॥

দৃষ্ট্বেতি। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া। স্নায়ন্তীং স্নানং কুর্ব্বতীম্। চস্কন্দে পপাত। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

তদিতি। কলসস্থং তদ্রেত ইতি শেষঃ ॥৩৩॥

আহ্বান করিয়াছিলেন; তাহাতে সরস্বতী সে স্থানে গিয়াছিল। তাহারই নাম—'বিমলোদা' ॥২৮॥

তাহার পর সেই সাতটা সরস্বতীনদী এক হইয়া সেই তীর্থে গমন করিয়াছিল বলিয়া, জগতে তাহার 'সপ্তসারস্বত' নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥২৯॥

রাজা! এই আপনার নিকট সরস্বতীনদীর সাতটী নাম বলিলাম এবং পবিত্র সপ্তসারস্বততীর্থের কথাও কহিলাম ॥৩০॥

রাজা! এখন আপনি কুমারব্রহ্মচারী ও প্রত্যহ সরস্বতীস্নায়ী মঙ্কণকমুনিরও প্রশস্ত চরিত্র শ্রবণ করুন ॥৩১॥

ভরতনন্দন মহারাজ! কোন সময়ে ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে অনিন্দ্যসুন্দরী ও চারুনয়না একটী রমণী নগ্ন হইয়া সরস্বতীনদীর জলে স্নান করিতেছিল; তাহাকে দেখিয়া মঙ্কণকমুনির বীর্য্যস্খলন হইল ॥৩২॥

(৩২)…স্নানায় রুচিরাপাঙ্গীম্…পি।

তত্রর্ষয়ঃ সপ্ত জাতা জজ্ঞিরে মরুতাং গণাঃ।
বায়ুবেগো বায়ুবলো বায়ুহা বায়ুমণ্ডলঃ ॥৩৪॥
বায়ুজ্বালো বায়ুরেতা বায়ুচক্রশ্চ বীর্য্যবান্।
এবমেতে সমুৎপন্না মরুতা জনয়িষ্ণবঃ ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)
ইদমত্যদ্ভুতং রাজন্! শৃণ্বাশ্চর্য্যতরং ভুবি।
মহর্ষেশ্চরিতং যাদৃক্ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৩৬॥
পুরা মঙ্কণকঃ সিদ্ধঃ কুশাগ্রেণেতি বিশ্রুতম্।
ক্ষতঃ কিল করে রাজন্! তস্য শাকরসোঽস্রবৎ ॥৩৭॥
স বৈ শাকরসং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টঃ প্রনৃত্তবান্।
ততস্তস্মিন্ প্রনৃত্তে বৈ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ।
প্রনৃত্তমুভয়ং বীর! তেজসা তস্য মোহিতম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। জজ্ঞিরে পুনস্তেভ্য এব সপ্তর্ষিভ্যঃ। তেষামৃষীণাং নামান্যাহ বায়ুবেগ ইতি। বায়ুং হন্তীতি বায়ুহা। মরুতামূনপঞ্চাশদ্বায়ূনাম্, জনয়িষ্ণবো জনয়িতারঃ ॥৩৪—৩৫॥

ইদমিতি। মহর্ষের্মঙ্কণকস্য ॥৩৬॥

পুরেতি। শাকস্য রসো নির্যাসঃ, অস্রবৎ নিরগচ্ছৎ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৬—৩১॥ স্নায়ন্তীং স্নাতীম্ ॥৩২—৩৪॥ মরুতাং প্রাগ্ বায়ুনামেকোনপঞ্চাশতাম্, এতেষাং তপসা মরুতোঽদিত্যামুৎপন্না ইতি কল্পান্তরবিষয়োঽয়মর্থঃ ॥৩৫॥ ইদমত্যদ্ভুতং রাজন্নিত্যস্য তাৎপর্য্যম্—যোগেন সিদ্ধস্য কায়স্য পরিণামান্তরং হ্রাসবৃদ্ধ্যাদিকং ন জায়তেঽতস্তত্র প্রবিষ্টোঽন্নরসোঽপরিণমমান এব দেহান্নিঃসরতি তং দৃষ্ট্বা আত্মনঃ সিদ্ধকায়ত্বং মত্বা মঙ্কণকো

তৎক্ষণাৎ মহাতপা মঙ্কণকমুনি সেই বীর্য্য একটী কলসে ধারণ করিলেন এবং তাহা সাত ভাগে বিভক্ত হইল ॥৩৩॥

সেই কলসমধ্যে সাত জন ঋষি জন্মিয়াছিলেন এবং সেই সাত ঋষি হইতে আবার ঊনপঞ্চাশদ্বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই সাতজন ঋষির নাম যথা—বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা এবং বলবান্ বায়ুচক্র। ঊনপঞ্চাশদ্বায়ুর জনক এই ঋষিগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥৩৪—৩৫॥

রাজা! ত্রিভুবনবিখ্যাত মহর্ষি মঙ্কণকের এই আর একটী অত্যদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করুন—॥৩৬॥

রাজা! আমরা শুনিয়াছি—পূর্ব্বে মঙ্কণকমুনির হস্ত কুশাগ্রে ক্ষত হইয়াছিল; তখন তাহা হইতে শাকের রস নির্গত হইতে লাগিল ॥৩৭॥

ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈ রাজন্! ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ।
বিজ্ঞপ্তো বৈ মহাদেব ঋষেরর্থে নরাধিপ!।
নায়ং নৃত্যেদ্‌যথা দেব! তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥৩৯॥
ততো দেবো মুনিং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টমতীব হ।
সুরাণাং হিতকামার্থং মহাদেবোঽভ্যভাষত ॥৪০॥
হংহো! ব্রাহ্মণ! ধর্ম্মজ্ঞ! কিমর্থং নৃত্যতে ভবান্।
হর্ষস্থানং কিমর্থঞ্চ তবেদমধিকং মুনে!।
তপস্বিনো ধর্ম্মপথে স্থিতস্য দ্বিজসত্তম! ॥৪১॥

ঋষিরুবাচ।

কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন্! করাচ্ছাকরসং স্রুতম্।
যং দৃষ্ট্বাহং প্রনৃত্তো বৈ হর্ষেণ মহতা বিভো! ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। হর্ষাবিষ্টঃ, করাচ্ছাকরসস্রাবদর্শনেনাত্মনো নিখিলপদার্থগতকৃতজ্ঞানাদিতি ভাবঃ। প্রনৃত্তবান্ প্রকর্ষেণ নৃত্তং কৃতবান্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৮॥

ব্রহ্মেতি। অর্থে নৃত্যনিবৃত্ত্যর্থে, অন্যথা জগদ্ধ্বংসসম্ভব ইতি ভাবঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৯॥

তত ইতি। মুনিং নৃত্যন্তং মঙ্কণকম্ ॥৪০॥

হংহো ইতি। হর্ষস্য স্থানং হেতুরাগচ্ছদিতি শেষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪১॥

কিমিতি। হে ব্রহ্মন্! পরমাত্মন্! স্রুতং নির্গতম্ ॥৪২॥

বীর! মঙ্কণকমুনি সেই শাকরস দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন; তখন স্থাবর ও জঙ্গম উভয় পদার্থই তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিল ॥৩৮॥

নরনাথ রাজা! সেই সময়ে ব্রহ্মাদিদেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ মঙ্কণকমুনির নৃত্য নিবৃত্তির জন্য যাইয়া মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন যে—'দেব! মঙ্কণকমুনি যাহাতে আর নৃত্য না করেন, আপনি তাহা করুন' ॥৩৯॥

তাহার পর দেবদেব মহাদেব আসিয়া মঙ্কণকমুনিকে অত্যন্ত আনন্দিত দেখিয়া, দেবগণের হিতসাধনের জন্য বলিলেন—॥৪০॥

'মুনি! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ! ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি নৃত্য করিতেছ কেন? তুমি তপস্বী ও ধর্ম্মপথে স্থিত; সুতরাং তোমার এরূপ আনন্দ আসিল কেন?' ॥৪১॥

মঙ্কণকমুনি বলিলেন—'প্রভু! পরমাত্মা! আমার হস্ত হইতে শাকের রস

(৪১) ভো! ভো! ব্রাহ্মণ!...পি নি।

তং প্রহস্যাব্রবীদ্দেবো মুনিং রাগেণ মোহিতম্।
অহং ন বিস্ময়ং বিপ্র! গচ্ছামীতি প্রপশ্য মাম্ ॥৪৩॥
এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং মহাদেবেন ধীমতা।
অঙ্গুল্যগ্রেণ রাজেন্দ্র! স্বাঙ্গুষ্ঠস্তাড়িতোঽভবৎ ॥৪৪॥
ততো ভস্ম ক্ষতাদ্রাজন্! নির্গতং হিমসন্নিভম্।
তদ্‌দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো রাজন্! স মুনিঃ পাদয়োর্গতঃ ॥৪৫॥
মেনে দেবং মহাদেবমিদঞ্চোবাচ বিস্মিতঃ।
নান্যং দেবাদহং মন্যে রুদ্রাৎ পরতরং মহৎ ॥৪৬॥
সুরাসুরস্য জগতো গতিস্ত্বমসি শূলধৃক্!।
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং বদন্তীহ মনীষিণঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। রাগেণ আনন্দেন। মাং প্রপশ্য মদঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টিং নিধেহি ॥৪৩॥
এবমিতি। সময়োপযোগিকার্য্যকরণাদেব ধীমত্ত্বমিতি ভাবঃ ॥৪৪॥
তত ইতি। হিমসন্নিভং শুভ্রম্। ব্রীড়িতঃ অন্যস্যাপি রক্তেতরবস্তুনির্গমদর্শনাৎ ॥৪৫॥
মেন ইতি। পরতরং শ্রেষ্ঠতরম্, মহদিতি ক্লীবত্বমার্ষম্ ॥৪৬॥
সুরেতি। সুরাসুরস্য সুরাসুরাদিযুক্তস্য। গতিরাশ্রয়ঃ ॥৪৭॥

যে নির্গত হইতেছে, তাহা আপনি দেখিতেছেন না কি? যাহা দেখিয়া আমি গুরুতর আনন্দবশতঃ নৃত্য করিতেছি' ॥৪২॥

মঙ্কণকমুনিকে আনন্দমুগ্ধ দেখিয়া, মহাদেব হাস্য করিয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আমি তোমার ঐ ঘটনায় বিস্ময়াপন্ন হই নাই। তুমি আমাদের দিকে চাহিয়া দেখ—' ॥৪৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! বুদ্ধিমান্ মহাদেব মুনিশ্রেষ্ঠ মঙ্কণককে এই কথা বলিয়া, একটী অঙ্গুলির অগ্রদ্বারা নিজের অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিলেন ॥৪৪॥

রাজা! তাহার পর মহাদেব অঙ্গুষ্ঠের সেই ক্ষতদেশ হইতে হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ভস্ম নির্গত হইল। তাহা দেখিয়া মঙ্কণকমুনি লজ্জিত হইয়া মহাদেবের পাদযুগলে পতিত হইলেন ॥৪৫॥

ক্রমে মঙ্কণকমুনি সেই দেবকে মহাদেব বলিয়া মনে করিলেন এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—'আমি মনে করি—অন্য কোন দেবতাই রুদ্রদেব হইতে শ্রেষ্ঠতর বা প্রধানতর নহেন ॥৪৬॥

(৪৫)···নির্দ্ধতং হিমসন্নিভম্···পি।

ত্বামেব সর্বং বিশতি পুনরেব যুগক্ষয়ে।
দেবৈরপি ন শক্যস্ত্বং পরিজ্ঞাতুং কুতো ময়া ॥৪৮॥
ত্বয়ি সর্বে স্ম দৃশ্যন্তে ভাবা যে জগতি স্থিতাঃ।
ত্বামুপাসন্ত বরদং দেবা ব্রহ্মাদয়োঽনঘ! ॥৪৯॥
সর্ব্বস্ত্বমসি দেবানাং কর্ত্তা কারয়িতা চ হ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরাঃ সর্বে মোদন্তীহাকুতোভয়াঃ।
এবং স্তুত্বা মহাদেবং স ঋষিঃ প্রণতোঽভবৎ ॥৫০॥
যদিদং চাপলং দেব! কৃতমেতৎ স্ময়াদিকম্।
অতঃ প্রসাদয়ামি ত্বাং তপো মে ন ক্ষরেদিতি ॥৫১॥
ততো দেবঃ প্রীতমনাস্তমৃষিং পুনরব্রবীৎ।
তপস্তে বর্দ্ধতাং বিপ্র! মৎপ্রসাদাৎ সহস্রধা।
আশ্রমে চেহ বৎস্যামি ত্বয়া সার্দ্ধমহং সদা ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

ত্বামিতি। ত্বামেব সর্ব্বং বিশতি, "যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইতি শ্রুতেঃ ॥৪৮॥
ত্বয়ীতি। ভাবাঃ পদার্থাঃ। "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে" ইতি শ্রুতেঃ ॥৪৯॥
সর্ব্ব ইতি। দেবানামিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বেষামেব জীবানামিত্যর্থঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫০॥
যদিতি। স্ময়াদিকং বিস্ময়ানন্দনিমিত্তকম্। ন ক্ষরেৎ ন ক্ষীয়েত ॥৫১॥

শূলপাণি! দেবাসুরাদিসমন্বিত সমগ্র জগতের আপনিই আশ্রয় এবং আপনিই এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন ॥৪৭॥

আবার প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ আপনাতেই যাইয়া প্রবেশ করে। সুতরাং দেবতারাও আপনাকে জানিতে পারেন না; তাহাতে আমি জানিব কি করিয়া ॥৪৮॥

নিষ্পাপ মহাদেব! জগতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহা আপনাতে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্যই ব্রহ্মাদি দেবগণ বরদাতা আপনারই উপাসনা করিয়াছেন ॥৪৯॥

দেবদেব! আপনিই দেবগণের সর্বময় কর্ত্তা ও কার্য্যকারয়িতা এবং দেবতারা সকলে আপনারই অনুগ্রহে এই জগতে অকুতোভয়ে আমোদ করিয়া থাকেন'। মঙ্কণকমুনি এইরূপ স্তব করিয়া, মহাদেবের চরণে প্রণত হইলেন ॥৫০॥

(পরে মঙ্কণকমুনি বলিলেন—) 'দেব! বিস্ময় ও আনন্দনিবন্ধন আমি এই যে চপলতা করিয়া ফেলিয়াছি; তাহার জন্যই আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি—আমার যেন তপঃক্ষয় হয় না' ॥৫১॥

(৫০) ইতঃ পরং বহব এব শ্লোকা অধিকাঃ নি। (৫১)...কৃতং মন্নর্ত্তনাদিকম্ · পি।

সপ্তসারস্বতে চাস্মিন্ যো মামর্চ্চিষ্যতে নরঃ।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিদ্ভবিতেহ পরত্র বা।
সারস্বতঞ্চ তে লোকং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৫৩॥
এতন্মঙ্কণকস্যাপি চরিতং ভূরিতেজসঃ।
স হি পুত্রঃ সুকন্যায়ামুৎপন্নো মাতরিশ্বনা ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বততীর্থোপাখ্যানে ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। আশ্রমে চেহ বৎস্যামি, ত্বৎতপঃফলমিদমিতি ভাবঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫২॥
সপ্তেতি। সরস্বত্যা ব্রাহ্ম্যা অয়মিতি সারস্বতস্তম্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৩॥
এতদিতি। চরিতমুক্তমিতি শেষঃ। মাতরিশ্বনা বায়ুনা ॥৫৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:০:—

ভারতভাবদীপঃ

গর্ব্বেণ নৃত্যতি, তদেব ক্ষয়শূন্যত্বং দেহস্য মহতী যোগসিদ্ধিঃ, দেহস্য ভস্মভূতত্বস্ত মহীয়সী সিদ্ধিরিত্যেতদ্রুদ্রো দর্শয়ংস্তস্য গর্ব্বং পরিহরতীতি ॥৩৬—৫০॥ স্বয়াদিকং গর্ব্বাদিকম্ ॥৫১—৫৪॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬॥

—:-:—

তাহার পর মহাদেব মঙ্কণকমুনিকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! তোমার তপস্যা সহস্র গুণে বৃদ্ধি লাভ করুক এবং তোমার সেই তপস্যার ফলে আমি এই আশ্রমে তোমার সহিত সর্বদা বাস করিব ॥৫২॥

যে লোক এই সপ্তসারস্বততীর্থে আমার পূজা করিবে, ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কোন বস্তুই দুর্লভ হইবে না এবং সে লোক ব্রহ্মলোকে গমন করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥৫৩॥

এই মহাতেজা মঙ্কণকমুনির চরিত্র বলিলাম। তিনি বায়ুর ঔরসে সুকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥৫৪॥

* '…অষ্টত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ…' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ…' নি।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

———:০*০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উষিত্বা তত্র রামস্তু সংপূজ্যাশ্রমবাসিনঃ।
তথা মঙ্কণকে প্রীতিং শুভাঞ্চক্রে হলায়ুধঃ ॥১॥
দত্ত্বা দানং দ্বিজাতিভ্যো রজনীং তামুপোষ্য চ।
পূজিতো মুনিসঙ্ঘৈশ্চ প্রাতরুত্থায় লাঙ্গলী ॥২॥
অনুজ্ঞাপ্য মুনীন্ সর্বান্ স্পৃষ্ট্বা তোয়ঞ্চ ভারত!।
প্রযযৌ ত্বরিতো রামস্তীর্থহেতোর্মহাবলঃ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
তত ঔশনসং তীর্থমাজগাম হলায়ুধঃ।
কপালমোচনং নাম যত্র মুক্তো মহামুনিঃ ॥৪॥
মহতা শিরসা রাজন্! গ্রস্তজঙ্ঘো মহোদরঃ।
রাক্ষসস্য মহারাজ! রামক্ষিপ্তস্য বৈ পুরা।
তত্র পূর্বং তপস্তপ্তং কাব্যেন সুমহাত্মনা ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

উষিত্বেতি। সংপূজ্য দানসৎকারাভ্যাম্। প্রীতিং ভক্তিম্ ॥১॥

দত্ত্বেতি। উপোষ্য তেষাং সমীপে স্থিত্বা। স্পৃষ্ট্বা স্নানেন ॥২—৩॥

তত ইতি। উশনসঃ শুক্রস্যেদমিত্যৌশনসম্। শিরসা মুখেন, গ্রস্তা আক্রান্তা জঙ্ঘা

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বলরাম সেই সপ্তসারস্বততীর্থে থাকিয়া, আশ্রমবাসিগণের সম্মান করিয়া, মঙ্কণকমুনির প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিলেন ॥১॥

ভরতনন্দন! মহাবল লাঙ্গলধারী বলরাম সেই সপ্তসারস্বততীর্থে একরাত্রি বাস করিয়া, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ধন দান ও সরস্বতীনদীর জলে স্নান করিলেন, পরে তত্রত্য মুনিরা তাঁহার সম্মান করিলে, তিনি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া, অপর তীর্থের কার্য্য করিবার জন্য ত্বরান্বিত হইয়া সেস্থান হইতে গমন করিলেন ॥২—৩॥

মহারাজ! তাহার পর বলরাম কপালমোচননামক শুক্রাচার্য্যের তীর্থে আগমন করিলেন; যে তীর্থে পূর্ব্বকালে দশরথনন্দন রামচন্দ্র একটা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলে, সেই মস্তকটা মহোদরমুনির জঙ্ঘাদেশে লাগিয়া গিয়াছিল; পরে

যত্রাস্য নীতিরখিলা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ।
যত্রস্থশ্চিন্তয়ামাস দৈত্যদানববিগ্রহম্ ॥৬॥
তৎ প্রাপ্য চ বলো রাজন্! তীর্থপ্রবরমুত্তমম্।
বিধিবদ্বৈ দদৌ বিত্তং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

জনমেজয় উবাচ।

কপালমোচনং ব্রহ্মন্! কথং যত্র মহামুনিঃ।
মুক্তঃ কথঞ্চাস্য শিরো লগ্নং কেন চ হেতুনা ॥৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পুরা বৈ দণ্ডকারণ্যে রাঘবেণ মহাত্মনা।
বসতা রাজশার্দ্দূল! রাক্ষসান্ শময়িষ্যতা ॥৯॥
জনস্থানে শিরশ্ছিন্নং রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ।
ক্ষুরেণ শিতধারেণ তৎ পপাত মহাবনে ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যস্য সঃ, মহোদরো নাম। রামেণ দাশরথিনা ক্ষিপ্তস্য শিরশ্ছেদেন বিজিতস্য। কাব্যেন শুক্রেণ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪—৫॥

যত্রেতি। অস্য শুক্রস্য। চিন্তয়ামাস শুক্র এব। বলো বলদেবঃ। বিত্তং ধনম্ ॥৬—৭॥

কপালেতি। কপালমোচনং নাম। মহামুনির্মহোদরঃ। লগ্নং জঙ্ঘায়াম্ ॥৮॥

পুরেতি। শময়িষ্যতা নাশয়িষ্যতা। জনস্থানে তদাখ্যে বনৈকদেশে ॥৯—১০॥

মহামুনি মহোদর এই তীর্থে সেই মস্তক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সেখানে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তপস্যা করিয়াছিলেন ॥৪—৫॥

রাজা! মহাত্মা শুক্রাচার্য্য যেখানে থাকিয়া, সমগ্র নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি যেখানে থাকিয়া দৈত্য ও দানবগণের যুদ্ধবিষয়ে চিন্তা করিতেন; বলরাম সেই উত্তম তীর্থশ্রেষ্ঠে গমন করিয়া, যথাবিধানে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন ॥৬—৭॥

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি! মহামুনি মহোদর যেখানে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই তীর্থের নাম 'কপালমোচন' হইল কেন? এবং তাঁহার জঙ্ঘাদেশে মস্তক লগ্ন হইয়াছিলই বা কোন্ কারণে?' ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে মহাত্মা রামচন্দ্র রাক্ষস বিনাশ করিবেন বলিয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করতঃ, সুধার একটা ক্ষুরপ্রদ্বারা জনস্থানে একটা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন; সেই মস্তকটা মহাবনে পতিত হইয়াছিল ॥৯—১০॥

মহোদরস্য তল্লগ্নং জঙ্ঘায়াং বৈ যদৃচ্ছয়া।
বনে বিচরতো রাজন্! অস্থি ভিত্ত্বাস্ফুরত্তদা ॥১১॥
স তেন লগ্নেন তদা দ্বিজাতির্ন শশাক হ।
অভিগন্তুং মহাপ্রাজ্ঞস্তীর্থান্যায়তনানি চ ॥১২॥
স পূতিনা বিস্রবতা বেদনার্ত্তো মহামুনিঃ।
জগাম সর্ব্বতীর্থানি পৃথিব্যাঞ্চেতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৩॥
স গত্বা সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাংশ্চ মহাতপাঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥১৪॥
আপ্লুতঃ সর্ব্বতীর্থেষু ন চ মোক্ষমবাপ্তবান্।
স তু শুশ্রাব বিপ্রেন্দ্রো মুনীনাং বচনং মহৎ ॥১৫॥
সরস্বত্যাস্তীর্থবরং খ্যাতমৌশনসং তদা।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং সিদ্ধক্ষেত্রমনুত্তমম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

মহোদরস্যেতি। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া। অস্থি মহোদরজঙ্ঘায়া এব ॥১১॥
স ইতি। ন শশাক, ভারাতিরেকান্মহাবেদনানুভবাচ্চেতি ভাবঃ ॥১২॥
স ইতি। পূতিনা বিকৃতরক্তেন, বিস্রবতা নির্গচ্ছতা ॥১৩॥
স ইতি। ভাবিতাত্মনাং তপসা নির্ম্মলীকৃতচিত্তানাম্ ॥১৪॥
আপ্লুত ইতি। আপ্লুতঃ কৃতস্নানঃ। মোক্ষং তদ্রাক্ষসমস্তকাৎ ॥১৫॥
সরস্বত্যা ইতি। উশনসঃ শুক্রস্যেদমৌশনসম। ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাত্তৎ ॥১৬॥

রাজা! তৎকালে মহোদরমুনি বনে বিচরণ করিতেছিলেন; সেই মস্তকটা যাইয়া তাঁহার জঙ্ঘাদেশে লাগিয়াছিল এবং তাহা তাঁহার জঙ্ঘার অস্থি ভেদ করিয়া কাঁপিতেছিল ॥১১॥

জঙ্ঘাদেশে সেই মস্তকটা লাগিয়া যাওয়ায় মহোদরমুনি তীর্থে বা পুণ্য আয়তনে গমন করিতে সমর্থ হন নাই ॥১২॥

আমরা শুনিয়াছি—পরে অনবরত পুঁজ নির্গত হইতে থাকায় বেদনার্ত্ত হইয়াও মহামুনি মহোদর পৃথিবীর সমস্ত তীর্থেই গমন করিয়াছিলেন ॥১৩॥

ক্রমে মহাতপা মহোদর সমস্ত নদী ও সমুদ্রে গমন করিয়া, নির্ম্মলচিত্ত ঋষিগণের নিকটে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন ॥১৪॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহোদর সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়াও সে রাক্ষসমস্তক হইতে মুক্তি পাইলেন না; তৎপরে তিনি মুনিদের নিকট সত্য কথা শুনিলেন ॥১৫॥

(১৫) আপ্লুত্য সর্ব্বতীর্থেষু·· বঙ্গ নি। (১৬) সরস্বত্যাং তীর্থবরং···পি।

স তু গত্বা ততস্তত্র তীর্থমৌশনসং দ্বিজঃ।
তত ঔশনসে তীর্থে তস্যোপস্পৃশতস্তদা।
তচ্ছিরশ্চরণং মুক্ত্বা পপাতান্তর্জলে তদা ॥১৭॥
বিমুক্তস্তেন শিরসা পরং সুখমবাপ হ।
স চাপ্যন্তর্জলে মূর্দ্ধা জগামাদর্শনং বিভো! ॥১৮॥
ততঃ স বিশিরা রাজন্! পূতাত্মা বীতকল্মষঃ।
আজগামাশ্রমং প্রীতঃ কৃতকৃত্যো মহোদরঃ ॥১৯॥
সোঽথ গত্বাশ্রমং পুণ্যং বিপ্রমুক্তো মহাতপাঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥২০॥
তে শ্রুত্বা বচনং তস্য ততস্তীর্থস্য মানদ!।
কপালমোচনমিতি নাম চক্রুঃ সমাগতাঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। উপস্পৃশতঃ স্নানং কুর্ব্বতঃ। অন্তর্জলে জলাভ্যন্তরে। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৭॥
বিমুক্ত ইতি। অবাপ, মহোদরঃ। স মূর্দ্ধা রাক্ষসমস্তকম্ ॥১৮॥
তত ইতি। বিগতং শিরো রাক্ষসমস্তকং যস্মাৎ সঃ। বীতকল্মষস্ত্যক্তপাপঃ ॥১৯॥
স ইতি। বিপ্রমুক্তো রাক্ষসমস্তকামুক্তঃ। ভাবিতাত্মনাং তপসা নির্ম্মলচিত্তানাম্ ॥২০॥
ত ইতি। কপালস্য রাক্ষসশিরসো মোচনং মুক্তির্যস্মিন্ তৎ ॥২১॥

'সরস্বতীনদীর একটী তীর্থ আছে; তাহা শুক্রাচার্য্যের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সমস্ত পাপনাশক, সিদ্ধক্ষেত্র ও সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ' ॥১৬॥

তাহার পর মহোদরমুনি সেই ঔশনসতীর্থে গমন করিলেন; পরে তিনি যখন ঔশনসতীর্থে স্নান করেন, তখন সেই রাক্ষসমস্তকটা তাঁহার জঙ্ঘাদেশ হইতে জলমধ্যে পতিত হইল ॥১৭॥

রাজা! মহোদরমুনি সেই মস্তকমুক্ত হইয়া, অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং সেই মস্তকটাও জলমধ্যে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইল ॥১৮॥

রাজা! তদনন্তর সেই মহোদরমুনি মস্তকমুক্ত, পবিত্র, পাপহীন, কৃতকার্য্য ও সন্তুষ্ট হইয়া আপন আশ্রমে আগমন করিলেন ॥১৯॥

পরে সেই মহাতপা মহোদরমুনি মস্তকমুক্ত হইয়া, নিজের পবিত্র আশ্রমে যাইয়া, তত্রত্য নির্ম্মলচিত্ত মুনিগণের নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥২০॥

সম্মানদাতা রাজা! তাহার পর সমাগত সেই ঋষিরা মহোদরমুনির কথা শুনিয়া, সেই ঔশনসতীর্থের নাম করিলেন—'কপালমোচন' ॥২১॥

(১৭) ততঃ স বিরুজো রাজন্!...নি।

স চাপি তীর্থপ্রবরং পুনর্গত্বা মহানৃষিঃ।
পীত্বা পয়ঃ সুবিপুলং সিদ্ধিমায়াত্তদা মুনিঃ ॥২২॥
তত্র দত্ত্বা বহূন্ দায়ান্ বিপ্রান্ সংপূজ্য মাধবঃ।
জগাম বৃষ্ণিপ্রবরো রুষদ্গোরাশ্রমং তদা ॥২৩॥
যত্র তপ্তং তপো ঘোরমার্ষ্টিষেণেন ভারত!।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবাংস্তত্র বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥২৪॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধং বৈ তত্রাশ্রমপদং মহৎ।
মুনিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব সেবিতং সর্ব্বদা বিভো! ॥২৫॥
ততো হলধরঃ শ্রীমান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ।
জগাম যত্র রাজেন্দ্র! রুষদ্গুস্তনুমত্যজৎ ॥২৬॥
রুষদ্গুর্ব্রাহ্মণো বৃদ্ধস্তপোনিত্যশ্চ ভারত!।
দেহন্যাসে কৃতমনা বিচিন্ত্য বহুধা তদা ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তীর্থপ্রবরং কপালমোচনমেব। পয়ঃ তজ্জলম্ ॥২২॥
তত্রেতি। দীয়ন্ত ইতি দায়া ধনানি। রুষদ্গোর্মুনিবিশেষস্য ॥২৩॥
যত্রেতি। আর্ষ্টিষেণেন তদাখ্যেন মুনিনা ॥২৪॥
সর্বেতি। সর্বৈঃ কামৈরভীষ্টবস্তুভিঃ সমৃদ্ধং সম্পন্নম্ ॥২৫॥
তত ইতি। শ্রীমান্ শিখাতিলকাদিধার্ম্মিকশোভাবান্ ॥২৬॥

মহর্ষি মহোদর পুনরায় তীর্থশ্রেষ্ঠ কপালমোচনে গমনপূর্ব্বক তাহার প্রচুর জল পান করিয়া, সিদ্ধিলাভ করিলেন ॥২২॥

বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই কপালমোচনতীর্থে ব্রাহ্মণগণের পূজা ও তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিয়া, তথা হইতে রুষদ্গুমুনির আশ্রমে গমন করিলেন ॥২৩॥

ভরতনন্দন! যেখানে আর্ষ্টিষেণমুনি ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইখানে মহামুনি বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥২৪॥

রাজা! সেইস্থানে সমস্ত অভীষ্ট বস্তুতে পরিপূর্ণ বিশাল একটী আশ্রম আছে। মুনিরা ও ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই সেই আশ্রমে অবস্থান করেন ॥২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর ধার্ম্মিকবেশে পরিশোভিত বলরাম ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই স্থানে গমন করিলেন; যে স্থানে রুষদ্গুমুনি দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥২৬॥

(২২)···সিদ্ধিমাগাৎ তদা মুনিঃ—পি। (২৩)···রুষঙ্গোরাশ্রমং তদা—বঙ্গ বর্দ্ধ,···দত্ত্বা বহূন্ দেয়ান্··উশঙ্গোরাশ্রমং তদা—নি।

ততঃ সর্বানুপাদায় তনয়ান্ বৈ মহাতপাঃ।
রুষদ্গুরব্রবীত্তত্র নয়ধ্বং মাং পৃথূদকম্ ॥২৮॥
বিজ্ঞায়াতীতবয়সং রুষদ্গুং তে তপোধনাঃ।
তং বৈ তীর্থমুপানিম্যুঃ সরস্বত্যাস্তপোধনম্ ॥২৯॥
স তৈঃ পুত্রৈস্তদা ধীমানানীতো বৈ সরস্বতীম্।
পুণ্যাং তীর্থশতোপেতাং বিপ্রসঙ্ঘৈর্নিষেবিতাম্ ॥৩০॥
স তত্র বিধিনা রাজন্! আপ্লুত্য সুমহাতপাঃ।
জ্ঞাত্বা তীর্থগুণাংশ্চৈব প্রাহেদমৃষিসত্তমঃ।
সুপ্রীতঃ পুরুষব্যাঘ্র! সর্ব্বান্ পুত্রানুপাসতঃ ॥৩১॥
সরস্বত্যুত্তরে তীরে যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্।
পৃথূদকে জপ্যপরো ন পুনর্ম্মরণং লভেৎ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

রুষদ্গুরিতি। দেহস্ত ন্যাসে ত্যাগে, কৃতমনা আসীদিতি শেষঃ ॥২৭॥
তত ইতি। পৃথূনি বিপুলানি উদকানি যত্র তত্তীর্থম্ ॥২৮॥
বিজ্ঞায়েতি। অতীতং বয় আয়ুর্যস্ত তম্। তং রুষদ্গুম্ ॥২৯॥
স ইতি। তীর্থশতেন সিদ্ধক্ষেত্রসমূহেন, উপেতাং যুক্তাম্ ॥৩০॥
স ইতি। আপ্লুত্য অবগাহ্য। উপাসতঃ স্বং সেবমানান্। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩১॥
সরস্বতীতি। পৃথূদকে বহুজলে। জপ্যপর ইষ্টমন্ত্রজপব্যাপৃতঃ। ন পুনর্ম্মরণং লভেৎ, মুক্তিলাভেন পুনর্জন্মাভাবাদিতি ভাবঃ ॥৩২॥

ভরতনন্দন! চিরকাল তপস্যানিরত, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রুষদ্গু তৎকালে বহুবিধ চিন্তা করিয়া, দেহত্যাগের ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥২৭॥

ক্রমে মহাতপা রুষদ্গু সমস্ত পুত্রকে আনয়ন করিয়া, বলিয়াছিলেন যে—'আমাকে প্রচুর জলসম্পন্ন তীর্থে লইয়া চল' ॥২৮॥

তখন সেই তপস্বী পুত্রেরা পিতা রুষদ্গুর আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিয়া, সেই তপোধনকে সরস্বতীর তীর্থে লইয়া গেলেন ॥২৯॥

সেই পুত্রেরা জ্ঞানী রুষদ্গুকে পবিত্র, বহু তীর্থযুক্ত ও ব্রাহ্মণগণসেবিত সরস্বতীনদীতীরে আনয়ন করিলেন ॥৩০॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা! সেই মহাতপা ও ঋষিশ্রেষ্ঠ রুষদ্গু সরস্বতীনদীতে যথাবিধানে স্নান এবং তীর্থের গুণ স্মরণ করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে শুশ্রূষাকারী পুত্রগণকে বলিলেন—॥৩১॥

(৩২)···নৈনং শ্বো মরণং তপেৎ···বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

তত্রাপ্লুত্য স ধর্ম্মাত্মা উপস্পৃশ্য হলায়ুধঃ।
দত্ত্বা চৈব বহূন্ দায়ান্ বিপ্রাণাং বিপ্রবৎসলঃ ॥৩৩॥
সসর্জ্জ যত্র ভগবাল্লোঁকাল্লোঁকপিতামহঃ।
যত্রার্ষ্টিষেণঃ কৌরব্য! ব্রাহ্মণ্যং সংশিতব্রতঃ।
তপসা মহতা রাজন্! প্রাপ্তবানৃষিসত্তমঃ ॥৩৪॥
সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষির্দেবাপিশ্চ মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ যত্র বিশ্বামিত্রস্তথা মুনিঃ ॥৩৫॥
মহাতপস্বী ভগবানুগ্রতেজা মহাযশাঃ।
তত্রাজগাম বলবান্ বলভদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥৩৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। আপ্লুত্য স্নাত্বা। উপস্পৃশ্য আচম্য। প্রীতোঽভূদিতি শেষঃ ॥৩৩॥

সসর্জ্জেতি। লোকপিতামহো ব্রহ্মা। সংশিতব্রতো দৃঢ়নিয়মঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ। রাজা ক্ষত্রিয়শ্চাসৌ ঋষিশ্চেতি রাজর্ষিঃ। ভগবান্ তপঃপ্রভাবেণ মাহাত্ম্যবান্ ॥৩৪—৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

উষিত্বেতি ॥১—৩১॥ শ্বো মরণম্ তপেৎ অক্ষয়ং স্বর্গমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৩২—৩৩॥ ব্রাহ্মণং ব্রহ্মসঙ্ঘাতো বেদসমূহ ইতি যাবৎ, ততঃ স্বার্থে ষ্যঞ্। "ব্রাহ্মণং ব্রহ্মসঙ্ঘাতে" ইতি মেদিনী ॥৩৪—৬৮॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৭॥

'যে লোক সরস্বতীনদীর উত্তর তীরে প্রচুর জলমধ্যে থাকিয়া, ইষ্টমন্ত্রজপে ব্যাপৃত হইয়া, নিজের দেহ ত্যাগ করে; তাহার আর জন্ম হয় না এবং পুনরায় মৃত্যুদুঃখ ভোগও করিতে হয় না' ॥৩২॥

ব্রাহ্মণবৎসল ও ধর্ম্মাত্মা বলরাম সেই স্থানে স্নান, আচমন ও ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন ॥৩৩॥

কৌরবনন্দন! ব্রহ্মা যেখানে থাকিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, দৃঢ়নিয়মশালী ও ঋষিশ্রেষ্ঠ আর্ষ্টিষেণ যেখানে গুরুতর তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ, মহাতপা দেবাপি, আর মহাতপস্বী, উগ্রতেজা, মহাযশা, মাহাত্ম্যশালী ও মহামুনি বিশ্বামিত্র যেখানে থাকিয়া, তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; বলবান্ ও প্রতাপশালী বলরাম সেইখানে আগমন করিলেন ॥৩৪—৩৬॥

(৩৬) ইতঃ পরম্ '…একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ'—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '…চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ'—নি।

জনমেজয় উবাচ।

কথমার্ষ্টিষেণো ভগবান্ বিপুলং তপ্তবাংস্তপঃ।
সিন্ধুদ্বীপঃ কথঞ্চাপি ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবাংস্তদা ॥৩৭॥
দেবাপিশ্চ কথং ব্রহ্মন্! বিশ্বামিত্রশ্চ সত্তম!।
তন্মমাচক্ষ্ব ভগবন্! পরং কৌতূহলং হি মে ॥৩৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পুরা কৃতযুগে রাজন্! আর্ষ্টিষেণো দ্বিজোত্তমঃ।
বসন্ গুরুকুলে নিত্যং নিত্যমধ্যয়নে রতঃ ॥৩৯॥
তস্য রাজন্! গুরুকুলে বসতো নিত্যমেব হ।
সমাপ্তিং নাগমদ্বিদ্যা নাপি বেদা বিশাংপতে! ॥৪০॥
স নির্বিণ্ণস্ততো রাজন্! তপস্তেপে মহাতপাঃ।
ততো বৈ তপসা তেন প্রাপ বেদাননুত্তমান্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। ঋষ্টিষেণস্য রাজ্ঞোঽপত্যমিতি আর্ষ্টিষেণঃ ॥৩৭॥

দেবাপিরিতি। হে সত্তম! সাধুশ্রেষ্ঠ!। আচক্ষ্ব ব্রূহি ॥৩৮॥

পুরেতি। দ্বিজোত্তমঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠঃ পূর্বং রাজর্ষিরিত্যভিধানাৎ। গুরোঃ কুলে ভবনে, রত আসীৎ ॥৩৯॥

তস্যেতি। বিদ্যা ব্যাকরণাদীনাম্, বেদাশ্চ সমাপ্তিং নাগমন্ ॥৪০॥

স ইতি। নির্বিণ্ণ আত্মগ্লানিং প্রাপ্তঃ; তাদৃশবুদ্ধিমেধয়োরভাবাৎ ॥৪১॥

জনমেজয় বলিলেন—'মাহাত্ম্যশালী আর্ষ্টিষেণ কি প্রকারে গুরুতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে সিন্ধুদ্বীপই বা কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

মাহাত্ম্যশালী সাধুশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! দেবাপি ও বিশ্বামিত্রই বা কি করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। কারণ, উহা শুনিবার জন্য আমার গুরুতর কৌতূহল জন্মিয়াছে' ॥৩৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ আর্ষ্টিষেণ সর্ব্বদা গুরুকুলে বাস করিতে থাকিয়া, সর্ব্বদাই অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন ॥৩৯॥

নরনাথ! আর্ষ্টিষেণ সর্ব্বদা গুরুগৃহে থাকিয়া, সর্ব্বদা অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিলেও, তাঁহার বেদাঙ্গবিদ্যা বা বেদবিদ্যা সমাপ্ত হইল না ॥৪০॥

---

(৩৭) আর্ষ্টিষেণস্তথা ব্রহ্মন্! বিপুলং তপ্তবাংস্তপঃ…নি।

স বিদ্বান্ বেদযুক্তশ্চ সিদ্ধশ্চাপ্যৃষিসত্তমঃ।
তত্র তীর্থে বরান্ প্রাদাত্ত্রীনেব সুমহাতপাঃ ॥৪২॥
অস্মিংস্তীর্থে মহানদ্যা অদ্যপ্রভৃতি মানবঃ।
আপ্লুতো বাজিমেধস্য ফলং প্রাপ্স্যতি পুষ্কলম্ ॥৪৩॥
অদ্যপ্রভৃতি নৈবাত্র ভয়ং ব্যালাদ্ভবিষ্যতি।
অপি চাল্পেন যত্নেন ফলং প্রাপ্স্যতি পুষ্কলম্ ॥৪৪॥
এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম ত্রিদিবং মুনিঃ।
এবং সিদ্ধঃ স ভগবানার্ষ্টিষেণঃ প্রতাপবান্ ॥৪৫॥
তস্মিন্নেব তদা তীর্থে সিন্ধুদ্বীপঃ প্রতাপবান্।
দেবাপিশ্চ মহারাজ! ব্রাহ্মণ্যং প্রাপতুর্মহৎ ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বিদ্বান্ বেদাঙ্গেষু। প্রাদান্মানবমাত্রেভ্যঃ ॥৪২॥
অস্মিন্নিতি। মহানদ্যাঃ সরস্বত্যাঃ। বাজিমেধস্য অশ্বমেধস্য ॥৪৩॥
অদ্যেতি। ব্যালাৎ হিংস্রজন্তোঃ। যত্নেন সৎকার্য্যে, পুষ্কলং প্রচুরম্ ॥৪৪॥
এবমিতি। জগাম দেহং বিহায়। সিদ্ধস্তপস্যায়াং কৃতকার্য্য আসীৎ ॥৪৫॥
তস্মিন্নিতি। প্রতাপবান্ তপঃপ্রভাবশালী। মহৎ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণতয়া প্রশস্তম্ ॥৪৬॥

রাজা! তাহাতে তিনি অত্যন্ত আত্মগ্লানি ভোগ করিয়া, মহাতপা হইয়া, গুরুতর তপস্যা করিতে লাগিলেন; তাহার পর সেই তপস্যার ফলে তিনি সর্বোত্তম বেদ ও বেদাঙ্গবিদ্যা লাভ করিলেন ॥৪১॥

সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ আর্ষ্টিষেণ মহাতপা হইয়া ক্রমে বেদাঙ্গবিদ্যা, বেদবিদ্যা ও সিদ্ধিলাভ করিয়া, সেই তীর্থে সমস্ত মানুষের উদ্দেশে তিনটী বর দান করিলেন—॥৪২॥

'মানুষ আজ হইতে মহানদী সরস্বতীর এই তীর্থে স্নান করিয়া, অশ্বমেধযজ্ঞের ন্যায় প্রচুর ফল লাভ করিবে ॥৪৩॥

অদ্য হইতে এখানে মানুষের পক্ষে কোন হিংস্র জন্তুর ভয় হইবে না এবং মানুষ এখানে অল্প চেষ্টা করিয়াও সৎকার্য্যের প্রচুর ফল লাভ করিবে' ॥৪৪॥

এইরূপ বলিয়া মহাতেজা আর্ষ্টিষেণমুনি দেহ ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন; তপঃপ্রভাব ও মাহাত্ম্যশালী আর্ষ্টিষেণ তপস্যার প্রভাবে এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ॥৪৫॥

(৪৪) · অপি চাল্পেন কালেন...নি।

তথা চ কৌশিকস্তাত ! তপোনিত্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
তপসা বৈ সুতপ্তেন ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্ ॥৪৭॥
গাধির্নাম মহানাসীৎ ক্ষত্রিয়ঃ প্রথিতো ভুবি ।
তস্য পুত্রোঽভবদ্রাজন্ ! বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৪৮॥
স রাজা কৌশিকস্তাত ! মহাযোগ্যভবৎ কিল ।
স পুত্রমভিষিচ্যাথ বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ ॥৪৯॥
দেহন্যাসে মনশ্চক্রে তমূচুঃ প্রণতাঃ প্রজাঃ ।
ন গন্তব্যং মহাপ্রাজ্ঞ ! ত্রাহি চাস্মান্ মহাভয়াৎ ॥৫০॥
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ততো গাধিঃ প্রজাস্ততঃ ।
বিশ্বস্য জগতো গোপ্তা ভবিষ্যতি সুতো মম ॥৫১॥
ইত্যুক্ত্বা তু ততো গাধির্বিশ্বামিত্রং নিবেশ্য চ ।
জগাম ত্রিদিবং রাজন্ ! বিশ্বামিত্রোঽভবন্নৃপঃ ।
ন স শক্নোতি পৃথিবীং যত্নবানপি রক্ষিতুম্ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। কৌশিকো বিশ্বামিত্রঃ, তপো নিত্যং সার্ব্বকালিকং যস্য সঃ ॥৪৭॥
গাধিরিতি। বিশ্বস্য মিত্রং বিশ্বামিত্রঃ, "হ্রস্বস্য দীর্ঘতা" ইতি দীর্ঘত্বে পুংস্ত্বং রূঢ়েঃ ॥৪৮॥
স ইতি। কৌশিকঃ কুশিকপুত্রঃ। দেহস্য ন্যাসে ত্যাগে ॥৪৯—৫০॥
এবমিতি। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য। গোপ্তা রক্ষিতা ॥৫১॥

মহারাজ ! তৎকালে সেই তীর্থে সিন্ধুদ্বীপ এবং দেবাপিও তপস্যার প্রভাবে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৬॥

বৎস ! আর জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বদা তপস্যায় ব্যাপৃত বিশ্বামিত্রও সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

রাজা ! গাধিনামে জগৎপ্রসিদ্ধ এক মহাক্ষত্রিয় ছিলেন ; প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহারই পুত্র ছিলেন ॥৪৮॥

বৎস ! কুশিকনন্দন সেই গাধিরাজা মহাযোগী হইয়াছিলেন ; ক্রমে মহাতপা সেই গাধিরাজা পুত্র বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, দেহ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেন ; তখন প্রজারা অবনত হইয়া তাঁহাকে বলিল—'মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ! আপনি মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না, আমাদিগকে দস্যুতস্করপ্রভৃতির মহাভয় হইতে রক্ষা করিতে থাকুন' ॥৪৯—৫০॥

প্রজারা এইরূপ বলিলে, গাধি সেই প্রজাগণকে বলিলেন—'আমার পুত্র সমগ্র জগতের রক্ষক হইবে' ॥৫১॥

ততঃ শুশ্রাব রাজা স রাক্ষসেভ্যো মহাভয়ম্।
নির্যযৌ নগরাচ্চাপি চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ॥৫৩॥
স গত্বা দূরমধ্বানং বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যয়াৎ।
তস্য তে সৈনিকা রাজন্! চক্রুস্তত্রানয়ান্ বহূন্ ॥৫৪॥
ততস্তু ভগবান্ বিপ্রো বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যয়াৎ।
দদৃশেঽথ ততঃ সর্বং ভজ্যমানং মহাবলম্ ॥৫৫॥
তস্য ক্রুদ্ধো মহারাজ! বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
সৃজস্ব শবরান্ ঘোরনিতি স্বাং গামুবাচ হ ॥৫৬॥
তথোক্তা সাসৃজদ্ধেনুঃ পুরুষান্ ঘোরদর্শনান্।
তে চ তদ্বলমাসাদ্য বভঞ্জুঃ সর্বতোদিশম্ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। নিবেশ্য রাজ্যে সংস্থাপ্য। ন শক্নোতি স্ম রাক্ষসোপদ্রবাতিরেকাৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫২॥

তত ইতি। চত্বারি হস্ত্যশ্বরথপদাতিরূপাণি অঙ্গানি যস্য তেন তাদৃশেন বলেন সৈন্যেন অন্বিতঃ ॥৫৩॥

স ইতি। অনয়ান্ বনভঙ্গাদিরূপান্ অত্যাচারান্ ॥৫৪॥

তত ইতি। বশিষ্ঠাশ্রমমিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥৫৫॥

তস্যেতি। শবরান্ দুর্দ্ধর্ষম্লেচ্ছবিশেষান্। গাং কামধেনুম্ ॥৫৬॥

রাজা! এই কথা বলিয়া গাধি বিশ্বামিত্রকে রাজ্য স্থাপন করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন এবং বিশ্বামিত্র রাজা হইলেন। কিন্তু তিনি যত্ন করিয়াও রাজ্য রক্ষা করিতে পারিয়া উঠিলেন না ॥৫২॥

ক্রমে বিশ্বামিত্র শুনিলেন—রাজ্যমধ্যে রাক্ষসের গুরুতর উপদ্রব চলিতেছে। তাহার পর তিনি চতুরঙ্গসৈন্য লইয়া রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥৫৩॥

রাজা! বিশ্বামিত্র দূরপথ অতিক্রম করিয়া, ক্রমে বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া উপনীত হইলেন; কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার সৈন্যেরা বহুতর অত্যাচার করিতে লাগিল ॥৫৪॥

তদনন্তর মাহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ আশ্রমে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন—বিশ্বামিত্রের সৈন্যেরা নিজের বিশাল তপোবন ভগ্ন করিতেছে ॥৫৫॥

মহারাজ! তাহার পর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া, নিজের কামধেনুকে বলিলেন—'ভদ্রে! তুমি ভীষণ শবরসৈন্যই সৃষ্টি কর' ॥৫৬॥

(৫৫)·· প্রদৃশ্যাথ ততঃ সর্ব্বং···পি। (৫৬)·· সৃজস্ব শুবরান্ ঘোরান্···পি।

তচ্ছ্রুত্বা বিদ্রুতং সৈন্যং বিশ্বামিত্রস্তু গাধিজঃ।
তপঃ পরং মন্যমানস্তপস্যেব মনো দধে ॥৫৮॥
সোঽস্মিংস্তীর্থবরে রাজন্! সরস্বত্যাঃ সমাহিতঃ।
নিয়মৈশ্চোপবাসৈশ্চ কর্ষয়ন্ দেহমাত্মনঃ ॥৫৯॥
জলাহারো বায়ুভক্ষ্যঃ পর্ণাহারশ্চ সোঽভবৎ।
তথা স্থণ্ডিলশায়ী চ যে চান্যে নিয়মাঃ পৃথক্ ॥৬০॥
অসকৃত্তস্য দেবাস্তু ব্রতবিঘ্নং প্রচক্রিরে।
ন চাস্য নিয়মাদ্‌বুদ্ধিরপযাতি কদাচন ॥৬১॥
ততঃ পরেণ যত্নেন তপ্ত্বা বহুবিধং তপঃ।
তেজসা ভাস্করাকারো গাধিজঃ সমপদ্যত ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। তদ্বলং বিশ্বামিত্রসৈন্যম্। বভঞ্জুরামর্দ্দয়ামাসুঃ ॥৫৭॥
তদিতি। বিদ্রুতং ভয়েন পলায়িতম্। পরং সর্বোৎকৃষ্টং বলম্ ॥৫৮॥
স ইতি। সমাহিতঃ সমাধিমানাসীৎ। নিয়মৈর্জপাদিভিঃ ॥৫৯॥
জলেতি। অন্যে নিয়মাঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদয়ঃ, তদনুষ্ঠায়ী চেতি শেষঃ ॥৬০॥
অসকৃদিতি। ব্রতবিঘ্নং প্রচক্রিরে, স্বস্বপদাধিকারভয়াদিতি ভাবঃ ॥৬১॥
তত ইতি। পরেণ সমধিকেন, তপ্ত্বা কৃত্বা। সমপদ্যত অভবৎ ॥৬২॥

বশিষ্ঠ সেইরূপ বলিলে, কামধেনু বহুতর ভীষণমূর্ত্তি মানুষ সৃষ্টি করিল; তখনই তাহারা সকল দিকে যাইয়া, বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে মর্দ্দন করিতে থাকিল ॥৫৭॥

ক্রমে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র আপন সৈন্যগণের পলায়ন বৃত্তান্ত শুনিয়া, তপস্যাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়া, তপস্যা করিবারই ইচ্ছা করিলেন ॥৫৮॥

রাজা! পরে বিশ্বামিত্র সেই প্রধানতীর্থে থাকিয়া, ব্রত ও উপবাসপ্রভৃতি নিয়মদ্বারা দেহকে কৃশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন ॥৫৯॥

বিশ্বামিত্র কোন দিন জল, কোন দিন বায়ু এবং কোন দিন বৃক্ষের পর্ণমাত্র আহার করিয়া থাকিতেন, স্থণ্ডিলে শয়ন করিতেন; আর তপস্যার অন্যান্য যে সকল নিয়ম আছে, তাহাও পালন করিতেন ॥৬০॥

দেবতারা বহু বার বিশ্বামিত্রের ব্রতবিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কখনই তাঁহার বুদ্ধি ব্রতনিয়ম হইতে বিচ্যুত হয় নাই ॥৬১॥

তাহার পর বিশ্বামিত্র পরমযত্নসহকারে নানাবিধ তপস্যা করিয়া, তেজে সূর্য্যের তুল্য হইয়া পড়িলেন ॥৬২॥

তপসা তু তথা যুক্তং বিশ্বামিত্রং পিতামহঃ।
অমন্যত মহাতেজা বরদোঽদর্শয়ত্তদা ॥৬৩॥
স তু বব্রে বরং রাজন্! স্যামহং ব্রাহ্মণস্ত্বিতি।
তথেতি চাব্রবীদ্ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥৬৪॥
স লব্ধ্বা তপসোগ্রেণ ব্রাহ্মণত্বং মহাযশাঃ।
বিচচার মহীং কৃৎস্নাং কৃতকামঃ সুরোপমঃ ॥৬৫॥
তস্মিংস্তীর্থবরে রামঃ প্রদায় বিবিধং বসু।
পয়স্বিনীস্তথা ধেনূর্যানানি শয়নানি চ ॥৬৬॥
অথ বস্ত্রাণ্যলঙ্কারং ভক্ষ্যং পেয়ঞ্চ শোভনম্।
অদদন্মুদিতো রাজন্! পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ ॥৬৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তপসেতি। পিতামহো ব্রহ্মা। অদর্শয়দাত্মানমিতি শেষঃ ॥৬৩॥
স ইতি। সর্ব্বেষামেব লোকানাং পিতামহঃ পিতুরপি জনকত্বাৎ ॥৬৪॥
স ইতি। উগ্রেণ ভীষণেন। কৃতকামঃ সম্পাদিতসর্বাভীষ্টঃ ॥৬৫॥
তস্মিন্নিতি। বসু ধনম্। পয়স্বিনীর্দুগ্ধবতীঃ। যানানি রথাদীনি। শয়নানি শয্যাঃ। মুদিত আনন্দিতচিত্তঃ ॥৬৬—৬৭॥

তখন মহাতেজা ও বরদাতা ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে প্রকৃত তপস্বী বলিয়া মনে করিলেন এবং তাঁহার নিকট আসিয়া আত্মদর্শন করাইলেন ॥৬৩॥

রাজা! তখন বিশ্বামিত্র বর চাহিলেন—'আমি যেন ব্রাহ্মণ হই' এবং সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন—'তাহাই হও' ॥৬৪॥

মহাযশা বিশ্বামিত্র নিজের ভয়ঙ্কর তপস্যার প্রভাবে সেই বর লাভ করিয়া এবং কৃতকার্য্য ও দেবতার তুল্য হইয়া, সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৬৫॥

রাজা! তদনন্তর বলরাম সেই শ্রেষ্ঠতীর্থে ব্রাহ্মণগণের সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক আনন্দিতচিত্তে তাঁহাদিগকে নানাবিধ ধন, দুগ্ধবতী ধেনু, যান ও শয্যা দান করিয়া, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং উত্তম খাদ্য ও পেয় দান করিলেন ॥৬৬—৬৭॥

(৬৩)··বরদো বরমস্তু তৎ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৬৬)· দত্ত্বা চ বিবিধং বসু···পি। (৬৭) ···অদদান্মুদিতো রাজন্!···পি।

যযৌ রাজন্ ! ততো রামো বকস্যাশ্রমমন্তিকাৎ ।
যত্র তেপে তপস্তীব্রং দাল্ভ্যো বক ইতি শ্রুতঃ ॥৬৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

————:০*০:————

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ব্রহ্মঘোষৈরবাকীর্ণং জগাম যদুনন্দনঃ ।
যত্র দাল্ভ্যো বকো রাজন্ ! আশ্রমস্থো মহাতপাঃ ॥১॥
জুহাব ধৃতরাষ্ট্রস্য রাষ্ট্রং বৈচিত্রবীর্য্যিণঃ ।
তপসা ঘোররূপেণ কর্ষয়ন্ দেহমাত্মনঃ ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ধর্ম্মাত্মা বৈ প্রতাপবান্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যযাবিতি । বকস্য তদাখ্যস্য মুনেঃ । দাল্ভ্যো দল্ভপুত্রঃ ॥৬৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

————:০:————

ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মঘোষৈর্বেদধ্বনিভিঃ, অবাকীর্ণং ব্যাপ্তম্ আশ্রমমিতি শেষঃ । রাষ্ট্রং

ভারতভাবদীপঃ

ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মযোনের্ব্রাহ্মণ্যোৎপাদকাত্তীর্থাদবাকীর্ণং নাম দাল্ভ্যসেবিতং তীর্থং জগাম ॥১॥ তস্যাবাকীর্ণত্বমাহ—জুহাবেত্যাদিনা । অবাকীর্য্যন্তে নীচৈরবপাত্যন্তে শত্রবোঽস্মিন্নিত্যবা-কীর্ণমিত্যর্থঃ । বৈচিত্রবীর্য্যিণঃ বিচিত্রবীর্য্য এব বৈচিত্রবীর্য্যঃ স পিতৃত্বেনাস্ত্যস্য তস্যে-

রাজা ! তাহার পর বলরাম নিকটবর্ত্তী বকমুনির আশ্রমে গমন করিলেন । যেখানে দল্ভ্যমুনির পুত্র বক ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥৬৮॥

——:-০-:——

* '…চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ…' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '…একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ…' নি ।

(১) ব্রহ্মযোনিভিরাকীর্ণং… পশ্বর্দ্ধং সুমহাতপাঃ—নি ।

পুরা হি নৈমিষীয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে।
বৃত্তে বিশ্বজিতোঽন্তে বৈ পাঞ্চালানৃষয়োঽগমন্ ॥৩॥
তত্রেশ্বরমযাচন্ত দক্ষিণার্থং মনীষিণঃ।
বলান্বিতান্ বৎসতরান্নির্ব্যাধীনেকবিংশতিম্ ॥৪॥
তানব্রবীদ্বকো দাল্‌ভ্যো বিভজধ্বং পশূনিতি।
পশূনেতানহং ত্যক্ত্বা ভিক্ষিষ্যে রাজসত্তমম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

রাজ্যং নাশয়িতুমিতি তাৎপর্য্যম্। বিচিত্রবীর্য্য এব বৈচিত্রবীর্য্যঃ প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থে অণ্, জনকতয়া সোঽস্যাস্তীতি বিচিত্রবীর্য্য তস্য বিচিত্রবীর্য্যপুত্রস্যেত্যর্থঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১—২॥

ক্রোধং প্রতি কারণমাহ শ্লোকত্রয়েণ পুরেতি। সত্রে যজ্ঞে। বৃত্তে সমাপ্তে, বিশ্বজিতন্তদাখ্যস্য যজ্ঞস্য ॥৩॥

তত্রেতি। ঈশ্বরং পাঞ্চালরাজম্। মনীষিণো জ্ঞানিন ঋষয়ঃ ॥৪॥

তানিতি। পশূন্ লব্ধান্ বৎসতরান্। রাজসত্তমমন্যম্ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

বেত্যর্থঃ ॥২॥ প্রতাপবান্ রাষ্ট্রং জুহাবেতি সম্বন্ধঃ। সত্রে বৃত্তে নিবৃত্তে সতীত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। পাঞ্চালান্ বিশ্বজিতো যজ্ঞস্যান্তে অগমন্ পাঞ্চালরাজানং যযুরিত্যর্থঃ, ঈশ্বরং পাঞ্চালরাজম্ ॥৩—৪॥ এতান্ পাঞ্চালরাজদত্তান্ স্বয়ং তত্র ভাগং ন গৃহীতবানিত্যর্থঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! ক্রমে বলরাম বেদধ্বনিতে পরিপূর্ণ বকমুনির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; মহাতপা, ধর্ম্মাত্মা ও প্রতাপশালী দল্‌ভপুত্র বকমুনি যে আশ্রমে থাকিয়া, মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ তপস্যায় দেহ কৃশ করতঃ বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য হোম করিয়াছিলেন ॥১—২॥

পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে এবং বিশ্বজিৎ যজ্ঞের পরে বহু ঋষি দক্ষিণাদ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন ॥৩॥

সে দেশে যাইয়া সেই ঋষিরা দক্ষিণার জন্য পাঞ্চালরাজের নিকটে একুশটী সবল ও নীরোগ গোবৎস প্রার্থনা করিলেন ॥৪॥

সেই পশুগুলি প্রাপ্ত হইলে, দল্‌ভপুত্র বকমুনি অন্য মুনিগণকে বলিলেন—'আপনারা এই পশুগুলিকে ভাগ করিয়া গ্রহণ করুন; আমি এ পশুগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য শ্রেষ্ঠ রাজার নিকট অপর পশু ভিক্ষা করিব' ॥৫॥

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ ! ঋষীন্ সর্ব্বান্ প্রতাপবান্।
জগাম ধৃতরাষ্ট্রস্য ভবনং ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥৬॥
স সমীপগতো ভূত্বা ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্।
অযাচত পশূন্ দাল্‌ভ্যঃ স চৈনং রুষিতোঽব্রবীৎ ॥৭॥
যদৃচ্ছয়া মৃতান্ দৃষ্ট্বা গাস্তদা নৃপসত্তমঃ।
এতান্ পশূন্ নয় ক্ষিপ্রং ব্রহ্মবন্ধো ! যদীচ্ছসি ॥৮॥
ঋষিস্ত্বথ বচঃ শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
অহো বত ! নৃশংসং বৈ বাক্যমুক্তশ্চ সংসদি ॥৯॥
চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তন্তু রোষাবিষ্টো দ্বিজোত্তমঃ।
মতিঞ্চক্রে বিনাশায় ধৃতরাষ্ট্রস্য ভূপতেঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। জগাম পশুভিক্ষার্থম্। ব্রাহ্মণোত্তমো বকঃ ॥৬॥

স ইতি। দাল্‌ভ্যো দল্‌ভপুত্রো বকঃ। রুষিতঃ ক্রুদ্ধঃ ॥৭॥

যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া, দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা জন্মান্ধত্বাৎ। হে ব্রহ্মবন্ধো ! নিকৃষ্ট-ব্রাহ্মণ ! ॥৮॥

ঋষিরিতি। নৃশংসমতিনিষ্ঠুরম্। উক্তং ধৃতরাষ্ট্রেণ ॥৯॥

চিন্তেতি। মুহূর্ত্তং কিয়ৎকালম্। দ্বিজোত্তমো বকমুনিঃ ॥১০॥

রাজা ! প্রতাপশালী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বক সমস্ত ঋষিকে এইরূপ বলিয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে গমন করিলেন ॥৬॥

বকমুনি নিকটে যাইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পশু প্রার্থনা করিলেন ; তখন ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ॥৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র তখন ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে কতকগুলি গরু মরিয়াছে জানিয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণাধম ! তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই গরুগুলি সত্বর গ্রহণ কর' ॥৮॥

তাহার পর ধর্ম্মজ্ঞ বকমুনি ধৃতরাষ্ট্রের সেই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—'হায় ! রাজাটা সভার মধ্যে আমাকে অতি নিষ্ঠুর বাক্য বলিল' ॥৯॥

সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বকমুনি কিছুকাল চিন্তা করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশের জন্য বুদ্ধি স্থির করিলেন ॥১০॥

(৮) যদৃচ্ছয়া মৃতা দৃষ্ট্বা···নি। (৯) ঋষিস্ত্বথ বকঃ ক্রুদ্ধঃ···নি, বাক্যমুক্তোঽস্মি··· বঙ্গ বর্দ্ধ নি। (১০) চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তেন···নি।

স তুৎকৃত্য মৃতানাং বৈ মাংসানি মুনিসত্তমঃ।
জুহাব ধৃতরাষ্ট্রস্য রাষ্ট্রং নরপতেঃ পুরা।
অবকীর্ণে সরস্বত্যাস্তীর্থে প্রজ্বাল্য পাবকম্ ॥১১॥
বকো দাল্‌ভ্যো মহারাজ! নিয়মং পরমাস্থিতঃ।
স তৈরেব জুহাবাস্য রাষ্ট্রং মাংসৈর্ম্মহাতপাঃ ॥১২॥
তস্মিংস্তু বিধিবৎ সত্রে সংপ্রবৃত্তে সুদারুণে।
অক্ষীয়ত ততো রাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্থিব! ॥১৩॥
ততঃ প্রক্ষীয়মাণং তদ্রাষ্ট্রং তস্য মহীপতেঃ।
ছিদ্যমানং যথানন্তং বনং পরশুনা বিভো!।
বভূবাপদ্‌গতং তচ্চ ব্যপকীর্ণমচেতনম্ ॥১৪॥
দৃষ্ট্বা তথাবকীর্ণন্তু রাষ্ট্রং স মনুজাধিপঃ।
বভূব দুর্ম্মনা রাজন্! চিন্তয়ামাস চ প্রভুঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। উৎকৃত্য ছিত্বা, মৃতানাং পশূনাম্। রাষ্ট্রং বিনাশয়িতুমিতি শেষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

বক ইতি। নিয়মমুপবাসাদিব্রতম্। রাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্ররাজ্যং নাশয়িতুম্ ॥১২॥

তস্মিন্নিতি। সত্রে যজ্ঞে, সুদারুণে ক্ষয়োদ্দেশ্যকত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

তত ইতি। ব্যপকীর্ণমুৎপাতব্যাপ্তম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

ক্রমে মুনিশ্রেষ্ঠ বক আশ্রমে যাইয়া বনাকীর্ণ সরস্বতীনদীর তীরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য বিনাশের জন্য মৃত পশুর মাংস ছেদনপূর্ব্বক তাহাদ্বারা হোম করিতে লাগিলেন ॥১১॥

মহারাজ! দল্‌ভপুত্র, মহাতপা বকমুনি কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য বিনাশের জন্য সেই মৃত পশুর মাংসদ্বারাই বহুদিন যাবৎ হোম করিলেন ॥১২॥

রাজা! তাহার পর অতিদারুণ সেই যজ্ঞ যথাবিধানে চলিতে লাগিলে, ক্রমশঃ ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় পাইতে লাগিল ॥১৩॥

রাজা! ক্রমে পরশুদ্বারা ছিদ্যমান অসীম বন যেমন বিপদাপন্ন হয়, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের বিশাল রাজ্য উৎপাতগ্রস্ত ও অচেতনের ন্যায় হইয়া বিপদাপন্ন হইতে থাকিল ॥১৪॥

(১২) স তৈরেব জুহাবাগ্নৌ···নি। (১৪) বভূবাপকৃতং তস্য···পি। (১৫) দৃষ্ট্বা তদাবসংকীর্ণং···পি।

মোক্ষার্থমকরোদ্‌যত্নং ব্রাহ্মণৈঃ সহিতঃ পুরা।
ন চ শ্রেয়োঽধ্যগচ্ছৎ স ক্ষীয়তে রাষ্ট্রমেব চ ॥১৬॥
যদা স পার্থিবঃ খিন্নস্তে চ বিপ্রাস্তদানঘ!।
যদা চাপি ন শক্নোতি রাষ্ট্রং মোক্ষয়িতুং নৃপঃ ॥১৭॥
অথ বৈ প্রাশ্নিকাংস্তত্র পপ্রচ্ছ জনমেজয়!।
ততো বৈ প্রাশ্নিকাঃ প্রাহুঃ পশুবিপ্রকৃতস্ত্বয়া ॥১৮॥
মাংসৈরভিজুহোতীতি তব রাষ্ট্রং মুনির্বকঃ।
তেন তে হূয়মানস্য রাষ্ট্রস্যাস্য ক্ষয়ো মহান্ ॥১৯॥ (বিশেষকম্)
তস্যৈতত্তপসঃ কর্ম্ম যেন তে হ্যনয়ো মহান্।
অপাং কুঞ্জে সরস্বত্যাস্তং প্রসাদয় পার্থিব! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। অবকীর্ণং বিপদাপন্নম্, রাষ্ট্রং নিজরাজ্যম্ ॥১৫॥

মোক্ষেতি। মোক্ষার্থং তদ্বিপদো মুক্ত্যর্থম্। শ্রেয়ো মঙ্গলম্, অধ্যগচ্ছৎ প্রাপ্নোৎ ॥১৬॥

যদেতি। বিপ্রাশ্চ খিন্নাঃ। প্রাশ্নিকান্ দৈবজ্ঞান্। পশুবিপ্রকৃতঃ গোপ্রার্থনাবিষয়ে প্রতারিতঃ। রাষ্ট্রং বিনাশয়িতুমিতি শেষঃ ॥১৭—১৯॥

তস্যেতি। কর্ম্ম ফলম্, অনয়ো বকং প্রত্যত্যাচারঃ। অপাং কুঞ্জে জলসন্নিহিত-লতাদ্যাবৃতস্থানে ॥২০॥

রাজা! প্রভাবশালী ধৃতরাষ্ট্র নিজের রাজ্য সেইভাবে ক্ষয় পাইতেছে দেখিয়া, দুঃখিত হইলেন এবং চিন্তা করিলেন ॥১৫॥

তাহার পর রাজা ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া, সেই বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন সুবিধা পাইলেন না; রাজ্য ক্ষয় পাইতেই লাগিল ॥১৬॥

নিষ্পাপ জনমেজয়! সেই রাজা ও ব্রাহ্মণেরা যখন বিষণ্ণ হইলেন এবং যখন বিপদ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না; তখন রাজা দৈবজ্ঞগণের নিকট রাজ্য ক্ষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে দৈবজ্ঞেরা বলিলেন—'রাজা! বকমুনি আপনার নিকট পশু প্রার্থনা করিলে, আপনি নিন্দাসহকারে তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, আপনার রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য মাংসদ্বারা হোম করিতেছেন। তাহাতেই আপনার রাজ্যের গুরুতর ক্ষয় হইতেছে ॥১৭—১৯॥

(১৭)···ক্ষিণ্নস্তে—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা। (১৮) অথ বিপ্রাদিকাংস্তত্র···নি। (২০)···যেন তেঽস্য নয়ো মহান্···নি।

সরস্বতীং ততো গত্বা স রাজা বকমব্রবীৎ।
নিপত্য শিরসা ভূমৌ প্রাঞ্জলির্ভরতর্ষভ!।
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্! অপরাধং ক্ষমস্ব মে ॥২১॥
মম দীনস্য লুব্ধস্য মৌর্খ্যেণ হতচেতসঃ।
ত্বং গতিস্ত্বঞ্চ মে নাথঃ প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥২২॥
তং তথা বিলপন্তন্তু শোকোপহতচেতসম্।
দৃষ্ট্বা তস্য কৃপা জজ্ঞে রাষ্ট্রং তচ্চ ব্যমোচয়ৎ ॥২৩॥
ঋষিঃ প্রসন্নস্তস্যাভূৎ সংরম্ভঞ্চ বিহায় সঃ।
মোক্ষার্থং তস্য রাষ্ট্রস্য জুহাব পুনরাহুতিম্ ॥২৪॥
মোক্ষয়িত্বা ততো রাষ্ট্রং প্রতিগৃহ্য পশূন্ বহূন্।
হৃষ্টাত্মা নৈমিষারণ্যং জগাম পুনরেব চ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

সরস্বতীমিতি। অপরাধং ভবৎপশুপ্রার্থনাকালে নিন্দাপ্রতারণাকৃতম্। ষট্পাদঃ ॥২১॥
মমেতি। দীনস্য কাতরস্য, লুব্ধস্য পশুষু। নাথো রক্ষকঃ ॥২২॥
তমিতি। তস্য বকমুনেঃ। ব্যমোচয়ৎ ক্ষয়াৎ ॥২৩॥
ঋষিরিতি। সংরম্ভং ক্রোধম্। মোক্ষার্থং বিপদো মুক্ত্যর্থম্ ॥২৪॥
মোক্ষেতি। প্রতিগৃহ্য রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রাৎ। হৃষ্টাত্মা বকঃ ॥২৫॥

রাজা! যেহেতু আপনি গুরুতর অত্যাচার করিয়াছেন, সেই হেতুই বকমুনির তপস্যার ফলস্বরূপ এই রাজ্য ক্ষয় হইতেছে। রাজা! সেই বকমুনি সম্প্রতি সরস্বতীনদীর জলের নিকটে একটী কুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন; আপনি যাইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন' ॥২০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর ধৃতরাষ্ট্র সরস্বতীনদীর তীরে যাইয়া, ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, বকমুনিকে বলিলেন—'ভগবন্! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ॥২১॥

মহর্ষি! আমি দীন, লুব্ধস্বভাব, মূর্খ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন; সুতরাং আপনি আমার গতি এবং আপনিই আমার রক্ষক। অতএব আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন' ॥২২॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকাকুলচিত্তে সেইরূপ বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, বকমুনির দয়া জন্মিল এবং তিনি ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যকে বিপদ হইতে মুক্ত করিলেন ॥২৩॥

বকমুনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং বিপদ হইতে তাঁহার রাজ্যের মুক্তির জন্য পুনরায় আহুতি দিতে লাগিলেন ॥২৪॥

ধৃতরাষ্ট্রোঽপি ধর্ম্মাত্মা সুস্থচেতা মহামনাঃ।
স্বমেব নগরং রাজা প্রতিপেদে মহর্দ্ধিমৎ ॥২৬॥
তত্র তীর্থে মহারাজ! বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
অসুরাণামভাবায় ভবায় চ দিবৌকসাম্ ॥২৭॥
মাংসৈরভিজুহাবেষ্টিমক্ষীয়ন্ত ততোঽসুরাঃ।
দৈবতৈরপি সংভগ্না জিতকাশিভিরাহবে ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)
তত্রাপি বিধিবদ্দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ।
বাজিনঃ কুঞ্জরাংশ্চৈব রথাংশ্চাশ্বতরীযুতান্ ॥২৯॥
রত্নানি চ মহার্হাণি ধনং ধান্যঞ্চ পুষ্কলম্।
যযৌ তীর্থং মহাবাহুর্যাযাতং পৃথিবীপতে! ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ধৃতেতি। প্রতিপেদে জগাম। মহর্দ্ধিমৎ মহাসমৃদ্ধিযুক্তম্ ॥২৬॥

তত্রেতি। উদারধীর্ম্মহাবুদ্ধিঃ। অভাবায় ধ্বংসায়, ভবায় মঙ্গলায়। অভিজুহাব হোমেন সম্পাদয়ামাস। ইষ্টিং যাগম্। সংভগ্নাঃ পরাজিতাঃ। জিতকাশিভির্বিজয়শোভিভিঃ ॥২৭—২৮॥

তত্রেতি। মহাযশা রামঃ। পুষ্কলং প্রচুরম্। যাযাতং যযাতিনাধিষ্ঠিতপূর্ব্বম্ ॥২৯—৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৫—৭॥ যদৃচ্ছয়েতি গাঃ বলীবর্দ্দান্ ধেনূশ্চ ॥৮—২৬॥ তত্র তীর্থে ইতি শত্রুনাশকামৈস্তত্র হোমজপাদিকং কর্ত্তব্যমিত্যাখ্যানতাৎপর্য্যম্ ॥২৭—৩৭॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৮॥

———:০:———

ক্রমে বকমুনি ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যকে মুক্ত করিয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে বহুতর পশু প্রতিগ্রহ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন ॥২৫॥

ওদিকে মহামনা এবং ধর্ম্মাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সুস্থচিত্ত হইয়া, মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন আপন রাজধানীতে গমন করিলেন ॥২৬॥

মহারাজ! মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি সেই তীর্থে থাকিয়া, অসুরগণের ধ্বংস ও দেবগণের মঙ্গলের জন্য মাংসদ্বারা একটী যজ্ঞের হোম করিয়াছিলেন; তাহাতে অসুরগণ ক্ষয় পাইয়াছিল এবং বিজয়শোভী দেবতারাও অসুরগণকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন ॥২৭—২৮॥

রাজা! মহাযশা ও মহাবাহু বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধানে

(২৬)…স্বস্থানেঽপি মহামনাঃ পি,…সুস্থচিত্তং মহামনাঃ…নি।

যত্র যজ্ঞে যযাতেস্তু মহারাজ! সরস্বতী।
সর্পিঃ পয়শ্চ সুস্রাব নাহুষস্য মহাত্মনঃ ॥৩১॥
তত্রেষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রো যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
আক্রামদূর্দ্ধং মুদিতো লেভে লোকাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥৩২॥
পুনস্তত্র চ রাজ্ঞস্তু যযাতের্যজতঃ প্রভো!।
ঔদার্য্যং পরমং দৃষ্ট্বা ভক্তিঞ্চাত্মনি শাশ্বতীম্।
দদৌ কামান্ ব্রাহ্মণেভ্যো যান্ যান্ যো মনসেচ্ছতি ॥৩৩॥
যো যত্র স্থিত এবেহ আহূতো যজ্ঞসংস্তরে।
তস্য তস্য সরিচ্ছ্রেষ্ঠা গৃহাদিশয়নাদিকম্।
ষড়্রসং ভোজনঞ্চৈব দানং নানাবিধং তথা ॥৩৪॥
তে মন্যমানা রাজ্ঞস্তু সম্প্রদানমনুত্তমম্।
রাজানং তুষ্টুবুঃ প্রীতা দদুশ্চৈবাশীষঃ শুভাঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। সর্পির্ঘৃতম্, পয়ো দুগ্ধম্। সুস্রাব প্রবাহয়ামাস ॥৩১॥

তত্রেতি। ইষ্ট্বা যাগং কৃত্বা। আক্রামৎ অগচ্ছৎ। পুষ্কলান্ উত্তমান্ ॥৩২॥

পুনরিতি। ঔদার্য্যং দাতৃত্বম্। শাশ্বতীং নিত্যাম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥

য ইতি। যজ্ঞসংস্তরে বিস্তৃতে যজ্ঞে। তথা দদাবিত্যর্থঃ। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৪॥

হস্তী, অশ্ব, অশ্বযুক্ত রথ, মহামূল্য রত্ন এবং প্রচুর ধন ও ধান্য দান করিয়া, যযাতি-তীর্থে গমন করিলেন ॥২৯—৩০॥

মহারাজ! যে তীর্থে নহুষনন্দন যযাতির যজ্ঞে সরস্বতী ঘৃত ও দুগ্ধের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল ॥৩১॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যযাতি সেই স্থানে যজ্ঞ করিয়া, আনন্দিতচিত্তে ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছিলেন এবং উত্তম স্বর্গ সকল লাভ করিয়াছিলেন ॥৩২॥

রাজা! সেই স্থানে যজ্ঞকারী রাজা যযাতির বিপুল দানশক্তি এবং নিজেদের প্রতি চিরস্থায়িনী ভক্তি দেখিয়া, যে যে ব্রাহ্মণ যে যে বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; যযাতিরাজা সেই সেই ব্রাহ্মণকে সেই সেই বস্তুই দিয়াছিলেন ॥৩৩॥

সেই বিরাট যজ্ঞে যে যে লোক আহূত হইয়া আসিয়া যেখানে যেখানে অবস্থান করিতেছিল; সরস্বতীনদী সেইখানে সেইখানে নিয়া তাহাদের সকলকেই গৃহ ও শয্যাপ্রভৃতি এবং সুস্বাদু খাদ্য ও নানাবিধ দ্রব্য দান করিয়াছিল ॥৩৪॥

(৩৩)·· ঔদার্য্যং পরমং কৃত্বা· পি নি।

তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ প্রীতা যজ্ঞস্য সম্পদা।
বিস্মিতা মানুষাশ্চাসন্ দৃষ্ট্বা তাং যজ্ঞসম্পদম্ ॥৩৬॥
ততস্তালকেতুর্মহাধর্ম্মকেতুর্মহাত্মা কৃতাত্মা মহাদাননিত্যঃ।
বশিষ্ঠাপবাহং মহাভীমবেগং ধৃতাত্মা জিতাত্মা সমভ্যাজগাম ॥৩৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— ঃ*ঃ ——

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। অনুত্তমং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাত্তদিতি সমাসাৎ ॥৩৫॥

তত্রেতি। প্রীতা বিস্মিতাশ্চ তাদৃশস্যাদৃষ্টপূর্ব্বত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩৬॥

তত ইতি। মহান্ ধর্ম্মঃ কেতুর্ধ্বজ ইব যস্য সঃ, মহাত্মা উদারচিত্তঃ, কৃতাত্মা গুরূপদেশলাভাদিনা শিক্ষিতচিত্তঃ, মহাদানং নিত্যং যস্য সঃ। ধৃতাত্মা তীর্থভ্রমণে কৃতযত্নঃ, জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়শ্চ তালস্তালবৃক্ষাকারং চিহ্নং কেতৌ ধ্বজে যস্য সঃ, বলরামঃ। মহান্ ভীমশ্চ বেগো যস্য তম, বশিষ্ঠো মুনিঃ অপোহ্যতে তরঙ্গবেগেন তীরং নীয়তে স্ম অনেনেতি বশিষ্ঠাপবাহঃ সরস্বত্যা এব তীর্থপ্রদেশবিশেষস্তম, সমভ্যাজগাম। বশিষ্ঠস্য তীরপ্রাপণবার্ত্তা তু বনপর্ব্বণি দ্রষ্টব্যা। ভুজঙ্গপ্রয়াতং বৃত্তম্ ॥৩৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——ঃ-০-ঃ——

সেই সকল লোক যযাতিরাজার দানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রশংসা ও শুভাশীর্ব্বাদ করিয়াছিল ॥৩৫॥

তখন দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ যযাতিরাজার যজ্ঞসমৃদ্ধি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং মনুষ্যেরা সেই যজ্ঞসমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল ॥৩৬॥

তাহার পর বিশাল ধর্ম্মধ্বজ, উদারহৃদয়, শিক্ষিতচিত্ত, সর্ব্বদা মহাদানে ব্যাপৃত, তীর্থপর্য্যটনে যত্নশীল ও জিতেন্দ্রিয় বলরাম, গুরুতর ও ভীষণ বেগশালী বশিষ্ঠতীর্থে গমন করিলেন ॥৩৭॥

——ঃ*ঃ——

* '...একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ...' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '...দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ...' নি।

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

:০*০:

জনমেজয় উবাচ।

বশিষ্ঠস্যাপবাহোঽসৌ ভীমবেগঃ কথং নু সঃ।
কিমর্থঞ্চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তমৃষিং প্রত্যবাহয়ৎ ॥১॥
কথমস্যাভবদ্বৈরং কারণং কিঞ্চ তৎ প্রভো!।
শংস পৃষ্টো মহাপ্রাজ্ঞ! ন হি তৃপ্যামি কথ্যতাম্ ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিশ্বামিত্রস্য চৈবর্ষের্বশিষ্ঠস্য চ ভারত!।
ভৃশং বৈরমভূদ্রাজন্! তপঃস্পর্দ্ধাকৃতং মহৎ ॥৩॥
আশ্রমো বৈ বশিষ্ঠস্য স্থাণুতীর্থেঽভবন্মহান্।
পূর্ব্বতঃ পার্শ্বতস্ত্বাসীদ্বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

বশিষ্ঠস্যেতি। অপোহ্যতে অনেনেত্যপবাহঃ, ভীমবেগঃ সরস্বতীস্রোতসঃ। সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সরস্বতী ॥১॥

কথমিতি। বৈরং বিশ্বামিত্রেণ সহ, পূর্ব্বং সামান্যতঃ শ্রবণাৎ প্রশ্নোঽয়মুপপদ্যতে ॥২॥

বিশ্বেতি। তপঃস্পর্দ্ধাকৃতং তপঃপ্রাধান্যস্পর্দ্ধানিবন্ধনম্ ॥৩॥

আশ্রম ইতি। পূর্ব্বতঃ পার্শ্বত ইত্যুভয়ত্রাপি সপ্তম্যন্তাৎ তস্ ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—'সরস্বতীনদীর সেই ভয়ঙ্কর বেগ কি প্রকারে বশিষ্ঠকে বহন করিয়াছিল? এবং কি জন্যই বা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী স্রোতদ্বারা সেই ঋষিকে বহন করাইয়াছিল? ॥১॥

মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি! বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের কি প্রকার শত্রুতা হইয়াছিল এবং তাহার কারণই বা কি ছিল? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন। আমার তৃপ্তি হইতেছে না; অতএব বলুন' ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন রাজা! বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋষির পরস্পর তপঃস্পর্দ্ধানিবন্ধন গুরুতর শত্রুতা জন্মিয়াছিল ॥৩॥

(১) বশিষ্ঠাপবাহো ব্রহ্মন্! বৈ...নি। (৩)...পরস্পরকৃতং মহৎ—পি।

যত্র স্থাণুর্মহারাজ ! তপ্তবান্ সুমহত্তপঃ ।
যত্রাস্য কর্ম্ম তদ্‌ঘোরং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৫॥
যত্রেষ্ট্বা ভগবান্ স্থাণুঃ পূজয়িত্বা সরস্বতীম্ ।
স্থাপয়ামাস তত্তীর্থং স্থাণুতীর্থমিতি প্রভো ! ॥৬॥
তত্র তীর্থে সুরাঃ স্কন্দমভ্যষিঞ্চন্ নরাধিপ ! ।
সৈনাপত্যেন মহতা সুরারিবিনিবর্হণম্ ॥৭॥ (বিশেষকম্)
তস্মিন্ সারস্বতে তীর্থে বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
বশিষ্ঠঞ্চানয়ামাস তপসোগ্রেণ তচ্ছৃণু ॥৮॥
বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠৌ তাবহন্যহনি ভারত ! ।
স্পর্দ্ধাং তপঃকৃতাং তীব্রাং চক্রতুস্তৌ তপোধনৌ ॥৯॥
তত্রাপ্যধিকসন্তপ্তো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
দৃষ্ট্বা তেজো বশিষ্ঠস্য চিন্তামভিজগাম হ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স্থাণুতীর্থমিতি নাম কথমিত্যাহ যত্রেতি। স্থাণুঃ শিবঃ। ইষ্ট্বা যাগং কৃত্বা। স্থাপয়ামাস প্রবর্ত্তয়ামাস। স্কন্দং কার্ত্তিকেয়ম্। সুরারিবিনিবর্হণমসুরহন্তারম্ ॥৫—৭॥

তস্মিন্নিতি। আনয়ামাস আনিনায় ॥৮॥

বিশ্বেতি। স্পর্দ্ধাং স্বস্বপ্রাধান্যপ্রবর্ত্তনাগ্রহম্ ॥৯॥

তত্রেতি। অধিকসন্তপ্তো বশিষ্ঠতেজসা। চিন্তাং বশিষ্ঠখর্ব্বীকরণবিষয়াম্ ॥১০॥

স্থাণুতীর্থে বশিষ্ঠের বিশাল আশ্রম ছিল এবং তাহার পূর্ব্বপার্শ্বে আশ্রম ছিল—জ্ঞানী বিশ্বামিত্রের ॥৪॥

মহারাজ ! মহাদেব যেখানে থাকিয়া গুরুতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানীরা যেখানে মহাদেবের গুরুতর ভীষণ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন, আর মহাদেব যেখানে যজ্ঞ ও সরস্বতীনদীর অর্চ্চনা করিয়া, স্থাণুতীর্থনামে একটী বিখ্যাত তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন ; নরনাথ ! সেই তীর্থে দেবতারা অসুরহন্তা কার্ত্তিককে নিজেদের প্রধান সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥৫—৭॥

রাজা ! সরস্বতীনদীর সেই তীর্থে মহামুনি বিশ্বামিত্র ভীষণ তপস্যার প্রভাবে বশিষ্ঠকে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥৮॥

ভরতনন্দন ! তপোধন বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রত্যহই আপন আপন তপস্যাবিষয়ে তীব্র স্পর্দ্ধা করিতেন ॥৯॥

(৮)···বশিষ্ঠং চালয়ামাস···নি।

তস্য বুদ্ধিরিয়ং হ্যাসীদ্ধর্ম্মনিত্যস্য ভারত!।
ইয়ং সরস্বতী তূর্ণং মৎসমীপং তপোধনম্ ॥১১॥
আনয়িষ্যতি বেগেন বশিষ্ঠং জপতাং বরম্।
ইহাগতং দ্বিজশ্রেষ্ঠং হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১২॥ (যুগ্মকম্)
এবং নিশ্চিত্য ভগবান্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
সস্মার সরিতাং শ্রেষ্ঠাং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥১৩॥
সা ধ্যাতা মুনিনা তেন ব্যাকুলত্বং জগাম হ।
গত্বা চৈনং মহাবীর্য্যং মহাকোপঞ্চ ভাবিনী ॥১৪॥
তত এনং বেপমানা বিবর্ণা প্রাঞ্জলিস্তদা।
উপতস্থে মুনিবরং বিশ্বামিত্রং সরস্বতী ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। ধর্ম্মনিত্যস্যেতি সোল্লুণ্ঠনোক্তির্ব্রহ্মহত্যাচিন্তনাৎ। আনয়িষ্যতি মৎপ্রভাবাদেবানেষ্যতি। দ্বিজশ্রেষ্ঠং বশিষ্ঠম্ ॥১১—১২॥

এবমিতি। সরিতাং শ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥১৩॥

সেতি। ভাবিনী তদাদেশসম্পাদনাভিপ্রায়বতী স্থিতেতি শেষঃ ॥১৪॥

তত ইতি। বেপমানা ভয়েন কম্পমানা। উপতস্থে উপগতা ॥১৫॥

ক্রমে মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তেজ দেখিয়া এবং তাহাতে গুরুতর সন্তপ্ত হইয়া, চিন্তাবিষ্ট হইলেন ॥১০॥

ভরতনন্দন! পরে সর্ব্বদা ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের এইরূপ বুদ্ধি হইল যে, এই সরস্বতীনদী আপন বেগে লোকশ্রেষ্ঠ তপস্বী বশিষ্ঠকে আমার নিকটে আনয়ন করিবে। ঐ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এখানে আসিলে, আমি উহাকে বধ করিতে পারিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১১—১২॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, মহামুনি বিশ্বামিত্র ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া, নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন ॥১৩॥

বিশ্বামিত্র স্মরণ করিলে, সরস্বতীনদী চঞ্চল হইল এবং মহাবল ও মহাকোপসম্পন্ন বিশ্বামিত্রের নিকটে যাইয়া, তাঁহার অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদন করিবার ইচ্ছা করিল ॥১৪॥

তাহার পর সরস্বতী কাঁপিতে থাকিয়া কৃতাঞ্জলি ও বিবর্ণা হইয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইল ॥১৫॥

---

(১৪)…জজ্ঞে চৈনং মহাবীর্য্যং…বঙ্গ বৰ্দ্ধ। (১৫) তত এনং বিবর্ণাঙ্গী…নি।

হতবীরা যথা নারী সাভবদ্দুঃখিতা ভৃশম্ ।
ব্রূহি কিং করবাণীতি প্রোবাচ মুনিসত্তমম্ ॥১৬॥
তামুবাচ মুনিঃ ক্রুদ্ধো বশিষ্ঠং শীঘ্রমানয় ।
যাবদেনং নিহন্ম্যদ্য তচ্ছ্রুত্বা ব্যথিতা নদী ॥১৭॥
সাঞ্জলিস্তু ততঃ কৃত্বা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা ।
প্রাকম্পত ভৃশং ভীতা বায়ুনেবাহতা লতা ॥১৮॥
তথারূপাস্তু তাং দৃষ্ট্বা মুনিরাহ মহানদীম্ ।
অবিচারং বশিষ্ঠন্ত্বমানয়স্বান্তিকং মম ॥১৯॥
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা পাপং চিকীর্ষিতম্ ।
বশিষ্ঠস্য প্রভাবঞ্চ জানন্ত্যপ্রতিমং ভুবি ॥২০॥
সাভিগম্য বশিষ্ঠং তমিমমর্থমচোদয়ৎ ।
যদুক্তা সরিতাং শ্রেষ্ঠা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

হতেতি। হতো বীরো রক্ষকঃ শূরো যস্যাঃ সা ॥১৬॥

তামিতি। মুনির্বিশ্বামিত্রঃ। ব্যথিতা অভবদিতি শেষঃ, নদী সরস্বতী ॥১৭॥

সেতি। পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা শ্বেতপদ্মতুল্যনয়না। হতা তাড়িতা ॥১৮॥

তথেতি। ন বিদ্যতে বিচারঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যচিন্তা যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা ॥১৯॥

সেতি। চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টম্। জানন্তী জানতী। অচোদয়ৎ অশ্রাবয়ৎ। সরিতাং শ্রেষ্ঠা সরস্বতী ॥২০—২১॥

তৎপরে হতনাথা নারীর ন্যায় সরস্বতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইল এবং মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বলিল—'আমি কি করিব বলুন' ॥১৬॥

ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র সরস্বতীনদীকে বলিলেন—'বশিষ্ঠকে সত্বর আনয়ন কর, আমি উহাকে আজ বধ করিব'। তাহা শুনিয়া সরস্বতী ব্যথিত হইল ॥১৭॥

পরে শ্বেতপদ্মতুল্যনয়না সরস্বতী অত্যন্ত ভীত হইয়া, অঞ্জলি বন্ধন করিয়া, বায়ুতাড়িত লতার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল ॥১৮॥

সরস্বতীকে সেইরূপ দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন—'তুমি নির্বিচারে সেই বশিষ্ঠকে আমার নিকট আনয়ন কর' ॥১৯॥

বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া এবং তিনি পাপের কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ইহা জানিয়া, আবার জগতে বশিষ্ঠেরও প্রভাব অতুলনীয় ইহা স্মরণ করিতে থাকিয়া,

(২১)···ইদমর্থমচোদয়ৎ···নি,···সর্ব্বমর্থমচোদয়ৎ···পি।

উভয়োঃ শাপয়োর্ভীতা বেপমানা পুনঃ পুনঃ।
চিন্তয়িত্বা মহাশাপমৃষিবিত্রাসিতা ভৃশম্ ॥২২॥
তাং কৃশাঞ্চ বিবর্ণাঞ্চ দৃষ্ট্বা চিন্তাসমন্বিতাম্।
উবাচ রাজন্! ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠো দ্বিপদাং বরঃ ॥২৩॥
পাহ্যাত্মানং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে! বহ মাং শীঘ্রগামিনী।
বিশ্বামিত্রঃ শপেদ্ধি ত্বাং মা কৃথাস্ত্বং বিচারণাম্ ॥২৪॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃপাশীলস্য সা সরিৎ।
চিন্তয়ামাস কৌরব্য! কিং কৃত্বা সুকৃতং ভবেৎ ॥২৫॥
তস্যাশ্চিন্তা সমুৎপন্না বশিষ্ঠো ময্যতীব হি।
কৃতবান্ হি দয়াং নিত্যং তস্য কার্য্যং হিতং ময়া ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

উভয়োরিতি। বেপমানা কম্পমানা। ঋষিবিত্রাসিতা অভবদিতি শেষঃ ॥২২॥
তামিতি। কৃশাঞ্চ বিবর্ণাঞ্চ শাপভয়েনেতি ভাবঃ। দ্বিপদাং মনুষ্যাণাম্ ॥২৩॥
পাহীতি। পাহি রক্ষ। শপেৎ তদাদেশারক্ষণে ॥২৪॥
তস্যেতি। কৃপাশীলস্য অনিষ্টাচরণপ্রবৃত্তাম্মাং প্রত্যপি কৃপাপ্রকাশাদিতি ভাবঃ ॥২৫॥
তস্যা ইতি। অতীব হি দয়াং কৃতবান্ ঈদৃগুপদেশাৎ। কার্য্যং কর্ত্তব্যম্ ॥২৬॥

সরস্বতীনদী বশিষ্ঠের নিকটে যাইয়া, তাঁহাকে এই বিষয় শুনাইল—জ্ঞানী বিশ্বামিত্র যাহা বলিয়াছিলেন ॥২০—২১॥

ক্রমে সরস্বতী দুই জনেরই অভিসম্পাতে ভীত হইয়া, বার বার কাঁপিতে থাকিয়া, মহাশাপের প্রভাব স্মরণ করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইল ॥২২॥

রাজা! ধর্ম্মাত্মা ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরস্বতীকে কৃশা, বিবর্ণা ও চিন্তাকুলা দেখিয়া বলিলেন—॥২৩॥

'নদীশ্রেষ্ঠে! তুমি আত্মরক্ষা কর, আমাকে সত্বর বহন কর, না হইলে, বিশ্বামিত্র তোমার প্রতি অভিসম্পাত করিবেন; সুতরাং এ বিষয়ে তুমি কোন বিচার করিও না' ॥২৪॥

কৌরবনন্দন! বশিষ্ঠের সেই কথা শুনিয়া, সরস্বতী চিন্তা করিল—'কি করিয়া এই দয়াশীল মুনির পক্ষে ভাল কার্য্য করা যাইতে পারে' ॥২৫॥

তখন সরস্বতীর এইরূপ চিন্তা জন্মিল—'বশিষ্ঠ আমার প্রতি গুরুতর দয়া করিয়াছেন; অতএব সর্ব্বদাই উঁহার হিতকার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য' ॥২৬॥

(২২)...মহাশাপমৃষিং বিত্রাসিতা...পি। (২৩) ইত. পরং 'বশিষ্ঠ উবাচ'—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

অথ কূলে স্বকে রাজন্! জপন্তমৃষিসত্তমম্।
জুহ্বানং কৌশিকং প্রেক্ষ্য সরস্বত্যভ্যচিন্তয়ৎ ॥২৭॥
ইদমন্তরমিত্যেব ততঃ সা সরিতাং বরা।
কূলাপহারমকরোৎ স্বেন বেগেন সা সরিৎ ॥২৮॥
তেন কূলাপহারেণ মৈত্রাবরুণিরৌহ্যত।
উহ্যমানঃ স তুষ্টাব তদা রাজন্! সরস্বতীম্ ॥২৯॥
পিতামহস্য সরসঃ প্রবৃত্তাসি সরস্বতি!।
ব্যাপ্তঞ্চেদং জগৎ সর্ব্বং তবৈবাম্ভোভিরুত্তমৈঃ ॥৩০॥
ত্বমেবাকাশগা দেবি! মেঘেষূৎসৃজসে পয়ঃ।
সর্ব্বাশ্চাপস্ত্বমেবেতি ত্বত্তো বয়মধীমহি ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। কূলে তীরে, জুহ্বানং হোমং কুর্ব্বন্তম্ ॥২৭॥

ইদমিতি। অন্তরমবসরঃ, কূলাপহারং ভঙ্গেন তীরাপহরণম্ ॥২৮॥

তেনেতি। মৈত্রাবরুণির্বশিষ্ঠঃ, ঐহ্যত উহ্যতে স্ম ॥২৯॥

পিতেতি। পিতামহস্য ব্রহ্মণঃ, সরসো মানসাখ্যাজ্জলাশয়াৎ, প্রবৃত্তা উৎপন্না ॥৩০॥

ত্বমিতি। উৎসৃজসে দদাসি, পয়ো জলম্। আপো জলম্, অধীমহি জীবাম ইতি স্মরামঃ ॥৩১॥

রাজা! তাহার পর ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র নিজের তীরে বসিয়া জপ ও হোম করিতেছেন দেখিয়া, সরস্বতী চিন্তা করিল—॥২৭॥

'ইহাই অবসর'। তদনন্তর সেই নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী আপন বেগে তীর ভাঙ্গিয়া অপহরণ করিল ॥২৮॥

রাজা! সরস্বতীনদী তীর ভগ্ন করিয়া বশিষ্ঠকে বহনপূর্ব্বক লইয়া চলিল, তখন বশিষ্ঠ চলিতে থাকিয়া সরস্বতীর স্তব করিতে থাকিলেন ॥২৯॥

'সরস্বতি! তুমি ব্রহ্মার মানসসরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ এবং তোমারই উৎকৃষ্ট জলে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥৩০॥

দেবি! তুমিই আকাশে যাইয়া মেঘে জল দিয়া থাক, তুমিই সমস্ত জল এবং তোমা হইতেই আমরা জীবন ধারণ করিয়া থাকি, ইহা মনে করি ॥৩১॥

(২৮) ইদমন্তরমিত্যেবং···নি। (৩০) প্রবৃত্তাসি সরস্বতী···বঙ্গ বর্দ্ধ, ··· পিতামহস্য শরণং·· পি। (৩১)·· মেঘেষু সৃজসে পয়ঃ। যথা বয়মধীমহি—নি।

পুষ্টির্দ্যুতিস্তথা কীর্ত্তিঃ সিদ্ধির্বুদ্ধিরুমা তথা।
ত্বমেব বাণী স্বাহা ত্বং তবায়ত্তমিদং জগৎ।
ত্বমেব সর্ব্বভূতেষু বসসীহ চতুর্বিধা ॥৩২॥
এবং সরস্বতী রাজন্! স্তূয়মানা মহর্ষিণা।
বেগেনোবাহ তং বিপ্রং বিশ্বামিত্রাশ্রমং প্রতি।
ন্যবেদয়ত চাভীক্ষ্ণং বিশ্বামিত্রায় তং মুনিম্ ॥৩৩॥
তমানীতং সরস্বত্যা দৃষ্ট্বা কোপসমন্বিতঃ।
অথান্বৈষৎ প্রহরণং বশিষ্ঠান্তকরং তদা ॥৩৪॥
তন্তু ক্রুদ্ধমভিপ্রেক্ষ্য ব্রহ্মবধ্যাভয়ান্নদী।
অপোবাহ বশিষ্ঠন্তু প্রাচীং দিশমতন্দ্রিতা।
উভয়োঃ কুর্বতী বাক্যং বঞ্চয়িত্বা তু গাধিজম্ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

পুষ্টিরিতি। সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বপ্রাণীষু, চতুর্বিধা রস-মূত্র-ঘর্ম্মাশ্রুরূপেণ জরায়ুজাণ্ডজ-স্বেদজোদ্ভিজ্জপ্রাণীষু পরিণতত্বাদিতি ভাবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

এবমিতি। অভীক্ষ্ণং পুনঃ পুনঃ, তদাদেশপালনদৃঢ়ত্বজ্ঞাপনার্থমিতি ভাবঃ। ষট্পাদঃ ॥৩৩॥

তমিতি। অন্বৈষৎ মার্গিতবান্ বিশ্বামিত্রঃ, প্রহরণমস্ত্রম্ ॥৩৪॥

তমিতি। ব্রহ্মবধ্যাভয়াৎ তস্যাং ব্রহ্মহত্যায়ামাত্মনোঽপি সাহায্যকারিতয়া মহাপাতক-ভয়াৎ। অপোবাহ অপনিনায়, অতন্দ্রিতা অনলসা। গাধিজং বিশ্বামিত্রম্। ষট্পাদঃ ॥৩৫॥

তুমিই—পুষ্টি, দ্যুতি, কীর্ত্তি, সিদ্ধি, বুদ্ধি, উমা, বাণী ও স্বাহা এবং এই জগৎ তোমারই অধীন, আর এই জগতে সর্ব্বপ্রাণীতে তুমিই রস, মূত্র, ঘর্ম্ম ও অশ্রু—এই চারিপ্রকারে বাস করিয়া থাক' ॥৩২॥

রাজা! মহর্ষি বশিষ্ঠ এইভাবে স্তব করিতে লাগিলে, সরস্বতী আপন বেগে সেই ব্রাহ্মণকে বিশ্বামিত্রের আশ্রমের নিকটে লইয়া গেল এবং সেই বশিষ্ঠের কথা বার বার বিশ্বামিত্রকে জানাইল ॥৩৩॥

সরস্বতী বশিষ্ঠকে আনিয়াছে দেখিয়া বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, তখনই বশিষ্ঠ-বিনাশক কোন অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

তখন সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয়ে সতর্ক হইয়া, বশিষ্ঠকে পূর্ব্বদিকে বহন করিয়া লইয়া গেল। ইহাতে সরস্বতীর বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের আদেশ পালন করা হইল এবং বিশ্বামিত্রকেও বঞ্চনা করা হইল ॥৩৫॥

(৩২) ইতঃ পরং 'বৈশম্পায়ন উবাচ' নি। (৩৪) তথানীতং···বঙ্গ,···অথান্বেষৎ···নি।

ততোঽপবাহিতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ।
অব্রবীত্তথ সংক্রুদ্ধো বিশ্বামিত্রো হ্যমর্ষণঃ ॥৩৬॥
যস্মান্মাং ত্বং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে ! বঞ্চয়িত্বা পুনর্গতা ।
শোণিতং বহ কল্যাণি ! রাক্ষসানাঞ্চ সম্মতম্ ॥৩৭॥
ততঃ সরস্বতী শপ্তা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ।
অবহচ্ছোণিতোন্মিশ্রং তোয়ং সংবৎসরং তদা ॥৩৮॥
অথর্ষয়শ্চ দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা ।
সরস্বতীং তথা দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অপবাহিতং স্রোতসা অপনীতম্। অমর্ষণ: কোপন: ॥৩৬॥
যস্মাদিতি। শোণিতং রুধিরম্, সম্মতমভিপ্রেতম্ ॥৩৭॥
তত ইতি। সংবৎসরং যাবৎ, তথৈব শাপাবধেরিত্যভিপ্রায়: ॥৩৮॥
অথেতি। তথা তাদৃশীম্, শোণিতোন্মিশ্রং তোয়ং বহন্তীমিত্যর্থ: ॥৩৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বশিষ্ঠস্তেতি। অপোহ্যতে তীরে প্রাপ্যতেঽনেনেত্যপবাহস্তীর্থবিশেষ: ॥১॥ কথ্যতি ত্বয়ি কথয়তি সতি ॥২—৩০॥ বয়ম্ ঋষয়: ত্বত্তোঽধীমহি বেদান্, কদাচিদনাবৃষ্ট্যা মৃতেষু ঋষিষু সম্প্রদায়োচ্ছেদে সতীতি ভাব: ॥৩১—৩৬॥ রক্ষোগ্রামণিসম্মতমিত্যত্র হ্রস্বত্বমার্ষম ॥৩৭—৪০॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়: ॥৩৯॥

———:০:———

তাহার পর ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে অপনীত দেখিয়া, কোপনস্বভাব বিশ্বামিত্র বলিলেন—॥৩৬॥

'কল্যাণি নদীশ্রেষ্ঠে! যখন তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া পুনরায় গমন করিলে, তখন তুমি রাক্ষসগণের অভিমত রক্ত বহন কর' ॥৩৭॥

জ্ঞানী বিশ্বামিত্র সেইরূপ অভিসম্পাত করিলে, সরস্বতী সেই দিন হইতে এক বৎসরপর্য্যন্ত রক্তমিশ্রিত জল বহন করিয়াছিল ॥৩৮॥

তাহার পর ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরাগণ—সরস্বতীকে সেইরূপ দেখিতে থাকিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইতে লাগিলেন ॥৩৯॥

(৩৭)···রক্ষোগ্রামমুসম্মতম্···পি বর্দ্ধ,···রক্ষোগ্রমণিসম্মতম্—বঙ্গ সো।

এবং বশিষ্ঠাপবাহো লোকে খ্যাতো জনাধিপ ! ।
আগচ্ছচ্চ পুনর্মার্গং স্বমেব সরিতাং বরা ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— :*: ——

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

———:০*০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সা শপ্তা তেন ক্রুদ্ধেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তস্মিংস্তীর্থবরে শুভ্রে শোণিতং সমুপাবহৎ ॥১॥
অথাজগ্মুস্ততো রাজন্ ! রাক্ষসাস্তত্র ভারত ! ।
তত্র তে শোণিতং সর্ব্বে পিবন্তঃ সুখমাসতে ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। বশিষ্ঠঃ অপোহ্যতে অপনীয়তে অস্মিন্নিতি বশিষ্ঠাপবাহঃ ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:-০-:——

সেতি। তস্মিন্ বশিষ্ঠাপবাহাখ্যে, শুভ্রে শুভ্রজলতয়া শুভ্রবর্ণে ॥১॥

অথেতি। সুখং যথা স্যাত্তথা, আসতে অবতিষ্ঠন্তে স্ম ॥২॥

নরনাথ ! এইরূপে সেই তীর্থ জগতে 'বশিষ্ঠাপবাহ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল; তাহার পর নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী পুনরায় নিজের গন্তব্য পথেই আসিতে থাকিল' ॥৪০॥

——:*:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই জ্ঞানী বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলে, সরস্বতীনদী শুভ্রজলসম্পন্ন তীর্থশ্রেষ্ঠ সেই বশিষ্ঠাপবাহে রক্ত বহন করিতে লাগিল ॥১॥

* '…দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

তৃপ্তাশ্চ সুভৃশং তেন সুখিতা বিগতজ্বরাঃ।
নৃত্যন্তশ্চ হসন্তশ্চ যথা স্বর্গজিতস্তথা ॥৩॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ঋষয়ঃ সুতপোধনাঃ।
তীর্থযাত্রাং সমাজগ্মুঃ সরস্বত্যাং মহীপতে! ॥৪॥
তেষু সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্বাপ্লুত্য মুনিপুঙ্গবাঃ।
প্রাপ্য প্রীতিং পরাঞ্চাপি তপোলুব্ধা বিশারদাঃ ॥৫॥
প্রযযুর্হি ততো রাজন্! যেন তীর্থমসৃগ্‌বহম্।
অথাগম্য মহাভাগাস্ততীর্থং দারুণং তদা ॥৬॥
দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যাঃ শোণিতেন পরিপ্লুতম্।
পীয়মানঞ্চ রক্ষোভির্বহুভির্নৃপসত্তম! ॥৭॥
তান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসান্ রাজন্! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
পরিত্রাণে সরস্বত্যাঃ পরং যত্নং প্রচক্রিরে ॥৮॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

তৃপ্তা ইতি। বিগতজ্বরাস্তিরোহিতক্ষুধাসন্তাপাঃ। স্বর্গজিতঃ স্বর্গবিজয়িনঃ ॥৩॥

কস্যচিদিতি। কস্যচিৎ কালস্য অতিক্রমে সতীতি শেষঃ ॥৪॥

তেষ্বিতি। স্বাপ্লুত্য স্নাত্বা। যেন যত্রেত্যর্থঃ, অসৃগ্‌বহং শোণিতবাহি। পরিপ্লুতং ব্যাপ্তম্। সংশিতব্রতা দৃঢ়তপোনিয়মাঃ, পরিত্রাণে রক্তবহনাৎ রক্ষায়াম্ ॥৫—৮॥

ভরতনন্দন রাজা! তাহার পর রাক্ষসেরা সেস্থানে আগমন করিল এবং তাহারা সকলে রক্ত পান করিতে থাকিয়া, সুখে অবস্থান করিতে লাগিল ॥২॥

ক্রমে রাক্ষসেরা সেই রক্তপানে অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়া এবং সন্তাপবিহীন ও সুখী হইয়া, স্বর্গবিজয়ীদের ন্যায় হাস্য ও নৃত্য করিতে থাকিল ॥৩॥

রাজা! তদনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, তপোধন ঋষিরা তীর্থযাত্রা-ব্যপদেশে সরস্বতীনদীতে আগমন করিলেন ॥৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ রাজা! তপস্যার্থী, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও দৃঢ়নিয়মশালী সেই মুনি-শ্রেষ্ঠেরা সেই সকল তীর্থে অবগাহন করিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া—যেস্থানে সরস্বতীনদী রক্ত বহন করিতেছিল, ক্রমে সেইস্থানে গমন করিলেন। সেই মহাত্মারা সেই দারুণ তীর্থে আসিয়া, সরস্বতীর জল রক্তসংযুক্ত এবং রাক্ষসেরা তাহা পান করিতেছে ইহা দেখিয়া, সেই দুর্ঘটনা হইতে সরস্বতীকে রক্ষা করিবার জন্য গুরুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥৫—৮॥

(৫)···স্বাপ্লুত্য মুনিপুঙ্গবাঃ—নি।

তে তু সর্বে মহাভাগাঃ সমাগম্য মহাব্রতাঃ।
আহূয় সরিতাং শ্রেষ্ঠামিদং বচনমব্রুবন্ ॥৯॥
কারণং ব্রূহি কল্যাণি! কিমর্থং তে হ্রদো হ্যয়ম্।
এবমাকুলতাং যাতঃ শ্রুত্বাধ্যাসামহে বয়ম্ ॥১০॥
ততঃ সা সর্ব্বমাচষ্ট যথাবৃত্তং প্রবেপতী।
দুঃখিতামথ তাং দৃষ্ট্বা ঊচুস্তে বৈ তপোধনাঃ ॥১১॥
কারণং শ্রুতমস্মাভিঃ শাপশ্চৈব শ্রুতোঽনঘে!।
করিষ্যামো বয়ং যত্নং সর্ব এব তপোধনাঃ ॥১২॥
এবমুক্ত্বা সরিচ্ছ্রেষ্ঠামূচুস্তেঽথ পরস্পরম্।
বিমোচয়ামহে সর্বে শাপাদেতাং সরস্বতীম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। মহাব্রতা দৃঢ়তপোনিয়মাঃ। সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥৯॥

কারণমিতি। আকুলতাং শোণিতব্যাপ্ততাম্। অধ্যাসামহে অবতিষ্ঠামহে ॥১০॥

তত ইতি। আচষ্ট অবদৎ, বৃত্তং জাতম্, প্রবেপতী অতীবকম্পমানা ॥১১॥

কারণমিতি। যত্নং তবৈতদ্দুঃখমোচন ইতি শেষঃ ॥১২॥

এবমিতি। বিমোচয়ামহে তপঃপ্রভাবাদেবেতি ভাবঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সা শপ্তেতি ॥১—৯॥ অধ্যাস্তামহে অধ্যবসায়ং করিষ্যামহে ॥১০—৪৫॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪০॥

দৃঢ়তপোনিয়মশালী সেই মহাত্মারা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীর নিকটে আসিয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন—॥৯॥

'কল্যাণি! তোমার এই হ্রদটা এইরূপ রক্তাক্ত হইল কেন? ইহার কারণ বল; আমরা উহা শুনিয়া এইস্থানে অবস্থান করিব' ॥১০॥

তাহার পর সরস্বতী কাঁপিতে থাকিয়া, সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। পরে সরস্বতীকে দুঃখিত দেখিয়া সেই তপস্বীরা বলিলেন—॥১১॥

'নিষ্পাপে! কারণ শুনিলাম এবং অভিসম্পাতও শুনিতে পাইলাম। এখন আমরা তপস্বীরা সকলেই এই বিপদ হইতে তোমাকে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব' ॥১২॥

তাঁহারা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে এইরূপ বলিয়া, পরস্পর বলিলেন—'আমরা

(১০)…এবমগ্রাহ্যতাং যাতঃ · নি।

তে সর্বে ব্রাহ্মণা রাজন্ ! তপোভির্নিয়মৈস্তথা ।
উপবাসৈশ্চ বিবিধৈর্যমৈঃ কষ্টব্রতৈস্তথা ॥১৪॥
আরাধ্য পশুভর্ত্তারং মহাদেবং জগৎপতিম্ ।
অমোক্ষয়ন্ত তাং দেবীং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
তেষান্তু সা প্রভাবেণ প্রকৃতিস্থা সরস্বতী ।
প্রসন্নসলিলা জজ্ঞে যথাপূর্ব্বং তথৈব হ ।
বিমুক্তা চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বিবভৌ সা যথা পুরা ॥১৬॥
দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যা মুনিভিস্তৈস্তথাকৃতম্ ।
তানেব শরণং জগ্মূ রাক্ষসাঃ ক্ষুধিতাস্তদা ॥১৭॥
বদ্ধাঞ্জলিং ততো রাজন্ ! রাক্ষসাঃ ক্ষুধয়ার্দ্দিতাঃ ।
ঊচুস্তান্ বৈ মুনীন্ সর্ব্বান্ কৃপাযুক্তান্ পুনঃ পুনঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। যমৈর্ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ। অমোক্ষয়ন্ত শোণিতবহনাৎ ॥১৪—১৫॥

তেষামিতি। প্রকৃতিস্থা স্বভাবস্থিতা। প্রসন্নসলিলা নির্ম্মলজলা। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৬॥

দৃষ্ট্বেতি। শরণং জগ্মুঃ ক্ষুধানিবারণার্থমিতি ভাবঃ ॥১৭॥

বদ্ধেতি। কৃপাযুক্তান্, অতএব ক্ষুধানিবারণার্থং কৃপাং করিষ্যন্তীত্যাশয়ঃ ॥১৮॥

সকলে এই নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে বিশ্বামিত্রের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত করিব' ॥১৩॥

রাজা ! সেই ব্রাহ্মণেরা তপস্যা, শাস্ত্রীয়নিয়ম, ইন্দ্রিয়দমন, নানাবিধ উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য ও কষ্টকর ব্রতদ্বারা পশুপতি ও জগৎপতি মহাদেবের আরাধনা করিয়া, সেই নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে রক্ত বহন হইতে মুক্ত করিলেন ॥১৪—১৫॥

সেই মুনিগণের প্রভাবে নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীর জল পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল হইল; তখন নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী বিশ্বামিত্রের শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৬॥

তখন মুনিগণের প্রভাবে সরস্বতী সেইরূপ হইয়াছে দেখিয়া, রাক্ষসেরা ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় সেই মুনিগণেরই স্মরণাপন্ন হইল ॥১৭॥

রাজা ! তাহার পর সেই ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলি হইয়া দয়ালু সেই সকল মুনিকে বলিল—॥১৮॥

(১৫)…মোক্ষয়ামাসুস্তাং দেবীং…পি নি। (১৮) কৃত্বাঞ্জলিং…পি।

বয়ং হি ক্ষুধিতাশ্চৈব ধর্ম্মাদ্ধীনাশ্চ শাশ্বতাৎ।
ন চ নঃ কামকারোঽয়ং যদ্বয়ং পাপকারিণঃ ॥১৯॥
যুষ্মাকঞ্চাপ্রসাদেন দুষ্কৃতেন চ কর্ম্মণা।
যৎ পাপং বর্দ্ধতেঽস্মাকং ততঃ স্মো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥২০॥
যোষিতাঞ্চৈব পাপেন যোনিদোষকৃতেন চ।
এবং হি বৈশ্যশূদ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ।
যে ব্রাহ্মণান্ প্রদ্বিষন্তি তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ ॥২১॥
আচার্য্যমৃত্বিজঞ্চৈব গুরুং বৃদ্ধজনং তথা।
প্রাণিনো যেঽবমন্যন্তে তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ ॥২২॥
তৎ কুরুধ্বমিহাস্মাকং তারণং দ্বিজসত্তমাঃ!।
শক্তাঃ ভবন্তঃ সর্ব্বেষাং লোকানামপি তারণে ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

বয়মিতি। শাশ্বতাৎ সনাতনাৎ। কামকারঃ স্বেচ্ছাচারঃ ॥১৯॥

যুষ্মাকমিতি। দুষ্কৃতেন দুষ্টরূপেণ বিহিতেন। ব্রহ্মাণশ্চ তে রাক্ষসাশ্চেতি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥২০॥

যোষিতামিতি। ক্ষত্রিয়াদীনাং কিং পাপমিত্যাহ য ইতি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

আচার্য্যমিতি। আচার্য্যমুপনেতারম্, গুরুং পিত্রাদিকম্। প্রাণিনোঽত্র মানুষাঃ ॥২২॥

তদিতি। তারণং রাক্ষসভাবাদুদ্ধারম্। শক্তাস্তপঃপ্রভাবাৎ ॥২৩॥

'আমরা ক্ষুধার্ত্ত এবং সনাতন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত; তা'র পর, আমরা যে পাপকার্য্য করিয়া থাকি, তাহা আমাদের স্বেচ্ছাচার নহে ॥১৯॥

আপনাদের প্রসন্নতা না থাকায় এবং সর্ব্বদাই দুষ্কার্য্য করিতে থাকায় যেহেতু পাপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেই জন্যই আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি ॥২০॥

ব্যভিচারপাপে নারীগণ এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণের বিদ্বেষ করে, তাহারা সেই পাপে—এই জগতে রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥২১॥

যাহারা আচার্য্য, পুরোহিত, গুরু ও বৃদ্ধ লোকের অবজ্ঞা করে, তাহারাও এই জগতে রাক্ষস হইয়া উৎপন্ন হয় ॥২২॥

অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা আমাদিগকে উদ্ধার করুন; কারণ, আপনারা তপস্যার প্রভাবে ত্রিভুবনকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হন' ॥২৩॥

(২০)…যতঃ স্মো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

তেষাস্তু মুনয়ঃ শ্রুত্বা তুষ্টুবুস্তাং মহানদীম্।
মোক্ষার্থং রক্ষসাং তেষামূচুঃ প্রয়তমানসাঃ ॥২৪॥
ক্ষুতং কীটাবপন্নঞ্চ যচ্চোচ্ছিষ্টাশ্বিতং ভবেৎ।
সকেশমবধূতঞ্চ রুদিতোপহতঞ্চ যৎ।
শ্বভিঃ সংস্পৃষ্টমন্নঞ্চ ভাগোঽসৌ রক্ষসামিহ ॥২৫॥
তস্মাজ্‌জ্ঞাত্বা সদা বিদ্বানেতান্ যত্নাদ্বিবর্জয়েৎ।
রাক্ষসান্নমসৌ ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হ্যন্নমীদৃশম্ ॥২৬॥
শোধয়িত্বা ততস্তীর্থমৃষয়স্তে তপোধনাঃ।
মোক্ষার্থং রাক্ষসানাঞ্চ নদীং তাং প্রত্যচোদয়ন্ ॥২৭॥
মহর্ষীণাং মতং জ্ঞাত্বা ততঃ সা সরিতাং বরা।
অরুণামানয়ামাস স্বাং তনুং পুরুষর্ষভ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। তেষাং বচনমিতি শেষঃ। প্রয়তমানসাঃ কামাদিশূন্যচিত্তাঃ ॥২৪॥

ক্ষুতমিতি। ক্ষুতং ক্ষুতদূষিতম, কীটাবপন্নং কীটপতনেনোপহতম, উচ্ছিষ্টাশ্বিতং ভুক্তাবশেষযুক্তম্। অবধূতং নিষ্পেষণাদিনা বিকৃতীকৃতম্, রুদিতোপহতং রোদনকালীনাশ্রু-পতনদূষিতম্। শ্বভিঃ কুক্কুরৈঃ, সংস্পৃষ্টং স্পৃষ্টম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥

তস্মাদিতি। জ্ঞাত্বা উক্তবিধদোষদুষ্টং ন বেতি পরীক্ষ্য, এতান্ ভাগান্ ॥২৬॥

শোধেতি। শোধয়িত্বা শোণিতমিশ্রীভাবান্মোচয়িত্বা। প্রত্যচোদয়ন্ রাক্ষসানাং মোচনায়াদিশন্ ॥২৭॥

মহর্ষীণামিতি। আনয়ামাস আনিনায়, স্বাং স্বকীয়ামেব, তনুং মূর্তিম ॥২৮॥

সংযতচিত্ত মুনিরা সেই রাক্ষসগণের উক্তি শুনিয়া, তাহাদের মুক্তির জন্য মহানদী সরস্বতীর স্তব করিলেন এবং বলিলেন—॥২৪॥

'ক্ষুতদুষ্ট (যে অন্নের উপরে হেঁচি দেওয়া হয়, সেই অন্ন), কীটপতনদূষিত, উচ্ছিষ্ট, কেশযুক্ত, নিষ্পেষিত, অশ্রুদূষিত এবং কুক্কুর স্পৃষ্ট—এই সকল অন্ন রাক্ষস-গণের ভাগ (খাদ্য) ॥২৫॥

অতএব বুদ্ধিমান্ লোক পরীক্ষা করিয়া যত্নপূর্ব্বক এই সকল অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। কারণ, যে লোক এইরূপ অন্ন ভোজন করে, সে লোক রাক্ষসান্নই ভোজন করে' ॥২৬॥

সেই তপস্বী ঋষিরা সেই তীর্থটাকে রক্ত মুক্ত করিয়া, রাক্ষসগণের মুক্তির জন্য সরস্বতীনদীকে আদেশ করিলেন ॥২৭॥

(২৪) তেষান্তু বচনং শ্রুত্বা···নি। (২৫) এভিঃ সংস্পৃষ্টমন্নঞ্চ—বঙ্গ বর্দ্ধ।

তস্যাং তে রাক্ষসাঃ স্নাত্বা তনূস্ত্যক্ত্বা দিবং গতাঃ।
অরুণায়াং মহারাজ! ব্রহ্মবধ্যাপহা হি সা ॥২৯॥
এতমর্থমভিজ্ঞায় দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
তস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা বিমুক্তঃ পাপ্মনা কিল ॥৩০॥

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং ভগবান্ শক্রো ব্রহ্মবধ্যামবাপ্তবান্।
কথমস্মিংশ্চ তীর্থে বৈ আপ্লুত্যাকল্মষোঽভবৎ ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু ত্বেতদুপাখ্যানং যথাবৃত্তং জনেশ্বর!।
যথা বিভেদ সময়ং নমুচের্বাসবঃ পুরা ॥৩২॥
নমুচির্বাসবাদ্ভীতঃ সূর্য্যরশ্মিং সমাবিশৎ।
তেনেন্দ্রঃ সখ্যমকরোৎ সময়ঞ্চেদমব্রবীৎ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্যামিতি। হি যস্মাৎ, সা অরুণা ব্রহ্মবধ্যাপহা ব্রহ্মহত্যাপাপনাশিনী ॥২৯॥

এতমিতি। এতমর্থম্ অরুণায়াং স্নানং ব্রহ্মহত্যাপাপপর্য্যন্তনাশকম্ ॥৩০॥

কিমিতি। ব্রহ্মবধ্যাং ব্রহ্মহত্যাপাপম্। আপ্লুত্য স্নাত্বা, অকল্মষো নিষ্পাপঃ ॥৩১॥

শৃণ্বিতি। বিভেদ বভঞ্জ, সময়ং শপথম, নমুচের্দানবস্য ॥৩২॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সরস্বতীনদী সেই মহর্ষিগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া, নিজের মূর্ত্তি অরুণাকে আনয়ন করিল ॥২৮॥

মহারাজ! পরে সেই রাক্ষসেরা সেই অরুণাতে স্নান ও দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল; কারণ, সেই অরুণা স্নানকারীর ব্রহ্মহত্যার পাপ পর্য্যন্ত নাশ করিয়া থাকে ॥২৯॥

এই বিষয় জানিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই প্রধানতীর্থ অরুণাতে স্নান করিয়া, পাপমুক্ত হইয়াছিলেন ॥৩০॥

জনমেজয় বলিলেন—'ভগবান্ ইন্দ্র কি জন্য ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা তিনি অরুণাতে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছিলেন' ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরনাথ! আপনি এই উপাখ্যান যথাযথভাবে শ্রবণ করুন; পূর্ব্বকালে ইন্দ্র নমুচির নিকটে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন ॥৩২॥

(৩৩)...সূর্য্যরশ্মীন্ সমাবিশৎ পি।

ন চার্দ্রেণ ন শুষ্কেণ ন রাত্রৌ নাপি চাহনি।
বধিষ্যাম্যসুরশ্রেষ্ঠ! সখে! সত্যেন তে শপে ॥৩৪॥
এবং স সময়ং কৃত্বা দৃষ্ট্বা নীহারমীশ্বরঃ।
চিচ্ছেদাস্য শিরো রাজন্! অপাং ফেনেন বাসবঃ ॥৩৫॥
তচ্ছিরো নমুচেশ্ছিন্নং পৃষ্ঠতঃ শক্রমন্বয়াৎ।
ভো মিত্রহন্! পাপেতি ব্রুবাণং শক্রমন্তিকাৎ ॥৩৬॥
এবং স শিরসা তেন চোদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
পিতামহায় সন্তপ্ত এতমর্থং ন্যবেদয়ৎ ॥৩৭॥
তমব্রবীল্লোকগুরুররুণায়াং যথাবিধি।
ইষ্ট্বোপস্পৃশ দেবেন্দ্র! তীর্থে পাপভয়াপহে ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

নমুচিরিতি। তেন নমুচিনা সহ। সময়ং শপথম্। ক্লীবত্বমার্যম্ ॥৩৩॥

নেতি। আর্দ্রেণ শুষ্কেণ চ শস্ত্রেণেতি শেষঃ। শপে শপথং করোমি ॥৩৪॥

এবমিতি। নীহারং নীহারান্তর্গতং নমুচিম্, ঈশ্বর অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যবান্। অতএব অপাং ফেনেন চ্ছেদনসম্ভব ইতি ভাবঃ। অপাং জলস্য ॥৩৫॥

তদিতি। মিত্রং মাং হন্তীতি মিত্রহা তৎসম্বোধনম্। তদেব পাপমিতি ভাবঃ ॥৩৬॥

এবমিতি। চোদ্যমানো ভর্ৎস্যমানঃ। পিতামহায় ব্রহ্মণে ॥৩৭॥

নমুচি ইন্দ্র হইতে ভীত হইয়া, সূর্য্যের কিরণমধ্যে প্রবেশ করিল; ইন্দ্র তাহার সহিত সখিত্ব স্থাপন করিলেন এবং এই শপথ করিলেন—॥৩৩॥

'সখে অসুরশ্রেষ্ঠ! আমি সত্য শপথ করিতেছি যে, দিনে বা রাত্রিতে আর্দ্র বা শুষ্ক অস্ত্রদ্বারা তোমাকে বধ করিব না' ॥৩৪॥

রাজা! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ শপথ করিয়া, কোন সময় নীহারান্তর্গত নমুচিকে দেখিয়া, জলের ফেনদ্বারা সেই নমুচির মস্তক ছেদন করিলেন ॥৩৫॥

নমুচির সেই ছিন্ন মস্তক—'ওরে মিত্রহত্যাকারী পাপাত্মা!' এইরূপ বলিতে থাকিয়া, ইন্দ্রের পিছনে নিকটে নিকটে চলিতে থাকিল ॥৩৬॥

এইভাবে সেই নমুচির মস্তকটা বার বার তিরস্কার করিতে থাকিয়া, পিছনে পিছনে চলিতে থাকিলে, ইন্দ্র সন্তপ্ত হইয়া যাইয়া ব্রহ্মার নিকটে এই বিষয় জানাইলেন ॥৩৭॥

(৩৬) ··ভো ভো মিত্রহ! পাপেতি···নি। (৩৮) ইতঃ পরং শ্লোকত্রয়মধিকং পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ। তে চ যথা—

এবা পুণ্যজলা শক্র! কৃতা মুনিভিরেব চ। নিগূঢ়মস্যাগমনমিহাসীৎ পূর্ব্বমেব তু ॥১॥

ইত্যুক্তঃ স সরস্বত্যাঃ কুঞ্জে বৈ জনমেজয় ! ।
ইষ্ট্বা যথাবদ্বলভিদরুণায়ামুপাস্পৃশৎ ॥৩৯॥
স মুক্তঃ পাপ্মনা তেন ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন চ ।
জগাম সংহৃষ্টমনাস্ত্রিদিবং ত্রিদিবেশ্বরঃ ॥৪০॥
শিরস্তচ্চাপি নমুচেস্তত্রৈবাপ্লুত্য ভারত ! ।
লোকান্ কামদুঘান্ প্রাপ্তমক্ষয়ান্ রাজসত্তম ! ॥৪১॥
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলো মহাত্মা দত্ত্বা চ দানানি পৃথগ্‌বিধানি ।
অবাপ্য ধর্ম্মং পরমার্য্যকর্ম্মা জগাম সোমস্য মহৎ সুতীর্থম্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। লোকগুরুর্ব্রহ্মা। ইষ্ট্বা যাগং কৃত্বা, উপস্পৃশ স্নাহি ॥৩৮॥

ইতীতি। কুঞ্জে লতাদ্যাবৃতস্থানে। বলভিদিন্দ্রঃ, উপাস্পৃশৎ স্নাতবান্ ॥৩৯॥

স ইতি। ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন ব্রহ্মহত্যাতুল্যমিত্রহত্যাকৃতেন ॥৪০॥

শির ইতি। আপ্লুত্য অবগাহ্য। কামদুঘান্ অভীষ্টদাতৄন্ ॥৪১॥

তত্রেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, বলো রামঃ। পরমমুত্তমম্ আর্য্যকর্ম্ম সজ্জনকার্য্যং যস্য সঃ ॥৪২॥

তখন ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিলেন—'দেবরাজ! তুমি পাপভয়নাশক অরুণাতীর্থে যাইয়া যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়া তাহাতে স্নান কর' ॥৩৮॥

রাজা জনমেজয়! ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, ইন্দ্র সরস্বতীনদীর কুঞ্জে যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়া অরুণাতে স্নান করিলেন ॥৩৯॥

তখন স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপের তুল্য মিত্রহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥৪০॥

ভরতনন্দন রাজশ্রেষ্ঠ! নমুচির সেই মস্তকটীও অরুণাতে স্নান করিয়া, অক্ষয় ও অভীষ্টদাতা স্বর্গলোকে গমন করিল ॥৪১॥

মহাত্মা এবং অত্যন্তসৎকর্ম্মান্বিত বলরামও সেই অরুণাতীর্থে স্নান ও নানাবিধ দান করিয়া, ধর্ম্মলাভে সন্তুষ্ট হইয়া, চন্দ্রের মহাতীর্থে গমন করিলেন ॥৪২॥

ততোঽভ্যেত্যারুণাং দেবীং প্লাবয়ামাস বারিণা। সরস্বত্যারুণায়াশ্চ পুণ্যোঽয়ং সঙ্গমো মহান্ ॥২॥

ইহ ত্বং যজ দেবেন্দ্র ! দদ দানান্যনেকশঃ। অত্রাপ্লুত্য সুঘোরাত্ত্বং পাতকাদ্বিপ্রমোক্ষ্যসে ॥৩॥

(৩৯) অত্র মহান্ পাঠভেদোবর্ত্ততে—বঙ্গ বর্দ্ধ। (৪১) ইতঃ পরং 'বৈশম্পায়ন উবাচ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

যত্রাযজদ্রাজসূয়েন সোমঃ সাক্ষাৎ পুরা বিধিবৎ পার্থিবেন্দ্র।।
অত্রির্ধীমান্ বিপ্রমুখ্যো বভূব হোতা যস্মিন্ ক্রতুমুখ্যে মহাত্মা ॥৪৩॥
যস্যান্তেঽভূৎ সুমহদ্দানবানাং দৈতেয়ানাং রাক্ষসানাঞ্চ দেবৈঃ।
যস্মিন্ যুদ্ধং তারকাখ্যং সুতীব্রং যত্র স্কন্দস্তারকং বৈ জঘান ॥৪৪॥
সৈনাপত্যং লব্ধবান্ দেবতানাং মহাসেনো যত্র দৈত্যান্তকর্ত্তা।
সাক্ষাচ্চাপি ন্যবসৎ কার্ত্তিকেয়ঃ সদা কুমারো যত্র স প্লক্ষরাজঃ ॥৪৫॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি
গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। সোমশ্চন্দ্রঃ। ক্রতুমুখ্যে যজ্ঞশ্রেষ্ঠে তস্মিন্ রাজসূয়ে ॥৪৩॥
যস্তেতি। দেবৈঃ সার্দ্ধম্। তারকাখ্যং তারকাসুরস্য প্রধানত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪৪॥
সৈনেতি। সৈনাপত্যং সেনাপতিত্বম্, মহতী সেনা যস্য সঃ। প্লক্ষরাজো মহা-পর্কটীবৃক্ষঃ ॥৪৫॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

রাজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে স্বয়ং চন্দ্র যে তীর্থে থাকিয়া যথাবিধানে রাজসূয়যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যে মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অত্রি হোতা হইয়াছিলেন ॥৪৩॥

যে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, দেবগণের সহিত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের তারক-নামক ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ হইয়াছিল এবং যে যুদ্ধে কার্ত্তিক তারকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ॥৪৪॥

যে যুদ্ধে মহাসেন ও দৈত্যহন্তা কার্ত্তিক দেবগণের সেনাপতিপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং যে তীর্থে তিনি স্বয়ং বাস করেন, আর যে তীর্থে একটী বিশাল পর্কটী বৃক্ষ রহিয়াছে ॥৪৫॥

——:*:——

(৪৫)···সনৎকুমারো যত্র সত্রমিয়াজ—পি।
* '···ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '···চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

—————:০*০:—————

জনমেজয় উবাচ।

সরস্বত্যাঃ প্রভাবোঽয়মুক্তস্তে দ্বিজসত্তম !।
কুমারস্যাভিষেকন্তু ব্রহ্মন্! ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥১॥
যস্মিন্ কালে চ দেশে চ যথা চ বদতাং বর !।
যৈশ্চাভিষিক্তো ভগবান্ বিধিনা যেন চ প্রভুঃ ॥২॥
স্কন্দো যথা চ দৈত্যানামকরোৎ কদনং মহৎ।
তথা মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কুরুবংশস্য সদৃশং কৌতূহলমিদং তব।
হর্ষমুৎপাদয়ত্যেব বচো মে জনমেজয় ! ॥৪॥
হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণ্বানস্য জনাধিপ !।
অভিষেকং কুমারস্য প্রভাবঞ্চ মহাত্মনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

পূর্ব্বাধ্যায়ে "সৈনাপত্যং লব্ধবান্" ইত্যুক্তেস্তদভিষেকাদিকং পৃচ্ছতি সরস্বত্যা ইতি। অস্য বৃত্তান্তস্য বনপর্ব্বণ্যুক্তাবপি বক্তৃশ্রোতৃভেদাৎ পুনরুক্তৌ ন দোষঃ। কাদাচিৎক-স্তদ্বিরোধস্তু কল্পান্তরীয়ত্বাঙ্গীকারাৎ সমাধেয়ঃ। তে ত্বয়া। কুমারস্য কার্ত্তিকেয়স্য ॥১॥

যস্মিন্নিতি। ভগবান্ মাহাত্ম্যবান্, প্রভুঃ প্রভাবশালী কার্ত্তিকেয়ঃ। স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়ঃ, মহৎ কদনং মহামারীম্ ॥২—৩॥

কুর্বিতি। কুরুবংশো হি ধর্ম্মাখ্যানশ্রবণে চিরমেব কৌতুকীত্যাশয়ঃ ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—'দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! আপনি সরস্বতীর এই প্রভাব বলিলেন, এখন কার্ত্তিকের অভিষেকবৃত্তান্ত বলুন ॥১॥

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! যে দেশে যে কালে যে প্রকারে যে বিধানে যাঁহারা মাহাত্ম্য ও প্রভাবশালী কার্ত্তিককে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং কার্ত্তিক যে ভাবে অসুরগণের মহামারী ঘটাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট বলুন। কারণ, উহা শ্রবণে আমার গুরুতর কৌতূহল জন্মিয়াছে' ॥২—৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয়! আপনার এই কৌতূহল কুরুবংশের উপযুক্তই বটে; আমার বাক্য অবশ্যই আপনার আনন্দ উৎপাদন করিবে ॥৪॥

তেজো মাহেশ্বরং স্কন্নমগ্নৌ প্রপতিতং পুরা।
তৎ সর্ব্বভক্ষো ভগবানাশকদ্দগ্ধুমক্ষয়ম্ ॥৬॥
তেন সীদতি তেজস্বী দীপ্তিমান্ হব্যবাহনঃ।
ন চৈনং ধারয়ামাস ব্রহ্মণে উক্তবান্ প্রভুঃ ॥৭॥
স গঙ্গামুপসঙ্গম্য নিয়োগাদ্‌ব্রহ্মণঃ প্রভুঃ।
গর্ভমাহিতবান্ দিব্যং ভাস্করোপমতেজসম্ ॥৮॥
অথ গঙ্গাপি তং গর্ভমসহন্তী বিধারণে।
উৎসসর্জ্জ গিরৌ রম্যে হিমবত্যমরার্চ্চিতে ॥৯॥
স তত্র বরৃধে লোকানাবৃত্য জ্বলনাত্মজঃ।
দদৃশুর্জ্জ্বলনাকারং তং গর্ভমথ কৃত্তিকাঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

হন্তেতি। হন্তেতি হর্ষে, শৃণ্বানস্ত শৃণ্বতস্তব সমীপে ॥৫॥
তেজ ইতি। তেজো রেতঃ, স্কন্নং পতিতম্। অক্ষয়ত্বাদেব দগ্ধুং নাশকদিত্যাশয়ঃ ॥৬॥
তেনেতি। তেন পতিতেন তেজসা, সীদতি ক্লিশ্যতি, হব্যবাহন অগ্নিঃ ॥৭॥
স ইতি। নিয়োগাদাদেশাৎ। গর্ভং গর্ভজনকং তত্তেজঃ ॥৮॥
অথেতি। অসহন্তী অশক্নুবতী। উৎসসর্জ্জ নিচিক্ষেপ ॥৯॥
স ইতি। আবৃত্য ব্যাপ্য। জ্বলনাকারং বহ্নিসদৃশম্ ॥১০॥

নরনাথ! আপনি শ্রবণ করিতেছেন, আমিও আনন্দের সহিতই আপনার নিকটে কার্ত্তিকের অভিষেক ও প্রভাববৃত্তান্ত বলিব ॥৫॥

পূর্ব্বকালে মহাদেবের বীর্য্য অগ্নিমধ্যে পতিত হইয়াছিল; কিন্তু ভগবান্ অগ্নি সর্ব্বভক্ষ হইলেও, সে অক্ষয় বীর্য্য দগ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই ॥৬॥

অগ্নি দীপ্তিশালী, তেজস্বী এবং শক্তিসম্পন্ন হইয়াও সেই তেজে ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন, এমন কি তাহা ধারণ করিতেই সমর্থ হইলেন না; তাহার পর তিনি তাহা ব্রহ্মার নিকট বলিলেন ॥৭॥

পরে ব্রহ্মার আদেশে অগ্নি গঙ্গার নিকটে যাইয়া, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল সেই তেজ গঙ্গামধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥৮॥

তদনন্তর গঙ্গাও সেই তেজ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, দেবসেবিত মনোহর হিমালয়পর্ব্বতে তাহা নিক্ষেপ করিলেন ॥৯॥

অগ্নিসম্ভূত সেই তেজ আপন তেজে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া বৃদ্ধি পাইতে

(৭) তেনাসীদতিতেজস্বী…পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

শরস্তম্বে মহাত্মানমনলাত্মজমীশ্বরম্।
মমায়মিতি তাঃ সর্ব্বাঃ পুত্রার্থিন্যোঽভিচক্রমুঃ ॥১১॥
তাসাং বিদিত্বা ভাবং তং মাতৄণাং ভগবান্ প্রভুঃ।
প্রস্নুতানাং পয়ঃ ষড়্‌ভির্বদনৈরপিবত্তদা ॥১২॥
তং প্রভাবং সমালক্ষ্য তস্য বালস্য কৃত্তিকাঃ।
পরং বিস্ময়মাপন্না দেব্যো দিব্যবপুর্দ্ধরাঃ ॥১৩॥
যত্রোৎসৃষ্টঃ স ভগবান্ গঙ্গায়াং গিরিমূর্দ্ধনি।
স শৈলঃ কাঞ্চনঃ সর্ব্বঃ সংবভৌ কুরুনন্দন! ॥১৪॥
বর্দ্ধতা চৈব গর্ভেণ পৃথিবী তেন রঞ্জিতা।
অতশ্চ সর্ব্বে সংবৃত্তা গিরয়ঃ কাঞ্চনাকরাঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

শরেতি। শরস্তম্বে তদাখ্যতৃণসমূহমূলে, অনলাত্মজং বহ্নিপুত্রম্, ঈশ্বরং শক্তিশালিনম্। সর্ব্বাঃ ষড়েব, অভিচক্রমুঃ অভিজগ্মুঃ ॥১১॥

তাসামিতি। প্রস্নুতানাং ক্ষরদ্দুগ্ধস্তনীনাং কৃত্তিকানাম্, পয়ো দুগ্ধম্ ॥১২॥

তমিতি। তং ষণ্মুখাবির্ভাবকম্। দিব্যবপুর্দ্ধরাঃ সুন্দরদেহধারিণ্যঃ ॥১৩॥

যত্রেতি। কাঞ্চনঃ স্বর্ণময়ঃ সন্, কার্ত্তিকেয়স্যৈব প্রভাবাদিতি ভাবঃ ॥১৪॥

লাগিল; তাহার পর ছয় জন কৃত্তিকা অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল সেই তেজ দর্শন করিলেন ॥১০॥

ক্রমে পুত্রার্থিনী সেই সকল কৃত্তিকা শক্তিশালী ও মহাত্মা সেই অগ্নির পুত্রটীকে দেখিয়া 'এটী আমার' এই কথা বলিতে থাকিয়া, তাঁহার নিকটে গমন করিলেন ॥১১॥

এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গত হইতে লাগিল, তখন মাহাত্ম্য ও প্রভাবশালী সেই বালকটী কৃত্তিকাগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া, ছয়খানি মুখ বাহির করিয়া প্রত্যেকেরই দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন ॥১২॥

সেই বালকটীর সেই প্রভাব দেখিয়া দিব্যশরীরধারিণী কৃত্তিকাদেবীরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥১৩॥

কৌরবনন্দন! কৃত্তিকারা যে পর্ব্বতের উপরে গঙ্গার নিকটে মাহাত্ম্যশালী কার্ত্তিককে রাখিয়া গিয়াছিলেন; সেই পর্ব্বত স্বর্ণময় হইয়া বিশেষ শোভা পাইয়াছিল ॥১৪॥

(১১) পুত্রার্থিন্যোঽভিচুক্রুশুঃ—নি। (১৪) যত্রোৎসৃষ্টশ্চ গর্ভঃ স…সংবভৌ মেরুবত্তদা—বা নি। (১৫)…গিরয়ঃ কাঞ্চনাত্মকাঃ—বা সো নি।

কুমারঃ সুমহাবীর্য্যঃ কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ।
গাঙ্গেয়ঃ পূর্ব্বমভবন্মহাযোগবলান্বিতঃ ॥১৬॥
শমেন তপসা চৈব বীর্য্যেণ চ সমন্বিতঃ।
ববৃধেঽতীব রাজেন্দ্র! চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনঃ ॥১৭॥
স তস্মিন্ কাঞ্চনে দিব্যে শরস্তম্বে শ্রিয়া বৃতঃ।
স্তূয়মানঃ সদা শেতে গন্ধর্ব্বৈর্মুনিভিস্তথা ॥১৮॥
তথৈনমন্বনৃত্যন্ত দেবকন্যাঃ সহস্রশঃ।
দিব্যবাদিত্রনৃত্যজ্ঞাঃ স্তুবন্ত্যশ্চারুদর্শনাঃ ॥১৯॥
অন্বাস্তে চ নদী দেবং গঙ্গা বৈ সরিতাং বরা।
দধার পৃথিবী চৈনং বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥২০॥
জাতকর্ম্মাদিকাস্তস্য ক্রিয়াশ্চক্রে বৃহস্পতিঃ।
বেদশ্চৈনং ক্রতুমূর্ত্তিরুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

বর্দ্ধতেতি। বর্দ্ধতা বর্দ্ধমানেন, গর্ভেণ বালকেন। কাঞ্চনাকরাঃ স্বর্ণখনিময়ঃ ॥১৫॥
কুমার ইতি। কার্ত্তিকেয়ঃ কৃত্তিকানাং পুত্রত্বাৎ। গাঙ্গেয়োঽপি গঙ্গাপুত্রত্বাদেব ॥১৬॥
শমেনেতি। শমেন অন্তরিন্দ্রিয়দমনেন ॥১৭॥
স ইতি। কাঞ্চনে স্বর্ণময়ে, শ্রিয়া দেহকান্ত্যা ॥১৮॥
তথেতি। অনু লক্ষ্যীকৃত্য ॥১৯॥

সেই বালকটী ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিয়া তত্রত্য ভূমি রঞ্জিত করিতে লাগিল, সেই জন্যই সমস্ত পর্বত স্বর্ণের আকর হইয়া গেল ॥১৫॥

অত্যন্ত বলবান্ ও বিশেষ যোগপ্রভাবশালী সেই বালকটীর প্রথম নাম হইয়াছিল—'গাঙ্গেয়', তৎপরে নাম হইয়াছিল—'কার্ত্তিকেয়' ॥১৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! শমগুণ, তপস্যা ও দৈহিকবলসম্পন্ন এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন সেই কার্ত্তিক, ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥১৭॥

পরমসৌন্দর্য্যশালী কার্ত্তিক সেই মনোহর স্বর্ণময় শরবনে সর্বদা অবস্থান করিতেন এবং তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ ও মুনিগণ আসিয়া তাঁহার স্তব করিতেন ॥১৮॥

সেইরূপই চারুদর্শনা এবং স্বর্গীয় নৃত্যবাদ্যবিৎ সহস্র সহস্র দেবকন্যা আসিয়া কার্ত্তিকের সম্মুখে স্তব করিতে থাকিয়া নৃত্য করিতেন ॥১৯॥

নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা কার্ত্তিকের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইত এবং পৃথিবী সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া কার্ত্তিককে ধারণ করিতেন ॥২০॥

(২১) জাতকর্ম্মাদিকাস্তত্র—পি বঙ্গ বর্দ্ধ সো।

ধনুর্ব্বেদশ্চতুষ্পাদঃ শস্ত্রগ্রামঃ সসংগ্রহঃ।
তত্রৈনং সমুপাতিষ্ঠৎ সাক্ষাদ্বাণী চ কেবলা ॥২২॥
স দদর্শ মহাবীর্য্যো দেবদেবমুমাপতিম্।
শৈলপুত্র্যা সহাসীনং ভূতসংঘশতৈর্ব্বৃতম্ ॥২৩॥
নিকায়া ভূতসংঘানাং পরমাদ্ভুতদর্শনাঃ।
বিকৃতা বিকৃতাকারা বিকৃতাভরণধ্বজাঃ ॥২৪॥
ব্যাঘ্রসিংহর্ক্ষবদনা বিড়ালমকরাননাঃ।
বৃষদংশমুখাশ্চান্যে গজোষ্ট্রবদনাস্তথা।
উলূকবদনাঃ কেচিদ্গৃধ্রগোমায়ুদর্শনাঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অন্বিতি। অনু লক্ষ্যীকৃত্য আস্তে তিষ্ঠতি স্ম, দেবং কার্ত্তিকেয়ম্ ॥২০॥

জাতেতি। বেদঃ ক্রতুর্যজ্ঞশ্চ মূর্ত্তিমূর্ত্তিমান্ সন্, উপতস্থে উপাসাঞ্চক্রে ॥২১॥

ধনুরিতি। নির্ম্মাণ-পরীক্ষা-প্রয়োগোপসংহাররূপাশ্চত্বারঃ পাদা যস্য সঃ, সংগৃহ্যন্তে যে তে সংগ্রহা মন্ত্রাস্তৈঃ সহেতি সঃ। কেবলা মুখ্যা ॥২২॥

স ইতি। শৈলপুত্র্যা পার্ব্বত্যা ॥২৩॥

নিকায়া ইতি। নিকায়াঃ সমূহাঃ। বিকৃতা বিকৃতস্বভাবাঃ ॥২৪॥

ব্যাঘ্রেতি। ঋক্ষো ভল্লূকঃ। বৃষদংশোঽপি বিড়ালবিশেষঃ। উলূকঃ পেচকঃ, গৃধ্রঃ পক্ষিবিশেষঃ, গোমায়ুঃ শৃগালঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥

বৃহস্পতি কার্ত্তিকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কারকার্য্যগুলি করিয়াছিলেন এবং বেদ ও যজ্ঞ সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কার্ত্তিকের উপাসনা করিয়াছিল ॥২১॥

চতুষ্পাদ্ ধনুর্বেদ, মন্ত্রের সহিত অস্ত্রসমূহ এবং সরস্বতী মূর্ত্তিমতী হইয়া কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥২২॥

ক্রমে কার্ত্তিক দর্শন করিলেন - দেবদেব মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন এবং দলে দলে ভূতগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে ॥২৩॥

সেই ভূতগুলির দর্শন অত্যন্ত অদ্ভুত, স্বভাব বিকৃত, আকার অন্য প্রকার এবং অলঙ্কার ও ধ্বজ অন্য রূপ ছিল ॥২৪॥

কতকগুলি ভূতের মুখ—ব্যাঘ্র, সিংহ ও ভল্লূকের ন্যায়, অপর কতকগুলির বদন—বিড়াল ও মকরের তুল্য, অন্য কতকগুলির আনন—বনবিড়ালের সমান, আর

(২২) শস্ত্রগ্রামঃ সসংগ্রহঃ—বা নি। (২৩) ভূতসংঘৈশতৈর্বৃতঃ—নি।

ক্রৌঞ্চপারাবতনিভৈর্বদনৈ রাঙ্কবৈরপি।
শ্বাবিচ্ছল্যকগোধানামজৈড়কগবাং তথা।
সদৃশানি বপূংষ্যন্যে তত্র তত্র ব্যধারয়ন্ ॥২৬॥
কেচিচ্ছৈলাম্বুদপ্রখ্যাশ্চক্রোদ্যতগদায়ুধাঃ।
কেচিদঞ্জনপুঞ্জাভাঃ কেচিচ্ছ্বেতাচলপ্রভাঃ ॥২৭॥
সপ্ত মাতৃগণাশ্চৈব সমাজগ্মুর্বিশাংপতে!।
সাধ্যা বিশ্বেঽথ মরুতো বসবঃ পিতরস্তথা।
রুদ্রাদিত্যাস্তথা সিদ্ধা ভুজগা দানবাঃ খগাঃ ॥২৮॥
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সপুত্রঃ সহ বিষ্ণুনা।
শক্রস্তথাভ্যয়াদ্দ্রষ্টুং কুমারবরমচ্যুতম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্রৌঞ্চেতি। রাঙ্কবৈ রঙ্কুমৃগবদনসদৃশৈঃ। শ্বাবিদাদয়ঃ পশুবিশেষাঃ। ষট্পাদঃ ॥২৬॥

কেচিদিতি। শৈলাম্বুদপ্রখ্যাঃ পর্ব্বতমেঘতুল্যনীলবর্ণাঃ, চক্রাণি চ উদ্যতগদাশ্চ আয়ুধানি যেষাং তে। আসন্নিতি শেষঃ ॥২৭॥

সপ্তেতি। ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, ঐন্দ্রী চেতি সপ্ত মাতরঃ। মরুতো বায়বঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

ব্রহ্মেতি। পুত্রৈর্দক্ষাদিভিঃ সহেতি সপুত্রঃ। অচ্যুতং বীরব্রতাদভ্রষ্টম ॥২৯॥

কতকগুলির মুখ—হস্তী ও উষ্ট্রের মুখের সদৃশ, অন্যগুলির মুখ—পেচকের মত ছিল, কতকগুলি ভূতের আকৃতি—শকুন ও শৃগালের তুল্য দেখা যাইতেছিল ॥২৫॥

কতকগুলি ভূতের মুখ ছিল—কোঁচবক, কপোত ও রঙ্কুমৃগের তুল্য, কতকগুলি ভূত শেজারু, বনকুকুর, গোসাপ, ছাগল, মেষ ও গরুর ন্যায় শরীর ধারণ করিতেছিল ॥২৬॥

কতকগুলি ভূত পর্বত ও মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, কতকগুলি চক্র ও উত্তোলিত গদাধারী, কতকগুলি কজ্জলরাশির ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং কতকগুলি কৈলাস-পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ছিল ॥২৭॥

নরনাথ! সপ্ত মাতৃগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, বসুগণ, পিতৃগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, সিদ্ধগণ, নাগগণ, দানবগণ ও পক্ষিগণ আগমন করিলেন ॥২৮॥

দক্ষপ্রভৃতি পুত্রগণের সহিত মাহাত্ম্যশালী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্র—সমস্ত বীরলক্ষণসম্পন্ন কার্ত্তিককে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন ॥২৯॥

---

(২৭)···চক্রালাতগদায়ুধাঃ—নি।

নারদপ্রমুখাশ্চাপি দেবগন্ধর্ব্বসত্তমাঃ।
দেবর্ষয়শ্চ সিদ্ধাশ্চ বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥৩০॥
পিতরো জগতঃ শ্রেষ্ঠা দেবানামপি দেবতাঃ।
তেঽপি তত্র সমাজগ্মুর্যামা ধামাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)
স তু বালোঽপি বলবান্ মহাযোগবলান্বিতঃ।
অভ্যাজগাম দেবেশং শূলহস্তং পিনাকিনম্ ॥৩২॥
তমাব্রজন্তমালক্ষ্য শিবস্যাসীন্মনোগতম্।
যুগপচ্ছৈলপুত্র্যাশ্চ গঙ্গায়াঃ পাবকস্য চ ॥৩৩॥
কং নু পূর্ব্বময়ং বালো গৌরবাদভ্যুপৈষ্যতি।
অপি মামিতি সর্বেষাং তেষামাসীন্মনোগতম্ ॥৩৪॥
তেষামেতদভিপ্রায়ং চতুর্ণামুপলক্ষ্য সঃ।
যুগপদ্‌যোগমাস্থায় সসর্জ্জ বিবিধাস্তনূঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

নারদেতি। নারদপ্রমুখা দেবর্ষয় ইতি সম্বন্ধঃ। যামা ধামাশ্চ দেবগণবিশেষাঃ ॥৩০—৩১॥
স ইতি। পিনাকিনং মহাদেবম্ ॥৩২॥
তমিতি। আলক্ষ্য অবলোক্য, মনোগতং তর্কণম্। পাবকস্য বহ্নেঃ ॥৩৩॥
কমিতি। গৌরবাৎ জননিবন্ধনগুরুত্বসম্পর্কাৎ ॥৩৪॥
তেষামিতি। যোগং যোগজমৈশ্বর্য্যম্। সসর্জ্জ চকার ॥৩৫॥

নারদপ্রভৃতি দেবর্ষিগণ, দেবতা ও গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ, সিদ্ধগণ, জগতের শ্রেষ্ঠ ও দেবগণেরও দেবতা পিতৃগণ এবং সমস্ত যামগণ ও ধামগণ, বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥৩০—৩১॥

বালক হইলেও মহাবলশালী ও যোগপ্রভাবসম্পন্ন কার্ত্তিক, শূলধারী মহাদেবের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া একদাই মহাদেব, পার্ব্বতী, গঙ্গা ও অগ্নির মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইল—॥৩৩॥

এই বালক গৌরববশতঃ প্রথমে 'কাঁহার নিকট আসিবে?' 'আমার নিকট আসিবে কি?' এইরূপ তাঁহাদের চারিজনেরই মনে মনে প্রশ্ন উৎপন্ন হইল ॥৩৪॥

তাঁহাদের চারিজনেরই এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া, যোগবল অবলম্বন করিয়া, কার্ত্তিক একদাই নিজের চারিটী মূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন ॥৩৫॥

(৩৫) তেষামেতমভিপ্রায়ং…নি।

তততোঽভবচ্চতুর্মূর্ত্তিঃ ক্ষণেন ভগবান্ প্রভুঃ।
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥৩৬॥
এবং কৃত্বা স্বমাত্মানং চতুর্দ্ধা ভগবান্ প্রভুঃ।
যতো রুদ্রস্ততঃ স্কন্দঃ জগামাদ্ভুতদর্শনঃ ॥৩৭॥
বিশাখস্তু যযৌ দেবীং ততো গিরিবরাত্মজাম্।
শাখো যযৌ স ভগবান্ দিব্যমূর্ত্তির্বিভাবসুম্।
নৈগমেয়োঽগমদ্গঙ্গাং কুমারঃ পাবকপ্রভঃ ॥৩৮॥
সর্ব্বে ভাস্বরদেহাস্তে চত্বারঃ সমরূপিণঃ।
তান্ সমভ্যয়ুরব্যগ্রাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥৩৯॥
হাহাকারো মহানাসীদ্দেবদানবরক্ষসাম্।
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অপরমূর্ত্তিত্রয়নামান্যাহ শাখ ইত্যাদি। অভবদিতি শেষঃ ॥৩৬॥

এবমিতি। স্কন্নাৎ রুদ্ররেতসো জাততয়া স্কন্দঃ। অদ্ভুতদর্শনঃ অতিসুন্দরত্বাৎ ॥৩৭॥

বিশাখ ইতি। বিশিষ্টা শাখা শিবাংশো যস্মিন্ সঃ। শাখা পাবকাংশোঽস্যাস্তীতি শাখঃ। অর্শআদিত্বাদৎ। নিগমস্তত্ত্বং তদ্বেত্তি ইতি নৈগমেয়ঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৮॥

সর্ব্ব ইতি। ভাস্বরদেহাস্তেজসোজ্জ্বলমূর্ত্তয়ঃ। তান্ শিবাদীন্, অব্যগ্রাঃ সুস্থিরাঃ ॥৩৯॥

হাহেতি। হাহাকারঃ তেন স্কন্দেন স্বস্বাধিকারহরণাশঙ্কাবশাদিতি ভাবঃ ॥৪০॥

তদনন্তর মাহাত্ম্য ও প্রভাবশালী কার্ত্তিক চারিটী মূর্ত্তি ধারণ করিলে—শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল ॥৩৬॥

মাহাত্ম্য ও প্রভাবশালী কার্ত্তিক এইভাবে চারিটী মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া স্কন্দরূপে—যেখানে মহাদেব ছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন ॥৩৭॥

তাহার পর বিশাখ পার্ব্বতীদেবীর প্রতি, মাহাত্ম্যশালী ও সুন্দরমূর্ত্তি শাখ অগ্নির দিকে এবং অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল কুমার নৈগমেয় গঙ্গার প্রতি গমন করিলেন ॥৩৮॥

উজ্জ্বলমূর্ত্তি ও সমানরূপধারী সেই চারিটী বালকই অবিচলিতভাবে তাঁহাদের প্রতি গমন করিল; তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল ॥৩৯॥

সেই আশ্চর্য্য, অভূতপূর্ব ও লোমহর্ষণ ঘটনা দেখিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব-গণের মধ্যে বিশাল হাহাকার হইতে লাগিল ॥৪০॥

(৩৭) এবং স কৃত্বা হ্যাত্মানং···বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি। (৩৮) অত্র পুস্তকভেদে এব পাঠভেদঃ। (৩৯) সর্ব্বে ভাস্বরদেহাস্তে—পি নি বা সো।

ততো রুদ্রশ্চ দেবী চ পাবকশ্চ পিতামহম্।
গঙ্গয়া সহিতাঃ সর্ব্বে প্রণিপেতুর্জ্জগৎপতিম্ ॥৪১॥
প্রণিপত্য ততস্তে তু বিধিবদ্রাজপুঙ্গব !।
ইদমূচুর্বচো রাজন্! কার্ত্তিকেয়প্রিয়েপ্সয়া ॥৪২॥
অস্য বালস্য ভগবন্! আধিপত্যং যথেপ্সিতম্।
অস্মৎপ্রিয়ার্থং দেবেশ! সদৃশং দাতুমর্হসি ॥৪৩॥
ততঃ স ভগবান্ ধীমান্ সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
মনসা চিন্তয়ামাস কিময়ং লভতামিতি ॥৪৪॥
ঐশ্বর্য্যাণি হি সর্ব্বাণি দেবগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্।
ভূতযক্ষবিহঙ্গানাং পন্নগানাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥৪৫॥
পূর্বমেবাদিদেশাসৌ নিকায়েষু মহাত্মনাম্।
সমর্থঞ্চ তমৈশ্বর্য্যে মহামতিরমন্যত ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। দেবী পার্ব্বতী, পাবকো বহ্নিঃ, পিতামহং ব্রহ্মাণম্ ॥৪১॥

প্রণীতি। প্রিয়েপ্সয়া প্রীতিজনককার্য্যকরণেচ্ছয়া ॥৪২॥

অস্যেতি। আধিপত্যং যস্য কস্যাপি লোভনীয়বিষয়স্য। সদৃশং যোগ্যম্ ॥৪৩॥

তত ইতি। সর্ব্বেষামেব লোকানাং দক্ষমরীচ্যাদীনাং পুত্রাণাং পুত্ররূপতয়া পিতামহো ব্রহ্মা। অয়ং বালকঃ ॥৪৪॥

ঐশ্বর্য্যাণীতি। ঐশ্বর্য্যাণি আধিপত্যানি। নিকায়েষু পদার্থসমূহেষু। মহামতির্ব্রহ্মা ॥৪৫—৪৬॥

তাহার পর মহাদেব, পার্বতী ও অগ্নিদেব গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া যাইয়া, জগৎপতি ব্রহ্মার নিকটে প্রণিপাত করিলেন ॥৪১॥

রাজশ্রেষ্ঠ রাজা! তৎপরে তাঁহারা ব্রহ্মার নিকটে প্রণিপাত করিয়া, কার্ত্তিকের প্রীতিবিধান করিবার ইচ্ছায় এই কথা বলিলেন—॥৪২॥

'ভগবন্ দেবেশ্বর! আপনি আমাদের প্রীতিবিধান করিবার জন্য এই বালকটীর উপযুক্ত যে কোন লোভনীয় বিষয়ের আধিপত্য দান করুন' ॥৪৩॥

তাহার পর মাহাত্ম্যশালী, জ্ঞানী ও সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, 'এ বালকটী কি আধিপত্য লাভ করিবে' ॥৪৪॥

মহামতি ব্রহ্মা জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপরে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, নাগ ও পক্ষিগণের আধিপত্য পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, অথ চ সেই

(৪৬) সর্ব্বমেবাদিদেশাসৌ কৌরবেয়! মহাত্মনঃ—নি।

ততো মুহূর্ত্তং স ধ্যাত্বা দেবানাং শ্রেয়সি স্থিতঃ
সৈনাপত্যং দদৌ তস্মৈ সর্বভূতেষু ভারত ! ॥৪৭॥
সর্বদেবনিকায়ানাং যে রাজানঃ পরিশ্রুতাঃ।
তান্ সর্বান্ ব্যাদিদেশাস্মৈ সর্বভূতপিতামহঃ ॥৪৮॥
ততঃ কুমারমাদায় দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
অভিষেকার্থমাজগ্মুঃ শৈলেন্দ্রং সহিতাস্ততঃ ॥৪৯॥
পুণ্যাং হৈমবতীং দেবীং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্।
সমন্তপঞ্চকে যা বৈ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥৫০॥
তত্র তীরে সরস্বত্যাঃ পুণ্যে সর্বগুণান্বিতে।
নিষেদুর্দেবগন্ধর্বাঃ সর্বে সম্পূর্ণমানসাঃ ॥৫১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সৈনাপত্যং সেনাপতিত্বম্, তস্মৈ কার্ত্তিকেয়ায়। ভূতান্তত্র দেবাঃ ॥৪৭॥
সর্ব্বেতি। ব্যাদিদেশ অধীনতায়াং স্থাতুম্ ॥৪৮॥
তত ইতি। কুমারং কার্ত্তিকেয়ম্। শৈলেন্দ্রং হিমালয়ম্ ॥৪৯॥
পুণ্যামিতি। হৈমবতীং হিমবত উৎপন্নাম, আজগ্মুরিত্যনুবৃত্তিঃ ॥৫০॥

বালকটীকে যে কোন বিষয়ের আধিপত্য করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিলেন ॥৪৫—৪৬॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর দেবগণের মঙ্গলসম্পাদনে নিরত ব্রহ্মা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, কার্ত্তিককে সমস্ত দেবতার সৈনাপতিপদ দান করিলেন ॥৪৭॥

এবং তিনি সমস্ত দেবতাসমূহের মধ্যে যাঁহারা রাজা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে কার্ত্তিকের অধীনে থাকিতে আদেশ করিলেন ॥৪৮॥

তদনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ সম্মিলিত হইয়া কার্ত্তিককে লইয়া, তাঁহাকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য হিমালয়পর্ব্বতে আগমন করিলেন ॥৪৯॥

ক্রমে তাঁহারা হিমালয়োৎপন্না, পবিত্রা, প্রভাবশালিনী ও নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; যে সরস্বতী সমন্তপঞ্চকে ত্রিভুবনবিখ্যাতা হইয়াছে ॥৫০॥

---

* '…চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

———:০✱০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽভিষেকসম্ভারান্ সর্বান্ সংভৃত্য শাস্ত্রতঃ।
বৃহস্পতিঃ সমিদ্ধেঽগ্নৌ জুহাবাগ্নিং যথাবিধি ॥১॥
ততো হিমবতা দত্তে মণিপ্রবরশোভিতে।
দিব্যরত্নাচিতে পুণ্যে নিষণ্ণং পরমাসনে ॥২॥
সর্বমঙ্গলসম্ভারৈর্বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্।
আভিষেচনিকং দ্রব্যং গৃহীত্বা দেবতাগণাঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। নিষেদুঃ অবতস্থিরে ॥৫১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:০:———

তত ইতি। অভিষেকস্ত সম্ভারান্ দ্রব্যান্, সংভৃত্য আনীয়। অগ্নিং সংস্থাপ্যেতি শেষঃ, তস্মিন্ সমিদ্ধে প্রজ্বলিতে অগ্নৌ জুহাব ॥১॥

অথ সপ্তদশভিঃ শ্লোকৈঃ কুলকেন দেবাদীনামাগমনমাহ তত ইতি। দিব্যরত্নৈঃ আচিতে ব্যাপ্তে, নিষণ্ণমুপবিষ্টং কার্ত্তিকেয়ং প্রতীতি শেষঃ। সর্বৈর্মঙ্গলসম্ভারৈর্মাঙ্গলিক-

ভারতভাবদীপঃ

সরস্বত্যা ইতি ॥১—২৪॥ বিড়ালবৃষদংশৌ মার্জ্জারজাতিভেদৌ তৎসদৃশাননৌ ॥২৫—৩৫॥ তস্ত স্কন্দস্ত, পৃষ্ঠতঃ পশ্চাৎ, শাখবিশাখনৈগমেয়াঃ আসন্, তে স্কন্দেন সহ চত্বারঃ ॥৩৬—৩৯॥ অদ্ভুতমদৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪০—৫১॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১॥

সর্ব্বগুণান্বিত ও পবিত্র সেই সরস্বতীনদীর তীরে পূর্ণমনোরথ দেবগণ ও গন্ধর্বগণ অবস্থান করিলেন ॥৫১॥

——:✱:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর বৃহস্পতি শাস্ত্র অনুসারে সমস্ত অভিষেক-দ্রব্য আনয়নপূর্বক যথাবিধানে অগ্নি স্থাপন করিয়া, সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিলেন ॥১॥

নরনাথ রাজা! তৎপরে হিমালয়প্রদত্ত, উত্তম মণি ও দিব্যরত্নশোভিত,

ইন্দ্রবিষ্ণূ মহাবীর্য্যৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা।
ধাতা চৈব বিধাতা চ তথা চৈবানিলানলৌ ॥৪॥
পূষ্ণা ভগেনার্য্যমণা চ অংশেন চ বিবস্বতা।
রুদ্রশ্চ সহিতো ধীমান্ মিত্রেণ বরুণেন চ ॥৫॥
রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাঞ্চ বৃতঃ প্রভুঃ।
বিশ্বেদেবৈর্মরুদ্ভিশ্চ সাধ্যৈশ্চ পিতৃভিঃ সহ ॥৬॥
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
দেবর্ষিভিরসংখ্যেয়ৈস্তথা ব্রহ্মর্ষিভির্বরৈঃ ॥৭॥
বৈখানসৈর্বালখিল্যৈর্বায়্বাহারৈর্মরীচিপৈঃ।
ভৃগুভিশ্চাঙ্গিরোভিশ্চ যতিভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৮॥
সর্ব্বৈর্বিদ্যাধরৈঃ পুণ্যৈর্যোগসিদ্ধৈস্তথা বৃতঃ।
পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ মহাতপাঃ ॥৯॥
অঙ্গিরাঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ মরীচির্ভৃগুরেব চ।
ক্রতুর্হরঃ প্রচেতাশ্চ মনুর্দক্ষস্তথৈব চ ॥১০॥
ঋতবশ্চ গ্রহাশ্চৈব জ্যোতীংষি চ বিশাংপতে!।
মূর্ত্তিমত্যশ্চ সরিতো বেদাশ্চৈব সনাতনাঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

দধিদূর্বাদিভিঃ সহ। অনিলো বায়ুঃ, অনলো বহ্নিঃ। পূষাদয়ঃ সূর্য্যমূর্ত্তিভেদাঃ। অশ্বিভ্যাম্ অশ্বিনীকুমারাভ্যাম্। বরৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ। বৈখানসৈর্বনবাসিভিঃ। বালখিল্যৈরতিক্ষুদ্রাকারৈর্মুনিবিশেষৈঃ, মরীচিপৈঃ সূর্য্যকিরণাদিপায়িভিঃ। ভৃগুভিশ্চাঙ্গিরোভিশ্চ তত্তদ্বংশীয়ৈঃ।

উৎকৃষ্ট আসনে কার্ত্তিক উপবেশন করিলে—মহাবল ইন্দ্র ও বিষ্ণু এবং সূর্য্য, চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, অগ্নি, আর পূষা, ভগ, অর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান্, মিত্র, বরুণের সহিত একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পন্নগগণ, অসংখ্য দেবর্ষি ও প্রধান প্রধান ব্রহ্মর্ষি, বনবাসী, বালখিল্য, বায়ুভোজী ও সূর্য্যকিরণপায়ী মুনিগণ, ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশজাত ঋষিগণ, মহাত্মা ব্রহ্মচারিগণ, সমস্ত বিদ্যাধর ও যোগসিদ্ধগণে পরিবেষ্টিত প্রভু ব্রহ্মা, পুলস্ত্য, পুলহ, মহাতপা অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ঋতুগণ, গ্রহগণ,

(৪) ইন্দ্রাবিষ্ণূ…বা নি। (৭)…দেবর্ষিভিরসংখ্যাতৈস্তথা ব্রহ্মর্ষিভিস্তথা—বা নি।
(১০)… ক্রতুর্হরিঃ—বা নি।

সমুদ্রাশ্চ হ্রদাশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানি চ।
পৃথিবী দ্যৌর্দিশশ্চৈব পাদপাশ্চ জনাধিপ ! ॥১২॥
অদিতির্দেবমাতা চ হ্রীঃ শ্রীঃ স্বাহা সরস্বতী।
উমা শচী সিনীবালী তথা চানুমতিঃ কুহূঃ ॥১৩॥
রাকা চ ভূষণা চৈব পত্ন্যশ্চান্যা দিবৌকসাম্।
হিমবাংশ্চৈব বিন্ধ্যশ্চ মেরুশ্চানেকশৃঙ্গবান্ ॥১৪॥
ঐরাবতঃ সানুচরঃ কলাঃ কাষ্ঠাস্তথৈব চ।
মাসার্দ্ধমাসা ঋতবস্তথা রাত্র্যহনী নৃপ ! ॥১৫॥
উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো নাগরাজশ্চ বাসুকিঃ।
অরুণো গরুড়শ্চৈব বৃক্ষাশ্চৌষধিভিঃ সহ ॥১৬॥
ধর্ম্মশ্চ ভগবান্ দেবঃ সমাজগ্মুর্হি সঙ্গতাঃ।
কালো যমশ্চ মৃত্যুশ্চ যমস্যানুচরাশ্চ যে ॥১৭॥
বহুলত্বাচ্চ নোক্তা যে বিবিধা দেবতাগণাঃ।
তে কুমারাভিষেকার্থং সমাজগ্মুস্ততস্ততঃ ॥১৮॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

পিতামহো ব্রহ্মা। হরঃ শিবঃ। জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি। দ্যৌঃ স্বর্গাধিদেবতা। সিনীবালী কিঞ্চিচ্চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা, কুহূঃ কিঞ্চিৎপ্রতিপদ্যুক্তা অমাবস্যা। রাকা পূর্ণিমা, দিবৌকসাং দেবানাম্। অষ্টাদশনিমেষপরিমিতকালাঃ কাষ্ঠাঃ, তত্রিংশৎপরিমিতাঃ কালাঃ কলাঃ। ওষধিভির্লতাভিঃ। সঙ্গতাঃ সম্মিলিতাঃ, এতদভিমানিন্যো দেবতা ইত্যর্থঃ। ততস্ততঃ স্থানাৎ ॥২—১৮॥

নক্ষত্রগণ, মূর্ত্তিমতীনদী সকল, মূর্ত্তিমান্ ও সনাতন বেদসমস্ত, সমুদ্রগণ, হ্রদসমূহ, নানাবিধ তীর্থ, পৃথিবী, স্বর্গ, দিক্‌সকল, বৃক্ষগণ, দেবমাতা অদিতি, লজ্জা, লক্ষ্মী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি, কুহূ, পূর্ণিমা, ভূষণা, অন্যান্য দেবপত্নী, হিমালয়, বিন্ধ্য ও অনেকশৃঙ্গশালী সুমেরুপর্ব্বত, অনুচরবর্গের সহিত ঐরাবত, কলা, কাষ্ঠা, মাস, অর্দ্ধমাস, ঋতু, রাত্রি, দিন, অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, অরুণ, গরুড়, লতাগণের সহিত বৃক্ষগণ এবং ভগবান্ ধর্ম্মদেব, আর কাল, যম, মৃত্যু, যমের অনুচরগণ এবং বহুতর বলিয়া যে নানাবিধ দেবগণের কথা বলিলাম না, তাঁহারা সর্ব্ববিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যের সহিত নানাবিধ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত অভিষেকের দ্রব্য সকল লইয়া, কার্ত্তিকের অভিষেকের জন্য নানাস্থান হইতে মিলিত হইয়া আগমন করিলেন ॥২—১৮॥

(১৩)···তথৈবানুমতিঃ কুহূঃ—বা নি। (১৪) রাকা চ ধিষণা চৈব—বঙ্গ বা নি।

জগৃহুস্তে তদা রাজন্! সর্ব এব দিবৌকসঃ।
আভিষেচনিকং ভাণ্ডং মঙ্গলানি চ সর্ব্বশঃ ॥১৯॥
দিব্যসম্ভারসংযুক্তৈঃ কলসৈঃ কাঞ্চনৈর্নৃপ!।
সারস্বতীভিঃ পুণ্যাভিরদ্ভিস্তাভিরলঙ্কৃতম্ ॥২০॥
অভ্যষিঞ্চন্ কুমারং বৈ সংপ্রহৃষ্টা দিবৌকসঃ।
সৈনাপত্যে মহাত্মানমসুরাণাং ভয়ঙ্করম্ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
পুরা যথা মহারাজ! বরুণং বৈ জলেশ্বরম্।
তথাভ্যষিঞ্চদ্ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
কশ্যপশ্চ মহাতেজা যে চান্যে লোককীর্ত্তিতাঃ ॥২২॥
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতো বলিনো বাতরংহসঃ।
কামবীর্য্যধরান্ সিদ্ধান্ মহাপারিষদান্ প্রভুঃ ॥২৩॥
নন্দিসেনং লোহিতাক্ষং ঘণ্টাকর্ণঞ্চ সম্মতম্।
চতুর্থমস্যানুচরং খ্যাতং কুমুদমালিনম্ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

জগৃহুরিতি। ভাণ্ডং দ্রব্যম্, মঙ্গলানি দধিদূর্ব্বাদীনি মাঙ্গলিকদ্রব্যাণি ॥১৯॥
দিব্যেতি। অদ্ভির্জলৈঃ। অলঙ্কৃতং কুমারমিতি সম্বন্ধঃ ॥২০—২১॥
পুরেতি। লোকে কীর্ত্তিতা বিখ্যাতা ঋষয়ঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥
তস্মা ইতি। বাতরংহসো বায়ুতুল্যবেগবান্। সম্মতং লোকপ্রিয়ম্ ॥২৩—২৪॥

রাজা! তখন দেবতারা সকলেই অভিষেকের দ্রব্য ও মাঙ্গলিক দ্রব্য সকল গ্রহণ করিলেন ॥১৯॥

রাজা! দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, নানাদ্রব্যসংযুক্ত স্বর্ণময় কলসপূর্ণ সেই পবিত্র সরস্বতীর জলদ্বারা নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও অসুরগণের ভয়জনক মহাত্মা কার্ত্তিককে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥২০—২১॥

মহারাজ! পরে ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা, কশ্যপপ্রজাপতি এবং জগদ্বিখ্যাত অন্যান্য ঋষিরা, পূর্ব্বকালে বরুণকে যেমন জলাধিপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তেমন কার্ত্তিককে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥২২॥

তদনন্তর প্রভাবশালী ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া, বলবান্, বায়ুর তুল্য বেগশালী, ইচ্ছানুসারে শক্তিধারী ও যোগসিদ্ধ মহাপারিষদ্‌গণকে এবং নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ,

(২০) অত্র নানাবিধাঃ পাঠভেদা দৃশ্যন্তে। (২২) যে চান্যে নানুকীর্ত্তিতাঃ—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা।

ততঃ স্থাণুর্মহাবেগং মহাপারিষদং প্রভুঃ।
মায়াশতধরং কামং কামবীর্য্যবলান্বিতম্।
দদৌ স্কন্দায় রাজেন্দ্র! সুরারিবিনিবর্হণম্ ॥২৫॥
স হি দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যানাং ভীমকর্ম্মণাম্।
জঘান দোর্ভ্যাং সংক্রুদ্ধঃ প্রযুতানি চতুর্দ্দশ ॥২৬॥
তথা দেবা দদুস্তস্মৈ সেনাং নৈঋর্তসঙ্কুলাম্।
দেবশত্রুক্ষয়করীমজয্যাং বিষ্ণুরূপিণীম্ ॥২৭॥
জয়শব্দং তথা চক্রুর্দেবাঃ সর্বে সবাসবাঃ।
গন্ধর্বা যক্ষরক্ষাংসি মুনয়ঃ পিতরস্তথা ॥২৮॥
ততঃ প্রাদাদনুচরৌ যমঃ কালোপমাবুভৌ।
উন্মাথঞ্চ প্রমাথঞ্চ মহাবীর্য্যৌ মহাদ্যুতী ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। স্থাণুঃ শিবঃ। কামো বীরাভীষ্টম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
স ইতি। দেবাসুরে দেবাসুরকৃতে। দোর্ভ্যাং বাহুভ্যাম্, প্রযুতানি নিযুতানি ॥২৬॥
তথেতি। নৈঋর্তসঙ্কুলাং রাক্ষসপূর্ণাম্। অজয্যাং জেতুমশক্যাম্ ॥২৭॥
জয়েতি। বাসবেন ইন্দ্রেণ সহেতি সবাসবাঃ ॥২৮॥
তত ইতি। কালোপমৌ যমতুল্যাবেব। মহাদ্যুতী মহাতেজসৌ ॥২৯॥

ঘণ্টাকর্ণ আর বিখ্যাত ও লোকপ্রিয় কুমুদমালীকে কার্ত্তিকের অনুচররূপে দান করিলেন ॥২৩—২৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর মহাদেব মহাবেগশালী, নানাবিধ মায়াধারী, ইচ্ছানুসারে শক্তিকারী, বীরগণের অভীষ্ট ও অসুরনাশক কতকগুলি শ্রেষ্ঠপারিষদ্ কার্ত্তিককে অর্পণ করিলেন ॥২৫॥

কার্ত্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত পারিষদের সাহায্যে এবং বাহুবলে দেবাসুরযুদ্ধে ভীষণকর্ম্মকারী চতুর্দ্দশ নিযুত দৈত্য সংহার করিয়াছিলেন ॥২৬॥

সেইরূপই দেবতারা কার্ত্তিককে শত্রুনাশক, রাক্ষসপূর্ণ, বিষ্ণুরূপী ও অজেয় সৈন্য দান করিলেন ॥২৭॥

তদনন্তর ইন্দ্রের সহিত দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, মুনিগণ ও পিতৃগণ কার্ত্তিকের জয়ধ্বনি করিলেন ॥২৮॥

তদনন্তর যম নিজেরই তুল্য মহাবল ও মহাবীর্য্য উন্মাথ ও প্রমাথনামক দুইজন অনুচরকে কার্ত্তিকের অনুচররূপে অর্পণ করিলেন ॥২৯॥

(২৫) তত্র স্থাণুর্মহাবেগং···নি। (২৭)···অজয্যাং বিশ্বরূপিণীম্—বা নি।

সুভ্রাজো ভাস্বরশ্চৈব যৌ তৌ সূর্য্যানুযায়িনৌ।
তৌ সূর্য্যঃ কার্ত্তিকেয়ায় দদৌ প্রীতঃ প্রতাপবান্ ॥৩০॥
কৈলাসশৃঙ্গসঙ্কাশৌ শ্বেতমাল্যানুলেপনৌ।
সোমোঽপ্যনুচরৌ প্রাদান্মণিং সুমণিমেব চ ॥৩১॥
জ্বালাজিহ্বং তথা জ্যোতিরাত্মজায় হুতাশনঃ।
দদাবনুচরৌ শূরৌ পরসৈন্যপ্রমাথিনৌ ॥৩২॥
পরিঘঞ্চ বটঞ্চৈব ভীমঞ্চ সুমহাবলম্।
দহতিং দহনঞ্চৈব প্রচণ্ডৌ বীর্য্যসম্মতৌ।
অংশোঽপ্যনুচরান্ পঞ্চ দদৌ স্কন্দায় ধীমতে ॥৩৩॥
উৎক্রোশং পঞ্চকঞ্চৈব বজ্রদণ্ডধরাবুভৌ।
দদাবনলপুত্রায় বাসবঃ পরবীরহা।
তৌ হি শত্রূন্মহেন্দ্রস্য জঘ্নতুঃ সমরে বহূন্ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

সুভ্রাজ ইতি। সুভ্রাজো ভাস্বরশ্চ নাম, অনুযায়িনৌ অনুচরৌ ॥৩০॥
কৈলাসেতি। কৈলাসশৃঙ্গসঙ্কাশৌ শুভ্রৌ। প্রাদাৎ কার্ত্তিকেয়ায়েত্যনুবর্ত্ততে ॥৩১॥
জ্বালেতি। জ্বালাজিহ্বং জ্যোতিশ্চ নাম, আত্মজায় কার্ত্তিকেয়ায় ॥৩২॥
পরিঘমিতি। পরিঘং বটং ভীমং দহতিং দহনঞ্চ নাম। অংশো দেবঃ। ষট্‌পাদঃ ॥৩৩॥
উৎক্রোশমিতি। বজ্রধর উৎক্রোশঃ পঞ্চকশ্চ দণ্ডধরঃ। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৪॥

সুভ্রাজ ও ভাস্বরনামে সূর্য্যের যে দুইজন অনুচর ছিল, প্রতাপশালী সূর্য্য সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিককে সেই দুইজন অনুচর দান করিলেন ॥৩০॥

চন্দ্রও কৈলাসপর্ব্বতের শৃঙ্গের তুল্য শুভ্রবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ মাল্য ও শ্বেতবর্ণ অনুলেপনধারী মণি ও সুমণিনামক দুইটী অনুচরকে সমর্পণ করিলেন ॥৩১॥

অগ্নিদেব আপন পুত্র কার্ত্তিককে বীর ও শত্রুসৈন্যবিজয়ী জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতিঃনামক দুইজন অনুচর দান করিলেন ॥৩২॥

অংশদেবও মহাবল পরিঘ, বট, ভীম এবং অত্যন্ত কোপন ও বলবান্ দহতি ও দহন—এই পাঁচজন অনুচরকে কার্ত্তিকের পারিষদরূপে সমর্পণ করিলেন ॥৩৩॥

বিপক্ষবীরহন্তা ইন্দ্র বজ্রধারী উৎক্রোশ ও দণ্ডধারী পঞ্চক, এই দুইজন অনুচর কার্ত্তিককে দান করিলেন। তাঁহারা দুইজন পূর্বে ইন্দ্রের বহু শত্রু বিনাশ করিয়াছিলেন ॥৩৪॥

চক্রঞ্চ বিক্রমঞ্চৈব সংক্রমঞ্চ মহাবলম্।
স্কন্দায় ত্রীননুচরান্ দদৌ বিষ্ণুর্মহাযশাঃ ॥৩৫॥
বর্দ্ধনং নন্দনঞ্চৈব সর্ব্ববিদ্যাবিশারদৌ।
স্কন্দায় দদতুঃ প্রীতাবশ্বিনৌ ভরতর্ষভ! ॥৩৬॥
কুন্দঞ্চ কুসুমঞ্চৈব কুমুদঞ্চ মহাযশাঃ।
ডম্বরাড়ম্বরৌ চৈব দদৌ ধাতা মহাত্মনে ॥৩৭॥
চক্রানুচক্রৌ বলিনৌ মেঘচক্রৌ বলোৎকটৌ।
দদৌ ত্বষ্টা মহামায়ৌ স্কন্দায়ানুচরাবুভৌ ॥৩৮॥
সুব্রতং সত্যসন্ধঞ্চ দদৌ মিত্রো মহাত্মনে।
কুমারায় মহাত্মানৌ তপোবিদ্যাধরৌ প্রভুঃ।
সুদর্শনীয়ৌ বরদৌ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতৌ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

চক্রমিতি। চক্রং বিক্রমং সংক্রমঞ্চ নাম ॥৩৫॥

বর্দ্ধনমিতি। বর্দ্ধনং নন্দনঞ্চ নাম। অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ ॥৩৬॥

কুন্দমিতি। কুন্দাদীন্ পঞ্চ। ধাতা নাম দেবঃ, মহাত্মনে স্কন্দায় ॥৩৭॥

চক্রেতি। চক্রানুচক্রৌ নাম, মেঘাবিব চক্রে যয়োস্তৌ। ত্বষ্টা দেবঃ ॥৩৮॥

সুব্রতমিতি। সুব্রতং সত্যসন্ধঞ্চ নাম। মিত্রো দেবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥

মহাযশা বিষ্ণু কার্ত্তিককে মহাবল চক্র, বিক্রম ও সংক্রমনামক তিনজন অনুচর অর্পণ করিলেন ॥৩৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! অশ্বিনীকুমারেরা সন্তুষ্ট হইয়া, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বর্দ্ধন ও নন্দন-নামক দুইজন অনুচরকে কার্ত্তিকের পারিষদ করিয়া দিলেন ॥৩৬॥

মহাযশা ধাতা মহাত্মা কার্ত্তিককে কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বর-নামক পাঁচজন অনুচর দান করিলেন ॥৩৭॥

ত্বষ্টাপ্রজাপতি কার্ত্তিককে বলবান্, বলমত্ত, মেঘের ন্যায় চক্রধারী ও মহামায়াবী চক্র ও অনুচক্রনামক দুইজন অনুচর অর্পণ করিলেন ॥৩৮॥

প্রভাবশালী মিত্রদেব মহাত্মা কার্ত্তিককে মহাত্মা, তপস্বী, বিদ্বান্, সুদৃশ্যমূর্ত্তি, বরদাতা এবং ত্রিভুবনবিখ্যাত সুব্রত ও সত্যসন্ধনামক দুইটী অনুচর দান করিলেন ॥৩৯॥

(৩৫) চক্রং বিক্রমকঞ্চৈব…নি। (৩৬)…অশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ—নি।
(৩৮) বক্রানুবক্রৌ…নি।

সুপ্রভঞ্চ মহাত্মানং শুভকর্ম্মাণমেব চ।
কার্ত্তিকেয়ায় সংপ্রাদাদ্বিধাতা লোকবিশ্রুতৌ ॥৪০॥
পাণিত্রকং কালিকঞ্চ মহামায়াবিনাবুভৌ।
পূষা চ পার্ষদৌ প্রাদাৎ কার্ত্তিকেয়ায় ভারত ! ॥৪১॥
বলঞ্চাতিবলঞ্চৈব মহাবক্ত্রৌ মহাবলৌ।
প্রদদৌ কার্ত্তিকেয়ায় বায়ুর্ভরতসত্তম ! ॥৪২॥
ঘসঞ্চাতিঘসঞ্চৈব তিমিবক্ত্রৌ মহাবলৌ।
প্রদদৌ কার্ত্তিকেয়ায় বরুণঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥৪৩॥
সুবর্চ্চসং মহাত্মানং তথৈবাপ্যতিবর্চ্চসম্।
হিমবান্ প্রদদৌ রাজন্ ! হুতাশনসুতায় বৈ ॥৪৪॥
কাঞ্চনঞ্চ মহাত্মানং মেঘমালিনমেব চ।
দদাবনুচরৌ মেরুরগ্নিপুত্রায় ভারত ! ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

সুপ্রভমিতি। সুপ্রভং শুভকর্ম্মাণঞ্চ নাম। বিধাতা দেববিশেষঃ ॥৪০॥
পাণীতি। পাণিত্রকং কালিকঞ্চ নাম। পূষা দেবভেদঃ ॥৪১॥
বলমিতি। বলমতিবলঞ্চ নাম, মহতী বিশালে বক্ত্রে যয়োস্তৌ ॥৪২॥
ঘসমিতি। ঘসমতিঘসঞ্চ নাম, তিমের্জলজন্তুবিশেষস্য বক্ত্রে ইব বক্ত্রে যয়োস্তৌ ॥৪৩॥
সুবর্চ্চসমিতি। সুবর্চ্চসমতিবর্চ্চসঞ্চ নাম। হুতাশনসুতায় কার্ত্তিকেয়ায় ॥৪৪॥
কাঞ্চনমিতি। কাঞ্চনং মেঘমালিনঞ্চ নাম। অগ্নিপুত্রায় স্কন্দায় ॥৪৫॥

বিধাতা জগদ্বিখ্যাত সুপ্রভ ও শুভকর্ম্মানামে দুইজন অনুচরকে কার্ত্তিকের পারিষদরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন ॥৪০॥

ভরতনন্দন ! দেববিশেষ পূষা মহামায়াবী পাণিত্রক ও কালিকনামক স্বকীয় পারিষদ দুইজনকে কার্ত্তিকের অনুচর করিয়া দিলেন ॥৪১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! বায়ু বিশালমুখ ও মহাবলশালী বল ও অতিবলনামে দুইজন অনুচরকে কার্ত্তিকহস্তে সমর্পণ করিলেন ॥৪২॥

সত্যপ্রতিজ্ঞ বরুণদেব তিমির ন্যায় মুখযুক্ত ও মহাবলশালী ঘস ও অতিঘস-নামে অনুচর দুইজনকে কার্ত্তিকের পারিষদরূপে প্রদান করিলেন ॥৪৩॥

রাজা ! হিমালয় অগ্নিপুত্র কার্ত্তিককে সুবর্চ্চা ও অতিবর্চ্চানামে দুইজন পারিষদ দান করিলেন ॥৪৪॥

(৪৩) যমং চাতি যমং চৈব· ·বঙ্গ বা নি।

স্থিরঞ্চাতিস্থিরঞ্চৈব মেরুরেবাপরৌ দদৌ।
মহাত্মনেঽগ্নিপুত্রায় মহাবলপরাক্রমৌ ॥৪৬॥
উচ্ছ্রিতঞ্চাগ্নিশৃঙ্গঞ্চ মহাপাষাণযোধিনৌ।
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় বিন্ধ্যঃ পারিষদাবুভৌ ॥৪৭॥
সংগ্রহং বিগ্রহঞ্চৈব সমুদ্রোঽপি গদাধরৌ।
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় মহাপারিষদাবুভৌ ॥৪৮॥
উন্মাদং পুষ্পদন্তঞ্চ শঙ্কুকর্ণং তথৈব চ।
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় পার্ব্বতী শুভদর্শনা ॥৪৯॥
জয়ং মহাজয়ঞ্চৈব নাগৌ জ্বলনসূনবে।
প্রদদৌ পুরুষব্যাঘ্র! বাসুকিঃ পন্নগেশ্বরঃ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

স্থিরমিতি। স্থিরমতিস্থিরঞ্চ নাম। অগ্নিপুত্রায় কার্ত্তিকেয়ায় ॥৪৬॥
উচ্ছ্রিতমিতি। উচ্ছ্রিতমগ্নিশৃঙ্গঞ্চ নাম, মহান্তৌ চ তৌ পাষাণযোধিনৌ চেতি তৌ ॥৪৭॥
সংগ্রহমিতি। সংগ্রহং বিগ্রহঞ্চ নাম। মহাপারিষদৌ প্রধানসহায়ৌ ॥৪৮॥
উন্মাদমিতি। উন্মাদং পুষ্পদন্তং শঙ্কুকর্ণঞ্চ নাম ত্রীননুচরান্ ॥৪৯॥
জয়মিতি। জয়ং মহাজয়ঞ্চ নাম। জ্বলনসূনবে অগ্নিপুত্রায় কার্ত্তিকেয়ায় ॥৫০॥

ভরতনন্দন! সুমেরুপর্ব্বত মহাত্মা কাঞ্চন ও মেঘমালীকে কার্ত্তিকের অনুচররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন ॥৪৫॥

সুমেরুপর্ব্বতই মহাবল ও পরাক্রমশালী স্থির ও অতিস্থিরনামক অপর দুইজন অনুচরকে কার্ত্তিকের পারিষদরূপে সমর্পণ করিলেন ॥৪৬॥

বিন্ধ্যপর্বত পাষাণদ্বারা মহাযুদ্ধকারী উচ্ছ্রিত ও অগ্নিশৃঙ্গনামক নিজের দুইজন পারিষদ কার্ত্তিককে দান করিলেন ॥৪৭॥

সমুদ্রও গদাধারী বিগ্রহ ও সংগ্রহনামক নিজের দুইজন মহাপারিষদকে কার্ত্তিকের অনুচররূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ॥৪৮॥

শুভদর্শনা পার্ব্বতী অগ্নিপুত্র কার্ত্তিককে উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণনামক তিনজন অনুচর দান করিলেন ॥৪৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! নাগরাজ বাসুকি অগ্নিনন্দন কার্ত্তিককে জয় ও মহাজয়নামক দুইটী নাগ সমর্পণ করিলেন ॥৫০॥

(৪৬)···মহাত্মা চাগ্নিপুত্রায়··পি,··মহাত্মা স্বগ্নিপুত্রায়—নি। (৪৭) মহাপাশমযোধিনৌ—পি। (৫০)··গঙ্গা জ্বলনসূনবে···নি।

এবং সাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবঃ পিতরস্তথা।
সাগরাঃ সরিতশ্চৈব গিরয়শ্চ মহাবলাঃ ॥৫১॥
দদুঃ সেনাগণাধ্যক্ষান্ শূলপট্টিশধারিণঃ।
দিব্যপ্রহরণোপেতান্ নানাবেশবিভূষিতান্ ॥৫২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। সরিতো নদ্যঃ। দিব্যপ্রহরণোপেতান্ স্বর্গীয়াস্ত্রসম্পন্নান্ ॥৫১—৫২॥

এইভাবে সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, পিতৃগণ, সমুদ্রগণ, নদীগণ ও মহাবল পর্ব্বতগণ শূল ও পট্টিশধারী এবং অন্যান্য স্বর্গীয় অস্ত্রসম্পন্ন, নানাবেশে বিভূষিত সেনানায়কদিগকে সমর্পণ করিলেন ॥৫১—৫২॥

(৫২) ইতঃ পরং ত্রিষষ্টিশ্লোকাঃ, অধ্যায়সমাপ্তিঃ ; ত্রিচত্বারিংশৎ শ্লোকাশ্চ অধিকাঃ বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি। তে চ যথা—

শৃণু নামানি চাপ্যেষাং যেঽন্যে স্কন্দস্য সৈনিকাঃ। বিবিধায়ুধসম্পন্নাশ্চিত্রাভরণবর্ম্মিণঃ ॥১॥
শঙ্কুকর্ণো নিকুম্ভশ্চ পদ্মঃ কুমুদ এব চ। অনন্তো দ্বাদশভুজস্তথা কৃষ্ণোপকৃষ্ণকৌ ॥২॥
ঘ্রাণশ্রবাঃ কপিস্কন্ধঃ কাঞ্চনাক্ষো জলন্ধমঃ। অক্ষঃ সন্তর্জ্জনো রাজন্! কুনদীকস্তমোঽভ্রকৃৎ ॥৩॥
একাক্ষো দ্বাদশাক্ষশ্চ তথৈবৈকজটঃ প্রভুঃ। সহস্রবাহুর্বিকটো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ॥৪॥
পুণ্যনামা সুনামা চ সুবক্ত্রঃ প্রিয়দর্শনঃ। পরিশ্রুতঃ কোকনদঃ প্রিয়মাল্যানুলেপনঃ ॥৫॥
অজোদরো গজশিরাঃ স্কন্ধাক্ষঃ শতলোচনঃ। জ্বালাজিহ্বঃ করালাক্ষঃ শিতকেশো জটী হরিঃ ॥
পরিশ্রুতঃ কোকনদঃ কৃষ্ণকেশো জটাধরঃ। চতুর্দ্দংষ্ট্রোঽষ্টজিহ্বশ্চ মেঘনাদঃ পৃথুশ্রবাঃ ॥৭॥
বিদ্যুতাক্ষো ধনুর্ব্বক্ত্রো জাঠরো মারুতাশনঃ। উদরাক্ষো রথাক্ষশ্চ বজ্রনাভো বসুপ্রভঃ ॥৮॥
সমুদ্রবেগো রাজেন্দ্র! শৈলকম্পী তথৈব চ। বৃষমেষপ্রবাহশ্চ তথা নন্দোপনন্দকৌ ॥৯॥
ধূম্রঃ শ্বেতঃ কলিঙ্গশ্চ সিদ্ধার্থো বরদস্তথা। প্রিয়কশ্চৈব নন্দশ্চ গোনন্দশ্চ প্রতাপবান্ ॥১০॥
আনন্দশ্চ প্রমোদশ্চ স্বস্তিকো ধ্রুবকস্তথা। ক্ষেমবাহঃ সুবাহশ্চ সিদ্ধপত্রশ্চ ভারত! ॥১১॥
গোব্রজঃ কনকাপীড়ো মহাপারিষদেশ্বরঃ। গায়নো হসনশ্চৈব বাণঃ খড়্গশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১২॥
বৈতালী গতিতালী চ তথা কথকবাতিকৌ। হংসজঃ পঙ্কদিগ্ধাঙ্গঃ সমুদ্রোন্মাদনশ্চ হ ॥১৩॥
রণোৎকটঃ প্রহাসশ্চ শ্বেতসিদ্ধশ্চ নন্দকঃ। কালকণ্ঠঃ প্রভাসশ্চ তথা কুম্ভাণ্ডকোঽপরঃ ॥১৪॥
কালকক্ষঃ শিতশ্চৈব ভূতলোন্মথনস্তথা। যজ্ঞবাহঃ প্রবাহশ্চ দেবযাজী চ সোমপঃ ॥১৫॥
মজ্জানশ্চ মহাতেজাঃ ক্রথক্রাথৌ চ ভারত!। তুহরশ্চ তুহারশ্চ চিত্রদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১৬॥
মধুরঃ সুপ্রসাদশ্চ কিরীটী চ মহাবলঃ। বৎসলো মধুবর্ণশ্চ কলসোদর এব চ ॥১৭॥
ধর্ম্মদো মন্মথকরঃ সূচীবক্ত্রশ্চ বীর্য্যবান্। শ্বেতবক্ত্রঃ সুবক্ত্রশ্চ চারুবক্ত্রশ্চ পাণ্ডুরঃ ॥১৮॥
দণ্ডবাহুঃ সুবাহুশ্চ রজঃ কোকিলকস্তথা। অচলঃ কনকাক্ষশ্চ বালানামপি যঃ প্রভুঃ ॥১৯॥
সঞ্চারকঃ কোকনদো গৃধ্রপত্রশ্চ জম্বুকঃ। লোহাজবক্ত্রো জবনঃ কুম্ভবক্ত্রশ্চ কুম্ভকঃ ॥২০॥
স্বর্ণগ্রীবশ্চ কৃষ্ণৌজা হংসবক্ত্রশ্চ চন্দ্রভঃ। পাণিকূর্চ্চশ্চ শম্বুকঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চ শিক্ষকঃ।
চাষবক্ত্রশ্চ জম্বুকঃ খরবক্ত্রশ্চ কুঞ্চকঃ ॥২১॥

যোগযুক্তা মহাত্মানঃ সততং ব্রাহ্মণপ্রিয়াঃ। পৈতামহা মহাত্মানো মহাপারিষদাশ্চ হ ॥২২॥
যৌবনস্থাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ জনমেজয়! সহস্রশঃ পারিষদাঃ কুমারমবতস্থিরে ॥২৩॥
বক্ত্রৈর্নানাবিধৈর্যে তু শৃণু তান্ জনমেজয়! কূর্ম্মকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘবক্ত্রাশ্চ ভারত! ॥২৪॥
শ্বগোমায়ুমুখাশ্চৈব শশোলূকমুখাস্তথা। খরোষ্ট্রবদনাশ্চান্যে বরাহবদনাস্তথা ॥২৫॥
মনুষ্যমেষবক্ত্রাশ্চ শৃগালবদনাস্তথা। ভীমা মকরবক্ত্রাশ্চ শিশুমারমুখাস্তথা ॥২৬॥
মার্জ্জারশশবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘবক্ত্রাশ্চ ভারত!। নকুলোলূকবক্ত্রাশ্চ কাকবক্ত্রাস্তথাপরে ॥২৭॥
আখুবভ্রুকবক্ত্রাশ্চ ময়ূরবদনাস্তথা। মৎস্যমেষাননাশ্চান্যে অজাবিমহিষাননাঃ ॥২৮॥
ঋক্ষশার্দ্দূলবক্ত্রাশ্চ দ্বীপিসিংহাননাস্তথা। ভীমা গজাননাশ্চৈব তথা নক্রমুখাশ্চ যে ॥২৯॥
গরুড়াননাঃ কঙ্কমুখা বৃককাকমুখাস্তথা। গোখরোষ্ট্রমুখাশ্চান্যে বৃশদংশমুখাস্তথা ॥৩০॥
মহাজঠরপাদাঙ্গাস্তারকাক্ষাশ্চ ভারত!। পারাবতমুখাশ্চান্যে তথা বৃষমুখাঃ পরে ॥৩১॥
কোকিলাভাননাশ্চান্যে শ্যেনতিত্তিরিকাননাঃ। কৃকলাসমুখাশ্চৈব বিরজোঽম্বরধারিণঃ ॥৩২॥
ব্যালবক্ত্রাঃ শূলমুখাশ্চণ্ডবক্ত্রাঃ শুভাননাঃ। আশীবিষাশ্চীরধরা গোনাসাবদনাস্তথা ॥৩৩॥
স্থূলোদরাঃ কৃশাঙ্গাশ্চ স্থূলাঙ্গাশ্চ কৃশোদরাঃ। হ্রস্বগ্রীবা মহাকর্ণা নানাব্যালবিভূষিতাঃ ॥৩৪॥
গজেন্দ্রচর্ম্মবসনাস্তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ। স্কন্ধেমুখা মহারাজ! তথাপ্যুদরতোমুখাঃ ॥৩৫॥
পৃষ্ঠেমুখা হনুমুখাস্তথা জঙ্ঘামুখা অপি। পার্শ্বাননাশ্চ বহবো নানাদেশমুখাস্তথা ॥৩৬॥
তথা কীটপতঙ্গানাং সদৃশাস্যা গণেশ্বরাঃ। নানাব্যালমুখাশ্চান্যে বহুবাহুশিরোধরাঃ ॥৩৭॥
নানাবৃক্ষভুজাঃ কেচিৎ কটিশীর্ষাস্তথা পরে। ভুজঙ্গভোগবদনা নানাগুল্মনিবাসিনঃ ॥৩৮॥
চীরসংবৃতগাত্রাশ্চ নানাকনকবাসসঃ। নানাবেশধরাশ্চান্যে নানামাল্যানুলেপনাঃ ॥৩৯॥
নানাবস্ত্রধরাশ্চৈব চর্ম্মবাসস এব চ। উষ্ণীষিণো মুকুটিনঃ কম্বুগ্রীবাঃ সুবর্চ্চসঃ ॥৪০॥
কিরীটিনঃ পঞ্চশিখাস্তথা কাঞ্চনমূর্দ্ধজাঃ। ত্রিশিখা দ্বিশিখাশ্চৈব তথা সপ্তশিখাঃ পরে ॥৪১॥
শিখণ্ডিনো মুকুটিনো মুণ্ডাশ্চ জটিলাস্তথা। চিত্রমালাধরাঃ কেচিৎ কেচিদ্রোমাননাস্তথা ॥৪২॥
বিগ্রহৈকরসা নিত্যমজেয়াঃ সুরসত্তমৈঃ। দিব্যনানাম্বরধরাঃ সততং বিগ্রহপ্রিয়াঃ ॥৪৩॥
কৃষ্ণা নির্ম্মাংসবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘপৃষ্ঠাস্তনূদরাঃ। স্থূলপৃষ্ঠাঃ হ্রস্বপৃষ্ঠাঃ প্রলম্বোদরমেহনাঃ ॥৪৪॥
মহাভুজা হ্রস্বভুজা হ্রস্বগাত্রাশ্চ বামনাঃ। কুব্জাশ্চ হ্রস্বজঙ্ঘাশ্চ হস্তিকর্ণশিরোধরাঃ ॥৪৫॥
হস্তিনাসাঃ কূর্ম্মনাসা বৃকনাসাস্তথাপরে। দীর্ঘৌষ্ঠা দীর্ঘজঙ্ঘাশ্চ বিকরালা হ্যধোমুখাঃ ॥৪৬॥
মহাদংষ্ট্রা হ্রস্বদংষ্ট্রাশ্চতুর্দ্দংষ্ট্রাস্তথাপরে। বারণেন্দ্রনিভাশ্চান্যে ভীমা রাজন্! সহস্রশঃ ॥৪৭॥
সুবিভক্তশরীরাশ্চ দীপ্তিমন্তঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। পিঙ্গাক্ষাঃ শঙ্কুকর্ণাশ্চ নক্রনাসাশ্চ ভারত! ॥৪৮॥
পৃথুদংষ্ট্রা মহাদংষ্ট্রা স্থূলৌষ্ঠা হরিমূর্দ্ধজাঃ। নানাপাদৌষ্ঠদংষ্ট্রাশ্চ নানাহস্তশিরোধরাঃ ॥৪৯॥
নানাচর্ম্মভিরাচ্ছন্না নানাভাষাশ্চ ভারত!। কুশলা দেশভাষাসু জল্পন্তোঽন্যোন্যমীশ্বরাঃ ॥৫০॥
হৃষ্টাঃ পরিপতন্তি স্ম মহাপারিষদাস্তথা। দীর্ঘগ্রীবাঃ দীর্ঘনখা দীর্ঘপাদশিরোভুজাঃ ॥৫১॥
পিঙ্গাক্ষা নীলকণ্ঠাশ্চ লম্বকর্ণাশ্চ ভারত!। বৃকোদরনিভাশ্চৈব কেচিদঞ্জনসন্নিভাঃ ॥৫২॥
শ্বেতাক্ষা লোহিতগ্রীবাঃ পিঙ্গাক্ষাশ্চ তথাপরে। কল্মাষা বহবো রাজংশ্চিত্রবর্ণাশ্চ ভারত ॥৫৩॥
চামরাপীড়কনিভাঃ শ্বেতলোহিতরাজয়ঃ। নানাবর্ণাঃ সুবর্ণাশ্চ ময়ূরসদৃশপ্রভাঃ ॥৫৪॥
পুনঃ প্রহরণান্যেষাং কীর্ত্ত্যমানানি মে শৃণু। শেষৈঃ কৃতঃ পারিষদৈরায়ুধানাং পরিগ্রহঃ ॥৫৫॥

পাশোদ্যতকরাঃ কেচিৎ ব্যাদিতাস্যাঃ খরাননাঃ। পৃষ্ঠাক্ষা নীলকণ্ঠাশ্চ তথা পরিঘবাহবঃ ॥৫৬॥
শতঘ্নীচক্রহস্তাশ্চ তথা মুষলপাণয়ঃ। অসিমুদ্গরহস্তাশ্চ দণ্ডহস্তাশ্চ ভারত! ॥৫৭॥
শূলাসিহস্তাশ্চ তথা মহাকায়া মহাবলাঃ। গদাভুষুণ্ডিহস্তাশ্চ তথা তোমরপাণয়ঃ ॥৫৮॥
আয়ুধৈর্বিবিধৈর্ঘোরৈর্মহাত্মানো মহাজবাঃ। মহাবলা মহাবেগা মহাপারিষদাস্তথা ॥৫৯॥
অভিষেকং কুমারস্য দৃষ্ট্বা হৃষ্টা রণপ্রিয়াঃ। ঘণ্টাজালপিনদ্ধাঙ্গা ননৃতুস্তে মহৌজসঃ ॥৬০॥
এতে চান্যে চ বহবো মহাপারিষদা নৃপ!। উপতস্থুর্মহাত্মানং কার্ত্তিকেয়ং যশস্বিনম্ ॥৬১॥
দিব্যাশ্চাপ্যান্তরীক্ষাশ্চ পার্থিবাশ্চানিলোপমাঃ। ব্যাদিষ্টা দৈবতৈঃ শূরাঃ স্কন্দস্যানুচরাভবন্ ॥৬২॥
তাদৃশানাং সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ। অভিষেক্তুং মহাত্মানং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥৬৩॥
ইতি মহাভারতে শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে স্কন্দাভিষেকে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫॥

———:০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু মাতৃগণান্ রাজন্! কুমারানুচরানিমান্। কীর্ত্ত্যমানান্ময়া বীর! সপত্নগণসূদনান্ ॥১॥
যশস্বিনীনাং মাতৃণাং শৃণু নামানি ভারত। যাভির্ব্যাপ্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ কল্যাণীভিশ্চরাচরাঃ ॥২॥
প্রভাবতী বিশালাক্ষী পালিতা গোনসী তথা। শ্রীমতী বহুলা চৈব তথৈব বহুপুত্রিকা ॥৩॥
অপ্সুজাতা চ গোপালী বৃহদম্বালিকা তথা। জয়াবতী মালতিকা ধ্রুবরত্না ভয়ঙ্করী ॥৪॥
বসুদামা সুদামা চ বিশোকা নন্দিনী তথা। একচূড়া মহাচূড়া চক্রনেমিশ্চ ভারত! ॥৫॥
উত্তেজনী জয়ৎসেনা কমলাক্ষ্যথ শোভনা। শত্রুঞ্জয়া তথা চৈব ক্রোধনা শলভী খরী ॥৬॥
মাগধী শুভবক্ত্রা চ তীর্থসেনিশ্চ ভারত!। গীতপ্রিয়া চ কল্যাণী রুদ্ররোমামিতাশনা ॥৭॥
মেঘস্বনা ভোগবতী সুভ্রূশ্চ কনকাবতী। অলাতাক্ষী বীর্য্যবতী বিদ্যুজ্জিহ্বা চ ভারত! ॥৮॥
পদ্মাবতী সুনক্ষত্রা কন্দরা বহুযোজনা। সন্তানিকা চ কৌরব্য! কমলা চ মহাবলা ॥৯॥
সুদামা বহুদামা চ সুপ্রভা চ যশস্বিনী। নৃত্যপ্রিয়া চ রাজেন্দ্র! শতোলূখলমেখলা ॥১০॥
শতঘণ্টা শতানন্দা ভগনন্দা চ ভাবিনী। বপুষ্মতী চন্দ্রশীতা ভদ্রকালী চ ভারত! ॥১১॥
ঋক্ষাম্বিকা নিষ্কুটিকা বামা চত্বরবাসিনী। সুমঙ্গলা স্বস্তিমতী বৃদ্ধিকামা জয়প্রিয়া ॥১২॥
ধনদা সুপ্রসাদা চ ভবদা চ জলেশ্বরী। এড়ী ভেড়ী সমেড়ী চ বেতালজননী তথা ॥১৩॥
কণ্ডূতিঃ কালিকা চৈব দেবমিত্রা চ ভারত!। বসুশ্রীঃ কেতকী চৈব চিত্রসেনা তথাচলা ॥১৪॥
কুক্কুটিকা শঙ্খলিকা তথা শকুনিকা নৃপ!। কুণ্ডারিকা কোকিলিকা কুম্ভিকাথ শতোদরী ॥১৫॥
উৎক্রাথিনী জলেলা চ মহাবেগাথ কঙ্কণা। মনোজবা কণ্টকিনী প্রঘসা পূতনা তথা ॥১৬॥
কেশযন্ত্রী ত্রুটির্বামা ক্রোশনাথ তড়িৎপ্রভা। মন্দোদরী চ মুণ্ডী চ কোটরা মেঘবাহিনী ॥১৭॥
সুভগা লম্বিনী লম্বা বসুচূড়া বিকত্থিনী। ঊর্দ্ধবেণীধরা চৈব পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা ॥১৮॥
পৃথুবক্ত্রা মধুলিকা মধুকুম্ভা তথৈব চ। যক্ষালিকা মৎকুনিকা জরায়ুর্জ্জর্জরাননা ॥১৯॥
খ্যাতা দহদহা চৈব তথা ধমধমা নৃপ!। খণ্ডখণ্ডা চ রাজেন্দ্র! পূষণা মণিকুট্টিকা ॥২০॥
অমোঘা চৈব কৌরব্য! তথা লম্বপয়োধরা। বেণুবীণাধরা চৈব পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা ॥২১॥
শশোলূকমুখী কৃষ্ণা খরজঙ্ঘা মহাজবা। শিশুমারমুখী শ্বেতা লোহিতাক্ষী বিভীষণা ॥২২॥

ততঃ শক্ত্যস্ত্রমদদদ্ভগবান্ পাকশাসনঃ।
গুহায় রাজশার্দ্দূল! বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ॥৫৩॥
মহাস্বনাং মহাঘণ্টাং দ্যোতমানাং সিতপ্রভাম্।
তরুণাদিত্যবর্ণাঞ্চ পতাকাং ভরতর্ষভ! ॥৫৪॥
দদৌ পশুপতিস্তস্মৈ সর্বভূতমহাচমূম্।
উগ্রাং নানাপ্রহরণাং তপোবীর্য্যবলান্বিতাম্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পাকশাসন ইন্দ্রঃ। গুহায় কার্ত্তিকেয়ায় ॥৫৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর ভগবান্ ইন্দ্র অসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য কার্ত্তিককে শক্তিনামক একটী অস্ত্র দান করিলেন ॥৫৩॥

জটালিকা কামচরী দীর্ঘজিহ্বা বলোৎকটা। কালেহিকা বামনিকা মুকুটা চৈব ভারত! ॥২৩॥
লোহিতাক্ষী মহাকায়া হরিপিণ্ডা চ ভূমিপ!। একত্বচা সুকুসুমা কৃষ্ণকর্ণী চ ভারত! ॥২৪॥
ক্ষুরকর্ণী চতুষ্কর্ণী কর্ণপ্রাবরণা তথা। চতুষ্পথনিকেতা চ গোকর্ণী মহিষাননা ॥২৫॥
খরকর্ণী মহাকর্ণী ভেরীস্বনমহাস্বনা। শঙ্খকুম্ভশ্রবাশ্চৈব ভগদা চ মহাবলা ॥২৬॥
গণা চ সুগণা চৈব তথা ভীত্যথ কামদা। চতুষ্পথরতা চৈব ভূতিতীর্থান্যগোচরা ॥২৭॥
পশুদা বিত্তদা চৈব সুখদা চ মহাযশাঃ। পয়োদা গোমহিষদা সুবিশালা চ ভারত! ॥২৮॥
প্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠা চ রোচমানা সুরোচনা। নৌকর্ণী মুখকর্ণী চ বিশিরা মন্থিনী তথা।
একচন্দ্রা মেঘরবা মেঘমালা বিরোচনা ॥২৯॥
এতাশ্চান্যাশ্চ বহবো মাতরো ভরতর্ষভ!। কার্ত্তিকেয়ানুযায়িন্যো নানারূপাঃ সহস্রশঃ ॥৩০॥
দীর্ঘনখ্যো দীর্ঘদন্ত্যো দীর্ঘতুণ্ডাশ্চ ভারত!। সরলা মধুরাশ্চৈব যৌবনস্থাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥৩১॥
মাহাত্ম্যেন চ সংযুক্তাঃ কামরূপধরাস্তথা। নির্ম্মাংসগাত্র্যঃ শ্বেতাশ্চ তথা কাঞ্চনসন্নিভাঃ ॥৩২॥
কৃষ্ণমেঘনিভাশ্চান্যা ধূম্রাশ্চ ভরতর্ষভ!। অরুণাভা মহাভাগা দীর্ঘকেশ্যঃ সিতাম্বরাঃ ॥৩৩॥
ঊর্দ্ধবেণীধরাশ্চৈব পিঙ্গাক্ষ্যো লম্বমেখলাঃ। লম্বোদর্য্যো লম্বকর্ণাস্তথা লম্বপয়োধরাঃ ॥৩৪॥
তাম্রাক্ষ্যস্তাম্রবর্ণাশ্চ হর্য্যক্ষ্যশ্চ তথাপরাঃ। বরদাঃ কামচারিণ্যো নিত্যং প্রমুদিতাস্তথা ॥৩৫॥
যাম্যা রৌদ্রাস্তথা সৌম্যাঃ কৌবের্য্যোঽথ মহাবলাঃ।
বারুণ্যোঽথ চ মাহেন্দ্র্যস্তথাগ্নেয্যঃ পরন্তপ! ॥৩৬॥
বায়ব্যশ্চাথ কৌমার্য্যো ব্রাহ্মশ্চ ভরতর্ষভ!। বৈষ্ণব্যশ্চ তথা সৌর্য্যো বারাহ্যশ্চ মহাবলাঃ ॥৩৭॥
রূপেণাপ্সরসাং তুল্যা মনোহার্য্যো মনোরমাঃ। পরপুষ্টোপমা বাক্যে তথর্দ্ধ্যা ধনদোপমাঃ ॥৩৮॥
শক্রবীর্য্যোপমা যুদ্ধে দীপ্ত্যা বহ্নিসমাস্তথা। শত্রূণাং বিগ্রহে নিত্যং ভয়দাস্তা ভবন্ত্যুত ॥৩৯॥
কামরূপধরাশ্চৈব জবে বায়ুসমাস্তথা। অচিন্ত্যবলবীর্য্যাশ্চ তথাচিন্ত্যপরাক্রমাঃ ॥৪০॥
বৃক্ষচত্বরবাসিন্যশ্চতুষ্পথনিকেতনাঃ। গুহাশ্মশানবাসিন্যঃ শৈলপ্রস্রবণালয়াঃ ॥৪১॥
নানাভরণধারিণ্যো নানামাল্যাম্বরাস্তথা। নানাবিচিত্রবেশাশ্চ নানাভাষাস্তথৈব চ ॥৪২॥
এতে চান্যে চ মাতৄণাং গণাঃ শত্রুভয়ঙ্করাঃ। অনুজগ্মুর্মহাত্মানং ত্রিদশেন্দ্রস্য সম্মতে ॥৪৩॥

অজেয়াং স্বগুণৈর্যুক্তাং নাম্না সেনাং ধনঞ্জয়াম্।
রুদ্রতুল্যবলৈর্গুপ্তাং যোধানামযুতৈস্ত্রিভিঃ।
ন সা বিজানাতি রণাৎ কদাচিদ্বিনিবর্ত্তিতুম্ ॥৫৬॥ (বিশেষকম্)
বিষ্ণুর্দদৌ বৈজয়ন্তীং মালাং বলবিবর্দ্ধিনীম্।
উমা দদৌ বিরজসী বাসসী সূর্য্যসন্নিভে ॥৫৭॥
গঙ্গা কমণ্ডলুং দিব্যমমৃতোদ্ভবমুত্তমম্।
দদৌ প্রীত্যা কুমারায় দণ্ডঞ্চৈব বৃহস্পতিঃ।
গরুড়ো দয়িতং পুত্রং ময়ূরং চিত্রবর্হিণম্ ॥৫৮॥
অরুণস্তাম্রচূড়ঞ্চ প্রদদৌ চরণায়ুধম্।
নাগস্তু বরুণো রাজা বলবীর্য্যসমন্বিতম্ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

মহেতি। সিতপ্রভাং শুভ্রবর্ণাম্। সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রাণিষু মধ্যে মহাচমূং প্রশস্তসেনাম্। স্বগুণৈঃ প্রভুভক্ত্যাদিসৈন্যগুণৈঃ। গুপ্তাং রক্ষিতাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৪—৫৬॥

বিষ্ণুরিতি। বিগতানি রজাংসি ধূলয়ো যাভ্যাং তে সুপরিষ্কৃতে ॥৫৭॥

গঙ্গেতি। অমৃতমিব স্বজলমুদ্ভবতি নির্যাতি যস্মাদিত্যমৃতোদ্ভবস্তম্। ষট্পাদঃ ॥৫৮॥

অরুণ ইতি। অরুণো গরুড়াগ্রজঃ, তাম্রচূড়ং কুক্কুটম্। নাগং গজম্ ॥৫৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাদেব কার্ত্তিককে একটা উৎকৃষ্ট শঙ্খ, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ একটী পতাকা এবং ধনঞ্জয়ানামে উত্তম সেনা দান করিলেন। সেই শঙ্খটা বিশাল শব্দ করিত, চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইত ও শুভ্রবর্ণ ছিল এবং সেই সেনাটা সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই মহাসেনা বলিয়া পরিচিত, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রযুক্ত, ভীষণ, তপোবল ও দৈহিকবলসমন্বিত, অজেয় ও সৈন্যগণের সমস্ত গুণযুক্ত ছিল, আর রুদ্রের তুল্য বলবান্ ত্রিংশৎসহস্র যোদ্ধা তাহাকে রক্ষা করিত; বিশেষতঃ সেই সেনা কখনও রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে জানিত না ॥৫৪—৫৬॥

বিষ্ণু কার্ত্তিককে বলবৃদ্ধিকারিণী বৈজয়ন্তী নাম্নী একটী মালা দান করিলেন এবং পার্ব্বতীদেবী তাঁহাকে পরিষ্কৃত ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দুইখানি বস্ত্র প্রদান করিলেন ॥৫৭॥

গঙ্গা কার্ত্তিককে জলপূর্ণ একটী উত্তম কমণ্ডলু, বৃহস্পতি একটী দণ্ড এবং গরুড় প্রীতিসহকারে আপন প্রিয়পুত্র বিচিত্রপুচ্ছ একটী ময়ূর দান করিলেন ॥৫৮॥

গরুড়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অরুণ কার্ত্তিককে একটী চরণায়ুধ কুক্কুট দান করিলেন

(৫৭) সূর্য্যসপ্রভে—পি,···রবিসপ্রভে—নি।

(৫৯)···ছাগস্তু বরুণো রাজা···নি।

কৃষ্ণাজিনং ততো ব্রহ্মা ব্রহ্মণ্যায় দদৌ প্রভুঃ।
সমরেষু জয়ঞ্চৈব প্রদদৌ লোকভাবনঃ ॥৬০॥
সৈনাপত্যমনুপ্রাপ্য স্কন্দো দেবগণস্য হ।
শুশুভে জ্বলিতোঽর্চ্চিষ্মান্ দ্বিতীয় ইব পাবকঃ ॥৬১॥
ততঃ পারিষদৈশ্চৈব মাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ।
যযৌ দৈত্যবিনাশায় হ্লাদয়ন্ সুরপুঙ্গবান্ ॥৬২॥
সা সেনা নৈঋর্তী ভীমা সঘণ্টোচ্ছ্রিতকেতনা।
সভেরীশঙ্খমুরজা সায়ুধা সপতাকিনী।
শারদী দ্যৌরিবাভাতি জ্যোতির্ভিরিব শোভিতা ॥৬৩॥
ততো দেবনিকায়াস্তে নানাভূতগণাস্তথা।
বাদয়ামাসুরব্যগ্রা ভেরীঃ শঙ্খাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

কৃষ্ণেতি। ব্রহ্মণ্যায় বেদসাধবে বেদরক্ষার্থিনে কার্ত্তিকেয়ায় ॥৬০॥
সৈনেতি। সৈনাপত্যং সেনাপতিপদম্। অর্চ্চিষ্মান্ শিখাবান্ ॥৬১॥
তত ইতি। যযৌ কার্ত্তিকেয় ইত্যর্থঃ। সুরপুঙ্গবান্ দেবশ্রেষ্ঠান্ ॥৬২॥
সেতি। নৈঋর্তী রাক্ষসবৎ ক্রূরা, ঘণ্টয়া উচ্ছ্রিতকেতনেন উত্তোলিতধ্বজেন চ সহেতি সা। শারদী শরৎকালীনা, দ্যৌর্গগনম্, জ্যোতির্ভির্নক্ষত্রৈঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৩॥

এবং জলাধিপতি বরুণ তাঁহাকে একটা বলপরাক্রমশালী হস্তী সমর্পণ করিলেন ॥৫৯॥

প্রভাবশালী ও জগৎসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা বেদরক্ষার্থী কার্ত্তিককে একখানি কৃষ্ণসার-চর্ম্ম ও যুদ্ধে জয় দান করিলেন ॥৬০॥

কার্ত্তিক দেবগণের সেনাপতি পদ লাভ করিয়া, প্রজ্বলিতশিখাশালী দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬১॥

তাহার পর কার্ত্তিক দেবশ্রেষ্ঠগণকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া, পারিষদগণ ও মাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া দৈত্যবিনাশের জন্য প্রস্থান করিলেন ॥৬২॥

তৎকালে রাক্ষসের ন্যায় কঠিন ও ভীষণ সেই সৈন্য ঘণ্টা, উত্তোলিত ধ্বজ, ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, অস্ত্র ও পতাকা লইয়া, নক্ষত্রশোভিত শরৎকালের আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৬৩॥

পটহান্ ঝর্ঝরাংশ্চৈব ক্রকচান্ গোবিষাণিকান্।
আড়ম্বরান্ গোমুখাংশ্চ ডিণ্ডিমাংশ্চ মহাস্বনান্॥৬৫॥ (যুগ্মকম্)
তুষ্টুবুস্তে কুমারস্তু সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
জগুশ্চ দেবগন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৬৬॥
ততঃ প্রীতো মহাসেনস্ত্রিদশেভ্যো বরং দদৌ।
রিপূন্ হন্তাস্মি সমরে যে বো বধচিকীর্ষবঃ ॥৬৭॥
প্রতিগৃহ্য বরং দেবাস্তস্মাদ্বিবুধসত্তমাৎ।
প্রীতাত্মানো মহাত্মানো মেনিরে নিহতান্ রিপূন্ ॥৬৮॥
সর্বেষাং ভূতসঙ্ঘানাং হর্ষান্নাদঃ সমুত্থিতঃ।
অপূরয়ত লোকাংস্ত্রীন্ বরে দত্তে মহাত্মনা ॥৬৯॥
স নির্যযৌ মহাসেনো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ।
বধায় যুধি দৈত্যানাং রক্ষার্থঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। দেবানাং নিকায়া গণাঃ। ঝর্ঝরাদীনি বাদ্যানি ॥৬৪—৬৫॥
তুষ্টুবুরিতি। বাসবেন ইন্দ্রেণ সহেতি তে ॥৬৬॥
তত ইতি। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ। কোঽসৌ বর ইত্যাহ রিপূনিতি ॥৬৭॥
প্রতীতি। বিবুধসত্তমাদ্দেবশ্রেষ্ঠাৎ কার্ত্তিকেয়াৎ ॥৬৮॥
সর্ব্বেষামিতি। ভূতসঙ্ঘানাং তত্রত্যপ্রাণিগণানাম্। মহাত্মনা কার্ত্তিকেয়েন ॥৬৯॥

তদনন্তর সেই দেবগণ ও নানাবিধ ভূতগণ অবিচলিত থাকিয়া, ভেরী, প্রচুর শঙ্খ, পটহ, ঝর্ঝর, ক্রকচ, গোবিষাণ, আড়ম্বর, গোমুখ এবং মহাশব্দকারী ডিণ্ডিম বাজাইতে লাগিলেন ॥৬৪—৬৫॥

পরে ইন্দ্রের সহিত দেবতারা কার্ত্তিকের স্তব করিতে লাগিলেন ; গন্ধর্ব্বেরা গান করিতে থাকিল এবং অপ্সরারা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল ॥৬৬॥

তৎপরে কার্ত্তিক সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণকে বর দান করিলেন যে—'যাহারা আপনাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে, আমি আপনাদের সেই শত্রুগণকে বিনাশ করিব' ॥৬৭॥

তখন মহাত্মা দেবতারা সেই দেবশ্রেষ্ঠ কার্ত্তিকের নিকট হইতে সেই বর গ্রহণ করিয়া, আনন্দিত হইয়া শত্রুগণকে নিহত বলিয়াই মনে করিত লাগিলেন ॥৬৮॥

এবং মহাত্মা কার্ত্তিক সেই বর দান করিলে, তত্রত্য প্রাণিগণের আনন্দোত্থিত কোলাহল ত্রিভুবন পরিপূর্ণ করিল ॥৬৯॥

(৬৫)···ক্রকচান্—পি বর্দ্ধ বা।

ব্যবসায়ো জয়ো ধর্ম্মঃ সিদ্ধির্লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ স্মৃতিঃ।
মহাসেনস্য সৈন্যানামগ্রে জগ্মুর্নরাধিপ! ॥৭১॥
স তয়া ভীময়া দেবঃ শূলমুদ্গরহস্তয়া।
জ্বলিতালাতধারিণ্যা চিত্রাভরণবর্ম্ময়া ॥৭২॥
গদামুষলনারাচশক্তিতোমরহস্তয়া।
দৃপ্তসিংহনিনাদিন্যা বিনদ্য প্রযযৌ গুহঃ ॥৭৩॥ (যুগ্মকম্)
তং দৃষ্ট্বা সর্বদৈতেয়া রাক্ষসা দানবাস্তথা।
ব্যদ্রবন্ত দিশঃ সর্বা ভয়োদ্বিগ্নাঃ সমন্ততঃ ॥৭৪॥
অভ্যদ্রবন্ত দেবাস্তান্ বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
দৃষ্ট্বা চ স ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্কন্দস্তেজোবলান্বিতঃ ॥৭৫॥
শক্ত্যস্ত্রং ভগবান্ ভীমং পুনঃ পুনরবাসৃজৎ।
অদধচ্চাত্মনস্তেজো হবিষেদ্ধ ইবানলঃ ॥৭৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ। দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥৭০॥

ব্যবেতি। ব্যবসায় উদ্যমঃ। ব্যবসায়াদীনাং যথাসম্ভবমধিদেবতেত্যর্থঃ ॥৭১॥

স ইতি। জ্বলিতানি অলাতানি দণ্ডবিশেষান্ ধারয়তীতি তয়া। গুহঃ স্কন্দঃ ॥৭২—৭৩॥

তমিতি। ব্যদ্রবন্ত পলায়ন্ত। ভয়েনোদ্বিগ্না অস্থিরাঃ ॥৭৪॥

অভীতি। অভ্যদ্রবন্ত অভ্যধাবন্। হবিষা ঘৃতেন, ইদ্ধো জ্বলিতঃ ॥৭৫—৭৬॥

কার্ত্তিক বিশালসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, যুদ্ধে দৈত্যগণের বধ এবং দেবগণের রক্ষার জন্য নির্গত হইলেন ॥৭০॥

নরনাথ! তৎকালে উদ্যম, জয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি কার্ত্তিক-সৈন্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন ॥৭১॥

ক্রমে কার্ত্তিক শূল, মুদ্গর, জ্বলৎকাষ্ঠ, গদা, মুষল, নারাচ, শক্তি ও তোমর-সমন্বিত, বিচিত্র বর্ম্ম ও আভরণধারী এবং দর্পিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জনকারী সেই ভীষণসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া, সিংহনাদ করিয়া করিয়া গমন করিতে থাকিলেন ॥৭২—৭৩॥

তাঁহাকে দেখিয়া দৈত্য, দানব ও রাক্ষসেরা সকলে ভয়ে অস্থির হইয়া সকল দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৭৪॥

তখন নানাবিধ অস্ত্রধারী দেবতারা তাহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন; ইহা

(৭৬)...পুনঃ পুনরবাকিরৎ... নি।

অভ্যস্যমানে শক্ত্যস্ত্রে স্কন্দেনামিততেজসা।
উল্কাজ্বালা মহারাজ! পপাত বসুধাতলে ॥৭৭॥
সংহ্লাদয়ন্তশ্চ তথা নির্ঘাতাশ্চাপতন্ ক্ষিতৌ।
যথান্তকালসময়ে সুঘোরাঃ স্যুস্তথা নৃপ! ॥৭৮॥
ক্ষিপ্তা হ্যেকা যদা শক্তিঃ সুঘোরানলসূনুনা।
ততঃ কোট্যো বিনিষ্পেতুঃ শক্তীনাং ভরতর্ষভ! ॥৭৯॥
ততঃ প্রীতো মহাসেনো জঘান ভগবান্ প্রভুঃ।
দৈত্যেন্দ্রং তারকং নাম মহাবলপরাক্রমম্।
বৃতং দৈত্যাযুতৈর্বীরৈর্বলিভির্দশভির্নৃপ! ॥৮০॥
মহিষঞ্চাষ্টভিঃ পদ্মৈর্বৃতং সংখ্যে নিজঘ্নিবান্।
ত্রিপাদঞ্চাযুতশতৈর্জঘান দশভির্বৃতম্ ॥৮১॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি। অভ্যস্যমানে পুনঃ পুনর্নিক্ষিপ্যমানে। উল্কায়া জ্বালা শিখা ॥৭৭॥
সংহ্লাদেতি। সংহ্লাদয়ন্তো ভুবং কম্পয়ন্তঃ, নির্ঘাতা বাতাহতবাতপাতাঃ ॥৭৮॥
ক্ষিপ্তেতি। অনলসূনুনা অগ্নিপুত্রেণ স্কন্দেন। কোট্যো দেবপ্রভাবাৎ ॥৭৯॥
তত ইতি। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ। প্রভুর্যোগবলপ্রভাবশালী। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮০॥
মহিষমিতি। মহিষং ত্রিপাদঞ্চাসুরবিশেষৌ। পদ্মৈরিতি বহুত্বমাত্রপরম্ ॥৮১॥

দেখিয়া তেজ ও বলসম্পন্ন ভগবান্ কার্ত্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ শক্তি-অস্ত্র বার বার নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ঘৃতনিক্ষেপে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় নিজের তেজ ধারণ করিলেন ॥৭৫—৭৬॥

মহারাজ! অমিততেজা কার্ত্তিক বার বার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলে, ভূতলে উল্কার ন্যায় তাহার শিখা পতিত হইতে লাগিল ॥৭৭॥

রাজা! প্রলয়কালে যেমন হয়, তেমন তৎকালে মহাভীষণ নির্ঘাত সকল ভূমি কম্পিত করিতে থাকিয়া, ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥৭৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিক যখন যখন এক একবার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন তখনই তাহা কোটী কোটী হইয়া যাইয়া অসুরমধ্যে পতিত হইতে লাগিল ॥৭৯॥

রাজা! তাহার পর মাহাত্ম্য ও প্রভাবশালী কার্ত্তিক হৃষ্টচিত্তে বলবান্ ও বীর লক্ষ অসুরে পরিবেষ্টিত এবং মহাবলপরাক্রমশালী দৈত্যরাজ তারকাসুরকে বধ করিলেন ॥৮০॥

হ্রদোদরং নিখর্বৈশ্চ বৃতং দশভিরীশ্বরঃ।
জঘানানুচরৈঃ সার্দ্ধং বিবিধায়ুধপাণিভিঃ ॥৮২॥
তত্রাকুর্ব্বন্ত বিপুলং নাদং বধ্যৎসু শত্রুষু।
কুমারানুচরা রাজন্! পূরয়ন্তো দিশো দশ।
ননৃতুশ্চ ববল্গুশ্চ জহসুশ্চ মুদান্বিতাঃ ॥৮৩॥
শক্ত্যস্ত্রস্য তু রাজেন্দ্র! ততোঽর্চ্চির্ভিঃ সমন্ততঃ।
দগ্ধাঃ সহস্রশো দৈত্যা নাদৈঃ স্কন্দস্য চাপরে ॥৮৪॥
ত্রৈলোক্যং ত্রাসিতং সর্বং জৃম্ভমাণাভিরেব চ।
দগ্ধ্বা মহার্চ্চিষোঽর্চ্চির্ভিঃ সেনানাদৈর্হতাঃ পরে ॥৮৫॥
পতাকয়াবধূতাশ্চ হতাঃ কেচিৎ সুরদ্বিষঃ।
কেচিদ্‌ঘণ্টারবত্রস্তা নিষেদুর্বসুধাতলে।
কেচিৎ প্রহরণৈশ্ছিন্না বিনিপেতুর্গতায়ুষঃ ॥৮৬॥

ভারতকৌমুদী

হ্রদেতি। ঈশ্বর অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যবান্ স্কন্দঃ; অতএবেদৃশাসুরবধসম্ভবঃ ॥৮২॥
তত্রেতি। বধ্যৎসু বধ্যমানেষু। কুমারস্য কার্ত্তিকেয়স্যানুচরাঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮৩॥
শক্তীতি। অর্চ্চির্ভির্জ্বালাভিঃ। নাদৈর্দগ্ধা বিনাশিতাঃ ॥৮৪॥
ত্রৈলোক্যমিতি। জৃম্ভমাণাভির্নির্গচ্ছন্তীভিঃ। মহার্চ্চিষো শক্তেঃ ॥৮৫॥
পতাকয়েতি। অবধূতাস্তাড়িতাঃ। নিষেদুরুপবিবিশুঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮৬॥

এবং তিনি বহু অসুরে পরিবেষ্টিত মহিষাসুর ও ত্রিপাদাসুরকে নিহত করিলেন ॥৮১॥

আর ঐশ্বর্য্যশালী কার্ত্তিক নানাবিধ অস্ত্রধারী অনুচরগণের সহিত হ্রদোদর-নামক অসুরকে সংহার করিলেন ॥৮২॥

রাজা! কার্ত্তিক সেইভাবে শত্রুগণকে বধ করিতে লাগিলে, তাঁহার অনুচরেরা আনন্দিত হইয়া বিশাল কোলাহল, নৃত্য, উল্লম্ফন ও হাস্য করিতে লাগিল ॥৮৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্রমে কার্ত্তিকের শক্ত্যস্ত্রের অগ্নিতে সহস্র সহস্র দৈত্য দগ্ধ হইতে লাগিল এবং তাঁহার সিংহনাদে অপর অনেক দৈত্য নিহত হইল ॥৮৪॥

মহাশিখাশালী শক্ত্যস্ত্রের অগ্নিশিখা দৈত্যগণকে দগ্ধ করিয়া, সমগ্র ত্রিভুবনের ত্রাস উৎপাদন করিল এবং সৈন্যগণের সিংহনাদে বহু দৈত্য বিনষ্ট হইল ॥৮৫॥

কতকগুলি অসুর পতাকার প্রহারে নিহত হইল; কতকগুলি ঘণ্টাধ্বনিতে ভীত হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল এবং কতকগুলি অস্ত্রে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৮৬॥

এবং সুরদ্বিষোঽনেকান্ বলবানাততায়িনঃ।
জঘান সমরে বীরঃ কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ ॥৮৭॥
বাণো নামাথ দৈতেয়ো বলেঃ পুত্রো মহাবলঃ।
ক্রৌঞ্চপর্বতমাশ্রিত্য দেবসঙ্ঘানবাধত ॥৮৮॥
তমভ্যয়ান্মহাসেনঃ সুরশক্রুমুদারধীঃ।
স কার্ত্তিকেয়স্য ভয়াৎ ক্রৌঞ্চং শরণমীয়িবান্ ॥৮৯॥
ততঃ ক্রৌঞ্চং মহামন্যুঃ ক্রৌঞ্চনাদনিনাদিতম্।
শক্ত্যা বিভেদ ভগবান্ কার্ত্তিকেয়োঽগ্নিদত্তয়া ॥৯০॥
স শালস্কন্ধশবলং ত্রস্তবানরবারণম্।
প্রোড্ডীনোদ্‌ভ্রান্তবিহগং বিনিষ্পতিতপন্নগম্ ॥৯১॥
গোলাঙ্গূলর্ক্ষসঙ্ঘৈশ্চ দ্রবদ্ভিরনুনাদিতম্।
কুরঙ্গশতনির্ঘোষনিনাদিতবনান্তরম্ ॥৯২॥
বিনিষ্পতদ্ভিঃ শরভৈঃ সিংহৈশ্চ সহসা দ্রুতৈঃ।
শোচ্যামপি দশাং প্রাপ্তো ররাজৈব স পর্ব্বতঃ ॥৯৩॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। সুরদ্বিষঃ অসুরান্, আততায়িনঃ শস্ত্রপাণীন্ ॥৮৭॥
বাণ ইতি। দৈতেয়ো দিতিবংশজাতঃ। অবাধত অপীড়য়ৎ ॥৮৮॥
তমিতি। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ। ঈয়িবান্ প্রাপ্তবান্ ॥৮৯॥
তত ইতি। মহামন্যুরতীব ক্রুদ্ধঃ স্কন্দঃ। ক্রৌঞ্চা বকবিশেষাঃ ॥৯০॥
স ইতি। শালানাং বৃক্ষাণাং স্কন্ধৈঃ প্রকাণ্ডদেশৈঃ শবলং বিচিত্রম্। ত্রস্তাভীতা বানরা

এইভাবে দৈহিক ও মানসিক মহাশক্তিশালী বীর কার্ত্তিক যুদ্ধে অস্ত্রধারী বহুতর অসুর বিনাশ করিলেন ॥৮৭॥

তাহার পর বলির পুত্র মহাবল বাণ ক্রৌঞ্চপর্ব্বত আশ্রয় করিয়া, দেবগণকে পীড়ন করিতে লাগিল ॥৮৮॥

সেই সময় মহাবুদ্ধি কার্ত্তিক সেই দেবশত্রু বাণের দিকে ধাবিত হইলেন; তখন বাণ কার্ত্তিকের ভয়ে ক্রৌঞ্চপর্বতের ভিতরে যাইয়া আশ্রয় লইল ॥৮৯॥

তাহার পর মাহাত্ম্যশালী কার্ত্তিক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, অগ্নিদত্ত শক্তিদ্বারা বকপক্ষীর রবে মুখরিত ক্রৌঞ্চপর্ব্বতটাকে বিদারণ করিলেন ॥৯০॥

তখন শালবৃক্ষের শাখা-প্রশাখার শোভা প্রকাশ পাইতেছিল; বানরগণ

(৯৩)···ররাজৈব স পর্ব্বতঃ—নি।

বিদ্যাধরা সমুৎপেতুস্তস্য শৃঙ্গনিবাসিনঃ।
কিন্নরাশ্চ সমুদ্বিগ্নাঃ শক্তিপাতরবোদ্ধতাঃ ॥৯৪॥
ততো দৈত্যা বিনিষ্পেতুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
প্রদীপ্তাৎ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠাদ্বিচিত্রাভরণস্রজঃ।
তান্নিজঘ্নুরতিক্রম্য কুমারানুচরা মৃধে ॥৯৫॥
স চৈব ভগবান্ ক্রুদ্ধো দৈত্যেন্দ্রস্য সুতং তদা।
সহানুজং জঘানাশু বৃত্রং দেবপতির্যথা ॥৯৬॥

ভারতকৌমুদী

বারণা গজাশ্চ যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা। প্রোড্ডীনা উদ্‌ভ্রান্তা ব্যস্তাশ্চ বিহগাঃ পক্ষিণো যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা। বিনিষ্পতিতাঃ পন্নগা যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা। গোলাঙ্গুলানাং কৃষ্ণবানরাণাম্ ঋক্ষাণাং ভল্লুকানাঞ্চ সঙ্ঘৈঃ, দ্রবদ্ভিঃ পলায়মানৈঃ। কুরঙ্গশতস্য মৃগসমূহস্য নির্ঘোষৈরার্ত্তনাদৈর্নিনাদিতানি বনান্তরাণি বনমধ্যদেশা যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা। বিনিষ্পতদ্ভির্নির্গচ্ছদ্ভিঃ, শরভৈর্ভীষণজন্তুবিশেষৈঃ। দ্রুতৈঃ পলায়িতৈঃ। দশামবস্থাম্। ররাজৈব স শোভয়া ॥৯১—৯৩॥

বিদ্যেতি। তস্য ক্রৌঞ্চপর্ব্বতস্য। শক্তিপাতরবেণ উদ্ধতা উদ্বেলিতাঃ ॥৯৪॥

তত ইতি। প্রদীপ্তাৎ শক্ত্যস্ত্রশিখয়া প্রজ্বলিতাৎ। অতিক্রম্য কুমারমেব। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯৫॥

স ইতি। দৈত্যেন্দ্রস্য তারকস্য। বৃত্রং বৃত্রাসুরম্ ॥৯৬॥

ও হস্তিগণ বিত্রস্ত হইয়াছিল, পক্ষিগণ ব্যস্ত হইয়া উড়িতেছিল, সর্পগণ নির্গত হইতেছিল; কৃষ্ণবানর ও ভল্লুকগণ আর্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া পলায়ন করিতেছিল, হরিণগণের আর্ত্তনাদে বনমধ্য সকল মুখরিত হইতেছিল, শরভগণ নির্গত হইতেছিল এবং সিংহগণ পলায়ন করিতেছিল; তাহাতে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও ক্রৌঞ্চপর্ব্বত আপন শোভায় শোভাই পাইতে লাগিল ॥৯১—৯৩॥

ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের শৃঙ্গনিবাসী বিদ্যাধর ও কিন্নরেরা কার্ত্তিকের শক্তিপতনের শব্দে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া আকাশে উত্থিত হইতে লাগিল ॥৯৪॥

তাহার পর বিচিত্র অলঙ্কার ও মালাধারী শত শত ও সহস্র সহস্র দৈত্য প্রজ্বলিত ক্রৌঞ্চপর্ব্বত হইতে নির্গত হইতে লাগিল; তখন কার্ত্তিকের অনুচরেরা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া, সেই দৈত্যগণকে বিনাশ করিতে থাকিল ॥৯৫॥

পূর্ব্বকালে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মাহাত্ম্যশালী কার্ত্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া, অনুজগণের সহিত তারকাসুরের পুত্রকে বধ করিলেন ॥৯৬॥

বিভেদ শক্ত্যা ক্রৌঞ্চঞ্চ পাবকিঃ পরবীরহা।
বহুধা চৈকধা চৈব কৃত্বাত্মানং মহাবলঃ ॥৯৭॥
শক্তিঃ ক্ষিপ্তা রণে তস্য পাণিমেতি পুনঃ পুনঃ।
এবং প্রভাবো ভগবাংস্ততো ভূয়শ্চ পাবকিঃ ॥৯৮॥
শৌর্য্যর্দ্ধিগুণযোগেন তেজসা যশসা শ্রিয়া।
ক্রৌঞ্চস্তেন বিনির্ভিন্নো দৈত্যাশ্চ শতশো হতাঃ ॥৯৯॥ (যুগ্মকম্)
ততঃ স ভগবান্ দেবো নিহত্য বিবুধদ্বিষঃ।
সভাজ্যমানো বিবুধৈঃ পরং হর্ষমবাপ হ ॥১০০॥
ভিন্নে ক্রৌঞ্চে গিরিবরে চণ্ডপুত্রে চ পাতিতে।
ততো দুন্দুভয়ো রাজন্! নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভারত! ॥১০১॥
মুমুচুর্দেবযোষাশ্চ পুষ্পবর্ষমনুত্তমম্।
যোগীনামীশ্বরং দেবং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১০২॥

ভারতকৌমুদী

বিভেদেতি। পাবকিরগ্নিপুত্রঃ স্কন্দঃ। আত্মানং স্বশরীরম্ ॥৯৭॥
শক্তিরিতি। এবমীদৃশঃ প্রভাবো যস্য সঃ। শৌর্য্যর্দ্ধির্বীরত্বসম্পৎ ॥৯৮—৯৯॥
তত ইতি। বিবুধদ্বিষঃ অসুরান্। সভাজ্যমানঃ অভিনন্দ্যমানঃ ॥১০০॥
ভিন্ন ইতি। ভিন্নে বিদীর্ণে, চণ্ডপুত্রে তারকে ॥১০১॥
মুমুচুরিতি। ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাত্তৎ। ঈশ্বরং শ্রেষ্ঠং কার্ত্তিকেয়ং প্রতি ॥১০২॥

ক্রমে মহাবল ও বিপক্ষবীরহন্তা কার্ত্তিক আপনাকে একরূপে ও বহুরূপে বিভক্ত করিয়া, শক্তিদ্বারা ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিলেন ॥৯৭॥

কার্ত্তিক যুদ্ধে বার বার শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং বার বারই তাহা তাঁহার হস্তে আসিয়াছিল; কারণ, ভগবান্ কার্ত্তিকের এইরূপই প্রভাব ছিল। তদনন্তর পুনরায় শৌর্য্যসমৃদ্ধি, শিক্ষাগুণ, তেজ, যশ ও বীরশোভান্বিত কার্ত্তিক ক্রৌঞ্চপর্বত বিদারণ করিলেন এবং শত শত দৈত্য সংহার করিলেন ॥৯৮—৯৯॥

ভগবান্ কার্ত্তিক এইভাবে অসুরগণকে বধ করিলে, দেবগণ তাঁহার অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥১০০॥

ভরতনন্দন রাজা! পর্বতশ্রেষ্ঠ ক্রৌঞ্চ বিদীর্ণ এবং তারকাসুর নিহত হইলে, দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল ॥১০১॥

শত শত ও সহস্র সহস্র দেবরমণী আসিয়া, যোগিশ্রেষ্ঠ কার্ত্তিকের উপরে অত্যুত্তম পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥১০২॥

দিব্যং গন্ধমুপাদায় ববৌ পুণ্যশ্চ মারুতঃ।
গন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুশ্চৈনং যজ্বানশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥১০৩॥
কেচিদেনং ব্যবস্যন্তি পিতামহসুতং প্রভুম্।
সনৎকুমারং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মযোনিং তমগ্রজম্ ॥১০৪॥
কেচিন্মহেশ্বরং সুতং কেচিৎ পুত্রং বিভাবসোঃ।
উমায়াঃ কৃত্তিকানাঞ্চ গঙ্গায়াশ্চ বদন্ত্যুত ॥১০৫॥
একধা চ দ্বিধা চৈব চতুর্দ্ধা চ মহাবলম্।
যোগিনামীশ্বরং দেবং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১০৬॥ (যুগ্মকম্)
এতত্তে কথিতং রাজন্! কার্ত্তিকেয়াভিষেচনম্।
শৃণু চৈব সরস্বত্যাস্তীর্থবর্য্যস্য পুণ্যতাম্ ॥১০৭॥

ভারতকৌমুদী

দিব্যমিতি। যজ্বানো বিধিনা কৃতযজ্ঞাঃ, "যজ্বা তু বিধিনেষ্টবান্" ইত্যমরঃ ॥১০৩॥

কেচিদিতি। ব্যবস্যন্তি সম্ভাবয়ন্তি স্ম। পিতামহসুতং ব্রহ্মণঃ পুত্রম্। ব্রহ্ম তপ এব যোনিঃ কারণং যস্য তম্, অগ্রজং মরীচ্যাদিভ্যঃ পূর্ব্বং জাতম্, সনৎকুমারং তদাখ্যম্ ॥১০৪॥

কেচিদিতি। বিভাবসোরগ্নেঃ। দেবং স্কন্দম্ ॥১০৫—১০৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—১৮॥ আভিষেচনিকং ভাণ্ডম্ অভিষেকোপকরণম্ ॥১৯॥ সরস্বতীভিরুদকবতীভির্নদীভিঃ, তাভিরেব বা সপ্তভিঃ ॥২০—১০৩॥ তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষত ইতি ছান্দোগ্যে শ্রুতং স্কন্দস্য পূর্ব্বপরিগ্রহমাহ—কেচিদিতি ॥১০৪—১১৪॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪২॥

পবিত্র বায়ু দিব্য গন্ধ লইয়া বহিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্বেরা ও যাজ্ঞিক মহর্ষিরা কার্ত্তিকের স্তব করিতে লাগিলেন ॥১০৩॥

কতকগুলি লোক মনে করিল—'ইনি (কার্ত্তিক) ব্রহ্মার পুত্র, তপোবলে উৎপন্ন, মরীচিপ্রভৃতির অগ্রজ ও প্রভাবশালী সনৎকুমার' ॥১০৪॥

কতকগুলি লোক বলিল—'ইনি শিবের পুত্র'; অনেকে কহিল—'ইনি অগ্নির পুত্র'; আবার কেহ কেহ বলিল—'পার্ব্বতীর পুত্র'; অন্যেরা বলিল—'কৃত্তিকাদের পুত্র'; অপরেরা কহিল—'গঙ্গার পুত্র'; আবার শত শত ও সহস্র সহস্র লোক যোগীশ্বর কার্ত্তিককে লক্ষ্য করিয়া, 'একমূর্ত্তি' 'দ্বিমূর্ত্তি' ও 'চতুর্মূর্ত্তি' বলিয়া প্রকাশ করিল ॥১০৫—১০৬॥

(১০৪) কেচিদেব ব্যবস্যন্তি···পি।

বভূব তীর্থপ্রবরং হতেষু সুরশত্রুষু।
কুমারেণ মহারাজ! ত্রিপিষ্টপমিবাপরম্ ॥১০৮॥
ঐশ্বর্য্যাণি চ তত্রস্থো দদাবীশঃ পৃথক্ পৃথক্।
তদা নৈঋর্তমুখ্যেভ্যস্ত্রৈলোক্যং পাবকাত্মজঃ ॥১০৯॥
এবং স ভগবাংস্তস্মিংস্তীর্থে দৈত্যকুলান্তকঃ।
অভিষিক্তো মহারাজ! দেবসেনাপতিঃ সুরৈঃ ॥১১০॥
তৈজসং নাম তত্তীর্থং যত্র পূর্ব্বমপাংপতিঃ।
অভিষিক্তঃ সুরগণৈর্ব্বরুণো ভরতর্ষভ! ॥১১১॥
তস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা স্কন্দঞ্চাভ্যর্চ্চ্য লাঙ্গলী।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রুক্মং বাসাংস্যাভরণানি চ ॥১১২॥

ভারতকৌমুদী

কুমারকথামুপসংহরতি এতদিতি। পুণ্যতাং পুণ্যজনকতাম্ ॥১০৭॥
বভূবেতি। তীর্থপ্রবরং কুমারাভিষেকস্থানমিতি শেষঃ ॥১০৮॥
ঐশ্বর্য্যাণীতি। নৈঋর্তমুখ্যেভ্যো নৈঋর্তাদিদিক্‌পালশ্রেষ্ঠেভ্যঃ ॥১০৯॥
এবমিতি। তস্মিন্ সরস্বত্যাস্তীররূপে। অভিষিক্তঃ সৈনাপত্যে ॥১১০॥
তৈজসমিতি। অপাংপতির্জলেশ্বরঃ ॥১১১॥
তস্মিন্নিতি। লাঙ্গলী বলদেবঃ। রুক্মং সুবর্ণম্ ॥১১২॥

রাজা! আমি আপনার নিকট এই কার্ত্তিকের অভিষেকবৃত্তান্ত বলিলাম। এখন আপনি তীর্থশ্রেষ্ঠ সরস্বতীর পুণ্যজনকতার বিষয় শ্রবণ করুন ॥১০৭॥

মহারাজ! কার্ত্তিক অসুরগণকে বিনাশ করিলে, কার্ত্তিকের সেই অভিষেক-স্থানটী দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় হইয়া পড়িল ॥১০৮॥

যোগপ্রভাবশালী কার্ত্তিক তখন সেই স্থানে থাকিয়া নৈঋর্তপ্রভৃতি দিক্‌পালগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ত্রিভুবনের আধিপত্য ও সম্পৎ দান করিলেন ॥১০৯॥

মহারাজ! এইভাবে দেবতারা সেই সরস্বতীনদীর তীরে মাহাত্ম্যশালী ও দৈত্যকুলহন্তা কার্ত্তিককে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥১১০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে দেবতারা যেস্থানে বরুণকে জলাধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সেই তীর্থের নাম হইয়াছিল—'তৈজস' ॥১১১॥

বলরাম সেই শ্রেষ্ঠতীর্থে স্নান ও কার্ত্তিকের পূজা করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করিলেন ॥১১২॥

(১০৯)···দদৌ নৈঋর্তমুখ্যেভ্যঃ···নি। (১১১) ঔশনং নাম তত্তীর্থং···নি।

উষিত্বা রজনীং তত্র যাদবঃ পরবীরহা।
পূজ্য তীর্থবরং তচ্চ স্পৃষ্ট্বা তোয়ঞ্চ লাঙ্গলী।
হৃষ্টঃ প্রীতমনাশ্চৈব হ্যভবন্মাধবোত্তমঃ ॥১১৩॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যথাভিষিক্তো ভগবান্ স্কন্দো দেবৈঃ সমাগতৈঃ ॥১১৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:০*০:——

জনমেজয় উবাচ।

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্! শ্রুতবানস্মি তত্ত্বতঃ।
অভিষেকং কুমারস্য বিস্তরেণ যথাবিধি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

উষিত্বেতি। পূজ্য পূজয়িত্বা। মাধবোত্তমো মধুবংশ্যশ্রেষ্ঠঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১১৩॥

এতদিতি। আখ্যাতং প্রকর্ষেণোক্তম্ ॥১১৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

বিপক্ষবীরহন্তা ও মধুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই তীর্থে একরাত্রি বাস, সেই শ্রেষ্ঠ-তীর্থের পূজা ও তাহার জল স্পর্শ করিয়া, হৃষ্ট ও সন্তুষ্টচিত্ত হইলেন ॥১১৩॥

মহারাজ! আপনি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ দেবতারা আসিয়া যেভাবে কার্ত্তিককে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; তাহা এই আপনার নিকট সমস্ত বলিলাম ॥১১৪॥

——:-০-:——

জনমেজয় বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আমি আপনার নিকট যথার্থরূপে, যথা-বিধানে ও বিস্তরক্রমে অত্যাশ্চর্য্য এই কার্ত্তিকের অভিষেকবৃত্তান্ত শুনিলাম ॥১॥

(১১৩)...মাধবঃ পরবীরহা—বঙ্গ বর্দ্ধ নি। * '...ষট্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

যচ্ছ্রুত্বা পূতমাত্মানং বিজানামি তপোধন ।।
প্রহৃষ্টানি চ রোমাণি প্রসন্নঞ্চ মনো মম ॥২॥
অভিষেকং কুমারস্য দৈত্যানাঞ্চ বধং তথা ।
শ্রুত্বা মে পরমা প্রীতির্ভূয়ঃ কৌতূহলং হি মে ॥৩॥
অপাংপতিঃ কথং হ্যস্মিন্নভিষিক্তঃ পুরা সুরৈঃ ।
তন্মে ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ ! কুশলো হ্যসি সত্তম ! ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! ইদং চিত্রং পূর্বকল্পে যথাতথম্ ।
আদৌ কৃতযুগে রাজন্ ! বর্ত্তমানে যথাবিধি ।
বরুণং দেবতাঃ সর্বাঃ সমেত্যেদমথাব্রুবন্ ॥৫॥
যথাস্মান্ সুররাট্ শক্রো ভয়েভ্যঃ পাতি সর্ব্বদা ।
তথা ত্বমপি সর্বাসাং সরিতাং বৈ পতির্ভব ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

অতীতি । ইদমিতি ক্লীবত্বমার্ষম্ । তত্ত্বতো যাথার্থ্যেন ॥১॥
যদিতি । প্রহৃষ্টানি উদ্‌গতানি, আশ্চর্য্যাবেশাৎ ॥২॥
অভীতি । ভূয়ঃ পুনরপি, কৌতূহলং জাতমিতি শেষঃ ॥৩॥
অপামিতি । অপাংপতির্জলেশ্বরো বরুণঃ । কুশল উক্তৌ নিপুণঃ ॥৪॥
শৃণ্বিতি । চিত্রমাশ্চর্য্যমুপাখ্যানম্ । কৃতযুগে সত্যযুগে । ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥
যথেতি । পাতি রক্ষতি । সরিতাং জলাশয়ানাম, পতী রক্ষকঃ ॥৬॥

তপোধন ! আমি যাহা শুনিয়া আত্মাকে পবিত্র বলিয়া মনে করিতেছি এবং আমার রোমহর্ষ জন্মিয়াছে, মনও প্রসন্ন হইয়াছে ॥২॥

কার্ত্তিকের অভিষেক ও দৈত্যগণের বধ শুনিয়া, আমার অত্যন্ত আনন্দ জন্মিয়াছে ; কিন্তু আবার অন্য বিষয়ে কৌতুকও হইয়াছে ॥৩॥

সাধুশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ ! পূর্ব্বকালে দেবতারা এই তীর্থে কি প্রকারে বরুণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন , তাহা আপনি আমার নিকট বলুন । কেন না, আপনি উপাখ্যান বলিতে বড়ই নিপুণ' ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! পূর্ব্বকল্পে যথাযথভাবে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, আপনি তাহা শ্রবণ করুন । রাজা ! পূর্ব্বকালে যথাবিধানে সত্যযুগ চলিতে লাগিলে, দেবতারা সকলে বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া, এই কথা বলিলেন—॥৫॥

'দেবরাজ ইন্দ্র যেমন সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা করেন, তেমন আপনিও সমস্ত জলাশয় রক্ষা করুন ॥৬॥

বাসশ্চ তে সদা দেব! সাগরে মকরালয়ে।
সমুদ্রোঽয়ং তব বশো ভবিষ্যতি নদীপতিঃ ॥৭॥
সোমেন সার্দ্ধঞ্চ তব হানিবৃদ্ধী ভবিষ্যতঃ।
এবমস্ত্বিতি তান্ দেবান্ বরুণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৮॥
সমাগম্য ততঃ সর্বে বরুণং সাগরালয়ম্।
অপাংপতিং প্রচক্রুর্হি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥৯॥
অভিষিচ্য ততো দেবা বরুণং যাদসাং পতিম্।
জগ্মুঃ স্বান্যেব স্থানানি পূজয়িত্বা জলেশ্বরম্ ॥১০॥
অভিষিক্তস্ততো দেবৈর্বরুণোঽপি মহাযশাঃ।
সরিতঃ সাগরাংশ্চৈব নদাংশ্চাপি সরাংসি চ।
পালয়ামাস বিধিনা যথা দেবান্ শতক্রতুঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

বাস ইতি। মকরাণাং জলজন্তুবিশেষাণামালয়ে আশ্রয়ে ॥৭॥
সোমেনেতি। হানিবৃদ্ধী কৃষ্ণশুক্লয়োঃ পক্ষয়োঃ ॥৮॥
সমাগম্যেতি। সর্ব্বে দেবাঃ। অপাংপতিং জলাধীশ্বরম্ ॥৯॥
অভীতি। যাদসাং জলজন্তূনাম্, জলপতিত্বেন তৎস্থানামপি পতিত্বসম্ভবাৎ ॥১০॥
অভীতি। বিধিনা দুষ্টনিগ্রহশিষ্টানুগ্রহাদিনা নিয়মেন। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

দেব! আপনার বাসও মকরালয় সমুদ্রে সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে এবং সরিৎপতি সমুদ্রও সর্ব্বদাই আপনার বশীভূত থাকিবেন ॥৭॥

চন্দ্রের সহিতই আপনার ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইবে'। 'ইহাই হউক' এই কথা বরুণ সেই দেবগণকে বলিলেন ॥৮॥

তাহার পর দেবতারা সকলে মিলিত হইয়া, শাস্ত্রদৃষ্ট বিধান অনুসারে বরুণকে সমুদ্রবাসী জলাধিপতি করিলেন ॥৯॥

তদনন্তর দেবতারা জলজন্তুর অধিপতি বরুণকে অভিষিক্ত করিয়া এবং তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া, আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন ॥১০॥

তৎপরে অভিষিক্ত হইয়া মহাযশা বরুণও—ইন্দ্র যেমন দেবগণকে পালন করেন, সেইরূপ সমুদ্র, নদ, নদী ও জলাশয়গুলিকে যথানিয়মে পালন করিতে লাগিলেন ॥১১॥

(৭)·· সমুদ্রোঽয়ং তব বশে·· বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা নি।

ততস্তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য দত্ত্বা চ বিবিধং বসু।
অগ্নিতীর্থং মহাপ্রাজ্ঞো জগামাথ প্রলম্বহা।
নষ্টো ন দৃশ্যতে যত্র শমীগর্ভে হুতাশনঃ ॥১২॥
লোকালোকবিনাশে চ প্রাদুর্ভূতে তদানঘ!।
উপতস্থুঃ সুরা যত্র সর্বলোকপিতামহম্ ॥১৩॥
অগ্নিঃ প্রনষ্টো ভগবান্ কারণঞ্চ ন বিদ্মহে।
সর্বভূতক্ষয়ো মা ভূৎ সম্পাদয় বিভোঽনলম্ ॥১৪॥

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং ভগবানগ্নিঃ প্রনষ্টো লোকভাবনঃ।
বিজ্ঞাতশ্চ কথং দেবৈস্তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভৃগোঃ শাপাদ্ভৃশং ভীতো জাতবেদাঃ প্রতাপবান্।
শমীগর্ভমথাসাদ্য ননাশ ভগবাংস্ততঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা। বসু ধনম্। প্রলম্বহা প্রলম্বাসুরহন্তা বলদেবঃ। নষ্টো লুক্কায়িতঃ। শমীগর্ভে শমীলতাভ্যন্তরে। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥

লোকেতি। লোকানামালোকস্য দৃষ্টের্বিনাশে অগ্ন্যভাবাৎ ক্ষয়ে, প্রাদুর্ভূতে জাতি সতি ॥১৩॥

অগ্নিরিতি। কারণং তৎপ্রনাশস্য। সম্পাদয় আবিষ্কুরু ॥১৪॥

তাহার পর মহাপ্রাজ্ঞ বলরাম সেই তীর্থেও স্নান ও নানাবিধ ধন দান করিয়া, অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন; যে তীর্থে অগ্নি শমীলতার ভিতরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছিলেন ॥১২॥

নিষ্পাপ রাজা! অগ্নি লুক্কায়িত থাকার সময়ে লোকের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইলে, দেবতারা যাইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন (এবং বলিলেন—) ॥১৩॥

'প্রভু! ভগবান্ অগ্নি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন; তাহার কারণ আমরা জানি না। সর্ব্বভূতের ক্ষয় যেন না হয়; সেই জন্য আপনি অগ্নিকে আবিষ্কার করুন' ॥১৪॥

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি! জগতের মঙ্গলকারী অগ্নি লুক্কায়িত হইয়াছিলেন কেন? দেবতারাই বা তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন? তাহা আপনি আমার নিকট যথার্থরূপে বলুন' ॥১৫॥

(১৪)···সর্ব্বভূতক্ষয়ো রাজন্!···নি।

প্রনষ্টে তু তদা বহ্নৌ দেবাঃ সর্বে সবাসবাঃ।
অন্বেষন্ত তদা নষ্টং জ্বলনং ভৃশদুঃখিতাঃ ॥১৭॥
ততোঽগ্নিতীর্থমাসাদ্য শমীগর্ভস্থমেব হি।
দদৃশুর্জ্জ্বলনং তত্র বসমানং যথাবিধি ॥১৮॥
দেবাঃ সর্ব্বে নরব্যাঘ্র! বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
জ্বলনং তং সমাসাদ্য প্রীতাঽভুবন্ সবাসবাঃ ॥১৯॥
পুনর্যথাগতং জগ্মুঃ সর্বভক্ষ্যশ্চ সোঽভবৎ।
ভৃগোঃ শাপান্মহীপাল! যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥২০॥
তত্রাপ্যাপ্লুত্য মতিমান্ ব্রহ্মযোনিং জগাম হ।
সসর্জ্জ ভগবান্ যত্র সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ক্রিমিতি। প্রনষ্টো লুক্কায়িতোঽভূৎ, লোকভাবনো জগন্মঙ্গলকারকঃ ॥১৫॥
ভৃগোরিতি। জাতবেদা অগ্নিঃ। ননাশ অদৃশ্যো বভূব ॥১৬॥
প্রেতি। বাসবেন ইন্দ্রেণ সহেতি তে। নষ্টমদৃশ্যং জাতম্, জ্বলনমগ্নিম্ ॥১৭॥
তত ইতি। দদৃশুর্দেবাঃ, বসমানং তিষ্ঠন্তম্ ॥১৮॥
দেবা ইতি। বৃহস্পতিঃ পুরোগমঃ অগ্রবর্ত্তী যেষাং তে। প্রীতাঽভুবন্নিতি বিসর্গ-লোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥১৯॥
পুনরিতি। জগ্মুর্দেবাঃ। সঃ অগ্নিঃ। ব্রহ্মবাদিনা ভৃগুণা ॥২০॥
তত্রেতি। আপ্লুত্য স্নাত্বা, মতিমানগ্নিঃ। ব্রহ্মযোনিং প্রথমং বেদবক্তারং ব্রহ্মাণম্ ॥২১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রতাপ ও মাহাত্ম্যশালী অগ্নি ভৃগুর শাপে অত্যন্ত ভীত হইয়া, শমীলতার ভিতরে যাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন ॥১৬॥

অগ্নি অদৃশ্য হইয়া রহিলে, ইন্দ্রের সহিত দেবতারা সকলে বিশেষ দুঃখিত হইয়া, অগ্নির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তাহার পর দেবতারা অগ্নিতীর্থে যাইয়া, শমীলতার ভিতরে অবস্থিত অগ্নিদেবকে যথাযথভাবে দেখিতে পাইলেন ॥১৮॥

নরশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রের সহিত দেবতারা সকলে বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাইয়া, অগ্নিকে পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন ॥১৯॥

রাজা! দেবতারা সকলে যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। ওদিকে বেদবক্তা ভৃগু যাহা বলিয়াছিলেন, সেই শাপ অনুসারে অগ্নিও সর্ব্বভোজী হইলেন ॥২০॥

সুমতি অগ্নি সেই তীর্থে স্নান করিয়া, ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যে স্থানে সেই তীর্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥২১॥

তত্রাপ্লুত্য ততো ব্রহ্মা সহ দেবৈঃ প্রভুঃ পুরা।
সসর্জ তীর্থানি তথা দেবতানাং যথাবিধি ॥২২॥
তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ বসূনি বিবিধানি চ।
কৌবেরং প্রযযৌ তীর্থং যত্র তপ্ত্বা মহত্তপঃ।
ধনাধিপত্যং সংপ্রাপ্তো রাজন্! ঐলবিলঃ প্রভুঃ ॥২৩॥
তত্রস্থমেব তং রাজন্! ধনানি নিধয়স্তথা।
উপতস্থুর্নরশ্রেষ্ঠ! তত্তীর্থং লাঙ্গলী ততঃ ॥২৪॥
গত্বা স্নাত্বা চ বিধিবদ্‌ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ।
দদৃশে তত্র তৎ স্থানং কৌবেরে কাননোত্তমে ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)
পুরা যত্র তপস্তপ্তং বিপুলং সুমহাত্মনা।
যক্ষরাজ্ঞা কুবেরেণ বরা লব্ধাশ্চ পুষ্কলাঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। আপ্লুত্য অবগাহ্য। সসর্জ নির্ম্মিমায় ॥২২॥

তত্রেতি। বসূনি ধনানি। ঐলবিলঃ কুবেরঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥

তত্রস্থমিতি। উপতস্থুরুপজগ্মুঃ, দেবপ্রভাবাৎ। লাঙ্গলী বলদেবঃ। দদৃশে দদর্শ ॥২৪—২৫॥

পুরেতি। যক্ষরাজ্ঞেতি অদন্তত্বাভাব আর্ষঃ। পুষ্কলাঃ প্রচুরাঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অত্যদ্ভুতমিতি ॥১—২২॥ ঐলবিলঃ কুবেরঃ ॥২৩—৩১॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৩॥

তৎপরে প্রভাবশালী ব্রহ্মা সেই স্থানে স্নান করিয়া, দেবতাদের সহিত মিলিত হইয়া, দেবতাদের জন্য যথাবিধানে বহু তীর্থ সৃষ্টি করিলেন ॥২২॥

রাজা! বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও নানাবিধ ধন দান করিয়া, কৌবের-তীর্থে গমন করিলেন। কুবের যেখানে গুরুতর তপস্যা করিয়া, প্রভাবান্বিত হইয়া, ধনাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন ॥২৩॥

নরশ্রেষ্ঠ রাজা! কুবের যখন সেইস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নানাবিধ ধন এবং বহুতর নিধি আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার পর বলরাম সেই তীর্থে যাইয়া যথাবিধানে স্নান করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন এবং কুবেরের উত্তমবনমধ্যে সেই স্থান দেখিলেন ॥২৪—২৫॥

---

(২২)···সসর্জ চান্নানি তথা···পি নি।

ধনাধিপত্যং সখ্যঞ্চ রুদ্রেণামিততেজসা।
সুরত্বং লোকপালত্বং পুত্রঞ্চ নলকূবরম্ ॥২৭॥
যত্র লেভে মহাবাহো! ধনাধিপতিরঞ্জসা।
অভিষিক্তশ্চ তত্রৈব সমাগম্য মরুদ্‌গণৈঃ ॥২৮॥
বাহনঞ্চাস্য তদ্দত্তং হংসযুক্তং মনোজবম্।
বিমানং পুষ্পকং দিব্যং নৈর্ঋতৈশ্বর্য্যমেব চ ॥২৯॥ (বিশেষকম্)
তত্রাপ্লুত্য বলো রাজন্! দত্ত্বা দায়াংশ্চ পুষ্কলান্।
জগাম ত্বরিতো রামস্তীর্থং শ্বেতানুলেপনঃ ॥৩০॥
নিষেবিতং সর্বসত্ত্বৈর্নাম্না বদরপাচনম্।
নানর্ত্তুকফলোপেতং সদাপুষ্পফলং শুভম্ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ধনেতি। রুদ্রেণ সহ। নলকূবরং নাম। অঞ্জসা ঝটিতি। মরুতাং দেবানাং গণৈঃ। মনস ইব জবো বেগো যস্য তৎ। নৈর্ঋতানাং রাক্ষসানাম্ ঐশ্বর্য্যমাধিপত্যম্ ॥২৭—২৯॥

তত্রেতি। দীয়ন্ত ইতি দায়া ধনানি তান্, পুষ্কলান্ প্রচুরান্। সর্ব্বসত্ত্বৈঃ সকলপ্রাণিভিঃ। নানা বহূনামৃতূনাং ফলৈরুপেতম্ ॥৩০—৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

পূর্ব্বকালে যে স্থানে মহাত্মা যক্ষরাজ কুবের গুরুতর তপস্যা করিয়া প্রচুর বর লাভ করিয়াছিলেন ॥২৬॥

মহাবাহু জনমেজয়! ধনাধিপতি কুবের যে স্থানে থাকিয়া ধনাধিপত্য, অমিততেজা রুদ্রের সহিত সখিত্ব, দেবত্ব, লোকপালত্ব ও নলকূবরনামক পুত্র সত্বর সত্বর লাভ করিয়াছিলেন; দেবতারা সেইস্থানে আসিয়া কুবেরকে যক্ষরাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন আর মনের ন্যায় বেগগামী, হংসযুক্ত ও দিব্য পুষ্পকবিমান বাহনরূপে দান করিয়াছিলেন এবং রাক্ষসগণের আধিপত্য সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥২৭—২৯॥

(৩১)···নানর্ত্তুকবনোপেতং···পি বঙ্গ নি।
* '···সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '···অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

———:০*০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তীর্থবরং রামো যযৌ বদরপাচনম্।
তপস্বিসিদ্ধচরিতং যত্র কন্যা ধৃতব্রতা ॥১॥
ভরদ্বাজস্য দুহিতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
শ্রুবাবতী নাম বিভো! কুমারী ব্রহ্মচারিণী ॥২॥ (যুগ্মকম্)
তপশ্চচার সাত্যুগ্রং নিয়মৈর্বহুভির্বৃতা।
ভর্ত্তা মে দেবরাজঃ স্যাদিতি নিশ্চিত্য ভাবিনী ॥৩॥
সমাস্তস্যা ব্যতিক্রান্তা বহ্ব্যঃ কুরুকুলোদ্বহ!।
চরন্ত্যা নিয়মাংস্তাংস্তান্ স্ত্রীভিস্তীব্রান্ সুদুশ্চরান্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বদরং ফলং পাচ্যতে যস্মিন্ তৎ। হে বিভো! রাজন্! ॥১—২॥
তপ ইতি। নিয়মৈরুপবাসাদিভিঃ। বৃতা সম্বদ্ধা। ভাবিনী দেবরাজানুরাগিণী ॥৩॥
সমা ইতি। সমা বৎসরাঃ, ব্যতিক্রান্তা অতীতাঃ ॥৪॥

রাজা! শ্বেতানুলেপনধারী বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও প্রচুর ধন দান করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া, সর্ব্বপ্রাণিসেবিত, সমস্ত ঋতুর ফলযুক্ত এবং সর্ব্বদা পুষ্পফলান্বিত 'বদরপাচন'নামক মঙ্গলময় তীর্থে গমন করিলেন ॥৩০—৩১॥

——:*:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! তাহার পর বলরাম তপস্বিগণ ও সিদ্ধগণসেবিত 'বদরপাচন'নামক প্রধানতীর্থে গমন করিলেন। যে তীর্থে রূপে জগতে অতুলনীয়া, ব্রতপরায়ণা ও ব্রহ্মচারিণী, ভরদ্বাজমুনির কন্যা শ্রুবাবতী বাস করিতেন ॥১—২॥

ইন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা সেই শ্রুবাবতী—'দেবরাজ আমার পতি হউন' এইরূপ কামনা করিয়া, বহুবিধ নিয়মপালনে ব্যাপৃত থাকিয়া, ভীষণ তপস্যা করিতেছিলেন ॥৩॥

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! শ্রুবাবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে দুষ্কর সেই সেই ভীষণ নিয়ম পালন করিতে থাকা অবস্থায় বহু বৎসর অতীত হইয়াছিল ॥৪॥

(২)···শ্রুতাবতী নাম···বঙ্গ নি। এবং সর্ব্বত্র। (৩)··নিশ্চিত্য ভামিনী—নি।

তস্যাস্তু তেন বৃত্তেন তপসা চ বিশাংপতে!।
ভক্ত্যা চ ভগবান্ প্রীতঃ পরয়া পাকশাসনঃ ॥৫॥
আজগামাশ্রমং তস্যাস্ত্রিদশাধিপতিঃ প্রভুঃ।
আস্থায় রূপং বিপ্রর্ষের্বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥৬॥
সা তং দৃষ্ট্বোগ্রতপসং বশিষ্ঠং তপতাং বরম্।
আচারৈর্মুনিভির্দিষ্টৈঃ পূজয়ামাস ভারত! ॥৭॥
উবাচ নিয়মজ্ঞা চ কল্যাণী সা প্রিয়ংবদা।
ভগবন্! মুনিশার্দ্দূল! কিমাজ্ঞাপয়সি প্রভো! ॥৮॥
সর্ব্বমদ্য যথাশক্তি তব দাস্যামি সুব্রত!।
শক্রভক্ত্যা চ তে পাণিং ন দাস্যামি কথঞ্চন ॥৯॥
ব্রতৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব তপসা চ তপোধন!।
শক্রস্তোষয়িতব্যো বৈ ময়া ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তস্যা ইতি। বৃত্তেন ব্যবহারেণ। পাকশাসন ইন্দ্রঃ ॥৫॥
আজগামেতি। ত্রিদশাধিপতির্দেবরাজঃ। আস্থায় অবলম্ব্য ॥৬॥
সেতি। উগ্রং ভীষণং তপো যস্য তম্। দিষ্টৈরুপদিষ্টৈঃ ॥৭॥
উবাচেতি। নিয়মজ্ঞা আশ্রমজনব্যবহারবিৎ ॥৮॥
সর্ব্বমিতি। সর্ব্বমাশ্রমগৃহাদিকম্। শক্রভক্ত্যা ইন্দ্রানুরাগেণ হেতুনা ॥৯॥

নরনাথ! ভগবান্ ইন্দ্র ক্রমে তাঁহার ব্যবহার, তপস্যা ও পরম ভক্তি দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইলেন ॥৫॥

তাহার পর প্রভাবশালী দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া, সেই শ্রুবাবতীর আশ্রমে আগমন করিলেন ॥৬॥

ভরতনন্দন! তখন শ্রুবাবতী ভীষণ তপস্যাকারী ও তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে দেখিয়া, মুনিগণোপদিষ্ট নিয়মে তাঁহার পূজা করিলেন ॥৭॥

পরে সেই প্রিয়ভাষিণী ও নিয়মজ্ঞা কল্যাণী শ্রুবাবতী বলিলেন—'ভগবন্! প্রভু! মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার প্রতি কি আদেশ করেন? ॥৮॥

তপোধন! আমি আজ শক্তি অনুসারে আমার সমস্ত বস্তুই আপনাকে দিতে পারিব; কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ আপনাকে আমার পাণি দিতে পারিব না। (আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না) ॥৯॥

তপোধন! আমি ব্রত, নিয়ম ও তপস্যাদ্বারা ত্রিভুবনাধিপতি ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিব' ॥১০॥

ইত্যুক্তো ভগবান্ দেবঃ স্ময়ন্নিব নিরীক্ষ্য তাম্।
উবাচ নিয়মং জ্ঞাত্বা সান্ত্বয়ন্নিব ভারত! ॥১১॥
উগ্রং তপশ্চরসি বৈ বিদিতা মেঽসি সুব্রতে!।
যদর্থময়মারম্ভস্তব কল্যাণি! হৃদ্‌গতঃ ॥১২॥
তচ্চ সর্ব্বং যথাভূতং ভবিষ্যতি বরাননে!।
তপসা লভ্যতে সর্ব্বং সর্ব্বং তপসি তিষ্ঠতি ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
যানি স্থানানি দিব্যানি বিবুধানাং শুভাননে!।
তপসা তানি প্রাপ্যাণি তপোমূলং মহৎ সুখম্ ॥১৪॥
ইহ কৃত্বা তপো ঘোরং দেহং সংন্যস্য মানবাঃ।
দেবত্বং যান্তি কল্যাণি! শৃণু চেদং বচো মম ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ব্রতৈরিতি। ব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ। নিয়মৈর্জপাদিভিঃ ॥১০॥

ইতীতি। স্ময়ন্ স্ময়মান ঈষদ্ধসন্। সান্ত্বয়ন্ আশ্বাসয়ন্ ॥১১॥

উগ্রমিতি। হৃদ্‌গতঃ অভিপ্রেতঃ। যথাভূতং যথাযথম্ ॥১২—১৩॥

যানীতি। দিব্যানি স্বর্গীয়াণি, বিবুধানাং দেবানাম্। তপ এব মূলং কারণং যস্য তৎ ॥১৪॥

ইহেতি। সংন্যস্য সন্ত্যজ্য। যান্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥১৫॥

ভরতনন্দন! শ্রুবাবতী এইরূপ বলিলে, ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিষয় জানিয়া, যেন মৃদুহাস্য করতঃ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে থাকিয়া বলিলেন—॥১১॥

'সুব্রতে! আমি তোমাকে জানিয়াছি। তুমি ভীষণ তপস্যা করিতেছ। কল্যাণি! তুমি যে জন্য পূর্বে এই কার্য্য আরম্ভ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলে, বরাননে! সে সমস্তই তোমার যথাযথভাবে সম্পন্ন হইবে। মানুষ তপস্যাদ্বারাই সমস্ত লাভ করে এবং সমস্ত শুভবিষয়ই তপস্যার উপরে নির্ভর করে ॥১২—১৩॥

শুভাননে! দেবগণের স্বর্গলোকে যে সকল স্থান আছে, তপস্যাদ্বারা সে সমস্তই পাওয়া যায় এবং তপস্যার ফলে মহাসুখ হয় ॥১৪॥

কল্যাণি! মানুষ ইহলোকে ভীষণ তপস্যা করিয়া, দেহত্যাগপূর্বক দেবত্ব লাভ করে। তুমি আমার এই কথা শুন—॥১৫॥

(১৩)···যথাভূতং ভবিষ্যতি··নি। (১৫)··শৃণু চৈবং বচো মম—নি।

পঞ্চ চৈতানি শুভগে! বদরাণি শুভব্রতে!।
পচেত্যুক্ত্বা তু ভগবান্ জগাম বলসূদনঃ।
আমন্ত্র্য তাস্তু কল্যাণীং ততো জপ্যং জজাপ সঃ ॥১৬॥
অবিদূরে ততস্তস্মাদাশ্রমাত্তীর্থমুত্তমম্।
ইন্দ্রতীর্থেতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু মানদ! ॥১৭॥
তস্যা জিজ্ঞাসনার্থং স ভগবান্ পাকশাসনঃ।
বদরাণামপচনং চকার বিবুধাধিপঃ ॥১৮॥
ততঃ প্রতপ্তা সা রাজন্! বাগ্‌যতা বিগতক্লমা।
তৎপরা শুচিসংবীতা পাবকে সমধিশ্রয়ৎ ॥১৯॥
অপচদ্রাজশার্দ্দূল! বদরাণি মহাব্রতা।
তস্যাঃ পচন্ত্যাঃ সুমহান্ কালোঽগাৎ পুরুষর্ষভ!।
ন চ স্ম তান্যপচ্যন্ত দিনঞ্চ ক্ষয়মভ্যগাৎ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

পঞ্চেতি। বদরাণি বদরীফলানি। বলসূদন ইন্দ্রঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

অবিদূর ইতি। অবিদূরে অনধিকদূরে ॥১৭॥

তস্যা ইতি। তস্যাঃ শ্রুবাবত্যাঃ, জিজ্ঞাসনার্থং পরীক্ষার্থম্। অপচনমপাকযোগ্যতাং সুদৃঢ়ত্বমিত্যর্থঃ, চকার স্বপ্রভাবাদেবেতি ভাবঃ ॥১৮॥

তত ইতি। প্রতপ্তা অগ্নিজ্বালয়া। শুচিনা পবিত্রেণ বস্ত্রেণ সংবীতা আবৃতগাত্রী পাবকে চুল্লিগতে বহ্নৌ, সমধিশ্রয়ৎ তদ্‌বদরযুক্তাং স্থালীমারোপয়ৎ। অড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥১৯॥

'সুভগে! তপোধনে! তুমি এই পাঁচটী বদরীফল পাক কর।' এই কথা বলিয়া ভগবান্ ইন্দ্র সেই কল্যাণী শ্রুবাবতীর অনুমতি লইয়া, চলিয়া গেলেন। তৎপরে ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেন ॥১৬॥

মানদাতা রাজা! সেই আশ্রম হইতে অনধিক দূরে, 'ইন্দ্রতীর্থ'নামে ত্রিভুবন-বিখ্যাত একটী উত্তম তীর্থ আছে ॥১৭॥

মাহাত্ম্যশালী দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীকে পরীক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বদত্ত সেই বদরীফলগুলিকে অপাকযোগ্য (অতিদৃঢ়) করিলেন ॥১৮॥

রাজা! তাহার পর শ্রুবাবতী পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, অগ্নির তাপে সন্তপ্ত হইতে থাকিয়াও বাগ্‌যতা, ক্লান্তিশূন্যা ও মনোযোগিনী থাকিয়া, সেই বদরীফলগুলিকে একটী পাত্রে করিয়া অগ্নিসংযুক্ত চুল্লির (উনুনের) উপরে তুলিয়া দিয়া পাক করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

(১৮) তস্য জিজ্ঞাসনার্থং স···বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

হুতাশনেন দগ্ধশ্চ তস্যাঃ কাষ্ঠস্য সঞ্চয়ঃ।
অকাষ্ঠমগ্নিং সা দৃষ্ট্বা স্বশরীরমথাদহৎ ॥২১॥
পাদৌ প্রক্ষিপ্য সা পূর্ব্বং পাবকে চারুদর্শনা।
দগ্ধৌ দগ্ধৌ পুনঃ পাদাবুপাবর্ত্তয়তানঘা ॥২২॥
চরণৌ দহ্যমানৌ চ নাচিন্তয়দনিন্দিতা।
কুর্বাণা দুষ্করং কর্ম্ম মহর্ষিপ্রিয়কাম্যয়া ॥২৩॥
ন বৈমনস্যং তস্যাস্তু মুখভেদোঽথবাভবৎ।
শরীরমগ্নিনাদীপ্য জলমধ্যে যথা স্থিতা ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অপচদিতি। নাপচ্যন্ত বিক্লিন্নানি ন ভবন্তি স্ম, ইন্দ্রপ্রভাবাৎ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২০॥
হুতেতি। অদহৎ বদরপাচনার্থম্ ॥২১॥
পাদাবিতি। উপাবর্ত্তয়ত অগ্নৌ প্রাবেশয়ৎ। অনঘা নিষ্পাপা শ্রুবাবতী ॥২২॥
চরণাবিতি। কর্ম্ম চরণদাহম্, মহর্ষের্বশিষ্ঠস্য প্রিয়কাম্যয়া ॥২৩॥
নেতি। মুখস্য ভেদো বিকৃতিঃ। আদীপ্য দগ্ধ্বা ॥২৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান! মহাব্রতা শ্রুবাবতী এই ভাবে সেই বদরীফলগুলিকে পাক করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অতিদীর্ঘকাল অতীত হইল; তথাপি সে বদরীফলগুলি বিক্লিন্ন (নরম) হইল না। সে দিনটীও শেষ হইয়া আসিল ॥২০॥

শ্রুবাবতীর কাষ্ঠরাশি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সমস্তই শেষ হইল; তখন কাষ্ঠশূন্য অগ্নি দেখিয়া, শ্রুবাবতী নিজের শরীর দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২১॥

চারুদর্শনা ও নিষ্পাপা শ্রুবাবতী প্রথমে চরণ দুইখানি অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, ক্রমে একটু একটু দগ্ধ হয়, আর অধিক অধিক প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিলেন ॥২২॥

অনিন্দ্যসুন্দরী শ্রুবাবতী চরণ দুইখানি দগ্ধ হইতে থাকিলেও, সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিতে লাগিলেন না; বরং মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় সেই দুষ্কর কার্য্য করিতেই থাকিলেন ॥২৩॥

তৎকালে তাঁহার মনের ভাব ফিরিল না, মুখ বিকৃতও হইল না; অগ্নিদ্বারা শরীর দগ্ধ করিয়া করিয়া—জলের মধ্যে যেমন থাকে, তেমন ভাবেই তিনি থাকিতে লাগিলেন ॥২৪॥

(২৩)···দগ্ধৌ কমলপত্রাক্ষী···নি। (২৪) জলমধ্যেব হর্ষিতা—বঙ্গ বর্দ্ধ,···জলমধ্যে ব্যবস্থিতা—পি বা।

তচ্চাস্যা বচনং নিত্যমবর্ত্তত হৃদি ভারত ! ।
সর্ব্বথা বদরাণ্যেব পক্তব্যানীতি কন্যকা ॥২৫॥
সা তন্মনসি কৃত্বা বৈ মহর্ষের্ব্বচনং শুভা ।
অপচদ্বদরাণ্যেব ন চাপচ্যন্ত ভারত ! ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)
তস্যাস্তু চরণৌ বহ্নির্দদাহ ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ন চ তস্যা মনোদুঃখং স্বল্পমপ্যভবত্তদা ॥২৭॥
অথ তৎ কর্ম্ম দৃষ্ট্বাস্যাঃ প্রীতস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
ততঃ সন্দর্শয়ামাস কন্যায়ৈ রূপমাত্মনঃ ॥২৮॥
উবাচ চ সুরশ্রেষ্ঠস্তাং কন্যাং সুদৃঢ়ব্রতাম্ ।
প্রীতোঽস্মি তে শুভে ! ভক্ত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥২৯॥
তস্মাদ্যোঽভিমতঃ কামঃ স তে সম্পৎস্যতে শুভে ! ।
দেহং ত্যক্ত্বা মহাভাগে ! ত্রিদিবে ময়ি বৎস্যসি ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। পক্তব্যান্যেবেতি সম্বন্ধঃ। অপচ্যন্ত বিক্লিন্নান্যভবন্ ॥২৫—২৬॥

তস্যা ইতি। দুঃখং নাভবৎ তপস্বিতয়া নিতান্তসহিষ্ণুত্বাদিতি ভাবঃ ॥২৭॥

অথেতি। অস্যাঃ শ্রুবাবত্যাঃ। ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্রঃ ॥২৮॥

উবাচেতি। নিয়মেন জপোপবাসাদিনা ॥২৯॥

তস্মাদিতি। কাম্যত ইতি কামঃ কাম্যো বিষয়ঃ। ত্রিদিবে স্বর্গে ॥৩০॥

ভরতনন্দন ! মহর্ষি বশিষ্ঠের সেই বাক্য সর্ব্বদাই শ্রুবাবতীর হৃদয়ে জাগিতে লাগিল, তাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, 'বদরীফলগুলি পাক করিতেই হইবে।' ভরতনন্দন ! সেই জন্যই কল্যাণী, কুমারী শ্রুবাবতী বশিষ্ঠের বাক্য মনে রাখিয়া, বদরীফলগুলি পাক করিতেই লাগিলেন ; অথ চ সেগুলি কিছুতেই বিক্লিন্ন হইল না ॥২৫—২৬॥

ওদিকে ভগবান্ অগ্নি সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার চরণযুগল দগ্ধ করিলেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনে একটুও দুঃখ হইল না ॥২৭॥

তাহার পর ইন্দ্র শ্রুবাবতীর কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরে নিজের রূপ শ্রুবাবতীকে দেখাইলেন ॥২৮॥

তদনন্তর দেবরাজ সুদৃঢ়ব্রতা শ্রুবাবতীকে বলিলেন—'কল্যাণি ! তোমার ভক্তি, তপস্যা ও নিয়মপালনের গুণে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥২৯॥

(২৫) তচ্চাস্যাঃ পচনে যত্নং ন ত্ববর্ত্তত ভারত !···নি ।

ইদঞ্চ তে তীর্থবরং স্থিরং লোকে ভবিষ্যতি।
সর্ব্বপাপ্মাপহং সুভ্রু! নাম্না বদরপাচনম্।
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ব্রহ্মর্ষিভিরভিষ্টুতম্ ॥৩১॥
অস্মিন্ খলু মহাভাগে! শুভে! তীর্থবরেঽনঘে!।
ত্যক্ত্বা সপ্তর্ষয়ো জগ্মুর্হিমবন্তমরুন্ধতীম্ ॥৩২॥
ততস্তে বৈ মহাভাগা গত্বা তত্র সুসংশিতাঃ।
বৃত্ত্যর্থং ফলমূলানি সমাহর্ত্তুং যযুঃ কিল ॥৩৩॥
তেষাং বৃত্ত্যর্থিনাং তত্র বসতাং হিমবদ্বনে।
অনাবৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা তদা দ্বাদশবার্ষিকী ॥৩৪॥
তে কৃত্বা চাশ্রমং তত্র ন্যবসন্ত তপস্বিনঃ।
অরুন্ধত্যপি কল্যাণী তপোনিত্যাভবত্তদা ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। স্থিরং চিরস্থায়ি। অভিষ্টুতং প্রশস্তম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥
অস্মিন্নিতি। অনঘে! নিষ্পাপে!। অরুন্ধতীং ত্যক্ত্বা তপস্তার্থং সংস্থাপ্য ॥৩২॥
তত ইতি। সুসংশিতা দৃঢ়ব্রতাঃ। বৃত্ত্যর্থং ভোজনার্থম্ ॥৩৩॥
তেষামিতি। অনুপ্রাপ্তা উপস্থিতা, দ্বাদশবার্ষিকী দ্বাদশবর্ষব্যাপিনী ॥৩৪॥
ত ইতি। তপোনিত্যং সার্ব্বকালিকং যস্যাঃ সা ॥৩৫॥

অতএব, কল্যাণি! তোমার মনে যে অভিলাষ রহিয়াছে, তাহা সম্পন্ন হইবে। মহাভাগে! তুমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে আমার সহিত বাস করিবে ॥৩০॥

সুভ্রু! তোমার এই স্থানটী জগতে তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত ও স্থায়ী হইবে, সমস্ত পাপ নাশ করিবে এবং ইহার নাম হইবে—'বদরপাচন।' আর ব্রহ্মর্ষিরা ইহার প্রশংসা করিবেন ॥৩১॥

মহাভাগে! কল্যাণি! নিষ্পাপে! সপ্তর্ষিরা এই মহাতীর্থে অরুন্ধতী-দেবীকে রাখিয়া, হিমালয়ে গিয়াছিলেন ॥৩২॥

তদনন্তর দৃঢ়ব্রতচারী ও মহাত্মা সেই মহর্ষিরা হিমালয়ে যাইয়া, ভোজন করিবার নিমিত্ত ফলমূল আহরণ করিবার জন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

ভোজনার্থী সেই ঋষিরা হিমালয়ের বনমধ্যে বাস করিতে থাকিলে, তখন দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিল ॥৩৪॥

(৩১)···সর্ব্বপাপাপহং সুভ্রু! ···বঙ্গ নি।

অরুন্ধতীং ততো দৃষ্ট্বা তীব্রং নিয়মমাস্থিতাম্।
অথাগমত্রিনয়নঃ সুপ্রীতো বরদস্তথা ॥৩৬॥
ব্রাহ্মং রূপং ততঃ কৃত্বা মহাদেবো মহাযশাঃ।
তামভ্যেত্যাব্রবীদ্দেবো ভিক্ষামিচ্ছাম্যহং শুভে! ॥৩৭॥
প্রত্যুবাচ ততঃ সা তং ব্রাহ্মণং চারুদর্শনা।
ক্ষীণোঽন্নসঞ্চয়ো বিপ্র! বদরাণীহ ভক্ষয় ॥৩৮॥
ততোঽব্রবীন্মহাদেবঃ পচস্বৈতানি সুব্রতে!।
ইত্যুক্তা সাপচত্তানি ব্রাহ্মণপ্রিয়কাম্যয়া ॥৩৯॥
অধিশ্রিত্য সমিদ্ধেঽগ্নৌ বদরাণি যশস্বিনী।
দিব্যা মনোরমাঃ পুণ্যাঃ কথাঃ শুশ্রাব সা তদা।
অতীতা সা ত্বনাবৃষ্টির্ঘোরা দ্বাদশবার্ষিকী ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

অরুন্ধতীমিতি। আস্থিতামাশ্রিতাম্। ত্রিনয়নো মহাদেবঃ ॥৩৬॥
ব্রাহ্মমিতি। ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্যেদমিতি ব্রাহ্মম্ ॥৩৭॥
প্রতীতি। ক্ষীণোঽন্নসঞ্চয়ঃ, ধান্যানুৎপত্তেরিতি ভাবঃ ॥৩৮॥
তত ইতি। এতানি বদরফলানি ॥৩৯॥
অধীতি। অধিশ্রিত্য পক্ত্বা, সমিদ্ধে প্রজ্বলিতে। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥

সেই তপস্বীরা সেইস্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন; এদিকে তৎকালে কল্যাণী অরুন্ধতীও সর্ব্বদা তপস্যা করিতে থাকিলেন ॥৩৫॥

তাহার পর অরুন্ধতীদেবীকে তীব্র তপস্যায় নিরত দেখিয়া, বরদাতা মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, সেস্থানে আগমন করিলেন ॥৩৬॥

তৎপরে মহাযশা মহাদেব ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, অরুন্ধতীর নিকটে যাইয়া বলিলেন—'কল্যাণি! আমি তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা চাই' ॥৩৭॥

তখন চারুদর্শনা অরুন্ধতী সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আমাদের অন্নসঞ্চয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আপনি এখানে বদরীফল ভক্ষণ করুন' ॥৩৮॥

তাহার পর মহাদেব বলিলেন—'সুব্রতে! তুমি বদরীফলগুলি পাক কর'। মহাদেব এইরূপ বলিলে, অরুন্ধতীদেবী সেই বদরীফলগুলি পাক করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

যশস্বিনী অরুন্ধতী প্রজ্বলিত অগ্নিতে সেই বদরীফলগুলি পাক করিয়া, তখন

অনগ্নন্ত্যাঃ পচন্ত্যাশ্চ শৃণ্বন্ত্যাশ্চ কথাঃ শুভাঃ।
দিনোপমঃ স তস্যাশ্চ কালোঽতীতঃ সুদারুণঃ ॥৪১॥
ততস্তে মুনয়ঃ প্রাপ্তাঃ ফলান্যাদায় পর্ব্বতাৎ।
ততঃ স ভগবান্ প্রীতঃ প্রোবাচারুন্ধতীং তদা ॥৪২॥
উপসর্পস্ব ধর্ম্মজ্ঞে! যথাপূর্ব্বমিমানৃষীন্।
প্রীতোঽস্মি তব ধর্ম্মজ্ঞে! তপসা নিয়মেন চ ॥৪৩॥
ততঃ সন্দর্শয়ামাস স্বং রূপং ভগবান্ হরঃ।
প্রীতোঽব্রবীত্তদা তেভ্যস্তস্যাশ্চ চরিতং মহৎ ॥৪৪॥
ভবদ্ভির্হিমবৎপৃষ্ঠে যত্তপঃ সমুপার্জ্জিতম্।
অস্যাশ্চ যত্তপো বিপ্রা! ন সমং তন্মতং মম ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

অনগ্নন্ত্যা ইতি। অনগ্নন্ত্যাঃ শৃণ্বন্ত্যা ইতি নলোপাভাব আর্ষঃ। সুদারুণঃ অতিদীর্ঘঃ ॥৪১॥
তত ইতি। প্রাপ্তা আগতাঃ। স মহাদেবঃ ॥৪২॥
উপেতি। উপসর্পস্ব সমীপং গচ্ছ। নিয়মেন উপবাসাদিনা ॥৪৩॥
তত ইতি। তেভ্য ঋষিভ্যঃ, তস্যা অরুন্ধত্যাঃ ॥৪৪॥
ভবদ্ভিরিতি। ন সমমপরস্য কস্যাপি তপসো ন তুল্যম্ ॥৪৫॥

স্বর্গীয়, মনোহর ও পুণ্য কথা শুনিতে লাগিলেন এবং সেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিও নিবৃত্তি পাইল ॥৪০॥

অরুন্ধতীদেবী ভোজন করেন না, বদরীফলগুলি পাক করেন, আর পবিত্র উপাখ্যান সকল শ্রবণ করেন; এই অবস্থায় তাঁহার অতিদীর্ঘকাল একটী দিনের ন্যায় অতীত হইল ॥৪১॥

তাহার পর সেই মুনিরা ফল আহরণ করিয়া, হিমালয়পর্ব্বত হইতে সেই-স্থানে আগমন করিলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া, অরুন্ধতীকে বলিলেন—॥৪২॥

'ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় এই ঋষিগণের নিকটে যাও। ধর্ম্মজ্ঞে! আমি তোমার তপস্যা ও নিয়মপালনের গুণে সন্তুষ্ট হইয়াছি' ॥৪৩॥

তদনন্তর ভগবান্ মহাদেব নিজের রূপ দেখাইলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া সেই ঋষিদের নিকট অরুন্ধতীর প্রশস্ত চরিত্রের কথা বলিলেন—॥৪৪॥

'ব্রাহ্মণগণ! আপনারা হিমালয়পর্ব্বতের উপরে যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছেন

(৪৪)…স্বরূপং ভগবান্ হরঃ…নি।

অনয়া হি তপস্বিন্যা তপস্তপ্তং সুদুশ্চরম্।
অনশ্নন্ত্যাঃ পচন্ত্যাশ্চ সমা দ্বাদশ পারিতাঃ ॥৪৬॥
ততঃ প্রোবাচ ভগবাংস্তামেবারুন্ধতীং পুনঃ।
বরং বৃণীষ্ব কল্যাণি! যত্তেঽভিলষিতং হৃদি ॥৪৭॥
সাব্রবীৎ পৃথুতাম্রাক্ষী দেবং সপ্তর্ষিসংসদি।
ভগবন্! যদি মে প্রীতস্তীর্থং স্যাদিদমুত্তমম্।
সিদ্ধদেবর্ষিদয়িতং নাম্না বদরপাচনম্ ॥৪৮॥
তথাস্মিন্ দেবদেবেশ! ত্রিরাত্রমুষিতঃ শুচিঃ।
প্রাপ্নুয়াদুপবাসেন ফলং দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥৪৯॥
এবমস্ত্বিতি তাং দেবঃ প্রত্যুবাচ তপস্বিনীম্।
সপ্তর্ষিভিস্ততো দেবস্ততো নাকং যযৌ তদা ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

অনয়েতি। সমা বৎসরাঃ, পারিতা অতিক্রান্তাঃ ॥৪৬॥
তত ইতি। ভগবান্ মহাদেবঃ। তে ত্বয়া ॥৪৭॥
সেতি। পৃথুনী বিশালে তাম্রে তাম্রবর্ণে চ অক্ষিণী যস্যাঃ সা। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৮॥
তথেতি। উষিতঃ কৃতবাসঃ। দ্বাদশবার্ষিকং দ্বাদশবর্ষবাসজন্যম্ ॥৪৯॥
এবমিতি। দেবো মহাদেবঃ। নাকং স্বর্গম্ ॥৫০॥

এবং এই অরুন্ধতীদেবীর যেরূপ তপস্যা হইয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা নাই, ইহাই আমার মত ॥৪৫॥

এই তপস্বিনী অতিদুষ্কর তপস্যা করিয়াছেন; কারণ, ইনি আহার না করিয়া, অথ চ বদরীফলগুলি পাক করিতে থাকিয়া, বারটী বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন' ॥৪৬॥

তাহার পর ভগবান্ মহাদেব সেই অরুন্ধতীকেই পুনরায় বলিলেন—'কল্যাণি! যাহা তোমার অভীষ্ট, সেই বিষয়ের বর গ্রহণ কর' ॥৪৭॥

তখন বিশালতাম্রনয়না অরুন্ধতী সেই সপ্তর্ষিগণের সমক্ষে মহাদেবকে বলিলেন—'ভগবন্! আপনি যদি আমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, এই স্থানটী সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের প্রিয় উত্তম তীর্থ হউক এবং ইহার নাম হউক—'বদরপাচন' ॥৪৮॥

এবং দেবদেব ঈশ্বর! মানুষ এই তীর্থে পবিত্র হইয়া, উপবাস অবলম্বনপূর্ব্বক ত্রিরাত্র বাস করিয়া, দ্বাদশ বৎসর উপবাসের ফল যেন লাভ করে' ॥৪৯॥

ঋষয়ো বিস্ময়ং জগ্মুস্তাং দৃষ্ট্বা চাপ্যরুন্ধতীম্।
অশ্রান্তাঞ্চাবিবর্ণাঞ্চ ক্ষুৎপিপাসাসহাং সতীম্ ॥৫১॥
এবং সিদ্ধিঃ পরা প্রাপ্তা অরুন্ধত্যা বিশুদ্ধয়া।
যথা ত্বয়া মহাভাগে! মদর্থং শংসিতব্রতে! ॥৫২॥
বিশেষো হি ত্বয়া ভদ্রে! ব্রতে হ্যস্মিন্ সমর্পিতঃ।
তথা চেদং দদাম্যদ্য নিয়মেন সুতোষিতঃ ॥৫৩॥
বিশেষং তব কল্যাণি! প্রয়চ্ছামি বরং বরে!।
অরুন্ধত্যা বরস্তস্যা যো দত্তো বৈ মহাত্মনা ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

ঋষয় ইতি। বিস্ময়ং জগ্মুঃ অসাধারণগুণদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥৫১॥
এবমিতি। মদর্থং মম ইন্দ্রস্য প্রাপ্তিনিমিত্তম্। হে শংসিতব্রতে! দৃঢ়নিয়মে! ॥৫২॥
বিশেষ ইতি। বিশেষঃ চরণয়োর্দাহেনাধিক্যম্। সমর্পিতঃ কৃতঃ। নিয়মেন তব ॥৫৩॥
বিশেষমিতি। বিশেষমধিকম্। হে বরে! শ্রেষ্ঠে!। মহাত্মনা শিবেন ॥৫৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—২১॥ দগ্ধাবিতি উপাবর্ত্তয়তাগ্নেঽগ্রে প্রসারিতবতী ॥২২॥ যতোঽনিন্দিতা যোগধর্ম্মেণ নির্দোষা অতো নাচিন্তয়দিতি স্বপাদসংবর্দ্ধনক্ষমাপি দাহপীড়াং সেহে ইতি ধৈর্য্যোক্তিঃ ॥২৩—৫২॥ বিশেষঃ সমর্পিতা বহ্নৌ দেহোঽপি ন্যস্তঃ পাদয়োঃ সমর্পণাদিতি ভাবঃ ॥৫৩—৬৬॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৪॥

মহাদেব তপস্বিনী অরুন্ধতীকে বলিলেন—'এইরূপই হউক', তাহার পর সপ্তর্ষিরা স্তব করিতে লাগিলে, মহাদেব স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥৫০॥

ঋষিরা অশ্রান্তা, অবিবর্ণা এবং ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্যকারিণী সতী অরুন্ধতীকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৫১॥

দৃঢ়ব্রতে! মহাভাগে! শ্রুবাবতি! তুমি যেমন আমার জন্য তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, এইরূপ বিশুদ্ধচরিত্রা অরুন্ধতীদেবী তপস্যায় পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥৫২॥

ভদ্রে! তুমি এই ব্রতে অরুন্ধতী অপেক্ষা অনেক বিশেষ করিয়াছ। তোমার নিয়মে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তোমাকে সেই বিশেষের অনুরূপ ফলই দান করিতেছি ॥৫৩॥

তপস্বিনীশ্রেষ্ঠে! কল্যাণি! মহাত্মা মহাদেব অরুন্ধতীকে যে বর দিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তদপেক্ষা উত্তম বর দিতেছি ॥৫৪॥

তস্য চাহং প্রভাবেণ তব কল্যাণি! তেজসা।
প্রবক্ষ্যাম্যপরং ভূয়ো বরমত্র যথাবিধি ॥৫৫॥
যস্ত্বেকাং রজনীং তীর্থে বৎস্যতে সুসমাহিতঃ।
স স্নাত্বা প্রাপ্স্যতে লোকান্ দেহন্যাসাৎ সুদুর্লভম্ ॥৫৬॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবঃ সহস্রাক্ষঃ প্রতাপবান্।
শ্রুবাবতীং ততঃ পুণ্যাং জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥৫৭॥
গতে বজ্রধরে রাজন্! তত্র বর্ষং পপাত হ।
পুষ্পাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ! দিব্যানাং পুণ্যগন্ধিনাম্ ॥৫৮॥
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি নেদুস্তত্র মহাস্বনাঃ।
মারুতশ্চ ববৌ পুণ্যঃ পুণ্যগন্ধো বিশাংপতে! ॥৫৯॥
উৎসৃজ্য তু শুভা দেহং জগামেন্দ্রস্য ভার্য্যতাম্।
তপসোগ্রেণ তং লব্ধ্বা তেন রেমে সহাচ্যুতা ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। তস্য শিবদত্তবরস্য। ভূয়ঃ পুনঃ ॥৫৫॥
তদ্বিশেষমাহ য ইতি। তীর্থে অস্মিন্। দেহস্য ন্যাসাৎ ত্যাগাৎ পরম্ ॥৫৬॥
ইতীতি। সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ। ত্রিদিবং স্বর্গম্ ॥৫৭॥
গত ইতি। বজ্রধরে ইন্দ্রে, বর্ষং বৃষ্টিঃ। দিব্যানাং স্বর্গীয়াণাম্ ॥৫৮॥
দেবেতি। মারুতো বায়ুঃ, পুণ্যঃ পবিত্রঃ ॥৫৯॥
উৎসৃজ্যেতি। শুভা শ্রুবাবতী। ভার্য্যতামিতি হ্রস্বত্বমার্ষম্ ॥৬০॥

কল্যাণি! সেই বরের প্রভাবে এবং তোমার তেজে আমি পুনরায় যথাবিধানে অপর বরের বিষয় বলিতেছি—॥৫৫॥

যে লোক স্নান করিয়া, একাগ্রচিত্ত হইয়া, এই তীর্থে একরাত্রি বাস করিবে, সেই লোক দেহ ত্যাগ করিয়া অতিদুর্লভ স্বর্গ লাভ করিবে' ॥৫৬॥

মাহাত্ম্য ও প্রতাপশালী ইন্দ্র পুণ্যবতী শ্রুবাবতীকে এই কথা বলিয়া, পুনরায় স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন ॥৫৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! ইন্দ্র চলিয়া গেলে, পবিত্রসৌরভশালী স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥৫৮॥

নরনাথ! বিশালশব্দকারী দেবদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল এবং পবিত্রগন্ধবাহী পবিত্র বায়ু বহিতে থাকিল ॥৫৯॥

(৬০)…তেন রেমে সহাচ্যুত!…বঙ্গ নি।

জনমেজয় উবাচ।

কা তস্যা ভগবন্মাতা ক সংবৃদ্ধা চ শোভনা।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বিপ্র! পরং কৌতূহলং হি মে ॥৬১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভরদ্বাজস্য বিপ্রর্ষেঃ স্কন্নং রেতো মহাত্মনঃ।
দৃষ্ট্বাপ্সরসমায়ান্তীং ঘৃতাচীং পৃথুলোচনাম্ ॥৬২॥
স তু জগ্রাহ তদ্রেতঃ করেণ জপতাং বরঃ।
তদাপতৎ পর্ণপুটে তত্র সা ত্বভবৎ সুতা ॥৬৩॥
তস্যাস্তু জাতকর্ম্মাদি কৃত্বা সর্ব্বং তপোধনঃ।
নাম চাস্যাঃ স কৃতবান্ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ॥৬৪॥
শ্রুবাবতীতি ধর্ম্মাত্মা দেবর্ষিগণসংসদি।
স্বে চ তামাশ্রমে ন্যস্য জগাম হিমবদ্বনম্ ॥৬৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কেতি। সংবৃদ্ধা সম্যগ্‌বৃদ্ধিং প্রাপ্তা, শোভনা শ্রুবাবতী ॥৬১॥

ভরদ্বাজস্যেতি। স্কন্নং পতিতম্, রেতো বীর্য্যম্। পৃথুলোচনাং বিশালনয়নাম্ ॥৬২॥

স ইতি। সা শ্রুবাবতী, অভবৎ যথাকালে ॥৬৩॥

তস্যা ইতি। সর্ব্বং সংস্কারকার্য্যম্। শ্রুবো হোমসাধনবিশেষঃ অস্যা অস্তীতি শ্রুবাবতী বস্তুপ্রত্যয়ে পদ্মাবতীত্যাদিবদ্দীর্ঘত্বম্। স্বে স্বকীয়ে ॥৬৪—৬৫॥

শুভলক্ষণা ও পুণ্যবতী শ্রুবাবতী দেহত্যাগ করিয়া, ভীষণ তপস্যার প্রভাবে যাইয়া ইন্দ্রের ভার্য্যাত্ব লাভ করিলেন এবং তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥৬০॥

জনমেজয় বলিলেন—'মাহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণ! সুন্দরী শ্রুবাবতীর মাতা কে ছিলেন? এবং তিনি কোথায়ই বা বৃদ্ধি পাইয়া ছিলেন? আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। কেন না, আমার গুরুতর কৌতূহল জন্মিয়াছে' ॥৬১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কোন সময়ে বিশালনয়না ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরাকে আসিতে দেখিয়া, ব্রহ্মর্ষি ও মহাত্মা ভরদ্বাজের বীর্য্যস্খলন হইয়াছিল ॥৬২॥

জপকারিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ প্রথমে হস্তদ্বারা সেই বীর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহা তথা হইতে কোনও পত্রপুটে পতিত হইয়াছিল, পরে যথাকালে সেই পত্রপুটেই একটী কন্যা জন্মিয়াছিল ॥৬৩॥

(৬১) ··ক সমৃদ্ধা চ শোভনা···পি। (৬২)···স্কন্নং তেজো মহাত্মনঃ ··পি। (৬৩)···তত্র সা সংভবৎ সুতা···নি।

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য মহানুভাবো বসূনি দত্ত্বা চ মহাদ্বিজেভ্যঃ।
জগাম তীর্থং সুসমাহিতাত্মা শক্রস্য বৃষ্ণিপ্রবরস্তদানীম্ ॥৬৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:-০-:——

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:০*০:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইন্দ্রতীর্থং ততো গত্বা যদূনাং প্রবরো বলী।
বিপ্রেভ্যো ধনরত্নানি দদৌ স্নাত্বা যথাবিধি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, মহানুভাবঃ প্রবলপ্রভাবঃ, বসূনি ধনানি। মহাদ্বিজেভ্যঃ শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণেভ্যঃ। সুসমাহিতাত্মা ধর্ম্মার্জনে একাগ্রচিত্তঃ। শক্রস্য ইন্দ্রস্য ॥৬৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

ইন্দ্রেতি। যদূনাং প্রবরো বলরামঃ। যথাবিধি সঙ্কল্পাদিপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ ॥১॥

তপোধন, মহাত্মা ও মহামুনি ভরদ্বাজ সেই কন্যাটীর জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার-কার্য্য করিয়া, মহর্ষিগণের সভায় তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—'শ্রুবাবতী।' পরে ভরদ্বাজ সেই কন্যাটীকে নিজের আশ্রমে রাখিয়া, তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ের কোন বনে গিয়াছিলেন ॥৬৪—৬৫॥

মহাপ্রভাবশালী, ধর্ম্মসঞ্চয়ে একাগ্রচিত্ত ও বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই বদর-পাচনতীর্থেও স্নান এবং শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া, তখন ইন্দ্রতীর্থে গমন করিলেন ॥৬৬॥

——:*:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর বলবান্ ও যদুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম ইন্দ্রতীর্থে যাইয়া, যথাবিধানে স্নান করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ধন ও রত্ন সকল দান করিলেন ॥১॥

* ...'অষ্টচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ' নি।

তত্র হ্যমররাজোঽসাবীজে ক্রতুশতেন চ।
বৃহস্পতেশ্চ দেবেশঃ প্রদদৌ বিপুলং ধনম্ ॥২॥
নিরর্গলান্ সজারুথ্যান্ সর্ব্বান্ বিবিধদক্ষিণান্।
আজহার ক্রতূংস্তত্র যথোক্তান্ বেদপারগৈঃ ॥৩॥
তান্ ক্রতূন্ ভরতশ্রেষ্ঠ! শতকৃত্বো মহাদ্যুতিঃ।
পূরয়ামাস বিধিবত্ততঃ খ্যাতঃ শতক্রতুঃ ॥৪॥
তস্য নাম্না চ তত্তীর্থং শিবং পুণ্যং সনাতনম্।
ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং সর্বপাপপ্রমোচনম্ ॥৫॥
উপস্পৃশ্য চ তত্রাপি বিধিবন্মুষলায়ুধঃ।
ব্রাহ্মণান্ পূজয়িত্বা চ সদাচ্ছাদনভোজনৈঃ।
শুভং তীর্থবরং তস্মাদ্রামতীর্থং জগাম হ ॥৬॥
যত্র রামো মহাভাগো ভার্গবঃ সুমহাতপাঃ।
অসকৃৎ পৃথিবীং জিত্বা হতক্ষত্রিয়পুঙ্গবাম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ইন্দ্রতীর্থকারণমাহ তত্রেতি। ঈজে যজনঞ্চকার। বৃহস্পতেঃ ঋত্বিগ্ভূতস্য ॥২॥
নিরিতি। নিরর্গলান্ নির্ব্বাধান্। জারুথৈস্ত্রিগুণদক্ষিণাভিঃ সহেতি তান্ ॥৩॥
তানিতি। শতকৃত্বঃ শতবারান্। শতং ক্রতবো যস্য স ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ॥৪॥
তস্যেতি। শিবং মঙ্গলময়ম্, সনাতনং চিরস্থায়ি ॥৫॥
উপেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, মুষলায়ুধো বলদেবঃ। সদাচ্ছাদনমুত্তমবস্ত্রম্। ষট্পাদঃ ॥৬॥

দেবরাজ ইন্দ্র সেইস্থানে একশত যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার পুরোহিত বৃহস্পতিকে সেই সকল যজ্ঞের দক্ষিণারূপে প্রচুর ধন দিয়াছিলেন ॥২॥

দেবরাজ নানাবিধ দ্রব্যের তিন গুণ তিন গুণ দক্ষিণা দিয়া, বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণদ্বারা সেই সমস্ত যজ্ঞই অবাধে সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাতেজা ইন্দ্র একশতবার সেইস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন; এই জন্যই তিনি 'শতক্রতু'নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥৪॥

তাঁহার নামেই সেই তীর্থটীর নাম হইয়াছিল—'ইন্দ্রতীর্থ।' সেই ইন্দ্রতীর্থ মঙ্গলময়, পুণ্যজনক, চিরস্থায়ী এবং সমস্ত পাপনাশক ॥৫॥

বলরাম সেই তীর্থে যথাবিধানে স্নান করিয়া, উত্তম বস্ত্র ও খাদ্যবস্তুদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সন্তোষবিধানপূর্ব্বক তথা হইতে তীর্থশ্রেষ্ঠ রামতীর্থে গমন করিলেন ॥৬॥

(২)···অমররাজো বৈ ঈজে···নি। (৩) নিরর্গলান্ সজারূথ্যান্···পি, *নিরর্গলান্ সজারূথ্যান্ বঙ্গ,···সর্বরথ্যান্···বর্দ্ধ, অনর্গলান্ সজারূথ্যান্···নি।

মহাভারতম্

শল্যপর্ব্ব

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

পঞ্চমখণ্ডম্

দর্শনাচার্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া [illegible]

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

কলিকাতা ৪১ সংখ্যক [illegible]

সিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশিতম্

১৩৪৬ [illegible]

[illegible] মূল্যং ১৲ [illegible] মূল্যং ১।০

উপাধ্যায়ং পুরস্কৃত্য কশ্যপং মুনিসত্তমম্।
অযজদ্বাজপেয়েন সোঽশ্বমেধশতেন চ।
প্রদদৌ দক্ষিণাঞ্চৈব পৃথিবীং বৈ সসাগরাম্ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
রামো দত্ত্বা ধনং তত্র দ্বিজেভ্যো জনমেজয়!।
উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং পূজয়িত্বা তথা দ্বিজান্ ॥৯॥
দত্ত্বা চ দানং বিবিধং নানারত্নসমন্বিতম্।
সগোহাস্তিকদাসীকং সাজাবি গতবান্ বনম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
পুণ্যে তীর্থবরে তত্র দেবব্রহ্মর্ষিসেবিতে।
মুনীংশ্চৈবাভিবাদ্যাথ যমুনাতীর্থমাগমৎ ॥১১॥
যত্রানয়ামাস তদা রাজসূয়ং মহীপতে!।
পুত্রোঽদিতের্মহাভাগো বরুণো বৈ সিতপ্রভঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। ভার্গবো ভৃগুবংশীয়ঃ। হতাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবা যস্মাত্তাম্। উপাধ্যায়মাচার্য্যম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭—৮॥

রাম ইতি। এষ রামো বলদেবঃ। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা। গোভিঃ হাস্তিকেন হস্তিসমূহেন দাসীভিশ্চ সহেতি তৎ। অজৈশ্ছাগৈঃ অবিভির্মেষৈশ্চ সহেতি তৎ ॥৯—১০॥

পুণ্য ইতি। তত্র রামতীর্থাখ্যে। আগমদ্বলরাম ইতি শেষঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইন্দ্রতীর্থমিতি ॥১—২॥ জারূথ্যান্ পুষ্টান্ ॥৩—৯॥ সাজাবি আজাভিরবিভিশ্চ সহিতং দানম্ ॥১০—১১॥ আনয়ামাস মুনীনিত্যনুষজ্যতে রাজসূয়ং কর্ত্তুমিতি শেষঃ ॥১২—২৪॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫॥

যেখানে মহাত্মা ও অতিমহাতপা ভৃগুবংশীয় পরশুরাম ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণকে বিনাশপূর্ব্বক বহুবার পৃথিবী জয় করিয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপকে আচার্য্য রাখিয়া, বাজপেয় ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং কশ্যপপ্রজাপতিকে দক্ষিণারূপে সসাগরা পৃথিবী দান করিয়াছিলেন ॥৭—৮॥

রাজা জনমেজয়! বলরাম সেই রামতীর্থে সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ ধন, বিবিধরত্নযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য, গো, হস্তী, দাসী, ছাগল ও মেষ দান এবং সেই তীর্থে স্নান করিয়া বনপথে গমন করিতে লাগিলেন ॥৯—১০॥

দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত সেই পবিত্র রামতীর্থে বলরাম মুনিগণকে অভিবাদন করিয়া, যমুনাতীর্থে আগমন করিলেন ॥১১॥

(৯) ইতঃ পরং দাক্ষিণাত্যপুস্তকে বিবিধা এব পাঠভেদা বিন্যস্তে।

তত্র নির্জ্জিত্য সংগ্রামে মানুষান্ দেবতাস্তথা।
গন্ধর্ব্বান্ রাক্ষসাংশ্চৈব বরুণঃ পৃথিবীপতে।।
বরং ক্রতুং সমাজহ্রে বরুণঃ পরবীরহা ॥১৩॥
তস্মিন্ ক্রতুবরে বৃত্তে সংগ্রামঃ সমজায়ত।
দেবানাং দানবানাঞ্চ ত্রৈলোক্যস্য ভয়াবহঃ ॥১৪॥
রাজসূয়ে ক্রতুশ্রেষ্ঠে নিবৃত্তে জনমেজয়!।
জায়তে সুমহাঘোরঃ সংগ্রামঃ ক্ষত্রিয়ান্ প্রতি ॥১৫॥
তত্রাপি লাঙ্গলী দেব! ঋষীনভ্যর্চ্চ্য পূজয়া।
ইতরেভ্যোঽপ্যদাদ্দানমর্থিভ্যঃ কামদো বিভুঃ ॥১৬॥
বনমালী ততো হৃষ্টঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ।
তস্মাদাদিত্যতীর্থঞ্চ জগাম কমলেক্ষণঃ ॥১৭॥
যত্রেষ্ট্বা ভগবান্ জ্যোতির্ভাস্করো রাজসত্তম!।
জ্যোতিষামাধিপত্যঞ্চ প্রভাবঞ্চাপ্যপদ্যত ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। আনয়ামাস আনিনায় অনুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ। সিতপ্রভঃ শুভ্রবর্ণঃ ॥১২॥
তত্রেতি। বরং শ্রেষ্ঠম্, ক্রতুং রাজসূয়ম্, সমাজহ্রে অনুষ্ঠিতবান্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৩॥
তস্মিন্নিতি। বৃত্তে সম্পন্নে। ভয়মাবহতি জনয়তীতি সঃ ॥১৪॥
উক্তমর্থং সমর্থয়ন্নাহ রাজেতি। নিবৃত্তে সমাপ্তে ॥১৫॥
তত্রেতি। লাঙ্গলী বলরামঃ, হে দেব! রাজন্!। ইতরেভ্যো দরিদ্রাদিভ্যঃ ॥১৬॥
বনেতি। বনমালী বনমালাধারী বলরামঃ। কমলেক্ষণঃ পদ্মতুল্যনয়নঃ ॥১৭॥

রাজা! পূর্ব্বকালে অদিতির পুত্র, শুভ্রবর্ণ ও মহাত্মা বরুণ যেস্থানে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১২॥

রাজা! বিপক্ষবীরহন্তা বরুণ যুদ্ধে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও মনুষ্যগণকে জয় করিয়া, উত্তম রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥১৩॥

সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে, ত্রিভুবনের ভয়জনক দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল ॥১৪॥

রাজা জনমেজয়! যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় সম্পন্ন করিতে হইলে, ক্ষত্রিয়গণেরও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়া থাকে ॥১৫॥

রাজা! প্রার্থিগণের অভীষ্টদাতা ও প্রভাবশালী বলরাম সেইস্থানেও নানাবিধ দানে ঋষিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, অপর প্রার্থিগণকেও নানাবিধ ধন দান করিলেন ॥১৬॥

মহর্ষিরা প্রশংসা করিতে লাগিলে, বনমালাধারী, পদ্মনয়ন, বলরাম হৃষ্টচিত্তে সেস্থান হইতে আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন ॥১৭॥

তস্যা নদ্যাস্তু তীরে বৈ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
বিশ্বেদেবাঃ সমরুতো গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চ হ ॥১৯॥
দ্বৈপায়নঃ শুকশ্চৈব কৃষ্ণশ্চ মধুসূদনঃ।
যক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চৈব পিশাচাশ্চ বিশাংপতে! ॥২০॥
এতে চান্যে চ বহবো যোগসিদ্ধাঃ সহস্রশঃ।
তস্মিংস্তীর্থে সরস্বত্যাঃ শিবে পুণ্যে পরন্তপ! ॥২১॥ (বিশেষকম্)
তত্র হত্বা পুরা বিষ্ণুরসুরৌ মধুকৈটভৌ।
আপ্লুত্য ভরতশ্রেষ্ঠ! তীর্থপ্রবর উত্তমে ॥২২॥
দ্বৈপায়নশ্চ ধর্ম্মাত্মা তত্রৈবাপ্লুত্য ভারত!।
সংপ্রাপ্য পরমং যোগং সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতঃ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)
অসিতো দেবলশ্চৈব তস্মিন্নেব মহাতপাঃ।
পরমং যোগমাস্থায় ঋষির্যোগমবাপ্তবান্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। জ্যোতিস্তেজোময়ঃ। জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাণাম্ ॥১৮॥

তস্যা ইতি। সমরুতো বায়ুসহিতাঃ। দ্বৈপায়নো ব্যাসঃ। শিবে মঙ্গলময়ে, স্নানদানাদিকং চক্রুরিতি শেষঃ ॥১৯—২১॥

তত্রেতি। আপ্লুত্য স্নাত্বা। সংপ্রাপ্য অভ্যস্য ॥২২—২৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তেজোময় ভগবান্ সূর্য্য যেখানে যজ্ঞ করিয়া, গ্রহনক্ষত্রের আধিপত্য ও প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন ॥১৮॥

শত্রুসন্তাপকারী নরনাথ! ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতা, বায়ুর সহিত বিশ্বেদেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, বেদব্যাস, শুক, মধুসূদন নারায়ণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পিশাচগণ—ইহারা এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র যোগসিদ্ধ পুরুষ সেই যমুনার তীরে এবং পবিত্র ও মঙ্গলময় সরস্বতীর তীরে ও জলে যথাসম্ভব স্নান ও দান করিয়াছিলেন ॥১৯—২১॥

ভরতনন্দন। পূর্ব্বকালে বিষ্ণু মধু ও কৈটভকে বধ করিয়া এবং মহাত্মা

---

* '...একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '.. পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ' নি।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

———:০#০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্নেব তু ধর্ম্মাত্মা বসতি স্ম তপোধনঃ।
গার্হস্থ্যং ধর্ম্মমাস্থায় হ্যসিতো দেবলঃ পুরা ॥১॥
ধর্ম্মনিত্যঃ শুচির্দান্তো ন্যস্তদণ্ডো মহাতপাঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা সমঃ সর্বেষু জন্তুষু ॥২॥
অক্রোধনো মহারাজ! তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।
প্রিয়াপ্রিয়ে তুল্যবৃত্তির্যমবৎ সমদর্শনঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অসিত ইতি। আস্থায় আশ্রিত্য, যোগং যোগসিদ্ধিম্ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:০:———

তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ আদিত্যতীর্থে। আস্থায় অবলম্ব্য ॥১॥

ধর্ম্মেতি। দান্ত ইন্দ্রিয়দমনশীলঃ, ন্যস্তদণ্ড অপরাধিষ্বপি দণ্ডদানবিমুখঃ ॥২॥

অক্রোধন ইতি। তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী নিন্দাস্বপ্রশংসে যস্য সঃ। যমবদ্ধর্ম্মরাজ ইব ॥৩॥

বেদব্যাস সেই উত্তম তীর্থশ্রেষ্ঠে স্নান করিয়া, যোগাভ্যাসপূর্ব্বক পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥২২—২৩॥

মহাতপা অসিতদেবলঋষি সেই তীর্থেই পরমযোগ অবলম্বন করিয়া, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥২৪॥

———:-০-:———

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পূর্ব্বকালে ধর্ম্মাত্মা ও তপোধন অসিতদেবল গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সেই আদিত্যতীর্থেই বাস করিতে লাগিলেন ॥১॥

তিনি তৎকালে সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, পবিত্র থাকিতেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করিয়া রাখিতেন, কাহারও দণ্ডবিধান করিতেন না, গুরুতর তপস্যা করিতেন এবং কায়মনোবাক্যে সমস্ত প্রাণীর উপরই সমান ব্যবহার করিতেন ॥২॥

মহারাজ! তৎকালে তাঁহার ক্রোধ ছিল না, নিন্দা ও প্রশংসা সমান ছিল; আর তিনি প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তির সহিত সমান ব্যবহার করিতেন এবং যমের ন্যায় সর্ব্বত্র সমদর্শী ছিলেন ॥৩॥

কাঞ্চনে লোষ্ট্রভাবে চ সমদর্শী মহাতপাঃ।
দেবানপূজয়ন্ নিত্যমতিথীংশ্চ দ্বিজৈঃ সহ।
ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥৪॥
ততোঽভ্যেত্য মহারাজ! যোগমাস্থায় ভিক্ষুকঃ।
জৈগীষব্যো মুনির্ধীমাংস্তস্মিংস্তীর্থে সমাহিতঃ ॥৫॥
দেবলস্যাশ্রমে রাজন্! প্রবসন্ স মহাদ্যুতিঃ।
যোগনিত্যো মহারাজ! সিদ্ধিং প্রাপ্তো মহাতপাঃ ॥৬॥
তং তত্র বসমানন্তু জৈগীষব্যং মহামুনিম্।
দেবলো দর্শয়ন্নেব নৈবামুঞ্চত ধর্ম্মতঃ ॥৭॥
এবং তয়োর্ম্মহারাজ! দীর্ঘকালোঽভ্যগাৎ পুরা।
জৈগীষব্যং মুনিবরং ন দদর্শাথ দেবলঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কাঞ্চন ইতি। লোষ্ট্রভাবে মৃৎখণ্ডসমূহে। দ্বিজৈর্ব্রাহ্মণৈঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪॥
তত ইতি। সমাহিতঃ পরমাত্মনি সমাধিমান্ ॥৫॥
দেবলস্যেতি। মহাদ্যুতিস্তীব্রতপস্তেজাঃ। যোগ এব নিত্যঃ সর্ব্বকালীনো যস্য সঃ ॥৬॥
তমিতি। দর্শয়ন্ পশ্যন্, স্বার্থে ইন্। ধর্ম্মতঃ সংসর্গধর্ম্মলিপ্সায়াঃ ॥৭॥
এবমিতি। ন দদর্শ কদাচিদিতি শেষঃ ॥৮॥

তিনি স্বর্ণ ও লোষ্ট্রে সমান দৃষ্টি করিতেন, গুরুতর তপস্যায় নিরত থাকিতেন, ব্রাহ্মণগণের সহিত দেবতা ও অতিথিগণের সর্ব্বদা পূজা করিতেন এবং সমস্ত সময় ব্রহ্মচর্য্যে ও ধর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন ॥৪॥

মহারাজ! তাহার পর কোন সময়ে ভিক্ষু ও জ্ঞানী জৈগীষব্যমুনি সেই আশ্রমে আসিয়া, যোগাবলম্বন করিয়া, সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন ॥৫॥

রাজা! মহাতেজা ও মহাতপা জৈগীষব্যমুনি সেই দেবলের আশ্রমে বাস করিতে থাকিয়া, সর্ব্বদা যোগানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন ॥৬॥

মহামুনি জৈগীষব্য সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলে, অসিতদেবল সৎসঙ্গজাত ধর্ম্মলাভের লোভে কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই ॥৭॥

মহারাজ! এইভাবে তাঁহাদের দীর্ঘকাল অতীত হইল; তাহার পর একদা দেবল মুনিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না ॥৮॥

(৪) কাঞ্চনে লোষ্টভাবে চ—বঙ্গ, কাঞ্চনে লোষ্টকে চৈব...বা নি। (৭)...নৈবামুঞ্চত ধর্ম্মতঃ—পি নি।

আহারকালে মতিমান্ পরিব্রাড়্ জনমেজয় ! ।
উপাতিষ্ঠত ধর্ম্মজ্ঞো ভৈক্ষ্যকালে স দেবলম্ ॥৯॥
স দৃষ্ট্বা ভিক্ষুরূপেণ প্রাপ্তং তত্র মহামুনিম্ ।
গৌরবং পরমং চক্রে প্রীতিঞ্চ বিপুলাং তথা ॥১০॥
দেবলস্তু যথাশক্তি পূজয়ামাস ভারত ! ।
ঋষিদৃষ্টেন বিধিনা সমা বহ্বীঃ সমাহিতঃ ॥১১॥
কদাচিত্তস্য নৃপতে ! দেবলস্য মহাত্মনঃ ।
চিন্তা সুমহতী জাতা মুনিং দৃষ্ট্বা মহাদ্যুতিম্ ॥১২॥
সমাস্তু সমতিক্রান্তা বহ্ব্যঃ পূজয়তো মম ।
ন চায়মলসো ভিক্ষুরভ্যভাষত কিঞ্চন ॥১৩॥
এবং বিগণয়ন্নেব স জগাম মহোদধিম্ ।
অন্তরীক্ষচরঃ শ্রীমান্ কলসং গৃহ্য দেবলঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

আহারেতি। আহারকালে ভৈক্ষ্যাহরণসময়ে। ভৈক্ষ্যকালে ভোজনসময়ে, স জৈগীষব্যঃ ॥৯॥

স ইতি। স দেবলঃ, প্রাপ্তমাগতম্, মহামুনিং জৈগীষব্যম্ ॥১০॥

দেবল ইতি। ঋষিদৃষ্টেন ঋষিবিধিদৃষ্টেন, সমা বৎসরান্। সমাহিত একাগ্রচিত্তঃ সন্ ॥১১॥

কদাচিদিতি। মুনিং জৈগীষব্যম্, মহাদ্যুতিং মহাতপস্তেজসম্ ॥১২॥

সমা ইতি। সমা বৎসরাঃ। অলস আলাপকর্ম্মবিমুখঃ ॥১৩॥

এবমিতি। বিগণয়ন্ বিচিন্তয়ন্, গৃহ্য গৃহীত্বা ॥১৪॥

রাজা জনমেজয়! বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মবিৎ ও পরিব্রাট্ জৈগীষব্যমুনি খাদ্যদ্রব্য আনয়নের সময়ে এবং ভোজনের সময়ে দেবলের নিকটে উপস্থিত হইতেন ॥৯॥

তখন দেবল ভিক্ষুরূপে উপস্থিত জৈগীষব্যকে দেখিয়া, বিশেষ গৌরব ও পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেন ॥১০॥

ভরতনন্দন! দেবল একাগ্রচিত্ত হইয়া, বহু বৎসর যাবৎ ঋষিযোগ্যবিধানে এইভাবে জৈগীষব্যের সম্মান করিলেন ॥১১॥

রাজা! কোন সময়ে মহাতেজা জৈগীষব্যকে দেখিয়া মহাত্মা দেবলের এইরূপ গুরুতর চিন্তা জন্মিল—॥১২॥

'আমি এইরূপ সৎকার করিতেছি, এই অবস্থায় বহু বৎসর অতীত হইল, অথ চ এই অলস ভিক্ষু আমার সহিত কোন আলাপই করিতেছেন না' ॥১৩॥

(১২)··· মুনিং দৃষ্ট্বা মহামতিম্—পি।

গচ্ছন্নেব স ধর্ম্মাত্মা সমুদ্রং সরিতাং পতিম্।
জৈগীষব্যং ততোঽপশ্যদ্‌গতং প্রাগেব ভারত! ॥১৫॥
ততঃ সবিস্ময়শ্চিন্তাং জগামাথাসিতঃ প্রভুঃ।
কথং ভিক্ষুরয়ং প্রাপ্তঃ সমুদ্রে স্নাত এব চ ॥১৬॥
ইত্যেবং চিন্তয়ামাস মহর্ষিরসিতস্তদা।
স্নাত্বা সমুদ্রে বিধিবৎ শুচির্জপ্যং জজাপ হ ॥১৭॥
কৃতজপ্যাহ্নিকঃ শ্রীমানাশ্রমঞ্চ জগাম হ।
কলসং জলপূর্ণং বৈ গৃহীত্বা জনমেজয়! ॥১৮॥
ততঃ স প্রবিশন্নেব স্বমাশ্রমপদং মুনিঃ।
আসীনমাশ্রমে তত্র জৈগীষব্যমপশ্যত ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছন্নিতি। স দেবলঃ। গতং সমুদ্রমিত্যনুষঙ্গঃ ॥১৫॥
তত ইতি। জগাম প্রাপ। অসিতো দেবলঃ, প্রভুস্তপঃপ্রভাবশালী ॥১৬॥
ইতীতি। অসিতঃ কৃষ্ণবর্ণো দেবলঃ। শুচিঃ পবিত্রঃ সন্, জপ্যমিষ্টমন্ত্রম্ ॥১৭॥
কৃতেতি। কৃতে জপ্যাহ্নিকে জপ্যসন্ধ্যাবন্দনে যেন সঃ ॥১৮॥
তত ইতি। আশ্রম এব পদং স্থানং তৎ। আসীনমুপবিষ্টম্ ॥১৯॥

তপস্বিশোভায় শোভিত দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া, একটী কলস লইয়া, আকাশপথে মহাসমুদ্রে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ভরতনন্দন! ধর্ম্মাত্মা দেবল সরিৎপতি সমুদ্রে যাইতে যাইতেই দেখিতে পাইলেন, জৈগীষব্যমুনি পূর্বেই সমুদ্রে উপস্থিত হইয়াছেন ॥১৫॥

তাহার পর প্রভাবশালী দেবল বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিলেন—'এই ভিক্ষু কি করিয়া পূর্বে সমুদ্রে আসিলেন এবং কি প্রকারেই বা প্রথমে স্নান করিলেন' ॥১৬॥

মহর্ষি দেবল তখন এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং পরে তিনি যথাবিধানে সমুদ্রে স্নান করিয়া, পবিত্র হইয়া, ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেন ॥১৭॥

জনমেজয়! তপস্বিশোভায় শোভিত দেবল জপ ও আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া, জলপূর্ণ কলস লইয়া পুনরায় আশ্রমে গমন করিলেন ॥১৮॥

তাহার পর দেবলমুনি, আশ্রমে প্রবেশ করিতে থাকিয়াই দেখিতে পাইলেন—জৈগীষব্য সেই আশ্রমে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৯॥

(১৬)…জগামাথাসিতপ্রভঃ…পি বঙ্গ। (১৯)…স্বমাশ্রমপদং মুনেঃ…পি। (২০)…কাষ্ঠভূতোঽশ্রমপদে…বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

আহারকালে মতিমান্ পরিব্রাড্ জনমেজয় ! ।
উপাতিষ্ঠত ধর্ম্মজ্ঞো ভৈক্ষ্যকালে স দেবলম্ ॥৯॥
স দৃষ্ট্বা ভিক্ষুরূপেণ প্রাপ্তং তত্র মহামুনিম্ ।
গৌরবং পরমং চক্রে প্রীতিঞ্চ বিপুলাং তথা ॥১০॥
দেবলস্তু যথাশক্তি পূজয়ামাস ভারত ! ।
ঋষিদৃষ্টেন বিধিনা সমা বহ্বীঃ সমাহিতঃ ॥১১॥
কদাচিত্তস্য নৃপতে ! দেবলস্য মহাত্মনঃ ।
চিন্তা সুমহতী জাতা মুনিং দৃষ্ট্বা মহাদ্যুতিম্ ॥১২॥
সমাস্তু সমতিক্রান্তা বহ্ব্যঃ পূজয়তো মম ।
ন চায়মলসো ভিক্ষুরভ্যভাষত কিঞ্চন ॥১৩॥
এবং বিগণয়ন্নেব স জগাম মহোদধিম্ ।
অন্তরীক্ষচরঃ শ্রীমান্ কলসং গৃহ্য দেবলঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

আহারেতি। আহারকালে ভৈক্ষ্যাহরণসময়ে। ভৈক্ষ্যকালে ভোজনসময়ে, স জৈগীষব্যঃ ॥৯॥

স ইতি। স দেবলঃ, প্রাপ্তমাগতম্, মহামুনিং জৈগীষব্যম্ ॥১০॥

দেবল ইতি। ঋষিদৃষ্টেন ঋষিবিধিদৃষ্টেন, সমা বৎসরান্। সমাহিত একাগ্রচিত্তঃ সন্ ॥১১॥

কদাচিদিতি। মুনিং জৈগীষব্যম্, মহাদ্যুতিং মহাতপস্তেজসম্ ॥১২॥

সমা ইতি। সমা বৎসরাঃ। অলস আলাপকর্ম্মবিমুখঃ ॥১৩॥

এবমিতি। বিগণয়ন্ বিচিন্তয়ন্, গৃহ্য গৃহীত্বা ॥১৪॥

রাজা জনমেজয়! বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মবিৎ ও পরিব্রাট্ জৈগীষব্যমুনি খাদ্যদ্রব্য আনয়নের সময়ে এবং ভোজনের সময়ে দেবলের নিকটে উপস্থিত হইতেন ॥৯॥

তখন দেবল ভিক্ষুরূপে উপস্থিত জৈগীষব্যকে দেখিয়া, বিশেষ গৌরব ও পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেন ॥১০॥

ভরতনন্দন! দেবল একাগ্রচিত্ত হইয়া, বহু বৎসর যাবৎ ঋষিযোগ্যবিধানে এইভাবে জৈগীষব্যের সম্মান করিলেন ॥১১॥

রাজা! কোন সময়ে মহাতেজা জৈগীষব্যকে দেখিয়া মহাত্মা দেবলের এইরূপ গুরুতর চিন্তা জন্মিল—॥১২॥

'আমি এইরূপ সৎকার করিতেছি, এই অবস্থায় বহু বৎসর অতীত হইল, অথ চ এই অলস ভিক্ষু আমার সহিত কোন আলাপই করিতেছেন না' ॥১৩॥

(১২)··· মুনিং দৃষ্ট্বা মহামতিম্—পি।

গচ্ছন্নেব স ধর্ম্মাত্মা সমুদ্রং সরিতাং পতিম্।
জৈগীষব্যং ততোঽপশ্যদ্‌গতং প্রাগেব ভারত! ॥১৫॥
ততঃ সবিস্ময়শ্চিন্তাং জগামাথাসিতঃ প্রভুঃ।
কথং ভিক্ষুরয়ং প্রাপ্তঃ সমুদ্রে স্নাত এব চ ॥১৬॥
ইত্যেবং চিন্তয়ামাস মহর্ষিরসিতস্তদা।
স্নাত্বা সমুদ্রে বিধিবৎ শুচির্জপ্যং জজাপ হ ॥১৭॥
কৃতজপ্যাহ্নিকঃ শ্রীমানাশ্রমঞ্চ জগাম হ।
কলসং জলপূর্ণং বৈ গৃহীত্বা জনমেজয়! ॥১৮॥
ততঃ স প্রবিশন্নেব স্বমাশ্রমপদং মুনিঃ।
আসীনমাশ্রমে তত্র জৈগীষব্যমপশ্যত ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছন্নিতি। স দেবলঃ। গতং সমুদ্রমিত্যনুষঙ্গঃ ॥১৫॥
তত ইতি। জগাম প্রাপ। অসিতো দেবলঃ, প্রভুস্তপঃপ্রভাবশালী ॥১৬॥
ইতীতি। অসিতঃ কৃষ্ণবর্ণো দেবলঃ। শুচিঃ পবিত্রঃ সন্, জপ্যমিষ্টমন্ত্রম্ ॥১৭॥
কৃতেতি। কৃতে জপ্যাহ্নিকে জপ্যসন্ধ্যাবন্দনে যেন সঃ ॥১৮॥
তত ইতি। আশ্রম এব পদং স্থানং তৎ। আসীনমুপবিষ্টম্ ॥১৯॥

তপস্বিশোভায় শোভিত দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া, একটী কলস লইয়া, আকাশপথে মহাসমুদ্রে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ভরতনন্দন! ধর্ম্মাত্মা দেবল সরিৎপতি সমুদ্রে যাইতে যাইতেই দেখিতে পাইলেন, জৈগীষব্যমুনি পূর্বেই সমুদ্রে উপস্থিত হইয়াছেন ॥১৫॥

তাহার পর প্রভাবশালী দেবল বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিলেন—'এই ভিক্ষু কি করিয়া পূর্বে সমুদ্রে আসিলেন এবং কি প্রকারেই বা প্রথমে স্নান করিলেন' ॥১৬॥

মহর্ষি দেবল তখন এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং পরে তিনি যথাবিধানে সমুদ্রে স্নান করিয়া, পবিত্র হইয়া, ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেন ॥১৭॥

জনমেজয়! তপস্বিশোভায় শোভিত দেবল জপ ও আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া, জলপূর্ণ কলস লইয়া পুনরায় আশ্রমে গমন করিলেন ॥১৮॥

তাহার পর দেবলমুনি, আশ্রমে প্রবেশ করিতে থাকিয়াই দেখিতে পাইলেন—জৈগীষব্য সেই আশ্রমে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৯॥

(১৬)···জগামাথাসিতপ্রভঃ···পি বঙ্গ। (১৯)···স্বমাশ্রমপদং মুনেঃ···পি। (২০)··· কাষ্ঠভূতোঽশ্রমপদে···বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

ন ব্যাহরতি চৈবৈনং জৈগীষব্যঃ কথঞ্চন।
কাষ্ঠভূতাশ্রমপদে বসতি স্ম মহাতপাঃ ॥২০॥
তং দৃষ্ট্বা চাপ্লুতং তোয়ে সাগরে সাগরোপমম্।
প্রবিষ্টমাশ্রমঞ্চাপি পূর্ব্বমেব দদর্শ সঃ ॥২১॥
অসিতো দেবলো রাজন্! চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্।
দৃষ্ট্বা প্রভাবং তপসো জৈগীষব্যস্য যোগজম্ ॥২২॥
চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্র! তদা স মুনিসত্তমঃ।
ময়া দৃষ্টঃ সমুদ্রে চ আশ্রমে চ কথং ত্বয়ম্ ॥২৩॥
এবং বিগণয়ন্নেব স মুনির্মন্ত্রপারগঃ।
উৎপপাতাশ্রমাত্তস্মাদন্তরীক্ষং বিশাংপতে!।
জিজ্ঞাসার্থং তদা ভিক্ষোর্জৈগীষব্যস্য দেবলঃ ॥২৪॥
সোঽন্তরীক্ষচরান্ সিদ্ধান্ সমপশ্যৎ সমাহিতান্।
জৈগীষব্যঞ্চ তৈঃ সিদ্ধৈঃ পূজ্যমানমপশ্যত ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ব্যাহরতি কিঞ্চিদপি ভাষতে। কাষ্ঠভূতঃ কাষ্ঠ ইব। সন্ধিরার্ষঃ ॥২০॥
তমিতি। আপ্লুতং স্নাতম্, সাগরস্যেদমিতি সাগরং তস্মিন্, সাগরোপমং মহান্তম্ ॥২১॥
অসিত ইতি। প্রভাবমণিমাদ্যৈশ্বর্য্যম্। যোগজং সাষ্টাঙ্গযোগাচ্চ জাতম্ ॥২২॥
চিন্তেতি। স দেবলঃ। আশ্রমে চ ঝটিত্যেব বসতীতি শেষঃ, অয়ং জৈগীষব্যঃ ॥২৩॥
এবমিতি। বিগণয়ন্ চিন্তয়ন্। জিজ্ঞাসার্থং প্রভাবপরীক্ষার্থম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৪॥
স ইতি। স দেবলঃ। সমাহিতান্ পরমাত্মধ্যানমগ্নান্। তৈস্তদন্তর্গতৈঃ কৈশ্চিৎ ॥২৫॥

তৎকালে মহাতপা জৈগীষব্য দেবলের সঙ্গে কোন কথাই বলিলেন না; কেবল কাষ্ঠের ন্যায় আশ্রমে বসিয়া রহিলেন ॥২০॥

সমুদ্রের ন্যায় প্রভাবশালী জৈগীষব্য সমুদ্রের জলে স্নান করিয়া, পূর্বেই আসিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা দেবল দেখিতে পাইলেন ॥২১॥

রাজা! বুদ্ধিমান্ অসিতদেবল জৈগীষব্যের তপস্যা ও যোগের প্রভাব দেখিয়া, চিন্তা করিলেন ॥২২॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তখন মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল এইরূপ চিন্তা করিলেন—'এই আমি উঁহাকে সমুদ্রে দেখিলাম, এই আবার উনি আশ্রমে আসিয়া কি প্রকারে বসিয়া রহিলেন!' ॥২৩॥

নরনাথ! মন্ত্রপারদর্শী দেবল এইরূপ চিন্তা করিয়াই, ভিক্ষু জৈগীষব্যের যোগ ও তপস্যার প্রভাব পরীক্ষা করিবার জন্য, সেই আশ্রম হইতে আকাশে উঠিলেন ॥২৪॥

ততোঽসিতঃ সুসংরব্ধো ব্যবসায়ী দৃঢ়ব্রতঃ।
অপশ্যদ্বৈ দিবং যান্তং জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥২৬॥
তস্মাচ্চ পিতৃলোকং তং ব্রজন্তং সোঽন্বপশ্যত।
পিতৃলোকাচ্চ তং যান্তং যাম্যং লোকমপশ্যত ॥২৭॥
তস্মাদপি সমুৎপত্য সোমলোকমভিপ্লুতম্।
ব্রজন্তমন্বপশ্যৎ স জৈগীষব্যং মহামুনিম্।
লোকান্ সমুৎপতন্তস্তু শুভানেকান্তযাজিনাম্ ॥২৮॥
অতোঽগ্নিহোত্রিণাং লোকাংস্ততশ্চাপ্যুৎপপাত হ।
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ যে যজন্তি তপোধনাঃ ॥২৯॥
তেভ্যঃ সংদদৃশে ধীমান্ লোকেভ্যঃ পশুযাজিনাম্।
ব্রজন্তং লোকমমলমপশ্যদ্দেবপূজিতম্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সুসংরব্ধ অতীবসোৎসাহঃ, ব্যবসায়ী অধ্যবসায়ী। দিবং স্বর্গম্ ॥২৬॥

তস্মাদিতি। তস্মাদ্দ্যুলোকাৎ। স দেবলঃ, যাম্যং যমসম্বন্ধিনম্ ॥২৭॥

তস্মাদিতি। অভিপ্লুতং তৎপ্রভাবেণ ব্যাপ্তম্। স দেবলঃ। একান্তযাজিনাং যজ্ঞপরায়ণানাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

অত ইতি। উৎপপাত জৈগীষব্যঃ। যে যজন্তি তেষামপি লোকানিত্যর্থঃ ॥২৯॥

তেভ্য ইতি। সংদদৃশে দেবলো দদর্শ। দেবপূজিতং জৈগীষব্যম্ ॥৩০॥

ক্রমে দেবল দেখিতে পাইলেন—আকাশবর্ত্তী সিদ্ধপুরুষেরা সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন এবং কতকগুলি সিদ্ধপুরুষ জৈগীষব্যের পূজা করিতেছেন ॥২৫॥

তদনন্তর অসাধারণ উৎসাহী, অধ্যবসায়ী ও দৃঢ়নিয়মশালী দেবল দেখিলেন—জৈগীষব্য স্বর্গলোকে যাইতেছেন ॥২৬॥

দেবল পরে দর্শন করিলেন—জৈগীষব্য স্বর্গলোক হইতে পিতৃলোকে যাইতেছেন এবং তিনি পিতৃলোক হইতে যমলোকে গমন করিতেছেন ॥২৭॥

তৎপরে দেবল দেখিলেন—মহামুনি জৈগীষব্য সেই যমলোক হইতেও উঠিয়া আপন তেজে ব্যাপ্ত করিয়া, চন্দ্রলোকে গমন করিতেছেন। তৎপরে আবার জৈগীষব্য সর্বদা যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণের লোকে উঠিতেছেন ॥২৮॥

ক্রমে জৈগীষব্যমুনি সেই যাজ্ঞিকলোক হইতে অগ্নিহোত্রযাজীদিগের লোকে উঠিতেছেন; আবার তথা হইতে—যাঁহারা দর্শযাগ ও পৌর্ণমাসযাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের লোকে যাইতেছেন ॥২৯॥

(২৮)…সোমলোকমভিষ্টুতম্।—নি। (৩০)…তেভ্যঃ স দদৃশে…বঙ্গ বর্দ্ধ।

চাতুর্ম্মাস্যৈর্বহুবিধৈর্যজন্তে যে তপোধনাঃ।
তেষাং স্থানং ততো যান্তং তথাগ্নিষ্টোমযাজিনাম্ ॥৩১॥
অগ্নিষ্টুতেন চ তথা যে যজন্তি তপোধনাঃ।
তৎস্থানমনুসংপ্রাপ্তমন্বপশ্যত দেবলঃ ॥৩২॥
বাজপেয়ং ক্রতুবরং তথা বহুসুবর্ণকম্।
আহরন্তি মহাপ্রাজ্ঞাস্তেষাং লোকেম্বপশ্যত ॥৩৩॥
যজন্তে রাজসূয়েন পুণ্ডরীকেণ চৈব যে।
তেষাং লোকেম্বপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥৩৪॥
অশ্বমেধং ক্রতুবরং নরমেধং তথৈব যে।
আহরন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তেষাং লোকেম্বপশ্যত ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

চাতুরিতি। যান্তং জৈগীষব্যমপশ্যদ্দেবল ইতি শেষঃ ॥৩১॥
অগ্নীতি। অগ্নিষ্টুতেন তদাখ্যেন যাগেন। অনুসংপ্রাপ্তং জৈগীষব্যম্ ॥৩২॥
বাজেতি। বহূনি সুবর্ণানি দক্ষিণারূপাণি স্বর্ণানি যত্র তম্। আহরন্তি অনুতিষ্ঠন্তি ॥৩৩॥
যজন্ত ইতি। পুণ্ডরীকেণাপি যজ্ঞবিশেষেণ ॥৩৪॥
অশ্বেতি। অপশ্যত জৈগীষব্যং স দেবল ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥৩৫॥

তৎপরে আবার জৈগীষব্যমুনি সেই সকল লোক হইতে পশুযাজিগণের নির্ম্মল লোকে গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে দেবতারা তাঁহার পূজা করিতে থাকিলেন ॥৩০॥

যে সকল তপস্বী নানাবিধ চাতুর্ম্মাস্যযাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের লোকে এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞকারী ব্যক্তিগণের লোকে (জৈগীষব্য) গমন করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

তাহার পরে দেবল দেখিলেন—যাঁহারা অগ্নিষ্টুতযজ্ঞ করিয়া থাকেন, জৈগীষব্য তাঁহাদের লোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩২॥

যে সকল মহাপ্রাজ্ঞ বহুতর স্বর্ণদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞশ্রেষ্ঠ বাজপেয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, দেবল জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকে যাইতে দেখিলেন ॥৩৩॥

যাঁহারা রাজসূয় ও পুণ্ডরীকযজ্ঞ করিয়া থাকেন, দেবল জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকে গমন করিতে দর্শন করিলেন ॥৩৪॥

যে নরশ্রেষ্ঠেরা যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ ও নরমেধের অনুষ্ঠান করেন, দেবল জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকে যাইতে দেখিলেন ॥৩৫॥

সর্ব্বমেধঞ্চ দুষ্প্রাপং তথা সৌত্রামণিঞ্চ যে।
তেষাং লোকেম্বপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥৩৬॥
দ্বাদশাহৈশ্চ সত্রৈর্যে যজন্তে বিবিধৈর্নৃপ!।
তেষাং লোকেম্বপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥৩৭॥
মিত্রাবরুণয়োর্লোকে চাদিত্যানাং তথৈব চ।
সলোকতামনুপ্রাপ্তমপশ্যত ততোঽসিতঃ ॥৩৮॥
রুদ্রাণাঞ্চ বসূনাঞ্চ স্থানং যচ্চ বৃহস্পতেঃ।
তানি সর্ব্বাণ্যতীতানি সমপশ্যত্ততোঽসিতঃ ॥৩৯॥
আরুহ্য চ গবাং লোকং প্রয়াতো ব্রহ্মসত্রিণাম্।
লোকানপশ্যদ্‌গচ্ছন্তং জৈগীষব্যং ততোঽসিতঃ ॥৪০॥
ত্রীল্লোঁকানপরান্ বিপ্রমুৎপতন্তং স্বতেজসা।
পতিব্রতানাং লোকাংশ্চ ব্রজন্তং সোঽন্বপশ্যত ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

সর্ব্বেতি। দুষ্প্রাপং দুষ্করম্। আহরন্তীত্যনুকর্ষঃ ॥৩৬॥
দ্বাদশেতি। সত্রৈর্যজ্ঞৈঃ। বিবিধৈর্নিত্যনৈমিত্তিককাম্যরূপৈঃ ॥৩৭॥
মিত্রেতি। সমানো লোকঃ স্থানং যেষাং তে তথা তেষাং ভাবস্তাম্ ॥৩৮॥
রুদ্রাণামিতি। অতীতানি জৈগীষব্যেণেতি শেষঃ ॥৩৯॥
আরুহ্যেতি। ব্রহ্মাণো বিপ্রাশ্চ তে সত্রিণো যাজ্ঞিকাশ্চেতি তেষাম্ ॥৪০॥
ত্রীনিতি। বিপ্রং জৈগীষব্যম্। পতিব্রতানাং নারীণাম্ ॥৪১॥

যাঁহারা দুষ্কর সর্ব্বমেধযজ্ঞ ও সৌত্রামণিযজ্ঞ করিয়া থাকেন, দেবল জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকে গমন করিতে দর্শন করিলেন ॥৩৬॥

রাজা! যাঁহারা দ্বাদশাহসাধ্য নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, জৈগীষব্য তাঁহাদের লোকে যাইতেছেন, ইহা দেবল দেখিতে পাইলেন ॥৩৭॥

তদনন্তর জৈগীষব্য যথাক্রমে মিত্র, বরুণ ও সূর্য্যলোকে গমন করিতেছেন, ইহা দেবলমুনি দর্শন করিলেন ॥৩৮॥

পরে রুদ্রগণ, বসুগণ ও বৃহস্পতির যে সকল লোক আছে, জৈগীষব্য ক্রমশঃ সেইগুলিকেও অতিক্রম করিলেন, ইহা দেবল দেখিতে পাইলেন ॥৩৯॥

তৎপরে দেবল দেখিতে পাইলেন—জৈগীষব্যমুনি গোলোকে আরোহণ করিয়া, ব্রাহ্মণযাজ্ঞিকগণের লোকে গমন করিতেছেন ॥৪০॥

পরে দেবল দর্শন করিলেন—ব্রাহ্মণ জৈগীষব্য নিজ তেজে পর পর তিনলোকে উঠিতেছেন এবং পতিব্রতালোকে গমন করিতেছেন ॥৪১॥

ততো মুনিবরং ভূয়ো জৈগীষব্যমথাসিতঃ।
নান্বপশ্যত যোগস্থমন্তর্হিতমরিন্দম ! ॥৪২॥
সোঽচিন্তয়ন্মহাভাগো জৈগীষব্যস্য দেবলঃ।
প্রভাবং সুব্রতত্বঞ্চ সিদ্ধিং যোগস্য চাতুলাম্ ॥৪৩॥
অসিতোঽপৃচ্ছত তদা সিদ্ধান্ লোকেষু সত্তমান্।
ব্রজতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা ধীরস্তান্ ব্রহ্মসত্রিণঃ ॥৪৪॥
জৈগীষব্যং ন পশ্যামি তং শংসধ্বং মহৌজসম্।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥৪৫॥

সিদ্ধা উচুঃ।

শৃণু দেবল ! ভূতার্থং শংসতাং নো দৃঢ়ব্রত !।
জৈগীষব্যঃ স বৈ লোকং শাশ্বতং ব্রহ্মণো গতঃ ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। যোগস্থং পূর্ব্ববদ্‌যোগপ্রভাবপ্রকাশকম্ ॥৪২॥
স ইতি। প্রভাবং যোগজশক্তিম্, সুব্রতত্বং সম্যগনুষ্ঠিতযোগশাস্ত্রনিয়মম্ ॥৪৩॥
অসিত ইতি। ব্রহ্মণো বিপ্রাশ্চেতি তে সত্রিণো যাজ্ঞিকাশ্চেতি তান্ ॥৪৪॥
জৈগীষব্যমিতি। শংসধ্বং কথয়ত। মহৌজসং মহাতপস্তেজস্কম্ ॥৪৫॥
শৃণ্বিতি। ভূতার্থং সত্যবিষয়ম্, শংসতাং ব্রুবতাম্, নঃ অস্মাকম্ ॥৪৬॥

শত্রুদমনকারী রাজা ! তাহার পর দেবল আর মুনিবর জৈগীষব্যকে যোগপ্রভাব প্রকাশ করিতে দেখিলেন না ; তিনি তখন অন্তর্হিত হইয়াছিলেন ॥৪২॥

তখন মহাত্মা দেবল মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, 'মহামুনি জৈগীষব্যের প্রভাব, যথানিয়মে ব্রতানুষ্ঠান ও যোগসিদ্ধি অতুলনীয়ই বটে' ॥৪৩॥

তখন দেবল ধীরস্থির থাকিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, গমনকারী লোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-যাজ্ঞিকব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥৪৪॥

'সিদ্ধপুরুষগণ ! আমি ত জৈগীষব্যমুনিকে দেখিতে পাইতেছি না ! আপনারা সেই মহাতেজার বিষয় বলুন, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে' ॥৪৫॥

সিদ্ধপুরুষেরা বলিলেন—'দৃঢ়ব্রত দেবল ! আমরা যথার্থ বিষয় বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর—সেই মহর্ষি জৈগীষব্য চিরস্থায়ী ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন' ॥৪৬॥

(৪৬)···ব্রহ্মণো ক্ষয়ম্···নি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স শ্রুত্বা বচনং তেষাং সিদ্ধানাং ব্রহ্মসত্রিণাম্।
অসিতো দেবলস্তূর্ণমুৎপপাত পপাত চ ॥৪৭॥
ততঃ সিদ্ধাস্তমূচুর্হি দেবলং পুনরেব হ।
ন দেবল! গতিস্তত্র তব গন্তুং তপোধন!।
ব্রহ্মণঃ সদনং বিপ্র! জৈগীষব্যো যদাপ্তবান্ ॥৪৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সিদ্ধানাং দেবলঃ পুনঃ।
আনুপূর্ব্ব্যেণ লোকাংস্তান্ সর্ব্বানবততার হ ॥৪৯॥
স্বমাশ্রমপদং পুণ্যমাজগাম পতঙ্গবৎ।
প্রবিশন্নেব চাপশ্যজ্জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥৫০॥
ততো বুদ্ধ্যা ব্যগণয়দ্দেবলো ধর্ম্মযুক্তয়া।
দৃষ্ট্বা প্রভাবং তপসো জৈগীষব্যস্য যোগজম্ ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। উৎপপাত ব্রহ্মলোকদর্শনার্থমূর্দ্ধগগনম্, পপাত পূর্ব্বগগনদেশে ॥৪৭॥
তত ইতি। গতিরুপায়ো নাস্তি, তাদৃশযোগাভাবাৎ। সদনং লোকম্। ষট্পাদঃ ॥৪৮॥
তেষামিতি। আনুপূর্ব্ব্যেণ পূর্ব্বক্রমেণ, তান্ পূর্ব্বোদ্গতান্ ॥৪৯॥
স্বমিতি। পতঙ্গবৎ পক্ষীব। প্রবিশন্ তদাশ্রমাভ্যন্তরে ॥৫০॥
তত ইতি। ব্যগণয়ৎ সমালোচয়ৎ ॥৫১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন অসিতদেবল সেই সিদ্ধযাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণের বাক্য শুনিয়া, বেগে ঊর্দ্ধে উঠিলেন, আবার পূর্ব্বের সেইস্থানে পতিত হইলেন ॥৪৭॥

তাহার পর সেই সিদ্ধপুরুষেরা পুনরায় দেবলকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণ দেবল! জৈগীষব্য যে লোকে গমন করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মলোকে তোমার গমন করিবার শক্তি নাই' ॥৪৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবল সেই সিদ্ধপুরুষগণের বাক্য শুনিয়া, আনুপূর্ব্বীক্রমে সেই সেই লোকে অবতরণ করিলেন ॥৪৯॥

ক্রমে দেবল পক্ষীর ন্যায় নিজের আশ্রমে আগমন করিলেন এবং তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াই জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন ॥৫০॥

তখন দেবল জৈগীষব্যের তপস্যা ও যোগের প্রভাব দেখিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধিদ্বারা তাহার সমালোচনা করিলেন ॥৫১॥

ততোঽব্রবীন্মহাত্মানং জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
বিনয়াবনতো রাজন্! উপসর্প্য মহামুনিম্।
মোক্ষধর্ম্মং সমাস্থাতুমিচ্ছেয়ং ভগবন্! অহম্ ॥৫২॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা উপদেশং চকার সঃ।
বিধিঞ্চ যোগস্য পরং কার্য্যাকার্য্যঞ্চ শাস্ত্রতঃ ॥৫৩॥
সন্ন্যাসকৃতবুদ্ধিং তং ততো দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ।
সর্বাশ্চাস্য ক্রিয়াশ্চক্রে বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥৫৪॥
সন্ন্যাসকৃতবুদ্ধিং তং ভূতানি পিতৃভিঃ সহ।
ততো দৃষ্ট্বা প্ররুরুদুঃ কোঽস্মান্ সংবিভজিষ্যতি ॥৫৫॥
দেবলস্তু বচঃ শ্রুত্বা ভূতানাং করুণং তথা।
দিশো দশ ব্যাহরতাং মোক্ষং ত্যক্তুং মনো দধে ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। উপসর্প্য সমীপমুপেত্য। সমাস্থাতুমবলম্বিতুম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫২॥
তস্যেতি। স জৈগীষব্যঃ। পরমুত্তমম্, শাস্ত্রতঃ শাস্ত্রানুসারেণ ॥৫৩॥
সন্ন্যাসেতি। মহাতপা জৈগীষব্যঃ। অস্য সন্ন্যাসধর্ম্মস্য, ক্রিয়া আচার্য্যকার্য্যাণি ॥৫৪॥
সন্ন্যাসেতি। ভূতানি কাকাদয়ঃ প্রাণিনঃ। সংবিভজিষ্যতি বিভজ্যান্নং দাস্যতি ॥৫৫॥
দেবল ইতি। বচো বাক্যমিব রবম্। ব্যাহরতাং রুবতাম, মোক্ষং তদুপায়ং সন্ন্যাসম্ ॥৫৬॥

রাজা! তদনন্তর দেবল বিনয়ে অবনত হইয়া, নিকটে যাইয়া, মহামুনি জৈগীষব্যকে বলিলেন—'ভগবন্! আমি আপনার নিকট মোক্ষধর্ম্ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি' ॥৫২॥

তখন জৈগীষব্য দেবলের সেই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি যোগের উত্তম বিধি এবং শাস্ত্র অনুসারে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয় উপদেশ দিলেন ॥৫৩॥

দেবল সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া, মহাতপা জৈগীষব্য শাস্ত্রদৃষ্টপ্রণালী অনুসারে দেবলের সন্ন্যাসধর্ম্মের সমস্ত কার্য্য করিলেন ॥৫৪॥

তাহার পর, দেবল সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন দেখিয়া, আশ্রমস্থ সমস্ত প্রাণীই এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল যে, 'এখন ভাগ করিয়া ভাগ করিয়া কে আমাদিগকে অন্ন দান করিবে' ॥৫৫॥

আশ্রমের প্রাণীরা দশ দিকেই করুণ রব করিতে লাগিলে, তাহাদের সেই রবের ভাব বুঝিয়া, দেবল আবার সেই সন্ন্যাসধর্ম্ম ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৫৬॥

(৫৩)…বিধিং যোগস্য পরমং কার্য্যাকার্য্যস্য…নি। (৫৪) সন্ন্যাসে কৃতবুদ্ধিং তং…নি।

ততস্তু ফলমূলানি পবিত্রাণি চ ভারত!।
পুষ্পাণ্যোষধয়শ্চৈব রোরূয়ন্তে সহস্রশঃ ॥৫৭॥
পুনর্নো দেবলঃ ক্ষুদ্রো নূনং ছেৎস্যতি দুর্ম্মতিঃ।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো যো দত্ত্বা নাববুধ্যতে ॥৫৮॥
ততো ভূয়ো ব্যগণয়ৎ স্ববুদ্ধ্যা মুনিসত্তমঃ।
মোক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্মে বা কিন্নু শ্রেয়স্করং ভবেৎ ॥৫৯॥
ইতি নিশ্চিত্য মনসা দেবলো রাজসত্তম!।
ত্যক্ত্বা গার্হস্থ্যধর্ম্মং স মোক্ষধর্ম্মমরোচয়ৎ ॥৬০॥
এবমাদীনি সঞ্চিন্ত্য দেবলো নিশ্চয়াত্ততঃ।
প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং পরং যোগঞ্চ ভারত! ॥৬১॥
ততো দেবাঃ সমাগম্য বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
জৈগীষব্যং তপশ্চাস্য প্রশংসন্তি তপস্বিনঃ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ওষধয়ো লতাদয়ঃ, রোরূয়ন্তে পুনঃ পুনঃ রুবন্তি স্মেব ॥৫৭॥
পুনরিতি। নঃ অস্মান্। নাববুধ্যতে ন স্মরতি ॥৫৮॥
তত ইতি। ব্যগণয়ৎ মনসা ব্যতর্কয়ৎ। মোক্ষে মোক্ষোপযোগিসন্ন্যাসে ॥৫৯॥
ইতীতি। নিশ্চিত্য সন্ন্যাসস্যৈব শ্রেয়স্করত্বম্, মোক্ষধর্ম্মং সন্ন্যাসম্ ॥৬০॥
এবমিতি। নিশ্চয়াৎ সন্ন্যাসধর্ম্মস্যৈব শ্রেয়স্করত্বনির্ণয়াৎ। যোগং যোগফলং মোক্ষম্ ॥৬১॥
তত ইতি। তপস্বিনশ্চ সমাগম্য প্রশংসন্তি স্মেত্যর্থঃ ॥৬২॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর ওদিকে আবার ফল, মূল, পুষ্প ও লতাপ্রভৃতি সহস্র সহস্র পদার্থ বার বার করুণ রব করিতে লাগিল—॥৫৭॥

'যে, সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করিয়া, এখন তাহা স্মরণ করিতেছে না, সেই ক্ষুদ্র ও দুর্ম্মতি দেবল, আবারও আমাদিগকে ছেদন করিবে' ॥৫৮॥

তৎপরে মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিলেন যে, 'সন্ন্যাসধর্ম্ম ও গৃহস্থধর্ম্ম—এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম আমার মঙ্গলজনক হইবে' ॥৫৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! দেবল এইরূপে মনে মনে সন্ন্যাসধর্ম্মেরই প্রাধান্য স্থির করিয়া, গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবারই অভিপ্রায় করিলেন ॥৬০॥

ভরতনন্দন! দেবল এই সকল বিষয় চিন্তাপূর্ব্বক কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া, পরমসিদ্ধি ও যোগের ফল—মুক্তি লাভ করিলেন ॥৬১॥

(৬১)…নিশ্চয়ান্বিতঃ…নি।

অথাব্রবীদৃষিবরো দেবান্ বৈ নারদস্তথা।
জৈগীষব্যে তপো নাস্তি বিস্মাপয়তি যোঽসিতম্ ॥৬৩॥
তমেবংবাদিনং ধীরং প্রত্যূচুস্তে দিবৌকসঃ।
মৈবমিত্যেব শংসন্তো জৈগীষব্যং মহামুনিম্ ॥৬৪॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিত্তুল্যমস্তি প্রভাবতঃ।
তেজসস্তপসশ্চাস্য যোগস্য চ মহাত্মনঃ ॥৬৫॥
এবং প্রভাবো ধর্ম্মাত্মা জৈগীষব্যস্তথাসিতঃ।
তয়োরিদং স্থানবরং তীর্থঞ্চৈব মহাত্মনোঃ ॥৬৬॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। তপস্তপোগুণো নাস্তি, তৎপ্রভাবপ্রদর্শননিষেধাদিতি ভাবঃ, বিস্মাপয়তি সমুদ্রগতাগতিস্বর্লোকভ্রমণাদিনা ॥৬৩॥

তমিতি। মৈবং ব্রূহীতি শেষঃ, শংসন্তস্তুবন্তঃ ॥৬৪॥

নেতি। মহাত্মনো জৈগীষব্যস্য ॥৬৫॥

এবমিতি। এবমীদৃশঃ প্রভাবো যস্য সঃ ॥৬৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নেবেতি ॥১—৪৫॥ ভূতার্থং যথাভূতার্থম্ ॥৪৬॥ উৎপপাত ব্রহ্মলোকং গন্তুমিতি শেষঃ, পপাত চ গগনাৎ ॥৪৭—৫৩॥ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া উৎসর্গেষ্ট্যাদয়ঃ ॥৫৪॥ সন্ন্যাসে কৃতা বুদ্ধির্যেন তম্ ॥৫৫॥ মোক্ষং সন্ন্যাসং ত্যক্তুং মনো দধে উৎসৃষ্টানামগ্নীনাং পুনরাধানং কর্ত্তুমৈচ্ছৎ ॥৫৬—৬২॥ জৈগীষব্যে তত্ত্ববিদি তপো নাস্তি পূর্ব্বস্য তপসো দগ্ধত্বাৎ ক্রিয়মাণস্য চাশ্লেষাৎ। তথা চ শ্রুতী ভবতঃ—"তদ্যথৈষীকতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে তদ্যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবামুষ্মিন্ পাপকং কর্ম্ম নাশ্লিষ্যত" ইতি ॥৬৩—৬৫॥ অসিতো দেবলঃ ॥৬৬—৬৭॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৬॥

তাহার পর তপস্বীরা ও দেবতারা বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আসিয়া, জৈগীষব্যের ও তাঁহার তপস্যার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

তদনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ দেবগণকে বলিলেন—'জৈগীষব্যের তপস্যার কোন গুণ হয় নাই। কারণ, যিনি দেবলকে বিস্মিত করিয়াছেন' ॥৬৩॥

জ্ঞানী নারদ এইরূপ বলিতে লাগিলে, মহর্ষি জৈগীষব্যের প্রশংসাকারী দেবতারা নারদকে বলিলেন—'আপনি এরূপ বলিবেন না ॥৬৪॥

এই মহাত্মা জৈগীষব্যের এই প্রভাব, তপস্যা, তেজ ও যোগশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ বা তুল্য প্রভাবপ্রভৃতি কাহারও নাই' ॥৬৫॥

ধর্ম্মাত্মা জৈগীষব্য ও দেবলের এইরূপ প্রভাব ছিল। সেই মহাত্মাদেরই এই উত্তম স্থান ও তীর্থ ॥৬৬॥

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য ততো মহাত্মা দত্ত্বা চ বিত্তং হলভৃদ্দ্বিজেভ্যঃ।
অবাপ্য ধর্ম্মং পরমার্য্যকর্ম্মা জগাম সোমস্য মহৎ সুতীর্থম্ ॥৬৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

————:০*০:————

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যত্রেজিবানুড়ুপতী রাজসূয়েন ভারত !।
তস্মিংস্তীর্থে মহানাসীৎ সংগ্রামস্তারকাময়ঃ ॥১॥
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলো দত্ত্বা দানানি চাত্মবান্।
সারস্বতস্য ধর্ম্মাত্মা মুনেস্তীর্থং জগাম হ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা। পরমম্ আর্য্যকর্ম্ম সজ্জনকার্য্যং যস্য সঃ ॥৬৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

————:০:————

অথ তস্য সোমতীর্থমিতি নাম কৃত ইত্যাহ যত্রেতি। ইজিবান্ যজতি স্ম, উড়ুপতি-শ্চন্দ্রঃ। তারকস্য তদাখ্যস্য অসুরস্য আময়ঃ পীড়নং যত্র সঃ ॥১॥

তত্রেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, বলো রামঃ। আত্মবান্ তীর্থভ্রমণে যত্নবান্ ॥২॥

তাহার পর মহাত্মা ও অত্যন্ত সজ্জনকার্য্যকারী বলরাম সেই তীর্থেও স্নান এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া, ধর্ম্ম সঞ্চয়পূর্ব্বক সোমতীর্থে গমন করিলেন ॥৬৭॥

————:-০-:————

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন ! চন্দ্র যে তীর্থে রাজসূয়যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; সেই সোমতীর্থে তারকাসুরের সহিত দেবগণের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল ॥১॥

(৬৭)…পরমার্থকর্ম্মা…নি। *'…পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…এক-পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি। (১)…যস্মিন্ বৃত্তে মহানাসীৎ…পি।

তত্র দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজোত্তমান্ ।
বেদানধ্যাপয়ামাস পুরা সারস্বতো মুনিঃ ॥৩॥

জনমেজয় উবাচ ।

কথং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং তপোধন ! ।
ঋষীনধ্যাপয়ামাস পুরা সারস্বতো মুনিঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

আসীৎ পূর্ব্বং মহারাজ ! মুনির্ধীমান্ মহাতপাঃ ।
দধীচিরিতি বিখ্যাতো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫॥
তস্যাতিতপসঃ শক্রো বিভেতি সততং বিভো ! ।
ন স লোভয়িতুং শক্যঃ ফলৈর্ব্বহুবিধৈরপি ॥৬॥
প্রলোভনার্থং তস্যাথ প্রাহিণোৎ পাকশাসনঃ ।
দিব্যামপ্সরসাং পুণ্যাং দর্শনীয়ামলম্বুসাম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। দ্বাদশবার্ষিক্যাং দ্বাদশবর্ষব্যাপিন্যাম্। সারস্বতো নাম ॥৩॥
কথমিতি। কথং কিমর্থমিত্যর্থঃ ॥৪॥
আসীদিতি। ব্রহ্মচারী দক্ষোক্তাষ্টবিধমৈথুনত্যাগী, তদ্বচনঞ্চ প্রাগুক্তম ॥৫॥
তস্যেতি। বিভেতি স্বপদাধিকারাশঙ্কাবশাদিতি ভাবঃ ॥৬॥
প্রেতি। দর্শনীয়াং সুন্দরীম্, অলম্বুষাং নাম ॥৭॥

তীর্থপর্য্যটনে যত্নবান্ ও ধর্ম্মাত্মা বলরাম সেই তীর্থেও স্নান এবং দান করিয়া, সারস্বতমুনির তীর্থে গমন করিলেন ॥২॥

পূর্ব্বকালে সেই তীর্থে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির সময়ে সারস্বতমুনি ব্রাহ্মণগণকে বেদ পড়াইয়াছিলেন ॥৩॥

জনমেজয় বলিলেন—'তপোধন ! পূর্ব্বকালে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির সময়ে সারস্বতমুনি কি জন্য ব্রাহ্মণগণকে বেদ পড়াইয়াছিলেন' ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! পূর্ব্বে জ্ঞানী, মহাতপা, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় 'দধীচি'নামে বিখ্যাত এক মুনি ছিলেন ॥৫॥

রাজা ! ইন্দ্র সর্ব্বদাই সেই দধীচির গুরুতর তপস্যায় ভয় করিতেন ; বিবিধ ফলদানের প্রলোভন দেখাইয়াও ইন্দ্র তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিতেন না ॥৬॥

(৫)···দধীচ ইতি বিখ্যাতঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ।

তস্য তর্পয়তো দেবান্ সরস্বত্যাং মহাত্মনঃ।
সমীপতো মহারাজ! সোপাতিষ্ঠত ভাবিনী ॥৮॥
তাং দিব্যবপুষং দৃষ্ট্বা তস্যর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
রেতঃ স্কন্নং সরস্বত্যাং তৎ সা জগ্রাহ নিম্নগা ॥৯॥
কুক্ষৌ চাপ্যদধদ্দৃষ্টা তদ্রেতঃ পুরুষর্ষভ!।
সা দধার চ তং গর্ভং পুত্রহেতোর্মহানদী ॥১০॥
সুষুবে চাপি সময়ে পুত্রং সা সরিতাং বরা।
জগাম পুত্রমাদায় তমৃষিং প্রতি চ প্রভো! ॥১১॥
ঋষিসংসদি তং দৃষ্ট্বা সা নদী মুনিসত্তমম্।
ততঃ প্রোবাচ রাজেন্দ্র! দদতী পুত্রমস্য তম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। দেবান্ ইত্যুপলক্ষণং পিতৃনপি। ভাবিনী কামচেষ্টাবতী ॥৮॥
তামিতি। ভাবিতাত্মনঃ অনুরক্তচিত্তস্য। স্কন্নং পতিতম, নিম্নগা নদী ॥৯॥
কুক্ষাবিতি। দৃষ্টা, পুত্রসম্ভাবনয়েতি ভাবঃ ॥১০॥
সুষুব ইতি। সময়ে যথাকালে। তং দধীচিম্ ॥১১॥

তাহার পর ইন্দ্র সেই দধীচির প্রলোভনের জন্য পবিত্রবেশধারিণী ও স্বর্গবাসিনী 'অলম্বুষা'নাম্নী সুন্দরী একটী অপ্সরাকে প্রেরণ করিলেন ॥৭॥

মহারাজ! একদা মহাত্মা দধীচি সরস্বতীনদীতে দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই অলম্বুষা যাইয়া, কামচেষ্টা দেখাইতে থাকিয়া, দধীচির নিকটে উপস্থিত হইল ॥৮॥

পরমসুন্দরী সেই অলম্বুষাকে দেখিয়া, দধীচির মন কামে আকুল হইয়া পড়িল; তখন তাঁহার বীর্য্য পতিত হইল এবং তাহা সরস্বতীনদী গ্রহণ করিল ॥৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এবং মহানদী সরস্বতী আনন্দিত হইয়া, সেই বীর্য্য উদরে ধারণ করিল। বস্তুত সরস্বতী পুত্র প্রসবের জন্যই গর্ভরূপে তাহা ধারণ করিয়াছিল ॥১০॥

রাজা! নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী যথাসময়ে একটী পুত্র প্রসব করিল এবং সেই পুত্রটীকে লইয়া, দধীচির নিকটে গেল ॥১১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্রমে সরস্বতী মুনিগণের সভায় মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচিকে দেখিয়া, সেই পুত্রটী সমর্পণ করিতে থাকিয়া, দধীচিকে বলিল—॥১২॥

(৮)···সোপাতিষ্ঠত ভামিনী—নি। (১০)···পুত্রহেতোর্মহাত্মনঃ—নি। (১১)···জগাম পুত্রমাদায় সা নদী মুনিসত্তমম—পি,···সুষুবে চাপি সময়ে পুত্রং সারস্বতং বরং···নি। (১২) ঋষিং সংসদি···বঙ্গ বর্দ্ধ।

ব্রহ্মর্ষে ! তব পুত্রোঽয়ং ত্বদ্ভক্ত্যা ধারিতো ময়া।
দৃষ্ট্বা তেঽপ্সরসং রেতো যৎ স্কন্নং প্রাগলম্বুষাম্ ॥১৩॥
তৎ কুক্ষিণা বৈ ব্রহ্মর্ষে ! ত্বদ্ভক্ত্যা ধৃতবত্যহম্।
ন বিনাশমিদং গচ্ছেত্ত্বত্তেজ ইতি নিশ্চয়াৎ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব পুত্রং স্বং ময়া দত্তমনিন্দিতম্।
ইত্যুক্তঃ প্রতিজগ্রাহ প্রীতিঞ্চাবাপ পুষ্কলাম্ ॥১৫॥
স্বসুতঞ্চাপ্যজিঘ্রত্তং মূর্দ্ধ্নি প্রেম্ণা দ্বিজোত্তমঃ।
পরিষ্বজ্য চিরং কালং তদা ভরতসত্তম ! ॥১৬॥
সরস্বত্যৈ বরং প্রাদাৎ প্রীয়মাণো মহামুনিঃ।
বিশ্বেদেবাঃ সপিতরো গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ।
তৃপ্তিং যাস্যন্তি সুভগে ! তর্প্যমাণাস্তবাম্ভসা ॥১৭॥
ইত্যুক্ত্বা স তু তুষ্টাব বচোভির্বৈ মহানদীম্।
প্রীতঃ পরমহৃষ্টাত্মা যথাবৎ শৃণু পার্থিব ! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ঋষীতি। ঋষিসংসদি ঋষিসভায়াম্। অস্য দধীচেরন্তিকে ॥১২॥

ব্রহ্মেতি। স্কন্নং পতিতম্। তেজো রেতঃ ॥১৩—১৪॥

প্রতীতি। ইত্যুক্তো দধীচিঃ। পুষ্কলাং প্রচুরাম্ ॥১৫॥

স্বেতি। প্রেম্ণা স্নেহেন। পরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য ॥১৬॥

সরস্বত্যা ইতি। তর্প্যমাণা মানবৈরিতি শেষঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

'ব্রহ্মর্ষি ! আমি আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ আপনার এই পুত্রটীকে উদরে ধারণ করিয়াছি। ব্রহ্মর্ষি ! পূর্ব্বে অপ্সরা অলম্বুষাকে দেখিয়া আপনার যে বীর্য্য স্খলিত হইয়াছিল, সে বীর্য্য কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না—ইহা নিশ্চয় করিয়া, আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ আমি তাহা উদরে ধারণ করিয়াছিলাম ॥১৩—১৪॥

আমি দান করিলাম, আপনি আপনার নিজের এই পুত্রটীকে গ্রহণ করুন।' সরস্বতী এইরূপ বলিলে, দধীচি পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥১৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তখন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দধীচি স্নেহবশতঃ দীর্ঘকাল সেই পুত্রটীকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন ॥১৬॥

মহর্ষি দধীচি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, সরস্বতীকে এই বর দিলেন যে, 'সুভগে ! মানুষেরা তোমার জলদ্বারা তর্পণ করিলে, সমস্ত দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরাগণ তৃপ্তিলাভ করিবেন' ॥১৭॥

প্রস্রুতাসি মহাভাগে! সরসো ব্রহ্মণঃ পুরা।
জানন্তি ত্বাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১৯॥
মম প্রিয়করী চাপি সততং প্রিয়দর্শনে!।
তস্মাৎ সারস্বতঃ পুত্রো মহাংস্তে বরবর্ণিনি! ॥২০॥
তবৈব নাম্না প্রথিতঃ পুত্রস্তে লোকভাবনঃ।
সারস্বত ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি মহাতপাঃ ॥২১॥
এষ দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজোত্তমান্।
সারস্বতো মহাভাগে! বেদানধ্যাপয়িষ্যতি ॥২২॥
পুণ্যাভ্যশ্চ সরিদ্ভ্যস্ত্বং সদা পুণ্যতমা শুভে!।
ভবিষ্যসি মহাভাগে! মৎপ্রসাদাৎ সরস্বতি! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। স দধীচিঃ, মহানদীং সরস্বতীম্ ॥১৮॥
প্রেতি। প্রস্রুতা নির্গতা, সরসো মানসাখ্যাৎ। জানন্তি পবিত্রতয়া ॥১৯॥
মমেতি। প্রিয়করী এতৎপুত্রার্পণাৎ। সরস্বত্যা অপত্যমিতি সারস্বতঃ ॥২০॥
তবেতি। তবৈব নাম্না অপত্যার্থপ্রত্যয়াস্তেন, লোকানাং ভাবনঃ শুভকরঃ ॥২১॥
এষ ইতি। অধ্যাপয়িষ্যতি, স্বয়ং মহাবেদবিৎ সন্নিতি শেষঃ ॥২২॥

রাজা! এই কথা বলিয়া দধীচিমুনি পরমসন্তুষ্ট ও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, বাক্যদ্বারা যথাযথভাবে মহানদী সরস্বতীর স্তব করিলেন; তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥১৮॥

'মহাভাগে! নদীশ্রেষ্ঠে! তুমি পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার মানসসরোবর হইতে নির্গত হইয়াছিলে এবং দৃঢ়ব্রতমুনিরা তোমাকে পরমপবিত্র বলিয়া জানেন ॥১৯॥

প্রিয়দর্শনে! তুমি সর্ব্বদাই আমার প্রীতিকারিণী হইবে। অতএব, বরবর্ণিনি! তোমার এই পুত্রটীর নাম হইবে—'সারস্বত' ॥২০॥

ভাগ্যবতি! জগতের মঙ্গলকারী তোমার এই পুত্রটীর সারস্বতনাম তোমার নাম অনুসারেই প্রসিদ্ধ হইবে এবং সারস্বতনামে প্রসিদ্ধ এই পুত্রটী যথাসময়ে মহাতপস্বীও হইবে ॥২১॥

মহাভাগে! এই সারস্বত দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির সময়ে ব্রাহ্মণগণকে বেদ পড়াইবেন ॥২২॥

মহাভাগে! কল্যাণি! সরস্বতি! তুমি আমার অনুগ্রহে অন্যান্য সমস্ত পবিত্র নদী হইতে অত্যন্ত পবিত্রা হইবে' ॥২৩॥

(২০)·· পুত্রমদধা বরবর্ণিনি!—নি।

এবং সা সংস্তুতা তেন বরং লব্ধা মহানদী।
পুত্রমাদায় মুদিতা জগাম ভরতর্ষভ ! ॥২৪॥
এতস্মিন্নেব কালে তু বিরোধে দেবদানবৈঃ।
শক্রঃ প্রহরণান্বেষী লোকাংস্ত্রীন্ বিচচার হ ॥২৫॥
ন চোপলেভে ভগবান্ শক্রঃ প্রহরণং তদা।
যদ্বৈ তেষাং ভবেদ্‌যোগ্যং বধায় বিবুধদ্বিষাম্ ॥২৬॥
ততোঽব্রবীৎ সুরান্ শক্রো ন মে শক্যা মহাসুরাঃ।
ঋতেঽস্থিভির্দধীচস্য নিহন্তুং ত্রিদশদ্বিষঃ ॥২৭॥
তস্মাদ্‌গত্বা ঋষিশ্রেষ্ঠো যাচ্যতাং সুরসত্তমাঃ ! ।
দধীচাস্থীনি দেহীতি তৈর্বধিষ্যাম্যহে রিপূন্ ॥২৮॥
স চ তৈর্যাচিতোঽস্থীনি যত্নাদৃষিবরস্তদা।
প্রাণত্যাগং কুরুশ্রেষ্ঠ ! চকারৈবাবিচারয়ন্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

পুণ্যাভ্য ইতি। পুণ্যাভ্যঃ পবিত্রাভ্যঃ, পুণ্যতমা অতীবপবিত্রা ॥২৩॥
এবমিতি। সংস্তুতা প্রশংসিতা। মুদিতা আনন্দিতা সতী ॥২৪॥
এতস্মিন্নিতি। দেবদানবৈর্দেবদানবানাম্। প্রহরণান্বেষী অস্ত্রান্বেষী ॥২৫॥
নেতি। প্রহরণমস্ত্রম্। বিবুধদ্বিষামসুরাণাম্ ॥২৬॥
তত ইতি। ঋতে বিনা, দধীচস্য দধীচেঃ ॥২৭॥
তস্মাদিতি। তদস্থামতিপ্রাচীনতয়া সুদৃঢ়ত্বমিতি ভাবঃ ॥২৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! দধীচিমুনি এইরূপ প্রশংসা করিলে, মহানদী সরস্বতী তাঁহার নিকট বর লাভ করিয়া, আনন্দিত হইয়া, পুত্রটীকে লইয়া চলিয়া গেল ॥২৪॥

এই সময়ই দেবতা ও দানবগণের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল; তাহাতে ইন্দ্র অস্ত্রান্বেষণ করিতে থাকিয়া, ত্রিভুবনে বিচরণ করিতেছিলেন ॥২৫॥

যে অস্ত্র সেই অসুরগণকে বধ করিবার যোগ্য হইতে পারে, তেমন অস্ত্র তখন ইন্দ্র ত্রিভুবনে বিচরণ করিয়াও লাভ করেন নাই ॥২৬॥

তাহার পর ইন্দ্র দেবগণকে বলিলেন—'দধীচিমুনির অস্থিব্যতীত আমি দেবদ্বেষী অসুরগণকে বধ করিতে সমর্থ হইব না ॥২৭॥

অতএব, দেবশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা যাইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচির নিকট প্রার্থনা করুন যে—'দধীচিমুনি ! আপনি আপনার অস্থিগুলিকে আমাদিগকে দান করুন; আমরা সেইগুলিদ্বারা শত্রুসংহার করিব' ॥২৮॥

(২৮) তস্মাদ্‌যত্নাৎ·· কার্য্যসিদ্ধয়ে·· নি। (২৯)·· সাহায্যং নঃ কুরুষ্বেতি·· নি।

স লোকানক্ষয়ান্ প্রাপ্তো দেবপ্রিয়করস্তদা।
তস্যাস্থিভিরথো শক্রঃ সংপ্রহৃষ্টমনাস্তদা ॥৩০॥
কারয়ামাস দিব্যানি নানাপ্রহরণান্যুত।
বজ্রাণি চক্রাণি গদা গুরূন্ দণ্ডাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)
স হি তীব্রেণ তপসা সংভূতঃ পরমর্ষিণা।
প্রজাপতিসুতেনাথ ভৃগুণা লোকভাবনঃ ॥৩২॥
অতিকায়ঃ স তেজস্বী লোকসারো বিনির্ম্মিতঃ।
জজ্ঞে শৈলগুরুঃ প্রাংশুর্ম্মহিম্না প্রথিতঃ প্রভুঃ ॥৩৩॥
নিত্যমুদ্বিজতে চাস্য তেজসঃ পাকশাসনঃ।
তেন বজ্রেণ ভগবান্ মন্ত্রযুক্তেন ভারত! ॥৩৪॥
বিচুক্রোশ বিসৃষ্টেন ব্রহ্মতেজোভবেন চ।
দৈত্যদানববীরাণাং জঘান নবতীর্নব ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তৈঃ সুরসত্তমৈঃ। চকারৈব স্বজীবনাপেক্ষয়া জগন্মঙ্গলস্য প্রাধান্যাৎ ॥২৯॥

স ইতি। লোকান্ স্বর্গান্। গুরূন্ মহতঃ, পুষ্কলান্ প্রচুরান্ ॥৩০—৩১॥

অথ তস্যাক্ষয়স্বর্গলাভঃ কুত ইত্যাহ স ইতি। লোকানাং ভাবনো মঙ্গলকরঃ ॥৩২॥

নম্বেকস্যাস্থ্না কথমনেকাস্ত্রনির্ম্মাণমিত্যাহ অতীতি। অতিকায়ঃ সুদীর্ঘদেহঃ, লোকেষু সারঃ সুদৃঢ়ঃ। বিনির্ম্মিতো ভৃগুণা। শৈলঃ পর্ব্বত ইব গুরুর্ভারবান্। প্রাংশুঃ শৈল ইবোন্নতঃ। প্রভুঃ প্রভাববাংশ্চ ॥৩৩॥

নিত্যমিতি। উদ্বিজতে স্বপদভ্রংশাশঙ্কয়া। বিচুক্রোশ যুদ্ধে দৈত্যানাজুহাব ॥৩৪—৩৫॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ! দেবতারা যাইয়া যত্নপূর্ব্বক সেইরূপ প্রার্থনা করিলে, দধীচিমুনি কোনও বিচার না করিয়াই প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥২৯॥

তখন দেবগণের প্রিয়কার্য্যকারী দধীচি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিলেন; তাহার পর ইন্দ্র আনন্দিত হইয়া, দধীচির সেই সকল অস্থিদ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও বহুতর উত্তম দণ্ডপ্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র নির্ম্মাণ করাইলেন ॥৩০—৩১॥

ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি ভৃগু তীব্র তপস্যার বলে সেই দধীচিকে জগতের মঙ্গলজনক-রূপে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥৩২॥

দধীচিও পর্ব্বতের ন্যায় ভারবান্ ও উচ্চ, অতিদীর্ঘদেহ, তেজস্বী, মানুষের মধ্যে অতিদৃঢ়, প্রভাবশালী এবং আপন মাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥৩৩॥

এবং ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার তেজে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন। সে যাহা হউক,

(৩৫) ভৃশং ক্রোধবিসৃষ্টেন ব্রহ্মতেজোদ্ভবেন চ···নি।

অথ কালে ব্যতিক্রান্তে মহত্যতিভয়ঙ্করী।
অনাবৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা রাজন্! দ্বাদশবার্ষিকী ॥৩৬॥
তস্যাং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং মহর্ষয়ঃ।
বৃত্ত্যর্থং প্রাদ্রবন্ রাজন্! ক্ষুধার্ত্তাঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৩৭॥
দিগ্‌ভ্যস্তান্ প্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা মুনিঃ সারস্বতস্তদা।
গমনায় মতিঞ্চক্রে তৎ প্রোবাচ সরস্বতী ॥৩৮॥
ন গন্তব্যমিতঃ পুত্র! তবাহারমহং সদা।
দাস্যামি মৎস্যপ্রবরানদ্যতামিতি ভারত! ॥৩৯॥
ইত্যুক্তস্তর্পয়ামাস স পিতৄন্ দেবতাস্তথা।
আহারমকরোন্নিত্যং প্রাণান্ বেদাংশ্চ ধারয়ন্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। ব্যতিক্রান্তে অতীতে। অনুপ্রাপ্তা উপস্থিতা ॥৩৬॥
তস্যামিতি। বৃত্ত্যর্থমাহারেণ জীবনরক্ষানির্ব্বাহার্থম্। প্রাদ্রবন্ অধাবন্ ॥৩৭॥
দিগ্‌ভ্য ইতি। প্রদ্রুতান্ ধাবতঃ। গমনায় তদ্দেশাদাহারান্বেষণায় ॥৩৮॥
নেতি। আহারমাহারভূতান্। অদ্যতাং ত্বয়া স মৎস্যগণঃ খাদ্যতাম্ ॥৩৯॥
ইতীতি। আহারং সরস্বতীপ্রদত্তমৎস্যভোজনম্ ॥৪০॥

ভরতনন্দন! ক্রমে দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং মন্ত্রপূত, ব্রহ্মতেজে উৎপন্ন ও তেজস্বী সেই বজ্র নিক্ষেপ করিয়া, আটশত দশজন দৈত্যদানববীরকে বধ করিলেন ॥৩৪—৩৫॥

রাজা! তাহার পর অতিদীর্ঘকাল অতীত হইলে, দ্বাদশবর্ষব্যাপী অতিভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল ॥৩৬॥

রাজা! সেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিলে, মহর্ষিরা জীবন রক্ষা করিবার জন্য ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় নানাদিকে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

তখন সারস্বতমুনি সেই সকল মহর্ষিকে নানাদিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া, নিজেও সেস্থান হইতে গমন করিবার ইচ্ছা করিলেন। তখন সরস্বতী তাঁহাকে বলিল—॥৩৮॥

'পুত্র! এস্থান হইতে তোমার যাইতে হইবে না; আমি তোমাকে তোমার খাদ্যরূপে উত্তম উত্তম মৎস্য দান করিব; তুমি তাহাই ভোজন করিতে থাক।' ভরতনন্দন! সরস্বতী সারস্বতমুনিকে এই কথা বলিয়াছিল ॥৩৯॥

(৩৬) ··মহত্যতিভয়ঙ্করে ··পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৩৯)···মৎস্যপ্রবরাস্থদ্যতামিহ ··বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

অথ তস্যামনাবৃষ্ট্যামতীতায়াং মহর্ষয়ঃ।
অন্যোন্যং পরিপপ্রচ্ছুঃ পুনঃ স্বাধ্যায়কারণাৎ ॥৪১॥
তেষাং ক্ষুধাপরীতানাং নষ্টা বেদা বিধাবতাম্।
সর্ব্বেষামেব রাজেন্দ্র! ন কশ্চিৎ প্রতিভানবান্ ॥৪২॥
অথ কশ্চিদৃষিস্তেষাং সারস্বতমুপেযিবান্।
কুর্ব্বাণং সংযতাত্মানং স্বাধ্যায়মৃষিসত্তমম্ ॥৪৩॥
স গত্বাচষ্ট তেভ্যশ্চ সারস্বতমতিপ্রভম্।
স্বাধ্যায়মমরপ্রখ্যং কুর্ব্বাণং বিজনে বনে ॥৪৪॥
ততঃ সর্ব্বে সমাজগ্মুস্তত্র রাজন্! মহর্ষয়ঃ।
সারস্বতং মুনিশ্রেষ্ঠমিদমূচুঃ সমাগতাঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। পপ্রচ্ছুঃ ইদং বেদবাক্যং কীদৃশমিত্থমিতি ভাবঃ। স্বাধ্যায়কারণাৎ বেদস্মৃতি-হেতোঃ ॥৪১॥

তেষামিতি। ক্ষুধয়া পরীতানামাক্রান্তানাম্। প্রতিভানবান্ অধীতবেদস্মৃতিমান্ ॥৪২॥

অথেতি। উপেযিবানপগতবান্। স্বাধ্যায়ং বেদপাঠং কুর্ব্বাণম্ ॥৪৩॥

স ইতি। অতিপ্রভং মহাতেজসম্। অমরপ্রখ্যং দেবতুল্যম্ ॥৪৪॥

সরস্বতী এইরূপ বলিলে, সারস্বতমুনি দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন এবং প্রাণ ও বেদ ধারণ করিবার উদ্দেশে প্রত্যহ সরস্বতীপ্রদত্ত মৎস্য ভোজন করিতে থাকিলেন ॥৪০॥

তাহার পর সেই অনাবৃষ্টি অতীত হইলে, মহর্ষিরা পুনরায় অধীত বেদ স্মরণ করিবার জন্য পরস্পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! সেই মহর্ষিরা যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া, নানা দিকে ধাবিত হইতে-ছিলেন; তখন তাঁহাদের সকলেরই অধীত বেদের বিস্মৃতি হইয়াছিল। কেহই আর তাহা স্মরণ করিতে পারেন নাই ॥৪২॥

তৎপরে তাঁহাদের মধ্যে কোন ঋষি সংযতচিত্তে বেদপাঠে নিরত ঋষিশ্রেষ্ঠ সারস্বতের নিকট গমন করিলেন ॥৪৩॥

ক্রমে সেই ঋষি অত্যন্ত তেজস্বী এবং নির্জ্জন বনমধ্যে বেদপাঠে নিরত সারস্বতমুনির নিকট যাইয়া, আবার তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সেই বেদপাঠের বৃত্তান্ত পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণের নিকট বলিলেন ॥৪৪॥

(৪২)···নষ্টা ধীরভিধাবতাম্···পি, নষ্টা বেদাভিধাবতাম্—বঙ্গ। ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি হ—নি। (৪৩)···কুর্ব্বাণং সংশিতাত্মানং···নি।

অস্মানধ্যাপয়স্বেতি তানুবাচ ততো মুনিঃ।
শিষ্যত্বমুপগচ্ছধ্বং বিধিবদ্ধি মমেত্যুত ॥৪৬॥
তত্রাব্রুবন্ মুনিগণা বালস্ত্বমসি পুত্রক!।
স তানাহ ন মে ধর্ম্মো নশ্যেদিতি পুনর্মুনীন্ ॥৪৭॥
যো হ্যধর্ম্মেণ বৈ ব্রূয়াদ্‌গৃহ্ণীয়াদ্বাপ্যধর্ম্মতঃ।
হীয়েতাং তাবুভৌ ক্ষিপ্রং স্যাতাং বা বৈরিণাবুভৌ ॥৪৮॥
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তত্র সারস্বতস্যৈব তপোবনে ॥৪৫॥

অস্মানিতি। মুনিঃ সারস্বতঃ। উপগচ্ছধ্বং প্রাপ্নুত ॥৪৬॥

তত্রেতি। স সারস্বতঃ। ধর্ম্মঃ অধ্যাপকধর্ম্মঃ ॥৪৭॥

ধর্ম্মনাশসম্ভাবনামাহ য ইতি। যঃ অধ্যাপনযোগ্যো জনঃ, অধর্ম্মেণ গুরুশিষ্যন্যায়-ব্যত্যয়েন, ব্রূয়াৎ শিষ্যমধ্যাপয়েৎ; যশ্চাধ্যয়নার্থী, অধর্ম্মতস্তন্ন্যায়ব্যত্যয়েন, গৃহ্ণীয়াৎ অধীয়ীত। তাবুভাবেব গুরুশিষ্যৌ, ক্ষিপ্রম্, হীয়েতাং হানিং লভেতাম্, বৈরিণৌ পরস্পর-শত্রূ বা স্যাতাম্, ধর্ম্মত্যাগাদেবেতি ভাবঃ ॥৪৮॥

অথ ত্বত্তঃ প্রাচীনা বয়ং কথং তে শিষ্যত্বমুপগচ্ছাম ইত্যাহ নেতি। ঋষয়ঃ, হায়নৈর্বৎসরৈ-র্বয়োভিরিত্যর্থঃ; পলিতৈর্বয়োঽল্পত্বেঽপি রোগাদিনা বৃদ্ধভাবৈঃ, বিত্তেন ধনেন, বন্ধুভিঃ সহায়বাহুল্যেন চ, ধর্ম্মং প্রাধান্যন্যায়ম্, ন চক্রিরে ন নির্দ্ধারয়ামাসুঃ; যঃ খলু জনঃ অনূচানঃ স্বাঙ্গবেদবিৎ, স জন এব, নঃ অস্মাকং ব্রাহ্মণানাং মধ্যে, মহান্ প্রধানঃ। অতএব যুষ্মাকং বয়োবাহুল্যেঽপি অনূচানতয়া সর্ব্বথৈবাহং গুরুত্বযোগ্য ইতি ভাবঃ। "অনূচানঃ প্রবচনে স্বাঙ্গেঽধীতী" ইত্যমরঃ ॥৪৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সেই মহর্ষিরা সেইখানে সারস্বতমুনির নিকট গমন করিলেন এবং যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—॥৪৫॥

'আপনি আমাদিগকে বেদ অধ্যয়ন করান'। তাহার পর সারস্বতমুনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—'আপনারা যথাবিধানে আমার শিষ্য হউন' ॥৪৬॥

তখন সেই মুনিরা বলিলেন—'পুত্র! তুমি ত বালক।' পরে সারস্বত সেই মুনিগণকে পুনরায় বলিলেন—'না হইলে, আমার অধ্যাপকের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে' ॥৪৭॥

যিনি গুরুশিষ্যের ধর্ম্ম অনুসরণ না করিয়া, অধ্যয়ন করান; কিংবা যে সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন করে; তাঁহারা দুইজনই ক্ষতিগ্রস্ত হন; কিংবা পরস্পর শত্রু হইয়া থাকেন ॥৪৮॥

---

(৪৮)···ম্রিয়েতাং তাবুভৌ···নি।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মুনয়স্তে বিধানতঃ।
তস্মাদ্বেদাননুপ্রাপ্য পুনর্ধর্ম্মং প্রচক্রিরে ॥৫০॥
ষষ্টির্মুনিসহস্রাণি শিষ্যত্বং প্রতিপেদিরে।
সারস্বতস্য বিপ্রর্ষের্বেদস্বাধ্যায়কারণাৎ ॥৫১॥
মুষ্টিং মুষ্টিং ততঃ সর্ব্বে দর্ভাণাং তে হ্যুপাহরন্।
তস্যাসনার্থং বিপ্রর্ষের্বালস্যাপি বশে স্থিতাঃ ॥৫২॥
তত্রাপি দত্ত্বা বসু রৌহিণেয়ো মহাবলঃ কেশবপূর্বজোঽথ।
জগাম তীর্থং মুদিতঃ ক্রমেণ তং বৃদ্ধকন্যাশ্রমমেব বীরঃ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। বিধানতঃ শাস্ত্রবিধানানুসারেণ শিষ্যত্বোপগমেনেত্যর্থঃ। ধর্ম্মং ধর্ম্মকার্য্যম ॥৫০॥

ষষ্টিরিতি। বেদানাং স্বাধ্যায়কারণাৎ সম্যগধ্যয়নহেতোঃ ॥৫১॥

মুষ্টিমিতি। দর্ভাণাং কুশানাম্। আসনার্থমুপবেশনার্থম্ ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

যত্রেতি ॥১—৩১॥ পরমর্ষিণা দধীচিনা, স দেহস্তপসা সম্ভৃতঃ ॥৩২—৩৩॥ অস্য মুনেঃ। তদস্থিজেন বজ্রেণ ॥৩৪॥ নবতীর্নব দশাধিকামষ্টশতীম্ ॥৩৫—৫৩॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭॥

ঋষিরা বয়স, বার্দ্ধক্য, ধন ও সহায় অধিক হইলেই গুরু হওয়ার নিয়ম করেন নাই; কিন্তু যিনি অধিক শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি আমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রধান (গুরু হইবার যোগ্য) ॥৪৯॥

সেই মুনিরা সারস্বতের এই কথা শুনিয়া, যথাবিধানে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, তাঁহার নিকটে বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক পুনরায় ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন ॥৫০॥

ষষ্টিসহস্রমুনি সম্যগ্ বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য ব্রহ্মর্ষি সারস্বতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৫১॥

সেই মুনিরা বালক সারস্বতেরও বশীভূত থাকিয়া, তাঁহার উপবেশন করিবার জন্য এক এক মুট করিয়া কুশ আনয়ন করিতেন ॥৫২॥

(৫৩) ·খ্যাতং মহদ্বৃদ্ধকন্যা স্ম যত্র—বঙ্গ বর্দ্ধ,···খ্যাতং কুমার্য্যা তপো যত্র তপ্তম্··· পি। * '···একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '···দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ' নি।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

—————:০*০:—————

জনমেজয় উবাচ।

কথং কুমারী ভগবন্! তপোযুক্তা হ্যভূৎ পুরা।
কিমর্থঞ্চ তপস্তেপে কো বাস্যা নিয়মোঽভবৎ ॥১॥
সুদুষ্করমিদং ব্রহ্মন্! ত্বত্তঃ শ্রুতমনুত্তমম্।
আখ্যাহি তত্ত্বমখিলং যথা তপসি সা স্থিতা ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ঋষিরাসীন্মহাবীর্য্যঃ কুণিগর্গো মহাযশাঃ।
স তপ্ত্বা বিপুলং রাজন্! তপো বৈ তপসাং বরঃ।
মনসাথ সুতাং সুভ্রূং সমুৎপাদিতবান্ বিভুঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। রৌহিণেয়ো রোহিণীপুত্রো রামঃ, বসু ধনম্। তীর্থং তীর্থভূতম্ ॥৫৩॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

————:০:————

সামান্যেন শ্রুতং কন্যাবৃত্তান্তং বিশেষাবগমায় পৃচ্ছতি কথমিতি। তেপে চকার ॥১॥
সুদুষ্করমিতি। ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাত্তত্তাদৃশমুপাখ্যানম্। সা কুমারী ॥২॥

কৃষ্ণের অগ্রজ, মহাবল ও বীর বলরাম সেই সারস্বততীর্থেও ধন দান করিয়া, আনন্দিত হইয়া, ক্রমে বৃদ্ধকন্যাশ্রমতীর্থে গমন করিলেন ॥৫৩॥

——:*:——

জনমেজয় বলিলেন—'মাহাত্ম্যশালী মহর্ষি! সেই ঋষিকন্যা কি প্রকার তপস্বিনী হইয়াছিলেন? তিনি কি জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন? এবং কি প্রকারই বা তাঁহার তপস্যার নিয়ম হইয়াছিল? ॥১॥

ব্রাহ্মণ! আমি আপনার নিকট অতিদুষ্কর তপস্যার বিষয়ে অতি উত্তম উপাখ্যান সকল শুনিলাম। এখন সেই ঋষিকন্যা যেরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় আপনি বলুন' ॥২॥

---

(৩)···কুণিকুক্ষো···পি,···কুণিগার্গ্যো···নি, কুণির্গর্গো—বঙ্গ।

তাঞ্চ দৃষ্ট্বা মুনিঃ প্রীতঃ কুণিগর্গো মহাযশাঃ।
জগাম ত্রিদিবং রাজন্! সন্ত্যজ্যেহ কলেবরম্ ॥৪॥
সুভ্রূঃ সা হ্যথ কল্যাণী পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা।
মহতা তপসোগ্রেণ কৃত্বাশ্রমমনিন্দিতা ॥৫॥
উপবাসৈঃ পূজয়ন্তী পিতৄন্ দেবাংশ্চ সা পুরা।
তস্যাস্তু তপসোগ্রেণ মহান্ কালোঽত্যগান্নৃপ! ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
সা পিত্রা দীয়মানাপি তত্র নৈচ্ছদনিন্দিতা।
আত্মনঃ সদৃশং সা তু ভর্ত্তারং নান্বপশ্যত ॥৭॥
ততঃ সা তপসোগ্রেণ পীড়য়িত্বাত্মনস্তনুম্।
পিতৃদেবার্চ্চনরতা বভূব বিজনে বনে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ঋষিরিতি। তপসাং তপস্বিনাম্। সুভ্রূং কাঞ্চিৎ কন্যাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩॥
তামিতি। তাং বয়স্থামিতি শেষঃ। ত্রিদিবং স্বর্গম্ ॥৪॥
সুভ্রূরিতি। সুভ্রূর্নাম, পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা পদ্মনয়না। অত্যগাৎ অতীতবান্ ॥৫—৬॥
সেতি। দীয়মানা বরায় দাতুমিষ্যমাণাপি। নৈচ্ছদ্বরমিতি শেষঃ ॥৭॥
তত ইতি। তপসা বৈধক্লেশেন ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! মহাতেজা ও মহাযশা 'কুণিগর্গ'নামে এক ঋষি ছিলেন। তপস্বিশ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী সেই কুণিগর্গ গুরুতর তপস্যা করিয়া, সুভ্রূনাম্নী একটী মানসী কন্যা সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥৩॥

রাজা! কালক্রমে মহাযশা কুণিগর্গ সেই কন্যাটীকে বয়স্থা দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া, দেহত্যাগ করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন ॥৪॥

নরনাথ! তাহার পর অনিন্দ্যসুন্দরী ও পদ্মনয়না কল্যাণী সেই সুভ্রূ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, গুরুতর ও ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে থাকিয়া, উপবাস অবলম্বনপূর্ব্বক দেবগণ ও পিতৃগণের পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি যে ভীষণ তপস্যা করিতেছিলেন, তাহাতে দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছিল ॥৫—৬॥

পিতা তাঁহাকে বরহস্তে সম্প্রদান করিবার ইচ্ছা করিলেও অনিন্দ্যসুন্দরী সুভ্রূ সে বিষয়ে ইচ্ছা করেন নাই; কারণ, তিনি নিজের উপযুক্ত বরই দেখিতে পান নাই ॥৭॥

তাহার পর সুভ্রূ ভয়ঙ্কর তপস্যাদ্বারা আপন দেহের কষ্ট জন্মাইতে থাকিয়া, নির্জ্জন বনমধ্যে পিতৃলোক ও দেবলোকের পূজায় ব্যাপৃত হইলেন ॥৮॥

(৭)···পতিং নৈচ্ছদনিন্দিতা · নি।

আত্মানং মন্যমানাপি কৃতকৃত্যং শ্রমান্বিতা।
বার্দ্ধক্যেন চ রাজেন্দ্র! তপসা চৈব কর্ষিতা ॥৯॥
সা নাশকদ্‌যদা গন্তুং পদাৎ পদমপি স্বয়ম্।
চকার গমনে বুদ্ধিং পরলোকায় বৈ তদা ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
মোক্তুকামাস্তু তাং দৃষ্ট্বা শরীরং নারদোঽব্রবীৎ।
অসংস্কৃতায়াঃ কন্যায়াঃ কুতো লোকাস্তবানঘে! ॥১১॥
এবন্তু শ্রুতমস্মাভির্দেবলোকে মহাব্রতে!।
তপঃ পরমকং প্রাপ্তং ন তু লোকাস্ত্বয়া জিতাঃ ॥১২॥
তন্নারদবচঃ শ্রুত্বা সাব্রবীদৃষিসংসদি।
তপসোঽর্দ্ধং প্রয়চ্ছামি পাণিগ্রাহস্য সত্তম! ॥১৩॥
ইত্যুক্তে চাস্যা জগ্রাহ পাণিং গালবসম্ভবঃ।
ঋষিঃ প্রাক্‌শৃঙ্গবান্ নাম সময়ঞ্চেদমব্রবীৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

আত্মানমিতি। কর্ষিতা কৃষীকৃতা। স্বয়ং যষ্ট্যাত্মনবলম্বনেন ॥৯—১০॥

মোক্তুকামামিতি। মোক্তুকামাং ত্যক্তুমিচ্ছুম্। অসংস্কৃতায়া অবিবাহিতায়াঃ ॥১১॥

এবমিতি। প্রাপ্তং সঞ্চিতম্। লোকাঃ স্বর্গাঃ, জিতাঃ আয়ত্তীকৃতাঃ ॥১২॥

তদিতি। যো মে পাণিং গ্রহীষ্যতি তস্মৈ তপসোঽর্দ্ধং দাস্যামীত্যর্থঃ ॥১৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্রমে সুভ্রূ তপস্যার গুণে আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিয়া, বার্দ্ধক্য ও তপস্যার ফলে শ্রান্ত ও কৃশ দেহ হইয়া, যখন নিজে একপদ হইতে অপর পদে গমন করিতে সমর্থ হইতে লাগিলেন না, তখন পরলোকে গমন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৯—১০॥

তিনি যখন দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন নারদ আসিয়া, তাহা দেখিয়া বলিলেন—'নিষ্পাপে! অবিবাহিতা নারীর স্বর্গলাভ হইবে কি করিয়া? ॥১১॥

মহাব্রতে! আমরা স্বর্গবিষয়ে এইরূপই শুনিয়াছি। তুমি গুরুতর তপস্যা করিয়াছ বটে; কিন্তু বিবাহ না হওয়ায় স্বর্গ আয়ত্ত করিতে পার নাই' ॥১২॥

নারদের সেই কথা শুনিয়া সুভ্রূ ঋষিগণের সভায় বলিলেন—'সাধুশ্রেষ্ঠ! যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন; তাঁহাকে আমি আমার তপস্যার অর্দ্ধ দান করিব' ॥১৩॥

(১৩)···পাণিগ্রাহস্য সত্তমাঃ!—পি নি।

সময়েন তবাদ্যাহং পাণিং স্প্রক্ষ্যামি শোভনে!।
যদ্যেকরাত্রং বস্তব্যং ত্বয়া সহ ময়েতি বৈ।
তথেতি সা প্রতিশ্রুত্য তস্মৈ পাণিং দদৌ তদা ॥১৫॥
যথাদৃষ্টেন বিধিনা হুত্বা চাগ্নিং বিধানতঃ।
চক্রে চ পাণিগ্রহণং তস্যোদ্বাহঞ্চ গালবিঃ ॥১৬॥
সা রাত্রাবভবদ্রাজন্! তরুণী বরবর্ণিনী।
দিব্যাভরণবস্ত্রা চ দিব্যস্রগনুলেপনা ॥১৭॥
তাং দৃষ্ট্বা গালবিঃ প্রীতো দীপয়ন্তীমিব শ্রিয়া।
উবাস চ ক্ষপামেকাং প্রভাতে সাব্রবীচ্চ তম্ ॥১৮॥
যস্ত্বয়া সময়ো বিপ্র! কৃতো মে তপতাংবর!।
তেনোষিতাস্মি ভদ্রং তে স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। জগ্রাহ গ্রহীতুমিয়েষ। গালবসম্ভবো গালবমুনিপুত্রঃ ॥১৪॥
সময়েনেতি। স্প্রক্ষ্যামি গ্রহীষ্যামি। সা সুভ্রূঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥
যথেতি। তস্যোদ্বাহমিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। গালবির্গালবপুত্রঃ ॥১৬॥
সেতি। অভবৎ, তপঃপ্রভাবাদেবেতি ভাবঃ। বরবর্ণিনী উত্তমাঙ্গনা ॥১৭॥
তামিতি। দীপয়ন্তীমালোকং প্রসারয়ন্তীম্। ক্ষপাং রাত্রিম ॥১৮॥
য ইতি। সময়ো নিয়মঃ। ভদ্রং মঙ্গলম, স্বস্তি পুণ্যম্ ॥১৯॥

সুভ্রূ এইরূপ বলিলে, গালবের পুত্র প্রাক্‌শৃঙ্গবান্ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন এবং এই নিয়মের বিষয় বলিলেন—॥১৪॥

'শোভনে! আমি যদি তোমার সহিত একরাত্রি যথানিয়মে বাস করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিব'। তখন সুভ্রূ 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া, গালবিকে পাণি সমর্পণ করিলেন ॥১৫॥

ক্রমে গালবি শাস্ত্রদৃষ্ট বিধান অনুসারে হোম করিয়া, যথাবিধানে সুভ্রূর পাণিগ্রহণ ও বিবাহ করিলেন ॥১৬॥

রাজা! সুভ্রূ সেই রাত্রিতে তপস্যার প্রভাবে দিব্য অলঙ্কার, বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপনধারিণী যুবতি এবং উত্তমস্ত্রীরূপিণী হইলেন ॥১৭॥

সুভ্রূ তৎকালে আপন কান্তিতে সকল দিক্ আলোকিত করিতেছেন দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, গালবি তাঁহার সহিত একরাত্রি বাস করিলেন এবং প্রভাতকালে শুভ্রূ গালবিকে বলিলেন—॥১৮॥

'তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! আপনি আমার বিষয়ে যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেই

সানুজ্ঞাতাব্রবীদ্ভূয়ো যোঽস্মিংস্তীর্থে সমাহিতঃ।
বৎস্যতে রজনীমেকাং তর্পয়িত্বা দিবৌকসঃ ॥২০॥
চত্বারিংশতমষ্টৌ চ দ্বৌ চাষ্টৌ সম্যগাচরেৎ।
যো ব্রহ্মচর্য্যং বর্ষাণি ফলং তস্য লভেত সঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
এবমুক্ত্বা ততঃ সাধ্বী দেহং ত্যক্ত্বা দিবং গতা।
ঋষিরপ্যভবদ্দীনস্তস্যা রূপং বিচিন্তয়ন্ ॥২২॥
সময়েন তপোঽর্দ্ধঞ্চ কৃচ্ছ্রাৎ প্রতিগৃহীতবান্।
সাধয়িত্বা তদাত্মানং তস্যাঃ স গতিমাপ্তবান্।
দুঃখিতো ভরতশ্রেষ্ঠ! তস্যা রূপবলাৎকৃতঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। অনুজ্ঞাতা স্বর্গগমনায় গালবিনা। চত্বারিংশতং বর্ষাণীত্যাদি সম্বন্ধঃ, দ্বৌ বৎসরৌ। ব্রহ্মচর্য্যং প্রাগুক্তাষ্টবিধমৈথুনত্যাগম্ ॥২০—২১॥

এবমিতি। ঋষির্গালবিঃ, দীনঃ শোককাতরঃ ॥২২॥

সময়েনেতি। সময়েন প্রাগুক্তনিয়মেন। সাধয়িত্বা দেহহীনং নিষ্পাদ্য। ষট্‌পাদঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

কথমিতি ॥১—২০॥ চত্বারিংশতমষ্টৌ চেতি প্রতিবেদং দ্বাদশবর্ষাণীতি বেদচতুষ্টয়াধ্যয়নায়াষ্টচত্বারিংশদ্বর্ষাণি। ততো দ্বৌ বৎসরৌ স্নাতকেন গুরোরানৃণ্যার্থং সেবা কার্য্যা, ততোঽষ্টবার্ষিকীং কন্যাং পরিণীয় তস্যা যৌবনাবধ্যষ্টবর্ষাণীত্যষ্টপঞ্চাশদ্বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং সর্ব্বস্থেষ্টম্ ॥২১—২৭॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮॥

নিয়ম অনুসারে আমি আপনার সহিত একরাত্রি বাস করিলাম; এখন আমি চলিয়া যাইব, আপনার মঙ্গল হউক এবং আপনি ধর্ম্ম সঞ্চয় করুন' ॥১৯॥

গালবি সে বিষয়ে অনুমতি করিলে, সুভ্রূ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—'যে লোক এই তীর্থে দেবগণের তর্পণ করিয়া একরাত্রি বাস করিবে; সেই লোক—আটচল্লিশ বৎসর, আট বৎসর ও দুই বৎসর যাবৎ যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্যব্রতাচরণকারীর ফল লাভ করিবে' ॥২০—২১॥

এই কথা বলিয়া সাধ্বী সুভ্রূ দেহ ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে চলিয়া গেলেন; গালবিও তাঁহার রূপ স্মরণ করিয়া, শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন ॥২২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! গালবি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কষ্টে সুভ্রূর তপস্যার অর্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনিও তখন সুভ্রূর রূপে আকৃষ্ট ও দুঃখিত হইয়া, দেহ ত্যাগ করিয়া, তাঁহারই অনুসরণ করিলেন ॥২৩॥

(২৩)…তস্যাঃ সা গতিমন্বিয়াৎ—পি,…স গতিমন্বিয়াৎ—বঙ্গ বর্দ্ধ সো।

এতত্তে বৃদ্ধকন্যায়া ব্যাখ্যাতং চরিতং মহৎ।
তথৈব ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ স্বর্গস্য চ গতিঃ শুভা ॥২৪॥
তত্রস্থশ্চাপি শুশ্রাব হতং শল্যং হলায়ুধঃ।
তত্রাপি দত্ত্বা দানানি দ্বিজাতিভ্যঃ পরন্তপ!।
শুশোচ শল্যং সংগ্রামে নিহতং পাণ্ডবৈস্তদা ॥২৫॥
সমন্তপঞ্চকদ্বারাত্ততো নিষ্ক্রম্য মাধবঃ।
পপ্রচ্ছর্ষিগণান্ রামঃ কুরুক্ষেত্রস্য যৎ ফলম্ ॥২৬॥
তে পৃষ্টা যদুসিংহেন কুরুক্ষেত্রফলং বিভো!।
সমাচখ্যুর্মহাত্মানস্তস্মৈ সর্ব্বং যথাতথম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। বৃদ্ধকন্যায়াঃ সুভ্রুবঃ, ব্যাখ্যাতং বিশেষেণোক্তম্ ॥২৪॥
তত্রেতি। দীয়ন্ত ইতি দানানি ধনানি। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
সমন্তেতি। মাধবো মধুবংশীয়ো রামঃ। কুরুক্ষেত্রস্য কুরুক্ষেত্রযুদ্ধস্য ॥২৬॥
ত ইতি। যদুসিংহেন যদুবংশশ্রেষ্ঠেন রামেণ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

রাজা! এই আপনার নিকট বৃদ্ধকন্যার উদার চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বর্গ লাভের বিষয় বলিলাম ॥২৪॥

শত্রুসন্তাপকারী রাজা! বলরাম সেই স্থানে থাকিয়া শুনিতে পাইলেন যে, যুদ্ধে শল্য নিহত হইয়াছেন; পরে বলরাম সেই তীর্থেও ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া, যুদ্ধে পাণ্ডবনিহত শল্যের বিষয়ে শোক করিলেন ॥২৫॥

তাহার পর মধুবংশীয় বলরাম সেই তীর্থ হইতে সমন্তপঞ্চকের পথে আসিয়া, ঋষিগণের নিকট কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ফল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২৬॥

রাজা! যদুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই ঋষিগণের নিকটে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ফল জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মহাত্মারা বলরামের নিকটে যথাযথভাবে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ফল বলিলেন ॥২৭॥

* '...দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি।

ঊনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে সনাতনী রাম! সমন্তপঞ্চকম্।
সমীজিরে যত্র পুরা দিবৌকসো বরেণ সত্রেণ মহাবরপ্রদাঃ ॥১॥
পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা বহূনি বর্ষাণ্যমিতেন তেজসা।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে ॥২॥

রাম উবাচ।

কিমর্থং কুরুণা কৃষ্টং ক্ষেত্রমেতন্মহাত্মনা।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কথ্যমানং তপোধনাঃ! ॥৩॥

ঋষয় ঊচুঃ।

পুরা কিল কুরুং রাম! কর্ষন্তং সততোত্থিতম্।
অভ্যেত্য শক্রস্ত্রিদিবাৎ পর্য্যপৃচ্ছত কারণম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

সমন্তপঞ্চকস্যোৎকর্ষমাহ প্রজেতি। প্রজাপতের্ব্রহ্মণঃ, উত্তরবেদির্যজ্ঞস্য উত্তমা পরিষ্কৃতা ভূমিঃ, সনাতনী চিরন্তনী, সমন্তপঞ্চকশব্দস্য ব্যুৎপত্তিস্তু প্রাগেব দর্শিতা। সত্রেণ যজ্ঞেন ॥১॥

কুরুক্ষেত্রপদস্য ব্যুৎপত্তিমাহ পুরেতি। প্রকৃষ্টং কর্ষণাস্পদীকৃতম্। পপ্রথে প্রথিতম্ ॥২॥

কিমিতি। কুরুণা তদাখ্যেন রাজ্ঞা, ক্ষেত্রং ভূমিঃ ॥৩॥

পুরেতি। সততোত্থিতং কর্ষণ এব সর্ব্বদোদ্‌যোগিনম্। কারণং কর্ষণহেতুম্ ॥৪॥

ঋষিরা বলিলেন—'রাম! প্রধান বরদাতা দেবতারা পূর্ব্বকালে যে স্থানে উত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই সেই—'সমন্তপঞ্চক', ইহাকে ব্রহ্মার সনাতনী উত্তর-বেদি বলে ॥১॥

পূর্ব্বকালে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্ ও মহাত্মা কুরু নিজের অসাধারণ শক্তির গুণে এই ক্ষেত্র সকল বহু বৎসর যাবৎ কর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই এই স্থানটী—'কুরুক্ষেত্র'নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে' ॥২॥

বলরাম বলিলেন—'তপস্বিগণ! মহাত্মা কুরু এই ক্ষেত্রটীকে কেন কর্ষণ করিয়াছিলেন? তাহা আপনারা বলুন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি' ॥৩॥

ঋষিরা বলিলেন—'রাম! পূর্ব্বকালে রাজা কুরু সর্ব্বদা উদ্‌যোগী হইয়া এই

ইন্দ্র উবাচ।

কিমিদং বর্ত্ততে রাজন্! প্রযত্নেন পরেণ চ।
রাজর্ষে! কিমভিপ্রেতং যেনেয়ং কৃষ্যতে ক্ষিতিঃ ॥৫॥

কুরুরুবাচ।

ইহ যে পুরুষাঃ ক্ষেত্রে মরিষ্যন্তি শতক্রতো!।
তে গমিষ্যন্তি সুকৃতান্ লোকান্ পাপবিবর্জ্জিতান্ ॥৬॥
অবহস্য ততঃ শক্রো জগাম ত্রিদিবং প্রভুঃ।
রাজর্ষিরপ্যনির্ব্বিণ্ণঃ কর্ষত্যেব বসুন্ধরাম্ ॥৭॥
আগম্যাগম্য চৈবৈনং ভূয়ো ভূয়োঽবহস্য চ।
শতক্রতুরনির্ব্বিণ্ণং পৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা জগাম হ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। পরেণ মহতা। অভিপ্রেতং ত্বয়েতি শেষঃ ॥৫॥

ইহেতি। পুরুষা মানুষাঃ। সুকৃতান্ পুণ্যময়ান্, লোকান্ স্বর্গান্ ॥৬॥

অবেতি। অবহস্য কুরোরিচ্ছামাত্রেণ মৃতানাং স্বর্গলাভাসম্ভবেন তস্য নির্ব্বোধত্বসম্ভাবনয়া কৌতুকোদয়াদিতি ভাবঃ। অনির্ব্বিণ্ণ ইন্দ্রাবহাসেঽপি আত্মগ্লানিমনাপন্নঃ ঔৎসুক্য-প্রাবল্যাৎ ॥৭॥

আগম্যেতি। ভূয়ো ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ। পৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা কর্ষণকারণমিতি শেষঃ ॥৮॥

ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে লাগিলে, ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আসিয়া, উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন' ॥৪॥

ইন্দ্র বলিলেন—'রাজা! এটা কি হইতেছে! রাজর্ষি! আপনি কি ইচ্ছা করিয়াছেন? যেহেতু আপনি মহাযত্নে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছেন' ॥৫॥

কুরু বলিলেন—'দেবরাজ! যে সকল মানুষ এই ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিবে, তাহারা পুণ্যময় ও পাপশূন্য স্বর্গলোকে যাইবে' ॥৬॥

তদনন্তর প্রভাবশালী ইন্দ্র উপহাস করিয়া, পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন; এদিকে রাজর্ষি কুরুও সে উপহাসে আত্মগ্লানি অনুভব না করিয়া, ভূমি কর্ষণই করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তৎপরে ইন্দ্র আসিয়া আসিয়া, বার বার উপহাস করিয়া, আত্মগ্লানিশূন্য কুরুকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া, যাইতে লাগিলেন ॥৮॥

(৫) কিমিদং বর্ত্ততে কর্ম্ম···নি। (৬)···তে গমিষ্যন্তি স্বর্গলোকান্···পি, ক্ষেত্রে জনিষ্যন্তি···নি। (৮)···দৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা জগাম হ—পি।

যদা তু তপসোগ্রেণ চকর্ষ বসুধাং নৃপঃ।
ততঃ শক্রোঽব্রবীদ্দেবান্ রাজর্ষের্যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥৯॥
এতচ্ছ্রুত্বাব্রুবন্ দেবাঃ সহস্রাক্ষমিদং বচঃ।
বরেণ চ্ছন্দ্যতাং শক্র! রাজর্ষির্যদি শক্যতে ॥১০॥
যদি হ্যত্র প্রমীতা বৈ স্বর্গে গচ্ছন্তি মানবাঃ।
অস্মাননিষ্ট্বা ক্রতুভির্ভাগো নো ন ভবিষ্যতি ॥১১॥
আগম্য চ ততঃ শক্রস্তদা রাজর্ষিমব্রবীৎ।
অলং খেদেন ভবতঃ ক্রিয়তাং বচনং মম ॥১২॥
মানবা যে নিরাহারা দেহং ত্যক্ষ্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ।
যুধি বা নিহতাঃ সম্যগপি তির্য্যগ্‌গতা নৃপ! ॥১৩॥
তে স্বর্গভাজো রাজেন্দ্র! ভবিষ্যন্তি মহামতে!।
তথাস্ত্বিতি ততো রাজা কুরুঃ শক্রমুবাচ হ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যদেতি। নৃপঃ কুরুঃ। চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টম্ ॥৯॥
এতদিতি। সহস্রাক্ষমিন্দ্রম্। ছন্দ্যতাং স্বোপদেশরক্ষায়ামভিমুখীক্রিয়তাম্ ॥১০॥
যদীতি। প্রমীতা মৃতাঃ। অনিষ্ট্বা যজ্ঞেনাপূজয়িত্বা। ভাগো যজ্ঞাংশঃ ॥১১॥
আগম্যেতি। খেদেন এতৎ ক্ষেত্রকর্ষণপরিশ্রমেণ ॥১২॥
মানবা ইতি। নিরাহারা যজ্ঞাদৌ, অতন্দ্রিতা ইষ্টদেবস্মরণে প্রবৃত্তাঃ। তির্য্যগ্‌গতা মনুষ্যেতরপ্রাণিনঃ। স্বর্গভাজঃ স্বর্গগামিনঃ ॥১৩—১৪॥

তাহার পর কুরু যখন ভীষণ তপস্যা করিয়া, ভূমি কর্ষণ করিতে থাকিলেন, তখন ইন্দ্র রাজর্ষি কুরুর যাহা অভিপ্রেত ছিল, তাহা দেবগণকে বলিলেন—॥৯॥

ইন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া, দেবতারা তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—'দেবরাজ! আপনি যদি পারেন, তাহা হইলে বর দান করিয়া, রাজর্ষিকে নিবৃত্ত করুন ॥১০॥

মানুষেরা যদি যজ্ঞদ্বারা আমাদের সন্তোষবিধান না করিয়া, কেবল এইস্থানে মরিয়াই স্বর্গে যায়, তাহা হইলে আমাদের আর যজ্ঞভাগ লাভ হইবে না' ॥১১॥

তদনন্তর দেবরাজ আসিয়া রাজর্ষি কুরুকে বলিলেন—'মহারাজ! আপনার পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই; আমার কথা রক্ষা করুন ॥১২॥

মহামতি রাজশ্রেষ্ঠ রাজা! যে সকল মানুষ পূর্ব্বে যজ্ঞে অনাহারে থাকিয়া, পরে ইষ্টদেবস্মরণে প্রবৃত্ত হইয়া, এই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিবে, কিংবা যুদ্ধে নিহত হইবে; অথবা মনুষ্য ভিন্ন যে সকল প্রাণী এইস্থানে দেহ ত্যাগ করিবে, তাহারা

(১৪)···ভবন্তীহ হতাস্ত যে···নি।

ততস্তমভ্যনুজ্ঞাপ্য প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
জগাম ত্রিদিবং ভূয়ঃ ক্ষিপ্রং বলনিসূদনঃ ॥১৫॥
এবমেতদ্‌যদুশ্রেষ্ঠ! কৃষ্টং রাজর্ষিণা পুরা।
শক্রেণ চাভ্যনুজ্ঞাতং পুণ্যং প্রাণান্ বিমুঞ্চতাম্ ॥১৬॥
ব্রহ্মাদ্যৈশ্চ সুরশ্রেষ্ঠৈঃ পুণ্যৈ রাজর্ষিভিস্তথা।
নাতঃ পরতরং পুণ্যং ভূমেঃ স্থানং ভবিষ্যতি ॥১৭॥
ইহ তপ্স্যন্তি যে কেচিত্তপঃ পরমকং নরাঃ।
দেহত্যাগেন তে সর্ব্বে যাস্যন্তি ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্ ॥১৮॥
যে পুনঃ পুণ্যভাজো বৈ দানং দাস্যন্তি মানবাঃ।
তেষাং সহস্রগুণিতং ভবিষ্যত্যচিরেণ বৈ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ত্রিদিবং স্বর্গম্, বলনিসূদন ইন্দ্রঃ ॥১৫॥

এবমিতি। রাজর্ষিণা কুরুণা। পুণ্যং পুণ্যজনকতয়া স্বর্গজনকম্, অতএবেদং কুরুক্ষেত্রং কুরুপাণ্ডবৈর্যুদ্ধক্ষেত্রতয়া কল্পিতমিতি ভাবঃ ॥১৬॥

ব্রহ্মেতি। ভবিষ্যতি, ইত্যস্তমুক্তমিতি শেষঃ ॥১৭॥

ইহেতি। ক্ষয়ং ভবনম, "নিলয়াপচয়ৌ ক্ষয়ৌ" ইত্যমরঃ ॥১৮॥

য ইতি। পুণ্যভাজঃ পুণ্যার্জনার্থিনঃ। অত্র কুরুক্ষেত্র ইতি শেষঃ ॥১৯॥

সকলেই স্বর্গলোকে গমন করিবে'। 'তাহাই হউক' এই কথা কুরু ইন্দ্রকে বলিলেন ॥১৩—১৪॥

তাহার পর ইন্দ্র কুরুর অনুমতি লইয়া, হৃষ্টচিত্তে পুনরায় সত্বর স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥১৫॥

যদুশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে রাজর্ষি কুরু এই জন্য এইস্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও এই স্থানটীকে মুমূর্ষু ব্যক্তিগণের পক্ষে পুণ্যজনক বলিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন ॥১৬॥

আর ব্রহ্মাদি প্রধান দেবতারা এবং পুণ্যবান্ রাজর্ষিরা বলিয়াছিলেন যে, 'সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এইস্থান অপেক্ষা অধিক পুণ্যজনক স্থান আর হইবে না' ॥১৭॥

যে কোন মানুষ এই কুরুক্ষেত্রে গুরুতর তপস্যা করিবে, তাহারা সকলেই দেহ ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিবে ॥১৮॥

---

(১৬)···পুণ্যে প্রাণান্ মুমোচ হ—নি।

যে চেহ নিত্যং মনুজা নিবৎস্যন্তি শুভৈষিণঃ।
যমস্য বিষয়ং তে তু ন দ্রক্ষ্যন্তি কদাচন ॥২০॥
যক্ষ্যন্তি যে চ ক্রতুভির্মহদ্ভির্মনুজেশ্বরাঃ।
তেষাং ত্রিপিষ্টপে বাসো যাবদ্ভূমির্ধরিষ্যতি ॥২১॥
অপি চাত্র স্বয়ং শক্রো জগৌ গাথাং সুরাধিপঃ।
কুরুক্ষেত্রে নিবদ্ধাং বৈ তাং শৃণুষ্ব হলায়ুধ! ॥২২॥
পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রাদ্বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥২৩॥
সুরর্ষভা ব্রাহ্মণসত্তমাশ্চ তথা নৃগাদ্যা নরদেবমুখ্যাঃ।
ইষ্ট্বা মহার্হৈঃ ক্রতুভির্নৃসিংহাঃ সন্ত্যজ্য দেহান্ সুগতিং প্রপন্নাঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। বিষয়ং দেশং লোকমিতি যাবৎ। ন দ্রক্ষ্যন্তি স্বর্গগমনাৎ ॥২০॥
যক্ষ্যন্তীতি। ক্রতুভির্যজ্ঞৈঃ। ত্রিপিষ্টপে স্বর্গে, ধরিষ্যতি স্থাস্যতি ॥২১॥
অপীতি। গাথাং গানরূপতয়া বদ্ধাং বাচম্। নিবদ্ধাং রচিতাম্ ॥২২॥
পাংশব ইতি। পাংশবো দুষ্কৃতকর্ম্মাণং স্পৃশন্তো ধূলয়ঃ, সমুদীরিতাঃ প্রেরিতাঃ ॥২৩॥
সুরেতি। সুরর্ষভা দেবশ্রেষ্ঠাঃ, নরদেবমুখ্যা রাজশ্রেষ্ঠাঃ। ইষ্ট্বা যাগং কৃত্বা, মহার্হৈরতিপ্রশস্তৈঃ। সুরর্ষভা ইত্যস্য ইষ্ট্বেতিমাত্রেণান্বয়ঃ, অমরাণাং তেষাং দেহত্যাগাসম্ভবাৎ ॥২৪॥

যে সকল মানুষ পুণ্য লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া, এইস্থানে দান করিবে, তাহাদের সেই দানফল অচিরকালমধ্যেই সহস্র গুণ হইবে ॥১৯॥

যে সকল মানুষ শুভার্থী হইয়া, সর্ব্বদা এইস্থানে বাস করিবে, তাহারা কখনও যমলোক দর্শন করিবে না ॥২০॥

যে সকল রাজা এইস্থানে মহাযজ্ঞ করিবেন, যত কাল পৃথিবী থাকিবে, তত কাল তাঁহাদের স্বর্গে বাস হইবে ॥২১॥

রাম! দেবরাজ ইন্দ্র এই কুরুক্ষেত্রে যে গাথাটী রচনা করিয়া, গান করিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন—॥২২॥

'কুরুক্ষেত্র হইতে বায়ুকর্ত্তৃক উত্তোলিত ধূলিও পাপিলোককেও পরম গতি লাভ করাইয়া থাকে ॥২৩॥

দেবশ্রেষ্ঠগণ, প্রধান ব্রাহ্মণগণ এবং নরশ্রেষ্ঠ ও রাজশ্রেষ্ঠ নৃগপ্রভৃতি রাজগণ এইস্থানে অতিপ্রশস্ত যজ্ঞ করিয়া, দেহত্যাগপূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥২৪॥

তারন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য।
এতৎ কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে ॥২৫॥
শিবং মহৎ পুণ্যমিদং দিবৌকসাং সুসম্মতং সর্বগুণৈঃ সমন্বিতম্।
অতশ্চ সর্ব্বেঽত্র নৃপা হতা রণে যাস্যন্তি পুণ্যাং গতিমক্ষয়াং সদা ॥২৬॥
ইত্যুবাচ স্বয়ং শক্রঃ কুরুক্ষেত্রমহোদয়ম্।
তচ্চানুমোদিতং সর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে উনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

কুরুক্ষেত্রস্য সর্বতঃ সীমামাহ তারন্তুকেতি। তারন্তুকারন্তুকাখ্যৌ স্থানবিশেষৌ তয়োর্যদন্তরং মধ্যম্, রামহ্রদানাং জামদগ্ন্যকৃতপিতৃতর্পণার্থকগর্ত্তানাম্, মচক্রুকস্য তদাখ্যস্য স্থানস্য চ যদন্তরম্, এতত্তৎ কুরুক্ষেত্রস্য সমন্তপঞ্চকং নাম স্থানম্; তদেব চ প্রজাপতের্ব্রহ্মণঃ, উত্তরবেদির্নাম্নোচ্যতে মুনিভিঃ, অস্য প্রাগুক্তত্বেঽপি প্রসঙ্গভেদাদপুনরুক্তিঃ ॥২৫॥

শিবমিতি। শিবং জীবতাং মঙ্গলকরম্, পুণ্যং জনকম্, দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥২৬॥

ইতীতি। উবাচ গাথাত্বেন, কুরুক্ষেত্রস্য মহোদয়মত্যুৎকর্ষম্ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে উনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রজাপতেরিতি ॥১—১৭॥ ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ং নিবাসম্ ॥১৮—২৫॥ সারস্বতানাং তীর্থানাং বর্ণনং কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যজ্ঞাপনার্থম্। তদপি তত্র মৃতানামন্যেষামপি স্বর্গতিপ্রদং কিমুত-ক্ষত্রধর্ম্মেণ মৃতানামিত্যেতদর্থম্। তদেবোপসংহরন্ দর্শয়তি—অতশ্চেতি ॥২৬—২৭॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯॥

তারন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুকের যাহা মধ্যস্থান, তাহাকেই কুরুক্ষেত্রের 'সমন্তপঞ্চক' বলে এবং মুনিরা ইহাকেই ব্রহ্মার উত্তরবেদি বলিয়া থাকেন ॥২৫॥

এই স্থানটী—মঙ্গলময়, পুণ্যজনক, দেবগণের অত্যন্ত প্রিয় ও সর্ব্বগুণসমন্বিত; অতএব রাজারা এইস্থানে যুদ্ধে নিহত হইয়া, সর্ব্বদা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবেন' ॥২৬॥

স্বয়ং দেবরাজ কুরুক্ষেত্রের এইরূপ বিশেষ উৎকর্ষের কথা বলিয়াছেন, আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও তাহা অনুমোদন করিয়াছেন' ॥২৭॥

---

(২৫) তার্বর্ণকার্বর্ণকয়োঃ·· পি,···মচক্রকস্য···বঙ্গ বর্দ্ধ। * '·· ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '···চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

—— ঃ❀ঃ ——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কুরুক্ষেত্রং ততো দৃষ্ট্বা দত্ত্বা দায়াংশ্চ সাত্বতঃ।
আশ্রমং সুমহদ্দিব্যমগমজ্জনমেজয়! ॥১॥
মধূকাম্রবণোপেতং প্লক্ষন্যগ্রোধসঙ্কুলম্।
চিরবিল্বযুতং পুণ্যং পনসার্জ্জুনসঙ্কুলম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
তং দৃষ্ট্বা যাদবশ্রেষ্ঠঃ প্রবরং পুণ্যলক্ষণম্।
পপ্রচ্ছ তানৃষীন্ সর্ব্বান্ কস্যাশ্রমবরস্ত্বয়ম্ ॥৩॥
তে তু সর্বে মহাত্মান ঊচু রাজন্! হলায়ুধম্।
শৃণু বিস্তরশো রাম! যস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ ॥৪॥
অত্র বিষ্ণুঃ পুরা দেবস্তপ্তবাংস্তপ উত্তমম্।
অত্রাস্য বিধিবদ্‌যজ্ঞাঃ সর্বে বৃত্তাঃ সনাতনাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কুরুক্ষেত্রমিতি। দীয়ন্তে ইতি দায়া ধনানি তান্, সাত্বতস্তদ্বংশীয়ো রামঃ। মধূকা মধুদ্রুমাঃ, প্লক্ষাঃ পর্কটীবৃক্ষাঃ ন্যগ্রোধা বটবৃক্ষাশ্চ তৈ সঙ্কুলং ব্যাপ্তম্ ॥১—২॥

তমিতি। প্রবরমুত্তমম, পুণ্যলক্ষণং পবিত্রস্বরূপম্ ॥৩॥

ত ইতি। হলায়ুধং বলরামম্। আশ্রম আসীদিতি শেষঃ ॥৪॥

অত্রেতি। তপ্তবান্ কৃতবান্। বৃত্তাঃ নিষ্পন্নাঃ, সনাতনাশ্চিরস্থায়িফলাঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয়! তাহার পর বলরাম কুরুক্ষেত্র দেখিয়া এবং সেস্থানে দান করিয়া, অতিবিশাল ও মনোহর একটী আশ্রমে গমন করিলেন। সেই আশ্রমটীতে মহুয়া ও আম্রবন, বহুতর পর্কটী ও বটবৃক্ষ, বহু দিন হইতে বিল্ববৃক্ষ এবং পনস ও অর্জ্জুনবৃক্ষ সকল বিদ্যমান ছিল ॥১—২॥

যদুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই উত্তম ও পবিত্র আশ্রমটী দেখিয়া, ঋষিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই উত্তম আশ্রমটী কাঁহার' ॥৩॥

রাজা! তখন সেই মহাত্মারা সকলে বলরামকে বলিলেন—'রাম! পূর্ব্বে যাঁহার এই আশ্রমটী ছিল, তাঁহার বিষয় আপনি বিস্তরক্রমে শ্রবণ করুন—॥৪॥

(১)··আশ্রমং সুমহৎ পুণ্যং···পি নি।

অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রহ্মচারিণী।
যোগযুক্তা দিবং যাতা তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী ॥৬॥
বভূব শ্রীমতী রাম! শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
সুতা ধৃতব্রতা সাধ্বী নিয়তা ব্রহ্মচারিণী ॥৭॥
সা তু তপ্ত্বা তপো ঘোরং দুশ্চরং স্ত্রীজনেন হ।
গতা স্বর্গং মহাভাগা দেবব্রাহ্মণপূজিতা।
শ্রুত্বা ঋষীণাং বচনমাশ্রমং তং জগাম হ ॥৮॥
ঋষীংস্তানভিবাদ্যাথ পার্শ্বে হিমবতোঽচ্যুতঃ।
সন্ধ্যাকার্য্যাণি সর্বাণি নির্বর্ত্ত্যারুরুহেঽচলম্ ॥৯॥
নাতিদূরং ততো গত্বা নগং তালধ্বজো বলী।
পুণ্যং তীর্থবরং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অত্রেতি। কৌমারাৎ শৈশবাদারভ্যৈব ব্রহ্মচারিণী জিতেন্দ্রিয়া ॥৬॥

বভূবেতি। শ্রীমতী সুন্দরী। নিয়তা সংযতচিত্তা, ব্রহ্মচারিণী যথাকালেঽপি মৈথুন-ত্যাগিনী ॥৭॥

সেতি। জগাম প্রকরণাদ্বলরাম ইতি শেষঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥

ঋষীনিতি। অচ্যুতো ধর্ম্মকার্য্যাদভ্রষ্টো রামঃ। নির্বর্ত্ত্য সমাপ্য ॥৯॥

নেতি। নগং পর্ব্বতং হিমবন্তম্, তালধ্বজো রামঃ ॥১০॥

এই স্থানে পূর্ব্বকালে ভগবান্ নারায়ণ গুরুতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই চিরস্থায়ী ফলজনক তাঁহার নানাবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল ॥৫॥

এই স্থানেই বাল্যকালাবধি জিতেন্দ্রিয়া, তপস্বিনী ও যোগাভ্যাসকারিণী একটী ব্রাহ্মণকন্যা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥৬॥

রাম! তিনি মহাত্মা শাণ্ডিল্যের কন্যা, পরমসুন্দরী, সংযতচিত্তা, ব্রতাবলম্বিনী, সাধুস্বভাবা ও ব্রহ্মচারিণী ছিলেন ॥৭॥

দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সম্মানিতা, মহাভাগা সেই শাণ্ডিল্যকন্যা স্ত্রীলোকের পক্ষে দুষ্কর ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়া, যথাসময়ে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন।' বলরাম ঋষিগণের সেই সকল বাক্য শুনিয়া, সেই আশ্রমে গমন করিলেন ॥৮॥

তাহার পর ধার্ম্মিক বলরাম ঋষিগণকে অভিবাদন করিয়া, হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক হিমালয়ে আরোহণ করিলেন ॥৯॥

---

(৭)···বভূব শ্রীমতী রাজন্!—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

প্রভাবঞ্চ সরস্বত্যাঃ প্লক্ষপ্রস্রবণং বলঃ।
সংপ্রাপ্তঃ কারবপনং প্রবরং তীর্থমুত্তমম্ ॥১১॥
হলায়ুধস্তত্র চাপি দত্ত্বা দানং মহাবলঃ।
আপ্লুতঃ সলিলে পুণ্যে সুশীতে বিমলে শুচৌ।
সন্তর্পয়ামাস পিতৄন্ দেবাংশ্চ রণদুর্ম্মদঃ ॥১২॥
তত্রোষ্যৈকান্তু রজনীং যতিভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুণ্যং জগামাশ্রমমচ্যুতঃ ॥১৩॥
ইন্দ্রোঽগ্নিরর্য্যমা চৈব যত্র প্রাক্ প্রীতিমাপ্নুবন্।
তং দেশং কারবপনাদ্‌যমুনায়াং জগাম হ ॥১৪॥
স্নাত্বা তত্রাপি ধর্ম্মাত্মা পরাং প্রীতিমবাপ্য চ।
ঋষিভিশ্চৈব সিদ্ধৈশ্চ সহিতো বৈ মহাবলঃ।
উপবিষ্টঃ কথাঃ শুভ্রাঃ শুশ্রাব যদুপুঙ্গবঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রভাবমিতি। প্লক্ষাৎ পর্কটীবনাৎ প্রস্রবণং প্রবহণরূপম্। কারবপনং নাম ॥১১॥
হলেতি। আপ্লুতঃ কৃতস্নানঃ, শুচৌ পবিত্রে। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥
তত্রেতি। উষ্য উষিত্বা, যতিভির্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ। অচ্যুতো ধর্ম্মাদভ্রষ্টঃ ॥১৩॥
ইন্দ্র ইতি। অর্য্যমা সূর্য্যঃ, কারবপনাৎ তদাখ্যাদ্দেশাৎ ॥১৪॥
স্নাত্বেতি। সিদ্ধৈস্তপোযোগানুষ্ঠানেন কৃতার্থৈঃ। শুভ্রা নির্ম্মলাঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥

বলবান্ বলরাম সে স্থান হইতে পর্বতপথেই অনতিদূরে যাইয়া, উত্তম একটী পবিত্র তীর্থ দেখিয়া, অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥১০॥

ক্রমে বলরাম কারবপননামক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; সেই তীর্থে সরস্বতীনদী পর্কটীবন হইতে নির্গত হইতেছিল এবং তথায় তাহার খরস্রোত বহিতেছিল ॥১১॥

মহাবল ও যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ বলরাম সেই তীর্থেও পবিত্র, শীতল ও নির্ম্মল জলে স্নান এবং দান করিয়া, দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন ॥১২॥

ধার্ম্মিক বলরাম জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই তীর্থে একরাত্রি বাস করিয়া, মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥১৩॥

পরে ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্য যে স্থানে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, বলরাম কারবপন হইতে যমুনানদীর সেই স্থানে গমন করিলেন ॥১৪॥

---

(১৪)···যদুশ্রেষ্ঠো জগাম হ—পি,···স তস্মাদাজগাম হ—নি।

তথা তু তিষ্ঠতাং তেষাং নারদো ভগবানৃষিঃ।
আজগামাথ তং দেশং যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ ॥১৬॥
জটামণ্ডলসংবীতঃ স্বর্ণচীরো মহাতপাঃ।
হেমদণ্ডধরো রাজন্! কমণ্ডলুধরস্তথা ॥১৭॥
কচ্ছপীং সুখশব্দাং তাং গৃহ্য বীণাং মনোরমাম্।
নৃত্যে গীতে চ কুশলো দেবব্রাহ্মণপূজিতঃ ॥১৮॥
প্রকর্ত্তা কলহানাঞ্চ নিত্যঞ্চ কলহপ্রিয়ঃ।
তং দেশমগমদ্যত্র শ্রীমান্ রামো ব্যবস্থিতঃ ॥১৯॥ (বিশেষকম্)
প্রত্যুত্থায় তু তং সম্যক্ পূজয়িত্বা যতব্রতম্।
দেবর্ষিং পর্য্যপৃচ্ছৎ স যথাবৃত্তং কুরূন্ প্রতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। তথা নির্ম্মলকথালাপেন। তেষামৃষীণাং সমীপে ॥১৬॥

জটেতি। জটানাং মণ্ডলেন সমূহেন সংবীত আবৃতঃ, স্বর্ণচীরঃ সুবর্ণময়কৌপীনধারী। কচ্ছপীং নাম, সুখশব্দাং সুখজনকরবাম্, গৃহ্য গৃহীত্বা। প্রকর্ত্তা প্রকর্ষেণ ঘটয়িতা। শ্রীমান্ কান্তিমান্ ॥১৭—১৯॥

প্রতীতি। যতং সংযম এব ব্রতং নিয়মো যস্য তম্ ॥২০॥

ধর্ম্মাত্মা ও মহাবল যদুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই তীর্থেও স্নান ও বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া, ঋষিগণ ও সিদ্ধগণের সহিত উপবিষ্ট থাকিয়া, নির্ম্মল উপাখ্যান সকল শুনিতে লাগিলেন ॥১৫॥

ঋষিরা সেইভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে, বলরাম যে স্থানে বসিয়াছিলেন, ভগবান্ নারদ সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥১৬॥

রাজা! তৎকালে নারদ মনোহর ও মধুররবসম্পন্ন কচ্ছপীনাম্নী বীণা, স্বর্ণময় কৌপীন, স্বর্ণময় দণ্ড ও সুন্দর একটী কমণ্ডলু ধারণ করিতেছিলেন এবং জটামণ্ডলে তাঁহার সমস্ত দেহ আবৃত ছিল, এইভাবে মহাতপস্বী, নৃত্যগীতনিপুণ, দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণপূজিত, কলহপ্রিয় এবং লোকমধ্যে পরস্পর কলহঘটক দেবর্ষি নারদ শ্রীমান্ বলরাম যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৭—১৯॥

তখন বলরাম গাত্রোত্থান ও অভিবাদন করিয়া, চিরসংযমী নারদের নিকটে কুরুপাণ্ডবগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২০॥

(১৭)···কুশচীরী···নি। (২০)···যতব্রতী···পি

ততোঽস্যাকথয়দ্রাজন্ ! নারদঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ।
সর্ব্বমেতদ্‌যথাবৃত্তমতীব কুরুসংক্ষয়ম্ ॥২১॥
ততোঽব্রবীদ্‌রৌহিণেয়ো নারদং দীনয়া গিরা ।
কিমবস্থস্তু তৎক্ষেত্রং যে চ তত্রাভবন্নৃপাঃ ॥২২॥
শ্রুতমেতন্ময়া পূর্ব্বং সর্ব্বমেব তপোধন ! ।
বিস্তরশ্রবণে জাতং কৌতূহলমতীব মে ॥২৩॥

নারদ উবাচ ।

পূর্ব্বমেব হতো ভীষ্মো দ্রোণঃ সিন্ধুপতিস্তথা ।
হতো বৈকর্ত্তনঃ কর্ণঃ পুত্রাশ্চাস্য মহারথাঃ ॥২৪॥
ভূরিশ্রবা রৌহিণেয় ! মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র তত্র মহাবলাঃ ॥২৫॥
প্রিয়ান্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য জয়ার্থং কৌরবস্য বৈ ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অতীবকুরুসংক্ষয়ঃ কুরুবংশধ্বংসো যস্মিন্ তত্তাদৃশমুপাখ্যানম্ ॥২১॥
তত ইতি । রৌহিণেয়ো রামঃ, দীনয়া উদ্বেগাৎ কাতরয়া । অভবন্ আসন্ ॥২২॥
নমু কিমিতঃ পূর্ব্বং ন শ্রুতমিদমিত্যাহ শ্রুতমিতি । শ্রুতং সংক্ষেপেণেতি ভাবঃ ॥২৩॥
পূর্ব্বমিতি । সিন্ধুপতির্জয়দ্রথঃ । বৈকর্ত্তন ইত্যস্য ব্যুৎপত্তিস্তু প্রাগ্ বহুশ উক্তাঃ ॥২৪॥
ভূরীতি । মদ্ররাজঃ শল্যঃ । হতা ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥২৫—২৬॥

রাজা ! তাহার পর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ নারদ বলরামের নিকটে যুদ্ধে যে কুরুপাণ্ডবগণের ক্ষয় হইয়াছে, সেই বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিতে লাগিলেন ॥২১॥

তাহার পর বলরাম কাতর বাক্যে নারদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'বর্ত্তমান সময়ে কুরুক্ষেত্রের অবস্থা কি ? এবং সেখানে যে সকল রাজা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বা কি দশা হইয়াছে ? ॥২২॥

তপোধন ! আমি পূর্ব্বে সংক্ষেপে এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত সমস্তই শুনিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে বিস্তরক্রমে শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে' ॥২৩॥

নারদ বলিলেন—'পূর্ব্বেই ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, বৈকর্ত্তন কর্ণ এবং উঁহার মহারথ পুত্রেরা নিহত হইয়াছেন ॥২৪॥

রোহিণীনন্দন ! ভূরিশ্রবা ও বলবান্ শল্য ইহারা এবং অন্য বহুতর মহাবল

(২১)·· সর্ব্ববেদবিৎ·· নি। (২৬)·· প্রিয়ার্থং কৌরবস্য বৈ·· নি।

অহতাংশ্চ মহাবাহো! শৃণু মে তত্র মাধব!।
ধার্ত্তরাষ্ট্রবলে শেষাস্ত্রয়ঃ সমিতিমর্দ্দনাঃ ॥২৭॥
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্।
তেঽপি বৈ বিদ্রুতা রাম! দিশো দশ ভয়াত্তদা ॥২৮॥
দুর্য্যোধনো হতে শল্যে প্রদ্রুতেষু কৃপাদিষু।
হ্রদং দ্বৈপায়নং নাম বিবেশ ভৃশদুঃখিতঃ ॥২৯॥
শয়ানং ধার্ত্তরাষ্ট্রন্তু স্তম্ভিতে সলিলে তদা।
পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণেন বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরার্দ্দয়ন্ ॥৩০॥
স তুদ্যমানো বলবান্ বাগ্‌ভী রাম! সমন্ততঃ।
উত্থিতঃ স হ্রদাদ্বীরঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

অহতানিতি। সমিতৌ যুদ্ধে। মর্দ্দয়ন্তি বিপক্ষান্ নিপীড়য়ন্তীতি তে তথোক্তাঃ ॥২৭॥
অথ কে ত ইত্যাহ কৃপ ইতি। বিদ্রুতাঃ পলায়িতাঃ ॥২৮॥
দুর্য্যোধন ইতি। প্রদ্রুতেষু পলায়িতেষু। আদিপদেন কৃতবর্ম্মাশ্বত্থাম্নোর্গ্রহণম্ ॥২৯॥
শয়ানমিতি। শয়ানমবতিষ্ঠমানম্, ধার্ত্তরাষ্ট্রং দুর্য্যোধনম্ ॥৩০॥
স ইতি। তুদ্যমানো ব্যথ্যমানঃ, সমন্ততো হ্রদস্য সর্ব্বাসু দিক্ষু ॥৩১॥

যোদ্ধা, আর যুদ্ধে অনিবর্ত্তী অনেক রাজা ও রাজপুত্র দুর্য্যোধনের জয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, লোকান্তরে গমন করিয়াছেন ॥২৫—২৬॥

মহাবাহু রাম! যাঁহারা সেস্থানে নিহত হন নাই, তাঁহাদের নামও শ্রবণ কর—দুর্য্যোধনের সমগ্র সৈন্যমধ্যে এখন মাত্র যুদ্ধবিজয়ী তিন জন অবশিষ্ট আছেন ॥২৭॥

রাম! কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও বলবান্ অশ্বত্থামা এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহারাও তখন ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতেছিলেন ॥২৮॥

শল্য নিহত হইলে এবং কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা পলায়ন করিলে, দুর্য্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥২৯॥

তখন দুর্য্যোধন হ্রদের জল স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলে, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের সহিত আসিয়া, ভীষণ বাক্যদ্বারা তাঁহাকে পীড়ন করিয়াছিলেন ॥৩০॥

রাম! পাণ্ডবেরা সকল দিক্ হইতে বাক্যদ্বারা ভৎসনা করিলে লাগিলে, বীর দুর্য্যোধন গদা ধারণ করিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়াছেন ॥৩১॥

(২৭)…ত্রয়ঃ সমিতিশোভনাঃ…পি। (২৯)…হতে সৈন্যে প্রদ্রুতেষু কৃপাদিষু…পি,… হতে সৈন্যে প্রদ্রুতেষু পদাতিষু…নি।

স চাপ্যুপগতে যোদ্ধুং ভীমেন সহ সাম্প্রতম্ ।
ভবিষ্যতি তয়োরদ্য যুদ্ধং রাম ! সুদারুণম্ ॥৩২॥
যদি কৌতূহলং তেঽস্তি ব্রজ মাধব ! মা চিরম্ ।
পশ্য যুদ্ধং মহাঘোরং শিষ্যয়োর্যদি মন্যসে ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা তানভ্যর্চ্চ্য দ্বিজর্ষভান্ ।
সর্ব্বান্ বিসর্জয়ামাস যে তেনাভ্যাগতাঃ সহ ॥৩৪॥
গম্যতাং দ্বারকা চেতি সোঽন্বশাদনুযায়নঃ ।
সোঽবতীর্য্যাচলশ্রেষ্ঠাৎ প্লক্ষপ্রস্রবণাৎ শুভাৎ ॥৩৫॥
ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বা তীর্থফলং মহৎ ।
বিপ্রাণাং সন্নিধৌ শ্লোকমগায়দিদমচ্যুতঃ ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্)
সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ সরস্বতীবাসসমাঃ কুতো গুণাঃ ।
সরস্বতীং প্রাপ্য দিবং গতা জনাঃ সদা স্মরিষ্যন্তি নদীং সরস্বতীম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স দুর্য্যোধনঃ। অদ্য ইদানীম্ ॥৩২॥

যদীতি। কৌতূহলং যুদ্ধদর্শনে, মা চিরং বিলম্বং কুরুষ্বেতি শেষঃ ॥৩৩॥

নারদস্যেতি। অভ্যর্চ্চ্য দানমানাভ্যাং সৎকৃত্য। অভ্যাগতাস্তীর্থযাত্রাকালে ॥৩৪॥

গম্যতামিতি। অন্বশাদাদিষ্টবান্। শ্লোকশব্দস্য পুংস্ত্বমপি, "শ্লোকান্মুনি দশ পঞ্চ চ রাজপুত্রি !" ইতি কলাপচন্দ্রিকায়াং সুষেণধৃতবচনাচ্চ। অচ্যুতো ধর্ম্মাদভ্রষ্টঃ ॥৩৫—৩৬॥

রাম ! এবং তিনি এখন ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব আজ তাঁহাদের অতিদারুণ যুদ্ধ হইবে ॥৩২॥

মধুবংশনন্দন ! সেই যুদ্ধ দেখিতে তোমার যদি কৌতুক হয়, তবে সত্বর যাও, বিলম্ব করিও না। যদি ভাল মনে কর, তবে সেই শিষ্য দুই জনের অতিদারুণ যুদ্ধ দর্শন কর' ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বলরাম নারদের কথা শুনিয়া—যাঁহারা তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই সম্মান দেখাইয়া বিদায় করিলেন ॥৩৪॥

'আপনারা দেশে যাইতে পারেন' এইভাবে বলরাম অনুচরগণকে আদেশ করিলেন। তাহার পর ধার্ম্মিক বলরাম মঙ্গলময় প্লক্ষপ্রস্রবণপর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া, তীর্থের মহাফল শ্রবণপূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া, ব্রাহ্মণগণের নিকটে এই শ্লোক বলিলেন—॥৩৫—৩৬॥

সরস্বতী সর্বনদীষু পুণ্যা সরস্বতী লোকসুখাবহা সদা।
সরস্বতীং প্রাপ্য জনাঃ সুদুষ্কৃতং সদা ন শোচন্তি পরত্র চেহ চ ॥৩৮॥
ততো মুহুর্মুহুঃ প্রীত্যা প্রেক্ষমাণঃ সরস্বতীম্।
হয়ৈর্যুক্তং রথং শুভ্রমাতিষ্ঠত পরন্তপঃ ॥৩৯॥
স শীঘ্রগামিনা তেন রথেন যদুপুঙ্গবঃ।
দিদৃক্ষুরভিসংপ্রাপ্তঃ শিষ্যযুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সরস্বতীতি। সরস্বতীবাসসমা সরস্বতীতীরবাসানন্দতুল্যা। এবমগ্রত্র। কুতঃ কুত্র, রতিরানন্দঃ। গুণাঃ স্বাস্থ্যলাভাদয়ো দৈহিকোৎকর্ষাঃ। দিবং স্বর্গম্, গতাঃ স্নানাদিনা ॥৩৭॥

সরস্বতীতি। পুণ্যা অধিকপুণ্যজনিকা। সুখাবহা নির্ম্মলজলাদিনা। সুদুষ্কৃতং স্বকৃত-গুরুতরপাপম, পরত্র ইহ চ লোক ইতি শেষঃ ॥৩৮॥

তত ইতি। আতিষ্ঠত আরোহৎ, পরন্তপো বলরামঃ ॥৩৯॥

স ইতি। দিদৃক্ষুর্দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ, অভিসংপ্রাপ্তস্তদ্যুদ্ধদেশং গতঃ ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

'সরস্বতীনদীর তীরে বাস করার আনন্দের তুল্য আনন্দ আর কোথায় পাওয়া যায়, সরস্বতীনদীর তীরে বাস করায় যেমন স্বাস্থ্যলাভ হয়, তেমন স্বাস্থ্য লাভ আর কোথায় হইয়া থাকে; মানুষ সরস্বতীনদীতে যাইয়া স্নান ও দান করার ফলে স্বর্গলোকে গমন করিয়াও সরস্বতীনদীকে স্মরণ করে ॥৩৭॥

সরস্বতীনদী অন্যান্য সমস্ত নদীর মধ্যেই অধিক পুণ্য উৎপাদন করে, সরস্বতী-নদী সর্বদাই লোকের সুখ সম্পাদন করিয়া থাকে এবং মানুষ সরস্বতীনদীর সংসর্গ লাভ করিয়া, ইহলোকে কিংবা পরলোকে নিজকৃত গুরুতর পাপের বিষয়েও শোক করে না' ॥৩৮॥

তাহার পর শত্রুসন্তাপকারী বলরাম প্রীতিসহকারে সরস্বতীনদীর দিকে মুহুর্মুহু দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া, অশ্বযুক্ত শুভ্রবর্ণ রথে আরোহণ করিলেন ॥৩৯॥

ক্রমে যদুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম উপস্থিত শিষ্য দুই জনের যুদ্ধ দর্শন করিবার ইচ্ছা করিয়া, শীঘ্রগামী সেই রথে যাইয়া যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥৪০॥

* '…চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

———:০✱০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং তদভবদ্‌যুদ্ধং তুমুলং জনমেজয়!।
যত্র দুঃখান্বিতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্ ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

রামং সন্নিহিতং দৃষ্ট্বা গদাযুদ্ধ উপস্থিতে।
মম পুত্রঃ কথং ভীমং প্রত্যযুধ্যত সঞ্জয়! ॥২॥

সঞ্জয় উবাচ।

রামসান্নিধ্যমাসাদ্য পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
যুদ্ধকামো মহাবাহুঃ সমহৃষ্যত বীর্য্যবান্ ॥৩॥
দৃষ্ট্বা লাঙ্গলিনং রাজা প্রত্যুত্থায় চ ভারত!।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তঃ সমভ্যর্চ্চ্য যথাবিধি।
আসনঞ্চ দদৌ তস্মৈ পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

প্রকৃতমুত্থাপয়তি এবমিতি। এবং রামতীর্থভ্রমণসমাপ্তৌ সত্যাম্। অব্রবীৎ সঞ্জয়ং প্রতি ॥১॥

রামমিতি। পুত্রো দুর্য্যোধনঃ, কথং কীদৃশম্ ॥২॥

রামমিতি। যুদ্ধং কাময়ত ইতি যুদ্ধকামঃ, সমহৃষ্যত রামসান্নিধ্যলাভেন ন্যায়যুদ্ধসম্ভবাৎ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয়! এইভাবে বলরামের তীর্থপর্য্যটন সমাপ্ত হইলে, ভীম ও দুর্য্যোধনের সেই তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল; যে যুদ্ধবিষয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়া, সঞ্জয়ের নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! সেই গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন রামকে সন্নিহিত দেখিয়া, ভীমের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন?' ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! আপনার পুত্র বলবান্ ও যুদ্ধার্থী দুর্য্যোধন রামের সান্নিধ্য লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৩॥

(২)…সন্নিহিতং শ্রুত্বা…বা নি। (৩)…যোদ্ধুকামো মহাবাহুঃ—পি বা নি।

ততো যুধিষ্ঠিরং রামো বাক্যমেতদুবাচ হ।
মধুরং ধর্ম্মসংযুক্তং শূরাণাং হিতমেব চ ॥৫॥
ময়া শ্রুতং কথয়তামৃষীণাং রাজসত্তম!।
কুরুক্ষেত্রং পরং পুণ্যং পাবনং স্বর্গ্যমেব চ।
দৈবতৈর্ঋষিভির্জুষ্টং ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৬॥
তত্র বৈ যোৎস্যমানা যে দেহং ত্যক্ষ্যন্তি মানবাঃ।
তেষাং স্বর্গে ধ্রুবো বাসঃ শক্রেণ সহ মারিষ! ॥৭॥
তস্মাৎ সমন্তপঞ্চকমিতো যাম দ্রুতং নৃপ!।
প্রথিতোত্তরবেদী সা দেবলোকে প্রজাপতেঃ ॥৮॥
তস্মিন্মহাপুণ্যতমে ত্রৈলোক্যস্য সনাতনে।
সংগ্রামে নিধনং প্রাপ্য ধ্রুবং স্বর্গো ভবিষ্যতি ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। লাঙ্গলিনং রামম্, রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। অভ্যর্চ্চ্য প্রণম্য। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪॥

তত ইতি। শূরাণাং হিতং হতত্বেঽপি স্বর্গলাভসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৫॥

ময়েতি। পুণ্যং পুণ্যজনকম্ অতএব স্বর্গ্যং স্বর্গজননোপযোগি। জুষ্টং সেবিতম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

তত্রেতি। হে মারিষ! আর্য্য, সজ্জন! ইতি যাবৎ, "আর্য্যস্তু মারিষঃ" ইত্যমরঃ ॥৭॥

তস্মাদিতি। উত্তরবেদী যজ্ঞস্য উত্তমা পরিষ্কৃতা ভূমিঃ, প্রজাপতের্ব্রহ্মণঃ ॥৮॥

ভরতনন্দন! রাজা যুধিষ্ঠির বলরামকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া যথাবিধানে প্রণামপূর্ব্বক রামকে বসিবার আসন দান করিলেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৪॥

তাহার পর রাম যুধিষ্ঠিরকে মধুর, ধর্ম্মসঙ্গত ও বীরগণের হিতজনক এই বাক্য বলিলেন—॥৫॥

'রাজশ্রেষ্ঠ! ঋষিরা বলিতেছিলেন, আমি তখন শুনিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র—মহাপুণ্যজনক, পবিত্র ও স্বর্গজননোপযোগী। সেই জন্যই দেবতারা, ঋষিরা ও মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা উহার সেবা করিয়া থাকেন ॥৬॥

সজ্জন! যে সকল মানুষ সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া নিহত হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইন্দ্রের সহিত স্বর্গলোকে বাস করেন ॥৭॥

অতএব রাজা! আমরা এ স্থান হইতে সত্বর সেই সমন্তপঞ্চকে যাই। কারণ, সেই স্থানটী প্রজাপতির উত্তরবেদী বলিয়া দেবলোকে প্রসিদ্ধ ॥৮॥

(৯) ধ্রুবং স্বর্গং গমিষ্যসি···নি।

তথেত্যুক্ত্বা মহারাজ ! কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
সমন্তপঞ্চকং বীরঃ প্রায়াদভিমুখঃ প্রভুঃ ॥১০॥
ততো দুর্য্যোধনো রাজা প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ।
পদ্ভ্যামমর্ষী দ্যুতিমানগচ্ছৎ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১১॥
তথা যান্তং গদাহস্তং বর্ম্মণা চাপি দংশিতম্ ।
অন্তরীক্ষগতা দেবাঃ সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ।
বাতিকাশ্চারণা যে তু দৃষ্ট্বা তে হর্ষমাগতাঃ ॥১২॥
স পাণ্ডবৈঃ পরিবৃতঃ কুরুরাজস্তবাত্মজঃ ।
মত্তস্যেব গজেন্দ্রস্য গতিমাস্থায় সোঽব্রজৎ ॥১৩॥
ততঃ শঙ্খনিনাদৈশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ ।
সিংহনাদৈশ্চ শূরাণাং দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রপূরিতাঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। সনাতনে চিরকালীনে। প্রাপ্য গচ্ছত ইতি শেষঃ ॥৯॥

তথেতি। অভিমুখঃ সমন্তপঞ্চকস্যৈব, প্রভুঃ প্রভাববান্ ॥১০॥

তত ইতি। পদ্ভ্যাং রথাদ্যভাবাৎ, অমর্ষী কোপনঃ, দ্যুতিমান্ তেজস্বী ॥১১॥

তথেতি। দংশিতম্ আবৃতদেহম্। বাতেন বায়ুভরেণ আকাশে গচ্ছন্তীতি বাতিকাঃ, চারণা দেবযোনিবিশেষাঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

ত্রিভুবনেরই পুণ্যজনক সনাতন সেই সমন্তপঞ্চকে যিনি যুদ্ধে নিহত হন, নিশ্চয়ই তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়া থাকে ॥৯॥

মহারাজ ! 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া প্রভাবশালী ও বীর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অভিমুখ হইয়া সমন্তপঞ্চকে গমন করিলেন ॥১০॥

তখন কোপনস্বভাব ও তেজস্বী রাজা দুর্য্যোধন বিশাল গদা ধারণ করিয়া পাদচারেই পাণ্ডবগণের সহিত গমন করিলেন ॥১১॥

বর্ম্মাবৃতদেহ ও গদাধারী দুর্য্যোধন পাদচারে গমন করিতে লাগিলে, আকাশবর্ত্তী দেবতারা 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং যে সকল চারণ বায়ুভর করিয়া আকাশে বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহারাও তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ॥১২॥

মহারাজ ! আপনার পুত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মত্তহস্তীর ন্যায় গতি অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

---

(১১)…পদ্ভ্যামমর্ষাৎ…বঙ্গ বর্দ্ধ সো। (১২)…বাত্তিকাশ্চারণা যে তু…বঙ্গ বর্দ্ধ সো। (১৪) ততঃ শঙ্খনিনাদেন—বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।

প্রতীচ্যভিমুখং দেশং যথোদ্দিষ্টং সুতেন তে।
গত্বা তু তৈঃ পরিক্ষিপ্তঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতো দিশঃ ॥১৫॥
দক্ষিণেন সরস্বত্যাশ্চাপরং তীর্থমুত্তমম্।
তস্মিন্ দেশে স্বনির্মুক্তে তে তু যুদ্ধমরোচয়ন্ ॥১৬॥
ততো ভীমো মহাকায়াং গদাং গৃহ্যাথ বর্ম্মভৃৎ।
বিভ্রদ্রূপং মহারাজ! সদৃশং হি গরুত্মতঃ ॥১৭॥
অববদ্ধশিরস্ত্রাণঃ সংখ্যে কাঞ্চনবর্ম্মভৃৎ।
ররাজ রাজন্! পুত্রস্তে কাঞ্চনঃ শৈলরাড়িব।
সৃক্কণী সংলিহন্ রাজন্! ক্রোধরক্তেক্ষণঃ শ্বসন্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। গতিমিব গতিং সগর্ব্বং গমনম্, আস্থায় অবলম্ব্য ॥১৩॥

তত ইতি। বাদ্যং নাম বীরাণামুৎসাহবর্দ্ধকমিতি ভাবঃ ॥১৪॥

প্রতীচীতি। সুতেন সহ। পরিক্ষিপ্তস্তব সুতঃ পরিবেষ্টিতঃ, সর্ব্বতঃ সর্ব্বা দিশঃ প্রাপ্য ॥১৫॥

দক্ষিণেনেতি। তীর্থমস্তীতি শেষঃ। স্বনির্মুক্তে অনাবৃতে ॥১৬॥

তত ইতি। মহাকায়াং বিশালাম্, গৃহ্য গৃহীত্বা। গরুত্মতো গরুড়স্য, বিভ্রৎ ধারয়ন্নাসীদিতি শেষঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১১॥ বাতিকা বাতেন সহ গচ্ছন্তি তে আকাশচারিণঃ, চারণাঃ সিদ্ধবিশেষাঃ ॥১২—১৪॥ প্রতীচ্যভিমুখমিত্যত্র প্রতীয়েতিপাঠে প্রতিগত্যান্যোন্যাভিমুখং প্রাতিভট্যেন প্রাপ্যেত্যর্থঃ ॥১৫॥ স্বয়নং সুগতিদম্। অনিরিণে অনূষরে। অনিম্বণে ইতি

তাহার পর শঙ্খধ্বনি, ভেরীর মহাশব্দ ও বীরগণের সিংহনাদে সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল ॥১৪॥

ক্রমে পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের সহিত পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া তাঁহাকে সকল দিকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন ॥১৫॥

সরস্বতীনদীর দক্ষিণ দিকে অন্য একটী উত্তম তীর্থ আছে; সেই অনাবৃতস্থানে তাঁহারা যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৬॥

মহারাজ! তাহার পর বর্ম্মধারী ভীমসেন বিশাল গদা ধারণ করিয়া, গরুড়ের ন্যায় আকৃতি ধারণ করিলেন ॥১৭॥

(১৬)…তস্মিন্ দেশে স্বনিরিণে…বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি। (১৭) ততো ভীমো মহাকোটিং··বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।

ততো দুর্য্যোধনো রাজা গদামাদায় বীর্য্যবান্।
ভীমসেনমভিপ্রেক্ষ্য গজো গজমিবাহ্বয়ৎ ॥১৯॥
অদ্রিসারময়ীং ভীমস্তথৈবাদায় বীর্য্যবান্।
আহ্বয়ামাস নৃপতিং সিংহঃ সিংহং যথা বনে ॥২০॥
তাবুদ্যতগদাপাণী দুর্য্যোধনবৃকোদরৌ।
সংযুগে প্রচকাশেতে গিরী সশিখরাবিব ॥২১॥
তাবুভৌ সমিতিক্রুদ্ধাবুভৌ ভীমপরাক্রমৌ।
উভৌ শিষ্যৌ গদাযুদ্ধে রৌহিণেয়স্য ধীমতঃ ॥২২॥
উভৌ সদৃশকর্ম্মাণৌ ময়বাসবয়োরিব।
তথা সদৃশকর্ম্মাণৌ বরুণস্য মহাবলৌ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি। কাঞ্চনঃ স্বর্ণময়ঃ, শৈলরাট্ সুমেরুঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

তত ইতি। আহ্বয়ৎ যুদ্ধায়েতি শেষঃ ॥১৯॥

অদ্রীতি। অদ্রিসারময়ীং লৌহময়ীং গদাম্। আহ্বয়ামাস আজুহাব, নৃপতিং দুর্য্যোধনম্ ॥২০॥

তাবিতি। উদ্যতে উত্তোলিতে গদে পাণ্যোর্যয়োস্তৌ। গিরী পর্ব্বতৌ, সশিখরৌ শৃঙ্গযুক্তৌ ॥২১॥

তাবিতি। সমিতি যুদ্ধে। রৌহিণেয়স্য বলরামস্য ॥২২॥

রাজা! এদিকে স্বর্ণময় বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণধারী দুর্য্যোধন সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করিতে থাকিলেন ॥১৮॥

তদনন্তর বলবান্ রাজা দুর্য্যোধন গদাধারণপূর্ব্বক ভীমের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক হস্তী যেমন অপর হস্তীকে আহ্বান করে, সেইরূপ ভীমকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥১৯॥

সেইরূপই বলবান্ ভীমসেনও লৌহময়ী গদা ধারণ করিয়া, বনে এক সিংহ যেমন অপর সিংহকে আহ্বান করে, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥২০॥

তৎকালে ভীম ও দুর্য্যোধন উত্তোলিত গদা ধারণ করিয়া শৃঙ্গযুক্ত দুইটা পর্ব্বতের ন্যায় রণস্থলে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥২১॥

তাঁহারা দুই জনই যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী ও গদাযুদ্ধে বুদ্ধিমান্ বলরামের শিষ্য ছিলেন ॥২২॥

বাসুদেবস্য রামস্য তথা বৈশ্রবণস্য চ।
সদৃশৌ তৌ মহারাজ! মধুকৈটভয়োর্যুধি ॥২৪॥
উভৌ সদৃশকর্ম্মাণৌ তথা সুন্দোপসুন্দয়োঃ।
রামরাবণয়োশ্চৈব বালিসুগ্রীবয়োস্তথা ॥২৫॥
তথৈব কালস্য সমৌ মৃত্যোশ্চৈব পরন্তপৌ।
অন্যোন্যমভিধাবন্তৌ মত্তাবিব মহাদ্বিপৌ।
বাসিতাসঙ্গমে দৃপ্তৌ শরদীব মদোৎকটৌ ॥২৬॥
উভৌ ক্রোধবিষং দীপ্তং বমন্তাবুরগাবিব।
অন্যোন্যমভিসংরব্ধৌ প্রেক্ষমাণাবরিন্দমৌ ॥২৭॥
উভৌ ভরতশার্দ্দূলৌ বিক্রমেণ সমন্বিতৌ।
সিংহাবিব দুরাধর্ষৌ গদাযুদ্ধে পরন্তপৌ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

উভাবিতি। ময়ো নাম দানবঃ, বাসবশ্চেন্দ্রস্তয়োঃ। সদৃশং কর্ম্ম যয়োস্তৌ ॥২৩॥
বাস্বিতি। বাসুদেবস্য কৃষ্ণস্য, রামস্য বলদেবস্য, বৈশ্রবণস্য কুবেরস্য ॥২৪॥
উভাবিতি। সুন্দোপসুন্দয়োর্দানবয়োঃ ॥২৫॥
তথেতি। কালস্য যমস্য রুদ্রস্য বা। বাসিতা ঋতুমতী হস্তিনী। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৬॥
উভাবিতি। অভিসংরব্ধৌ সর্ব্বথা সোৎসাহৌ আস্তামিতি শেষঃ ॥২৭॥
উভাবিতি। ভরতশার্দ্দূলৌ ভরতবংশশ্রেষ্ঠৌ ॥২৮॥

দুই জনই ময়দানব ও ইন্দ্রের তুল্য কার্য্য করিতে পারিতেন এবং বরুণের তুল্য কার্য্যকারী ও মহাবল ছিলেন ॥২৩॥

মহারাজ! তাঁহারা যুদ্ধে কৃষ্ণ, বলরাম, কুবের, মধু ও কৈটভের সমান ছিলেন ॥২৪॥

দুই জনই সুন্দ ও উপসুন্দ, রাম ও রাবণ এবং বালি ও সুগ্রীবের সদৃশ কার্য্য করিতে সমর্থ ছিলেন ॥২৫॥

তাঁহারা দুই জনই রুদ্রের তুল্য ও যমের সমান শত্রুসন্তাপকারী ছিলেন এবং দুইটা মত্ত মহাহস্তীর ন্যায় পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, আর শরৎকালে ঋতুমতী হস্তিনীর সঙ্গমার্থে দর্পশালী দুইটা হস্তীর ন্যায় মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন ॥২৬॥

শত্রুদমনকারী ভীম ও দুর্য্যোধন—সর্প যেমন বিষ উদ্গার করে, সেইরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহী হইয়াছিলেন ॥২৭॥

মত্তাবিব জিগীষন্তৌ মাতঙ্গৌ ভরতর্ষভ ।
নখদংষ্ট্রায়ুধৌ বীরৌ ব্যাঘ্রাবিব দুরুৎসহৌ ॥২৯॥
প্রজাসংহরণে ক্ষুব্ধৌ সমুদ্রাবিব দুস্তরৌ ।
লোহিতাঙ্গাবিব ক্রুদ্ধৌ প্রতপন্তৌ মহারথৌ ॥৩০॥
পূর্ব্বপশ্চিমজৌ মেঘৌ বায়ুনা ক্ষুভিতৌ যথা ।
গর্জমানং সুবিষমং ক্ষরন্তৌ প্রাবৃষীব হি ॥৩১॥
রশ্মিযুক্তৌ মহাত্মানৌ দীপ্তিমন্তৌ মহাবলৌ ।
দদৃশাতে কুরুশ্রেষ্ঠৌ কালসূর্য্যাবিবোদিতৌ ॥৩২॥
ব্যাঘ্রাবিব সুসংরব্ধৌ গর্জন্তাবিব তোয়দৌ ।
জহৃষাতে মহাবাহূ সিংহৌ কেশরিণাবিব ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

মত্তাবিতি। জিগীষন্তৌ পরস্পরং জেতুমিচ্ছন্তৌ। দুরুৎসহৌ পরেষাং দুঃসহৌ ॥২৯॥

প্রজেতি। প্রজাসংহরণে লোকসংহারকালে। লোহিতাঙ্গাবিব দ্বৌ মঙ্গলগ্রহাবিব ॥৩০॥

পূর্ব্বেতি। ক্ষুভিতৌ সঞ্চালিতৌ। ক্ষরন্তৌ বর্ষন্তৌ, প্রাবৃষি বর্ষাকালে। যথাশব্দস্থিতেরিবশব্দঃ সম্ভাবনায়াম্ ॥৩১॥

রশ্মীতি। রশ্মিযুক্তৌ কিরণসমন্বিতৌ। কালসূর্য্যৌ প্রলয়কালীনসূর্য্যৌ ॥৩২॥

ব্যাঘ্রাবিতি। সুসংরব্ধৌ অতীবক্রুদ্ধৌ, তোয়দৌ মেঘৌ। জহৃষাতে যুদ্ধার্থং হৃষ্টৌ, কেশরিণৌ কেশরযুক্তৌ। এতেনোভয়োরুদ্গতং তেজঃ আক্ষিপ্যতে ॥৩৩॥

দুই জনই ভরতবংশশ্রেষ্ঠ, বিক্রমসমন্বিত এবং গদাযুদ্ধে সিংহের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ও শত্রুসন্তাপক ছিলেন ॥২৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা দুই জনই দুইটা মত্তহস্তীর ন্যায় পরস্পর জয় করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন এবং নখ ও দন্তশস্ত্রধারী দুইটা ব্যাঘ্রের ন্যায় অন্যের দুঃসহ ছিলেন ॥২৯॥

তাঁহারা দুই জনই মহারথ এবং প্রলয়কালে উদ্বেলিত দুইটা সমুদ্রের ন্যায় দুস্তর ছিলেন, আর ক্রুদ্ধ দুইটা মঙ্গলগ্রহের ন্যায় পরস্পর সন্তাপ জন্মাইতেছিলেন ॥৩০॥

বর্ষাকালে বায়ুসঞ্চালিত পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী ভীষণ গর্জ্জন ও বর্ষণকারী দুইটা মেঘের ন্যায় তাঁহারা দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন ॥৩১॥

মহাত্মা, মহাবল ও কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধন কিরণযুক্ত ও দীপ্তিশালী প্রলয়কালে উদিত দুইটা সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন ॥৩২॥

---

(৩১)···মেঘৌ প্রেক্ষমাণামরিন্দমৌ—নি।

গজাবিব সুসংরব্ধৌ জ্বলিতাবিব পাবকৌ।
দদৃশাতে মহাত্মানৌ সশৃঙ্গাবিব পর্ব্বতৌ ॥৩৪॥
রোষাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠৌ নিরীক্ষন্তৌ পরস্পরম্।
তৌ সমেতৌ মহাত্মানৌ গদাহস্তৌ নরোত্তমৌ ॥৩৫॥
উভৌ পরমসংহৃষ্টাবুভৌ পরমসম্মতৌ।
সদশ্বাবিব হেষন্তৌ বৃংহন্তাবিব কুঞ্জরৌ ॥৩৬॥
বৃষভাবিব গর্জ্জন্তৌ দুর্য্যোধনবৃকোদরৌ।
দৈত্যাবিব বলোন্মত্তৌ রেজতুস্তৌ নরোত্তমৌ ॥৩৭॥
ততো দুর্য্যোধনো রাজন্নিদমাহ যুধিষ্ঠিরম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঞ্চৈব কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

গজাবিতি। পাবকৌ বহ্নিদ্বয়ম্। সশৃঙ্গাবিত্যনেন উন্নতগদয়োঃ সাদৃশ্যমাক্ষিপ্তম্ ॥৩৪॥
রোষাদিতি। প্রস্ফুরমাণোষ্ঠৌ মুহুস্পন্দমানাধরৌ। সমেতৌ উপগতৌ ॥৩৫॥
উভাবিতি। হেষন্তৌ হেষারবং কুর্ব্বন্তৌ, বৃংহন্তৌ বৃংহিতধ্বনিঞ্চ কুর্ব্বন্তাবাস্তাম্ ॥৩৬॥
বৃষভাবিতি। রেজতুর্বীরশোভয়া শুশুভাতে ॥৩৭॥
তত ইতি। আহ ব্রবীতি স্ম। সহিতং সম্মিলিতম্ ॥৩৮॥

মহাবাহু ভীম ও দুর্য্যোধন অত্যন্তক্রুদ্ধ দুইটা ব্যাঘ্রের ন্যায়, গর্জ্জনকারী দুইটা মেঘের তুল্য এবং কেশরযুক্ত দুইটা সিংহের সদৃশ, পরস্পর হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

মহাত্মা ভীম ও দুর্য্যোধন অতিশয় ক্রুদ্ধ দুইটা হস্তীর সমান, প্রজ্বলিত দুইটা অগ্নির সদৃশ এবং শৃঙ্গযুক্ত দুইটা পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন ॥৩৪॥

ক্রোধকম্পিতোষ্ঠ, পরস্পরনিরীক্ষণকারী, মহাত্মা ও নরশ্রেষ্ঠ ভীম এবং দুর্য্যোধন ক্রমে গদাহস্তে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলেন ॥৩৫॥

তৎকালে হেষারবকারী উত্তম দুইটা অশ্বের ন্যায় এবং বৃংহিতধ্বনিকারী দুইটা হস্তীর তুল্য, বলবীর্য্যে লোকসম্মত, ভীম ও দুর্য্যোধন দুই জনই যুদ্ধার্থে হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥৩৬॥

ক্রমে নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধন দুইটা বৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং দুইটা দৈত্যের ন্যায় বলে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন ॥৩৭॥

রাজা! তাহার পর দুর্য্যোধন—মহাত্মা কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন—॥৩৮॥

রামেণামিতবীর্য্যেণ বাক্যং শৌটীর্য্যসম্মতম্ ।
কৈকেয়ৈঃ সৃঞ্জয়ৈর্গুপ্তং পাঞ্চালৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৩৯॥
ইদং ব্যবস্থিতং যুদ্ধং মম ভীমস্য চোভয়োঃ ।
উপোপবিষ্টাঃ পশ্যধ্বং সহৈভির্নৃপপুঙ্গবৈঃ ।
শ্রুত্বা দুর্য্যোধনবচঃ প্রত্যপদ্যন্ত তত্তথা ॥৪০॥
ততঃ সমুপবিষ্টং তৎ সুমহদ্রাজমণ্ডলম্ ।
বিরাজমানং দদৃশে দিবীবাদিত্যমণ্ডলম্ ॥৪১॥
তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শ্রীমান্ কেশবপূর্ব্বজঃ ।
উপবিষ্টো মহারাজ ! পূজ্যমানঃ সমন্ততঃ ॥৪২॥
শুশুভে রাজমধ্যস্থো নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ ।
নক্ষত্রৈরিব সম্পূর্ণো বৃতো নিশি নিশাকরঃ ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

রামেণেতি। শৌটীর্য্যসম্মতং ঔদার্য্যেণ প্রিয়ম্ উক্তমিতি শেষঃ। গুপ্তং রক্ষিতম্, যুধিষ্ঠিরং প্রতীতি শেষঃ ॥৩৯॥

তদ্বাক্যার্থমনুবদতি ইদমিতি। উপোপবিষ্টাঃ সন্নিধৌ সন্নিধৌ আসীনাঃ। প্রত্যপদ্যন্ত অন্বতিষ্ঠন্ সর্ব্ব এবেতি শেষঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥

তত ইতি। রাজ্ঞাং মণ্ডলং সমূহঃ। দিবি গগনে ॥৪১॥

তেষামিতি। শ্রীমান্ কান্তিমান্। সিতপ্রভঃ শুভ্রকান্তিঃ ॥৪২—৪৩॥

ভারতভাবদীপঃ

পাঠে নিহীনয়া ঘৃণয়া কথমহং ভ্রাতরং বধিষ্যামীত্যেবংরূপয়া করুণয়া রহিতে, অতএব সময়ে নিষ্ঠুরত্বং প্রশস্যতে স্বর্গহেতুত্বাৎ ॥১৬—২৬॥ বাসিতাসঙ্গমে এককরিণীসঙ্গমার্থে, দৃপ্তৌ মোহিতৌ ॥২৭—৩০॥ লোহিতাঙ্গৌ দ্বৌ কুজাবিবেত্যদ্ভুতোপমা ॥৩১—৩৩॥ জহৃষাতে হর্ষং প্রাপতুঃ ॥৩৪—৩৮॥ শৌটীর্য্যসম্মতং গর্ব্বযুক্তম্ ॥৩৯—৪৫॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫১॥

'অমিতশক্তিশালী রাম—মহাত্মা পাঞ্চালগণ, কেকয়গণ ও সৃঞ্জয়গণরক্ষিত যুধিষ্ঠিরের প্রতি ঔদার্য্যসম্মত বাক্যই বলিয়াছেন ॥৩৯॥

সুতরাং আপনারা সকলে নিকটে নিকটে উপবেশন করিয়া, আমার ও ভীমের এই ব্যবস্থিত যুদ্ধ দর্শন করুন'। দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া, তখন সকলেই সেইরূপ করিলেন ॥৪০॥

তৎপরে দেখা গেল—উপবিষ্ট রাজসমূহ আকাশে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥৪১॥

তৌ তথা তু মহারাজ! গদাহস্তৌ সুদুঃসহৌ।
অন্যোন্যং বাগ্ভিরুগ্রাভিস্তক্ষমাণৌ ব্যবস্থিতৌ ॥৪৪॥
অপ্রিয়াণি ততোঽন্যোন্যমুক্ত্বা তৌ কুরুসত্তমৌ।
উদীক্ষন্তৌ স্থিতৌ বীরৌ বৃত্রশক্রৌ যথাহবে ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

———:০*০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বাগ্যুদ্ধমভবত্তুমুলং জনমেজয়!।
যত্র দুঃখান্বিতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। সুদুঃসহাবন্যেষাম্। তক্ষমাণৌ খর্ব্বীকুর্ব্বন্তৌ ॥৪৪॥
অপ্রিয়াণীতি। বৃত্রো নামাসুরঃ শক্র ইন্দ্রশ্চ তৌ, আহবে যুদ্ধে ॥৪৫॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:০:———

তত ইতি। বাগ্যুদ্ধং ভীমদুর্য্যোধনয়োরিতি শেষঃ। যত্র বাগ্যুদ্ধবিষয়ে ॥১॥

মহারাজ! সুন্দরমূর্ত্তি, শুভ্রকান্তি ও নীলবস্ত্রধারী মহাবাহু বলরাম সেই বীরগণ ও রাজগণের মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া, রাত্রিকালে নক্ষত্রপরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; তখন সকল দিকে সকলেই তাঁহার সম্মান করিতে থাকিল ॥৪২—৪৩॥

মহারাজ! অন্যের পক্ষে অতিদুঃসহ ও গদাধারী ভীম এবং দুর্য্যোধন ভীষণ বাক্যদ্বারা পরস্পর ভর্ৎসনা করিতে থাকিয়া, যুদ্ধের নিয়মে দাঁড়াইলেন ॥৪৪॥

ক্রমে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধন পরস্পর অপ্রিয় বাক্য সকল বলিয়া, রণস্থলে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে থাকিলেন ॥৪৫॥

(৪৫)…উদীক্ষন্তৌ স্থিতৌ তত্র…নি। * '.. পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি।

ধিগস্তু খলু মানুষ্যং যস্য নিষ্ঠেয়মীদৃশী ।
একাদশচমূভর্ত্তা যত্র পুত্রো মমানঘ ! ॥২॥
আজ্ঞাপ্য সর্ব্বান্ নৃপতীন্ ভুক্ত্বা চেমাং বসুন্ধরাম্ ।
গদামাদায় চৈকাকী পদাতিঃ প্রস্থিতো রণে ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
ভূত্বা হি জগতো নাথো হ্যনাথ ইব মে সুতঃ।
গদামুদ্যম্য যো যাতি কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৪॥
অহো দুঃখং মহৎ প্রাপ্তং পুত্রেণ মম সঞ্জয় ! ।
এবমুক্ত্বা সুদুঃখার্ত্তো বিররাম জনাধিপঃ ॥৫॥
সঞ্জয় উবাচ ।
স মেঘনিনদো হর্ষান্নিনদন্নিব গোবৃষঃ ।
আজুহাব তদা পার্থং যুদ্ধায় যুধি বীর্য্যবান্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ধিগিতি। মানুষ্যং মনুষ্যত্বম্; নিষ্ঠা পরিণামঃ। একাদশচমূভর্ত্তা একাদশাক্ষৌহিণীপতিঃ। পদাতিঃ পাদচারী সন্ ॥২—৩॥

ভূত্বেতি। অনাথো নিঃসহায়ঃ। সর্ব্বমেতদ্দুর্ভাগ্যস্যৈব ফলমিতি ভাবঃ ॥৪॥

অহো ইতি। বিররাম নীরবো বভূব। জনাধিপো ধৃতরাষ্ট্রঃ ॥৫॥

স ইতি। মেঘনিনদো মেঘ ইব গম্ভীরস্বরঃ। গোবৃষো মহাবৃষভঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয়! তাহার পর ভীম ও দুর্য্যোধনের তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ হইল; যে বিষয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়া, সঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন—॥১॥

'নিষ্পাপ সঞ্জয়! যাহার পরিণাম এইরূপ সেই মনুষ্যত্বকে ধিক্, যেহেতু আমার পুত্র দুর্য্যোধন একাদশাক্ষৌহিণীর পতি হইয়া, এ যাবৎ সমস্ত রাজাকে আদেশ দিয়া এবং এই পৃথিবী ভোগ করিয়া, পরে গদা লইয়া একাকী পাদচারে রণস্থলে গমন করিয়াছিলেন ॥২—৩॥

আমার যে পুত্র পৃথিবীর নাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় একাকী গদা লইয়া গমন করেন, তাহার এই বিষয়ে দুর্ভাগ্য ভিন্ন অন্য কোন্ কারণ বলা যাইতে পারে ॥৪॥

হায় সঞ্জয়! আমার পুত্র গুরুতর দুঃখই পাইয়াছেন'। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন ॥৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'তখন মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বর ও বলবান্ দুর্য্যোধন আনন্দ-

(৩)…গদামাদায় বেগেন‥পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

ভীমমাহ্বয়মানে তু কুরুরাজে মহাত্মনি।
প্রাদুরাসন্ সুঘোরাণি রূপাণি বিবিধান্যুত ॥৭॥
ববুর্বাতাঃ সনির্ঘাতাঃ পাংশুবর্ষং পপাত চ।
বভূবুশ্চ দিশঃ সর্ব্বাস্তিমিরেণ সমাবৃতাঃ ॥৮॥
মহাস্বনাঃ সনির্ঘাতাস্তুমুলা লোমহর্ষণাঃ।
পেতুস্তথোল্কাঃ শতশঃ স্ফোটয়ন্ত্যো নভস্তলাৎ ॥৯॥
রাহুশ্চাগ্রসদাদিত্যমপর্ব্বণি বিশাংপতে!।
চকম্পে চ মহাকম্পং পৃথিবী সবনদ্রুমা ॥১০॥
রূক্ষাশ্চ বাতাঃ প্রববুর্নীচৈঃ শর্করবর্ষিণঃ।
গিরীণাং শিখরাণ্যেব ন্যপতন্ত মহীতলে ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ভীমমিতি। রূপাণি দুর্লক্ষণানি। উতশব্দঃ পাদপূরণে ॥৭॥

ববুরিতি। নির্ঘাতেন বাতাহতবাতপাতেন সহেতি তে, পাংশুবর্ষং ধূলিবৃষ্টিঃ ॥৮॥

মহেতি। স্ফোটয়ন্ত্যো ভুবং বিদারয়ন্ত্য ইব ॥৯॥

রাহুরিতি। অপর্বণি অমাবস্যারূপপর্বণ এব অনির্দিষ্টকালে। তত্তিথেরমাবস্যাত্বেন পর্বরূপত্বাৎ "অমাবস্যান্তু সায়াহ্নে রাজা দুর্য্যোধনো হতঃ" ইতি ভারতসাবিত্র্যুক্তেঃ। অমাবস্যাপ্রতিপৎসন্ধিক্ষণো হি গ্রহণকালো জ্যোতিষশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্টো দ্রষ্টব্যঃ। মহান্ কম্পশ্চলনং যস্মিন্ কর্ম্মণি তত্তথা ॥১০॥

সহকারে মহাবৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, যুদ্ধ করিবার জন্য ভীমসেনকে আহ্বান করিলেন ॥৬॥

মহাবল দুর্য্যোধন যুদ্ধে ভীমসেনকে আহ্বান করিলে, অতিভীষণ নানাবিধ দুর্লক্ষণ সকল আবির্ভূত হইতে লাগিল ॥৭॥

(বায়ুকর্ত্তৃক আহত বায়ুপতনের নাম—নির্ঘাত) নির্ঘাতের সহিত বায়ু বহিতে লাগিল, ধূলিবৃষ্টি হইতে থাকিল এবং সমস্ত দিক্ই অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল ॥৮॥

বিশালশব্দকারী, তুমুল ও লোমহর্ষণ শত শত উল্কা ভূতল যেন বিদীর্ণ করিতে থাকিয়া, আকাশ হইতে পড়িতে লাগিল ॥৯॥

নরনাথ! রাহু অমাবস্যার অনির্দ্দিষ্টকালে আসিয়া সূর্য্যকে গ্রাস করিল এবং বনবৃক্ষের সহিত ভূমি কাঁপিতে লাগিল; তাহাতে ভূমিস্থিত সকল পদার্থেরই মহাকম্পন হইতে থাকিল ॥১০॥

(৮)···সুনির্ঘাতাঃ···পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৯)···সুনির্ব্বাতাঃ···নি। (১১) দীপ্তাশ্চ বাতাঃ ···পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

মৃগা বহুবিধাকারাঃ সংপতন্তি দিশো দশ।
দীপ্তাঃ শিবাশ্চাপ্যনদন্ ঘোররূপাঃ সুদারুণাঃ ॥১২॥
নির্ঘাতাশ্চ মহাঘোরা বভূবুর্লোমহর্ষণাঃ।
দীপ্তায়াং দিশি রাজেন্দ্র! মৃগাশ্চাশুভবেদিনঃ ॥১৩॥
উদপানগতাশ্চাপো ব্যবর্দ্ধন্ত সমন্ততঃ।
অশরীরা মহানাদাঃ শ্রূয়ন্তে স্ম তদা নৃপ! ॥১৪॥
এবমাদীনি দৃষ্ট্বাথ নিমিত্তানি বৃকোদরঃ।
উবাচ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৫॥
নৈষ শক্তো রণে জেতুং মন্দাত্মা মাং সুযোধনঃ।
অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিগূঢ়ং হৃদয়ে চিরম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

রূক্ষা ইতি। রূক্ষা অশীতলাঃ। শর্করবর্ষিণঃ অতিক্ষুদ্রপ্রস্তরখণ্ডবর্ষিণঃ ॥১১॥
মৃগা ইতি। সংপতন্তি বিচরন্তি স্ম। দীপ্তা জ্বলিতবদনাঃ, শিবাঃ শৃগালাঃ ॥১২॥
নির্ঘাতা ইতি। দীপ্তায়াং দাহেন রক্তবর্ণায়াম্। অশুভবেদিনঃ অমঙ্গলসূচকাঃ ॥১৩॥
উদেতি। উদপানগতা জলাশয়স্থিতাঃ, আপো জলম্। অশরীরা অশরীরিপ্রযুক্তাঃ ॥১৪॥
এবমিতি। নিমিত্তানি দুর্লক্ষণানি। এতানি তু দুর্য্যোধনং প্রত্যেবেতি ভাবঃ ॥১৫॥

শর্করবর্ষী রূক্ষ বায়ু নীচ দিয়া বহিতে লাগিল এবং পর্ব্বতশৃঙ্গসকল ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥১১॥

নানাবিধমূর্ত্তি হরিণ সকল দশ দিকে বিচরণ করিতে লাগিল এবং উজ্জ্বলমুখ ও ভীষণমূর্ত্তি শৃগালসমূহ ভয়ঙ্কর রব করিতে থাকিল ॥১২॥

রাজশ্রেষ্ঠ! অতিভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ নির্ঘাত হইতে লাগিল এবং অমঙ্গলসূচক পশুগণ রক্তবর্ণ দিকে বিচরণ করিতে থাকিল ॥১৩॥

রাজা! সকল দিকের জলাশয়ের জল স্ফীত হইয়া উঠিল এবং আকস্মিক বিশাল শব্দ সকল শুনা যাইতে লাগিল ॥১৪॥

তাহার পর এই সকল দুর্লক্ষণ দেখিয়া, ভীমসেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥১৫॥

'এই অল্পবুদ্ধি দুর্য্যোধন যুদ্ধে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু চিরকাল আমি যে ক্রোধ হৃদয়ে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলাম, আজ তাহা প্রকাশ করিব ॥১৬॥

(১৩)···মৃগাশ্চাশুভবাদিনঃ—পি নি। (১৪) ইতঃপ্রভৃতি দাক্ষিণাত্যপুস্তকে মহান্ পাঠভেদো বর্ত্ততে।

সুযোধনে কৌরবেন্দ্রে খাণ্ডবে পাবকো যথা।
শল্যমদ্যোদ্ধরিষ্যামি তব পাণ্ডব! হৃচ্ছয়ম্ ॥১৭॥
নিহত্য গদয়া পাপমিমং কুরুকুলাধমম্।
অদ্য কীর্ত্তিময়ীং মালাং প্রতিমোক্ষ্যাম্যহং ত্বয়ি ॥১৮॥
হন্মেমং পাপকর্ম্মাণং গদয়া রণমূর্দ্ধনি।
অদ্যাস্য শতধা দেহং ভিনদ্মি গদয়ানয়া।
নায়ং প্রবেষ্টা নগরং পুনর্বারণসাহ্বয়ম্ ॥১৯॥
সর্পোৎসর্গস্য শয়নে বিষদানস্য ভোজনে।
প্রমাণকোট্যাং পাতস্য দাহস্য জতুবেশ্মনি ॥২০॥
সভায়ামবহাসস্য সর্বস্বহরণস্য চ।
বর্ষমজ্ঞাতবাসস্য বনবাসস্য চানঘ! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। মন্দাত্মা অল্পবুদ্ধিঃ, অসম্ভাব্যবিষয়ে লোভকরণাদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

সুযোধন ইতি। শল্যং কোপশেলম্। হৃদি শেতে বর্ত্তত ইতি হৃচ্ছয়ম্ ॥১৭॥

নিহত্যেতি। কীর্ত্তিময়ীং কীর্ত্তিরূপাম্, প্রতিমোক্ষ্যামি পরিধাপয়িষ্যামি ॥১৮॥

হন্মেতি। প্রবেষ্টা প্রবেক্ষ্যতি, বারণসাহ্বয়ং হস্তিনাখ্যম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

সর্পেতি। শয়নে মম শয্যায়াম্, সর্পোৎসর্গস্য মম দংশায় সর্পনিক্ষেপস্য, ভোজনে মম খাদ্যে, বিষদানস্য গরলমিশ্রণস্য। প্রমাণকোট্যাং তদাখ্যস্থানে পাতস্য নিদ্রিতস্য মে জলে

পাণ্ডুনন্দন! খাণ্ডববনে যেমন অগ্নি ছিল, সেইরূপ এযাবৎ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বিষয়ে আপনার হৃদয়ে যে ক্রোধশেল ছিল, তাহা আজ আমি উদ্ধার করিব ॥১৭॥

গদাদ্বারা আজ এই কুরুকুলাধম পাপাত্মাকে বধ করিয়া, আপনার কণ্ঠে কীর্ত্তিময়ী মালা পড়াইয়া দিব ॥১৮॥

আজ এই গদাদ্বারা পাপকর্ম্মা দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, উহার দেহটাকে শত ভাগে বিচ্ছিন্ন করিব; এই দুরাত্মা আর হস্তিনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না ॥১৯॥

নিষ্পাপ ভরতবংশশ্রেষ্ঠ! আমার শয্যায় সর্পনিক্ষেপ, আমার খাদ্যে বিষমিশ্রণ, প্রমাণকোটীগ্রামে আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় জলে নিক্ষেপ, জতুগৃহে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার উপক্রম, দ্যূতসভায় আমাদিগকে উপহাস, আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ, দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস—এই সকল ব্যাপার দীর্ঘকালের

অদ্যান্তমেষাং দুঃখানাং গন্তাহং ভরতর্ষভ।।
একাহ্না বিনিহত্যেমং ভবিষ্যাম্যাত্মনোঽনৃণঃ ॥২২॥ (বিশেষকম্)
অদ্যায়ুর্ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ম্মতেরকৃতাত্মনঃ।
সমাপ্তং ভরতশ্রেষ্ঠ! মাতাপিত্রোশ্চ দর্শনম্ ॥২৩॥
অদ্য সৌখ্যন্তু রাজেন্দ্র! কুরুরাজস্য দুর্ম্মতেঃ।
সমাপ্তঞ্চ মহারাজ! নারীণাং দর্শনং পুনঃ ॥২৪॥
অদ্যায়ং কুরুরাজস্য শান্তনোঃ কুলদূষণঃ।
প্রাণান্ শ্রিয়ঞ্চ রাজ্যঞ্চ ত্যক্ত্বা শেষ্যতি ভূতলে ॥২৫॥
রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোঽদ্য শ্রুত্বা পুত্রং নিপাতিতম্।
স্মরিষ্যত্যশুভং কর্ম্ম যত্তচ্ছকুনিবুদ্ধিজম্ ॥২৬॥
ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দ্দূল! গদামাদায় বীর্য্যবান্।
অবাতিষ্ঠত যুদ্ধায় শক্রো বৃত্রমিবাহ্বয়ন্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

নিক্ষেপস্য, দাহস্য দাহোপক্রমস্য। সভায়াং দ্যূতপরিষদি, অবহাসস্য উপহাসস্য, বর্ষমেক-বৎসরং যাবৎ; দ্বাদশবর্ষাণি যাবৎ বনবাসস্য। এতে বৃত্তান্তাঃ প্রাগ্ দ্রষ্টব্যাঃ। গন্তা গমিষ্যামি ॥২০—২২॥

অদ্যেতি। অকৃতাত্মনঃ অশিক্ষিতবুদ্ধেঃ ॥২৩॥

অদ্যেতি। সৌখ্যং রাজ্যসুখভোগঃ। সমাপ্তং মৃত্যুনা গ্রাসাৎ ॥২৪॥

অদ্যেতি। শ্রিয়ং সম্পদম, শেষ্যতি শেষ্যতে শয়নং করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥২৫॥

রাজেতি। অশুভং জগতামমঙ্গলকরম, কর্ম্ম অস্মন্নির্বাসনাদিকম্ ॥২৬॥

চেষ্টায় করিয়া, দুর্য্যোধন আমাদিগকে যে দুঃখ দিয়াছে; আজ এই সেই দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, আমি এক দিনেই সেই সকল দুঃখের অবসান করিব এবং নিজের নিকট অনৃণী হইব ॥২০—২২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ দুর্ম্মতি ও অশিক্ষিতবুদ্ধি দুর্য্যোধনের আয়ু ও মাতাপিতার দর্শন সমাপ্ত হইবে ॥২৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ! আজ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের রাজ্যসুখভোগ ও রমণীগণের দর্শন শেষ হইবে ॥২৪॥

আজ কুরুরাজ শান্তনুর বংশদূষক এই পাপাত্মা প্রাণ, সম্পদ ও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, ভূতলে শয়ন করিবে ॥২৫॥

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া—শকুনির বুদ্ধিপ্রযুক্ত যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই সকল অমঙ্গলজনক কার্য্য স্মরণ করিবেন' ॥২৬॥

(২৭)···অভ্যতিষ্ঠত যুদ্ধায়···নি।

তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্।
ভীমসেনঃ পুনঃ ক্রুদ্ধো দুর্য্যোধনমুবাচ হ ॥২৮॥
রাজ্ঞশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য তথা ত্বমপি চাত্মনঃ।
স্মর তদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম যদ্বৃত্তং বারণাবতে ॥২৯॥
দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে রজস্বলা।
দ্যূতেন বঞ্চিতো রাজা যত্ত্বয়া সৌবলেন চ ॥৩০॥
বনে দুঃখঞ্চ যৎপ্রাপ্তমস্মাভিস্ত্বৎকৃতং মহৎ।
বিরাটনগরে চৈব যোন্যন্তরগতৈরিব।
তৎ সর্ব্বং যাতয়াম্যদ্য দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি দুর্ম্মতে! ॥৩১॥
ত্বৎকৃতেঽসৌ হতঃ শেতে শরতল্পে প্রতাপবান্।
গাঙ্গেয়ো রথিনাং শ্রেষ্ঠো রথিনা যাজ্ঞসেনিনা ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। অবাতিষ্ঠত ভীমসেনঃ। আহ্বয়ন্ দুর্য্যোধনমিতি শেষঃ ॥২৭॥

তমিতি। উদ্যতা উত্তোলিতা গদা যেন তম্, অতএব শৃঙ্গিণং শৃঙ্গবন্তং কৈলাসমিব স্থিতম্ ॥২৮॥

রাজ্ঞ ইতি। বৃত্তং জাতম, অস্মাকং জতুগৃহে দাহচেষ্টিতমিত্যর্থঃ ॥২৯॥

দ্রৌপদীতি। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, সৌবলেন শকুনিনা, তদপি স্মরেতি ভাবঃ ॥৩০॥

বন ইতি। যাতয়ামি প্রতিশোধয়ামি, দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিয়া, বলবান্ ভীমসেন গদা লইয়া—পূর্ব্বে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া, যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিলেন ॥২৭॥

দুর্য্যোধন গদা উত্তোলন করিয়া, শৃঙ্গযুক্ত কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া, পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—॥২৮॥

'দুরাত্মা দুর্য্যোধন! বারণাবতনগরে যাহা ঘটিয়াছিল, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ও তোমার সেই দুষ্কার্য্য এখন স্মরণ কর ॥২৯॥

তুমি ও শকুনি দ্যূতসভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীর যে কষ্ট দিয়াছিলে এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় যে প্রতারণা করিয়াছিলে, তাহা এখন স্মরণ কর ॥৩০॥

দুর্ম্মতি! আমরা তোমার প্রদত্ত যে বনবাসের মহাদুঃখ পাইয়াছি এবং জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াই যেন বিরাটনগরে যে অজ্ঞাতবাসের কষ্ট ভোগ করিয়াছি; আজ সেই সমস্ত দুঃখ-কষ্টেরই প্রতিশোধ দিব। কেন না, ভাগ্যবশতই তুমি আজ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছ ॥৩১॥

(৩১)···তৎ সর্ব্বং পাতয়াম্যন্ত···নি। (৩২)···নিহতো যাজ্ঞসেনিনা—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

হতো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ তথা শল্যঃ প্রতাপবান্।
বৈরাগ্নেরাদিকর্ত্তাসৌ শকুনিঃ সৌবলো হতঃ ॥৩৩॥
প্রাতিকামী তথা পাপো দ্রৌপদ্যাঃ ক্লেশকৃদ্ধতঃ।
ভ্রাতরস্তে হতাঃ সর্ব্বে শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ ॥৩৪॥
এতে চান্যে চ বহবো নিহতাস্ত্বৎকৃতে নৃপাঃ।
ত্বামদ্য নিহনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৫॥
ইত্যেবমুচ্চৈ রাজেন্দ্র! ভাষমাণং বৃকোদরম্।
উবাচ বীতভী রাজন্! পুত্রস্তে সত্যবিক্রমঃ ॥৩৬॥
কিং কত্থিতেন বহুনা যুধ্যস্ব ত্বং বৃকোদর!।
অদ্য তেঽহং বিনেষ্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধাং কুলাধম! ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

ত্বদিতি। ত্বৎকৃতে ত্বন্নিমিত্তম্, শরতল্পে শরশয্যায়াম্। যাজ্ঞসেনিনা শিখণ্ডিনা ॥৩২॥
হত ইতি। আদিশ্চাসৌ কর্ত্তা চেতি সঃ, সৌবলঃ সুবলপুত্রঃ ॥৩৩॥
প্রাতীতি। প্রাতিকামী নাম দুর্য্যোধনস্য কশ্চিদনুচরঃ ॥৩৪॥
এত ইতি। অন্যে ভগদত্তাদয়ঃ, ত্বৎকৃতে ত্বন্নিমিত্তম্ ॥৩৫॥
ইতীতি। বীতভীস্ত্যক্তভয়ঃ, বীতভীত্বাৎ সত্যবিক্রমত্বাচ্চৈবং ব্যবহার ইতি ভাবঃ ॥৩৬॥

প্রতাপশালী ও রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তোমার জন্যই শিখণ্ডিকর্তৃক আহত হইয়া ঐ শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৩২॥

দ্রোণ, কর্ণ, প্রতাপশালী শল্য এবং বৈরানলের প্রথম প্রবর্ত্তক সুবলপুত্র শকুনিও নিহত হইয়াছেন ॥৩৩॥

দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রাতিকামী নিহত হইয়াছে এবং বীর ও বিক্রম-সহকারে যুদ্ধকারী তোমার ভ্রাতারাও নিহত হইয়াছে ॥৩৪॥

দুর্য্যোধন! তোর জন্যই এই সকল রাজা এবং অন্যান্য বহুতর রাজাও যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন; আজ তোকেও বধ করিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥৩৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ রাজা! ভীমসেন উচ্চস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিলে, নির্ভয়চিত্ত ও যথার্থবিক্রমশালী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বলিলেন—॥৩৬॥

'কুরুকুলাধম বৃকোদর! বহু আত্মশ্লাঘা করিবার প্রয়োজন কি? তুই যুদ্ধ কর্, আজ আমি তোর্ যুদ্ধের লালসা দূর করিব ॥৩৭॥

(৩৫)···নিহতাস্ত্বৎকৃতে রণে···পি। (৩৬) ইতঃপ্রভৃতি দাক্ষিণাত্যপুস্তকে মহান্ পাঠভেদো বর্ত্ততে।

নৈব দুর্য্যোধনঃ ক্ষুদ্র ! কেনচিত্ত্বদ্বিধেন বৈ।
শক্যস্ত্রাসয়িতুং বাচা যথান্যঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥৩৮॥
চিরকালেপ্সিতং দিষ্ট্যা হৃদয়স্থমিদং মম।
ত্বয়া সহ গদাযুদ্ধং ত্রিদশৈরুপপাদিতম্ ॥৩৯॥
কিং বাচা বহুনোক্তেন কত্থিতেন চ দুর্ম্মতে !।
বাণী সম্পাদ্যতামেষা কর্ম্মণা মা চিরং কৃথাঃ ॥৪০॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্ব এবাভ্যপূজয়ন্।
রাজানঃ সোমকাশ্চৈব যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥৪১॥
ততঃ সংপূজিতঃ সর্ব্বৈঃ সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
ভূয়ো ধীরাং মতিঞ্চক্রে যুদ্ধায় কুরুনন্দনঃ ॥৪২॥
তং মত্তমিব মাতঙ্গং তলশব্দৈর্নরাধিপাঃ।
ভূয়ঃ সংহর্ষয়াঞ্চক্রুর্দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। কত্থিতেন আত্মশ্লাঘাকরণেন। বিনেষ্যামি বিনাশয়িষ্যামি ॥৩৭॥
নেতি। বাচা বাঙ্মাত্রেণ, প্রাকৃতঃ সাধারণঃ ॥৩৮॥
চিরেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। ত্রিদশৈর্দেবৈঃ, উপপাদিতং সঙ্ঘটিতম্ ॥৩৯॥
কিমিতি। বাণী বচনার্থঃ, মা চিরং কৃথা বিলম্বং ন কুরুষ্ব ॥৪০॥
তস্যেতি। অভ্যপূজয়ন্ প্রাশংসন্, একাকিত্বেঽপি মহাবীরতয়া নির্ভয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪১॥
তত ইতি। সংপ্রহৃষ্টানি হর্ষাবুদ্গতানি তনূরুহাণি লোমানি যস্য সঃ ॥৪২॥

অরে ক্ষুদ্র ! তুই বা তোর মত অন্য কোন্ লোক যে ভাবে কেবল বাক্যদ্বারা সামান্য ব্যক্তির ভয় উৎপাদন করে, সে ভাবে দুর্য্যোধনের ভয় উৎপাদন করিতে পারিবি না ॥৩৮॥

আমি চিরকালই তোর সহিত গদাযুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া আসিতেছি; আজ ভাগ্যবশতঃ দেবতারা তাহা ঘটাইয়া দিয়াছেন ॥৩৯॥

দুর্ম্মতি ভীম ! কেবল বাক্যদ্বারা বহুবিষয় বলিবার বা গর্ব্ব প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি ? এখন কর্ম্মদ্বারা এই বাক্য সফল কর্, বিলম্ব করিস্ না' ॥৪০॥

দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শুনিয়া, রাজারা, সোমকেরা এবং অন্যান্য যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

তাহার পর সকলে প্রশংসা করিলে, দুর্য্যোধনের দেহে রোমাঞ্চ উৎপন্ন হইল, তখন তিনি পুনরায় যুদ্ধে বুদ্ধি স্থির করিলেন ॥৪২॥

(৪৩) উন্মত্তমিব মাতঙ্গং...পি।

তং মহাত্মা মহাত্মানং গদামুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন ধার্ত্তরাষ্ট্রং বৃকোদরঃ ॥৪৪॥
বৃংহন্তি কুঞ্জরাস্তত্র হয়া হেষন্তি চাসকৃৎ।
শস্ত্রাণি চাপ্যদীপ্যন্ত পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে গদাযুদ্ধারম্ভে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

———

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

———

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনো দৃষ্ট্বা ভীমসেনং তথাগতম্।
প্রত্যুদ্যযাবদীনাত্মা বেগেন মহতা নদন্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। তলশব্দৈঃ করতলধ্বনিভিঃ। এতেনেদানীমিব তদানীমপি হর্ষে করতলধ্বনিকরণব্যবহার আসীদিতি প্রতীয়তে। অমর্ষণমসহিষ্ণুম্ ॥৪৩॥

তমিতি। উদ্যম্য উত্তোল্য। অভিদুদ্রাব অভিদধাব ॥৪৪॥

বৃংহন্তীতি। বৃংহন্তি বৃংহিতধ্বনিং কুর্ব্বন্তি স্ম, হেষন্তি হেষারবং কুর্ব্বতে স্ম ॥৪৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———

তত ইতি। আগতমাগচ্ছন্তম্। অদীনাত্মা অকাতরচিত্তঃ ॥১॥

পরে রাজারা করতলধ্বনিদ্বারা মত্তহস্তীর ন্যায় অসহিষ্ণু দুর্য্যোধনকে আরও আনন্দিত করিলেন ॥৪৩॥

তখন মহাবল পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন গদা উত্তোলন করিয়া, মহাবল দুর্য্যোধনের অভিমুখে বেগে ধাবিত হইলেন ॥৪৪॥

তৎকালে হস্তী সকল বৃংহিতধ্বনি ও অশ্বগণ হেষারব করিতে লাগিল এবং জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের উত্তোলিত অস্ত্রগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ॥৪৫॥

(৪৫)···শস্ত্রাণি চাভ্যদীপ্যন্ত···পি। * '···ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '···সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি।

সমাপেততুরন্যোন্যং শৃঙ্গিণৌ গোবৃষাবিব।
মহানির্ঘাতঘোষশ্চ প্রহারাণামজায়ত ॥২॥
অভবচ্চ তয়োর্যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
জিগীষতোর্যুধান্যোন্যমিন্দ্রপ্রহ্লাদয়োরিব ॥৩॥
রুধিরোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গৌ গদাহস্তৌ মনস্বিনৌ।
দদৃশাতে মহাত্মানৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৪॥
তথা তস্মিন্মহাযুদ্ধে বর্ত্তমানে সুদারুণে।
খদ্যোতসংঘৈরিব খং দর্শনীয়ং ব্যরোচত ॥৫॥
তথা তস্মিন্ বর্ত্তমানে সঙ্কুলে তুমুলে ভৃশম্।
উভাবপি পরিশ্রান্তৌ যুধ্যমানাবরিন্দমৌ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি। গোবৃষৌ মহাবৃষভৌ। মহান্ যো নির্ঘাতো বাতাহতবাতপাতস্তস্যেব ঘোষঃ ॥২॥

অভবদিতি। জিগীষতোর্জেতুমিচ্ছতোঃ, যুধা যুদ্ধেন ॥৩॥

রুধিরেতি। রুধিরেণ উক্ষিতানি সিক্তানি সর্ব্বাণ্যঙ্গানি যয়োস্তৌ ॥৪॥

তথেতি। খদ্যোতসংঘৈর্জ্যোতিরিঙ্গণগণৈঃ, গদাভ্যামগ্নিকণনির্গমাৎ ॥৫॥

তথেতি। সঙ্কুলে ঘনপ্রহারব্যাপ্তে যুদ্ধে। পরিশ্রান্তাবভবতাম্ ॥৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—'তাহার পর ভীমসেন সেইভাবে আসিতেছেন দেখিয়া, দুর্য্যোধন অকাতরচিত্তে গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১॥

ক্রমে তাঁহারা শৃঙ্গযুক্ত দুইটা মহাবৃষের ন্যায় পরস্পরের উপরে পতিত হইলেন এবং মহানির্ঘাতশব্দের ন্যায় তাঁহাদের গদাপ্রহারের শব্দ হইতে লাগিল ॥২॥

পূর্ব্বকালে পরস্পর জয়াভিলাষী ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ তখন পরস্পর জয়াভিলাষী ভীম ও দুর্য্যোধনের তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে থাকিল ॥৩॥

তখন রক্তাক্তগাত্র, মহাবল, গদাধারী এবং অকাতরচিত্ত ভীম ও দুর্য্যোধন পুষ্পসমন্বিত দুইটা কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥৪॥

অতিদারুণ সেই মহাযুদ্ধ সেইভাবে চলিতে লাগিলে, গগনমণ্ডল খদ্যোতসমূহের ন্যায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সুদৃশ্য হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকিল ॥৫॥

তুমুল ও সঙ্কুল সেই যুদ্ধ গুরুতরভাবে চলিতে লাগিলে, শত্রুদমনকারী ভীম ও দুর্য্যোধন দুই জনই ক্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥৬॥

(৩)…জিগীষতোর্যথান্যোন্যং…নি।

তৌ মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্য পুনরেব পরন্তপৌ।
সংপ্রহারয়তাং চিত্রে সংপ্রগৃহ্য গদে শুভে ॥৭॥
তৌ তু দৃষ্ট্বা মহাবীর্য্যৌ সমাশ্বস্তৌ নরর্ষভৌ।
বলিনৌ বারণৌ যদ্বদ্বাসিতার্থে মদোৎকটৌ ॥৮॥
সমানবীর্য্যৌ সংপ্রেক্ষ্য প্রগৃহীতগদাবুভৌ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেবগন্ধর্ব্বমানবাঃ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
প্রগৃহীতগদৌ দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনবৃকোদরৌ।
সংশয়ঃ সর্ব্বভূতানাং বিজয়ে সমপদ্যত ॥১০॥
সমাগম্য ততো ভূয়ো ভ্রাতরৌ বলিনাং বরৌ।
অন্যোন্যস্যান্তরং প্রেপ্সূ প্রচক্রাতেঽন্তরং প্রতি ॥১১॥
যমদণ্ডোপমাং গুর্ব্বীমিন্দ্রাশনিমিবোদ্যতাম্।
দদৃশুঃ প্রেক্ষকা রাজন্! রৌদ্রীং বিশসনীং গদাম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। সংপ্রহারয়তাং সম্যক্প্রহারমকুরুতাম্, অড়াগমাভাব ইন্প্রত্যয়শ্চার্ষৌ ॥৭॥

তাবিতি। বারণৌ গজৌ, বাসিতার্থে ঋতুমত্যা হস্তিন্যাঃ সঙ্গমার্থে, মদোৎকটৌ কামমদেন বলমদেন চ উন্মত্তৌ। প্রগৃহীতে গদে যাভ্যাং তৌ ॥৮—৯॥

প্রেতি। সর্ব্বভূতানাং তত্রত্যসর্ব্বজনানাম্। সমপদ্যত সমজায়ত ॥১০॥

সমিতি। অন্তরং প্রহারাবকাশম্, প্রচক্রাতে দৃষ্টিমিতি শেষঃ ॥১১॥

যমেতি। অশনিং বজ্রম্। বিশস্যতে হিংস্যতে অনয়েতি তাম্ ॥১২॥

পরে শত্রুসন্তাপকারী ভীম ও দুর্য্যোধন কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, বিচিত্র ও সুন্দর দুইটী গদা ধারণ করিয়া, আবার প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৭॥

মহাবল, বিশ্রান্ত, নরশ্রেষ্ঠ ও ঋতুমতী হস্তিনীর সঙ্গমের জন্য মদমত্ত দুইটা বলবান্ হস্তীর ন্যায় সমান বলশালী ভীম ও দুর্য্যোধনকে দেখিয়া এবং তাঁহারা দুইটা গদা উত্তোলন করিয়াছেন দর্শন করিয়া, আকাশবর্ত্তী দেবতা ও গন্ধর্ব্বেরা এবং ভূতলস্থিত মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৮—৯॥

গদাধারী ভীম ও দুর্য্যোধনকে দেখিয়া, তাঁহাদের জয়লাভের বিষয়ে তত্রত্য লোকদিগের সন্দেহ জন্মিল ॥১০॥

তদনন্তর বলিশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধন দুই ভ্রাতা পরস্পরের ছিদ্র লাভ করিবার ইচ্ছায় সেই ছিদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥১১॥

(৭)…সমভ্যধাবত… পি,… অভ্যহারয়ত—বঙ্গ বর্দ্ধ। (৯)…দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ—নি।

আবিধ্যতো গদাং তস্য ভীমসেনস্য সংযুগে।
শব্দঃ সুতুমুলো ঘোরো মুহূর্ত্তং সমপদ্যত ॥১৩॥
আবিধ্যন্তমরিং প্রেক্ষ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽথ পাণ্ডবম্।
গদামতুলবেগাং তাং বিস্মিতঃ সংবভূব হ ॥১৪॥
চরংশ্চ বিবিধান্মার্গান্মণ্ডলানি চ ভারত!।
অশোভত তদা বীরো ভূয় এব বৃকোদরঃ ॥১৫॥
তৌ পরস্পরমাসাদ্য যত্তাবন্যোন্যরক্ষণে।
মার্জ্জারবিব ভক্ষার্থে ততক্ষাতে মুহুর্ম্মুহুঃ ॥১৬॥
আচরদ্ভীমসেনস্তু মার্গান্ বহুবিধাংস্তথা।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি গতপ্রত্যাগতানি চ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

আবিধ্যত ইতি। আবিধ্যতো ঘূর্ণয়তঃ। সমপদ্যত সঞ্জাতঃ ॥১৩॥
আবিধ্যন্তমিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনঃ, পাণ্ডবং ভীমসেনম্ ॥১৪॥
চরন্নিতি। মার্গান্ গদাযুদ্ধনিয়মিতান্ পথঃ, মণ্ডলানি গোলাকারভ্রমণানি ॥১৫॥
তাবিতি। যত্তৌ যত্নবন্তৌ। ততক্ষাতে প্রহারৈঃ খর্ব্বীচক্রতুঃ ॥১৬॥
আচরদিতি। আচরৎ অকরোৎ। গতানি অগ্রগমনানি প্রত্যাগতানি পশ্চাদ্গমনানি ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৬॥ অভ্যহারয়তামন্যোন্যং পরস্পরমভ্যহারয়তাং গদে অভিগ্রহীষাতাম্। সন্ধিরার্ষঃ ॥৭—১০॥ অন্তরং গতিবিশেষম্ ॥১১—১৪॥ মণ্ডলানি শত্রোঃ পরিবেষ্টনানি পরিতো ভ্রমণানি ॥১৫—১৬॥ গতং শত্রোঃ সম্মুখগমনম, প্রত্যাগতম্ আভিমুখ্যমত্যক্ত

রাজা! তৎকালে দর্শকেরা যমদণ্ড ও ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় বিশাল, ভীষণ ও হিংসোন্মুখ ভীমের গদা দর্শন করিতে থাকিল ॥১২॥

তৎপরে ভীমসেন যখন গদা ঘূর্ণন করিতে লাগিলেন, তখন কিছুকাল ভীষণ ও তুমুল শব্দ হইতে থাকিল ॥১৩॥

শত্রু ভীমসেন অতুলনীয়বেগসম্পন্ন সেই গদা ঘূর্ণন করিতেছেন দেখিয়া, দুর্য্যোধনের বিস্ময় জন্মিল ॥১৪॥

ভরতনন্দন! বীর ভীমসেন তখন নানাবিধ পথে বিচরণ এবং মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে থাকিয়া, অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৫॥

তাঁহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া এবং আত্মরক্ষায় যত্নবান্ থাকিয়া, খাদ্যলাভের জন্য দুইটা বিড়ালের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ প্রহার করিতে থাকিলেন ॥১৬॥

(১৭) ইতঃপ্রভৃতি দাক্ষিণাত্যপুস্তকে মহান্ পাঠভেদো দ্রষ্টব্যঃ।

অস্ত্রযন্ত্রাণি চিত্রাণি স্থানানি বিবিধানি চ।
পরিমোক্ষং প্রহারাণাং বর্জ্জনং পরিবারণম্ ॥১৮॥
অভিদ্রবণমাক্ষেপমবস্থানং সবিগ্রহম্।
পরাবর্ত্তনসংবর্ত্তমবপ্লুতমুপপ্লুতম্ ॥১৯॥
উপন্যস্তমপন্যস্তং গদাযুদ্ধবিশারদৌ।
এবং তৌ বিচরন্তৌ তু ন্যঘ্নতাং বৈ পরস্পরম্ ॥২০॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

অস্ত্রেতি। অস্ত্রযন্ত্রাণি অস্ত্রনির্ম্মিতযন্ত্রাকারাণি গমনানি, স্থানানি অবস্থানানি। পরিমোক্ষমপসরণেন বিফলীকরণম্, বর্জনং পার্শ্বগমনেনাসংস্পর্শম্, পরিবারণং প্রতিপ্রহারৈঃ। অভিদ্রবণমাভিমুখ্যেন ধাবনম্, আক্ষেপং হস্তপদগ্রহণেনাকর্ষণম্, অবস্থানং তথাত্বেঽপি স্বস্থান এব স্থিতিম্, বিগ্রহেণ যুদ্ধেন সহেতি সবিগ্রহম্, পরাবর্ত্তনং কিঞ্চিদপসরণম্, তস্মিন্নেকতরেণ কৃতে সতীত্যর্থঃ, সংবর্ত্তমন্যতরস্য তদভিমুখগমনম্, অবপ্লুতমবনমনেন লম্ফনপূর্ব্বকং গমনম্, উপপ্লুতমুল্লম্ফ্যোল্লম্ফ্য গমনম্; উপন্যস্তমুল্লম্ফনম্, অপন্যস্তমপসৃত্যাপসৃত্য লম্ফনম্, বিচরন্তৌ কুর্ব্বন্তৌ ॥১৮—২০॥

ভারতভাবদীপঃ

এবাপসরণম্ ॥১৭॥ অস্ত্রযন্ত্রাণি কস্মিন্মর্ম্মদেশমাক্ষিপ্য যেন শত্রোরুৎক্ষেপণমপক্ষেপণঞ্চ ক্রিয়তে তদস্ত্রযন্ত্রম্, অস্যতে ক্ষিপ্যতেঽনেনেত্যস্ত্রং তচ্চ তদ্‌যন্ত্রং নিগ্রহণং চাস্ত্রযন্ত্রমিতি সমাসঃ। স্থানানি তেষামেবোপযোগীনি মর্ম্মদেশাদীনি। পরিধাবনং বেগেন সব্যাপসব্যকরণম্ ॥১৮॥ অভিদ্রবণং বেগেনাভ্যাগমনম্। আক্ষেপং পরযন্ত্রস্য তৎপাতনহেতুতাসম্পাদনম্। অবস্থানমচাঞ্চল্যং সবিগ্রহং শত্রাবুত্থিতে পুনস্তেন সহ যুদ্ধকরণম্। পরিবর্ত্তনং শত্রুং প্রহর্ত্তুং পরিতঃ প্রসরণম্। সংবর্ত্তং শত্রুপ্রসরণস্যাবরোধনম্। অবপ্লুতং প্রহারবঞ্চনার্থং নম্রীভূয় নিঃসরণম্। উপপ্লুতং তদেবার্ব্বাগ্‌গমনযুক্তম্ ॥১৯॥ উপন্যস্তম্ উপেত্যায়ুধ-

ভীমসেন নানাবিধ পথে গমন, মণ্ডলাকারে বিচিত্র ভ্রমণ, অগ্রগমন এবং পশ্চাৎ অপসরণ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

অস্ত্রনির্ম্মিত যন্ত্রের ন্যায় বিচিত্র গমন, নানাপ্রকারে অবস্থান, পিছনে সরিয়া প্রহার এড়ান, পাশে সরিয়া প্রহার এড়ান, প্রতিপ্রহার করিয়া প্রহার নিষ্ফল করা, অভিমুখে ধাবিত হওয়া, হস্ত বা চরণ ধারণ করিয়া আকর্ষণ করা, আকর্ষণ করিলেও যুদ্ধ করিতে থাকিয়া পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইয়া থাকা, একজন পিছনে সরিলে, অপর জনের সম্মুখে আগমন, অবনত হইয়া লাফাইতে লাফাইতে যাওয়া, উঁচু হইয়া লাফাইতে লাফাইতে যাওয়া, উল্লম্ফন ও প্রলম্ফন ইত্যাদি করিতে থাকিয়া, গদাযুদ্ধবিশারদ ভীম ও দুর্য্যোধন পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥১৮—২০॥

বঞ্চয়ানৌ পুনশ্চৈব চেরতুঃ কুরুসত্তমৌ।
বিক্রীড়ন্তৌ সুবলিনৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ ॥২১॥
তৌ দর্শয়ন্তৌ সমরে যুদ্ধক্রীড়াং সমন্ততঃ।
গদাভ্যাং সহসান্যোন্যমাজঘ্নতুররিন্দমৌ ॥২২॥
তৌ পরস্পরমাসাদ্য দংষ্ট্রাভ্যাং দ্বিরদৌ যথা।
অশোভেতাং মহারাজ! শোণিতেন পরিপ্লুতৌ ॥২৩॥
এবং তদভবদ্‌যুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্।
পরিবৃত্তেঽহনি ক্রূরং বৃত্রবাসবয়োরিব ॥২৪॥
গদাহস্তৌ ততস্তৌ তু মণ্ডলাবস্থিতৌ বলী।
দক্ষিণং মণ্ডলং রাজন্! ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽভ্যবর্ত্তত।
সব্যস্তু মণ্ডলং তত্র ভীমসেনোঽভ্যবর্ত্তত ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

বঞ্চয়ানাবিতি। বঞ্চয়ানৌ অপসরণেন প্রতাড়য়ন্তৌ। বিক্রীড়ন্তৌ খেলন্তাবিব ॥২১॥

তাবিতি। সমন্ততঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু। সহসা বেগেন ॥২২॥

তাবিতি। আসাদ্য আহত্য, দংষ্ট্রাভ্যাং দন্তাভ্যাম্, দ্বিরদৌ গজৌ ॥২৩॥

এবমিতি। অসংবৃতমবাধম্। পরিবৃত্তে অবসিতে, ক্রূরং নিষ্ঠুরম্ ॥২৪॥

গদেতি। বলী বলবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্র ইতি সম্বন্ধঃ। সব্যং বামম্। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৫॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধন পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে থাকিয়া এবং পরস্পর যেন খেলা করতঃ, পুনরায় বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥২১॥

শত্রুদমনকারী ভীম ও দুর্য্যোধন সকল দিকে রণস্থলে যুদ্ধক্রীড়া দেখাইতে থাকিয়া, গদাদ্বারা বেগে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২২॥

মহারাজ! দুইটা হাতী যেমন দন্তদ্বারা পরস্পর আঘাত করে, সেইরূপ তাঁহারা গদাদ্বারা পরস্পর আঘাত করিয়া, রক্তাক্তদেহ হইয়া, শোভা পাইতে থাকিলেন ॥২৩॥

দিবসাবসান সময়ে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ভীম ও দুর্য্যোধনের ভীষণ ও নিষ্ঠুর যুদ্ধ অবাধে চলিতে লাগিল ॥২৪॥

রাজা! তাহার পর তাঁহারা গদা ধারণ করিয়া, মণ্ডলীভূত রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বলবান্ দুর্য্যোধন মণ্ডলের দক্ষিণভাগে এবং ভীমসেন বামভাগে রহিলেন ॥২৫॥

(২৪)···ঘোররূপং পরন্তপ!··নি।

তথা তু চরতস্তস্য ভীমস্য রণমূর্দ্ধনি।
দুর্য্যোধনো মহারাজ! পার্শ্বদেশেঽভ্যতাড়য়ৎ ॥২৬॥
আহতস্তু তদা ভীমঃ পুত্রেণ তব মারিষ!।
আবিধ্যত গদাং গুর্ব্বীং প্রহারং তমচিন্তয়ন্ ॥২৭॥
ইন্দ্রাশনিসমাং ঘোরাং যমদণ্ডমিবোদ্যতাম্।
দদৃশুস্তে মহারাজ! ভীমসেনস্য তাং গদাম্ ॥২৮॥
আবিধ্যন্তং গদাং দৃষ্ট্বা ভীমসেনং তবাত্মজঃ।
সমুদ্যম্য গদাং ঘোরাং প্রত্যবিধ্যৎ পরন্তপঃ ॥২৯॥
গদামারুতবেগেন তব পুত্রস্য ভারত!।
শব্দ আসীৎ সুতুমুলস্তেজশ্চ সমজায়ত ॥৩০॥
স চরন্ বিবিধান্মার্গান্ মণ্ডলানি চ ভাগশঃ।
সমশোভত তেজস্বী ভূয়ো ভীমাৎ সুযোধনঃ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। তথা মণ্ডলাকারেণ। রণমূর্দ্ধনি রণস্থলে ॥২৬॥
আহত ইতি। হে মারিষ! আর্য্য!। আবিধ্যত অঘূর্ণয়ৎ ॥২৭॥
ইন্দ্রেতি। ইন্দ্রস্য অশনিসমাং বজ্রতুল্যাম্, উদ্যতামুত্তোলিতাম্ ॥২৮॥
আবিধ্যন্তমিতি। সমুদ্যম্য সমুত্তোল্য, প্রত্যবিধ্যৎ তদ্গদামেবাতাড়য়ৎ ॥২৯॥
গদেতি। গদায়া মারুতস্যেব বেগেন সবেগাঘাতাতেন। তেজোঽগ্নিকণঃ ॥৩০॥
স ইতি। ভাগশো ভাগে ভাগে। ভূয়ঃ অধিকম্ ॥৩১॥

মহারাজ! ভীমসেন সেইভাবে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলে, দুর্য্যোধন গদাদ্বারা তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন ॥২৬॥

মাননীয় রাজা! দুর্য্যোধন সেইভাবে আঘাত করিলে, ভীমসেন সে আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া, নিজের বিশাল গদাটা ঘুরাইতে লাগিলেন ॥২৭॥

মহারাজ! তখন ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য এবং যমের দণ্ডের সদৃশ ভীষণ ভীমের সেই উত্তোলিত গদাটা সকলে দেখিতে থাকিল ॥২৮॥

মহারাজ! ভীম গদা ঘুড়াইতেছেন দেখিয়া, আপনার পুত্র শত্রুসন্তাপকারী দুর্য্যোধন ভীষণ গদা উত্তোলন করিয়া, ভীমের গদার উপরে আঘাত করিলেন ॥২৯॥

ভরতনন্দন! বায়ুর ন্যায় দুর্য্যোধনের গদার গুরুতর আঘাতে তুমুল শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আবির্ভূত হইল ॥৩০॥

(২৭)…তব ভারত!…নি।

আবিদ্ধা সর্ব্ববেগেন ভীমেন মহতী গদা।
সধূমং সার্চ্চিষং সাগ্নিং মুমোচাগ্র্যা মহাস্বনা ॥৩২॥
আধূতাং ভীমসেনেন গদাং দৃষ্ট্বা সুযোধনঃ।
অদ্রিসারময়ীং গুর্ব্বীমাবিধ্য বহ্বশোভত ॥৩৩॥
গদামারুতবেগং হি দৃষ্ট্বা তস্য মহাত্মনঃ।
ভয়ং বিবেশ পাণ্ডূংস্তু সর্ব্বানেব সসোমকান্ ॥৩৪॥
দৃষ্ট্বা ব্যবস্থিতং ভীমং তব পুত্রো মহাবলঃ।
চরংশ্চিত্রতরান্ মার্গান্ কৌন্তেয়মভিদুদ্রুবে ॥৩৫॥
তস্য ভীমো মহাবেগাং জাম্বূনদপরিষ্কৃতাম্।
অভিক্রুদ্ধস্য ক্রুদ্ধস্তু তাড়য়ামাস তাং গদাম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

আবিদ্ধেতি। আবিদ্ধা ঘূর্ণিতা। সধূমং সার্চ্চিষঞ্চাগ্নিম্, সা অগ্র্যা গদা মুমোচ ॥৩২॥
আধূতামিতি। আধূতাং ঘূর্ণিতাম্। অদ্রিসারময়ীং লৌহময়ীম্, আবিধ্য ঘূর্ণয়িত্বা ॥৩৩॥
গদেতি। ভয়ং কর্ত্তৃ, পাণ্ডূন্ পাণ্ডুপুত্রান্ ॥৩৪॥
দৃষ্ট্বেতি। চিত্রতরান্নানাপ্রকারান্, কৌন্তেয়ং ভীমম্, অভিদুদ্রুবে অভিদধাব ॥৩৫॥

তেজস্বী দুর্য্যোধন রণস্থলের বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ পথে বিচরণ ও মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে থাকিয়া, ভীম হইতে অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩১॥

ভীমকর্ত্তৃক মহাবেগে ঘূর্ণিত বিশাল, উত্তম ও মহাশব্দযুক্ত সেই গদাটা ধূম ও শিখার সহিত অগ্নি আবিষ্কার করিতে থাকিল ॥৩২॥

ভীমসেন গদা ঘুরাইতেছেন দেখিয়া, দুর্য্যোধন লৌহময়ী বিশাল গদা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৩॥

মহাবল দুর্য্যোধনের গদার বায়ুর বেগ দেখিয়া, সোমক ও পাণ্ডবগণের হৃদয়ে ভয় প্রবেশ করিল ॥৩৪॥

মহারাজ! আপনার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধন ভীমসেনকে অবস্থিত দেখিয়া, নানাপ্রকার ভঙ্গীতে গমন করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৩৫॥

(৩৪) ইতঃ পরং পূর্ব্বলিখিতা অপি ত্রয়ঃ শ্লোকাঃ অবিকলমেব পুনর্লিখিতাঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ সো নি। তে চ যথা—
তৌ দর্শয়ন্তৌ সমরে যুদ্ধক্রীড়াং সমন্ততঃ। গদাভ্যাং সহসান্যোঽন্যমাজঘ্নতুররিন্দমৌ ॥১॥
তৌ পরস্পরমাসাদ্য দংষ্ট্রাভ্যাং দ্বিরদৌ যথা। অশোভেতাং মহারাজ! শোণিতেন পরিপ্লুতৌ ॥২॥
এবং তদভবদ্‌যুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্। পরিবৃত্তেঽহনি ক্রূরং বৃত্রবাসবয়োরিব ॥৩॥

সবিস্ফুলিঙ্গো নির্হ্রাদস্তয়োস্তত্রাভিঘাতজঃ।
প্রাদুরাসীন্মহারাজ! সৃষ্টয়োর্বজ্রয়োরিব ॥৩৭॥
বেগবত্যা তয়া তত্র ভীমসেনেন মুক্তয়া।
নিপতন্ত্যা মহারাজ! পৃথিবী সমকম্পত ॥৩৮॥
তাং নামৃষ্যত কৌরব্যো গদাং প্রতিহতাং রণে।
মত্তো দ্বিপ ইব ক্রুদ্ধঃ প্রতিকুঞ্জরদর্শনাৎ ॥৩৯॥
স সব্যং মণ্ডলং রাজন্! উদ্‌ভ্রাম্য কৃতনিশ্চয়ঃ।
আজঘ্নে মূর্দ্ধ্নি কৌন্তেয়ং গদয়া ভীমবেগয়া ॥৪০॥
তয়া ত্বভিহতো ভীমঃ পুত্রেণ তব পাণ্ডবঃ।
নাকম্পত মহারাজ! তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। জাম্বূনদপরিষ্কৃতাং স্বর্ণপট্টশোভিতাম্ ॥৩৬॥
সেতি। সবিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিকণসহিতঃ, নির্হ্রাদঃ শব্দঃ। সৃষ্টয়োর্নিক্ষিপ্তয়োঃ ॥৩৭॥
বেগেতি। তয়া গদয়া, মুক্তয়া নিক্ষিপ্তয়া। নিপতন্ত্যা ভূমৌ ॥৩৮॥
তামিতি। নামৃষ্যত নাসহত, কৌরব্যো দুর্য্যোধনঃ। ক্রুদ্ধ আসীৎ ॥৩৯॥
স ইতি। সব্যং বামম্, উদ্‌ভ্রাম্য গদামেব ঘূর্ণয়িত্বা ॥৪০॥
তয়েতি। অদ্ভুতমিবাভবৎ বেগাতিশয়েন কম্পনাবশ্যম্ভাবাৎ ॥৪১॥

তখন ক্রুদ্ধ ভীমসেন গদাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধনের মহাবেগা ও স্বর্ণপট্টবেষ্টিতা সেই গদার উপরে আঘাত করিলেন ॥৩৬॥

মহারাজ! তৎকালে নিক্ষিপ্ত দুইটা বজ্রের পরস্পর আঘাতজনিত শব্দের ন্যায় সেই গদা দুইটার পরস্পর আঘাতজনিত শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আবির্ভূত হইল ॥৩৭॥

মহারাজ! ভীমসেননিক্ষিপ্ত বেগবতী সেই গদাটা ভূতলে পতিত হইলে, সেই ভূমি কাঁপিয়া উঠিল ॥৩৮॥

তখন দুর্য্যোধন নিজের গদা প্রতিহত হইল দেখিয়া, তাহা সহ্য করিলেন না; প্রত্যুত এক মত্তহস্তী যেমন অপর হস্তী দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হয়, সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩৯॥

রাজা! পরে দুর্য্যোধন ভীমসেনের বধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, বাম দিকে মণ্ডলাকারে নিজের গদাটা ঘুরাইয়া, সেই ভীষণবেগযুক্ত গদাদ্বারা ভীমসেনের মস্তকে আঘাত করিলেন ॥৪০॥

(৩৭)···দন্তয়োর্গজয়োরিব—পি, ঘৃষ্টয়োর্বজ্রয়োরিব—নি।

আশ্চর্য্যঞ্চাপি তত্রাজন্! সর্ব্বসৈন্যান্যপূজয়ন্।
যদ্‌গদাভিহতো ভীমো নাকম্পত পদাৎ পদম্ ॥৪২॥
ততো গুরুতরাং দীপ্তাং গদাং হেমপরিষ্কৃতাম্।
দুর্য্যোধনায় ব্যসৃজৎ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥৪৩॥
তং প্রহারমসংভ্রান্তো লাঘবেন মহাবলঃ।
মোঘং দুর্য্যোধনশ্চক্রে তত্রাভূদ্বিস্ময়ো মহান্ ॥৪৪॥
সা তু মোঘা গদা রাজন্! পতন্তী ভীমচোদিতা।
চালয়ামাস পৃথিবীং মহানির্ঘাতনিস্বনা ॥৪৫॥
আস্থায় কৌশিকান্মার্গানুৎপতন্ স পুনঃ পুনঃ।
গদানিপাতং প্রজ্ঞায় ভীমসেনঞ্চ বঞ্চিতম্ ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

আশ্চর্য্যমিতি। অপূজয়ন্ প্রাশংসন্। নাকম্পত নাচলৎ ॥৪২॥
তত ইতি। গুরুতরামতিবিশালাম্, হেমপরিষ্কৃতাং স্বর্ণপট্টশোভিতাম্ ॥৪৩॥
তমিতি। অসংভ্রান্তঃ অবিচলিতঃ, লাঘবেন দ্রুতমপসরণেন। মোঘং ব্যর্থম্ ॥৪৪॥
সেতি। ভীমেন চোদিতা ক্ষিপ্তা। পৃথিবীং রণভূমিম্ ॥৪৫॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রক্ষেপঃ। অপন্যস্তং পরাবৃত্য পৃষ্ঠতঃ কৃতেন হস্তেন শত্রোস্তাড়নম্ ॥২০—৪৫॥ আস্থায়েতি। কৌশিকান্ কুশ উন্মত্তস্তদাচরিতান্মার্গানাস্থায় পুনঃ পুনরুৎপতনেন বঞ্চনেন চ ভীমমুন্মত্তীকৃত্য

মহারাজ! আপনার পুত্র সেইভাবে আঘাত করিলেও ভীমসেন বিচলিত হইলেন না, তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল ॥৪১॥

রাজা! ভীমসেন সেইরূপ আহত হইয়াও এক পদ হইতে অপর পদে যে সরিলেন না, সমস্ত সৈন্যই সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারের প্রশংসা করিল ॥৪২॥

তাহার পর ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী ভীমসেন স্বর্ণপট্টবেষ্টিত ও উজ্জ্বল বিশাল গদাটাকে দুর্য্যোধনের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৩॥

তখন মহাবল দুর্য্যোধন অবিচলিত থাকিয়া, সত্বর অপসৃত হইয়া, ভীমের সেই প্রহারটাকে ব্যর্থ করিলেন; তাহাতে তত্রত্য লোকদিগের গুরুতর বিস্ময় জন্মিল ॥৪৪॥

রাজা! ভীমসেননিক্ষিপ্তা, মহানির্ঘাতের ন্যায় ভীষণশব্দকারিণী সেই গদাটা ব্যর্থ ও পতিত হইয়া রণস্থল কম্পিত করিল ॥৪৫॥

(৪৩) ততো গুরুতরীং···বঙ্গ.বর্দ্ধ সো।

বঞ্চয়িত্বা তথা ভীমং গদয়া কুরুসত্তমঃ।
তাড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো বক্ষোদেশে মহাবলঃ ॥৪৭॥ (যুগ্মকম্)
গদয়া নিহতো ভীমো মুহ্যমানো মহারণে।
নাভ্যমন্যত কর্ত্তব্যং পুত্রেণাভ্যাহতস্তব ॥৪৮॥
তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে রাজন্! সোমকপাণ্ডবাঃ।
ভৃশোপহতসঙ্কল্পা ন হৃষ্টমনসোঽভবন্ ॥৪৯॥
স তু তেন প্রহারেণ মাতঙ্গ ইব রোষিতঃ।
হস্তিবদ্ধস্তিসঙ্কাশমভিদুদ্রাব তে সুতম্ ॥৫০॥
ততস্তু তরসা ভীমো গদয়া তনয়ং তব।
অভিদুদ্রাব বেগেন সিংহো বনগজং যথা ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

আস্থায়েতি। কৌশিকানাং পেচকানামিম ইতি কৌশিকাস্তান্, পেচকোৎপতনমার্গ-তুল্যানিত্যর্থঃ। গদানিপাতং ভীমসেনেন করিষ্যমাণম্। তথা পুনঃ পুনরুৎপতনেন ॥৪৬—৪৭॥

গদয়েতি। নিহত আহতঃ, মুহ্যমান আসীৎ। নাভ্যমন্যত মনসা স্থিরীকর্ত্তুং নাশক্নোৎ ॥৪৮॥

তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ ভীমসেনে, তথা বর্ত্তমানে মূঢ়ে সতি। ভৃশোপহতসঙ্কল্পা অতীব-নিরাশাঃ ॥৪৯॥

স ইতি। স ভীমঃ। অভিদুদ্রাব অভিদধাব ॥৫০॥

তত ইতি। তরসা বলেন, গদয়া সহ ॥৫১॥

ক্রমে মহাবল ও কৌরবশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীমকে বঞ্চিত জানিয়া, তিনি আবারও গদা প্রহার করিবেন বুঝিয়া, পেচকের গতিভঙ্গি অবলম্বন করিয়া, বার বার লাফাইয়া উঠিতে থাকিয়া, আপন গদাদ্বারা ভীমসেনের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৪৬—৪৭॥

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন আঘাত করিলে, ভীমসেন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন এবং মহাযুদ্ধে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না ॥৪৮॥

রাজা! ভীমসেন সেইরূপ হইয়া পড়িলে, পাণ্ডব ও সোমকেরা জয়ে নিরাশ ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন ॥৪৯॥

কিন্তু দুর্য্যোধনের সেই প্রহার হস্তীর ন্যায় ভীমসেনের ক্রোধ উৎপাদন করিল; তাহাতে ভীমসেন হস্তীর ন্যায় হস্তিতুল্য দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫০॥

তাহার পর, সিংহ যেমন বন্যহস্তীর দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ ভীমসেন গদা লইয়া বেগে দুর্য্যোধনের দিকে বলপূর্ব্বক ধাবিত হইলেন ॥৫১॥

(৪৯)···নহৃষ্টমনসোঽভবন্—বঙ্গ সো, নাহৃষ্টমনসোঽভবন্—নি।

উপসৃত্য তু রাজানং গদামোক্ষবিশারদঃ।
আবিধ্যত গদাং রাজন্! সমুদ্দিশ্য সুতং তব ॥৫২॥
অতাড়য়দ্ভীমসেনঃ পার্শ্বে দুর্য্যোধনং তদা।
স বিহ্বলঃ প্রহারেণ জানুভ্যামগমন্মহীম্ ॥৫৩॥
তস্মিন্ কুরুকুলশ্রেষ্ঠে জানুভ্যামবনীং গতে।
উদতিষ্ঠত্ততো নাদঃ সৃঞ্জয়ানাং জগৎপতে! ॥৫৪॥
তেষাস্তু নিনদং শ্রুত্বা সৃঞ্জয়ানাং নরর্ষভ!।
অমর্ষাদ্ভরতশ্রেষ্ঠ! পুত্রস্তে সমকুপ্যত ॥৫৫॥
উত্থায় তু মহাবাহুর্ম্মহানাগ ইব শ্বসন্।
দিধক্ষন্নিব নেত্রাভ্যাং ভীমসেনমবৈক্ষত ॥৫৬॥
ততঃ স ভরতশ্রেষ্ঠো গদাপাণিরথাদ্রবৎ।
প্রমথিষ্যন্নিব শিরো ভীমসেনস্য সংযুগে ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি। আবিধ্যত অঘূর্ণয়ৎ, সমুদ্দিশ্য লক্ষ্যীকৃত্য ॥৫২॥
অতাড়য়দিতি। জানুভ্যাং জানুযুগলপাতেনেত্যর্থঃ, অগমৎ আশিশ্রিয়ৎ ॥৫৩॥
তস্মিন্নিতি। নাদ আনন্দকোলাহলঃ, হে জগৎপতে! ভূমিপতে! ॥৫৪॥
তেষামিতি। নিনদমানন্দকোলাহলম্। অমর্ষাৎ অসহিষ্ণুত্বাৎ ॥৫৫॥
উত্থায়েতি। মহানাগ উত্তমসর্পঃ। দিধক্ষন্ দগ্ধুমিচ্ছন্ ॥৫৬॥
তত ইতি। অদ্রবৎ ভীমং প্রত্যধাবৎ। প্রমথিষ্যন্ চূর্ণয়িষ্যন্ ॥৫৭॥

রাজা! গদানিক্ষেপনিপুণ ভীমসেন নিকটবর্ত্তী হইয়া, আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া, গদাটা ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন ॥৫২॥

পরে ভীমসেন যাইয়া, গদাদ্বারা দুর্য্যোধনের পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন; তখন দুর্য্যোধন জানুযুগল পাতিয়া ভূমি অবলম্বন করিলেন ॥৫৩॥

রাজা! কুরুকুলশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন জানুযুগলদ্বারা ভূমি অবলম্বন করিলে, সৃঞ্জয়গণের মধ্যে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল ॥৫৪॥

নরশ্রেষ্ঠ! সেই সৃঞ্জয়গণের আনন্দকোলাহল শুনিয়া, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অসহিষ্ণুতাবশতঃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৫৫॥

তখন মহাবাহু দুর্য্যোধন গাত্রোত্থান করিয়া, মহাসর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, নয়নযুগলদ্বারা ভীমসেনকে যেন দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥৫৬॥

(৫৭).. গদাপাণিরভিদ্রবৎ.. পি নি।

স মহাত্মা মহাত্মানং ভীমং ভীমপরাক্রমঃ।
অতাড়য়চ্ছঙ্খদেশে ন চচালাচলোপমঃ ॥৫৮॥
স ভূয়ঃ শুশুভে পার্থস্তাড়িতো গদয়া রণে।
উদ্ভিন্নরুধিরো রাজন্! প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥৫৯॥
ততো গদাং বীরহণীময়োময়ীং প্রগৃহ্য বজ্রাশনিতুল্যনিস্বনাম্।
অতাড়য়চ্ছত্রুমমিত্রকর্ষণো বলেন বিক্রম্য ধনঞ্জয়াগ্রজঃ ॥৬০॥
স ভীমসেনাভিহতস্তবাত্মজঃ পপাত সঙ্কল্পিতদেহবন্ধনঃ।
সুপুষ্পিতো মারুতবেগতাড়িতো বনে মহাশাল ইবাবঘূর্ণিতঃ ॥৬১॥
ততঃ প্রণেদুর্জহৃষুশ্চ পাণ্ডবাঃ সমীক্ষ্য পুত্রং পতিতং ক্ষিতৌ তব।
ততঃ সুতস্তে প্রতিলভ্য চেতনাং সমুৎপপাত দ্বিরদো যথা হ্রদাৎ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। শঙ্খদেশে ললাটপ্রান্তভাগে, ন চচাল ভীম ইতি শেষঃ ॥৫৮॥
স ইতি। পার্থো ভীমঃ। উদ্ভিন্নরুধিরো নির্গতরক্তঃ, প্রভিন্নো মদস্রাবী ॥৫৯॥
তত ইতি। বীরং হন্তীতি বীরহণীম্, অয়োময়ীং লৌহময়ীম্, অশনির্বিদ্যুৎ ॥৬০॥
স ইতি। সঙ্কল্পিতং বর্ম্মণাবিহিতং দেহবন্ধনং শরীরাবরণং যেন সঃ ॥৬১॥
তত ইতি। সমুৎপপাত ভূতলাদুত্তস্থৌ, দ্বিরদো গজঃ ॥৬২॥

তাহার পর ভরতবংশশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন গদা ধারণ করিয়া, ভীমসেনের মস্তক চূর্ণ করিবেন বলিয়াই যেন তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫৭॥

ক্রমে মহাবল ও ভীষণপরাক্রমশালী দুর্য্যোধন যাইয়া গদাদ্বারা ভীমসেনের ললাটের উপরিভাগে আঘাত করিলেন; কিন্তু ভীমসেন তাহাতে পর্ব্বতের ন্যায় বিচলিত হইলেন না ॥৫৮॥

রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধে গদাদ্বারা তাড়ন করিলে, ভীমসেনের দেহ হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিল; তখন তিনি মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৯॥

তাহার পর শত্রুহন্তা ভীমসেন লৌহময়ী, বীরনাশিনী এবং বজ্র ও বিদ্যুতের ন্যায় শব্দকারিণী গদা ধারণ করিয়া, বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক সবলে দুর্য্যোধনের দেহে আঘাত করিলেন ॥৬০॥

মহারাজ! ভীমসেন সেইরূপ আঘাত করিলে, আপনার পুত্র বর্ম্মধারী দুর্য্যোধন বনমধ্যে বায়ুবেগে তাড়িত ও পুষ্পসমন্বিত বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় ঘুরিতে লাগিলেন ॥৬১॥

(৬১)···সংকম্পিতদেহবন্ধনঃ···পি বঙ্গ নি।

স পার্থিবো নিত্যমমর্ষিতস্তদা মহারথঃ শিক্ষিতবৎ পরিভ্রমন্।
অতাড়য়ৎ পাণ্ডবমগ্রতঃ স্থিতং স বিহ্বলাঙ্গো জগতীমুপাস্পৃশৎ ॥৬৩॥
স সিংহনাদং বিননাদ কৌরবো নিপাত্য ভূমৌ যুধি ভীমমোজসা।
বিভেদ চৈবাশনিতুল্যতেজসা গদানিপাতেন শরীররক্ষণম্ ॥৬৪॥
ততোঽন্তরীক্ষে নিনদো মহানভূদ্দিবৌকসামপ্সরসাঞ্চ নেদুষাম্।
পপাত চোচ্চৈরমরপ্রবেরিতং বিচিত্রপুষ্পোৎকরবর্ষমুত্তমম্ ॥৬৫॥
ততঃ পরানাবিশদুত্তমং ভয়ং সমীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং নরোত্তমম্।
অহীয়মানঞ্চ বলেন কৌরবং নিশাম্য ভেদং সুদৃঢ়স্য বর্ম্মণঃ ॥৬৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। জগতীং ভূমিম্, "জগতী ছন্দোবিশেষেঽপি ক্ষিতাবপি" ইত্যমরঃ ॥৬৩॥
স ইতি। বিভেদ বিদারয়ামাস, শরীররক্ষণং বর্ম্ম ॥৬৪॥
তত ইতি। নেদুষাং হর্ষনাদং কৃতবতাম্। অমরৈঃ প্রবেরিতং প্রেরিতম্ ॥৬৫॥
তত ইতি। পরান্ পাণ্ডবান্, নরোত্তমং ভীমম্। কৌরবং দুর্য্যোধনম্, ভেদং বিদারণম্ ॥৬৬॥

ভারতভাবদীপঃ

গদয়া তাড়য়ামাসেতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ ॥৩৬—৩৯॥ নষ্টহৃষ্টমনসঃ খিন্নচেতসঃ ॥৫০—৫৮॥ শঙ্খদেশে ললাটপ্রান্তে ॥৫৯—৬৪॥ নেদুষাং নাদং কৃতবতীনাম্ ॥৬৫—৬৯॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৩॥

রাজা! তদনন্তর আপনার পুত্রকে ভূতলে পতিত দেখিয়া, পাণ্ডবেরা আনন্দিত হইলেন এবং কোলাহল করিয়া উঠিলেন। তৎপরে তখনই দুর্য্যোধন চৈতন্য লাভ করিয়া, হস্তী যেমন হ্রদ হইতে গাত্রোত্থান করে, সেইরূপ ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥৬২॥

তাহার পর সর্ব্বদা কোপান্বিত ও মহারথ রাজা দুর্য্যোধন শিক্ষিতের ন্যায় ভ্রমণ করিতে থাকিয়া, সম্মুখবর্ত্তী ভীমসেনকে তাড়ন করিলেন; তখন ভীমসেন বিহ্বল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৬৩॥

দুর্য্যোধন সেইভাবে বলপূর্ব্বক ভীমসেনকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া, সিংহনাদ করিলেন এবং বজ্রতুল্য গদার আঘাতে ভীমের বর্ম্মটাকে বিদীর্ণ করিলেন ॥৬৪॥

তৎপরে আকাশে দেবগণ ও অপ্সরাগণ আনন্দধ্বনি করিতে থাকিলে, সেখানে মহাকোলাহল হইতে লাগিল এবং ঊর্দ্ধ হইতে দেবগণনিক্ষিপ্ত উত্তম পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল ॥৬৫॥

তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন পতিত হইয়াছেন, দুর্য্যোধন সবলই আছেন এবং

তভো মুহূর্ত্তাদুপলভ্য চেতনাং প্রমৃজ্য বক্ত্রং রুধিরার্দ্রমাত্মনঃ।
ধৃতিং সমালম্ব্য বিবৃত্তলোচনো বলেন সংস্তভ্য বৃকোদরঃ স্থিতঃ ॥৬৭॥
ততো যমৌ যমসদৃশৌ পরাক্রমে সপার্ষতঃ শিনিতনয়শ্চ বীর্য্যবান্।
সমাহ্বয়ন্নহমহমিত্যভিত্বরংস্তবাত্মজং সমভিযযুর্ব্বধৈষিণঃ ॥৬৮॥
নিবর্ত্ত্য তান্ পুনরপি পাণ্ডবো বলী তবাত্মজং স্বয়মভিগম্য কালবৎ।
চচার চাপ্যপগতখেদবেপথুঃ সুরেশ্বরো নমুচিমিবোত্তমং রণে ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ধৃতিং ধৈর্য্যম্, সংস্তভ্য আত্মানং স্থিরীকৃত্য ॥৬৭॥

তত ইতি। যমৌ নকুলসহদেবৌ, সপার্ষতো ধৃষ্টদ্যুম্নসহিতঃ, শিনিতনয়ঃ সাত্যকিঃ। অহমেব ত্বাং হন্মীতি শেষঃ, বধৈষিণস্তবাত্মজস্যৈব ॥৬৮॥

নিবর্ত্ত্যেতি। পাণ্ডবো ভীমসেনঃ, কালবদ্‌যম ইব। অপগতৌ তিরোহিতৌ খেদ-বেপথূ শ্রমকম্পৌ যস্য সঃ। সুরেশ্বরো দেবরাজঃ, নমুচিং নাম দানবম্ ॥৬৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভীমসেনের বর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়াছে, এই সকল দেখিয়া পাণ্ডবগণের গুরুতর ভয় জন্মিল ॥৬৬॥

ওদিকে ভীমসেন কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া, নিজের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল মুছিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিয়া, চোখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন ॥৬৭॥

মহারাজ! তৎপরে পরাক্রমে যমের তুল্য নকুল ও সহদেব এবং বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি—দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া 'এই আমি তোমাকে বধ করিতেছি, এই আমি তোমাকে বধ করিতেছি' এই কথা বলিয়া, দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইবার উপক্রম করিলেন ॥৬৮॥

তখন বলবান্ ভীমসেন তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া, শ্রম ও কম্প তিরোহিত হইলে, যমের ন্যায় পুনরায় দুর্য্যোধনের দিকে যাইয়া, পূর্ব্বকালে ইন্দ্র যেমন নমুচি-দানবকে লক্ষ করিয়া, যুদ্ধে বিচরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৬৯॥

(৬৮—৬৯) ইদং শ্লোকদ্বয়ং পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নাস্তি। * '... সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

———:০✱০:———

সঞ্জয় উবাচ।

সমুদীর্ণং ততো দৃষ্ট্বা সংগ্রামং কুরুমুখ্যয়োঃ।
অথাব্রবীদর্জ্জুনস্তু বাসুদেবং যশস্বিনম্ ॥১॥
অনয়োর্বীরয়োর্যুদ্ধে কো জ্যায়ান্ ভবতো মতঃ।
কস্য বা কো গুণো ভূয়ানেতদ্বদ জনার্দ্দন! ॥২॥

বাসুদেব উবাচ।

উপদেশোঽনয়োস্তুল্যো ভীমস্তু বলবত্তরঃ।
কৃতী যত্নপরস্ত্বেষ ধার্ত্তরাষ্ট্রো বৃকোদরাৎ ॥৩॥
ভীমসেনস্তু ধর্ম্মেণ যুধ্যমানো ন জেষ্যতি।
অন্যায়েন তু যুধ্যন্ বৈ হন্যাদেব সুযোধনম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি। সমুদীর্ণং ক্রমেণ প্রবৃদ্ধম্, কুরুমুখ্যয়োঃ কৌরবপ্রধানয়োর্ভীমদুর্য্যোধনয়োঃ ॥১॥
অনয়োরিতি। জ্যায়ান্ শ্রেষ্ঠঃ। ভূয়ানধিকঃ ॥২॥
উপেতি। উপদেশো গুরোঃ শিক্ষাদানম্। কৃতী নিপুণঃ ॥৩॥
তৎফলমাহ ভীমেতি। ধর্ম্মেণ ন্যায়েন, ন জেষ্যতি বলাপেক্ষয়া নৈপুণ্যস্যাধিককার্য্যকারিত্বাৎ ॥৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! তাহার পর কৌরবপ্রধান ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, অর্জ্জুন যশস্বী কৃষ্ণকে বলিলেন—॥১॥

'জনার্দ্দন! এই যুধ্যমান বীর দুই জনের মধ্যে কে প্রধান? এবং ইঁহাদের মধ্যে কাঁহার কোন্ গুণই বা অধিক তাহা বল' ॥২॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'গুরুর উপদেশ ইঁহাদের দুই জনেরই সমান; কিন্তু ভীমসেন অধিক বলবান্, আর ভীমসেন অপেক্ষা দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে অধিক যত্নবান্ এবং নিপুণ ॥৩॥

অতএব ভীমসেন ন্যায় অনুসারে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া, দুর্য্যোধনকে জয় করিতে পারিবেন না; কিন্তু অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করিয়া অবশ্যই দুর্য্যোধনকে বধ করিতে পারিবেন ॥৪॥

(২)···কস্য কো হি বশো·ভূয়াদেতদ্বদ···পি।

মায়য়া নির্জ্জিতা দেবৈরসুরা ইতি নঃ শ্রুতম্ ।
বিরোচনস্তু শক্রেণ মায়য়া নির্জ্জিতঃ স বৈ ॥৫॥
মায়য়া চাক্ষিপত্তেজো বৃত্রস্য বলসূদনঃ ।
তস্মান্মায়াময়ং ভীম আতিষ্ঠতু পরাক্রমম্ ॥৬॥
প্রতিজ্ঞাতস্তু ভীমেন দ্যূতকালে ধনঞ্জয় ! ।
ঊরূ ভেৎস্যামি তে সংখ্যে গদয়েতি সুযোধন ! ॥৭॥
সোঽয়ং প্রতিজ্ঞাং তাঞ্চাপি পালয়ত্বরিকর্ষণঃ ।
মায়াবিনঞ্চ রাজানং মায়য়ৈব নিকৃন্ততু ॥৮॥
যদ্যেষ বলমাস্থায় ন্যায়েন প্রহরিষ্যতি ।
বিষমস্থস্ততো রাজা ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯॥
পুনরেব তু বক্ষ্যামি পাণ্ডবেয় ! নিবোধ মে ।
ধর্ম্মরাজাপরাধেন ভয়ং নঃ পুনরাগতম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অন্যায়যুক্তমপি সমর্থয়ন্ দৃষ্টান্তমাহ মায়য়েতি। মায়য়া কূটকৌশলেন ॥৫॥
মায়য়েতি। আক্ষিপৎ অপাসারয়ৎ, বলসূদন ইন্দ্রঃ। আতিষ্ঠতু আশ্রয়তু ॥৬॥
তাং মায়ামেব প্রকাশয়ন্নাহ প্রতীতি। ভেৎস্যামি ভঙ্ক্ষ্যামি, সংখ্যে যুদ্ধে ॥৭॥
ইদানীং ভীমস্য কর্ত্তব্যমাহ স ইতি। রাজানং দুর্য্যোধনম্, নিকৃন্ততু হন্তু ॥৮॥
পক্ষান্তরে দোষমাহ যদীতি। বিষমস্থো বিপদ্গতঃ, ভীমবধসম্ভবেন সর্ব্বনাশসম্ভবাৎ ॥৯॥

আমরা শুনিয়াছি—দেবতারা কূটকৌশলে (অন্যায় ভাবে) অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও কূটকৌশলেই বিরোচনকে পরাজয় করিয়াছিলেন ॥৫॥

ইন্দ্র কূটকৌশলেই বৃত্রাসুরেরও তেজ নষ্ট করিয়াছিলেন। অতএব ভীমসেন কূটকৌশলবহুল পরাক্রমই অবলম্বন করুন ॥৬॥

অর্জ্জুন! ভীমসেন দ্যূতক্রীড়ার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'দুর্য্যোধন! আমি যুদ্ধে গদাদ্বারা তোর ঊরুযুগল ভগ্ন করিব' ॥৭॥

শত্রুহন্তা এই সেই ভীমসেন সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন; কূটকৌশলী দুর্য্যোধনকে কূটকৌশলেই বধ করুন ॥৮॥

ভীমসেন যদি ন্যায় অনুসারে যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম বিপদে পড়িবেন ॥৯॥

পাণ্ডুনন্দন! আমি আবারও বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর; ধর্ম্মরাজের অপরাধে পুনরায় আমাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥১০॥

(৬) তস্মান্মায়াময়ং বীর! আতিষ্ঠতু বৃকোদরঃ…নি।

কৃত্বা হি সুমহৎ কর্ম্ম হত্বা ভীষ্মমুখান্ কুরূন্।
জয়ঃ প্রাপ্তো যশশ্চাগ্র্যং বৈরঞ্চ প্রতিযাতিতম্ ॥১১॥
তদেবং বিজয়ঃ প্রাপ্তঃ পুনঃ সংশয়িতঃ কৃতঃ।
অবুদ্ধিরেষা মহতী ধর্ম্মরাজস্য পাণ্ডব ! ॥১২॥
যদেকবিজয়ে যুদ্ধং পণিতং ঘোরমীদৃশম্।
সুযোধনঃ কৃতী বীর একায়নগতস্তথা ॥১৩॥
অপি চোশনসা গীতঃ শ্রূয়তেঽয়ং পুরাতনঃ।
শ্লোকস্তত্ত্বার্থসহিতস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৪॥
পুনরাবর্ত্তমানানাং ভগ্নানাং জীবিতৈষিণাম্।
ভেতব্যমরিশেষাণামেকায়নগতা হি তে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

পুনরিতি। নিবোধ শৃণু। ধর্ম্মরাজস্য যুধিষ্ঠিরস্যাপরাধেন ॥১০॥

অথ কোঽসাবপরাধ ইত্যাহ শ্লোকজাতেন কৃত্বেতি। অগ্র্যমুত্তমম্, প্রতিযাতিতং প্রতিশোধিতম্ ॥১১॥

তদিতি। প্রাপ্তঃ প্রায়েণ লব্ধঃ। অবুদ্ধির্নির্বুদ্ধিতা ॥১২॥

নমু কাসাববুদ্ধিরিত্যাহ যদিতি। একায়নগতঃ কেবলমৃত্যুপথপ্রাপ্তঃ ॥১৩॥

মহাজনোক্তিমুদাহর্ত্তুমাহ অপীতি। উশনসা শুক্রেণ, গীতো গানবৎ প্রচারিতঃ ॥১৪॥

পুনরিতি। ভগ্নানাং পরাজিতানামপি, পুনরাবর্ত্তমানানাং পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত্য যোদ্ধুমাগচ্ছতাং জীবিতৈষিণাং পলায়নে জীবননাশাবশ্যম্ভাবসম্ভাবনাৎ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন এব জীবনরক্ষাসম্ভাবিনাম, অরিশেষাণাং হতাবশিষ্টশত্রূণাং তেভ্য ইত্যর্থঃ, ভেতব্যম। হি যস্মাৎ, তে অরিশেষা, একমেব অয়নং মরণপথং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥১৫॥

অতিগুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভীষ্মপ্রভৃতি কৌরবগণকে বধ করিয়াও উত্তম যশ লাভ করা হইয়াছিল এবং শত্রুতারও প্রতিশোধ দেওয়া হইয়াছিল ॥১১॥

অতএব পাণ্ডুনন্দন ! জয় প্রায় হস্তগত হইয়াছিল, এমন অবস্থায় ধর্ম্মরাজ পুনরায় তাহাকে সংশয়াপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং এটা ধর্ম্মরাজের অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতাই হইয়াছে ॥১২॥

যেহেতু, 'দুর্য্যোধন ! তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে জয় করিতে পারিলেই তোমার জয় হইবে' এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুদ্ধে ভয়ঙ্কর পণ করিয়াছেন। কারণ, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে নিপুণ, বীর এবং মরিয়া হইয়া লাগিয়াছেন ॥১৩॥

আরও শুনিতে পাই যে, স্বয়ং শুক্রাচার্য্য পূর্ব্বকালে তত্ত্বার্থসম্পন্ন এই শ্লোকটী প্রচার করিয়াছিলেন ; তাহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর— ॥১৪॥

(১১)· ·জয়ঃ প্রাপ্তো যশঃ প্রাগ্র্যং···নি।

সহসোৎপতিতানাঞ্চ নিরাশানাঞ্চ জীবিতে।
ন শক্যমগ্রতঃ স্থাতুং শক্রেণাপি ধনঞ্জয়! ॥১৬॥
সুযোধনমিমং ভগ্নং হতসৈন্যং হ্রদং গতম্।
পরাজিতং বনপ্রেপ্সুং নিরাশং রাজ্যলম্ভনে ॥১৭॥
কোঽন্বিষ্য সংযুগে প্রাজ্ঞঃ পুনর্দ্বন্দ্বে সমাহ্বয়েৎ।
অপি নো নির্জ্জিতং রাজ্যং ন হরেত সুযোধনঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
যস্ত্রয়োদশবর্ষাণি গদয়া কৃতনিশ্চয়ঃ।
চরত্যূর্দ্ধঞ্চ তির্য্যক্ চ ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥১৯॥
এনঞ্চেন্ন মহাবাহুরন্যায়েন হনিষ্যতি।
এষ বঃ কৌরবো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রো ভবিষ্যতি ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সহসেতি। উৎপতিতানামাত্মন উপরি জয়ায় বেগেনাপতিতানাম্ ॥১৬॥

উক্তমর্থং দুর্য্যোধনে যোজয়তি সুযোধনমিতি। ভগ্নং ভগ্নোৎসাহম্। দ্বন্দ্বে যুদ্ধে ॥১৭—১৮॥

য ইতি। কৃতনিশ্চয়ো ভীমেন সহ গদাযুদ্ধে। চরতি গদাযুদ্ধাভ্যাসং করোতি স্ম। মহাবাহুর্ভীমসেনঃ। রাজা ভবিষ্যতি ধর্ম্মরাজেন তথৈবোক্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৯—২০॥

'জীবনার্থী, হতাবশিষ্ট যোদ্ধারা পরাজিত হইয়া, আবারও ফিরিয়া আসিলে, অবশ্যই তাহাদের ভয় করিতে হইবে। কারণ, তাহারা তখন মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াই ফিরিয়া আসিয়া থাকে' ॥১৫॥

অর্জ্জুন! শত্রুরা আপনাদের জীবনে নিরাশ হইয়া, বেগে আসিয়া পড়িলে, স্বয়ং ইন্দ্রও তাহাদের সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হন না ॥১৬॥

দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্য নিহত হইয়াছে, উনি নিজেও পরাজিত হইয়াছেন, সেই অবস্থায় উনি দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সেখানে থাকিয়া রাজ্যলাভে নিরাশ হইয়া বনে যাইবারই ইচ্ছা করিতেছিলেন। তা'র পর, দুর্য্যোধন আমাদের বিজিত রাজ্য আবার হরণ না করে, এইরূপ ধারণা করিয়া, কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক অন্বেষণপূর্ব্বক পুনরায় তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন? ॥১৭—১৮॥

যে দুর্য্যোধন—'ভীমের সহিত অবশ্যই আমার গদাযুদ্ধ হইবে' এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া, ভীমকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, আজ ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ উপরের দিকে ও পার্শ্বদেশে গদাযুদ্ধের অভ্যাস করিয়া আসিতেছেন, মহাবাহু ভীমসেন অন্যায়ভাবে সেই দুর্য্যোধনকে যদি বধ না করেন, তাহা হইলে, এই দুর্য্যোধনই পুনরায় তোমাদের রাজা হইবেন' ॥১৯—২০॥

(১৮) কোন্বেকং সংযুগে…সমাহ্বয়েৎ…পি, কোঽন্বেষ সংযুগে… বঙ্গ বর্দ্ধ।

সঞ্জয় উবাচ।

ধনঞ্জয়স্তু শ্রুত্বৈতৎ কেশবস্য মহাত্মনঃ।
প্রেক্ষতো ভীমসেনস্য সব্যমূরুমতাড়য়ৎ ॥২১॥
গৃহ্য সংজ্ঞাং ততো ভীমো গদয়া ব্যচরদ্রণে।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি যমকানীতরাণি চ ॥২২॥
দক্ষিণং মণ্ডলং সব্যং গোমূত্রকমথাপি চ।
ব্যচরৎ পাণ্ডবো রাজন্! অরিং সম্মোহয়ন্নিব ॥২৩॥
তথৈব তব পুত্রোঽপি গদামার্গবিশারদঃ।
ব্যচরল্লঘু চিত্রঞ্চ ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥২৪॥
আধুন্বন্তৌ গদে ঘোরে চন্দনাগুরুরূষিতে।
বৈরস্যান্তং পরীপ্সন্তৌ রণে ক্রুদ্ধাবিবান্তকৌ ॥২৫॥
অন্যোন্যং তৌ জিঘাংসন্তৌ প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ।
যুযুধাতে গরুত্মন্তৌ যথা নাগামিষৈষিণৌ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ধনঞ্জয় ইতি। সব্যং বামম্, অতাড়য়ৎ তদূরুভঙ্গপ্রতিজ্ঞাস্মরণার্থমিত্যাশয়ঃ ॥২১॥

গৃহ্যেতি। গৃহ্য প্রাপ্য, যমকানি অস্তরাস্তরোভয়পার্শ্বগমননিষ্পাদ্যানি ॥২২॥

দক্ষিণমিতি। সব্যং বামম্, গোমূত্রকং গোমূত্রবৎ বিলম্ব্য বিলম্ব্য কৃতম্ ॥২৩॥

তথেতি। লঘু দ্রুতম্, ভীমসেনস্য জিঘাংসয়া হননেচ্ছয়া ॥২৪॥

আধুন্বন্তাবিতি। আধুন্বন্তৌ ঘূর্ণয়ন্তৌ, চন্দনাগুরুভ্যাং রূষিতে রঞ্জিতে। পরীপ্সন্তৌ

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! অর্জ্জুন মহাত্মা কৃষ্ণের এই সকল কথা শুনিয়া, ভীমসেন দেখিতে পান এইভাবে হস্তদ্বারা নিজের বাম উরুর উপরে আঘাত করিলেন ॥২১॥

তাহার পর ভীমসেন চৈতন্য লাভ করিয়া, গদাধারণপূর্ব্বক রণস্থলে কখনও ঘুরিয়া ফিরিয়া, কখনও অন্যান্যভাবে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥২২॥

রাজা! ভীমসেন দুর্য্যোধনকে মুগ্ধ করতই যেন কখনও দক্ষিণাবর্ত্তে, কখন বামাবর্ত্তে, কখন গোমূত্রের প্রকারে ভ্রমণ করিতে থাকিলেন ॥২৩॥

মহারাজ! গদামার্গবিশারদ দুর্য্যোধনও ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, সেইরূপই বিচিত্রভাবে দ্রুত বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

দুইটা মহাপক্ষী যেমন মহাসর্পের মাংসের লোভে পরস্পর বধ করিবার ইচ্ছা

(২৬)···নাগমিষৈষিণৌ—বঙ্গ বর্দ্ধ।

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরতোর্নৃপভীমযোঃ।
গদাসম্পাতজাস্তত্র প্রজজ্ঞুঃ পাবকার্চ্চিষঃ ॥২৭॥
সমং প্রহরতোস্তত্র শূরয়োর্বলিনোর্মৃধে।
ক্ষুব্ধয়োর্বায়ুনা রাজন্! দ্বয়োরিব সমুদ্রয়োঃ ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)
তয়োঃ প্রহরতোস্তুল্যং মত্তকুঞ্জরয়োরিব।
গদানির্ঘাতসংহ্রাদঃ প্রহারাৎ সমজায়ত ॥২৯॥
তস্মিংস্তদা সম্প্রহারে দারুণে সঙ্কুলে ভৃশম্।
উভাবপি পরিশ্রান্তৌ যুধ্যমানাবরিন্দমৌ ॥৩০॥
তৌ মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্য পুনরেব পরন্তপৌ।
অভ্যহারয়তাং ক্রুদ্ধৌ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

প্রেপ্সন্তৌ, পরস্পরজিঘাংসয়েতি ভাবঃ। অন্তকৌ যমৌ। গরুত্মন্তৌ পক্ষিণৌ, নাগস্ত বৃহৎসর্পস্ত, আমিষৈষিণৌ মাংসলুব্ধৌ ॥২৫—২৬॥

মণ্ডলানীতি। নৃপো রাজা দুর্য্যোধনশ্চ ভীমশ্চ তয়োঃ। পাবকার্চ্চিষো বহ্নিশিখাঃ, সমং সমানম্। ক্ষুব্ধয়োঃ সঞ্চালিতয়োঃ ॥২৭—২৮॥

তয়োরিতি। গদয়োর্নির্ঘাতানাং তীব্রাঘাতানাং সংহ্রাদঃ শব্দঃ ॥২৯॥

তস্মিন্নিতি। সঙ্কুলে তুমুলে সতি। পরিশ্রান্তাবভবতামিতি শেষঃ ॥৩০॥

করিয়া যুদ্ধ করে, সেইরূপ মহাবীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধন শত্রুতার সমাপ্তি করিবার অভিপ্রায়ে পরস্পর বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, চন্দন ও অগুরু-রঞ্জিত ভীষণ দুইটা গদা সঞ্চালন করিতে থাকিয়া, ক্রুদ্ধ দুই জন যমের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥২৫—২৬॥

রাজা! বীর ও বলবান্ ভীম ও দুর্য্যোধন বায়ুসঞ্চালিত দুইটা সমুদ্রের ন্যায় রণস্থলে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে থাকিয়া, যখন পরস্পর সমান ভাবে গদা প্রহার করিতে থাকিলেন, তখন সেই গদা দুইটা হইতে অগ্নির শিখা নির্গত হইতে লাগিল ॥২৭—২৮॥

দুইটা মত্তহস্তীর ন্যায় ভীম ও দুর্য্যোধন সমান ভাবে পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলে, গদা দুইটার পরস্পর আঘাতের গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল ॥২৯॥

তখন সেই ভীষণ ও তুমুল প্রহার চলিতে লাগিলে, শত্রুদমনকারী যুধ্যমান ভীম ও দুর্য্যোধন দুই জনই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥৩০॥

(৩১)···অভ্যহারেতামভ্যোন্যং প্রগৃহ্য মহতী গদে—পি।

তয়োঃ সমভবদ্‌যুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্।
গদানিপাতৈ রাজেন্দ্র! তক্ষতোর্বৈ পরস্পরম্ ॥৩২॥
সমরে প্রক্রতৌ তৌ তু বৃষভাক্ষৌ তরস্বিনৌ।
অন্যোন্যং জঘ্নতুর্বীরৌ পঙ্কস্থৌ মহিষাবিব ॥৩৩॥
জর্জ্জরীকৃতসর্ব্বাঙ্গৌ রুধিরেণাভিসংপ্লুতৌ।
দদৃশাতে হিমবতি পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৩৪॥
দুর্য্যোধনস্তু পার্থেন বিবরে সম্প্রদর্শিতে।
ঈষদুৎস্ময়মানস্তু সহসা প্রসসার হ ॥৩৫॥
তমভ্যাসগতং প্রাজ্ঞো রণে প্রেক্ষ্য বৃকোদরঃ।
অবাক্ষিপদ্‌গদাং তস্মৈ বেগেন মহতা বলী ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। সমাশ্বস্ত বিশ্রম্য। অভ্যহারয়তাং যুদ্ধমারভেতাম্ ॥৩১॥
তয়োরিতি। অসংবৃতং নির্বাধম্। তক্ষতোস্তনূকুর্ব্বতোঃ প্রহরতোরিত্যর্থঃ ॥৩২॥
সমর ইতি। প্রক্রতৌ ক্রতং বিচরন্তৌ। তরস্বিনৌ বলবন্তৌ ॥৩৩॥
জর্জ্জরীতি। দদৃশাতে তত্রত্যৈর্জনৈঃ, হিমবতি গিরৌ ॥৩৪॥
দুর্য্যোধন ইতি। পার্থেন ভীমেন, বিবরে প্রহারচ্ছিদ্রে। প্রসসার অগ্রেসরো বভূব ॥৩৫॥
তমিতি। অভ্যাসগতং সমীপমুপস্থিতম্। তস্মৈ দুর্য্যোধনায় ॥৩৬॥

তৎপরে শত্রুসন্তাপকারী ভীম ও দুর্য্যোধন কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, বিশাল গদা ধারণপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিলেন ॥৩১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা গদার আঘাতে পরস্পর তাড়ন করিতে লাগিলে, অবাধে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে থাকিল ॥৩২॥

বৃষের তুল্য বিশাল নয়ন ও বলবান্ ভীম এবং দুর্য্যোধন বেগে বিচরণ করিতে থাকিয়া, কর্দ্দমস্থিত দুইটা মহিষের ন্যায় পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

প্রহারে প্রহারে তাঁহাদের শরীর জর্জ্জরীভূত ও রক্তাক্ত হইয়া পড়িল; তখন হিমালয়পর্ব্বতে পুষ্পসমন্বিত দুইটা কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় তাঁহাদিগকে দেখা যাইতে লাগিল ॥৩৪॥

পরে ভীমসেন প্রহারের অবকাশ দেখাইলে, দুর্য্যোধন মৃদু হাস্য করিয়া ভীমের দিকে বেগে গমন করিলেন ॥৩৫॥

ওদিকে বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ ভীমসেন দুর্য্যোধনকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, তাঁহার দিকে মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৬॥

অবক্ষপস্তু তং দৃষ্ট্বা পুত্রস্তব বিশাংপতে ।
অবাসর্পত্ততঃ স্থানাৎ সা মোঘা ন্যপতদ্ভুবি ॥৩৭॥
মোক্ষয়িত্বা প্রহারং তং সুতস্তব সসম্ভ্রমাৎ ।
ভীমসেনঞ্চ গদয়া প্রাহরৎ কুরুসত্তমঃ ॥৩৮॥
তস্য বিস্যন্দমানেন রুধিরেণামিতৌজসঃ ।
প্রহারগুরুপাতাচ্চ মূর্চ্ছেব সমজায়ত ॥৩৯॥
দুর্য্যোধনো ন তং বেদ পীড়িতং পাণ্ডবং রণে ।
ধারয়ামাস ভীমোঽপি শরীরমতিপীড়িতম্ ॥৪০॥
অমন্যত স্থিতং হ্যেনং প্রহরিষ্যন্তমাহবে ।
ততো ন প্রাহরত্তস্মৈ পুনরেব তবাত্মজঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি। অবাসর্পৎ অপাসরৎ, সা গদা, মোঘা ব্যর্থা সতী ॥৩৭॥

মোক্ষয়িত্বেতি। মোক্ষয়িত্বা ব্যর্থীকৃত্য, সম্ভ্রমাল্লাঘবাৎ ॥৩৮॥

তস্যেতি। বিস্যন্দমানেন স্রবতা। প্রহারস্য গুরুপাতাদ্দৃঢ়সম্বন্ধাৎ ॥৩৯॥

দুর্য্যোধন ইতি। বেদ জানাতি স্ম যথাবদেবাবস্থানাদিতি ভাবঃ ॥৪০॥

অথ তদবসরে কুতো ন পুনঃ প্রাহরদিত্যাহ অমন্যতেতি। বিপক্ষস্য প্রতিপ্রহারাবসরদানং হি বীরনিয়ম ইতি ভাবঃ ॥৪১॥

নরনাথ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই গদানিক্ষেপ দেখিয়া, সত্বর সেস্থান হইতে সরিয়া গেলেন ; তখন সেই গদাটা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৩৭॥

মহারাজ! আপনার পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন বেগে অপসৃত হইয়া ভীমসেনের সেই প্রহার ব্যর্থ করিয়া, আপন গদাদ্বারা ভীমসেনকে প্রহার করিলেন ॥৩৮॥

ভীমসেনের তেজ অসাধারণ হইলেও দুর্য্যোধনের সেই গুরুতর প্রহারে রক্ত নির্গত হইতে থাকায় তাঁহার যেন মূর্চ্ছা জন্মিল ॥৩৯॥

কিন্তু ভীমসেন যে পীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা দুর্য্যোধন বুঝিতে পারেন নাই ; আবার ভীমসেনও অত্যন্ত পীড়িত নিজের শরীর যথাযথভাবেই ধারণ করিতেছিলেন ॥৪০॥

মহারাজ! ভীমসেন প্রহার করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহাই দুর্য্যোধন মনে করিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি পুনরায় ভীমসেনকে প্রহার করেন নাই ॥৪১॥

---

(৩৭) অবাক্ষিপ্তাস্তু তাং দৃষ্ট্বা ...বঙ্গ বর্দ্ধ। (৪০) তন্নাবুধ্যত পুত্রস্তে ...নি।

ততো মুহূর্ত্তমাশ্বস্য দুর্য্যোধনমুপস্থিতম্।
বেগেনাভ্যপতদ্রাজন্! ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥৪২॥
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য সংরব্ধমমিতৌজসম্।
মোঘমস্য প্রহারং তং চিকীর্ষুর্ভরতর্ষভ! ॥৪৩॥
অবস্থানে মতিং কৃত্বা পুত্রস্তব মহামনাঃ।
ইয়েষোৎপতিতুং রাজন্! ছলয়িষ্যন্ বৃকোদরম্ ॥৪৪॥ (যুগ্মকম্)
অবুধ্যদ্ভীমসেনস্তদ্রাজ্ঞস্তস্য চিকীর্ষিতম্।
অথাস্য সমভিদ্রুত্য সমুৎক্রুশ্য চ সিংহবৎ ॥৪৫॥
মৃত্যুং বঞ্চয়তো রাজন্! পুনরেবোৎপতিষ্যতঃ।
ঊরুভ্যাং প্রাহিণোদ্রাজন্! গদাং বেগেন পাণ্ডবঃ ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)
সা বজ্রনিষ্পেষসমা প্রহিতা ভীমকর্ম্মণা।
ঊরূ দুর্য্যোধনস্যাথ বভঞ্জ প্রিয়দর্শনৌ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। আশ্বস্য বিলম্বেন সুস্থীভূয়। অভ্যপতৎ আক্রমিতুমধাবৎ ॥৪২॥

তমিতি। সংরব্ধং ক্রুদ্ধম্। কৃত্বা প্রদর্শ্যৈব ॥৪৩—৪৪॥

অবুধ্যদিতি। চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টমুৎপতনম্। সমভিদ্রুত্য দ্রুতং সমভিগম্য, সমুৎক্রুশ্য নাদং কৃত্বা। বঞ্চয়ত উৎপতনেনৈব। ঊরুভ্যাম্ ঊরুযুগলোপরি ॥৪৫—৪৬॥

সেতি। সা গদা, বজ্রস্য নিষ্পেষে আঘাতে সমা তুল্যা, প্রহিতা নিক্ষিপ্তা ॥৪৭॥

রাজা! তাহার পর প্রতাপশালী ভীমসেন কিয়ৎকাল পরে সুস্থ হইয়া, নিকটবর্ত্তী দুর্য্যোধনের উপরে বেগে যাইয়া পতিত হইলেন ॥৪২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! আপনার পুত্র মহামনা দুর্য্যোধন অমিততেজা ও ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে আপতিত হইতে দেখিয়া এবং তাঁহার সেই প্রহার ব্যর্থ করিবার ইচ্ছা করিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিবার ইচ্ছাই যেন দেখাইয়া, ভীমসেনকে বঞ্চনা করিবেন বলিয়া, উপরের দিকে লাফাইয়া উঠিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৪৩—৪৪॥

রাজা! ওদিকে ভীমসেন দুর্য্যোধনের সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন; দুর্য্যোধনও মৃত্যুকে বঞ্চনা করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক উপরের দিকে উঠিলেন, ভীমসেনও বেগে যাইয়া, সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, মহাবেগে দুর্য্যোধনের ঊরুযুগলের উপরে গদাঘাত করিলেন ॥৪৫—৪৬॥

ভীমকর্ম্মা ভীমসেন আঘাত করিবামাত্র বজ্রাঘাতের ন্যায় আঘাতকারিণী সেই গদাটা দুর্য্যোধনের মনোহর ঊরুযুগল ভগ্ন করিল ॥৪৭॥

(৪৩) তমায়ান্তং স…পি। (৪৫)…সমুৎপত্য…নি। (৪৬)…মৃত্যা বঞ্চয়তো…পি নি।

স পপাত নরব্যাঘ্রো বসুধামনুনাদয়ন্ ।
ভগ্নোরুর্ভীমসেনেন পুত্রস্তব মহীপতে ! ॥৪৮॥
ববুর্বাতাঃ সনির্ঘাতাঃ পাংশুবর্ষং পপাত চ ।
চচাল পৃথিবী চাপি সবৃক্ষা চ সপর্ব্বতা ।
তস্মিন্নিপতিতে বীরে পত্যৌ সর্বমহীক্ষিতাম্ ॥৪৯॥
মহাস্বনা পুনর্দীপ্তা সনির্ঘাতা ভয়ঙ্করী ।
পপাত চোল্কা মহতী পতিতে পৃথিবীপতৌ ॥৫০॥
তথা শোণিতবর্ষঞ্চ পাংশুবর্ষঞ্চ ভারত ! ।
ববর্ষ মঘবাংস্তত্র তব পুত্রে নিপাতিতে ॥৫১॥
যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পিশাচানাং তথৈব চ ।
অন্তরীক্ষে মহান্নাদঃ শ্রূয়তে ভরতর্ষভ ! ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বসুধাং রণভূমিম্। ভগ্নৌ উরূ যস্য সঃ ॥৪৮॥

ববুরিতি। নির্ঘাতেন বাতাহতবাতপাতেন সহেতি তে, পাংশুবর্ষং ধূলিবৃষ্টিম্। পত্যাবধিরাজে, সর্বমহীক্ষিতাং সর্বেষাং রাজ্ঞাম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৯॥

মহেতি। দীপ্তা উজ্জ্বলা। পৃথিবীপতৌ সার্বভৌমে দুর্য্যোধনে ॥৫০॥

তথেতি। পাংশুবর্ষং ধূলিবৃষ্টিম্। ববর্ষ চকার, মঘবানিন্দ্রঃ ॥৫১॥

যক্ষাণামিতি। নাদঃ কোলাহলঃ, শ্রূয়তে স্ম ভূতলবর্ত্তিভির্লোকৈঃ ॥৫২॥

মহারাজ! ভীমসেন উরুযুগল ভগ্ন করিলে, আপনার পুত্র নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন রণভূমি নিনাদিত করিতে থাকিয়া পতিত হইলেন ॥৪৮॥

রাজাধিরাজ বীর দুর্য্যোধন নিপতিত হইলে, নির্ঘাতের সহিত বায়ু বহিতে লাগিল, ধূলিবৃষ্টি হইতে থাকিল এবং বৃক্ষ ও পর্ব্বতের সহিত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল ॥৪৯॥

রাজা দুর্য্যোধন নিপতিত হইলে, উজ্জ্বল উল্কাসকল বিশাল শব্দ করিয়া, নির্ঘাতের সহিত পতিত হইতে থাকিল ॥৫০॥

ভরতনন্দন! আপনার পুত্র নিপাতিত হইলে, ইন্দ্র রক্তধূলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৫১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আকাশে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের বিশাল কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল ॥৫২॥

---

(৪৯)…সবৃক্ষক্ষুপপর্ব্বতা—বঙ্গ বর্দ্ধ নি। (৫২)…তত্র ভারত! শুশ্রুবে—নি।

তেন শব্দেন ঘোরেণ মৃগাণামথ পক্ষিণাম্।
জজ্ঞে ঘোরতরঃ শব্দো বহূনাং সর্বতো দিশম্ ॥৫৩॥
যে তত্র বাজিনঃ শেষা গজাশ্চ মনুজৈঃ সহ।
মুমুচুস্তে মহানাদং তব পুত্রে নিপাতিতে ॥৫৪॥
ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গানামভবচ্চ স্বনো মহান্।
অন্তর্ভূমিগতৈশ্চৈব তব পুত্রে নিপাতিতে ॥৫৫॥
বহুপাদৈর্বহুভুজৈঃ কবন্ধৈর্ঘোরদর্শনৈঃ।
নৃত্যদ্ভির্ভয়দৈর্ব্যাপ্তা দিশস্তত্রাভবন্নৃপ! ॥৫৬॥ (যুগ্মকম্)
ধ্বজবন্তোঽস্ত্রবন্তশ্চ শস্ত্রবন্তস্তথৈব চ।
প্রাকম্পন্ত ততো রাজন্! তব পুত্রে নিপাতিতে ॥৫৭॥
হ্রদাঃ কূপাশ্চ রুধিরমুদ্বেমুর্নৃপসত্তম!।
নদ্যশ্চ সুমহাবেগাঃ প্রতিস্রোতোবহা ভবন্ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

তেনেতি। মৃগাণাং পশূনাম্। সর্ব্বতঃ সর্ব্বাং দিশং প্রাপ্য স্থিতানামিতি শেষঃ ॥৫৩॥
য ইতি। শেষা হতাবশিষ্টাঃ। মুমুচুশ্চক্রুঃ ॥৫৪॥
ভেরীতি। অন্তর্ভূমিগতৈর্ভূতলস্থিতৈঃ। কবন্ধৈঃ শিরঃশূন্যশরীরৈঃ ॥৫৫—৫৬॥
ধ্বজেতি। দূরে ক্ষেপণীয়ং হিংসাসাধনমস্ত্রং বাণাদি, সন্নিধৌ হিংসাসাধনঞ্চ শস্ত্রং শূলাদি, "অসু ক্ষেপণে" "শসু হিংসায়াম্" ইতি যথাক্রমং ধাত্বর্থানুসারাৎ ॥৫৭॥
হ্রদা ইতি। প্রতিস্রোতোবহা বিপরীতদিগ্গামিস্রোতোবাহিন্যঃ ॥৫৮॥

তৎপরে সেইরূপ ভীষণ শব্দ হইতে থাকায়, সকল দিকে বহুতর পশু ও পক্ষীর ঘোরতর শব্দ হইতে থাকিল ॥৫৩॥

মহারাজ! আপনার পুত্র নিপাতিত হইলে, যে সকল হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও বিশাল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥৫৪॥

রাজা! আপনার পুত্র নিপাতিত হইলে, ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের বিশাল শব্দ হইতে থাকিল এবং বহুচরণ ও বহুহস্ত, ভূতলবর্ত্তী ভীষণ কবন্ধসকল নৃত্য করিতে থাকিয়া, সকল দিক্ ব্যাপ্ত করিল ॥৫৫—৫৬॥

রাজা! ভীমসেন আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিলে, ধ্বজধারী, অস্ত্রশালী ও শস্ত্রপাণি লোকেরা কাঁপিতে লাগিল ॥৫৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! হ্রদ ও কূপসকল রক্ত উদ্গার করিতে থাকিল এবং মহাবেগযুক্ত নদীগুলির স্রোত প্রতিকূলভাবে চলিতে লাগিল ॥৫৮॥

(৫৮)…রুধিরমুদ্বমন্…পি।

পুংলিঙ্গা ইব নার্য্যস্তু স্ত্রীলিঙ্গাঃ পুরুষাভবন্ ।
দুর্য্যোধনে তদা রাজন্ ! পতিতে তনয়ে তব ॥৫৯॥
দৃষ্ট্বা তানদ্ভুতোৎপাতান্ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ।
আবিগ্নমনসঃ সর্ব্বে বভূবুর্ভরতর্ষভ ! ॥৬০॥
যযুর্দেবা যথাকামং গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ।
কথয়ন্তোঽদ্ভুতং যুদ্ধং সুতয়োস্তব ভারত ! ॥৬১॥
তথৈব সিদ্ধা রাজেন্দ্র ! তথা বাতিকচারণাঃ ।
নরসিংহৌ প্রশংসন্তো বিপ্রজগ্মুর্যথাগতম্ ॥৬২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনোরুভঙ্গে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ভারতকৌমুদী

পুমিতি। পুংসাং লিঙ্গানি বস্ত্রপরিধানপ্রকারাদিচিহ্নানি যাসাং তাঃ, এবং স্ত্রীলিঙ্গা ইত্যত্রাপি। অথবা নার্য্যঃ পুংলিঙ্গা ইব ধৃষ্টাঃ পুরুষাশ্চ স্ত্রীলিঙ্গা ইব জাতা অভবন্ ॥৫৯॥

দৃষ্ট্বেতি। আবিগ্নমনসঃ অনর্থপাতশঙ্কয়া উদ্বিগ্নচিত্তাঃ ॥৬০॥

যযুরিতি। সুত আত্মজো দুর্য্যোধনঃ। সুতঃ সুতপর্য্যায়ো ভীমশ্চ তয়োঃ ॥৬১॥

তথেতি। বাতেন বায়ুভরেণ চরন্তীতি বাতিকাশ্চ তে চারণা দেবযোনিবিশেষাশ্চেতি তে ॥৬২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

রাজা ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নিপতিত হইলে, স্ত্রীলোকেরা যেন পুরুষের ন্যায় হইয়া উঠিল এবং পুরুষেরাও যেন স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া পড়িল ॥৫৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পাণ্ডবেরা এবং পাঞ্চালেরা সেই সমস্ত অদ্ভুত উৎপাত দেখিয়া, সকলেই উদ্বিগ্ন চিত্ত হইলেন ॥৬০॥

ভরতনন্দন ! দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ আপনার পুত্রদ্বয়ের অদ্ভুত যুদ্ধের বিষয় পরস্পর আলোচনা করিতে থাকিয়া, অভীষ্টস্থানে গমন করিলেন ॥৬১॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! সিদ্ধগণ ও বায়ুভরগামী চারণগণ, নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধনের প্রশংসা করিতে থাকিয়া, যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥৬২॥

——:*:——

* '...অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '... একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' নি।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

———:০✱০:———

সঞ্জয় উবাচ।

তং পাতিতং ততো দৃষ্ট্বা মহাশালমিবোদ্‌গতম্।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে দদৃশুস্তত্র পাণ্ডবাঃ ॥১॥
তং মত্তমিব মাতঙ্গং সিংহেন বিনিপাতিতম্।
দদৃশুহৃ ষ্টরোমাণঃ সর্ব্বে তে চাপি সোমকাঃ ॥২॥
ততো দুর্য্যোধনং হত্বা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
পতিতং কৌরবেন্দ্রং তমুপাগম্যেদমব্রবীৎ ॥৩॥
গৌর্গৌরিতি পুরা মন্দ! দ্রৌপদীমেকবাসসম্।
যৎ সভায়াং হসন্নস্মাংস্তদা বদসি দুর্ম্মতে!।
তস্যাবহাসস্য ফলমদ্য ত্বং সমবাপ্নুহি ॥৪॥
এবমুক্ত্বা স বামেন পদা মৌলিমুপাস্পৃশৎ।
শিরশ্চ রাজসিংহস্য পাদেন সমলোড়য়ৎ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। মহাশালং বৃক্ষম্, উদ্‌গতমুন্নতম্ ॥১॥

তমিতি। হৃষ্টানি আনন্দাতিশয়েনোদ্‌গতানি রোমাণি যেষাং তে তাদৃশাঃ সন্তঃ ॥২॥

তত ইতি। হত্বা গদয়া আহত্য ঊরুযুগলং ভঙ্‌ক্ত্বেত্যর্থঃ ॥৩॥

গৌরিতি। হে মন্দ! মূঢ়!। একবাসসং রজস্বলারূপত্বাৎ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—'তাহার পর পাণ্ডবেরা সকলে দুর্য্যোধনকে উন্নত ও বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় নিপাতিত দেখিয়া, হৃষ্টচিত্তে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১॥

এবং সোমকেরা সকলেও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া, সিংহনিপাতিত মত্তহস্তীর ন্যায় দুর্য্যোধনকে দর্শন করিতে থাকিল ॥২॥

তদনন্তর প্রতাপশালী ভীমসেন দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ করিয়া, নিপতিত সেই কৌরবশ্রেষ্ঠের নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন—॥৩॥

'মূর্খ! দুর্ম্মতি! তুই পূর্ব্বে দ্যূতসভায় একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে উপহাস করিতে থাকিয়া, আমাদিগকে যে 'গরু' 'গরু' বলিয়াছিলি; আজ সেই উপহাসের সমস্ত ফল ভোগ কর্' ॥৪॥

তত্রৈব ক্রোধসংরক্তো ভীমঃ পরবলার্দ্দনঃ।
পুনরেবাব্রবীদ্বাক্যং যত্তচ্ছৃণু নরাধিপ ! ॥৬॥
যেঽস্মান্ পুরা প্রনৃত্যন্তি মূঢ়া গৌরিতি গৌরিতি।
তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি ॥৭॥
নাস্মাকং নিকৃতির্বহ্নির্নাক্ষদ্যূতং ন বঞ্চনা।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য প্রবধামো বয়ং রিপূন্ ॥৮॥
সোঽবাপ্য বৈরস্য পরস্য পারং বৃকোদরঃ প্রাহ শনৈঃ প্রহস্য।
যুধিষ্ঠিরং কেশবসৃঞ্জয়াংশ্চ ধনঞ্জয়ং মাদ্রবতীসুতৌ চ ॥৯॥
রজস্বলাং দ্রৌপদীমানয়ন্ যে যে চাপ্যকুর্ব্বন্ত সদস্যবস্ত্রাম্।
তান্ পশ্যধ্বং পাণ্ডবৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ রণে হতাংস্তপসা যাজ্ঞসেন্যাঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। মৌলিং ললাটোপরিদেশম্। সমলোড়য়ৎ অসকৃৎ সমচালয়ৎ ॥৫॥
তত্রেতি। ক্রোধেন সংরক্তঃ সংরক্তদেহঃ। পরবলার্দ্দনঃ শত্রুসৈন্যপীড়কঃ ॥৬॥
য ইতি। পুরাশব্দযোগাৎ "প্রয়োগতশ্চে"ত্যতীতকালেঽপি প্রনৃত্যন্তীতি বর্ত্তমানা ॥৭॥
নেতি। নিকৃতিঃ শঠতা, বহ্নির্জতুগৃহে বহ্নিদানম্, বঞ্চনা অক্ষদ্যূত এব ॥৮॥
স ইতি। পরস্য নিতান্তস্য, পারমবসানম্। প্রাহ ব্রবীতি স্ম ॥৯॥
রজ ইতি। সদসি দ্যূতসভায়াম্, অকুর্ব্বন্ত কর্ত্তুমচেষ্টন্ত ॥১০॥

এই কথা বলিয়া ভীমসেন বামচরণদ্বারা রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের ললাটের উপরিভাগ স্পর্শ করিলেন এবং সেই চরণদ্বারাই তাঁহার মস্তকটীকে অনেকবার সঞ্চালিত করিলেন ॥৫॥

নরনাথ ! ক্রোধে সংরক্তমূর্ত্তি ও শত্রুসৈন্যপীড়নকারী ভীমসেন আবারও যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥৬॥

'যে মূর্খেরা পূর্ব্বে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, 'গরু' 'গরু' বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল, এখন আবার আমরা তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া, 'গরু' 'গরু' বলিয়া প্রতিনৃত্য করিতেছি ॥৭॥

আমাদের শঠতা নাই, অগ্নিদান নাই, দ্যূতক্রীড়া নাই এবং বঞ্চনাও নাই ; কিন্তু আমরা আপন বাহুবল অবলম্বন করিয়াই শত্রুগণকে বধ করিয়া আসিতেছি' ॥৮॥

ভীমসেন ভীষণ শত্রুতার শেষ করিয়া, মৃদুহাস্য দেখাইয়া, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণকে বলিলেন—॥৯॥

(৭)···পুরোপানৃত্যন্ত···পি।

যে নঃ পুরা ষণ্ডতিলানবোচন্ ক্রূরা রাজ্ঞো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ।
তে নো হতাঃ সগণাঃ সানুবন্ধাঃ কামং স্বর্গং নরকং বা পতামঃ ॥১১॥
পুনশ্চ রাজ্ঞঃ পতিতস্য ভূমৌ স তাং গদাং স্কন্ধগতাং প্রগৃহ্য।
বামেন পাদেন শিরঃ প্রমৃদ্য দুর্য্যোধনং নৈকৃতিকেত্যবোচৎ ॥১২॥
হৃষ্টেন রাজন্! কুরুসত্তমস্য ক্ষুদ্রাত্মনা ভীমসেনেন পাদম্।
দৃষ্ট্বা কৃতং মূর্দ্ধনি নাভ্যনন্দন্ ধর্ম্মাত্মানঃ সোমকানাং প্রবর্হাঃ ॥১৩॥
তব পুত্রং তথা হত্বা কত্থমানং বৃকোদরম্।
নৃত্যমানঞ্চ বহুশো ধর্ম্মরাজোঽব্রবীদিদম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। নঃ অস্মাভিঃ, সানুবন্ধা অনুচরসহিতাঃ, পতামো গচ্ছামঃ, কামং বিধাতা যথেষ্টমনয়োরন্যতরং করোত্বিত্যর্থঃ ॥১১॥

পুনরিতি। প্রগৃহ্য হস্তেন। প্রমৃদ্য নিষ্পিষ্য, হে নৈকৃতিক! শঠ! ॥১২॥

হৃষ্টেনেতি। ক্ষুদ্রাত্মনা নীচমনসা, সার্ব্বভৌমস্যৈব শিরসি পাদার্পণাদিতি ভাবঃ। নাভ্যনন্দন্ ন প্রাশংসন্ অপি ত্বনিন্দন্নেবেত্যর্থঃ। প্রবর্হাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥১৩॥

তবেতি। কত্থমানমাত্মশ্লাঘাং কুর্ব্বন্তম্ ॥১৪॥

'যাহারা সেই দ্যূতসভায় রজস্বলা দ্রৌপদীকে লইয়া গিয়াছিল এবং যাহারা তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা দ্রৌপদীরই তপস্যার প্রভাবে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছে, আপনারা দর্শন করুন ॥১০॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যে ক্রূর পুত্রেরা পূর্ব্বে আমাদিগকে 'ষণ্ডতিল' বলিয়াছিল, তাহারা সকলেই পরিজনগণ ও অনুচরগণের সহিত আমাদের হস্তে নিহত হইয়াছে। এখন আমরা স্বর্গেই যাই, কিংবা নরকেই পড়ি, বিধাতার যাহা ইচ্ছা, আমাদের তাই হউক' ॥১১॥

পুনরায় ভীমসেন স্কন্ধস্থিত গদাটা হস্তে ধারণ করিয়া, বামচরণদ্বারা ভূপতিত দুর্য্যোধনের মস্তকটাকে মর্দ্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে 'শঠ' বলিয়া তিরস্কার করিলেন ॥১২॥

রাজা! ক্ষুদ্রহৃদয় ভীম আনন্দিত হইয়া, কৌরবশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিলেন, ইহা দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা সোমকশ্রেষ্ঠেরা ভীমের সেই কার্য্যের প্রশংসা করিলেন না ॥১৩॥

মহারাজ! ভীমসেন আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে আহত করিয়া, আত্মশ্লাঘা ও বহুবিধ নৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন— ॥১৪॥

(১২)…নৈকৃতিকং স্তবোচয়ৎ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (১৩)…কুরুপার্থিবস্য…নি।

গতোঽসি বৈরস্যানৃণ্যং প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া।
শুভেনৈবাশুভেনাথ কর্ম্মণা বিরমাধুনা ॥১৫॥
মা শিরোঽস্য পদা মর্দ্দীর্মা ধর্ম্মস্তেঽতিগো ভবেৎ।
রাজা জ্ঞাতির্হতশ্চায়ং নৈতন্ন্যায্যং তবানঘ! ॥১৬॥
একাদশচমূনাথং কুরূণামধিপং তথা।
মা স্প্রাক্ষীর্ভীম! পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ ॥১৭॥
হতবন্ধুর্হতামাত্যো ভ্রষ্টসৈন্যো হতো মৃধে।
সর্ব্বাকারেণ শোচ্যোঽয়ং নাবহাস্যোঽয়মীশ্বরঃ ॥১৮॥
বিধ্বস্তোঽয়ং হতামাত্যো হতভ্রাতা হতপ্রজঃ।
উৎসন্নপিণ্ডো ভ্রাতা চ নৈতন্ন্যায্যং কৃতং ত্বয়া ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

গত ইতি। শুভেন ন্যায্যেন, অশুভেনান্যায্যেন। বিরম দুর্য্যোধনং প্রত্যত্যাচারাৎ ॥১৫॥

মেতি। অস্য দুর্য্যোধনস্য, অতিগো ভবেৎ অতিক্রামেৎ। একস্মিন্নেব দিনে দ্বয়োর্জন্মন্যপি ভীমস্য পূর্ব্বজত্বং জ্যেষ্ঠত্বমাদিপর্ব্বণি টীকায়ামস্মাভিঃ প্রদর্শিতম্। অতো ভীমস্য জ্যেষ্ঠাতিক্রমদোষো যুধিষ্ঠিরেণ নোক্ত ইতি বোধ্যম্ ॥১৬॥

একেতি। একাদশচমূনাথমেকাদশাক্ষৌহিণীসৈন্যস্বামিনম্ ॥১৭॥

হতেতি। নাবহাস্যো নৃশংসতাপাতাৎ, ঈশ্বরো মহারাজাধিরাজঃ ॥১৮॥

বিধ্বস্ত ইতি। হতপ্রজো হতসন্তানঃ। উৎসন্নপিণ্ডো লুপ্তপিণ্ডঃ ॥১৯॥

'ভীম! তুমি সঙ্গত বা অসঙ্গত কার্য্যদ্বারা শত্রুতার প্রতিশোধ দিয়াছ এবং প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করিয়াছ; এখন অত্যাচার হইতে বিরত হও ॥১৫॥

নিষ্পাপ ভীমসেন! তুমি চরণদ্বারা দুর্য্যোধনের মস্তকটাকে নিষ্পেষণ করিও না; ধর্ম্ম যেন তোমাকে অতিক্রম করে না।* ইনি রাজা, তোমার জ্ঞাতি এবং প্রায় নিহত হইয়া রহিয়াছেন; অতএব উঁহাকে তোমার এই পদাঘাত করা সঙ্গত হয় নাই ॥১৬॥

ভীম! ইনি একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি, কুরুবংশের নেতা, কুরুদেশের রাজা এবং তোমাদের জ্ঞাতি ছিলেন; অতএব তুমি চরণদ্বারা উঁহাকে স্পর্শ করিও না ॥১৭॥

ইঁহার বন্ধুগণ ও অমাত্যগণ নিহত হইয়াছে এবং ইনি সৈন্যশূন্য হইয়া নিহত হইয়াছেন; অতএব সর্ব্বপ্রকারেই ইঁহার জন্য শোক করাই উচিত, কিন্তু কোন প্রকারেই এই মহারাজাধিরাজের উপহাস করা উচিত নহে ॥১৮॥

ইঁহার অমাত্যগণ, ভ্রাতৃগণ ও সন্তানগণ নিহত হইয়াছে; সুতরাং ইঁহার পিণ্ড

ধার্ম্মিকো ভীমসেনোঽসাবিত্যাহুস্ত্বাং পুরা জনাঃ।
স কস্মাদ্ভীমনন্দন! ত্বং রাজানমধিতিষ্ঠসি ॥২০॥
ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনন্তু সাশ্রুকণ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ।
উপসৃত্যাব্রবীদ্দীনো দুর্য্যোধনমরিন্দমম্ ॥২১॥
তাত! মন্যুর্ন তে কার্য্যো নাত্মা শোচ্যস্ত্বয়া তথা।
নূনং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম সুঘোরমনুভূয়তে ॥২২॥
ধাত্রোপদিষ্টং বিষমং নূনং ফলমসংস্কৃতম্।
যদ্বয়ং ত্বাং জিঘাংসামস্ত্বঞ্চাস্মান্ কুরুসত্তম! ॥২৩॥
আত্মনো হ্যপরাধেন মহদ্ব্যসনমীদৃশম্।
প্রাপ্তবানসি যল্লোভান্মদাদ্বাল্যাচ্চ ভারত! ॥২৪॥
ঘাতয়িত্বা বয়স্যাংশ্চ ভ্রাতৄনথ পিতৄংস্তথা।
পুত্রান্ পৌত্রাংস্তথা চান্যাংস্ততোঽসি নিধনং গতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ধার্ম্মিক ইতি। অধিতিষ্ঠসি পাদেনাক্রামসি ॥২০॥

ইতীতি। উপসৃত্য দুর্য্যোধনসমীপমুপেত্য, দীনঃ শোককাতরঃ ॥২১॥

তাতেতি। হে তাত! বৎস!, মন্যুর্দৈন্যম্। কর্ম্ম দুষ্কর্ম্মফলম্, অনুভূয়তে ত্বয়া ॥২২॥

ধাত্রেতি। অসংস্কৃতমপরিশোধিতম্। জিঘাংসামো হন্তুমিচ্ছামঃ ॥২৩॥

আত্মন ইতি। ব্যসনং বিপদম্। মদাদ্বলমত্তত্বাৎ, বাল্যাৎ মূর্খত্বাৎ ॥২৪॥

লোপ পাইয়াছে, নিজেও বিধ্বস্ত হইয়াছেন এবং ইনি তোমার ভ্রাতা। অতএব ইহার উপরে তোমার এই পদাঘাত করা উচিত হয় নাই ॥১৯॥

ভীমসেন! পূর্ব্বে লোকেরা বলিত—'ভীমসেন ধার্ম্মিক'; সুতরাং সেই তুমি কি করিয়া চরণদ্বারা রাজাকে আক্রমণ করিতেছ?' ॥২০॥

যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ ও শোককাতর হইয়া, নিকটে যাইয়া, শত্রুদমনকারী দুর্য্যোধনকে বলিলেন—॥২১॥

'বৎস! তুমি অনুতাপ করিও না এবং নিজের জন্য শোকও করিও না। কারণ, নিশ্চয়ই তুমি পূর্ব্বকৃত অতিদারুণ কর্ম্মের এই ফল অনুভব করিতেছ ॥২২॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ! তুমি যে আমাদিগকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া আসিতেছিলে এবং আমরাও যে তোমাকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা করিতেছিলাম, ইহা বিধাতার উপদিষ্ট, অশোভন, বিষম কর্ম্মের ফল ॥২৩॥

ভরতনন্দন! লোভ, মত্ততা ও মূঢ়তাবশতই তুমি যে এইরূপ গুরুতর ও বিষম বিপদে পতিত হইয়াছ, তাহা নিজের অপরাধেই হইয়াছে ॥২৪॥

তবাপরাধাদস্মাভির্ভ্রাতরস্তে মহারথাঃ।
নিহতা জ্ঞাতয়শ্চান্যে দিষ্টং মন্যে দুরত্যয়ম্ ॥২৬॥
নাত্মানুশোচনীয়স্তে শ্লাঘ্যো মৃত্যুস্তবানঘ!।
বয়মেবাধুনা শোচ্যাঃ সর্ব্বাবস্থাসু কৌরব!।
কৃপণং বর্ত্তয়িষ্যামস্তৈর্হীনা বন্ধুভিঃ প্রিয়ৈঃ ॥২৭॥
ভ্রাতৄণাঞ্চৈব পুত্রাণাং নপ্তৄণাং শোকবিহ্বলঃ।
কথং দ্রক্ষ্যামি বিধবা বধূঃ শোকপরিপ্লুতাঃ ॥২৮॥
ত্বমেকঃ প্রস্থিতো রাজন্! স্বর্গে তে নিলয়ো ধ্রুবঃ।
বয়ং নারকিসংজ্ঞা বৈ দুঃখং ভোক্ষ্যাম দারুণম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

ঘাতয়িত্বেতি। বয়স্যান্ সখীন্, সর্ব্বমেবেদং দৈবকৃতমিতি ভাবঃ ॥২৫॥
তবেতি। দিষ্টং দৈবম, দুরত্যয়ং দুরতিক্রমম্ ॥২৬॥
নেতি। কথং শোচ্যা ইত্যাহ কৃপণমিতি। কৃপণং দীনম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৭॥
ভ্রাতৄণামিতি। নপ্তৄণাং পৌত্রাণাম, শোকবিহ্বলঃ অহম্ ॥২৮॥
ত্বমিতি। নিলয়ো বাসঃ। নারকিণ ইতি সংজ্ঞা নামানি যেষাং তে ॥২৯॥

বয়স্যগণ, ভ্রাতৃগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ ও পৌত্রগণকে বিনাশ করাইয়া, পরে তুমি নিজেও বিনষ্ট হইলে ॥২৫॥

আমরা তোমারই অপরাধে তোমার মহারথ ভ্রাতৃগণকে এবং অন্যান্য জ্ঞাতিদিগকে নিহত করিয়াছি; সুতরাং আমি মনে করি—দৈবকে অতিক্রম করা দুষ্কর ॥২৬॥

নিষ্পাপ কৌরবনন্দন! তুমি নিজের জন্য শোক করিও না। কারণ, তোমার শ্লাঘ্য মৃত্যুই হইল। আমরাই এখন শোচনীয় হইয়া পড়িলাম। কেন না, আমরা এখন সেই প্রিয় বন্ধুগণবিহীন হইয়া সমস্ত অবস্থাতেই দীনভাবে দিন অতিবাহিত করিতে থাকিব ॥২৭॥

ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ ও পৌত্রগণের বিধবা বধূরা শোকে আকুল হইয়া থাকিবেন, সে অবস্থায় আমিও শোকে বিহ্বল হইয়া, কি প্রকারে তাঁহাদিগকে দেখিব ॥২৮॥

রাজা! তুমি একাকী প্রস্থান করিলে, নিশ্চয়ই তোমার স্বর্গে বাস হইবে। কিন্তু আমরা 'নারকী' এই নাম ধারণ করিয়া, দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে থাকিব ॥২৯॥

(২৮)···নপ্তৄণাং শোকবিহ্বলাঃ···বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

স্নুষাশ্চ প্রস্নুষাশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য বিহ্বলাঃ।
গর্হয়িষ্যন্তি নো নূনং বিধবাঃ শোককর্ষিতাঃ ॥৩০॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা সুদুঃখার্ত্তো নিশশ্বাস স পার্থিবঃ।
বিললাপ চিরঞ্চাপি ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরবিলাপে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

—:০*০:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অধর্ম্মেণ হতং দৃষ্ট্বা রাজানং মাধবোত্তমঃ।
কিমব্রবীত্তদা সূত! বলদেবো মহাবলঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স্নুষা ইতি। স্নুষাঃ পুত্রবধ্বঃ, প্রস্নুষাঃ পৌত্রাদিবধ্বশ্চ। নঃ অস্মান্ ॥৩০॥

এবমিতি। ধর্ম্মপুত্রত্বাদেবেদৃশী সমবস্থেতি ভাবঃ ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:০:—

অধর্ম্মেণেতি। রাজানং দুর্য্যোধনম্, মাধবোত্তমো মধুবংশশ্রেষ্ঠঃ। হে সূত! সঞ্জয়! ॥১॥

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূপ্রভৃতিরা শোকে আকুল হইয়া, নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিন্দা করিতে থাকিবেন' ॥৩০॥

সঞ্জয় বলিলেন—এইরূপ বলিয়া সেই ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, দীর্ঘকাল যাবৎ নিশ্বাস ত্যাগ ও বিলাপ করিলেন' ॥৩১॥

—:*:—

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! ভীম অন্যায়ভাবে দুর্য্যোধনকে আহত করিল দেখিয়া, মধুবংশশ্রেষ্ঠ ও মহাবল বলরাম তখন কি বলিলেন? ॥১॥

* '...একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '.. ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' নি।

গদাযুদ্ধবিশেষজ্ঞো গদাযুদ্ধবিশারদঃ।
কৃতবান্ রোহিণেয়ো যত্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়! ॥২॥

সঞ্জয় উবাচ।

ঊর্ব্বোরভিহতং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন তে সুতম্।
রামঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠশ্চুক্রোধ বলবদ্বলী ॥৩॥
ততো মধ্যে নরেন্দ্রাণামূর্দ্ধবাহুর্হলায়ুধঃ।
কুর্ব্বন্নার্ত্তস্বরং ঘোরং ধিগ্ ধিগ্ ভীমেত্যুবাচ হ ॥৪॥
অহো ধিগ্ যদধো নাভেঃ প্রহৃতং ধর্ম্মবিগ্রহে।
নৈতদ্দৃষ্টং গদাযুদ্ধে কৃতবান্ যদ্বৃকোদরঃ ॥৫॥
অধো নাভ্যা ন হন্তব্যমিতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ।
অয়ং ত্বশাস্ত্রবিন্মূঢ়ঃ স্বচ্ছন্দাৎ সংপ্রবর্ত্ততে ॥৬॥
তস্য তত্তদ্ব্রুবাণস্য রোষঃ সমভবন্মহান্।
ততো লাঙ্গলমুদ্যম্য ভীমমভ্যদ্রবদ্বলী ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

গদেতি। গদাযুদ্ধে বিশেষং ভীমদুর্য্যোধনয়োস্তারতম্যং জানাতীতি সঃ ॥২॥
ঊর্ব্বোরিতি। অভিহতমাহতম্। প্রহরতাং বীরাণাম্। বলবৎ সাতিশয়ম ॥৩॥
তত ইতি। আর্ত্তস্বরং স্বসমক্ষমেব স্বশিষ্যস্য ভীমস্যান্যায্যকার্য্যদর্শনাদিত্যাশয়ঃ ॥৪॥
অহো ইতি। ধর্ম্মবিগ্রহে ধর্ম্মযুদ্ধে। দৃষ্টং যুদ্ধশাস্ত্রে লোকে বেতি শেষঃ ॥৫॥
অধ ইতি। স্বচ্ছন্দাৎ নিজেচ্ছাত এব। "অভিপ্রায়শ্ছন্দ আশয়:" ইত্যমরঃ ॥৬॥
তস্যেতি। উদ্যম্য উত্তোল্য, অভ্যদ্রবৎ অভ্যধাবৎ, বলী রামঃ ॥৭॥

সঞ্জয়! গদাযুদ্ধবিশারদ এবং গদাযুদ্ধে ভীম ও দুর্য্যোধনের তারতম্যাভিজ্ঞ বলরাম তখন যাহা করিলেন, তাহা আমার নিকট বল' ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! ভীম আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের ঊরুযুগলে আঘাত করিলেন দেখিয়া, বলবান্ ও বীরশ্রেষ্ঠ বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩॥

তাহার পর বলরাম ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, রাজাদের মধ্যে থাকিয়া, পীড়াব্যঞ্জক ভীষণ শব্দ করিয়া বলিলেন—'ভীম! ধিক্ ধিক্ ॥৪॥

ওরে ধিক্, যেহেতু ভীম ধর্ম্মযুদ্ধে গদাদ্বারা নাভির নীচে প্রহার করিয়াছে। ভীম গদাযুদ্ধে যাহা করিল, তাহা যুদ্ধশাস্ত্রে কিংবা লোকসমাজে দেখি নাই ॥৫॥

যুদ্ধশাস্ত্রে গদাযুদ্ধের নিয়ম লিখিত আছে যে, নাভির নীচে গদাঘাত করিবে না; কিন্তু অশাস্ত্রজ্ঞ ও মূর্খ এই ভীম নিজের ইচ্ছা অনুসারেই এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে' ॥৬॥

তস্যোর্দ্ধবাহোঃ সদৃশং রূপমাসীন্মহাত্মনঃ।
বহুধাতুবিচিত্রস্য শ্বেতস্যেব মহাগিরেঃ ॥৮॥
তমুৎপতন্তং জগ্রাহ কেশবো বিনয়ানতঃ।
বাহুভ্যাং পীনবৃত্তাভ্যাং প্রযত্নাদ্বলবদ্বলী ॥৯॥
সিতাসিতৌ যদুবরৌ শুশুভাতেঽধিকং তদা।
নভোগতৌ যথা রাজন্! চন্দ্রসূর্য্যৌ দিনক্ষয়ে ॥১০॥
উবাচ চৈনং সংরব্ধং শময়ন্নিব কেশবঃ।
আত্মবৃদ্ধির্মিত্রবৃদ্ধির্মিত্রমিত্রোদয়স্তথা।
বিপরীতং দ্বিষৎস্বেতৎ ষড়্বিধা বৃদ্ধিরাত্মনঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। শ্বেতস্য কৈলাসাখ্যস্য, নানালঙ্কারভূষিতাঙ্গত্বাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

তমিতি। উৎপতন্তং ভীমমাক্রমিতুমুত্তিষ্ঠন্তম্। পীনৌ স্থূলৌ চ তৌ বৃত্তৌ গোলৌ চেতি তাভ্যাম্ ॥৯॥

সিতেতি। সিতঃ শুভ্রশ্চ রামঃ, অসিতঃ কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণস্তৌ। দিনক্ষয়ে সন্ধ্যাকালে ॥১০॥

উবাচেতি। সংরব্ধং ক্রুদ্ধম্, শময়ন্ ক্রোধহীনীকুর্ব্বন্। আত্মনো বৃদ্ধিরুন্নতিঃ, মিত্রমিত্রস্য উদয়ো বৃদ্ধিঃ। দ্বিষৎসু শত্রুষু এতদ্বিপরীতম, অবৃদ্ধিঃ ক্ষয় ইত্যর্থঃ। তথা চ শত্রোঃ ক্ষয়ঃ, শত্রোর্মিত্রস্য ক্ষয়ঃ, শত্রোর্মিত্রমিত্রস্য ক্ষয়শ্চেতি এতত্ত্রয়মপি আত্মনো বৃদ্ধিপক্ষ এব। অতএবোক্তং ষড়্বিধেতি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

অধর্ম্মেণেতি ॥১—১০॥ আত্মেতি। আত্মবৃদ্ধিঃ, শত্রুক্ষয়ঃ, স্বমিত্রস্য বৃদ্ধিঃ, শত্রুমিত্রস্য ক্ষয়ঃ, স্বমিত্রমিত্রস্য বৃদ্ধিঃ, শত্রুমিত্রমিত্রস্য ক্ষয়ঃ, এবং ষড়্বিধা আত্মনো বৃদ্ধিঃ।

সেইরূপ বলিতে বলিতেই বলরামের মহাক্রোধ জন্মিল; সুতরাং বলবান্ বলরাম লাঙ্গল উত্তোলন করিয়া, ভীমের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭॥

সেই মহাত্মা বলরাম উর্দ্ধবাহু হইলে, তাঁহার রূপটী—বহুধাতুবিচিত্র কৈলাস-পর্ব্বতের রূপের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥৮॥

বলরাম ভীমসেনকে আক্রমণ করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিতে লাগিলে, বলবান্ কৃষ্ণ বিনয়ে অবনত হইয়া স্থূল ও গোল বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিলেন ॥৯॥

রাজা! সন্ধ্যাকালে আকাশস্থিত চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন অত্যন্ত শোভা পাইয়া থাকেন, সেইরূপ শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ যদুবংশশ্রেষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১০॥

আত্মন্যপি চ মিত্রেষু বিপরীতং যদা ভবেৎ।
তদা বিদ্ধ্যাত্মনো গ্লানিমাশু শান্তিকরো ভবেৎ ॥১২॥
অস্মাকং সহজং মিত্রং পাণ্ডবাঃ শুদ্ধপৌরুষাঃ।
স্বকাঃ পিতৃস্বসুঃ পুত্রাস্তে পরৈর্নিকৃতা ভৃশম্ ॥১৩॥
প্রতিজ্ঞাপালনং ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্যেতি বেত্থ তৎ।
সুযোধনস্য গদয়া ভঙ্‌ক্তাস্ম্যূরূ মহাহবে।
ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং ভীমেন হি সভাতলে ॥১৪॥
মৈত্রেয়েণাভিশপ্তশ্চ পূর্ব্বমেব মহর্ষিণা।
উরূ ভেৎস্যতি তে ভীমো গদয়েতি পরন্তপ! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

আত্মনীতি। বিপরীতং ক্ষয়ঃ। গ্লানিমবনতিম, শান্তিকরস্তস্য ক্ষয়স্য ॥১২॥

অস্মাকমিতি। সহজং স্বাভাবিকম। শুদ্ধপৌরষাঃ প্রতারণাদিশূন্যতয়া নির্দ্দোষপুরুষকারাঃ। স্বকাঃ স্বকীয়াঃ, নিকৃতা অত্যাচারিতাঃ ॥১৩॥

প্রতিজ্ঞেতি। বেত্থ ত্বং জানাসি। সভাতলে দ্যূতসভায়াম্। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৪॥

মৈত্রেয়েণেতি। ভেৎস্যতি বিদারয়িষ্যতি ভঙ্ক্ষ্যতীত্যর্থঃ, তে তব দুর্য্যোধনস্য ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

বিপরীতম্ আত্মক্ষয়শত্রুবৃদ্ধ্যাদিকম্। ইদমেব ষট্‌কম্ ॥১১—১২॥ প্রকৃতিমিত্রবৃদ্ধিরেবাত্মবৃদ্ধিরিত্যাহ, অস্মাকমিতি ॥১৩॥ ভঙ্‌ক্তা ভঙ্ক্ষ্যে ইতি প্রতিজ্ঞাপালনরূপস্বাদপ্যধোনাভিপ্রহারো

পরে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ বলরামকে শান্ত করিতে থাকিয়াই যেন বলিলেন—'নিজের উন্নতি, মিত্রের উন্নতি এবং মিত্রের মিত্রের উন্নতি; আর শত্রুর ক্ষয়, শত্রুর মিত্রের ক্ষয় এবং শত্রুর মিত্রের মিত্রের ক্ষয়, এই ছয়-প্রকার নিজের উন্নতি ॥১১॥

নিজের ও মিত্রদের যখন ক্ষয় আরম্ভ হইবে, তখনই নিজের অবনতি উপস্থিত হইল ইহা জানিবে এবং তখনই সেই ক্ষয়ের নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিবে ॥১২॥

নির্দ্দোষপুরুষকারসম্পন্ন পাণ্ডবেরা আমাদের স্বাভাবিক মিত্র; কারণ, উঁহারা আমাদের পিতৃস্বসার পুত্র, (পিস্তুত ভাই) সুতরাং আত্মীয়; অথ চ বিপক্ষেরা উঁহাদের উপরে গুরুতর অত্যাচার করিয়াছিল ॥১৩॥

আপনি জানেন যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ভীমসেন পূর্ব্বে দ্যূতসভায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'আমি মহাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিব ॥১৪॥

(১৪)···ভেৎস্যাম্যূরূ মহাহবে···পি।

অতো দোষং ন পশ্যামি মা ক্রুধস্ত্বং প্রলম্বহন্‌!।
যৌনঃ স্বৈঃ সুখহার্দ্দৈশ্চ সম্বন্ধঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥১৬॥
তেষাং বৃদ্ধ্যা হি নো বৃদ্ধির্মা ক্রুধঃ পুরুষর্ষভ!।
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা সীরভৃৎ প্রাহ ধর্ম্মবিৎ ॥১৭॥
ধর্ম্মঃ সুচরিতঃ সদ্ভিঃ স চ দ্বাভ্যাং নিয়চ্ছতি।
অর্থশ্চাত্যর্থলুব্ধস্য কামশ্চাতিপ্রসঙ্গিনঃ ॥১৮॥
ধর্ম্মার্থৌ ধর্ম্মকামৌ চ কামার্থৌ চাপ্যপীড়য়ন্‌।
ধর্ম্মার্থকামান্‌ যোঽভ্যেতি সোঽত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অত ইতি। দোষং নিষিদ্ধস্থানে গদাঘাতেঽপি, মা ক্রুধঃ ন ক্রোধং কুরু, প্রলম্বং নামাসুরং হন্তীতি তৎ সম্বোধনম্‌। সুখহার্দ্দৈঃ সুখজনকসৌহার্দ্দৈঃ ॥১৬॥

তেষামিতি। বৃদ্ধ্যা উন্নত্যা, নঃ অস্মাকম্‌। সীরভৃৎ লাঙ্গলী রামঃ ॥১৭॥

ধর্ম্ম ইতি। দ্বাভ্যাং দ্বৌ, নিয়চ্ছতি নিয়মেন দদাতি। কৌ তৌ দ্বাবিত্যাহ অর্থ ইতি ॥১৮॥

ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মার্থৌ ধর্ম্ম এব অর্থঃ প্রয়োজনং যয়োস্তৌ, অপীড়য়ন্‌ কঞ্চিদপ্যবাধমানঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

নাধর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥১৪—১৫॥ যৌনঃ যোনিনিমিত্তঃ সম্বন্ধঃ, অস্মাকং পিতামহঃ পাণ্ডবানাং মাতামহশ্চৈক ইতি যৌনসম্বন্ধঃ, এবমর্জ্জুনে জামাতৃত্বাদিরপি সুখহার্দ্দৈঃ অন্যোন্যসুখপ্রদৈঃ সৌহার্দ্দৈঃ স্নেহেন চেত্যর্থঃ ॥১৬॥ সীরভৃৎ রামঃ ॥১৭॥ ধর্ম্ম ইতি। নিয়চ্ছতি নিয়মমেতি অর্থকামাভ্যাং ধর্ম্মঃ সঙ্কোচমেতীত্যর্থঃ ॥১৮॥ ধর্ম্মার্থৌ কামেনাপীড়য়ন্‌ ধর্ম্মকামাবর্থে-

---

পরন্তপ আর্য্য! বিশেষতঃ মহর্ষি মৈত্রেয় দুর্য্যোধনকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, ভীমসেন তোমার উরু ভঙ্গ করিবেন ॥১৫॥

অতএব প্রলম্বনাশক আর্য্য! ভীমসেন দুর্য্যোধনের উরুদেশে গদাঘাত করিয়া থাকিলেও কোন দোষ দেখিতেছি না; তা'র পর পাণ্ডবগণের সহিত আমাদের যৌনসম্বন্ধ এবং সুখজনক সৌহার্দ্দ রহিয়াছে ॥১৬॥

অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণের উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি; সুতরাং আপনি ক্রোধ করিবেন না'। কৃষ্ণের এই সকল কথা শুনিয়া, বলরাম বলিলেন—॥১৭॥

'সজ্জনেরা সমীচীনভাবে ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন; সেই ধর্ম্ম আবার নিয়মিতরূপে অর্থলোভীর অর্থ এবং কামার্থীর কাম দান করিয়া থাকে ॥১৮॥

---

(১৬) যৌনৈস্তৈঃ.. পি বঙ্গ। (১৮) ধর্ম্মশ্চ ধারিতঃ...নি।

তদিদং ব্যাকুলং সর্ব্বং কৃতং ধর্ম্মস্য পীড়নাৎ।
ভীমসেনেন গোবিন্দ! কামং ত্বস্তু যথাত্থ মাম্ ॥২০॥

কৃষ্ণ উবাচ।

অরোষণো হি ধর্ম্মাত্মা সততং ধর্ম্মবৎসলঃ।
ভবান্ প্রখ্যায়তে লোকে তস্মাৎ সংশাম্য মা ক্রুধঃ ॥২১॥
প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবস্য চ।
আনৃণ্যং যাতু বৈরস্য প্রতিজ্ঞায়াশ্চ পাণ্ডবঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। ইদং বীরবৃন্দম্, ব্যাকুলং বিশেষেণাস্থিরম্, পীড়নাৎ বাধনাৎ ॥২০॥

অরোষণ ইতি। সংশাম্য সম্যক্ শান্তো ভব, মা ক্রুধঃ ক্রোধং ন কুরু ॥২১॥

অথ নিষিদ্ধাচরণদর্শনেঽপি কথং শাম্যামি কথং বা ন ক্রুদ্ধামীত্যাহ প্রাপ্তমিতি। প্রাপ্তং প্রায়েণাগতম্। তথা চ—"হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্। প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে ॥......অমাবস্যাস্তু সায়াহ্নে রাজা দুর্য্যোধনো হতঃ ॥" ইতি ভারতসাবিত্রীবচনাৎ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধস্য চ বহুশ এবাষ্টাদশদিনব্যাপিত্বকথনাৎ শুক্লত্রয়োদশীতঃ পরামাবস্যায়াশ্চ অষ্টাদশদিনরূপত্বাৎ তদানীন্তনী তিথিরমাবস্যা মুখ্যচান্দ্রমানেন মার্গশীর্ষস্যৈবেতি সর্ব্বথা নির্দ্দেষ্টব্যম্, এবঞ্চ তদবধি মুখ্যচান্দ্রমানেন সার্দ্ধৈকমাসাৎ পরং মাঘপূর্ণিমায়াং কলিযুগারম্ভঃ। এতচ্চাস্মাভির্যুধিষ্ঠিরসময়নিরূপণগ্রন্থে বহুধা বিমৃষ্টম্। ইত্থঞ্চ সূর্য্যোদয়প্রাক্কালে সূর্য্যালোকস্যেব কলিযুগারম্ভপ্রাক্কালে কলিযুগীয়নিষিদ্ধাচরণস্যাপি সর্ব্বথা সম্ভবপরত্বাৎ ভীমেন তাদৃশপ্রতিজ্ঞাকরণাচ্চ দুর্য্যোধনোরুদ্বয়ে গদাঘাতেঽপি ন দোষ ইতি ভাবঃ। পাণ্ডবো ভীমঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

নাপীড়য়ন্ কামার্থৌ ধর্ম্মেণ চাপীড়য়ন্নিত্যর্থঃ ॥১৯॥ কামং যথেষ্টং ত্বং মাং প্রতি উক্তবানসি ন তু ধর্ম্মং যতোঽর্থলুব্ধেন ভীমেন ধর্ম্মস্য পীড়নাৎ পূর্ব্বোক্তো মার্গো ব্যাকুলীকৃত

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের এবং কামের জন্য ধর্ম্ম ও কামের সেবা করে এবং কোনটারই বাধা না করিয়া, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত সুখ লাভ করে ॥১৯॥

কিন্তু কৃষ্ণ! ভীমসেন সেই ধর্ম্মের বাধা করিয়া, এই বীরগণকে বিশেষ ভাবে আকুল করিয়াছেন। অথ চ তুমি আমাকে যেরূপ বলিয়াছ, তাহাতে উরুদেশে গদাঘাত করা যথেষ্ট বটে' ॥২০॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'আর্য্য! আপনি ক্রোধবিহীন, ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মবৎসল, ইহা লোকসমাজে বলিয়া থাকে; অতএব আপনি শান্ত হউন, ক্রোধ করিবেন না ॥২১॥

আপনি অবগত হউন যে, কলিযুগ আগতপ্রায় এবং ভীমসেনও এইরূপই

সঞ্জয় উবাচ।

ধর্ম্মচ্ছলমপি শ্রুত্বা কেশবাৎ স বিশাংপতে!।
নৈব প্রীতমনা রামো বচনং প্রাহ সংসদি ॥২৩॥
হত্বাঽধর্ম্মেণ রাজানং ধর্ম্মাত্মানং সুযোধনম্।
জিহ্মযোধীতি লোকেঽস্মিন্ খ্যাতিং যাস্যতি পাণ্ডবঃ ॥২৪॥
দুর্য্যোধনোঽপি ধর্ম্মাত্মা গতিং যাস্যতি শাশ্বতীম্।
ঋজুযোধী হতো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রো নরাধিপঃ ॥২৫॥
যুদ্ধদীক্ষাং প্রবিশ্যাজৌ রণযজ্ঞং বিতত্য চ।
হুত্বাত্মানমমিত্রাগ্নৌ প্রাপ চাবভৃথং যশঃ ॥২৬॥
ইত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় রৌহিণেয়ঃ প্রতাপবান্।
শ্বেতাভ্রশিখরাকারঃ প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মবিষয়ে ছলং ধর্ম্মচ্ছলম্। নৈবাসীদিতি শেষঃ ॥২৩॥

হত্বেতি। ধর্ম্মাত্মানম্ এতদ্যুদ্ধে ধর্ম্মবুদ্ধিম্। জিহ্মং কুটিলং যোদ্ধুং শীলমস্যেতি সঃ। পাণ্ডবো ভীমসেনঃ ॥২৪॥

দুর্য্যোধন ইতি। গম্যত ইতি গতিঃ স্বর্গস্তাম্। শাশ্বতীং চিরন্তনীম্ ॥২৫॥

যুদ্ধেতি। যুদ্ধস্য দীক্ষামারম্ভম্, প্রবিশ্য কৃত্বা, আজৌ রণস্থলে, বিতত্য বিস্তারেণ সম্পাদ্য। অমিত্রাগ্নৌ শত্রুরূপে বহ্নৌ। আবভৃথং যজ্ঞসমাপ্তিকালীনস্নাননিবন্ধনম্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যর্থঃ ॥২০—২১॥ প্রাপ্তমিতি। কলিযুগারম্ভে এতাবৎ পাপং নাতীব খেদাবহমিতি ভাবঃ ॥২২—৪৬॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৬॥

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; সুতরাং ভীমসেন শত্রুতার প্রতিশোধ করুন ও প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হউন' ॥২২॥

সঞ্জয় বলিলেন—নরনাথ! বলরাম তখন কৃষ্ণের মুখে ধর্ম্মবিষয়ে ছল করার কথা শুনিয়া, অসন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ বলিলেন—॥২৩॥

'ভীমসেন অন্যায়ভাবে ন্যায়যোধী রাজা দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, এই জগতে 'কূটযোধী' এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন ॥২৪॥

ন্যায়যোধী দুর্য্যোধনও চিরস্থায়ী স্বর্গ লাভ করিবেন। কারণ, রাজা দুর্য্যোধন সরলভাবে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া নিহত হইয়াছেন ॥২৫॥

ইনি রণস্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, বিস্তৃতভাবে যুদ্ধযজ্ঞ করিয়া এবং শত্রুরূপ অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিয়া, মহাযজ্ঞসমাপ্তির যশ লাভ করিয়াছেন' ॥২৬॥

পাঞ্চালাস্তু সবার্ষ্ণেয়াঃ পাণ্ডবাশ্চ বিশাংপতে ।
রামে দ্বারবতীং যাতে নাতিপ্রমনসোঽভবন্ ॥২৮॥
ততো যুধিষ্ঠিরং দীনং চিন্তাপরমধোমুখম্ ।
শোকোপহতসঙ্কল্পং বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥২৯॥

বাসুদেব উবাচ ।

ধর্ম্মরাজ ! কিমর্থং ত্বমধর্ম্মমনুমন্যসে ।
হতবন্ধোর্যদেতস্য পতিতস্য বিচেতসঃ ॥৩০॥
দুর্য্যোধনস্য ভীমেন মৃদ্যমানং শিরঃ পদা ।
উপপ্রেক্ষসি কস্মাত্ত্বং ধর্ম্মজ্ঞঃ সন্নরাধিপ ! ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন মমৈতৎ প্রিয়ং কৃষ্ণ ! যদ্রাজানং বৃকোদরঃ ।
পদা মূর্দ্ধ্ন্যস্পৃশৎ ক্রোধান্ন চ হৃষ্যে কুলক্ষয়ে ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। রৌহিণেয়ো রামঃ। শ্বেতাভ্রশিখরাকারঃ শ্বেতমেঘশৃঙ্গতুল্যমূর্ত্তিঃ ॥২৭॥

পাঞ্চালা ইতি। বার্ষ্ণেয়েন কৃষ্ণেন সহেতি তে। নাতিপ্রমনসঃ অনধিকপ্রসন্নচিত্তাঃ, কিঞ্চিৎ প্রসন্নচিত্তাস্তু অভবন্নেব ভীমসেনস্য অসন্তোষেণ রামস্য প্রস্থানাচ্চ প্রসাদাতিশয়ো নাভবদিতি ভাবঃ ॥২৮॥

তত ইতি। দীনং বিষণ্ণম্, দুর্য্যোধনশোকাৎ ভীমস্যান্যায্যব্যবহারাৎ রামস্যাসন্তোষেণ প্রস্থানাচ্চেত্যাশয়ঃ। শোকেন উপহতঃ সঙ্কল্পো যুদ্ধজয়োৎসবকরণাভিলাষো যস্য তম ॥২৯॥

ধর্ম্মেতি। বিচেতসশ্চৈতন্যহীনস্য। মৃদ্যমানং পিষ্যমাণম্। উপপ্রেক্ষসি অধর্ম্মাত্বে-নালোচয়সি ॥৩০—৩১॥

এই কথা বলিয়া শ্বেতমেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ প্রতাপশালী বলরাম রথে আরোহণ করিয়া, দ্বারকানগরের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

নরনাথ ! বলরাম দ্বারকানগরীর দিকে প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালগণ বিশেষ প্রসন্নচিত্ত হইলেন না ॥২৮॥

তাহার পর যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ, চিন্তারত, অধোবদন ও শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥২৯॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'রাজা ধর্ম্মরাজ ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া, এই ঘটনাটাকে কেন অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছেন ? এবং ভীমসেন চরণদ্বারা যে, হতবন্ধু, ভূতলপতিত ও চৈতন্যবিহীন দুর্য্যোধনের মস্তক স্পর্শ করিয়াছেন, সে ব্যাপারটাকেই বা আপনি অন্যায় বলিয়া কেন আলোচনা করিতেছেন ?' ॥৩০—৩১॥

নিকৃত্যা নিকৃতা নিত্যং ধৃতরাষ্ট্রসুতৈর্বয়ম্।
বহূনি পরুষাণ্যুক্ত্বা বনং প্রস্থাপিতা স্ম হ ॥৩৩॥
ভীমসেনস্য তদ্দুঃখমতীব হৃদি বর্ত্ততে।
ইতি সঞ্চিন্ত্য বার্ষ্ণেয়! ময়ৈতৎ সমুপেক্ষিতম্ ॥৩৪॥
তস্মাদ্ধত্বাঽকৃতপ্রজ্ঞং লুব্ধং কামবশানুগম্।
লভতাং পাণ্ডবঃ কামং ধর্ম্মেঽধর্ম্মেঽপি বা কৃতে ॥৩৫॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্তবতি কৌন্তেয়ে ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
বাসুদেবো মহাবাহুর্যুধিষ্ঠিরমভাষত।
কামমস্ত্বেতদিতি বৈ কৃচ্ছ্রাদ্‌যদুকুলোদ্বহঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। পদা রাজ্ঞঃ শিরঃস্পর্শাৎ কুলক্ষয়াচ্চাতিমহান্ বিষাদ এব মে জাত ইত্যাশয়ঃ ॥৩২॥

নিকৃত্যেতি। নিকৃত্যা শাঠ্যেন, নিকৃতা অত্যাচারিতাঃ। পরুষাণি নিষ্ঠুরাণি ॥৩৩॥

ভীমেতি। এতৎ পদা দুর্য্যোধনস্য শিরঃস্পর্শনম্ ॥৩৪॥

তস্মাদিতি। অকৃতপ্রজ্ঞং শাস্ত্রাধ্যয়নেনাপ্যশিক্ষিতবুদ্ধিম্, কামবশানুগং রাজ্যসুখাভিলাষিণম্ ॥৩৫॥

ইতীতি। কামমিত্যঙ্গীকারে, এতৎপদেন শত্রোঃ শিরোমর্দ্দনাদিকম্। ষট্পাদঃ ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'কৃষ্ণ! ভীমসেন চরণদ্বারা যে রাজার শিরঃস্পর্শ করিয়াছেন, এই ঘটনাটা আমার প্রীতিকর নহে এবং কুলক্ষয়েও আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই ॥৩২॥

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা শঠতা অনুসারে সর্ব্বদাই আমাদের উপরে অত্যাচার করিত এবং বহুতর নিষ্ঠুরবাক্য বলিয়া আমাদিগকে বনে প্রেরণ করিয়াছিল ॥৩৩॥

কৃষ্ণ! সেই গুরুতর দুঃখ ভীমসেনের মনে রহিয়াছে, ইহা ভাবিয়া আমি এই ঘটনা উপেক্ষা করিলাম ॥৩৪॥

অতএব ভীমসেন ধর্ম্মই করিয়া থাকুন, কিংবা অধর্ম্মই করিয়া থাকুন, অশিক্ষিতবুদ্ধি, লুব্ধস্বভাব ও রাজ্যসুখাভিলাষী দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, অভীষ্ট লাভ করুন' ॥৩৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'কুন্তীনন্দন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, মহাবাহু ও যদুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ দুঃখের সহিত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—'ইহাই হউক' ॥৩৬॥

---

(৩৬) অত্র পুস্তকভেদ এব পাঠভেদঃ।

ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবোঽপি বায়ুপুত্রপ্রিয়েপ্সয়া।
অন্বমোদত তৎ সর্ব্বং যদ্ভীমেন কৃতং যুধি ॥৩৭॥
অর্জ্জুনোঽপি মহাবাহুরপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
নোবাচ কিঞ্চিদ্বচনং ভ্রাতরং সাধ্বসাধু বা ॥৩৮॥
ভীমসেনোঽপি হত্বাজৌ তব পুত্রমমর্ষণঃ।
অভিবাদ্যাগ্রতঃ স্থিত্বা সংহৃষ্টঃ স কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩৯॥
প্রোবাচ সুমহাতেজা ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
হর্ষাদুৎফুল্লনয়নো জিতকাশী বিশাংপতে। ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)
তবাদ্য পৃথিবী রাজন্! ক্ষেমা নিহতকণ্টকা।
তাং প্রশাধি মহারাজ! স্বধর্ম্মমনুপালয় ॥৪১॥
যস্য কর্ত্তাস্য বৈরস্য নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রিয়ঃ।
সোঽয়ং বৈ নিহতঃ শেতে পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে! ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। বায়ুপুত্রস্য ভীমসেনস্য প্রিয়েপ্সয়া প্রীতিবিধানেচ্ছয়া ॥৩৭॥

অর্জ্জুন ইতি। অপ্রীতেন ভীমস্যান্যায্যকার্য্যদর্শনাদসন্তুষ্টেন ॥৩৮॥

ভীমেতি। অমর্ষণঃ কোপনঃ। অভিবাদ্য যুধিষ্ঠিরমিতি শেষঃ। জিতমিতি ভাবে ক্তঃ। জিতেন জয়েন কাশতে শোভত ইতি জিতকাশী ॥৩৯—৪০॥

তবেতি। ক্ষেমা শত্রোরভাবাৎ নিরুপদ্রবা ॥৪১॥

য ইতি। নিকৃত্যা শাঠ্যেন, নিকৃতিঃ শাঠ্যাচরণমেব প্রিয়া যস্য সঃ ॥৪২॥

এই কথা বলিয়া কৃষ্ণও ভীমসেনের প্রীতিবিধান করিবার ইচ্ছায়—তিনি যুদ্ধে যাহা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত বিষয়ই অনুমোদন করিলেন ॥৩৭॥

মহাবাহু অর্জ্জুনও অসন্তুষ্টচিত্তে ভাল বা মন্দ কোন কথাই ভীমসেনকে বলিলেন না ॥৩৮॥

নরনাথ! কোপনস্বভাব ও বিজয়শোভী ভীমসেনও যুদ্ধে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, সন্তুষ্টচিত্ত, উৎফুল্লনয়ন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অভিবাদন করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥৩৯—৪০॥

'রাজা! আজ আপনার রাজ্য মঙ্গলময় ও নিষ্কণ্টক হইল; অতএব ধর্ম্মরাজ! আপনি তাহা শাসন করুন এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন ॥৪১॥

মহারাজ! শঠতাপ্রিয় যে দুর্য্যোধন শঠতা করিয়া, এই শত্রুতা ঘটাইয়াছিল; সেই দুর্য্যোধন নিহত হইয়া, এই ভূতলে শয়ন করিয়াছে ॥৪২॥

দুঃশাসনপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে তে চোগ্রবাদিনঃ।
রাধেয়ঃ শকুনিশ্চাপি নিহতাস্তব শত্রবঃ ॥৪৩॥
সেয়ং রত্নসমাকীর্ণা মহী সবনপর্ব্বতা।
উপাবৃত্তা মহারাজ! ত্বামদ্য নিহতদ্বিষম্ ॥৪৪॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

গতো বৈরস্য নিধনং হতো রাজা সুযোধনঃ।
কৃষ্ণস্য মতমাস্থায় বিজিতেয়ং বসুন্ধরা ॥৪৫॥
দিষ্ট্যা গতস্ত্বমানৃণ্যং মাতুঃ কোপস্য চোভয়োঃ।
দিষ্ট্যা জয়সি দুর্দ্ধর্ষ! দিষ্ট্যা শত্রুর্নিপাতিতঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবসান্ত্বনায়াং ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ভারতকৌমুদী

দুঃশাসনেতি। উগ্রবাদিনো দ্যূতসভাদৌ। রাধেয়ঃ কর্ণঃ ॥৪৩॥
সেতি। বনৈঃ পর্ব্বতৈশ্চ সহেতি সা। উপাবৃত্তা প্রত্যাগতা ॥৪৪॥
গত ইতি। নিধনমবসানম্, গতঃ প্রাপ্তস্ত্বম্। আস্থায় আশ্রিত্য ॥৪৫॥
দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, মাতুঃ কুন্তীদেব্যাঃ, কোপস্য নিজস্য ॥৪৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

এবং নিষ্ঠুরভাষী দুঃশাসনপ্রভৃতি আপনার শত্রুগণ, কর্ণ ও শকুনি নিহত হইয়াছে ॥৪৩॥

মহারাজ! আপনি সমস্ত শত্রু নিহত করিয়াছেন; সুতরাং বন ও পর্ব্বতের সহিত এই সেই পৃথিবী আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছে' ॥৪৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'বৎস! তুমি শত্রুতার অবসান ঘটাইয়াছ এবং রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছেন; অতএব আমরা কৃষ্ণের মত অবলম্বন করিয়াই এই পৃথিবী জয় করিয়াছি ॥৪৫॥

দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন! ভাগ্যবশতঃ তুমি মাতৃদেবী ও নিজের ক্রোধের নিকটে অনৃণী হইয়াছ, ভাগ্যবশতঃ জয় করিয়াছ এবং ভাগ্যবশতই শত্রু নিপাত করিতে পারিয়াছ' ॥৪৬॥

* '...ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' নি।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

———:•✱•:———

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে।

পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়! ॥১॥

সঞ্জয় উবাচ।

হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে।

সিংহেনেব মহারাজ! মত্তং বনগজং যথা ॥২॥

প্রহৃষ্টমনসস্তত্র কৃষ্ণেন সহ পাণ্ডবাঃ।

পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব নিহতে কুরুনন্দনে ॥৩॥

আবিধ্যন্নুত্তরীয়াণি সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে।

নৈতান্ হর্ষসমাবিষ্টানিয়ং সেহে বসুন্ধরা ॥৪॥ (বিশেষকম্)

ধনূংষ্যন্যে ব্যাক্ষিপন্ত জ্যাশ্চাপ্যন্যে তথাক্ষিপন্।

দধ্মুরন্যে মহাশঙ্খানন্যে জঘ্নুশ্চ দুন্দুভীঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

হতমিতি। সংযুগে যুদ্ধে। বিলাপপ্রকরণং পূর্ব্বমেব জাতমিতি কেবলাবস্থাপ্রশ্নঃ ॥১॥

হতমিতি। বনপদং সম্ভবপরতাপ্রদর্শনার্থম্। কুরুনন্দনে দুর্য্যোধনে। আবিধ্যন্ অঘূর্ণয়ন্, নেদিরে চক্রুঃ। এতান্ পাণ্ডবাদীন্, ন সেহে ভারাতিরেকাৎ ॥২—৪॥

ধনূংষীতি। ব্যাক্ষিপন্ত আকর্ষন্, জ্যা গুণান্। জঘ্নুর্বাদয়ামাসুঃ ॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! ভীমসেন যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবগণ ও সঞ্জয়গণ কি করিল?' ॥১॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! সিংহ যেমন বন্যহস্তীকে বধ করে, সেইরূপ ভীমসেন যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বধ করিয়াছেন দেখিয়া, কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণ, পাঞ্চালগণ ও সৃঞ্জয়গণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া, উত্তরীয় বস্ত্র আন্দোলন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; তখন সমরভূমি আনন্দোন্মত্ত সেই বীরগণের পদভর যেন সহ্য করিতে পারিল না ॥২—৪॥

অনেক লোক ধনুষ্টঙ্কার, অনেকে গুণাকর্ষণ, বহু লোক বিশাল শঙ্খধ্বনি এবং অনেক ব্যক্তি দুন্দুভিবাদন করিতে লাগিল ॥৫॥

চিক্রীড়ুশ্চ তথৈবান্যে জহসুশ্চ তবাহিতাঃ।
অব্রুবংশ্চাসকৃদ্বীরা ভীমসেনমিদং বচঃ ॥৬॥
দুষ্করং ভবতা কর্ম্ম রণেঽদ্য সুমহৎ কৃতম্।
কৌরবেন্দ্রং রণে হত্বা গদয়াতিকৃতশ্রমম্ ॥৭॥
ইন্দ্রেণেব হি বৃত্রস্য বধং পরমসংযুগে।
ত্বয়া কৃতমমন্যন্ত শত্রোর্বধমিমং জনাঃ ॥৮॥
চরন্তং বিবিধান্মার্গান্ মণ্ডলানি চ সর্ব্বশঃ।
দুর্য্যোধনমিমং শূরং কোঽন্যো হন্যাদ্বৃকোদরাৎ ॥৯॥
বৈরস্য চ গতঃ পারং ত্বমিহান্যৈঃ সুদুর্গমম্।
অশক্যমেতদন্যেন সম্পাদয়িতুমীদৃশম্ ॥১০॥
কুঞ্জরেণেব মত্তেন বীর! সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
দুর্য্যোধনশিরো দিষ্ট্যা পাদেন মৃদিতং ত্বয়া ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

চিক্রীড়ুরিতি। চিক্রীড়ুর্নৃত্যক্রীড়াং চক্রুঃ। অহিতাঃ শত্রবঃ ॥৬॥
দুষ্করমিতি। অতিকৃতঃ অতিশয়েন বিহিতঃ শ্রমঃ শিক্ষায়াসো যেন তম্ ॥৭॥
ইন্দ্রেণেতি। পরমসংযুগে মহাযুদ্ধে ॥৮॥
চরন্তমিতি। সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারাণি ॥৯॥
বৈরস্যেতি। বৈরস্য সাগরসদৃশস্য শত্রুভাবস্য, পারমবসানং পরতীরঞ্চ ॥১০॥

রাজা! আপনার শত্রুদের মধ্যে বহু ব্যক্তি নৃত্য করিতে থাকিল, অনেকে হাসিতে লাগিল এবং অন্য বীরেরা ভীমসেনকে বার বার এই কথা বলিলেন—॥৬॥

'বীর! দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধশিক্ষায় অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন; তথাপি আপনি আজ যুদ্ধে গদাদ্বারা তাঁহাকে বধ করিয়া, অতিদুষ্কর কার্য্যই করিয়াছেন ॥৭॥

ইন্দ্র যেমন মহাযুদ্ধে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপই এই শত্রুকে বধ করিয়াছেন, ইহাই লোকে মনে করিতেছে ॥৮॥

মহাবীর এই দুর্যোধন নানাবিধ পথে ও সর্ব্বপ্রকার মণ্ডলভাবে বিচরণ করিতেছিলেন; সেই অবস্থায় এক ভীমসেনব্যতীত অন্য কোন্ লোক ইহাকে বধ করিতে পারে? ॥৯॥

ভীমসেন! আপনি অন্যের পক্ষে অতিদুর্গম বৈরসাগরের পরপারে গিয়াছেন; অন্য লোক এইরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না ॥১০॥

(৯)...দুর্য্যোধনমিমং ক্রূরং...পি।

সিংহেন মহিষস্যেব কৃত্বা সঙ্গরমদ্ভুতম্ ।
দুঃশাসনস্য রুধিরং দিষ্ট্যা পীতং ত্বয়ানঘ ! ॥১২॥
যে বিপ্রচক্রু রাজানং ধর্ম্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ।
মূর্দ্ধ্নি তেষাং কৃতং পাদো দিষ্ট্যা তে স্বেন কর্ম্মণা ॥১৩॥
অমিত্রাণামধিষ্ঠানাদ্বধাদ্‌দুর্য্যোধনস্য চ ।
ভীম ! দিষ্ট্যা পৃথিব্যাং তে প্রথিতং সুমদ্‌যশঃ ॥১৪॥
এবং নূনং হতে বৃত্রে শক্রং নন্দন্তি বন্দিনঃ ।
যথা ত্বাং নিহতামিত্রং বয়ং নন্দাম ভারত ! ॥১৫॥
দুর্য্যোধনবধে যানি রোমাণি হৃষিতানি নঃ ।
অদ্যাপি ন বিহৃষ্যন্তি তানি তদ্বিদ্ধি ভারত ! ।
ইত্যব্রুবন্ ভীমসেনং বাতিকাস্তত্র সঙ্গতাঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

কুঞ্জরেণেতি। সংগ্রামমূর্দ্ধনি রণস্থলোপরি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন ॥১১॥
সিংহেনেতি। সঙ্গরং যুদ্ধম্। হে অনঘ! প্রতিজ্ঞাপালনান্নিষ্পাপ! ॥১২॥
য ইতি। বিপ্রচক্রুঃ শাঠ্যেন প্রতারয়ামাসুঃ। তে ত্বয়া ॥১৩॥
অমিত্রাণামিতি। অমিত্রাণাং শত্রূণাম্, অধিষ্ঠানাদ্বাহুবলেনোপর্য্যবস্থানাৎ ॥১৪॥
এবমিতি। বৃত্রে তদাখ্যে অসুরে। নিহতঃ অমিত্রঃ শত্রুর্যেন তম্ ॥১৫॥

মহাবীর! আপনি ভাগ্যবশতঃ মত্তহস্তীর ন্যায় চরণদ্বারা রণস্থলে দুর্য্যোধনের মস্তকটী মর্দ্দন করিয়াছেন ॥১১॥

নিষ্পাপ ভীমসেন! সিংহ যেমন অদ্ভুত যুদ্ধ করিয়া মহিষের রক্ত পান করে, সেইরূপ আপনিও অদ্ভুত যুদ্ধ করিয়া, ভাগ্যবশতই দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়াছেন ॥১২॥

যাহারা ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রতারণা করিয়াছিল; আপনি নিজের কার্য্যের প্রভাবে ভাগ্যবশতই তাহাদের মস্তকে চরণ স্থাপন করিয়াছেন ॥১৩॥

ভীমসেন! আপনি শত্রুগণের উপরে অধিষ্ঠান এবং দুর্য্যোধনকে বধ করায়, ভাগ্যবশতই আপনার মহাযশ পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে ॥১৪॥

ভরতনন্দন! আপনি শত্রুকে নিহত করিলে, আমরা যেমন আপনার অভিনন্দন করিতেছি; বৃত্রাসুর নিহত হইলে, তদানীন্তন স্তুতিপাঠকেরা নিশ্চয়ই ইন্দ্রের এইরূপ অভিনন্দন করিয়াছিল ॥১৫॥

(১৩) যে বিপ্রকুর্ব্বন্…পি নি। (১৬)…ন বিহৃষ্যন্তে…পি, ন বিক্ষ্যন্তে…নি, …বার্ত্তিকাস্তত্র সঙ্গতা—বর্দ্ধ।

তান্ হৃষ্টান্ পুরুষব্যাঘ্রান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবৈঃ সহ।
ব্রুবতোঽসদৃশং তত্র প্রোবাচ মধুসূদনঃ ॥১৭॥
ন ন্যায্যং নিহতং শত্রুং ভূয়ো হন্তুং নরাধিপাঃ।।
অসকৃদ্বাগ্‌ভিরুগ্রাভির্নিহতো হ্যেষ মন্দধীঃ ॥১৮॥
তদৈবৈষ হতঃ পাপো যদৈব নিরপত্রপঃ।
লুব্ধঃ পাপসহায়শ্চ সুহৃদাং শাসনাতিগঃ ॥১৯॥
বহুশো বিদুরদ্রোণকৃপগাঙ্গেয়সঞ্জয়ৈঃ।
পাণ্ডুভ্যঃ প্রার্থ্যমানোঽপি পিত্র্যমংশং ন দত্তবান্ ॥২০॥
নৈষ যোগ্যোঽস্য মিত্রং বা শত্রুর্বা পুরুষাধমঃ।
কিমনেনাতিতুন্নেন বাগ্‌ভিঃ কাষ্ঠসধর্ম্মণা ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধনেতি। হৃষিতানি উদ্‌গতানি। বিদ্রুবন্তি সমীভবন্তি। বাতেন স্তুতিপাঠ-বাতবেগেন চরন্তীতি বাতিকাশ্চারণভূতাঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥
তানিতি। অসদৃশমননুরূপম্ ॥১৭॥
নেতি। ভূয়ঃ পুনঃ, হন্তুমাহন্তুম্। এষ দুর্য্যোধনঃ ॥১৮॥
তদেতি। নিরপত্রপো নির্লজ্জঃ। শাসনাতিগ উপদেশাতিক্রমী ॥১৯॥
শাসনাতিগত্বং দর্শয়ন্নাহ বহুশ ইতি। গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ। পিত্র্যং পৈতৃকম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

হতমিতি ॥১—২০॥ অতিতুন্নেন অত্যর্থং ন্যথিতেন ॥২১—৭৬॥
ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৭॥

ভরতনন্দন! দুর্য্যোধন নিহত হইলে, আমাদের যে সকল রোম উদ্‌গত হইয়াছিল; এখন তাহা সমান হয় নাই, আপনি তাহা দেখুন। সেইস্থানে সম্মিলিত প্রশংসাকারী বীরেরা এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥১৬॥
পাণ্ডবগণের সহিত পুরুষশ্রেষ্ঠ পাঞ্চালেরা আনন্দিত হইয়া, এইরূপ অসদৃশ বাক্য বলিতে লাগিলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—॥১৭॥
'রাজগণ! এই মন্দবুদ্ধি যে নিহত হইয়াছে; সুতরাং ভীষণ বাক্যদ্বারা নিহত শত্রুকে পুনরায় আঘাত করা উচিত নহে ॥১৮॥
যখনই এই নির্লজ্জ, রাজ্যলুব্ধ ও পাপসহচর দুর্য্যোধন সুহৃদ্‌গণের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিল; তখনই এই পাপাত্মা নিহত হইয়াছিল ॥১৯॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও সঞ্জয় বহুবার প্রার্থনা করিলেও এই দুরাত্মা, পাণ্ডবগণকে পৈতৃক অংশ দান করে নাই ॥২০॥

(২১)···কিমনেনাতিতুন্নেন—বঙ্গ সো। নৈব যেভ্যোঽস্য · বিতুন্নেন ··নি।

রথেম্বারোহত ক্ষিপ্রং গচ্ছামো বসুধাধিপাঃ ।।
দিষ্ট্যা হতোঽয়ং পাপাত্মা সামাত্যজ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥২২॥
ইতি শ্রুত্বা ত্বধিক্ষেপং কৃষ্ণাদ্দুর্য্যোধনো নৃপঃ ।
অমর্ষবশমাপন্ন উদতিষ্ঠদ্বিশাংপতে ! ॥২৩॥
স্ফিগ্‌দেশেনোপবিষ্টঃ স দোর্ভ্যাং বিষ্টভ্য মেদিনীম্ ।
দৃষ্টিং ভ্রূসঙ্কটাং কৃত্বা বাসুদেবে ন্যপাতয়ৎ ॥২৪॥
অর্দ্ধোন্নতশরীরস্য রূপমাসীন্নৃপস্য তু ।
ক্রুদ্ধস্যাশীবিষস্যেব ছিন্নপুচ্ছস্য ভারত ! ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। যোগ্যঃ প্রতিবিধানসমর্থঃ। অতিতুন্নেন বাগ্‌ভিরতিব্যথিতেন, কাষ্ঠেন সমানো ধর্ম্ম উরুদ্বয়ভঙ্গাদচলত্বং যস্য তেন ॥২১॥

রথেম্বিতি। অমাত্যৈর্জ্ঞাতিভির্বান্ধবৈশ্চ সহেতি সঃ ॥২২॥

ইতীতি। অধিক্ষেপং নিন্দাম্। উদতিষ্ঠৎ পূর্ব্বকায়েন ॥২৩॥

স্ফিগিতি। স্ফিগ্‌দেশেন নিতম্বভাগেন, দোর্ভ্যাং হস্তাভ্যাম্, বিষ্টভ্য আশ্রিত্য। ভ্রূভ্যাং সঙ্কটাং বিষমাং ভ্রূকুটীভীষণামিত্যর্থঃ। অহো! বীরস্বভাবঃ, যন্মৃত্যুকবলিতোঽপি নিন্দাং ন সহতে ॥২৪॥

অর্দ্ধেতি। অর্দ্ধমুন্নতমুত্থিতং শরীরং যস্য তস্য। আশীবিষস্য তীক্ষ্ণবিষসর্পস্য ॥২৫॥

এই নরাধম শত্রুই হউক, বা মিত্রই হউক, এখন আর কোন প্রতিবিধান করিতেই সমর্থ নহে। কারণ, এটা এখন একখানা কাঠের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে; সুতরাং বাক্যদ্বারা ইহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করায় ফল কি ? ॥২১॥

হে রাজগণ! অমাত্য, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের সহিত এই পাপাত্মা নিহত হইয়াছে; সুতরাং আপনারা সত্বর রথে আরোহণ করুন, চলুন, আমরা যাই' ॥২২॥

নরনাথ! রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণের মুখ হইতে এই সকল নিন্দাবাক্য শুনিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, গাত্রোত্থান করিলেন ॥২৩॥

তিনি পশ্চাৎ ভাগদ্বারা ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া, হস্তযুগলদ্বারা ভূমি অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের উপরে ভ্রূকুটীভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ॥২৪॥

ভরতনন্দন! রাজা দুর্য্যোধন শরীরের অর্দ্ধভাগ উত্থিত করিলে, তাঁহার রূপটী—ছিন্ন পুচ্ছ ও ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণবিষ সর্পের রূপের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥২৫॥

---

(২৪)···দৃষ্টিং সভ্রূকুটীং কৃত্বা···পি,···ভ্রূসঙ্কটাং কৃত্বা···বঙ্গ বর্দ্ধ।

প্রাণান্তকরণীং ঘোরাং বেদনামপ্যচিন্তয়ন্।
দুর্য্যোধনো বাসুদেবং বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরার্দ্দয়ৎ ॥২৬॥
কংসদাসস্য দায়াদ! ন তে লজ্জাস্ত্যনেন বৈ।
অধর্ম্মেণ গদাযুদ্ধে যদহং বিনিপাতিতঃ ॥২৭॥
ঊরূ ভিন্ধীতি ভীমস্য স্মৃতিং মিথ্যা প্রযচ্ছসি।
কিম্ন বিজ্ঞাতমেতন্মে যদর্জ্জুনমবোচথাঃ ॥২৮॥
ঘাতয়িত্বা মহীপালানৃজুযোধান্ সহস্রশঃ।
জিহ্মৈরুপায়ৈর্বহুভির্ন তে লজ্জা ন তে ঘৃণা ॥২৯॥
অহন্যহনি শূরাণাং কুর্ব্বাণঃ কদনং মহৎ।
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য ঘাতিতস্তে পিতামহঃ ॥৩০॥
অশ্বত্থাম্নঃ সনামানং হত্বা নাগং সুদুর্ম্মতে!।
আচার্য্যো ন্যাসিতঃ শস্ত্রং তৎ কিং ন বিদিতং মম ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

প্রাণেতি। বেদনামূরুভঙ্গনিবন্ধনাম্। আর্দ্দয়ন্নপীড়য়ৎ ॥২৬॥
কংসেতি। কংসদাসস্য বসুদেবস্য, দায়ং ধনমাদত্ত ইতি দায়াদঃ পুত্রস্তৎসম্বোধনম্ ॥২৭॥
ঊরূ ইতি। প্রযচ্ছসি দদাসি জনয়সি স্মেত্যর্থঃ। কিং ন বিজ্ঞাতমপি তু বিজ্ঞাতমেব ॥২৮॥
ঘাতয়িত্বেতি। ঋজুযোধান্ সরলযোধিনঃ। জিহ্মৈঃ কুটিলৈঃ, ঘৃণা আত্মনি কুৎসা ॥২৯॥

পরে দুর্য্যোধন ঊরুভঙ্গনিবন্ধন প্রাণান্তকারী দারুণ বেদনাকেও অগ্রাহ্য করিয়া, ভীষণ বাক্যদ্বারা কৃষ্ণকে পীড়ন করিতে থাকিলেন—॥২৬॥

'কংসদাসের পুত্র! ভীম গদাযুদ্ধে অন্যায়ভাবে আমাকে যে নিপাতিত করিয়াছে, তাহাতে তোর লজ্জা হয় নাই? ॥২৭॥

দুরাত্মা! তু-ই—'ঊরুভঙ্গ কর' এইরূপ ভীমের মিথ্যাস্মৃতি জন্মাইয়াছিস্। কারণ, তুই অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছিলি, তাহা কি আমি জানি নাই? ॥২৮॥

পাপাত্মা! তুই বহুতর কূটনীতি প্রয়োগ করিয়া, সরলভাবে যুদ্ধকারী সহস্র সহস্র রাজাকে বধ করাইয়াছিস্; তথাপি তোর লজ্জা জন্মিল না, কিংবা নিজের উপরে ঘৃণা হইল না! ॥২৯॥

পিতামহ ভীষ্ম প্রত্যহ তোদের পক্ষের বীরগণের মহামারী ঘটাইতেছিলেন; সেই অবস্থায় তু-ই শিখণ্ডীকে অর্জ্জুনের সম্মুখে রাখিয়া, অর্জ্জুনদ্বারা তাঁহাকে বধ করাইয়াছিস্ ॥৩০॥

(২৮)···স্মৃতিং মিথ্যা প্রযচ্ছতা···বঙ্গ বর্দ্ধ নি।···যদর্জ্জুনমবোচিথাঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।
(৩১) অশ্বত্থামসনামানং···পি।

স চানেন নৃশংসেন ধৃষ্টদ্যুম্নেন বীর্য্যবান্।
পাত্যমানস্ত্বয়া দৃষ্টো ন চৈনং ত্বমবারয়ঃ ॥৩২॥
বধার্থং পাণ্ডুপুত্রস্য যাচিতাং শক্তিমেব চ।
ঘটোৎকচে ব্যংসয়তঃ কস্ত্বত্তঃ পাপকৃত্তমঃ ॥৩৩॥
ছিন্নহস্তঃ প্রায়গতস্তথা ভূরিশ্রবা বলী।
ত্বয়া নিসৃষ্টেন হতঃ শৈনেয়েন মহাত্মনা ॥৩৪॥
কুর্ব্বাণশ্চোত্তমং কর্ম্ম কর্ণঃ পার্থজিগীষয়া।
ব্যংসনেনাশ্বসেনস্য পন্নগেন্দ্রসুতস্য বৈ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অহনীতি। কদনং মহামারীম্। তে ত্বয়া, পিতামহো ভীষ্মঃ ॥৩০॥

অশ্বেতি। সমানং নাম যস্য তম্, হত্বা ভীমেন ঘাতয়িত্বা, নাগং হস্তিনম্। ন্যাসিত-ত্যাজিতঃ ॥৩১॥

স ইতি। অনেন অঙ্গুল্যা নির্দ্দিষ্টেন। ন চাবারয়ঃ তথাপি নৃশংসত্বাদেব ॥৩২॥

বধেতি। পাণ্ডুপুত্রস্যার্জ্জুনস্য। ব্যংসয়তো ব্যয়াস্পদীকুর্ব্বাণাৎ ॥৩৩॥

ছিন্নেতি। ত্বয়া নিসৃষ্টেন প্রেরিতেনার্জ্জুনেন ছিন্নহস্ত ইতি সম্বন্ধঃ। প্রায়গতঃ প্রায়োপবিষ্টঃ। শৈনেয়েন শিনেঃ পৌত্রেণ সাত্যকিনা, মহাত্মনেতি সোল্লুণ্ঠনোক্তিঃ ॥৩৪॥

কুর্ব্বাণ ইতি। কুর্ব্বাণ আসীদিতি শেষঃ। উত্তমং কর্ম্ম ন্যায়যুদ্ধম্, পার্থজিগীষয়া অর্জ্জুন-

অতিদুর্ম্মতি! তুই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সমাননামযুক্ত একটা হস্তীকে ভীমদ্বারা বধ করাইয়া, (যুধিষ্ঠিরদ্বারা 'অশ্বত্থামা হতঃ' এই কথা বলাইয়া) দ্রোণাচার্য্যকে অস্ত্র ত্যাগ করাইয়াছিলি; তাহা কি আমার জানা নাই? ॥৩১॥

তার পর, এই নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন বলবান্ সেই দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিতেছিল, তুই তাহা দেখিতেছিলি; কিন্তু তুই ইহাকে বারণ করিস্ নাই ॥৩২॥

দুরাত্মা! কর্ণ অর্জ্জুনকে বধ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া, ইন্দ্রের নিকট হইতে একটা শক্তি লইয়াছিলেন। তুই কর্ণের সেই শক্তিটাকে ঘটোৎকচের উপরে ব্যয় করাইয়াছিস্; অতএব কোন্ ব্যক্তি তোর অপেক্ষা গুরুতর পাপকারী আছে? ॥৩৩॥

বলবান্ ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় তুই অর্জ্জুনদ্বারা ভূরিশ্রবার দক্ষিণবাহু ছেদ করাইয়াছিলি। তখন ভূরিশ্রবা প্রায়োপবেশন করিলে, মহাত্মা কি না, তাই সাত্যকি আসিয়া, তখনই তাঁহাকে বধ করিয়াছিল ॥৩৪॥

(৩৪)···ত্বয়াঽভিসৃষ্টেন · নি।

পুনশ্চ পতিতে চক্রে ব্যসনার্ত্তঃ পরাজিতঃ।
পাতিতঃ সমরে কর্ণশ্চক্রব্যগ্রোঽগ্রণীর্নৃণাম্ ॥৩৬॥
যদি মাঞ্চাপি কর্ণঞ্চ ভীষ্মদ্রোণৌ চ সংযুগে।
ঋজুনা প্রতিযুধ্যেথা ন তে স্যাদ্বিজয়ো ধ্রুবম্ ॥৩৭॥
ত্বয়া পুনরনার্য্যেণ জিহ্মমার্গেণ পার্থিবাঃ।
স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো বয়ঞ্চান্যে চ ঘাতিতাঃ ॥৩৮॥

বাসুদেব উবাচ।

হতস্ত্বমসি গান্ধারে! সভ্রাতৃসুতবান্ধবঃ।
সগণঃ সসুহৃচ্চৈব পাপমার্গমনুষ্ঠিতঃ ॥৩৯॥
তবৈব দুষ্কৃতৈর্বীরৌ ভীষ্মদ্রোণৌ নিপাতিতৌ।
কর্ণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে তব শীলানুবর্ত্তকঃ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

জয়েচ্ছয়া। ব্যংসনেন প্রত্যাখ্যানেন, অশ্বসেনস্য তদাখ্যস্য, পন্নগেন্দ্রসুতস্য তক্ষকনাগপুত্রস্য ॥৩৫॥

পুনরিতি। পতিতে ভূগর্ভপ্রবিষ্টে, চক্রে রথাঙ্গে, ব্যসনার্ত্তো বিপৎপীড়িতঃ, অতএব পরাজিত ইতি ভাবঃ। পাতিতঃ প্রেরয়তা ত্বয়ৈবার্জ্জুনেন ঘাতিতঃ, চক্রব্যগ্রশ্চক্রোত্তোলনে ব্যাসক্তঃ ॥৩৬॥

যদীতি। সংযুগে রণস্থলে। ঋজুনা সরলভাবেন, ন্যায্যরূপেণেত্যর্থঃ ॥৩৭॥

ত্বয়েতি। অনার্য্যেণ অসজ্জনেন, জিহ্মমার্গেণ কুটিলোপায়েন ॥৩৮॥

হত ইতি। গান্ধার্য্যা অপত্যমিতি গান্ধারিঃ, "বাহ্বাদেশ্চ বিধীয়ত" ইতীঞি রূপম্ ॥৩৯॥

মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে জয় করিবার জন্য ন্যায়যুদ্ধই করিতেছিলেন এবং তক্ষকনাগের পুত্র অশ্বসেনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, ভাল কার্য্যই করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

তার পর, রথের চক্র ভূমিতে প্রবিষ্ট হইলে, কর্ণ বিপন্ন ও পরাজিতের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ সেই চক্র উত্তোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই অবসরে তুই অর্জ্জুনদ্বারা তাঁহাকে বধ করাইয়াছিস্ ॥৩৬॥

কৃষ্ণ! তোরা যদি রণস্থলে ন্যায়সঙ্গতভাবে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতিস্, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোদের জয় হইত না ॥৩৭॥

তুই দুর্জ্জন; সুতরাং তুই স্বধর্ম্মানুসারী রাজগণকে এবং আমাদিগকে কূটনীতি-প্রয়োগে বিনাশ করাইয়াছিস্ ॥৩৮॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'গান্ধারীপুত্র! তুই পাপপথগামী কি না, তাই তুই ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, অমাত্যগণ ও বন্ধুগণের সহিত নিহত হইয়াছিস্ ॥৩৯॥

যাচ্যমানো ময়া মূঢ়! পিত্র্যমংশং ন দিৎসসি।
পাণ্ডবেভ্যঃ স্বরাজ্যঞ্চ লোভাচ্ছকুনিনিশ্চয়াৎ ॥৪১॥
বিষং তে ভীমসেনায় দত্তং সর্ব্বে চ পাণ্ডবাঃ।
প্রদীপিতা জতুগৃহে মাত্রা সহ সুদুর্ম্মতে! ॥৪২॥
সভায়াং যাজ্ঞসেনী চ ক্লিষ্টা দ্যূতে রজস্বলা।
তদৈব তাবদ্দুষ্টাত্মন্! বধ্যস্ত্বং নিরপত্রপঃ ॥৪৩॥
অনক্ষজ্ঞঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং সৌবলেনাক্ষবেদিনা।
নিকৃত্যা যৎ পরাজৈষীস্তস্মাদসি হতো রণে ॥৪৪॥
জয়দ্রথেন পাপেন যৎ কৃষ্ণা ক্লেশিতা বনে।
যাতেষু মৃগয়াঞ্চৈব তৃণবিন্দোরথাশ্রমম্ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তবেতি। দুষ্কৃতৈঃ পূর্ব্বকৃতদুরাচারৈঃ। শীলানুবর্ত্তকঃ স্বভাবানুসারী ॥৪০॥
যাচ্যেতি। ন দিৎসসি ন দাতুমিচ্ছসি। শকুনিনা নিশ্চয়াৎ যুদ্ধে জয়নির্দ্ধারণাৎ ॥৪১॥
বিষমিতি। তে ত্বয়া। প্রদীপিতা অগ্নিং প্রজ্বাল্য দগ্ধুমিষ্টাঃ, মাত্রা কুন্তীদেব্যা ॥৪২॥
সভায়ামিতি। যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী। বধ্য আসীঃ, নিরপত্রপো নির্লজ্জঃ ॥৪৩॥
অনক্ষজ্ঞমিতি। অনক্ষজ্ঞং দ্যূতক্রীড়ায়ামনিপুণম্। নিকৃত্যা শাঠ্যেন ॥৪৪॥

তোরই পাপে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং তোর স্বভাবানুসারী কর্ণ যুদ্ধে নিপাতিত হইয়াছেন ॥৪০॥

মূঢ়! আমি প্রার্থনা করিলেও তুই লোভবশতঃ এবং শকুনির যুদ্ধজয়-নির্দ্ধারণনিবন্ধন পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক অংশ নিজ রাজ্য দান করিতে ইচ্ছা করিস্ নাই ॥৪১॥

অতিদুর্ম্মতি! তুই ভীমসেনকে বিষ দান করিয়াছিলি এবং মাতা কুন্তীদেবীর সহিত পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল ॥৪২॥

দুর্ম্মতি! নির্লজ্জ তুই দ্যূতসভায় যখন রজস্বলা দ্রৌপদীকে কষ্ট দিতেছিলি, তখনই তুই বধ্য হইয়াছিলি ॥৪৩॥

দুরাত্মা! যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ নহেন, তথাপি তুই অক্ষক্রীড়ানিপুণ শকুনিদ্বারা শঠতাপূর্ব্বক তাঁহাকে যে পরাজয় করিয়াছিলি, সেই জন্যই তুই নিহত হইয়াছিস্ ॥৪৪॥

পাণ্ডবেরা মৃগয়া করিতে করিতে মহর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে চলিয়া গেলে, পাপাত্মা জয়দ্রথ বনমধ্যে হরণ করিবার ইচ্ছায় দ্রৌপদীকে যে কষ্ট দিয়াছিল, সেই কারণেই সে নিহত হইয়াছে ॥৪৫॥

অভিমন্যুশ্চ যদ্বাল একো বহুভিরাহবে।
ত্বদ্দোষৈর্নিহতঃ পাপ! তস্মাদসি হতো রণে ॥৪৬॥
কুর্ব্বাণং কর্ম্ম সমরে পাণ্ডবানর্থকাঙ্ক্ষিণম্।
যচ্ছিখণ্ড্যবধীদ্ভীষ্মং মিত্রার্থে ন ব্যতিক্রমঃ ॥৪৭॥
স্বধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা আচার্য্যস্ত্বৎপ্রিয়েপ্সয়া।
পার্ষতেন হতঃ সংখ্যে বর্ত্তমানোঽসতাং পথি ॥৪৮॥
প্রতিজ্ঞামাত্মনঃ সত্যাং চিকীর্ষন্ সমরে রিপুম্।
হতবান্ সাত্বতো বিদ্বান্ সৌমদত্তিং মহারথম্ ॥৪৯॥
অর্জ্জুনঃ সমরে রাজন্! যুধ্যমানঃ কদাচন।
নিন্দিতং পুরুষব্যাঘ্রঃ করোতি ন কথঞ্চন ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

জয়দ্রথেনেতি। কৃষ্ণা দ্রৌপদী, ক্লেশিতা হরণেন। যাতেষু পাণ্ডবেম্বিতি শেষঃ ॥৪৫॥

অভীতি। আহবে যুদ্ধে। ত্বদ্দোষৈর্নিবারণসামর্থ্যেঽপি ত্বয়া তদকরণাৎ ॥৪৬॥

কুর্ব্বাণমিতি। পাণ্ডবানর্থকাঙ্ক্ষিণং সম্বন্ধসাম্যেঽপীত্যাশয়ঃ। ব্যতিক্রমো ন্যায়লঙ্ঘনম্ ॥৪৭॥

স্বেতি। স্বধর্ম্মং ব্রাহ্মণধর্ম্মম্, পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা অবজ্ঞয়াননুসৃত্য। পার্ষতেন ধৃষ্টদ্যুম্নেন ॥৪৮॥

প্রতিজ্ঞামিতি। চিকীর্ষন্ কর্ত্তুমিচ্ছন্, সাত্বতস্তদ্বংশীয়ঃ সাত্যকিঃ, সৌমদত্তিং ভূরিশ্রবসম্ ॥৪৯॥

অর্জ্জুন ইতি। নিন্দিতমন্যায্যং কর্ম্ম, ন করোতি পুরুষব্যাঘ্রত্বাদেব ॥৫০॥

পাপাত্মা! তোর দোষেই যুদ্ধে একাকী ও বালক অভিমন্যু যে বহুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, সেই জন্যই তুইও নিহত হইয়াছিস্ ॥৪৬॥

সম্পর্ক সমান হইলেও ভীষ্ম যে পাণ্ডবগণের অনর্থ কামনা করিয়া, যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই জন্যই শিখণ্ডী তাঁহাকে বধ করিয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্ম লঙ্ঘন করা হয় নাই ॥৪৭॥

দ্রোণাচার্য্য তোরই সন্তোষ জন্মাইবার ইচ্ছায়, আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অসজ্জনের পথে চলিতেছিলেন; তাই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে বধ করিয়াছেন ॥৪৮॥

বুদ্ধিমান্ সাত্যকি নিজের প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার ইচ্ছা করিয়াই, যুদ্ধে মহারথ শত্রু ভূরিশ্রবাকে বধ করিয়াছেন ॥৪৯॥

রাজা! পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, কোন সময়েই কোন প্রকারেই নিন্দিত কার্য্য করেন না ॥৫০॥

(৪৭) ইতঃ প্রভৃতি ষট্ শ্লোকাঃ পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো ন সন্তি।

লব্ধাপি বহুধা ছিদ্রং বীরবৃত্তমনুস্মরন্।
নিজঘান রণে কর্ণং মৈবং বোচঃ সুদুর্ম্মতে। ॥৫১॥
ত্বঞ্চ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণো দ্রৌণায়নিস্তথা।
বিরাটনগরে তস্য হ্যানৃশংস্যেন জীবিতাঃ ॥৫২॥
যান্যকার্য্যাণি চাস্মাকং কৃতানীতি প্রভাষসে।
বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সর্ব্বং হি তদনুষ্ঠিতম্ ॥৫৩॥
বৃহস্পতেরুশনসো নোপদেশঃ শ্রুতস্ত্বয়া।
বৃদ্ধা নোপাসিতাশ্চৈব হিতং বাক্যং ন তে শ্রুতম্ ॥৫৪॥
লোভেনাতিবলেন ত্বং তৃষ্ণয়া চ বশীকৃতঃ।
কৃতবানস্যকার্য্যাণি বিপাকস্তস্য ভুজ্যতাম্ ॥৫৫॥
দুর্য্যোধন উবাচ।
অধীতং বিধিবদ্দত্তং ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা।
মূর্দ্ধ্নি স্থিতমমিত্রাণাং কো নু স্বন্ততরো ময়া ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

লব্ধেতি। ছিদ্রং প্রহারাবসরম্, বীরাণাং বৃত্তং ধর্ম্মম্। নিজঘান অর্জ্জুনঃ ॥৫১॥

ত্বমিতি। দ্রৌণায়নিরশ্বত্থামা। তস্য অর্জ্জুনস্য, আনৃশংস্যেন দয়য়া, অন্যথা সম্মোহনাস্ত্রক্ষেপেণ যুষ্মাকং সম্মোহনসময়ে সর্ব্বানেবাসৌ হন্যাদিতি ভাবঃ ॥৫২॥

যানীতি। অকার্য্যাণি এতদূরুভঙ্গাদীনি। বৈগুণ্যেন অপরাধেন ॥৫৩॥

বৃহস্পতেরিতি। উশনসঃ শুক্রস্য। উপাসিতা হিতশ্রবণায় সেবিতাঃ, তে ত্বয়া ॥৫৪॥

লোভেনেতি। অতিবলেন অধিকশক্ত্যা, তৃষ্ণয়া প্রভুত্বলিপ্সয়া। বিপাকঃ পরিণামঃ ॥৫৫॥

সেই জন্যই তিনি যুদ্ধের সময়ে বহুপ্রকার ছিদ্র পাইয়াও, তখন প্রহার না করিয়া, বীরের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়াই, কর্ণকে বধ করিয়াছেন। অতএব, অতিদুর্ম্মতি! তুই এরূপ কথা বলিস্ না ॥৫১॥

তুই, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা তোরা সকলেই বিরাটনগরে অর্জ্জুনের দয়াতেই জীবিত রহিয়াছিস্ ॥৫২॥

আমরা যে সকল অকার্য্য করিয়াছি বলিয়া তুই বলিয়াছিস্; সে সমস্তই তোর অপরাধেই আমরা করিয়াছি ॥৫৩॥

তুই বৃহস্পতি ও শুক্রের উপদেশ শুনিস্ নাই, বৃদ্ধজনের সেবা করিস্ নাই; কিংবা তাঁহাদের উপদেশও শুনিস্ নাই ॥৫৪॥

রাজ্যলোভ এবং অধিক শক্তি ও প্রভুত্বলাভের ইচ্ছার বশীভূত হইয়া, তুই বহুতর অকার্য্য করিয়াছিস্; এখন তাহার পরিণাম ফল ভোগ কর্ ॥৫৫॥

যদিষ্টং ক্ষত্রবন্ধূনাং স্বধর্ম্মমনুপশ্যতাম্।
তদিদং নিধনং প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া ॥৫৭॥
দেবার্হা মানুষা ভোগাঃ প্রাপ্তা অসুলভা নৃপৈঃ।
ঐশ্বর্য্যঞ্চোত্তমং প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া ॥৫৮॥
সসুহৃৎ সানুজশ্চৈব স্বর্গং গন্তাহমচ্যুত!।
যূয়ং বিহতসঙ্কল্পাঃ শোচন্তো বর্ত্তয়িষ্যথ ॥৫৯॥

সঞ্জয় উবাচ।

অস্য বাক্যস্য নিধনে কুরুরাজস্য ধীমতঃ।
অপতৎ সুমহদ্বর্ষং পুষ্পাণাং পুণ্যগন্ধিনাম্ ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

অধীতমিতি। স্বন্ততরঃ সম্যক্ স্বরূপতরঃ, "অন্তঃ স্বরূপে নাশে না" ইত্যমরঃ ॥৫৬॥

যদিতি। ক্ষত্রাণি চ বন্ধবশ্চ তেষাম্। বীরাণাং যুদ্ধমরণস্য শ্রেষ্ঠত্বমিতি ভাবঃ ॥৫৭॥

দেবার্হা ইতি। দেবার্হা দেবযোগ্যাঃ, মানুষা মনুষ্যলোকীয়াঃ ॥৫৮॥

সেতি। বিহতঃ প্রায়েণ বীরবিনাশান্নষ্টঃ সঙ্কল্প আনন্দেন রাজ্যশাসনাভিলাষো যেষাং তে, শোচন্তো বিধবানামার্ত্তনাদশ্রবণাদিতি ভাবঃ, বর্ত্তয়িষ্যথ জীবিকাং নির্বাহয়িষ্যথ ॥৫৯॥

অস্যেতি। নিধনে বিরামে সতি। পুণ্যগন্ধিনাং পবিত্রসৌরভশালিনাম্ ॥৬০॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'আমি যথাবিধানে অধ্যয়ন, দান ও সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছি এবং শত্রুগণের মস্তকের উপরে আরোহণ করিয়া রহিয়াছি। অতএব আমার তুল্য আর কে আছে? ॥৫৬॥

স্বধর্ম্মদর্শী ক্ষত্রিয়গণ ও বন্ধুগণের যাহা অভীষ্ট, আমি সেইরূপ নিধনই প্রাপ্ত হইলাম; সুতরাং আমার তুল্য আর কে আছে? ॥৫৭॥

দেবগণের যোগ্য ও অন্যান্য রাজগণের দুর্লভ ভোগ আমি মনুষ্যলোকেই পাইয়াছি এবং অতুল ঐশ্বর্য্যেরও অধিকারী হইয়াছি। অতএব আমার সদৃশ আর কে আছে? ॥৫৮॥

কৃষ্ণ! আমি সুহৃদ্‌গণ ও অনুজগণের সহিত স্বর্গে যাইব; আর তোমরা নষ্ট-সঙ্কল্প হইয়া, শোক করিতে থাকিয়া, জীবন ধারণ করিবে' ॥৫৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—'বুদ্ধিমান্ দুর্য্যোধনের এই বাক্য বিরত হইলে, তাঁর উপরে আকাশ হইতে পবিত্রসৌরভসম্পন্ন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥৬০॥

(৫৮)…কোঽন্যস্বন্ততরো ময়া—বঙ্গ। (৫৯) সসুহৃৎ সানুবন্ধশ্চৈব…পি, সসুহৃৎ সানুবন্ধশ্চ …নি। (৬০) অস্য বাক্যস্য বিরমে…পি।

অবাদয়ন্ত গন্ধর্ব্বা বাদিত্রং সুমনোহরম্ ।
জগুশ্চাপ্সরসো রাজ্ঞো যশঃ সম্বদ্ধমেব চ ॥৬১॥
সিদ্ধাশ্চ মুমুচুর্বাচঃ সাধু সাধ্বিতি পার্থিব ! ।
ববৌ চ সুরভির্বায়ুঃ পুণ্যগন্ধো মৃদুঃ সুখঃ ।
ব্যরাজংশ্চ দিশঃ সর্ব্বা নভো বৈদূর্য্যসন্নিভম্ ॥৬২॥
অত্যদ্ভুতানি তে দৃষ্ট্বা বাসুদেবপুরোগমাঃ ।
দুর্য্যোধনস্য পূজাস্তু দৃষ্ট্বা ব্রীড়ামুপাগমন্ ॥৬৩॥
হতাংশ্চাধর্ম্মতঃ শ্রুত্বা শোকার্ত্তাঃ শুশুচুর্হি তে ।
ভীষ্মং দ্রোণং তথা কর্ণং ভূরিশ্রবসমেব চ ॥৬৪॥
তাংস্তু চিন্তাপরান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ দীনচেতসঃ ।
প্রোবাচেদং বচঃ কৃষ্ণো মেঘদুন্দুভিনিস্বনঃ ॥৬৫॥
নৈষ শক্যোঽতিশীঘ্রাস্ত্রস্তে চ সর্ব্বে মহারথাঃ ।
ঋজুযুদ্ধেন বিক্রান্তা হন্তুং যুষ্মাভিরাহবে ॥৬৬॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি। জগুশ্চক্রুঃ, যশোভিঃ সম্বদ্ধং সমন্বিতং গানম্ ॥৬১॥
সিদ্ধা ইতি। সুরভির্ঘ্রাণতর্পণঃ। বৈদূর্য্যসন্নিভং বৈদূর্য্যমণিতুল্যং নির্ম্মলম্। ষট্পাদঃ ॥৬২॥
অতীতি। ব্রীড়াং লজ্জাম্, উপাগমন্ তদানীমেব নিন্দাকরণাদিত্যাশয়ঃ ॥৬৩॥
হতানিতি। শোকার্ত্তাঃ স্ববন্ধুবিনাশাৎ পূর্ব্বত এব, তে বাসুদেবপুরোগমাঃ ॥৬৪॥
তানিতি। দীনচেতসো বিষণ্ণচিত্তান্। মেঘদুন্দুভ্যোরিব নিস্বনো গম্ভীরশব্দো যস্য সঃ ॥৬৫॥

গন্ধর্ব্বেরা অতিমনোহর বাদ্য বাজাইতে থাকিল এবং অপ্সরারা দুর্য্যোধনের যশোযুক্ত গান গাহিতে লাগিল ॥৬১॥

রাজা! আকাশস্থিত সিদ্ধপুরুষেরা 'সাধু' 'সাধু' বলিতে থাকিলেন, পবিত্র গন্ধসম্পন্ন, ঘ্রাণের তৃপ্তিকারী, সুখজনক ও কোমল বায়ু বহিতে লাগিল, সমস্ত দিক্ শোভা পাইতে থাকিল এবং গগনমণ্ডল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নির্ম্মল হইল ॥৬২॥

কৃষ্ণপ্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরেরা পুষ্পবৃষ্টিপ্রভৃতি অত্যদ্ভুত ব্যাপার ও দুর্য্যোধনের সম্মান দেখিয়া, লজ্জিত হইলেন ॥৬৩॥

তাঁহারা নিজেদের বন্ধুবান্ধব বিনষ্ট হওয়ায় পূর্ব্ব হইতেই শোকার্ত্ত ছিলেন; আবার তৎকালে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অন্যায়যুদ্ধে নিহত করা হইয়াছে ইহা স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের জন্যও শোক করিতে লাগিলেন ॥৬৪॥

পাণ্ডবেরা চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্ণচিত্ত হইয়াছেন দেখিয়া, কৃষ্ণ মেঘ ও দুন্দুভির শব্দের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন—॥৬৫॥

নৈষ শক্যঃ কদাচিত্তু হন্তুং ধর্ম্মেণ পার্থিবঃ।
তে বা ভীষ্মমুখাঃ সর্ব্বে মহেষ্বাসা মহারথাঃ ॥৬৭॥
ময়ানেকৈরুপায়ৈস্তু মায়াযোগেন চাসকৃৎ।
হতাস্তে সর্ব্ব এবাজৌ ভবতাং হিতমিচ্ছতা ॥৬৮॥
যদি নৈবং বিধং জাতু কুর্য্যাং জিহ্মমহং রণে।
কুতো বা বিজয়ো ভূয়ঃ কুতো রাজ্যং কুতো ধনম্ ॥৬৯॥
তে হি সর্ব্বে মহাত্মানশ্চত্বারোঽতিরথা ভুবি।
ন শক্যা ধর্ম্মতো হন্তুং লোকপালৈরপি স্বয়ম্ ॥৭০॥
তথৈবায়ং গদাপাণির্ধার্ত্তরাষ্ট্রো গতক্লমঃ।
ন শক্যো ধর্ম্মতো হন্তুং কালেনাপীহ দণ্ডিনা ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। এষ দুর্য্যোধনঃ, অতিশীঘ্রাস্ত্রঃ অতিদ্রুতাস্ত্রক্ষেপী, ঋজুযুদ্ধেন ন্যায়যুদ্ধেন ॥৬৬॥

উক্তপ্রায়মেবার্থং কিঞ্চিদ্বিশেষসূচনায় পুনরাহ নেতি। এষ দুর্য্যোধনঃ। মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাঃ ॥৬৭॥

ময়েতি। মায়াযোগেন কূটনীতিপ্রয়োগেণ। আজৌ যুদ্ধে ॥৬৮॥

যদীতি। জাতু কদাচিৎ, জিহ্মং কুটিলপথাবলম্বনম্ ॥৬৯॥

ত ইতি। চত্বারো ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-ভূরিশ্রবসঃ। ধর্ম্মতো যুদ্ধে ন্যায়তঃ ॥৭০॥

'অতিদ্রুতাস্ত্রক্ষেপী এই দুর্য্যোধনকে এবং মহারথ ও বিক্রমশালী সেই ভীষ্মপ্রভৃতি বীরগণকে আপনারা কখনও ন্যায়যুদ্ধে বধ করিতে পারিতেন না ॥৬৬॥

এই রাজা দুর্য্যোধনকে, কিংবা মহাধনুর্দ্ধর ও মহারথ সেই ভীষ্মপ্রভৃতি বীরগণকে কখনও আপনারা ন্যায়যুদ্ধে বধ করিতে পারিতেন না ॥৬৭॥

আমি আপনাদের হিতকামনা করিয়া, বার বার কূটনীতি প্রয়োগ ও অনেক উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক সেই বীরগণকে নিহত করাইয়াছি ॥৬৮॥

আমি যদি কখনও এইরূপ কূটনীতি প্রয়োগ না করিতাম; তবে কি করিয়া আপনাদের জয়, রাজ্য ও ধনসম্পদ হইত ॥৬৯॥

সেই চারিজন সকলেই মহাত্মা ও অতিরথ বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন; অতএব স্বয়ং দিক্‌পালেরাও ন্যায়যুদ্ধে তাঁহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইতেন না ॥৭০॥

সেইরূপই দণ্ডধারী স্বয়ং যমও গদাধারী ও শ্রমশূন্য এই দুর্য্যোধনকে ন্যায়যুদ্ধে বধ করিতে পারিতেন না ॥৭১॥

(৬৯)···জিহ্মং মহারণে···পি।

ন চ বো হৃদি কর্ত্তব্যং যদয়ং ঘাতিতো রিপুঃ।
মিথ্যা বধ্যাস্তথোপায়ৈর্ব্বহবঃ শত্রবোঽধিকাঃ ॥৭২॥
পূর্ব্বৈরনুগতো মার্গো দেবৈরসুরঘাতিভিঃ।
সদ্ভিশ্চানুগতঃ পন্থাঃ স সর্ব্বৈরনুগম্যতে ॥৭৩॥
কৃতকৃত্যাঃ স্ম সায়াহ্নে নিবাসং রোচয়ামহে।
সাশ্বনাগরথাঃ সর্ব্বে বিশ্রাম্যন্তু নরাধিপাঃ ॥৭৪॥
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা তদানীং পাণ্ডবৈঃ সহ।
পাঞ্চালা ভৃশসংহৃষ্টা বিনেদুঃ সিংহসঙ্ঘবৎ ॥৭৫॥
ততঃ প্রাধ্মাপয়ন্ শঙ্খান্ পাঞ্চজন্যঞ্চ মাধবঃ।
হৃষ্টা দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা নিহতং পুরুষর্ষভ ! ॥৭৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে কৃষ্ণপাণ্ডবসংবাদে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তথেতি। গতক্লমঃ পরিশ্রমশূন্যঃ, কালেন যমেন, দণ্ডিনা দণ্ডপাণিনা ॥৭১॥

নেতি। মিথ্যা বধ্যা অন্যায়েন হন্তব্যাঃ, অধিকাঃ স্বাপেক্ষয়া প্রবলাঃ ॥৭২॥

নন্বস্তু দৃষ্টান্তাভাব ইত্যাহ পূর্ব্বৈরিতি। মার্গঃ পন্থাশ্চ কূটনীতিঃ ॥৭৩॥

কৃতেতি। নিবাসমেকত্রাবস্থানেন বিশ্রামম্। নরাধিপা অস্মৎপক্ষীয়াঃ ॥৭৪॥

বাস্বিতি। ভৃশসংহৃষ্টাঃ সর্ব্বথা জয়লাভাৎ, সিংহানাং সঙ্ঘবৎ সমূহা ইব ॥৭৫॥

এই শত্রুকে যে কূটনীতি প্রয়োগে বধ করান হইয়াছে, ইহা আপনারা মনে করিবেন না। শত্রুপক্ষ বহুতর কিংবা প্রবল হইলে, তাহাদিগকে নানাবিধ উপায়ে ও কূটনীতি প্রয়োগেই বধ করিতে হয় ॥৭২॥

অসুরহন্তা দেবতারা এই পথের অনুসরণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সজ্জনেরাও এই পথ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছেন ; আর এখনও বহুলোকই এই পথ অবলম্বন করিয়া থাকে ॥৭৩॥

আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি ; সুতরাং এই সায়াহ্নকালে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করি এবং রাজারা সকলেও হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত বিশ্রাম করুন' ॥৭৪॥

কৃষ্ণের এই সকল কথা শুনিয়া, পাঞ্চালগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, পাণ্ডবগণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

---

(৭২) নৈতন্মনসি কর্ত্তব্যং···মিথ্যাচর্য্যাচ্ছলোপায়ৈঃ···নি। (৭৪)···বিশ্রমামো নরাধিপাঃ।।—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ। (৭৬) ইতঃ পরং দাক্ষিণাত্যপুস্তকে পঞ্চ শ্লোকা অধিকা দ্রষ্টব্যাঃ। * '···একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '···দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' নি।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

——:০*০:——

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তে প্রযযুঃ সর্ব্বে নিবাসায় মহীক্ষিতঃ।
শঙ্খান্ প্রধ্মাপয়ন্তো বৈ হৃষ্টাঃ পরিঘবাহবঃ ॥১॥
পাণ্ডবান্ গচ্ছতশ্চাপি শিবিরাণি বিশাংপতে! ।
মহেষ্বাসোঽন্বগাৎ পশ্চাৎ যুযুৎসুঃ সাত্যকিস্তথা ॥২॥
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
সর্ব্বে চান্যে মহেষ্বাসাঃ প্রযযুঃ শিবিরাণ্যুত ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। প্রাধ্মাপয়ন্ অবাদয়ন্, মাধবঃ কৃষ্ণঃ ॥৭৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

তত ইতি। নিবাসায় শিবিরেষ্ববস্থানায়, মহীক্ষিতো রাজানঃ ॥১॥

পাণ্ডবানিতি। মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ, যুযুৎসুর্নাম বৈশ্যাগর্ভজাতো ধৃতরাষ্ট্রপুত্রঃ ॥২॥

ধৃষ্টেতি। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ, সর্ব্বশঃ সর্ব্বে ॥৩॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! পাঞ্চালেরা দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া, শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিল এবং কৃষ্ণও পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন' ॥৭৬॥

——:*:——

সঞ্জয় বলিলেন—'তাহার পর পরিঘ-অস্ত্রের ন্যায় দৃঢ়বাহু রাজারা সকলে আনন্দিত হইয়া, শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিয়া, বিশ্রাম করিবার জন্য সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥১॥

নরনাথ! পাণ্ডবেরা শিবিরের দিকে গমন করিতে লাগিলে, মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি ও যুযুৎসু তাঁহাদের পিছনে পিছনে যাইতে থাকিলেন ॥২॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রেরা সকলে এবং অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরেরা সকলেও শিবিরের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩॥

(২)...শিবিরং নো বিশাংপতে!.. বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি। (৩)...যযুঃ স্বশিবিরাণ্যুত—নি।

ততস্তে প্রাবিশন্ পার্থা হতত্বিট্‌কং হতেশ্বরম্ ।
দুর্য্যোধনস্য শিবিরং রঙ্গবদ্বিসৃতে জনে ॥৪॥
গতোৎসবং পুরমিব হতনাগমিব হ্রদম্ ।
স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠং বৃদ্ধামাত্যৈরধিষ্ঠিতম্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
তত্রৈতান্ পর্য্যুপাতিষ্ঠন্ দুর্য্যোধনপুরঃসরাঃ ।
কৃতাঞ্জলিপুটা রাজন্ ! কাষায়মলিনাম্বরাঃ ॥৬॥
শিবিরং সমনুপ্রাপ্য কুরুরাজস্য পাণ্ডবাঃ ।
অবতেরুর্ম্মহারাজ ! রথেভ্যো রথসত্তমাঃ ॥৭॥
ততো গাণ্ডীবধন্বানমভ্যভাষত কেশবঃ ।
স্থিতঃ প্রিয়হিতে নিত্যমতীব ভরতর্ষভ ! ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ততস্তে পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ, জনে দর্শকলোকে, বিসৃতে প্রস্থিতে সতি, রঙ্গবদ্‌রঙ্গালয়মিব, হতা ঈশ্বরাভাবাদেব নষ্টা ত্বিট্‌ প্রভা যস্য তৎ, হত ঈশ্বরঃ প্রভুর্যস্য তচ্চ, দুর্য্যোধনস্য শিবিরং প্রাবিশন্। হতনাগং হতসর্পম্। স্ত্রিয়ো বর্ষবরাঃ ক্লীবাশ্চ ভূয়িষ্ঠা বহুলা যত্র তৎ ॥৪—৫॥

তত্রেতি। পর্য্যুপাতিষ্ঠন্ প্রত্যুদ্‌গচ্ছন্, দুর্য্যোধনস্য পুরঃসরা সম্মুখে স্থিতপূর্ব্বাঃ ॥৬॥

শিবিরমিতি। কুরুরাজস্য দুর্য্যোধনস্য। রথসত্তমা রথিশ্রেষ্ঠাঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৪॥ বর্ষবরঃ ষণ্ঢঃ ॥৫—৪১॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৮॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা যাইয়া দুর্য্যোধনের শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তখন সে শিবিরটীর শোভা ছিল না, প্রভু নিহত হইয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ অমাত্যেরা তাহাতে অবস্থান করিতেছিলেন; সুতরাং সে শিবিরটী তৎকালে দর্শক লোকেরা চলিয়া গেলে রঙ্গালয়ের ন্যায় শূন্য, উৎসববিহীন নগরের তুল্য, আর সর্প রহিত হ্রদের ন্যায় রহিয়াছিল এবং তাহাতে স্ত্রীলোক ও নপুংসক ব্যক্তিরাই অধিক সংখ্যায় ছিল ॥৪—৫॥

রাজা! তখন মলিন কাষায়বস্ত্রধারী দুর্য্যোধনের সম্মুখবর্ত্তী লোকেরা কৃতাঞ্জলি হইয়া আসিয়া, পাণ্ডবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥৬॥

মহারাজ! ক্রমে রথিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের শিবিরের নিকটে যাইয়া, রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥৭॥

(৪)···হতত্বিট্‌কং···পি।

অবরোপয় গাণ্ডীবমক্ষয্যৌ চ মহেষুধী।
অথাহমবরোক্ষ্যামি পশ্চাদ্ভরতসত্তম! ॥৯॥
স্বয়ঞ্চৈবাবরোহ ত্বমেতৎ শ্রেয়স্তবানঘ!।
তচ্চাকরোত্তথা বীরঃ পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১০॥
অথ পশ্চাত্ততঃ কৃষ্ণো রশ্মীনুৎসৃজ্য বাজিনাম্।
অবারোহত মেধাবী রথাদ্গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥১১॥
তথাবতীর্ণে ভূতানামীশ্বরে সুমহাত্মনি।
কপিরন্তর্দ্দধে দিব্যো ধ্বজো গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥১২॥
স দগ্ধো দ্রোণকর্ণাভ্যাং দিব্যৈরস্ত্রৈর্ম্মহারথঃ।
অনাদীপ্তাগ্নিনা হ্যাশু প্রজজ্বাল মহীপতে! ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। গাণ্ডীবধন্বানমর্জ্জুনম। অতীবপ্রিয়হিত ইতি সম্বন্ধঃ ॥৮॥

অবেতি। অবরোপয় রথাদবতারয়, অক্ষয্যৌ ক্ষেতুমশক্যৌ। অবরোক্ষ্যামি অবতরিষ্যামি ॥৯॥

স্বয়মিতি। অবরোহ রথাদবতর, এতৎ সর্ব্বম্, শ্রেয়ো মঙ্গলকরম্ ॥১০॥

অথেতি। রশ্মীন্ মুখরজ্জুঃ। মেধাবী বুদ্ধিমান্। তত এবৈতৎ করণমিতি ভাবঃ ॥১১॥

তথেতি। ভূতানামীশ্বরে কৃষ্ণে। ধ্বজো ধ্বজচিহ্নভূতঃ ॥১২॥

স ইতি। দগ্ধো দাহোপযোগীকৃতঃ, ভীষ্মেণ স্নেহাৎ অস্ত্রৈশ্চাশক্তত্বাৎ ন দগ্ধ ইত্যাশয়ঃ। মহাংশ্চাসৌ রথশ্চেতি মহারথঃ। অনাদীপ্তাগ্নিনা অপ্রজ্বলিতবহ্নিনা ॥১৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের হিত ও প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—॥৮॥

'ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি এই রথ হইতে তোমার গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণ দুইটা অবতরণ করাও; তাহার পর আমি অবতরণ করিব ॥৯॥

নিষ্পাপ অর্জ্জুন! তুমি নিজেও রথ হইতে অবতীর্ণ হও; এই সকল ব্যাপার তোমার পক্ষে মঙ্গলকর হইবে'। তখন বীর অর্জ্জুন তাহাই করিলেন ॥১০॥

তাহার পর বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ অশ্বগুলির মুখরজ্জু পরিত্যাগ করিয়া, সেই রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥১১॥

জগদীশ্বর ও অতিমহাত্মা কৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ করিলে, অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত সেই অলৌকিক বানর অন্তর্হিত হইল ॥১২॥

(৯)···অক্ষয়ৌ চ মহেষুধী···নি। (১২)···কপিরপ্যাশ্বপাক্রামৎ সহদেবৈর্ধ্বজালয়ৈঃ···নি।

সোপাসঙ্গঃ সরশ্মিশ্চ সাশ্বঃ সযুগবন্ধুরঃ।
ভস্মীভূতোঽপতদ্ভূমৌ রথো গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥১৪॥
তং তথা ভস্মভূতন্তু দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতাঃ প্রভো!।
অভবন্ বিস্মিতা রাজন্! অর্জ্জুনশ্চেদমব্রবীৎ ॥১৫॥
কৃতাঞ্জলিঃ সপ্রণয়ং প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ।
গোবিন্দ! কস্মাদ্‌ভগবন্! রথো দগ্ধোঽয়মগ্নিনা ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
কিমেতন্মহদাশ্চর্য্যমভবদ্‌যদুনন্দন!।
তন্মে ব্রূহি মহাবাহো! শ্রোতব্যং যদি মন্যসে ॥১৭॥
বাসুদেব উবাচ।
অস্ত্রৈর্বহুবিধৈর্দ্দগ্ধঃ পূর্বমেবায়মর্জ্জুন!।
মদধিষ্ঠিতত্বাৎ সমরে ন বিশীর্ণঃ পরন্তপ! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। উপাসঙ্গৈ রথগততূণৈঃ সহেতি সঃ। যুগৈর্বন্ধুরৈশ্চ সহেতি সঃ ॥১৪॥
তমিতি। তমর্জ্জুনরথম্। প্রণিপত্য অবনতপূর্ব্বকায়ীভূয় ॥১৫—১৬॥
কিমিতি। এতদ্রথস্য ভস্মীকরণম্। শ্রোতব্যং মমেতি শেষঃ ॥১৭॥

রাজা! দ্রোণ ও কর্ণ দিব্য অস্ত্রের অপ্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা সেই বিশাল রথখানাকে পূর্ব্বেই সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাহা জ্বলিয়া উঠিল ॥১৩॥

পরে অর্জ্জুনের সেই রথখানা তূণ, রজ্জু, অশ্ব, যুগকাষ্ঠ ও বন্ধুরকাষ্ঠের সহিত ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥১৪॥

প্রভু! রাজা! পাণ্ডবেরা সেই রথখানাকে ভস্মীভূত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অর্জ্জুন অবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, কৃষ্ণকে অভিবাদন করিয়া, বিনয়ের সহিত এই কথা বলিলেন—'ভগবন্! গোবিন্দ! এই রথখানা কেন অগ্নিতে দগ্ধ হইল? ॥১৫—১৬॥

মহাবাহু যদুনন্দন! এই গুরুতর আশ্চর্য্য ঘটনা হইল কেন? ইহা যদি আমার শ্রোতব্য হয় বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আমার নিকট বল' ॥১৭॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'শত্রুসন্তাপক অর্জ্জুন! পূর্ব্বেই এই রথখানা বহুবিধ অস্ত্রের তেজে দাহোপযোগী হইয়া রহিয়াছিল; কিন্তু আমি উহার উপরে ছিলাম বলিয়া, উহা ভস্ম হইয়া যায় নাই ॥১৮॥

(১৪)···সযুগবন্ধনঃ···নি। (১৮)···মদধিষ্ঠিতত্বাৎ সমরে· ·বঙ্গ বৰ্দ্ধ, দ্রোণকর্ণাস্ত্রনির্দ্দগ্ধঃ··· মদাস্থিতত্বাৎ···নি।

ইদানীন্তু বিশীর্ণোঽয়ং দগ্ধো ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা।
ময়া বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! ত্বয্যদ্য কৃতকর্ম্মণি ॥১৯॥

সঞ্জয় উবাচ।

ঈষদুৎস্ময়মানশ্চ ভগবান্ কেশবোঽরিহা।
পরিষ্বজ্য চ রাজানং যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥২০॥
দিষ্ট্যা জয়সি কৌন্তেয়! দিষ্ট্যা তে শত্রবো জিতাঃ।
দিষ্ট্যা গাণ্ডীবধন্বা চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
ত্বঞ্চাপি কুশলী রাজন্! মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥২১॥
মুক্তা বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামান্নিহতদ্বিষঃ।
ক্ষিপ্রমুত্তরকালানি কুরু কার্য্যাণি ভারত! ॥২২॥
উপযাতমুপপ্লব্যং সহ গাণ্ডীবধন্বনা।
আনীয় মধুপর্কং মাং যৎ পুরা ত্বমবোচথাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অস্ত্রেরিতি। ন বিশীর্ণো ন ভস্মীভূতঃ, মদধিষ্ঠিতত্বাদেবেতি ভাবঃ ॥১৮॥

ইদানীমিতি। বিমুক্তস্ত্যক্তঃ। ইয়ন্তং কালং যাবৎ সর্ব্বশক্তিমতা ময়ৈবায়ং রক্ষিত ইতি ভাবঃ ॥১৯॥

ঈষদিতি। উৎস্ময়মানো মৃদু হসন্, অরিহা শত্রুহন্তা। পরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য ॥২০॥

দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, তে ত্বয়া। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

মুক্তা ইতি। বীরাণাং ক্ষয়ো যস্মিন্ তস্মাৎ, নিহতা দ্বিষঃ শত্রবো যস্মিন্ তস্মাচ্চ সংগ্রামাৎ মুক্তা যূয়ং কুশলেনৈব নির্গতাঃ। উত্তরকালানি পরকালকর্ত্তব্যানীত্যর্থঃ ॥২২॥

কুন্তীনন্দন! এখন তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, আমিও পরিত্যাগ করিয়াছি; সেই জন্যই ইহা এখন পূর্ব্বনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে ভস্ম হইয়া গেল' ॥১৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—'তৎপরে শত্রুহন্তা ভগবান্ কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করতঃ রাজা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন— ॥২০॥

'কুন্তীনন্দন! ভাগ্যবশতঃ আপনি বিজয়ী হইয়াছেন, ভাগ্যবশতঃ আপনি শত্রুগণকে জয় করিয়াছেন এবং ভাগ্যবশতই আপনি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব কুশলে রহিয়াছেন ॥২১॥

ভরতনন্দন! বীরগণের ক্ষয় হইয়াছে এবং আপনার শত্রুরাও নিহত হইয়াছে; অথচ আপনারা অক্ষত দেহে মুক্তিলাভ করিয়াছেন; অতএব এখন আপনি পরকর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সত্বর করুন ॥২২॥

এষ ভ্রাতা সখা চৈব তব কৃষ্ণ ! ধনঞ্জয়ঃ।
রক্ষিতব্যো মহাবাহো ! সর্ব্বাস্বাপৎস্বিতি প্রভো ! ॥২৪॥
তব চৈবং ব্রুবাণস্য তথেত্যেবাহমব্রুবম্।
স সব্যসাচী গুপ্তস্তে বিজয়ী চ জনেশ্বর ! ॥২৫॥ (বিশেষকম্)
ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজেন্দ্র ! শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ।
মুক্তো বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামাল্লোমহর্ষণাৎ ॥২৬॥
এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
হৃষ্টরোমা মহারাজ ! প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনম্ ॥২৭॥
যুধিষ্ঠির উবাচ।
প্রমুক্তং দ্রোণকর্ণাভ্যাং ব্রহ্মাস্ত্রমরিমর্দ্দন !।
কস্ত্বদন্যঃ সহেৎ সাক্ষাদপি বজ্রী পুরন্দরঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি। উপযাতমুপস্থিতম্, উপপ্লব্যং নাম বিরাটদেশীয়নগরবিশেষম্। ভ্রাতা পিতৃস্বসুঃ পুত্রত্বাৎ। সব্যসাচী অর্জ্জুনঃ, গুপ্তো রক্ষিতঃ ॥২৩—২৫॥

ভ্রাতৃভিরিতি। মুক্তঃ কুশলেন নির্গতঃ। বীরাণাং ক্ষয়ো যস্মিন্ তস্মাৎ ॥২৬॥

এবমিতি। হৃষ্টরোমা বিস্ময়ানন্দবশাদ্রোমাঞ্চিতদেহঃ ॥২৭॥

প্রেতি। প্রমুক্তং নিক্ষিপ্তম্। বজ্রী বজ্রধারী, পুরন্দর ইন্দ্রঃ ॥২৮॥

আমি অর্জ্জুনের সহিত উপপ্লব্যনগরে উপস্থিত হইলে, আপনি মধুপর্ক আনয়ন করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'কৃষ্ণ ! এই অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা ও সখা ; অতএব মহাবাহু ! প্রভু ! তুমি ইহাকে সমস্ত আপদে রক্ষা করিবে'। আপনি এইরূপ বলিতে লাগিলে, আমি বলিয়াছিলাম যে, 'তাহাই হইবে।' রাজা ! আপনার সেই অর্জ্জুনকে আমি রক্ষা করিয়াছি এবং ইনি বিজয়ীও হইয়াছেন ॥২৩—২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! বীর ও যথার্থবিক্রমশালী অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণের সহিত অক্ষত দেহে বীরনাশক ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন' ॥২৬॥

মহারাজ ! কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোমাঞ্চিত দেহ হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন ॥২৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'হে শত্রুমর্দ্দন ! দ্রোণ ও কর্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র তুমি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে, এমন কি বজ্রধারী ইন্দ্রও পারেন না ॥২৮॥

ভবতস্তু প্রসাদেন সংশপ্তকগণা জিতাঃ।
মহারণগতঃ পার্থো যচ্চ নাসীৎ পরাঙ্মুখঃ ॥২৯॥
তথৈব চ মহাবাহো ! পর্য্যায়ৈর্বহুভির্ময়া।
কর্ম্মণামনুসন্তানং তেজসশ্চ গতিং শুভাম্ ॥৩০॥
উপপ্লব্যে মহর্ষির্মে কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ॥৩১॥
ইত্যেবমুক্তে তে বীরাঃ শিবিরং তব ভারত !।
প্রবিশ্য প্রত্যপদ্যন্ত কোষরত্নর্দ্ধিসঞ্চয়ান্ ॥৩২॥
রজতং জাতরূপঞ্চ মণীনথ চ মৌক্তিকান্।
ভূষণান্যথ মুখ্যানি কম্বলান্যজিনানি চ ॥৩৩॥
দাসীদাসমসংখ্যেয়ং রাজ্যোপকরণানি চ।
তে প্রাপ্য ধনমক্ষয্যং ত্বদীয়ং ভরতর্ষভ !।
উদক্রোশন্ মহাভাগা নরেন্দ্র ! বিজিতারয়ঃ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ভবত ইতি। পার্থঃ অর্জ্জুনঃ ॥২৯॥

তথেতি। তথৈব ভবতঃ প্রসাদেনৈব; পর্য্যায়ৈঃ ক্রমৈঃ। কর্ম্মণাং বিজয়ব্যাপারাণাম্ অনুসন্তানং পরম্পরাম্, তেজসঃ শক্তেশ্চ, শুভাং গতিমস্মৎপক্ষপ্রাপ্তো দৃষ্ট ইতি শেষঃ ॥৩০॥

উপেতি। যতো যত্র পক্ষে, ধর্ম্মো বর্ত্তত ইতি শেষঃ, এবমন্যত্র। ততস্তত্র ॥৩১॥

ইতীতি। প্রত্যপদ্যন্ত আয়ত্তীকৃতবন্তঃ, কোষাণাং রত্নানামৃদ্ধীনাং বসনাদিসম্পদাঞ্চ সঞ্চয়ান্ ॥৩২॥

রজতমিতি। জাতরূপং স্বর্ণম্। রাজ্যোপকরণানি ছত্রচামরাদীনি। অক্ষয্যং ক্ষেতুমশক্যম। উদক্রোশন্ আনন্দকোলাহলমকুর্ব্বন্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩—৩৪॥

তোমারই অনুগ্রহে অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে জয় করিয়াছেন এবং উনি যে মহাযুদ্ধে যাইয়াও পরাঙ্মুখ হন নাই, তাহাও তোমারই অনুগ্রহ ॥২৯॥

মহাবাহু ! আমি দেখিয়াছি যে, আমাদের পক্ষ তোমারই অনুগ্রহে ক্রমশঃ বিজয় লাভ করিয়াছে এবং উত্তমভাবে শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে ॥৩০॥

উপপ্লব্যনগরে মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'যেখানে ধর্ম্ম থাকে, সেইখানে কৃষ্ণ থাকেন এবং যেখানে কৃষ্ণ থাকেন, সেইখানেই জয় থাকে' ॥৩১॥

ভরতনন্দন ! যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, তাঁহারা সকলেই আপনার শিবিরে প্রবেশ করিয়া, তত্রত্য ধন, রত্ন ও বস্ত্রপ্রভৃতি সম্পদ হস্তগত করিলেন ॥৩২॥

(২৯)...সংগ্রামে বহবো হতাঃ—নি। তথা তব...কর্ম্মণামনুসন্ধানাত্তেজস্বী জগতি শ্রুতা—নি।

তে তু বীরাঃ সমাশ্বস্য বাহনান্যবমুচ্য চ।
অতিষ্ঠন্ত মুহূঃ সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা ॥৩৫॥
অথাব্রবীন্মহারাজ! বাসুদেবো মহাযশাঃ।
অস্মাভির্ম্মঙ্গলার্থায় বস্তব্যং শিবিরাদ্বহিঃ ॥৩৬॥
তথেত্যুক্ত্বা হি তে সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা।
বাসুদেবেন সহিতা মঙ্গলার্থং বহির্য্যযুঃ ॥৩৭॥
তে সমাসাদ্য সরিতং পুণ্যামোঘবতীং নৃপ!।
ন্যবসন্নথ তাং রাত্রিং পাণ্ডবা হতশত্রবঃ ॥৩৮॥
ততঃ সংপ্রেষয়ামাসুর্যাদবং নাগসাহ্বয়ম্।
স চ প্রায়াজ্জবেনাশু বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
দারুকং রথমারোপ্য যেন রাজাম্বিকাসুতঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। সমাশ্বস্য বিশ্রম্য, বাহনানি গজাশ্বাদীনি ॥৩৫॥

অথেতি। বহির্ভিন্নদেশে ॥৩৬॥

তথেতি। পাণ্ডবাঃ পঞ্চ ভ্রাতরঃ ॥৩৭॥

ত ইতি। ওঘবতীং নাম প্রাগুক্তাম্। ন্যবসন্ পটমণ্ডপে ॥৩৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! শত্রুবিজয়ী সেই মহাত্মা পাণ্ডবেরা আপনার সোণা, রূপা, মণি, মুক্তা, উত্তম অলঙ্কার, কম্বল, চর্ম্ম, অসংখ্য দাস ও দাসী, ছত্র ও চামরপ্রভৃতি রাজত্বের উপকরণ এবং অক্ষয় ধনসমূহ হস্তগত করিয়া, আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥৩৩—৩৪॥

সেই বীর পাণ্ডবেরা ও সাত্যকি হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি বাহনগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, নিজেরাও কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, সেই শিবিরেই কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন ॥৩৫॥

মহারাজ! তাহার পর মহাযশা কৃষ্ণ বলিলেন—'মঙ্গল লাভের জন্য এই শিবিরের বাহিরে কোথাও যাইয়া, আমাদের আজ বাস করিতে হইবে' ॥৩৬॥

'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই এবং সাত্যকি ও কৃষ্ণ মঙ্গল লাভের জন্য শিবিরের বাহিরে গমন করিলেন ॥৩৭॥

রাজা! তৎপরে শত্রুবিজয়ী সেই পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রস্থিত পূর্ব্বোক্ত ওঘবতী-নদীর তীরে যাইয়া, সেই রাত্রি পটমণ্ডপের ভিতরে বাস করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

---

(৩৫)...পাণ্ডবা বিগতজ্বরাঃ—নি।

তমূচুঃ সংপ্রযান্তন্তং শৈব্যসুগ্রীববাহনম্।
প্রত্যাশ্বাসয় গান্ধারীং হতপুত্রাং তপস্বিনীম্ ॥৪০॥
স প্রায়াৎ পাণ্ডবৈরুক্তস্তৎপুরং সাত্বতাং বরঃ।
আসসাদ ততঃ ক্ষিপ্রং গান্ধারীং নিহতাত্মজাম্ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে কৃষ্ণস্য হস্তিনাপুরগমনে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:০:—

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। যাদবং কৃষ্ণম্, নাগসাহ্বয়ং হস্তিনাম্। জবেন বেগেন। দারুকং তদাখ্যং সারথিম্, যেন যত্র স্থান ইত্যর্থঃ, অম্বিকাসুতো ধৃতরাষ্ট্রঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥

তমিতি। উচুঃ পাণ্ডবাঃ, শৈব্যঃ সুগ্রীবশ্চ নাম বাহনে অশ্বৌ যস্য তম্। হতাঃ পুত্রা যস্যাস্তাম্। অতএব তপস্বিনীং শোচ্যাম্ ॥৪০॥

স ইতি। তৎপুরং হস্তিনানগরম্, সাত্বতাং সাত্বতবংশীয়ানাম্ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তাহার পর পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে হস্তিনানগরে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপশালী কৃষ্ণ ও সারথি দারুককে রথে তুলিয়া লইয়া, যেস্থানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন, সেইস্থানে বেগে সত্বর গমন করিবার উপক্রম করিলেন ॥৩৯॥

কৃষ্ণ শৈব্য ও সুগ্রীবনামক ঘোটকযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিবেন, এমন সময়ে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বলিলেন—'কৃষ্ণ! তুমি যাইয়া হতপুত্রা ও শোচনীয়া গান্ধারীদেবীকে আশ্বস্ত কর' ॥৪০॥

পাণ্ডবেরা এইরূপ বলিলে, সাত্বতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ হস্তিনানগরে যাইয়া, হতপুত্রা গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৪১॥

—:*:—

(৪০)…হতপুত্রাং যশস্বিনীম্—নি। * '.. দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং দ্বিজশার্দ্দূল ! ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
গান্ধার্য্যাঃ প্রেষয়ামাস বাসুদেবং পরন্তপম্ ॥১॥
যদা পূর্ব্বং গতঃ কৃষ্ণঃ শমার্থং কৌরবান্ প্রতি।
ন চ তং লব্ধবান্ কামং ততো যুদ্ধমভূদিদম্ ॥২॥
নিহতেষু চ যোধেষু হতে দুর্য্যোধনে তদা।
পৃথিব্যাং পাণ্ডবেয়স্য নিঃসপত্নে কৃতে যুধি ॥৩॥
বিদ্রুতে শিবিরে শূন্যে প্রাপ্তে যশসি চোত্তমে।
কিন্নু তৎ কারণং ব্রহ্মন্ ! যেন কৃষ্ণো গতঃ পুনঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
ন চৈতৎ কারণং ব্রহ্মন্ ! অল্পং বৈ প্রতিভাতি মে।
যত্রাগমদমেয়াত্মা স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। যুধিষ্ঠির ইতি সর্ব্বপাণ্ডবোপলক্ষণং পুনঃ তথৈবোক্তত্বাৎ ॥১॥
যদেতি। শমার্থং সন্ধিনিবন্ধনশাস্ত্যর্থম্। এতদ্‌গমনমপি তথৈব ভবেদিতি ভাবঃ ॥২॥
নিহতেষ্বিতি। নিঃসপত্নে শত্রোরভাবে। বিদ্রুতে দ্রুতং প্রবিষ্টে ॥৩—৪॥
নেতি। প্রতিভাতি বুদ্ধিবিষয়ী ভবতি। অমেয়াত্মা অজ্ঞেয়স্বভাবঃ ॥৫॥

জনমেজয় বলিলেন—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গান্ধারীর নিকটে শত্রুসন্তাপক কৃষ্ণকে কি নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন ? ॥১॥

কৃষ্ণ পূর্ব্বে যখন সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য কৌরবগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি সে অভীষ্ট লাভ করেন নাই ; সেই জন্যই এই যুদ্ধ হইয়া গেল ॥২॥

ব্রাহ্মণ ! কৌরবপক্ষের যোদ্ধারা নিহত, দুর্য্যোধন ভূপাতিত, পৃথিবীতে যুধিষ্ঠিরের শত্রুর অভাব, শূন্য শিবিরে প্রবেশ এবং উত্তম যশোলাভ হইয়া গেলে পরও যে কৃষ্ণ হস্তিনায় গমন করিলেন, তাহার কারণ কি ? ॥৩—৪॥

ব্রাহ্মণ ! আমার মনে হয়—এটা ক্ষুদ্র কারণ হইবে না ; যেহেতু অজ্ঞেয়স্বভাব স্বয়ং কৃষ্ণই গমন করিয়াছিলেন ॥৫॥

তত্ত্বতো বৈ সমাচক্ষ্ব সর্বমধ্বর্য্যসত্তম !।
যচ্চাত্র কারণং ব্রহ্মন্! কার্য্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ে ॥৬॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ত্বদ্যুক্তোঽয়মনুপ্রশ্নো যন্মাং পৃচ্ছসি পার্থিব !।
তত্তেঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি যথাবদ্ভরতর্ষভ ! ॥৭॥
হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে।
ব্যুৎক্রম্য সময়ং রাজন্! ধার্ত্তরাষ্ট্রং মহাবলম্ ॥৮॥
অন্যায়েন হতং দৃষ্ট্বা গদাযুদ্ধেন ভারত !।
যুধিষ্ঠিরং মহারাজ ! মহদ্ভয়মথাবিশৎ।৯॥
চিন্তয়ানং মহাভাগাং গান্ধারীং তপসান্বিতাম্।
ঘোরেণ তপসা যুক্তাং ত্রৈলোক্যমপি সা দহেৎ ॥১০॥ (বিশেষকম্)
তস্য চিন্তয়মানস্য বুদ্ধিঃ সমভবত্তদা।
গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ পূর্বং প্রশমনং ভবেৎ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তত্ত্বত ইতি। হে অধ্বর্য্যসত্তম! যজুর্ব্বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ! বিনিশ্চয়ে নিশ্চয়েন সম্পাদনে ॥৬॥

ত্বদিতি। তব যুক্তস্ত্বদ্যুক্তস্ত্বৈবোচিত ইত্যর্থঃ ॥৭॥

হতমিতি। ব্যুৎক্রম্য উল্লঙ্ঘ্য, সময়ং গদাযুদ্ধনিয়মম, নাভেরধোদেশে গদাঘাত এব গদাযুদ্ধ-নিয়মবিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ। অন্যায়েন উক্তাদেব হেতোঃ। সা গান্ধারী ॥৮—১০॥

তস্যেতি। ক্রোধেন দীপ্তায়াঃ প্রজ্বলিতায়াঃ, প্রশমনং ক্রোধনিবৃত্তিকরণম্ ॥১১॥

যজুর্ব্বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! নিশ্চিতভাবে অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদনবিষয়ে যাহা কারণ, তাহা আপনি আমার নিকট যথার্থরূপে বলুন ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! এইরূপ প্রশ্ন করা আপনার পক্ষে সঙ্গত বটে; অতএব আমি আপনার নিকট যথাযথভাবে তাহার উত্তর বলিতেছি ॥৭॥

ভরতনন্দন মহারাজ! ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম অতিক্রম করিয়া, অন্যায়-ভাবে যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র মহাবল দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছেন দেখিয়া এবং মহাভাগা গান্ধারীদেবী ভয়ঙ্কর তপস্যাসম্পন্না; সুতরাং তিনি শাপের প্রভাবে ত্রিভুবনও দগ্ধ করিতে পারেন ইহা ভাবিয়া, যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ভীত হইলেন ॥৮—১০॥

(১০)···সোঽচিন্তয়ন্মহাভাগাং—নি।

সা হি পুত্রবধং শ্রুত্বা কৃতমস্মাভিরীদৃশম্।
মানসেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধা ভস্মসান্নঃ করিষ্যতি ॥১২॥
কথং দুঃখমিদং তীব্রং গান্ধারী সংপ্রশক্ষ্যতি।
শ্রুত্বা বিনিহতং পুত্রং ছলেনাজিহ্মযোধিনম্ ॥১৩॥
এবং বিচিন্ত্য বহুধা ভয়শোকসমন্বিতঃ।
বাসুদেবমিদং বাক্যং ধর্ম্মরাজোঽভ্যভাষত ॥১৪॥
তব প্রসাদাদ্‌গোবিন্দ! রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
অপ্রাপ্যং মনসাপীদং প্রাপ্তমস্মাভিরচ্যুত! ॥১৫॥
প্রত্যক্ষং মে মহাবাহো! সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
বিমর্দ্দঃ সুমহান্ প্রাপ্তস্ত্বয়া যাদবনন্দন! ॥১৬॥
ত্বয়া দেবাসুরে যুদ্ধে বধার্থমমরদ্বিষাম্।
যথা সাহ্যং পুরা দত্তং হতাশ্চ বিবুধদ্বিষঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। ঈদৃশমন্যায্যম্। মানসেন মনোবর্ত্তিনা, অগ্নিনা ক্রোধানলেন ॥১২॥
কথমিতি। সংপ্রশক্ষ্যতি সোঢ়ুমিতি শেষঃ। অজিহ্মযোধিনং ন্যায়েন যুদ্ধকারিণম্ ॥১৩॥
এবমিতি। ভয়ং গান্ধার্য্যাঃ শাপভীতিঃ, শোকশ্চ তদ্‌দুরবস্থাস্মরণাৎ ॥১৪॥
তবেতি। অপ্রাপ্যং প্রবলশত্রুকর্ত্তৃকত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৫॥
প্রত্যক্ষমিতি। বিমর্দ্দ আক্রমণসংঘর্ষঃ ॥১৬॥

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই যুধিষ্ঠিরের এই বুদ্ধি জন্মিল যে, পূর্ব্বেই ক্রোধানলে প্রজ্বলিতা গান্ধারীর ক্রোধের শান্তি করা উচিত ॥১১॥

আমরা এইরূপ অন্যায়ভাবে পুত্রকে নিহত করিয়াছি ইহা শুনিয়া, গান্ধারী-দেবী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া, আমাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ॥১২॥

পুত্র দুর্য্যোধন ন্যায়ভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে ছল-পূর্ব্বক বধ করিয়াছি ইহা শুনিয়া, গান্ধারী কি প্রকারে তীব্র দুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া ভয়ে ও শোকে আকুল হইয়া, কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—॥১৪॥

'গোবিন্দ! অচ্যুত! মনেরও অগোচর এই নিষ্কণ্টক রাজ্য, তোমারই অনুগ্রহে আমরা পাইয়াছি ॥১৫॥

মহাবাহু যাদবনন্দন! তুমি আমাদের সমক্ষেই লোমহর্ষণ যুদ্ধে গুরুতর সঙ্ঘর্ষ ভোগ করিয়াছ ॥১৬॥

সাহ্যং তথা মহাবাহো! দত্তমস্মাকমচ্যুত!।
সারথ্যেন চ বার্ষ্ণেয়! ভবতা হি বৃতা বয়ম্ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
যদি ন ত্বং ভবেন্নাথঃ ফাল্গুনস্য মহারণে।
কথং শক্যো রণে জেতুং ভবেদেষ বলার্ণবঃ ॥১৯॥
গদা প্রহারা বিপুলাঃ পরিঘৈশ্চাপি তাড়নম্।
শক্তিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ তোমরৈঃ সপরশ্বধৈঃ ॥২০॥
অস্মৎকৃতে ত্বয়া কৃষ্ণ! বাচঃ সুপরুষাঃ শ্রুতাঃ।
শস্ত্রাণাঞ্চ নিপাতা বৈ বজ্রস্পর্শোপমা রণে ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
তে চ তে সফলা যাতা হতে দুর্য্যোধনেঽচ্যুত!।
তৎ সর্ব্বং ন যথা নশ্যেৎ পুনঃ কৃষ্ণ! তথা কুরু ॥২২॥
সন্দেহদোলাং প্রাপ্তং নশ্চেতঃ কৃষ্ণ! জয়ে সতি।
গান্ধার্য্যা হি মহাবাহো! ক্রোধং বুধ্যস্ব মাধব! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ত্বয়েতি। সাহ্যং সাহায্যম্, সাহায্যার্থে সাহ্যশব্দো মুনিষু রূঢ় ইতি প্রাগপি বহুশ উক্তম্, বৃতা আবৃতা ইব, তথা ভবতৈব বিপক্ষাঘাতনিবারণাদিত্যাশয়ঃ ॥১৭—১৮॥

যদীতি। নাথো রক্ষকঃ, ফাল্গুনস্য অর্জ্জুনস্য ॥১৯॥

গদেতি। সোঢ়া ইত্যাদিকং যথাসম্ভবমূহ্যম্। সুপরুষা অতিনিষ্ঠুরাঃ ॥২০—২১॥

ত ইতি। তৎ সর্ব্বং রাজ্যলাভাদিকম্। নশ্যেৎ গান্ধারীকোপেনেতি ভাবঃ ॥২২॥

মহাবাহু বৃষ্ণিনন্দন! তুমি পূর্ব্বকালে অসুরগণের বধের জন্য দেবাসুরযুদ্ধে যেমন দেবগণের সাহায্য ও অসুরগণকে বধ করিয়াছিলে, সেইরূপই এই যুদ্ধে আমাদেরও সাহায্য করিয়াছ এবং তুমি অর্জ্জুনের সারথ্য অবলম্বন করিয়া, যুদ্ধের সময় আমাদিগকে যেন আবৃত রাখিয়াছ ॥১৭—১৮॥

কৃষ্ণ! তুমি যদি মহাযুদ্ধে অর্জ্জুনের রক্ষক না হইতে; তাহা হইলে, অর্জ্জুন কি করিয়া এই সৈন্যসাগর জয় করিতে সমর্থ হইতেন ॥১৯॥

কৃষ্ণ! তুমি আমাদের জন্যই অনেক গদাঘাত এবং পরিঘ, শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর, পরশু ও বজ্রস্পর্শতুল্য অন্যান্য অস্ত্রপ্রহার সহ্য করিয়াছ এবং অনেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়াছ ॥২০—২১॥

কৃষ্ণ অচ্যুত! আজ দুর্য্যোধন নিহত হওয়ায় তোমার সে সমস্ত সহ্য করাই সফল হইয়াছে। আবার গান্ধারীর কোপে যাহাতে সে সকল নষ্ট না হয়, তাহা কর ॥২২॥

(২৩)...সন্দেহদোলাং প্রাপ্তাঃ স্ম প্রাপ্তে কৃষ্ণ! জয়ে সতি... পি,... ক্রোধস্তু শময়...নি।

সা হি নিত্যং মহাভাগা তপসোগ্রেণ কর্ষিতা।
পুত্রপৌত্রবধং শ্রুত্বা ধ্রুবং নঃ সংপ্রধক্ষ্যতি।
তস্যাঃ প্রসাদনং বীর! প্রাপ্তকালং মতং মম ॥২৪॥
কশ্চ তাং ক্রোধতাম্রাক্ষীং পুত্রব্যসনকর্ষিতাম্।
বীক্ষিতুং পুরুষঃ শক্তস্ত্বামৃতে পুরুষোত্তম! ॥২৫॥
তত্র মে গমনং প্রাপ্তং রোচতে তব মাধব!।
গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ প্রশমার্থমরিন্দম! ॥২৬॥
ত্বং হি কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ।
হেতুকারণসংযুক্তৈর্বাক্যৈঃ কালসমীরিতৈঃ ॥২৭॥
ক্ষিপ্রমেব মহাপ্রাজ্ঞ! গান্ধারীং শময়িষ্যসি।
পিতামহশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র ভবিষ্যতি ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সন্দেহেতি। গান্ধার্য্যাঃ কোপেন হি পুনঃ সর্ব্বনাশসম্ভব ইতি ভাবঃ।২৩॥

সেতি। কর্ষিতা কৃশীকৃতশরীরা। প্রাপ্তকালমেতৎকালোচিতম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৪॥

অথ যুষ্মাকমেকতমস্তত্র গচ্ছত্বিত্যাহ ক ইতি। পুত্রাণাং ব্যসনেন ধ্বংসেন কর্ষিতাং দুঃখিতাম্ ॥২৫॥

তত্রেতি। প্রাপ্তমুচিতম্। ক্রোধেন দীপ্তায়াঃ প্রজ্বলিতায়াঃ ॥২৬॥

ত্বমিতি। কর্ত্তা প্রকৃতাবস্থাকারী, বিকর্ত্তা বিকৃতিকারী, প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভব উৎপত্তিকারণম্, অপ্যেত্যস্মাদিত্যপ্যয়ঃ সংহারকারণঞ্চ। হেতুর্যুক্তিঃ কারণঞ্চ তাভ্যাং সংযুক্তৈঃ, কালসমীরিতৈঃ অবসরক্রমেণোক্তৈঃ। পিতামহঃ অস্মাকম্, পাণ্ডোঃ পিতৃত্বাদিত্যাশয়ঃ, কৃষ্ণঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ, তত্র গান্ধারীসমীপে, ভবিষ্যতি স্থাস্যতি। স চ গান্ধার্য্যাঃ প্রসাদনে তব সাহায্যং করিষ্যতীতি ভাবঃ ॥২৭—২৮॥

মহাবাহু কৃষ্ণ মাধব! জয় হইয়া গেলেও আমাদের মন সন্দেহদোলায় দুলিতেছে। কারণ, গান্ধারীর কোপের বিষয়টা একবার ভাবিয়া দেখ ॥২৩॥

মহাভাগা গান্ধারীদেবী ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে থাকিয়া, শরীরটাকে কৃশ করিয়াছেন; তিনি পুত্র ও পৌত্রপ্রভৃতির বধবৃত্তান্ত শুনিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে শাপানলে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। অতএব বীর! বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাকে প্রসন্ন করা উচিত ইহাই আমার মত ॥২৪॥

পুরুষোত্তম! তুমি ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি পুত্রমৃত্যুশ্রবণদুঃখিত্তা ও ক্রোধে আরক্তনয়না সেই গান্ধারীদেবীকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে? ॥২৫॥

শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ! ক্রোধে প্রজ্বলিত সেই গান্ধারীদেবীর ক্রোধ নিবৃত্তি করার জন্য তোমারই সেইখানে যাওয়া উচিত; ইহাই আমার অভিমত ॥২৬॥

সর্বথা তে মহাবাহো! গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধনাশনম্।
কর্ত্তব্যং সাত্বতাং শ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবানাং হিতার্থিনা ॥২৯॥
ধর্ম্মরাজস্য বচনং শ্রুত্বা যদুকুলোদ্বহঃ।
আমন্ত্র্য দারুকং প্রাহ রথঃ সজ্জো বিধীয়তাম্ ॥৩০॥
কেশবস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্বরমাণোঽথ দারুকঃ।
ন্যবেদয়দ্রথং সজ্জং কেশবায় মহাত্মনে ॥৩১॥
তং রথং যাদবশ্রেষ্ঠঃ সমারুহ্য পরন্তপঃ।
জগাম হাস্তিনপুরং ত্বরিতঃ কেশবো বিভুঃ ॥৩২॥
ততঃ প্রায়ান্মহারাজ! মাধবো ভগবান্ রথী।
নাগসাহ্বয়মাসাদ্য প্রবিবেশ চ বীর্য্যবান্ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

সর্ব্বথেতি। তে ত্বয়া। সাত্বতাং যদুবংশীয়ানাম্ ॥২৯॥
ধর্ম্মেতি। যদুকুলোদ্বহো যদুবংশধুরন্ধরঃ কৃষ্ণঃ ॥৩০॥
কেশবস্যেতি। সজ্জং অশ্বযোজনাদিভির্যুক্তম্ ॥৩১॥
তামিতি। বিভুঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ॥৩২॥
তত ইতি। নাগসাহ্বয়ং হস্তিনানগরম্ ॥৩৩॥

মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি লোকের প্রকৃত অবস্থা ও বিকৃত অবস্থা দুইই করিতে পার এবং তুমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা; সুতরাং তুমি যুক্তিযুক্ত ও তৎকালোচিত বাক্যদ্বারা গান্ধারীদেবীকে প্রসন্ন করিতে পারিবে। বিশেষতঃ, তখন সেস্থানে সম্ভবতঃ আমাদের পিতামহ ভগবান্ বেদব্যাস উপস্থিত থাকিবেন ॥২৭—২৮॥

মহাবাহু সাত্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি পাণ্ডবগণের হিতৈষী বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে গান্ধারীদেবীর ক্রোধ নিবৃত্তি তোমারই করা উচিত' ॥২৯॥

যদুকুলধুরন্ধর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া, নিজ সারথি দারুককে ডাকিয়া বলিলেন—'আমার রথ সজ্জিত কর' ॥৩০॥

দারুক কৃষ্ণের আদেশ শুনিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া যাইয়া, পুনরায় আসিয়া কৃষ্ণকে জানাইল যে, রথ সজ্জিত হইয়াছে ॥৩১॥

পরে সর্ব্বশক্তিমান্, যদুবংশশ্রেষ্ঠ ও শত্রুসন্তাপকারী কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ করিয়া, সত্বর হস্তিনানগরের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৩২॥

(৩০) ..রথসজ্জা বিধীয়তাম্—পি।

প্রবিশ্য নগরীং বীরো রথঘোষেণ নাদয়ন্।
বিদিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য সোঽবতীর্য্য রথোত্তমাৎ ॥৩৪॥
অভ্যগচ্ছদদীনাত্মা ধৃতরাষ্ট্রনিবেশনম্।
পূর্ব্বঞ্চাভিগতং তত্র সোঽপশ্যদৃষিসত্তমম্ ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)
পাদৌ প্রপীড্য কৃষ্ণস্য রাজ্ঞশ্চাপি জনার্দ্দনঃ।
অভ্যবাদয়দব্যগ্রো গান্ধারীঞ্চাপি কেশবঃ ॥৩৬॥
ততস্তু যাদবশ্রেষ্ঠো ধৃতরাষ্ট্রমধোক্ষজঃ।
পাণিমালম্ব্য রাজেন্দ্র! সুস্বরং প্ররুরোদ হ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

প্রবিশ্যেতি। বিদিতো রথঘোষেণৈব। অদীনাত্মা অকাতরচিত্তঃ ॥৩৪—৩৫॥

পাদাবিতি। কৃষ্ণস্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য, রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য ॥৩৬॥

তত ইতি। ধৃতরাষ্ট্রং তদীয়ম্, অধোক্ষজঃ কৃষ্ণঃ। সুস্বরং মুক্তকণ্ঠম্ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কিমর্থমিতি ॥১—২৬॥ হেতুকারণসংযুক্তৈঃ হেতবো দৃষ্টা অপরাধাঃ, কারণানি অদৃষ্টাস্তবশস্তাবীনি, তৈর্যুক্তানি তৈঃ ॥২৭—৩২॥ প্রায়াদগচ্ছৎ ॥৩৩—৩৫॥ কৃষ্ণস্য ব্যাসস্য ॥৩৬—৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্দ্ধরবংশাবতংসশ্রীগোবিন্দসূরিসূনুশ্রীনীলকণ্ঠবিরচিতে ভারতভাবদীপে শল্যপর্ব্বার্থপ্রকাশে ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৯॥

—:*:—

মহারাজ! রথারোহী ভগবান্ কৃষ্ণ যাইতে যাইতে নিকটবর্ত্তী হইয়া, হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন ॥৩৩॥

বীর কৃষ্ণ রথের শব্দে সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিতে থাকিয়া, হস্তিনানগরে প্রবেশ করিয়া, উত্তম রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অকাতরচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেস্থানে পূর্ব্বেই সমাগত বেদব্যাসকে দেখিতে পাইলেন; ওদিকে ধৃতরাষ্ট্রও রথের শব্দে কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥৩৪—৩৫॥

ক্রমে কৃষ্ণ অনাকুলভাবে বেদব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর চরণ স্পর্শ করিয়া, তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন ॥৩৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর যদুবংশপ্রধান কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণ করিয়া, মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

সমুহূর্ত্তাদিবোৎস্রজ্য বাষ্পং শোকসমুদ্ভবম্।
প্রক্ষাল্য বারিণা নেত্রে হ্যাচম্য চ যথাবিধি।
উবাচ প্রস্তুতং বাক্যং ধৃতরাষ্ট্রমরিন্দমঃ ॥৩৮॥
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ভূতভব্যস্য ভারত!।
কালস্য চ যথাবৃত্তং তত্তে সুবিদিতং প্রভো!॥৩৯॥
যতিতং পাণ্ডবৈঃ সর্ব্বৈস্তব চিত্তানুরোধিভিঃ।
কথং কুলক্ষয়ো ন স্যাত্তথা ক্ষত্রস্য ভারত!॥৪০॥
ভ্রাতৃভিঃ সময়ং কৃত্বা ক্ষান্তবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ।
দ্যূতচ্ছলজিতৈঃ শুদ্ধৈর্বনবাসোঽভ্যুপাগতঃ॥৪১॥
অজ্ঞাতবাসচর্য্যা চ নানাবেশসমাবৃতৈঃ।
অন্যে চ বহবঃ ক্লেশাস্ত্বশক্তৈরিব নিত্যদা॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। আচম্য বাষ্পত্যাগনিবন্ধনাপবিত্রত্বব্যপোহনার্থম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ॥৩৮॥
নেতি। ভূতভব্যস্য অতীতবর্ত্তমানস্য। বৃত্তং বৃত্তান্তঃ॥৩৯॥
যতিতমিতি। যতিতং যত্নঃ কৃতঃ। ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়গণস্য তথা ক্ষয়ঃ॥৪০॥
ভ্রাতৃভিরিতি। ক্ষান্তবান্ ত্বৎপুত্রাণামত্যাচারং সোঢ়বান্। অভ্যুপাগতঃ অঙ্গীকৃতঃ॥৪১॥
অজ্ঞাতেতি। নানাবেশসমাবৃতৈঃ কঙ্কাদিরূপধারিভিঃ। ক্লেশাঃ সোঢ়া ইতি শেষঃ॥৪২॥

তৎপরে শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ শোকসঞ্জাত অশ্রুজল সংবরণপূর্ব্বক, জলদ্বারা নয়নযুগল প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া, বিস্তৃতভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন—॥৩৮॥

'ভরতনন্দন মহারাজ! অতীত ও বর্ত্তমান কালের কোন ঘটনাই আপনার অবিদিত নাই এবং যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, সে সমস্ত আপনার বিশেষভাবে জানা আছে॥৩৯॥

ভরতনন্দন! যাহাতে বংশের ও ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয় না হয়, তাহার জন্য আপনার চিত্তানুবর্ত্তী পাণ্ডবেরা সকলেই যত্ন করিয়াছিলেন॥৪০॥

ধর্ম্মবৎসল যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া, সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া, সমস্ত কষ্টই সহ্য করিয়াছেন এবং নির্দ্দোষ পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির শঠতায় পরাজিত হইয়া বনবাস স্বীকার করিয়াছেন॥৪১॥

তাঁহারা নানাবিধ বেশ ধারণ করিয়া, বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা অসমর্থের ন্যায় থাকিয়া, অন্য বহুবিধ ক্লেশও সহ্য করিয়াছেন॥৪২॥

(৩৮)…উবাচ প্রস্তুতং বাক্যং—বঙ্গ।…উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যং—নি।

ময়া চ স্বয়মাগম্য যুদ্ধকাল উপস্থিতে।
সর্ব্বলোকস্য সান্নিধ্যে গ্রামাংস্ত্বং পঞ্চ যাচিতঃ ॥৪৩॥
ত্বয়া কালোপসৃষ্টেন লোভতো নাপবর্জিতাঃ।
তবাপরাধান্নৃপতে! সর্ব্বং ক্ষত্রং ক্ষয়ং গতম্ ॥৪৪॥
ভীষ্মেণ সোমদত্তেন বাহ্লীকেন কৃপেণ চ।
দ্রোণেন চ সপুত্রেণ বিদুরেণ চ ধীমতা।
যাচিতস্ত্বং শমং নিত্যং ন চ তৎ কৃতবানসি ॥৪৫॥
কালোপহতচিত্তো হি সর্বো মুহ্যতি ভারত!।
যথা মূঢ়ো ভবান্ পূর্ব্বমস্মিন্নর্থে সমুত্থিতে ॥৪৬॥
কিমন্যৎ কালযোগাদ্ধি দিষ্টমেব পরায়ণম্।
মা চ দোষান্মহাপ্রাজ্ঞ! পাণ্ডবেষু নিবেশয় ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

ময়েতি। যাচিতঃ পরিশেষে পাণ্ডবার্থ ইতি ভাবঃ ॥৪৩॥

ত্বয়েতি। কালোপসৃষ্টেন কালপ্রেরিতেন, নাপবর্জিতাস্তে পঞ্চ গ্রামা অপি ন দত্তাঃ ॥৪৪॥

ভীষ্মেণেতি। সপুত্রেণ অশ্বত্থামসহিতেন। শমং সন্ধিনিবন্ধনাং শান্তিম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৫॥

কালেতি। কালেন উপহতং সদর্থনির্ণয়াক্ষমীকৃতং চিত্তং যস্য সঃ। সমুত্থিতে উপস্থিতে ॥৪৬॥

কিমিতি। দিষ্টং দৈবম্, পরায়ণম্ অস্মিন্ ক্ষয়ে পরমো হেতুঃ ॥৪৭॥

তা'র পর যুদ্ধের কাল উপস্থিত হইলে, আমি নিজে আসিয়া, সমস্ত লোকের সমক্ষে পাণ্ডবগণের জন্য আপনার নিকটে পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়াছিলাম ॥৪৩॥

কিন্তু আপনি কালপ্রেরিত ও লোভাকৃষ্ট হইয়া, তখন তাহা দেন নাই; অতএব রাজা! আপনার অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয় ক্ষয় পাইয়াছে ॥৪৪॥

বুদ্ধিমান্ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সোমদত্ত ও বাহ্লীক সর্ব্বদাই আপনার নিকট সন্ধি-শান্তির প্রার্থনা করিতেন; কিন্তু আপনি তাহা করেন নাই ॥৪৫॥

ভরতনন্দন! সমস্ত মানুষই কালের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকে; যেমন আপনি এই বিষয় উপস্থিত হইলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন ॥৪৬॥

কাল ব্যতীত এই ক্ষয়ের প্রতি অন্য কি কারণ হইতে পারে; অতএব এই ক্ষয়ের প্রতি সেই কাল ও দৈবই প্রধান কারণ; সুতরাং মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি পাণ্ডবগণের উপরে দোষারোপ করিবেন না ॥৪৭॥

অল্পোঽপ্যতিক্রমো নাস্তি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
ধর্ম্মতো ন্যায়তশ্চৈব স্নেহতশ্চ পরন্তপ ! ॥৪৮॥
এতৎ সর্ব্বন্তু বিজ্ঞায় হ্যাত্মদোষকৃতং ফলম্।
অসূয়াং পাণ্ডুপুত্রেষু ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি ॥৪৯॥
কুলং বংশশ্চ পিণ্ডশ্চ যচ্চ পুত্রকৃতং ফলম্।
গান্ধার্য্যাস্তব চৈবাথ পাণ্ডবেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫০॥
ত্বঞ্চৈব কুরুশার্দ্দূল ! গান্ধারী চ যশস্বিনী।
মা শুচো নরশার্দ্দূল ! পাণ্ডবান্ প্রতি কিল্বিষম্ ॥৫১॥
এতৎ সর্ব্বমনুধ্যাত্বা আত্মনশ্চ ব্যতিক্রমম্।
শিবেন পাণ্ডবান্ ধ্যাহি নমস্তে ভরতর্ষভ ! ॥৫২॥
জানাসি চ মহাবাহো ! ধর্ম্মরাজস্য যা ত্বয়ি।
ভক্তির্ভরতশার্দ্দূল ! স্নেহশ্চাপি স্বভাবতঃ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

অল্প ইতি। অতিক্রমো লঙ্ঘনম্। ধর্ম্মত ইত্যাদৌ সর্ব্বত্র ষষ্ঠ্যন্তম্ ॥৪৮॥
এতদিতি। অসূয়াং দোষারোপম্ ॥৪৯॥
কুলমিতি। কুলং কুলগৌরবম্, ফলং ভরণপোষণাদিকম্ ॥৫০॥
ত্বমিতি। কিল্বিষং জ্ঞাতিবধপাপং লক্ষ্যীকৃত্য ॥৫১॥
এতদিতি। অনুধ্যাত্বা বিচিন্ত্য, ব্যতিক্রমঃ ন্যায়লঙ্ঘনম্। শিবেন মঙ্গলময়েন চেতসা ॥৫২॥
জানাসীতি। অতএব ত্বং প্রতি রোষো ন কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥৫৩॥

শত্রুসন্তাপক রাজা ! এই বিষয়ে মহাত্মা পাণ্ডবগণ ধর্ম্ম, ন্যায় ও স্নেহের অল্পমাত্র অতিক্রমও করেন নাই ॥৪৮॥

মহারাজ এই সমস্তই আপনার আত্মকৃত দোষের ফল; ইহা বুঝিয়া আপনি পাণ্ডবগণের উপরে দোষারোপ করিতে পারেন না ॥৪৯॥

আপনার ও গান্ধারীদেবীর বংশগৌরব, বংশরক্ষা, পিণ্ড প্রত্যাশা এবং পুত্রের যে সকল প্রয়োজন আছে; সে সমস্তই এখন পাণ্ডবগণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল ॥৫০॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ নরনাথ ! আপনি এবং যশস্বিনী গান্ধারীদেবী পাণ্ডবগণের এই অপরাধ বিষয়ে শোক করিবেন না ॥৫১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই সমস্ত বিষয় ও নিজের দোষ স্মরণ করিয়া, মঙ্গলময় চিত্তে পাণ্ডবগণের বিষয় চিন্তা করিতে থাকুন। আপনাকে নমস্কার করি ॥৫২॥

(৪৯)...তমসূয়াং পাণ্ডুপুত্রেষু—নি।

এতচ্চ কদনং কৃত্বা শত্রূণামপকারিণাম্ ।
দহ্যতে চ দিবারাত্রৌ ন চ শর্ম্মাধিগচ্ছতি ॥৫৪॥
ত্বাঞ্চৈব নরশার্দ্দূল ! গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
স শোচন্ নরশার্দ্দূলো ন শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৫৫॥
হ্রিয়া পরময়াবিষ্টো ভবন্তং নাধিগচ্ছতি ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং বুদ্ধিব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৫৬॥
এবমুক্ত্বা মহারাজ ! ধৃতরাষ্ট্রং যদূত্তমঃ ।
উবাচ পরমং বাক্যং গান্ধারীং শোককর্ষিতাম্ ॥৫৭॥
সৌবলেয়ি ! নিবোধ ত্বং যত্ত্বাং বক্ষ্যামি সুব্রতে ! ।
ত্বৎসমা নাস্তি লোকেঽস্মিন্নদ্য সীমন্তিনী শুভে ! ॥৫৮॥
জানাসি চ যথা রাজ্ঞি ! সভায়াং মম সন্নিধৌ ।
ধর্ম্মার্থসহিতং বাক্যমুভয়োঃ পক্ষয়োর্হিতম্ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি । কদনং মহামারীম্ । দহ্যতে অনুতাপানলেন ॥৫৪॥
ত্বামিতি । শোচন্ পুত্রপৌত্রাদিক্ষয়াৎ রাজ্যনাশাচ্চেতি ভাবঃ ॥৫৫॥
হ্রিয়েতি । হ্রিয়া লজ্জয়া । বুদ্ধ্যা সহ ব্যাকুলিতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য তম্ ॥৫৬॥
এবমিতি । যদূত্তমঃ কৃষ্ণঃ । শোকেন কর্ষিতাং দুঃখসাগরে আকৃষ্টাম্ ॥৫৭॥
সৌবেতি । সুবলস্যাপত্যং স্ত্রীতি সৌবলেয়ী, তৎসম্বোধনম্ । নিবোধ শৃণু ॥৫৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনার উপরে স্বভাবতই যুধিষ্ঠিরের যে ভক্তি ও স্নেহ আছে, তাহা আপনি জানেন ॥৫৩॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপকারী শত্রুগণের এইরূপ মহামারী ঘটাইয়া দিবা-রাত্রই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন ; কখনই শান্তি পাইতেছেন না ॥৫৪॥

নরশ্রেষ্ঠ ! রাজা যুধিষ্ঠির আপনার ও গান্ধারীদেবীর বিষয়ে শোক করিতে থাকিয়া, কোন সময়েই শান্তি পাইতেছেন না ॥৫৫॥

রাজা আপনি পুত্রশোকে সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইয়াছেন এবং আপনার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলি শোকে বিশেষ আকুল হইয়া গিয়াছে ; তথাপি রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত লজ্জিত হওয়ায় আপনার নিকট আসিতেছেন না' ॥৫৬॥

মহারাজ ! যদুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়া, শোকাকুল গান্ধারীদেবীকে উত্তম বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন—॥৫৭॥

'সুবলনন্দিনি সুব্রতে ! আমি আপনাকে যাহা বলিব, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। কল্যাণি ! বর্ত্তমান সময়ে এই জগতে আপনার তুল্য নারী নাই ॥৫৮॥

উক্তবত্যসি কল্যাণি! ন চ তে তনয়ৈঃ কৃতম্।
দুর্য্যোধনস্ত্বয়া চোক্তো জয়ার্থী পরুষং বচঃ ॥৬০॥ (যুগ্মকম্)
শৃণু মূঢ় বচো মহ্যং যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং তব বাক্যং নৃপাত্মজে! ॥৬১॥
এবং বিদিত্বা কল্যাণি! মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ।
পাণ্ডবানাং বিনাশায় মা তে বুদ্ধিঃ কদাচন ॥৬২॥
শক্তা চাসি মহাভাগে! পৃথিবীং সচরাচরাম্।
চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন নির্দগ্ধুং তপসো বলাৎ ॥৬৩॥
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা গান্ধারী বাক্যমব্রবীৎ।
এবমেতন্মহাবাহো! যথা বদসি কেশব! ॥৬৪॥
আধিভির্দহ্যমানায়া মতিঃ সঞ্চলিতা মম।
সা মে ব্যবস্থিতা শ্রুত্বা তব বাক্যং জনার্দন! ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

জ্ঞানাসীতি। সন্ধৌ প্রাপ্তে অর্থে যুদ্ধ [illegible] পরুষং নিষ্ঠুরম্ ॥৫৯—৬০॥
শৃণ্বিতি। মহ্যং মম, যতঃ যত্র, ততঃ তত্র, [illegible] ॥৬১॥
এবমিতি। মা স্ম ন [illegible] ॥৬২॥
শক্তেতি। চক্ষুর্জন্যৈঃ [illegible] ক্রোধেন দীপ্তং জ্বলিতং তেন ॥৬৩॥
বাস্বিতি। এবমেতৎ [illegible] ॥৬৪॥

রাজ্ঞি! আপনি জানেন যে, তৎকালে আপনি সভায় আমার সমক্ষে উভয় পক্ষের হিতজনক ও ধর্ম্মার্থযুক্ত অনেক কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু আপনার পুত্রেরা আপনার সে বাক্য রক্ষা করেন নাই। কল্যাণি! তাহার পর আপনি দুর্য্যোধনকে অনেক নিষ্ঠুর কথা বলিয়াছিলেন ॥৫৯—৬০॥

'মূঢ় দুর্য্যোধন! তুই আমার কথা শোন—যেখানে ধর্ম্ম থাকে, সেইখানেই জয়ও থাকে'। রাজপুত্রি! এখন আপনার সেই বাক্য এই উপস্থিত হইয়াছে ॥৬১॥

কল্যাণি! এইরূপ বুঝিয়া আপনি আর শোকের দিকে মন দিবেন না এবং কখনও পাণ্ডবগণের বিনাশের দিকে বুদ্ধি করিবেন না ॥৬২॥

মহাভাগে। আপনি তপস্যার প্রভাবে ক্রোধজ্বলিত নয়নদ্বারা স্থাবর ও জঙ্গমের সহিত সমগ্র পৃথিবীই দগ্ধ করিতে পারেন' ॥৬৩॥

তখন গান্ধারী কৃষ্ণের কথা শুনিয়া, এই বাক্য বলিলেন—'মহাবাহু কৃষ্ণ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে ॥৬৪॥

রাজ্ঞস্ত্বন্ধস্য বৃদ্ধস্য হতপুত্রস্য কেশব ! ।
ত্বং গতিঃ সহিতৈর্বীরৈঃ পাণ্ডবৈর্দ্বিপদাংবর ! ॥৬৬॥
এতাবদুক্ত্বা বচনং মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী প্ররুরোদ হ ॥৬৭॥
তত এনাং মহাবাহুঃ কেশবঃ শোককর্ষিতাম্ ।
হেতুকারণসংযুক্তৈর্বাক্যৈরাশ্বাসয়ৎ প্রভুঃ ॥৬৮॥
সমাশ্বাস্য চ গান্ধারীং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ মাধবঃ ।
দ্রৌণিসঙ্কল্পিতং ভাবমন্ববুধ্যত কেশবঃ ॥৬৯॥
ততস্ত্বরিত উত্থায় পাদৌ মূর্দ্ধ্না প্রণম্য চ ।
দ্বৈপায়নস্য রাজেন্দ্র ! ততঃ কৌরবমব্রবীৎ ॥৭০॥
আপৃচ্ছে ত্বাং কুরুশ্রেষ্ঠ ! মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ।
দ্রোণেঃ পাপোঽস্ত্যভিপ্রায়স্তেনাস্মি সহসোত্থিতঃ ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

আধিভিরিতি। আধিভির্মনোব্যথাভিঃ। ব্যবস্থিতা স্থিরীভূতা ॥৬৫॥

রাজ্ঞ ইতি। সহিতৈঃ সম্মিলিতৈঃ পাণ্ডবৈঃ সহ, দ্বিপদাং মনুষ্যাণাম্ ॥৬৬॥

এতাবদিতি। মুখাচ্ছাদনং পরদর্শনলজ্জানিবারণার্থম্ ॥৬৭॥

তত ইতি। হেতুযুক্তিঃ কারণঞ্চ তাভ্যাং সংযুক্তৈঃ, প্রভুঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ॥৬৮॥

সমিতি। দ্রৌণিনা অশ্বত্থাম্না সঙ্কল্পিতং মনসা নিরূপিতম্, ভাবং রাত্রৌ পাণ্ডবানাং গুপ্তহত্যাম্। অন্ববুধ্যত সর্ব্বাস্তর্য্যামিত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৬৯॥

তত ইতি। মূর্দ্ধ্না, দ্বৈপায়নস্য পাদৌ প্রণম্যেতি সম্বন্ধঃ ॥৭০॥

জনার্দ্দন ! মনের বেদনায় আমার বুদ্ধি বিচলিত হইয়াছিল ; কিন্তু তোমার বাক্য শুনিয়া, আমার সে বুদ্ধি এখন স্থির হইয়াছে ॥৬৫॥

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ কেশব ! সম্মিলিত পাণ্ডবগণের সহিত তুমিই এখন অন্ধ, বৃদ্ধ ও হতপুত্র রাজার একমাত্র অবলম্বন' ॥৬৬॥

পুত্রশোকসন্তপ্তা গান্ধারী এই পর্য্যন্ত বলিয়া, বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন ॥৬৭॥

তাহার পর সর্ব্বশক্তিমান্ ও মহাবাহু কৃষ্ণ যুক্তি ও কারণযুক্ত বহুবিধ বাক্যদ্বারা শোকাকুলা গান্ধারীকে আশ্বস্ত করিলেন ॥৬৮॥

কৃষ্ণ সেইভাবে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আশ্বস্ত করিয়া, অশ্বত্থামার সঙ্কল্পিত বিষয় বুঝিতে পারিলেন ॥৬৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তদনন্তর কৃষ্ণ সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, মস্তকদ্বারা বেদব্যাসের চরণযুগলে নমস্কার করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন— ॥৭০॥

পাণ্ডবানাং বধে রাত্রৌ বুদ্ধিস্তেন প্রবর্ত্তিতা।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং গান্ধার্য্যা সহিতোঽব্রবীৎ ॥৭২॥
ধৃতরাষ্ট্রো মহাবাহুঃ কেশবং কেশিসূদনম্।
শীঘ্রং গচ্ছ মহাবাহো! পাণ্ডবান্ পরিপালয় ॥৭৩॥ (যুগ্মকম্)
ভূয়স্ত্বয়া সমেষ্যামি ক্ষিপ্রমেব জনার্দ্দন!।
প্রায়াত্ততস্তু ত্বরিতো দারুকেণ সহাচ্যুতঃ ॥৭৪॥
বাসুদেবে গতে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্।
আশ্বাসয়দমেয়াত্মা ব্যাসো লোকনমস্কৃতঃ ॥৭৫॥
বাসুদেবোঽপি ধর্ম্মাত্মা কৃতকৃত্যো জগাম হ।
শিবিরং হাস্তিনপুরাদ্দিদৃক্ষুঃ পাণ্ডবান্ নৃপ! ॥৭৬॥

ভারতকৌমুদী

আপৃচ্ছ ইতি। আপৃচ্ছে প্রস্থানানুমতিং প্রার্থয়ামীত্যর্থঃ। অথ প্রস্থানে কথমিয়ং ত্বরেত্যাহ দ্রৌণেরিতি। পাপঃ পাণ্ডবানাং গুপ্তহত্যাবিষয়ত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৭১॥

পাণ্ডবানামিতি। বধে গুপ্তহত্যায়াম্, তেন দ্রৌণিনা, প্রবর্ত্তিতা কৃতা। কেশিসূদনং কেশিনামকদানবহন্তারম্। এতেন ভাবিসৌপ্তিকপর্ব্ব সূচিতম্ ॥৭২—৭৩॥

ভূয় ইতি। ভূয়ঃ পুনঃ, ত্বয়া সহ, সমেষ্যামি সম্মিলিতো ভবিষ্যামি ॥৭৪॥

বাস্বিতি। অমেয়াত্মা প্রাকৃতলোকৈরজ্ঞেয়স্বভাবঃ, লোকনমস্কৃতস্তপোমাহাত্ম্যাৎ ॥৭৫॥

বাস্বিতি। কৃতং কৃত্যং করণীয়ং গান্ধারীকোপশমনং যেন সঃ। শিবিরং প্রাগুক্তং নদীতীরস্থম্, তদানীং তত্রৈব পাণ্ডবানামবস্থানস্য পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ। দিদৃক্ষুর্দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ ॥৭৬॥

‘কৌরবশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট আমার প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আর শোকের দিকে মন দিবেন না। অশ্বত্থামার পাপ অভিপ্রায় জন্মিয়াছে; আমি সেই জন্যই হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়াছি ॥৭১॥

অশ্বত্থামা রাত্রিতে পাণ্ডবগণের গুপ্তহত্যা বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়াছেন’। এই কথা শুনিয়া, মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মিলিত হইয়া কেশিহন্তা কৃষ্ণকে বলিলেন—‘মহাবাহু! তুমি সত্বর যাও, পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর ॥৭২—৭৩॥

জনার্দ্দন! আমি আবার তোমার সহিত সম্মিলিত হইব’। তাহার পর কৃষ্ণ ত্বরান্বিত হইয়া দারুকের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥৭৪॥

রাজা! কৃষ্ণ চলিয়া গেলে, অচিন্ত্যস্বভাব ও সকললোকনমস্কৃত বেদব্যাস রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

নরনাথ! ওদিকে ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণও কৃতকার্য্য হইয়া, পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিয়া, হস্তিনানগর হইতে সেই নদীতীরস্থ শিবিরে গমন করিলেন ॥৭৬॥

আগম্য শিবিরং রাত্রৌ সোঽভ্যগচ্ছত পাণ্ডবান্।
তচ্চ তেভ্যঃ সমাখ্যায় সহিতস্তৈঃ সমাহিতঃ ॥৭৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রগান্ধারীপ্রবোধনে ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

সমাপ্তঞ্চেদং শল্যপর্ব্ব ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

আগম্যেতি। তদ্গান্ধারীকোপশমনবৃত্তম্। সমাহিতঃ পরকর্ত্তব্যবিষয়ে একাগ্রচিত্তঃ অভবদিতি শেষঃ ॥৭৭॥

ব্রহ্মর্ত্তুবহ্নিন্দুমিতে শকাব্দে সৌরে তপস্যেঽহনি পঞ্চমে চ।
শল্যাশ্রিতা ভারতকৌমুদীয়ং বঙ্গানুবাদাদিযুতা সমাপ্তা ॥১॥
কোটালিপাড়ে বিষয়ে বিভাতি গ্রামো মহানূনশিয়াভিধানঃ।
তত্রত্য-গঙ্গাধরশর্ম্মসূনুর্যঃ কাশ্যপঃ শ্রীহরিদাসশর্ম্মা ॥২॥
চিরমূনশিয়ানিবাসিনা কলিকাতানগরপ্রবাসিনা।
নমু তেন শিবপ্রসাদতো রচিতা শ্রীহরিদাসশর্ম্মণা ॥৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ-ভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

সমাপ্তঞ্চেদং শল্যপর্ব্ব ॥০॥

কৃষ্ণ সেই রাত্রিকালে নদীতীরস্থ পাণ্ডবশিবিরে আগমন করিয়াই পাণ্ডব-নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে গান্ধারীর কোপ নিবৃত্তির বিষয় বলিয়া, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া, পরকর্ত্তব্য বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত থাকিয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭৭॥

শল্যপর্ব্বের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

---

* '...ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '...চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

* ইতঃ পরমপি বহুষেব পুস্তকেষু দুর্য্যোধনবিলাপ-তদন্তিককৃতবর্ম্মাদ্যাগমনসূচক-মধ্যায়দ্বয়ং শল্যপর্ব্বণি এবাস্তিমাধ্যায়তয়া সন্নিবেশিতং দৃশ্যতে। তচ্চাতীবাসঙ্গতম্, পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়োক্তিবিরোধাৎ। তথা চ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে—(আদিপর্ব্বণি দ্বিতীয়াধ্যায়ে, "... উক্ত ভগ্নৌ প্রসহ্যাজৌ গদয়া ভীমবেগয়া। নবমং পর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমেতদদ্ভুতমর্থবৎ ॥ অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সৌপ্তিকং পর্ব্ব দারুণম্। ভগ্নোরুং যত্র রাজানং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ॥ অপযাতেষু পার্থেষু ত্রয়স্তেঽভ্যাযযূ রথাঃ। কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণিঃ সায়াহ্নে রুধিরোক্ষিতম্ ॥" এতেন তদধ্যায়-দ্বয়স্য শল্যপর্ব্বণঃ অশেষাংশতয়া সৌপ্তিকপর্ব্বণ এব চ প্রাথমিকতয়া স্বয়ং মুনিনৈবাভিহিতত্ব মিত্যাকামেনাপি মন্তব্যম্। কিঞ্চ ষড়শীতিশ্লোকাত্মকতদধ্যায়দ্বয়স্য শল্যপর্ব্বস্থত্বে শল্যপর্ব্বণি তাবৎসংখ্যকশ্লোকাধিক্যম্, সৌপ্তিকপর্ব্বণি চ তাবৎসংখ্যকশ্লোকন্যূনত্বঞ্চ প্রসজ্যেত। বস্তুতস্তু নাটকাদৌ দৃশ্যকাব্যে অঙ্কাংশাবতারঃ ইব সৌপ্তিকপর্ব্ব শল্যপর্ব্বণ এব অংশবিশেষ ইতি লেখকপ্রমাদঃ সর্ব্বথৈব সম্ভবতীতি সুধীভির্বিভাবনীয়ম্।

মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

—ঃ০ঃ—

শল্যপর্ব্ব

—ঃ০ঃ—

দর্শনাচার্য্য-

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-মহাকবি-ভারতাচার্য্য-

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

—ঃ*ঃ—

কলিকাতা ৪১ সংখ্যক-দেবলেনাখ্যবর্ত্মস্থ-সিদ্ধান্তবিদ্যালয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব প্রকাশিতশ্চ

১৩৬৬ বঙ্গাব্দে

কলিকাতা ৪১ সংখ্যক-দেবলেনস্থিত-

সিদ্ধান্তযন্ত্রে

সহকারি সম্পাদক-শ্রীহেমচন্দ্রভট্টাচার্য্যেণ মুদ্রিতম্ .

নিবেদন

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মহাভারতের শল্যপর্ব্ব প্রকাশিত হইল। বনপর্ব্বে কার্ত্তিকের উপাখ্যান রহিয়াছে; এই পর্ব্বেও তাহা আছে; তথাপি পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে; কিংবা উহার একটী প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। কারণ, প্রসঙ্গভেদে একই কথা বার বার বলিলেও পুনরুক্তি দোষ হয় না। কোন লোক কোন ব্যক্তির নিকট নিজের নাম বলিয়া, কিছু দূরে অপর ব্যক্তির জিজ্ঞাসা ক্রমে আবার নিজের নাম বলিলে, তাহাকে পুনরুক্তি দোষ বলা যায় না। প্রক্ষিপ্ত বলিবারও কোন উপযুক্ত কারণ নাই। তবে উপাখ্যানের মধ্যে যেটুকু বৈষম্য দেখা যায়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ঘটিয়াছিল, এরূপ সমাধান করা ব্যতীত অন্য কোন সমাধানের উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

তা'র পর অন্যান্য পর্ব্বের ন্যায় এই পর্ব্বেও অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার যথেষ্ট অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার কারণ ও সমাধান পূর্ব্ব পূর্ব্ব পর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু একটী অসামঞ্জস্য এ যাবৎ কেবল এই পর্ব্বেই দেখা গেল। যথা—আদিপর্ব্বের পর্ব্বসংগ্রহ-নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহর্ষি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "...উরু ভগ্নৌ প্রসহ্যাজৌ গদয়া ভীমবেগয়া। নবমং পর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমেতদদ্ভুতমর্থবৎ ॥" দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ও তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনা, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আশ্বস্ত করিয়া, কৃষ্ণের পুনরায় পাণ্ডবগণের নিকটে আগমন—ইহাই শল্যপর্ব্বের শেষবৃত্তান্ত। আবার সেই পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়েই সৌপ্তিকপর্ব্বের ক্রমিক বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়া মহর্ষি নিজে লিখিয়াছেন যে, "অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সৌপ্তিকং পর্ব্ব দারুণম্। ভগ্নোরুং যত্র রাজানং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ॥ অপযাতেষু পার্থেষু ত্রয়স্তেঽভ্যাযযূ রথাঃ। কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণিঃ সায়াহ্নে রুধিরোক্ষিতম্ ॥" অর্থাৎ দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের পরে পাণ্ডবেরা সেস্থান হইতে চলিয়া গেলে, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা সেই সায়াহ্নকালে দুর্য্যোধনের নিকটে আগমন করিলেন। ইহাই সৌপ্তিকপর্ব্বের প্রথম বৃত্তান্ত। ইহাতে বুঝা যায় যে, ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন অনুসারে সঞ্জয়ের উক্তি ক্রমে কৃতবর্ম্মাদির আগমন সূচনা এবং কৃতবর্ম্মাদির দুর্য্যোধনের নিকটে আগমনপ্রভৃতি যে দুইটী অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, তাহা সৌপ্তিকপর্ব্বেরই প্রাথমিক দুইটী অধ্যায়। অথচ বহুতর পুস্তকেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই দুইটী অধ্যায় শল্যপর্ব্বের শেষে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ইহাতে যে কেবল মহর্ষির নিজের বাক্যের সহিতই বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা নহে—শল্যপর্ব্বে মহর্ষির গণনা অপেক্ষা ঐ দুইটী অধ্যায়ের ৮৬টী শ্লোক বেশী হইয়াছে এবং সৌপ্তিকপর্ব্বে ঐ ৮৬টি শ্লোক কম হইয়াছে; সুতরাং ঐ দুইটী অধ্যায় শল্যপর্ব্বের শেষে সন্নিবিষ্ট থাকাতেই এই গুরুতর অসামঞ্জস্যের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু ঐ দুইটী অধ্যায়কে সৌপ্তিকপর্ব্বের প্রথমে সন্নিবিষ্ট করিলে, কোন দিকেই কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। এই জন্যই আমরা ঐ দুইটী অধ্যায়কে শল্যপর্ব্বের শেষে সন্নিবেশিত না করিয়া, সৌপ্তিকপর্ব্বের প্রথমে সন্নিবেশিত

করিলাম। বাস্তবিক পক্ষে নাটকপ্রভৃতি দৃশ্যকাব্যে অঙ্কাংশাবতার যেমন পূর্ববর্ত্তী অঙ্কেরই অংশবিশেষ, তেমন সৌপ্তিকপর্বও শল্যপর্বেরই অংশবিশেষ—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্যই লেখকগণের প্রমাদবশতই উক্তবিধ অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে।

পাঠান্তরে লিখিত সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলির বিবরণ।

পি—আমার পিতামহ ৺কাশীচন্দ্রবাচস্পতিলিখিত পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় পুস্তক।

বঙ্গ—বঙ্গবাসীসংবাদপত্রকার্য্যালয়মুদ্রিত পশ্চিমবঙ্গদেশীয় পুস্তক।

বর্দ্ধ—বর্দ্ধমানরাজপ্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গদেশীয় মুদ্রিত পুস্তক।

বা—বাপুদেবশাস্ত্রিসংশোধিত কাশীপ্রদেশীয় মুদ্রিত পুস্তক।

সো—কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটীমুদ্রিত পুস্তক।

নি—নির্ণয়সাগরযন্ত্রমুদ্রিত কুম্ভঘোণদেশীয় পুস্তক।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পুস্তকও প্রয়োজন অনুসারে দেখা হইয়া থাকে। ইতি—

কলিকাতা, ৪১ নং সুরি লেন,
সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়।
১৩৪৬ সাল, ৪ঠা ফাল্গুন।

চিরবিধেয়-
শ্রীহরিদাসদেবশর্ম্মা।